# দান্তে রচনাসমগ্র

অনুবাদ

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ



তুলি-কলম
১, কলেজ রো, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক : কল্যাণব্রত দত্ত, তুলি-কলম : ১, কলেজ রো, কলকাতা-৯,
মুদ্রক : স্বপ্না প্রেস, ৩৫/২/১এ, বিডন স্ট্রীট কলকাতা-৯ থেকে প্রভাসচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ : তরুণ দত্ত

দাম : কুড়ি টাকা

# DANTE RACHANASAMAGRA

Translated by

Sudhansuranjan Ghosh

Price Rupees Twenty only.

## সূচীপত্র

# ভূমিকা

মানুষ মৃত্যুর পর কোথায় যায়? নরকপ্রদেশের চব্বিশটি বৃত্ত, সমুদ্রতীরবর্তী মাউণ্ট পার্গেটারিও বা পরিশুদ্ধিপর্বতের ছটি ধাপ ও সাতটি চত্বর ও সবশেষে ভূস্বর্গলোকবর্তী নয়টি গ্রহস্তর একে একে অতিক্রম করে সত্যি সত্যিই কি ঈশ্বরের সামীপ্য ও সালোক্যরূপী মোক্ষ লাভ করতে পারবে কোন মানবাত্মা? কোথায় গেলে কেমন করে দেখতে পাওয়া যাবে সেই মৌল গতিচক্রকল্প এক আশ্চর্য শ্বেতগোলাপ যা জাগতিক ও মহাজাগতিক সকল বস্তুকে গতিশীলতা দান করলেও এক অনাদ্যন্ত স্থিতিশীলতায় স্তব্ধ-অনড় হয়ে থাকে নিজে, মৃত্যু ও ও হতাশার মহাশূন্যতায় চিরভাসমান সাক্ষাৎ আশামৃতস্বরূপ মধুনিষ্যন্দী যে গোলাপের দেহগাত্রে পুণ্যাত্মা সাধুপুরুষেরা পাপড়িরূপে শোভা পায় আর যার দিব্য সুবাসে মাতোয়ারা হয়ে আলোকমূর্তিধারী দেবদূতেরা মধুলুব্ধ ভৃঙ্গারের মত উড়ে বেড়ায়?

এই সব প্রশ্নগুলির সদুত্তর পেতে হলে তিন খণ্ডে বিভক্ত দান্তের ডিভাইন কমেডি পড়তে হবে আর এই সুবিশাল কাব্যগ্রন্থের রস উপলব্ধি করতে হলে যে যুগের আলো হাওয়ায় দান্তে মানুষ, ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইতালির সেই যুগকে জানতে হবে।

রাজনৈতিক ঐক্যবর্জিত ইতালির সে যুগ ছিল অন্ধকার যুগ। খৃস্টধর্ম আর প্রাচীন রোমক আইনের প্রতি এক প্রথাগত অন্ধ আনুগত্যের ভিত্তিতে গঠিত কতকগুলি নগরকেন্দ্রিক সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল তখনকার দিনের রাজনৈতিক ইতালি। কোন এক প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট বা কেন্দ্রগত শক্তির অধীনে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারার ফলে এই সব নগরকেন্দ্রিক রাষ্ট্রগুলি নানাবিধ তুচ্ছ কারণে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে থাকত সব সময়। সিসিলির রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিক তদানীন্তন পোপের বিরোধিতা সত্ত্বেও সমগ্র ইতালির ও সিসিলিকে এক সাম্রাজ্যের অধীনে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু অঘোষিত এক ঠাণ্ডা লড়াইএ পোপের জয় হওয়ায় ফ্রেডারিকের চেষ্টা সফল হতে পারেনি। আর এই সব দ্বন্দ্ব ও অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে গুয়েলফ্-গিবেলাইনদের গৃহযুদ্ধ চরমে উঠতে থাকে।

এমন সময় ১২৬৫ খৃস্টাব্দে ফ্লোরেন্স নগরীতে মে মাসের মাঝামাঝি হতে জুন মাসের মাঝামাঝির মধ্যে কোন একদিন জন্মগ্রহণ করেন এ্যালিঘেরি দান্তে। তাঁদের পরিবার সামন্ত শ্রেণীভুক্ত না হলেও বেশ কিছু ভূসম্পত্তির অধিকারী থাকায় আর্থিক দিক থেকে ছিল সঙ্গতিসম্পন্ন। দান্তের বয়স যখন মাত্র পাঁচ তখন তাঁর মা মারা যান আর তাঁর বয়স যখন মাত্র বারো তখন তাঁর বাবা মারা যান।

দান্তে যখন মাত্র নয় বছরের বালক তখন একদিন এমন একটি ঘটনা ঘটে যার অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে তাঁর জীবনে। ফ্লোরেন্সের ধনী সম্ভ্রান্ত নাগরিক ফলকো পোর্তিনারীর বাড়িতে একদিন বালক দান্তেকে সঙ্গে করে বেড়াতে নিয়ে যান তাঁর বাবা। পোর্তিনারীর দশ বছরের কন্যা বিয়াত্রিসকে দেখে সহসা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান দান্তে। তখন থেকে কুড়ি বছর পর তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে এক জায়গায় লেখেন দান্তে, আমার তখন বিয়াত্রিসকে দেখে মনে হয়েছিল, Ecce deuce fortior me qui venious dominibitor mitei অর্থাৎ দেখ দেখ, আমার থেকে শক্তিশালী কোন দেবতা স্বর্গ হতে শাসন করতে এসেছে আমাকে। অনেকের মতে স্মৃতিগন্ধী এই ঘটনার সূক্ষ্মসুন্দর এক প্রভাব পরবর্তীকালে দান্তের কবি-প্রতিভার মর্মমূলে যে প্রেরণার রসসঞ্চার করে সেই রসসঞ্চারের ফলে তাঁর প্রতিভার বনস্পতিটি শাখাপ্রশাখায় পল্লবিত ও এক কালজয়ী বিশালতায় উত্তুঙ্গ হয়ে উঠতে পেরেছিল। বাল্য হতে কৈশোরে, কৈশোর হতে যৌবনে উপনীত হয়েও বিয়াত্রিসকে ভুলতে পারেননি দান্তে। মর্ত্যমানবী বিয়াত্রিসের রূপ ধারণ করে স্বর্গের এক দেবী পদচারণা করে বেড়াচ্ছে এই ধরনের সম্ভ্রমাত্মক এক ধারণা ও ইন্দ্রিয়াতীত আসক্তি ধীরে ধীরে অনন্যসাধারণ এক আধ্যাত্মিক প্রেমবোধে রূপান্তরিত হয় দান্তের মনে।

তাঁর প্রতি দান্তের এই আসক্তির কথা বিয়াত্রিসও জানতে পারে কালক্রমে এবং দান্তের বয়স যখন আঠারো তখন একদিন প্রকাশ্য রাজপথে দান্তেকে এক স্বীকৃতিসূচক অভিবাদন করে। ক্ষণিকের এই সামান্য স্বীকৃতিতেই খুশি হন দান্তে। যে নারী তাঁকে কোনদিন পরিপূর্ণভাবে ধরা দেবে না, যে শুধু আশ্চর্য উজ্জ্বল এক দেবদূতের মত তাঁর মনের শূন্য অন্ধকার দিগন্তটাতে ক্ষণিকের জন্য আলোর ডানা ঝাপটিয়ে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায়, যে নারী নিষ্প্রাণ এক দেবী প্রতিমার মত এক নির্মম ঔদাসিন্য ও অবহেলায় তাঁর হৃদয়ের সব নিবেদিত পূজা

উপচার উপেক্ষা করে যায়, সেই নারীর প্রতিই সর্বনাশা এক ভালবাসার নেশা পেয়ে বসল দান্তেকে। পরে অবশ্য সে ভালবাসার নেশা বিয়াত্রিসের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। কিন্তু ১২৮৭ সালে সাইমন দ্য বার্দি নামে এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়ে যাওয়ায় সে ভালবাসার বাস্তব প্রকাশ দেখা যায়নি বিশেষ। কিন্তু সে প্রকাশ দেখা না গেলেও দুটি অখণ্ড অন্তরের অব্যক্ত গভীরে দুটি প্রেমের স্বচ্ছশীতল এক ফল্গুধারা সকলের অলক্ষ্যে অগোচরে এক নীরব গোপনে বয়ে যেতে থাকে অপ্রতিহত গতিতে আর মাঝে মাঝে সে ধারার চকিত বিকাশে এক মুগ্ধনিবিড় বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতেন দুজনে দুজনের পানে। দেহাতীত ইন্দ্রিয়াতীত কামগন্ধহীন সেই অপূর্ব প্রেমের মাধুর্যে নিষিক্ত হয়ে উঠত দুজনের মন।

দান্তের নামে একবার কতকগুলি নিন্দা বা কুৎসার কথা শুনে রেগে যায় বিয়াত্রিস। দান্তে তাতে ব্যথা পান। এমন সময় একবার এক ভদ্রলোকের বাড়িতে ভোজসভায় দেখা হয় দুজনের। কিন্তু বিয়াত্রিস রাগে কোন কথা বলেনি। দান্তে তাতে এতদূর বিচলিত হয়ে পড়েন যে তাঁকে দেখে অসুস্থ মনে হয়। এর পর অল্পদিনের মধ্যে বিয়াত্রিসের বাবা মারা যান এবং অকস্মাৎ ১২৯০ সালে মাত্র একুশ বছর বয়সে প্রাণবিয়োগ হয় বিয়াত্রিসের। অন্ধকার নেমে আসে যেন দান্তের চোখে। যে বিয়াত্রিসের দেহসৌন্দর্যসুধার আস্বাদ পাননি কোনদিন, যার সঙ্গে কখনো দেহ সংসর্গ হয়নি তাঁর, সেই বিয়াত্রিসের মরদেহত্যাগে মনে বেশ কিছুটা আঘাত পেলেও বিয়াত্রিসের অশরীরী আত্মার অমূর্ত রূপটিকে আরো বড় করে আরো নিবিড় করে পেলেন দান্তে তাঁর মনের নিভৃতে। আর সেই রূপটিকেই তাঁর 'ভিটা নুভা' কাব্যে এবং পরে বৃহত্তর পটভূমিকায় ডিভাইন কমেডিতে বিচিত্রভাবে ফুটিয়ে তুললেন দান্তে।

ফ্লোরেন্স নগরীতে তখন চলছিল গুয়েলফ্ দলের প্রাধান্য। কিন্তু এই গুয়েলফ্ দলের মধ্যেই আবার শ্বেত ও কৃষ্ণ নামে দুটি ভাগ ছিল এবং দান্তে ছিলেন শ্বেত গুয়েলফ্ দলভুক্ত। দান্তের বয়স যখন পঁচিশ তখন শ্বেত গুয়েলফ্ দলের পক্ষ থেকে এক অশ্বারোহী সেনাদলের প্রথম সারিতে ক্যাম্পালদিনোতে গিবেলাইনদের বিরুদ্ধে এক সমরাভিযানে যোগদান করেন। প্রথমে কিছুটা ভয় পেলেও যুদ্ধের জয় পরাজয়জনিত এক উত্তেজনাময় আনন্দ অনুভব করেন।

১২৯৮ খৃস্টাব্দে বাড়ির লোকজনদের তৎপরতায় জেম্মার সঙ্গে বিয়ে হয় দান্তের। কালক্রমে তাঁর চারটি সন্তান হয়। এর দু বছর পর কর্সো দোনাতির

নেতৃত্বে কৃষ্ণ গুয়েলফ্‌ দলভুক্ত একদল লোক দান্তে ও তাঁর দলভুক্ত চার পাঁচ জন নেতার বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র করে পোপের কাছে কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করে। এই সব অভিযোগগুলি হলো দুর্নীতি ও প্রতারণা, নাগরিক শান্তিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি এবং পোপের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। আর এই সব অভিযোগের সত্যাসত্য বিচার না করেই তিন দিনের মধ্যে পাঁচ হাজার ফ্লোরিন জরিমানা দান, অনাদায়ে সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্তি ও দু বছরের নির্বাসন প্রভৃতি দণ্ডের আদেশ দান করেন পোপ ১৩০২ খৃস্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারি।

এরপর দান্তে ও অন্যান্য শ্বেত গুয়েলফ্‌ দলভুক্ত লোকেরা গিবেলাইন দলের সঙ্গে এক আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে ফ্লোরেন্সে নিজেদের প্রভুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁরা ব্যর্থ হন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রাজনৈতিক কাজকর্ম হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দান্তে চলে যান স্বেচ্ছা নির্বাসনে। এই স্বেচ্ছা নির্বাসনকালে প্রায় কুড়ি বছর ধরে সারা ইতালির বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কাজ নিয়ে ঘুরে বেড়ান। এই সময়ের মধ্যে তিনি এখানে সেখানে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন এবং প্যারিসে পড়াশুনো করতে যান। এই দীর্ঘ নির্বাসন-কালে দার্শনিক তত্ত্বচিন্তার উপরে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ও সভাসমিতিতে যে সব ভাষণ দেন দান্তে সেইগুলি সংকলন করে 'কনভিভিও' নামে এক গ্রন্থরচনার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু অসমাপ্ত রয়ে যায় এই গ্রন্থরচনার কাজ।

কোন কোন জীবনীকারের মতে দান্তে এই সময় একজন নারীর প্রেমে পড়েন। সে নারীর কোন বিস্তৃত পরিচয় জানা না গেলেও এই প্রেমসম্পর্কের দ্বারা বিয়াত্রিসের প্রতি দান্তের আজীবন বিশ্বস্ততা ক্ষুণ্ণ হয় কিছুটা এবং সে বিষয়ে স্বর্গে বিয়াত্রিসের আত্মার আলোকমূর্তির সঙ্গে দেখা হলে অভিযোগ করে বিয়াত্রিস আর দান্তেও সে অভিযোগ স্বীকার করেন। তার মৃত্যুর পর দান্তে বিবাহ করলেও তাতে কিছু মনে করেনি বিয়াত্রিস। তার যত কিছু অভিযোগ দান্তের অবৈধ প্রেমসম্পর্কে।

দান্তে অবশ্য এই প্রেমসম্পর্কের কথা এক রহস্যময় কথা বলে এড়িয়ে যান। তিনি বলেন, এক সময় একটি বাড়ির জানালা দিয়ে এক মমতাময়ী নারী আমার পানে তাকিয়ে নীরব দৃষ্টিতে সান্ত্বনা দিত আমার দুঃখে। তার প্রতি আসক্তিবশতঃ বিয়াত্রিসের কথা বিস্মৃত হয়ে যান তিনি। কিন্তু আবার পরে বলেন, সে নারী হলো "Lady philosophy, the daughter of the Emperor of the universe." অর্থাৎ বিশ্বসম্রাটদুহিতা

দর্শনশাস্ত্ররূপিণী মানসী কন্যা যার প্রতি এক আধ্যাত্মিক আসক্তির মাঝে শোকদুঃখসন্তপ্ত জীবনে এক শীতল সান্ত্বনার উৎস খুঁজে পেতেন।

এই নির্বাসনকালে 'ডিভাইন কমেডি' রচনা শুরু করার আগে 'দ্য মনার্কিয়া' নামে লাটিন ভাষায় রাজনীতিবিষয়ক এক গ্রন্থ রচনা করেন দান্তে। এই গ্রন্থের মধ্যে দান্তে চেয়েছিলেন রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে সমগ্র সভ্য জগৎকে অন্তর্ভুক্ত করতে। ইতিহাস পাঠ করে দান্তেব এই ধারণা হয়েছিল যে পবিত্র রোম-সাম্রাজ্য ঈশ্বরের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্ট এবং বিধিনির্দিষ্ট এক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত। তাই রাজনীতির মধ্যে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করে মানুষের রাজনৈতিক চেতনা ও প্রত্যয়কে ধর্মগত চেতনা ও প্রত্যয়ের সঙ্গে একীভূত করে দান্তে চেযেছিলেন এক আদর্শ মানবসভ্যতা গড়ে তুলতে। দান্তে সম্পর্কে এক প্রবন্ধে ডীন চার্চ বলেন, To him it seemed providentially ordained that the world monarchy should he Roman, imperial and holy ; jnst as to our political idealist it seems axsiomatic that it should be international and equalitarian and should desire its sanction from the will of the people. The form changes, but the substance of Dante's theory is one in which the twentieth Century reader, living in the collapse of the liberal experiment can feel an intellegent sympathy

দান্তে যে বিশ্বব্যাপী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন তা ছিল রাজনীতিগতভাবে সার্বিক, আন্তর্জাতিক এবং জনগণের সাধারণ ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। নীতিগতভাবে তা ছিল সাম্যভিত্তিক এবং আইনানুগ এবং ধর্মগতভাবে পবিত্র ন্যায়বিচারের নিয়ন্ত্রানাধীন। দান্তের দ্বারা পরিকল্পিত রাষ্ট্রদর্শনের এই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত না হলেও বিংশ শতকে উদারনীতিবাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যর্থ হতাশ আন্তর্জাতিকতাবাদীরা অনেক সান্ত্বনা ও প্রেরণা খুঁজে পেয়েছিলেন সে আদর্শের মধ্যে।

দান্তে তাঁর অমর মহাকাব্য 'ডিভাইনা কমেডিয়া' ঠিক কখন লিখতে শুরু করেন তা আমরা জানি না। তবে মৃত্যুত্তীর্ণ মানবাত্মার স্বর্গাভিমুখী তীর্থযাত্রার কল্পিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক বিশাল মহাকাব্য রচনার প্রথম বাসনা জাগে দান্তের মনে বিয়াত্রিসের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে। খৃস্টীয়

ধর্মচেতনায় বিশ্বাসী দান্তের স্বভাবতই একথা মনে হয় যে বিয়াত্রিসের দেহপিঞ্জর ত্যাগ করে তার অমর আত্মা নিশ্চয় স্বর্গলাভ করেছে এবং স্বর্গে গিয়েও হয়ত তাঁর কথা ভুলতে পারেনি। আর সেই স্বর্গলোকে যেতে পারলে হয়ত তার দেখা পাওয়া যাবে। কিন্তু শুরুতে যাই ভাবুন দান্তে সেই মহাকাব্যের শেষ খণ্ডে সে ভাবনা সব ওলটপালট হয়ে যায়। যে বিয়াত্রিসকে একবার দেখার জন্য এত আকুল হয়ে ওঠেন তিনি, স্বর্গে গিয়ে সেই বিয়াত্রিসের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেও তার হাসির উজ্জ্বলতা যে তাঁর স্থিরনিবদ্ধ দৃষ্টির নিবিড়তা দিয়ে সহ্য করতে পারবেন না তিনি তা প্রথমে ভাবতেই পারেননি। ভাবতে পারেননি, পরম আনন্দ ও প্রেমের অমৃত-স্বরূপ ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ত বিকীর্ণিত পূর্ণজ্যোতির মহাপ্লাবনে স্বর্গাতিবর্তী আকাশমণ্ডলের অনন্ত শূন্যতা পূর্ণতার যে আলো হয়ে ফুটে ওঠে, সে আলোর দুঃসহ তীব্রতায় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে তাঁর সকাম অনুরাগের বেগবান মেঘমালা, নিঃশেষে উবে যাবে তাঁর অশান্ত বিরহব্যথার প্রধূমিত বাষ্পরাশি। ভাবতে পারেননি দান্তে, তাঁর কান্তাপ্রেমের লীলাপদ্মটি কামনার নদী বেয়ে ভাসতে ভাসতে অবশেষে ঈশ্বরপ্রেমের সেই মহাসমুদ্রে গিয়ে বিলীন হয়ে যাবে।

অনেকের মতে দান্তে তাঁর নির্বাসনের আগেই 'ডিভাইন কমেডির' অন্তর্গত প্রথম খণ্ড 'ইনফার্নোর' প্রথম সাতটি সর্গ রচনা করেন এবং পরিশেষে ১৩১৪ খৃস্টাব্দে এই সুবিশাল মহাকাব্যের প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়। তারপর পরবর্তী দুটি খণ্ড পার্গেটারিও ও প্যারাডিসো রচনাকালে নিঃসীম নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে দিন যাপন করতে হয় দান্তেকে। এখানে সেখানে অনির্দিষ্টভাবে কাব্যতত্ত্বের উপর বক্তৃতা দিয়ে যা কিছু পেতেন তাতেই চালাতে হত তাঁকে। বাড়িতে স্ত্রী জেম্মা কোনরকমে সন্তানদের লালন পালন করতেন। দান্তের এই নির্বাসন, কাব্যচর্চা ও কবিসুলভ ঔদাসিন্যকে নিয়তিবাদিনী এক নারীর প্রথাগত সহিষ্ণুতা দিয়েই নীরবে মেনে নেন জেম্মা। অবশ্য এই দুঃখের দিনে মাঝে মাঝে কোন কোন সহৃদয় বন্ধুর সাহায্য ও উদার দাক্ষিণ্য দুঃসহ মরুতাপের মাঝে ছায়াশীতল এক একটি মরুদ্যানের সবুজ সজীব আশ্বাসের মতই নেমে আসে দান্তের জীবনে।

এই সময় ভেরোনায় ডিউক কান গ্রাঁদ দেল্লা স্কেলা তাঁর দরবারে গিয়ে থাকার জন্য অনুরোধ করেন দান্তেকে। কিন্তু সেই স্কেলিজার প্রাসাদের বিরাট

ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের মাঝে অস্বস্তি অনুভব করেন দান্তে এবং পরে ১৩১৭ সালে কাউণ্ট গিদো নভেল্লোর আমন্ত্রণে র‍্যাভেনাতে গিয়ে বসবাস করেন। এই সময় জ্যাকপো ও গিয়েত্রো নামে দুই পুত্র ও কন্যা বিয়াত্রিসও তাঁর কাছে বাস করতে থাকেন। এই র‍্যাভেনার মনোরম পরিবেশ পার্গেটারিও ও প্যারাডিসো খণ্ডদুটি শেষ করেন দান্তে। কোন কোন জীবনীকার বলেন র‍্যাভেনার নিকটবর্তী পিনেতার মনোরম প্রাকৃতিক শোভা ও পাইনবন দেখে পার্গেটারিওর শেষাংশে বর্ণিত ভূস্বর্গোদ্যানের দৃশ্য রচনার অনুপ্রেরণা লাভ করেন।

দান্তের মৃত্যুর ঘটনাটি বড় দুঃখজনক এবং এই ঘটনাটির কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করেন ইতালির রেনেসাঁ যুগের বিশ্ববিশ্রুত কথাসাহিত্যিক বোকাশিও। তখন ভেনিস ও রাভেনার সঙ্গে কোন ব্যাপারে রাজনৈতিক বিবাদ চলছিল। কাউণ্ট গিদো নভেল্লো একবার দান্তেসহ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে রাষ্ট্রদূত হিসাবে ভেনিসে পাঠান আপোষ আলোচনার জন্য। দান্তে গিয়ে অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও আলোচনা ফলপ্রসূ হলো না। তখন ভেনিসের রাষ্ট্রকর্ণধারেরা দান্তে প্রমুখ রাষ্ট্রদূতদের রাভেনায় ফিরে যাবার জন্য জাহাজ দিতে অস্বীকার করেন। অনন্যোপায় হয়ে তখন দান্তেরা সমুদ্রকূল ধরে বরাবর হাঁটতে শুরু করেন। ঐ সব সমুদ্রোপকূল অঞ্চলে ম্যালেরিয়া রোগের দারুণ প্রাদুর্ভাব ছিল সেকালে। পথেই দুরারোগ্য ম্যালেরিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হন দান্তে। কোনরকমে রোগজীর্ণ অবস্থায় রাভেনায় ফিরে আসেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আরোগ্যলাভ করতে পারেননি। তখন দান্তের বয়স মাত্র ছাপ্পান্ন। কিন্তু দুরারোগ্য ব্যাধিতে শরীর একেবারে ভেঙ্গে যায়, এবং সেই রোগের সঙ্গে সংগ্রামরত অবস্থায় ১৩২১ খৃস্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে মাত্র ছাপ্পান্ন বছর চার মাস বয়সে প্রাণত্যাগ করেন দান্তে। জীবনের যে কোন দুঃখ বিড়ম্বনাকে অটল ঈশ্বরবিশ্বাসের সঙ্গে হাসিমুখে সহ্য করার এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল দান্তের। বোকাশিও দান্তের মৃত্যুকালীন মানসিক অবস্থার কথা লিখতে গিয়ে বলেছেন, দান্তে, "reconsiled himself with God by contrition for everything that, being but man he had done against this pleasure, he rendered up to the creator his toil-worm spirit, the which I doubt not was received into the arms of Beatrice with whom in the sight of Him who is the supreme

good, the miseries of this present life left behind, he now lives most joyously in that life the felicity of which expects no end.

দান্তের ঈশ্বরবিশ্বাস এমনই অটল ছিল যে জীবনে যখনি তিনি দুঃখ পেতেন তখনি ভাবতেন তাঁর কোন না কোন কর্ম নিশ্চয় ঈশ্বরের বিরুদ্ধে গেছে অথবা ঈশ্বরের সন্তোষ উৎপাদন করতে পারেনি, তাই তিনি দুঃখকষ্ট পাচ্ছেন। তাই বোকাশিও বলেছেন, মৃত্যু যেন অনন্ত স্বর্গসুখসমৃদ্ধ এক মহাজীবনের মূর্ত আশীর্বাদরূপে দেখা দেয় দান্তের জীবনে। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শ্রমশ্রান্ত আত্মা সারা জীবনব্যাপী সমস্ত দুঃখ কষ্ট ও বিড়ম্বনা ফেলে রেখে স্বর্গলোকে পরম মঙ্গলময় ও প্রেমময় বিশ্বস্রষ্টার কাছে ফিরে যায়। সেখানে ঈশ্বরের সামনে বিয়াত্রিসের বাহুর দ্বারা আলিঙ্গিত হয় তাঁর আত্মা। সেখানে এখন তিনি অনাবিল অন্তহীন পরম স্বর্গসুখ উপভোগ করছেন।

বস্তুতঃ দান্তে হচ্ছেন শুধু ইতালির নয়, সারা বিশ্বসাহিত্যের ক্ষেত্রে একমাত্র কবি যিনি মৃত্যুর মাঝে অমৃতের গান গেয়েছেন, দুঃখের সীমাহীন রন্ধ্রহীন অন্ধকারে এক অক্ষয় আশা আর ধর্মবিশ্বাসের অনির্বাণ দীপশিখা জ্বালিয়ে আপন লক্ষ্যের পথে এগিয়ে গেছেন সারাজীবন। একটি অবাঞ্ছিত মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত বিচ্ছেদব্যথাতুর এক আত্মগত প্রেমানুভূতিকে ক্রমশ প্রসারিত করে এবং একে একে সমস্ত জৈবিকতা হতে মুক্ত করে প্রথমে মহাজাগতিক ও পরে ঈশ্বরচৈতন্যের এক পরিসীমাহীন পরিধি দান করেন।

যে রূপকাত্মক কাহিনীকে ভিত্তি করে দান্তে তাঁর মহাকাব্যের বিষয়বস্তু গড়ে তুলেছেন, কতকগুলি প্রতীকধর্মী চরিত্র ও অসংখ্য রাজনৈতিক ও বাস্তব ঘটনার বহুল অবতারণায় সে কাহিনী জটিল হয়ে উঠেছে। তাঁর মহাকাব্যের প্রথম স্তবকটি হলো,

Midway this way of life we're bound upon
I woke to find myself in a dark wood
Where the right road was wholly lost and gone.

কবি বলেছেন, পথ চলতে চলতে জীবনের মাঝপথে এসে হঠাৎ এক জায়গায় ঘুমিয়ে পড়েন তিনি। সহসা জেগে উঠে দেখেন এক অন্ধকার সুগভীর অরণ্যপ্রদেশে সমস্ত পথের নিশানা নিঃশেষে হারিয়ে গেছে তাঁর। এর পর কবি পথের সন্ধানে বিহ্বল বিমূঢ় অবস্থায় এখানে সেখানে বৃথা ঘুরে বেরিয়ে অবশেষে

এক জটিল গিরিবর্ত্মের মুখে এসে পড়েন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর হিংস্র জন্তু এসে তাড়া করে তাঁকে। এমন সময় কবিবর ভার্জিলের ছায়ামূর্তি এসে উদ্ধার করে তাঁকে সেই অবধারিত মৃত্যুর কবল থেকে। শুধু তাই নয়, ভার্জিল দান্তেকে বলেন তিনি স্বর্গগত বিয়াত্রিসের আত্মার আদেশে দান্তেকে উদ্ধার করে পথ দেখিয়ে সমগ্র নরকপ্রদেশ ও পরিশুদ্ধি পর্বতের মধ্য দিয়ে স্বর্গলোকের প্রান্তে বিয়াত্রিসের কাছে নিয়ে যাবেন। তারপর সেখান থেকে বিয়াত্রিস আবার তাঁকে নিয়ে যাবে ঈশ্বর সমীপে।

এইভাবে দান্তে কবিবর ভার্জিলের সঙ্গে তাঁর ঐকান্তিক সহযোগিতায় নরক-প্রদেশের চব্বিশটি স্তর একে একে অতিক্রম করে অসংখ্য পাপাত্মার নরকযন্ত্রণা-ভোগ স্বচক্ষে দেখেন এবং তাদের মধ্যে অনেক পরিচিত মৃত ব্যক্তির ছায়া-মূর্তিধারী আত্মার সাক্ষাৎ পান ও তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। একটা জিনিস লক্ষ্য করলেন দান্তে, নরকে যে সব পাপাত্মা দুঃসহ নরকযন্ত্রণা বিভিন্ন ভাবে ভোগ করছে তারা কিন্তু কোন প্রার্থনার মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারছে না।

এর পর পরিশুদ্ধি পর্বতে উঠে এসে তার দুটি ধাপ ও সাতটি চত্বর অতিক্রম করতে করতে দান্তে দেখলেন যে সব আত্মার আপন আপন পাপ-কর্মের গুরুত্ব অনুসারে নরক যন্ত্রণাভোগ শেষ হয়ে গেছে একমাত্র তারাই পরিশুদ্ধি পর্বতে এসে নিরন্তর অনুশোচনা ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে পাপস্খালন করছে। এর পর স্বর্গলোকের প্রান্তে এসে বিয়াত্রিসের দেখা পেতেই ভার্জিলের ছায়ামূর্তিটি অদৃশ্য হয়ে যায়। বিয়াত্রিসের এক উজ্জ্বল আলোকমূর্তি দান্তেকে ধীরে ধীরে দশটি গ্রহস্তরে বিভক্ত স্বর্গলোকের নয়টি স্তর অতিক্রম করে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু দশম স্তরে যাবার আগেই সে মূর্তি দান্তের অনেক ঊর্ধ্বে উঠে গিয়ে জগন্মাতা মেরীর সিংহাসনের পদপ্রান্তে এক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়।

এই সমগ্র কাহিনীটি রূপকাত্মক। কারণ এই কাহিনীর অবলম্বনে একটি বিশেষ ভাববস্তুকে ব্যক্ত করেছেন দান্তে। সাধারণতঃ কোন রূপকাত্মক কাব্য বা নাটকের রূপক কাহিনীর মর্মার্থটি বিশ্লেষণ করলেই অন্তর্নিহিত ভাববস্তুটি পরিস্কার হয়ে ওঠে। কিন্তু দান্তে তাঁর 'ডিভাইন কমেডিতে' অসংখ্য প্রতীক-ধর্মী (symbolical) চরিত্র ও ঘটনার উপাদানে আখ্যানগত রূপকটি গড়ে তোলায় সে রূপক জটিল হয়ে উঠেছে অস্বাভাবিকভাবে। সাধারণতঃ প্রতীক-প্রিয় কবিরা দুই শ্রেণীর প্রতীক ব্যবহার করেন। প্রথাগত প্রতীক (conven-

tional symbol) আর স্বভাবগত প্রতীক (natural symbol)। দান্তে যদি কল্পিত বস্তু ও ঘটনাসম্বলিত প্রথাগত প্রতীক ব্যবহার করতেন তাহলে এত জটিল হত না তাঁর রূপকাত্মক আখ্যানবস্তুটি। কিন্তু তা না করে বাস্তব অস্তিত্ববিশিষ্ট ঘটনা ও চরিত্রসম্বলিত স্বভাবগত প্রতীক গ্রহণ করেছেন দান্তে তাঁর ডিভাইন কমেডিতে। ফলে যে সব প্রধান প্রধান বাস্তব চরিত্র ও ঘটনাকে প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করে তাদের মাধ্যমে বৃহত্তর এক ভাবসত্যকে পরিব্যক্ত করতে চেয়েছেন দান্তে, সেই সব চরিত্র ও ঘটনার মর্মার্থ বিশ্লেষণ না করলে সমগ্র কাব্যের রসমূর্তিটির সম্যক পরিচয় লাভ সম্ভব হবে না কোনমতে।

কিন্তু কাব্যের অন্তর্গত প্রতীকী বস্তুগুলির মর্মার্থ বিশ্লেষণ করার আগে রূপকের আবরণে যে মূল ভাববস্তুটিকে পরিব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন দান্তে তা আলোচনা করা দরকার। 'ডিভাইন কমেডির' ভাববস্তুর মধ্যে কবি দান্তে একটি নীতিবিজ্ঞানগত ও একটি ধর্মগত প্রশ্নকে সূচিত করে বিভিন্ন সংলাপ ও ঘটনার মাধ্যমে তার নিঃসংশয়িত উত্তর দান করেছেন। এই দুটি প্রশ্নের উপাদানেই গড়ে উঠেছে তাঁর ভাববস্তুর মূল কাঠামোটি।

প্রথম প্রশ্নটি হলো, মানুষের মনে স্বাধীন ইচ্ছা বলে কোন জিনিস আছে কি না। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, মৃত্যুর পর মানবাত্মা সমস্ত পাপ হতে বিমুক্ত হয়ে স্বর্গলোকের সর্বোচ্চ স্তরে গিয়ে ঈশ্বর দর্শন করতে পারে কি না। প্রথম প্রশ্নটি নীতিবিজ্ঞানগত এবং অধিকতর জটিল। এই প্রশ্নটির সমাধান না করলে মানুষের কর্মাকর্মের নৈতিকতা বিচার সম্ভব নয়। মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা যদি না থাকে, যদি তার সকল কর্ম ও চিন্তা ঈশ্বরের দ্বারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে তাহলে পাপ পুণ্য কোন কর্মের জন্যই দায়ী করা চলে না মানুষকে। ভারতের অন্যতম মহাকাব্য মহাভারতে মহাকবি বেদব্যাস এই স্বাধীন ইচ্ছার প্রশ্নটি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধশেষে অমিত ভূমিলিপ্সা, প্রতিহিংসা, মাৎসর্য প্রভৃতি পাপপ্রবৃত্তিগুলির মূর্ত প্রতীক দুর্যোধনের একটি উক্তিতে অবতারণা করলেও তার কোন মীমাংসার প্রয়াস পাননি। পরাজিত ও হতগৌরব দুর্যোধন নররূপী ভগবান কৃষ্ণকে বলেছেন, 'হে হৃষিকেশ, আমি ধর্ম অধর্ম কাকে বলে তা সবই জানতাম। তবু আমি অধর্ম হতে নিবৃত্ত হয়ে ধর্মে প্রবৃত্ত করতে পারিনি নিজেকে। কিন্তু এর জন্য কি আমি দায়ী? কারণ তুমি অন্তর্যামী এবং তুমি আমার হৃদয়ে সংস্থিত হয়ে যা করিয়েছ আমি তাই করেছি।' এইভাবে স্বকীয় পাপকর্ম হতে নিজেকে মুক্ত করার প্রয়াস

পেয়েছে দুর্যোধন এবং তার উত্তরে কৃষ্ণ কোন সদুত্তর দিতে সক্ষম হননি।

দান্তে তাঁর ডিভাইন কমেডিতে এই প্রশ্নটির অবতারণা করেছেন। নরকপ্রদেশের অন্ধকার গহ্বর থেকে পরিশুদ্ধি রাজ্যের সুউচ্চ পার্বত্যভূমি ও পরে স্বর্গস্থিত আলোকোজ্জ্বল উর্ধ্বলোকে যতই উঠে গেছেন, অসংখ্য পাপাত্মা, ধর্মাত্মা সাধুপুরুষ ও দেবদূতদের সঙ্গে বিভিন্নভাবে যতই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন ততই সে প্রশ্ন তীক্ষ্ণতায় নিবিড় হয়ে উঠে পীড়িত করেছে তাঁর মনকে।

অবশেষে সে প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজে পেয়েছেন দান্তে। তিনি বলেছেন, ঈশ্বর পরম স্রষ্টারূপে জাগতিক ও মহাজাগতিক সকল বস্তু ও প্রাণী সৃষ্টি করে থাকেন। কিন্তু সকল বস্তু তিনি প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্টি করেন না। দেবদূত, গ্রহনক্ষত্র ও সকল জীবের প্রাণ ঈশ্বর প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্টি করেন। বাকি সব কিছু তিনি অন্যের দ্বারা পরোক্ষভাবে সৃষ্টি করেন। ঈশ্বরের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্ট কোন বস্তু কখনো কোন পার্থিব কার্যকারণতত্ত্বের (material causation) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হয় না। পরিশেষে দান্তে বলেছেন ঈশ্বরের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্ট গ্রহনক্ষত্রের দ্বারা মানুষের জীবন কতকাংশে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হলেও ঈশ্বর প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার উপর হস্তক্ষেপ করেন না। সুতরাং তার জীবনের যাবতীয় কর্মাকর্ম ও পাপপুণ্যের জন্য মানুষকে নীতিগতভাবে অবশ্যই দায়ী হতে হবে এবং তার ফল সে ভোগ করবে। এবিষয়ে দান্তের মূল বক্তব্য হলো এই যে, মানুষ জীবনে যে সব কর্ম তার করণীয় হিসাবে নির্বাচন করে এবং কর্মে রূপায়িত করার জন্য যে সব পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা স্বাধীনভাবে অর্থাৎ স্বাধীন ইচ্ছার বশবর্তী হয়েই করে। তার সেই নির্বাচন ও পরিকল্পনা অনুসারে কর্মপদ্ধতিও সে বেছে নেয়। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় প্রতিকূল গ্রহনক্ষত্রের অশুভ প্রভাবের ফলে মানুষের সব পরিকল্পনা ও কার্যক্রম সার্থক হয়ে ওঠে না। এই প্রভাবের ফলে মানুষের অনেক ঐচ্ছিক কর্মপ্রবাহ লক্ষ্যে উপনীত হবার আগেই মাঝপথে প্রতিহত ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় তাই কোন কর্মফলের দ্বারা কখনো কোন মানুষের নৈতিক বিচার সম্ভব নয়।

মানুষের যে কোন ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মর্মমূলে যে গূঢ় এষণা (instinct) বা মৌল প্রেরণা (motive) গোপনে কাজ করে সেই এষণা বা প্রেরণার সততাই হবে কর্মীর চূড়ান্ত নৈতিক বিচারের মাপকাঠি এবং তার দ্বারাই নির্ণীত হবে তার পাপ পুণ্য। কান গ্রাঁদ দেল্লাকে লিখিত একটি পত্রে দান্তে

একবার পাপপুণ্য সম্বন্ধে একটি মন্তব্য করেন, "He who maketh his sun to shine on the good and on the evil and sendeth rain on the just and on the unjust, sometimes in compassion for their conversion, sometimes in wrath for their chastisement, in greater or lesser measure, according as the wills, manifestos his glory to evil-doer, be they never so evil." মানুষের কর্মের গুণাগুণ অনুসারে কারো উপর ঝরে ঈশ্বরের করুণার বৃষ্টিধারা, আবার কারো উপর ঝরে পড়ে তাঁর তীব্র রোষজনিত ভয়াবহ অতিবৃষ্টি। তাঁর সূর্যের আলো সমানভাবে ঝরে ভালমন্দ সবার উপর। তবে তিনি পাপীরা যাতে আর পাপ না করে তার জন্য তাদের অন্তরে মাঝে মাঝে আপন মহিমার আলোকপাতের দ্বারা তাদের বিবেকবুদ্ধিকে জাগ্রত করার চেষ্টা করেন।

দান্তের আলোচ্য দ্বিতীয় প্রশ্নটি হলো ধর্মগত। এ প্রশ্নের উত্তরদান প্রসঙ্গে দান্তের প্রথম কথা হলো এই যে, মানুষ তার অহংসর্বস্ব বুদ্ধি বা যুক্তিবোধের দ্বারা কখনো ঈশ্বরের মহিমাকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না অথবা মৃত্যুর পর তার আত্মা ঈশ্বরসমীপে উপনীত হয়ে তাঁকে দর্শন করতে পারে না। তাই তাঁর কাব্যশেষে স্বর্গলোকের সর্বোচ্চ স্তরে গিয়ে মৌল গতিচক্রের ঊর্ধ্বে বিরাজমান পূর্ণজ্যোতিস্বরূপ ঈশ্বরকে দর্শন করে যে বিরল আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন সেই অভিজ্ঞতাটি সুন্দরভাবে কয়েকটি ছত্রে ব্যক্ত করেন তিনি,

Power failed high fantasy here ; yet swift to move
Even as a wheel moves equal, free from jars
Already my heart and will were wheeled by love,
The love that makes the sun and the other stars.

তাঁর সেই আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে দান্তে শুধু এইটুকুই বলতে পারেন সেখানে কল্পনা বা বুদ্ধির কোন ক্রিয়া নেই ; আপন সত্তার কোন স্বতন্ত্র স্পন্দন সেখানে অনুভব করে না কোন আত্মা। সেখানে তিনি শুধু অনুভব করলেন, পরম প্রেমময় যে বিশাল ঈশ্বরচৈতন্য জ্যোতির্ময় সূর্য ও গ্রহনক্ষত্রদের নিরন্তর পরিচালিত করছে সেই বিশাল চৈতন্যসাগরের স্তব্ধঅতল গভীরে তাঁর সকল এষণা ও আকুতির বেগবান ধারাগুলি অবলুপ্ত হয়ে গেল নিঃশেষে।

অধ্যাপক এডমণ্ড গার্ডনার দান্তের এই আধ্যাত্মিক অনুভূতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বলেছেন,

For the understanding of which it must be noted that the human intellect in this life, by reason of its connaturality and affinity to the separate intellectual substance, when in exaltation, reaches such a height of exaltation that after its return to itself memory fails, since it has transcended the range of human faculty.

দান্তের মত কোন মানুষ যখন সমস্ত রকমের বুদ্ধিগত চিন্তা ও জৈবচেতনার উর্ধ্বে আধ্যাত্মিক সমুন্নতির উচ্চতম স্তরে উঠে যায় তখন সেখান থেকে ফিরে এসে কোন কথাই সে স্মরণ করতে পারে না। কারণ সে জগৎ এমনই এক বোধাতীত ভাবরাজ্য যেখানে বুদ্ধির কোন ক্রিয়া নেই।

মানব মনে বুদ্ধির যে ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় তার ধর্ম হচ্ছে ভেদাত্মক। সেই ভেদাত্মক বুদ্ধির আলোকে মানুষ যা কিছু দেখে যা কিছু চিন্তা করে তার মধ্যেই দেখে শুধু ভেদ আর পার্থক্য। ছোট বড়, সুন্দর অসুন্দর প্রভৃতি নানারূপ ভেদাত্মক অনুচিন্তনের দ্বারা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি সতত বিকৃত ও সতত খণ্ডিত। তাই এই সজাগ সক্রিয় বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে মানবাত্মা ঈশ্বরসমীপে যেতে পারে না। ঈশ্বরের নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ আর নিবিড় ধ্যানসাধনার মাধ্যমে ঈশ্বরের সামীপ্য লাভ করে তাঁর মহিমা প্রত্যক্ষ করতে পারা যায়। দান্তের মত কেউ এই ধরনের অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণ ও একাগ্রতার দ্বারা যদি ঈশ্বর-সমীপে গিয়ে ঈশ্বরের মহিমা প্রত্যক্ষ করতে পারে তাহলে সে দেখবে সমস্ত ভেদ সেখানে লুপ্ত হয়ে সব একাকার হয়ে গেছে। সেখানে সে দেখবে তার ব্যক্তিগত প্রেম বলে কিছু নেই; তার সে ব্যক্তিগত প্রেমচেতনার রস আর রূপ ঈশ্বরপ্রেমের মহাকাশে লীন হয়ে মিলিয়ে গেছে, দেখবে এক পরম সত্তার সমুদ্রে অসংখ্য সত্তার স্বাতন্ত্র্য মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

'ডিভাইন কমেডিতে' বর্ণিত সব চরিত্রগুলিই প্রতীকধর্মী। প্রতিটি চরিত্রই বাস্তব, অথচ প্রতিটি চরিত্র এক একটি প্রতীকাত্মক অর্থে মণ্ডিত। সব-প্রথমে ধরা যেতে পারে দান্তের কথা। এই কাব্যে কবি দান্তে নিজেই নায়ক, তিনি একজন ফ্লোরেন্সীয় কবি, দার্শনিক এবং বিয়াত্রিসের প্রেমিক। তিনি হচ্ছেন প্রতিটি খৃস্টধর্মাবলম্বী পাপাত্মার প্রতীক যারা পাপের অন্ধকার অরণ্যপ্রদেশ হতে তীর্থযাত্রা শুরু করে অবশেষে ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যে গিয়ে একদিন উপনীত হয়।

ঈনিড কাব্যগ্রন্থরচয়িতা ভার্জিল এই কাব্যের এক প্রধান চরিত্র। ভার্জিল তাঁর কাব্যে পৃথিবীর সভ্য দেশগুলির ঐক্যীকরণে ও কেন্দ্রীকরণে রোম সাম্রাজ্যের অবদান ও তার মহান লক্ষ্যের জন্য উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। খৃস্টধর্ম সম্বন্ধে খৃস্টের আবির্ভাবের আগেই তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়। মধ্যযুগে সারা খৃস্টান জগতে ভার্জিল এক সাধুপুরুষরূপে পরিগণিত হতেন এবং এক পরম শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রতীক অর্থে ভার্জিল হলেন মানুষের সর্বোচ্চ জ্ঞানবুদ্ধি, কল্পনা, অনুভূতি, বিদ্যা, নীতিশাস্ত্র ও কাব্যকলাবিশারদ এমন এক মানুষ যে জীবনে মানুষ এই সব বিষয়ে যা কিছু অর্জন করতে পারে, তা সে পূর্ণ মাত্রায় লাভ করেছে। তথাপি তিনি স্বর্গের সর্বোচ্চ স্তরে গিয়ে ঈশ্বরের সামীপ্যলাভ করতে পারেননি। কারণ তিনি অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণের দ্বারা ঈশ্বরের পরম মহিমাকে প্রত্যক্ষ করতে পারেননি। তাই তিনি দান্তেকে পথ দেখিয়ে স্বর্গদ্বারে এনে পৌছে দিয়ে যান। স্বর্গলোকে দান্তের সাথী হতে পারেন না। তিনি তাঁর অর্জিত জ্ঞানবিদ্যার দ্বারা কোন পাপাত্মার মধ্যে পাপচেতনা ও আত্মোদ্ঘাটনগত অনুশোচনা জাগিয়ে সে আত্মাকে স্বর্গরাজ্যের পথে তীর্থযাত্রায় প্রবৃত্ত করতে পারেন। স্বর্গরাজ্যের পথও দেখিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু নিজে স্বর্গের সর্বোচ্চ স্তরে যেতে বা কাউকে নিয়ে যেতে পারেন না। যে কোন পাপীকে আত্মিক পূর্ণতালাভের মাধ্যমে ঈশ্বরের মহিমা ও করুণালাভে সহায়তা করাই তাঁর কাজ।

দান্তের প্রণয়িণী বিয়াত্রিস ফ্লোরেন্সের এক অভিজাত পরিবারের কন্যা। তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভালবেসে ফেলেন দান্তে এবং সব প্রেমিকের মতই তাঁরও মনে হয়েছিল বিয়াত্রিস মানবী নয়। স্বর্গের এক দেবী মর্ত্যমানবীর রূপ ধারণ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিভাবে এক দৈব পার্থিব দেহের আধারে এক স্বর্গীয় সুষমা ও ঐশ্বরিক মহিমাকে ধারণ ও বহন করতে পারা যায় বিয়াত্রিস হলো তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। প্রতীক অর্থে বিয়াত্রিস হলো সেই চার্চ বা ধর্মপ্রতিষ্ঠানের প্রতীক যা এক সূক্ষ্ম সেতুবন্ধনের দ্বারা মানবাত্মাকে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়। বিয়াত্রিস স্বর্গলোকে দান্তের সাথী হয়ে একে একে নয়টি গ্রহস্তর পার হয়ে এমন এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে নিজে সরে গেছে এবং তাঁকে এমন এক আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি ও বলিষ্ঠতা দান করেছে যার ফলে দান্তে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ গর্ভধারিণী ঈশ্বরমাতা মেরী ও এমন কি স্বয়ং

ঈশ্বর দর্শনের যোগ্য হয়ে ওঠেন। এজন্য স্বর্গের সর্বোচ্চ স্তরে গিয়ে দান্তে দেখলেন বিয়াত্রিস আর তাঁর কাছে নেই। দেখলেন বিয়াত্রিস তার কাজ শেষ করে উর্ধ্বে চলে গেছে যেখানে আছেন ঈশ্বরের শাশ্বত বাহিকাস্বরূপিণী জগন্মাতা মেরী আর যত সব ধর্মপ্রবক্তা সাধুপুরুষদের আত্মাবলী।

শুধু চরিত্র নয়, ডিভাইন কমেডিকে তিন খণ্ডে বিভক্ত করে নরক, পরিশুদ্ধি ও স্বর্গ নামে যে তিনটি নাম দিয়েছেন দান্তে সেগুলিরও শব্দগত সাধারণ অর্থ ছাড়াও একটি করে প্রতীক অর্থ আছে।

দান্তে প্রথমে যে ইনফার্নো বা নরক প্রদেশের কথা বলেছেন, সে নরক হলো এমন এক স্থান যেখানে মৃত্যুর পর পাপাত্মারা এক একটি ছায়ামূর্তি ধারণ করে আপন আপন পাপের গুরুত্ব অনুসারে তার শাস্তি ভোগ করে থাকে। কিন্তু এখানে পাপ আর সে পাপের প্রতিফলজনিত যন্ত্রণায় পাপাত্মাদের অশরীরী চেতনা এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে যে এই সময় তাদের মধ্যে কোন অনুতাপ বা অনুশোচনা জাগে না। নরকে শাস্তিভোগপর্ব শেষ হলেই তবে সে পাপাত্মা পরিশুদ্ধির রাজ্যে গিয়ে অনুশোচনা আর প্রার্থনার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সব পাপ হতে বিমুক্ত হতে পারে।

দান্তে কল্পনা করেছেন, এই নরকপ্রদেশ হলো উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত এক বিশাল চুঙ্গির আকারবিশিষ্ট এক অন্ধকার গহ্বর যা ক্রমশ নিচু হয়ে ভূকেন্দ্রের গভীরে নেমে গেছে। কিন্তু প্রতীক অর্থে নরক হলো পাপীদের মনের এক বিশেষ অবস্থা। অনেক মানুষ আছে যারা ঘটনাক্রমে অবস্থার বিপাকে কোন পাপকর্ম করে বসলেও পরক্ষণেই তারা নিজে নিজেই অনুতপ্ত হয়। কিন্তু আবার অনেকে আছে যারা একের পর এক পাপকর্ম করে যায়। তাদের পাপের বোঝা যত বাড়তে থাকে তাদের পাপচেতনাও তত তীক্ষ্ণ ও তীব্র হতে থাকে। অবশেষে তাদের সেই তীব্র তীক্ষ্ণ পাপচেতনা তাদের সমগ্র অন্তরাত্মাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে তাকে ধীরে ধীরে চাপ দিতে দিতে এক অপরিহার্য অথচ ক্রমান্বিত যন্ত্রণায় তিলে তিলে নিষিক্ত করে তোলে যার ফলে সে কোন অনুশোচনার কথা ভাবতে পারে না, ঈশ্বরের কাছে কোন প্রার্থনা জানাতে পারে না। শুধু সমগ্র মনপ্রাণ ও অন্তরাত্মাব্যাপী যন্ত্রণাসিক্ত এক নিরন্ধ্রনিবিড় অন্ধকারের সীমাহীন গভীরে অসহায়ভাবে গুমরে মরতে থাকে। এইভাবে পাপাত্মারা মৃত্যুর পর প্রথাগতভাবে তথাকথিত নরকে না গিয়েও

মৃত্যুর আগে জীবিত অবস্থাতেই নিজের মনের মধ্যেই এক দুঃসহ নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে পারে।

দান্তে যে পার্গেটারিও বা মাউন্ট পার্গেটারিও—অর্থাৎ পরিশুদ্ধিপর্বতের কল্পনা ও বর্ণনা করেছেন তা হলো দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত এক নির্জন দ্বীপের উপর একটি উত্তুঙ্গ পর্বত। এই পর্বতে আছে দুটি ধাপ আর সাতটি চত্বর। নরকপ্রদেশে শাস্তিভোগপর্ব সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাপাত্মারা নরকপ্রান্তের নদী পার হয়ে উঠে আসে পরিশুদ্ধির পাহাড়ে। অনুতাপবিদ্ধ পাপাত্মাদের সমবেত প্রার্থনাগানে মুখরিত হয়ে ওঠে এই নির্জন নিস্তব্ধ পরিশুদ্ধি পাহাড়। এখানে প্রাথমিক দুটি ধাপ পার হওয়ার পর পাপাত্মারা যতই এক একটি চত্বর অতিক্রম করে উপরে উঠতে থাকে ততই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য, অসূয়া বা ঈর্ষা ও প্রতিহিংসা এই সাতটি প্রধান পাপের এক একটি হতে তারা মুক্ত হয়।

প্রতীক অর্থে এই পরিশুদ্ধি পর্বত হলো মানবমনের এমনই এক অবস্থা যাতে মানুষ কোন অন্যায় বা পাপকর্ম করার পর অনুতপ্ত হয় মনে মনে। স্বেচ্ছায় সে অন্যায়ের সব শাস্তি মেনে নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে। অনুতাপীর যে বেদনা তাকে দুঃসহ পাপচেতনা থেকে বিমুক্ত করে ধীরে ধীরে সে বেদনা যতই অসহনীয় হোক না কেন, সে বেদনার মাঝে আছে এক নিগূঢ় মহত্ত্ব আর অনাস্বাদিতপূর্ব মাধুর্য। কোন অন্যায়কারী জীবদ্দশাতেই অনুতাপের সে বেদনার মধ্যে সেই মাধুর্যের আস্বাদ লাভ করে ঈশ্বরের আশীর্বাদে ধন্য হয়ে উঠতে পারে।

অবশ্য নরক বা পরিশুদ্ধির মূল ভাবকল্পনাগুলি খৃস্টীয় ধর্মতত্ত্ব হতেই গ্রহণ করেছিলেন দান্তে। বাইবেলে সেণ্ট ম্যাথিউ বলেছেন, Thou shalt by no means come out thence til. thou shalt hast paid the utter most farthing.

অর্থাৎ কারো কোন পাপের শাস্তিভোগ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সে মানসিক যন্ত্রণার নরক হতে বেরিয়ে এসে পরিশুদ্ধচিত্ত হয়ে উঠতে পারবে না। কিন্তু যন্ত্রণার নরক যতক্ষণ ভোগ করে সে মনে ততক্ষণ কোন অনুতাপ বা অনুশোচনা জাগে না। Von Heigel তাঁর Mystical element of religion গ্রন্থে বলেছেন,

These souls receive in prison, not the retribution of

their folly, but a benefaction in the purification from the evils contracted in their folly ; a purification effected by the means of salutary troubles.

নরক যন্ত্রণাকালে পাপীর চেতনা অস্বচ্ছ থাকায় যে নির্বুদ্ধিতা হতে সব পাপপ্রবৃত্তি ও পাপকর্মের জন্ম সে নির্বুদ্ধিতা প্রতিফলিত হতে পারে না পাপী ব্যক্তির সেই অস্বচ্ছ চেতনায়। শাস্তিভোগ শেষ না হলে পাপীর চেতনা স্বচ্ছ হয় না, তার চিত্ত অনুশোচনার মাধ্যমে পরিশুদ্ধ হয় না।

এই অনুশোচনা পর্বের আবার তিনটি স্তর আছে। এই তিনটি পর্ব হলো, স্বীকৃতি, সন্তাপ আর সংশোধন। আমরা যদি কোন পাপ করে থাকি তাহলে প্রথমে আমাদের উচিত হবে নিজেদের আত্মার কাছে ও পরে যার ক্ষতি করেছি তার কাছে অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করা। বাইবেলে একে বলে 'কনফেশান।' তারপর আমাদের কর্তব্য হবে তার জন্য দুঃখবোধ ও দুঃখ প্রকাশ করে বিনয়াবনত চিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করা। একেই ধর্মশাস্ত্রে বলা হয় সন্তাপ। কিন্তু কোন পাপাত্মার পরিশুদ্ধির জন্য স্বীকৃতি আর সন্তাপই যথেষ্ট নয়। যে কোন পাপের মধ্যে কারো কোন না কোন ক্ষতি থাকে। যার ক্ষতি আমরা করি তার কাছে দোষ স্বীকার করে অনুতপ্ত চিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করলেই সে দোষ স্খালন হয় না। সে ক্ষতি পূরণ করে তার পরিতৃপ্তিসাধন করতে হয়। অনুশোচনা বা পরিশুদ্ধি পর্বের শেষোক্ত স্তর সংশোধনের মধ্যে আবার একটি কথা আছে। মনে রাখতে হবে আমরা যখন যে কোন পাপ করি, সেই পাপকর্মের দ্বারা আমরা শুধু অপর কারো ক্ষতি করি না, আমরা ঈশ্বরের অর্থাৎ ঈশ্বর প্রদত্ত আমাদের আত্মারও ক্ষতিসাধন করে থাকি। মনে রাখতে হবে, সামান্য মানুষ কখনো সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে না এবং তাঁকে কোন কিছু দান করতেও পারে না, কারণ এই বিশ্বের সব কিছু তাঁরই সৃষ্টি। সব কিছুই তাঁর নিজস্ব সম্পদ। আমাদের আত্মাও ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ দান। আমরা কোন পাপকর্মের দ্বারা ঈশ্বরেব প্রত্যক্ষ দান আমাদের সেই আত্মার ক্ষতি সাধন করে ঈশ্বরকে রুষ্ট করে থাকি। তাই আবার ঈশ্বর-প্রদত্ত আমাদের সেই আত্মার অঞ্জলিদানের মাধ্যমে ঈশ্বরকে তুষ্ট না করলে কোন মানবাত্মার মুক্তি সম্ভব নয়। কিন্তু ঈশ্বরপ্রদত্ত আমাদের যে আত্মাকে আমরা আমাদের পাপকর্মের দ্বারা বিকৃত ও অপরিশুদ্ধ করে তুলি, সে আত্মা পুনরায় শুদ্ধ না হলে আমরা তা ঈশ্বরকে অঞ্জলিস্বরূপ দান করতে পারি না।

এই কারণেই ক্ষতিপূরণের সঙ্গে সঙ্গে আত্মশোধনের প্রয়োজন। এই সংশোধন-তত্ত্ব সম্বন্ধে Dorothy slayers ও এই কথাই বলেছেন,

The only property of God which we can realy harm is ourselves, and the only offering we are able to make to Him is again ourselves mended and made presentable at whatever lost. Thus in this unique case reparation and amendment are the same thing.

দান্তে কল্পিত ও বর্ণিত প্যারাডিসো বা স্বর্গ মধ্যযুগীয় জ্যোতির্বিদ্যায় ও ধর্ম-তত্ত্বে চিন্তিত স্বর্গলোকের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। মধ্যযুগে ধারণা করা হত চন্দ্রসহ নয়টি গ্রহলোকের উর্ধ্বে স্বর্গলোক অবস্থিত। দান্তে তাঁর প্যারাডিসো খণ্ডে দেখিয়েছেন যে কোন আত্মা পরিশুদ্ধির পর স্বর্গে যেতে পারে না। ঈশ্বরেব আশীর্বাদধন্য একমাত্র সাধুপুরুষদের আত্মারাই স্বর্গে যেতে পারে। এজন্য স্বর্গে গিয়ে দান্তে বিয়াত্রিস, দেবদূত আর সাধুপুরুষদের ছাড়া পরিচিত আর কোন ব্যক্তিকে দেখতে পাননি। তবে দশটি ধাপ বা স্বর্গসুখের মধ্যে তারতম্য দেখলেও আসলে স্বর্গ এক এবং স্বর্গসুখ অভেদাত্মক।

কিন্তু এই আক্ষরিক অর্থ ছাড়া স্বর্গের এক প্রতীক অর্থ আছে। প্রতীক অর্থে স্বর্গ হলো মানুষের এমন এক উন্নত ধরনের চিত্তাবস্থা বা মহান ভাবসমুন্নতি যার সাহায্যে মানুষ অসংখ্য কামনা বাসনায় চিরচঞ্চল ও চিরস্পন্দিত জৈব-চেতনার স্তরগুলি একে একে অতিক্রম করে অতিমানস এক আধ্যাত্মিকতার স্তরে উঠে গিয়ে অবিচ্ছিন্ন অনাবিল এক পরম সুখ উপভোগ করতে পারে। মানুষ তার সততা, সৎকর্ম ও অকুণ্ঠ অটল ঈশ্বরপ্রীতির দ্বারা এই জীবনেই সেই পরম স্বর্গসুখের পূর্বাস্বাদ লাভ করতে পারে। তখন তার সেই আত্মিক প্রশান্তির শুদ্ধতার মাঝে অতৃপ্ত কামনা বাসনার সব চঞ্চলতা হারিয়ে যায় এবং সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় পরম তৃপ্তির রসসাগরে মন তার ডুবে যায়।

পরিশেষে এই প্যারাডিসো খণ্ডে দান্তে যে প্রেমতত্ত্বের কথা আলোচনা করেছেন সে বিষয়ে কিছু আলোকপাত করা প্রয়োজন। পরম প্রেমময় ঈশ্বরের যে প্রেম ( love that moves the sun and the other stars ) গ্রহ-নক্ষত্রদের আলো ও গতি দান করে, যে প্রেম বিশ্বজগৎকে চালনা করে সেই প্রেমের একটি ভগ্নাংশ মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হযে তাকে সংসারের বিচিত্র বস্তুর প্রতি আসক্ত করে তোলে। মানুষ যখন ছোট বড় যে কোন কাজ করে

বা যে কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে কামনা করে, তার সেই কর্মপ্রেরণা ও কামনার মূলে থাকে প্রেম। কিন্তু মানুষ যখন ঈশ্বরপ্রেমের মহিমা ঠিকমত উপলব্ধি করতে পারবে তখন সে বুঝবে বাইরের যত কিছু বহুত্ব বৈচিত্র্য সেই অনন্ত একের মধ্যে বিধৃত। তখন তার সমস্ত বিষয়াসক্তি ও প্রেমাসক্তির অশান্ত উত্তাপ ঈশ্বরপ্রেমের এক মহাচৈতন্যের মধ্যে লাভ করবে এক শান্ত শীতল সমাধি।

মধ্যযুগীয় দার্শনিক Teilhard de Chardin এর "The plenomenon of man" গ্রন্থে দান্তের এই প্রেমতত্ত্বের এক আশ্চর্য সমর্থন পাওয়া যায়। প্রেমের মাধ্যমেই আত্মচেতনার মধ্যে হয় বিশ্বচেতনার প্রতিফলন। তিনি বলেছেন. Love in all its subtletis is nothing more, and nothing less, than the more or less direct trace marked on the least of the element by the psychical convergence of the universe upon itself.

প্রেমের কাজই হচ্ছে ব্যক্তির আত্মার মধ্যে বিশ্বকে এবং বিশ্বের আত্মার মধ্যে ব্যক্তির আত্মাকে দেখানো। বিশ্বের মধ্যে যে বহু আছে সে বহু প্রেমের দ্বারাই বিধৃত হয় একের মধ্যে। Teilhard আরো বলেছেন এই প্রেমতত্ত্বটি না বুঝলে বিশ্বজগতের গঠনপ্রকৃতিও কেউ বুঝতে পারবে না। তিনি বলেছেন,

The history of conciousness and its place in the world remains inconprehensible to anyone who has not seen first of all the cosmos in which man finds himself caught up constitutes by reason of the unimpeachable wholeness of its whole, system, a totum and a quantum ; a system by its plurality a totum by its unity and a quantum by its energy all these within a boundless contour.

বিশ্বজগৎ সম্পর্কে মানবচেতনার প্রতিক্রিয়ার ইতিহাসটি মোটেই বোঝা যাবে না যদি আমরা বিশ্বজগতের মূলে যে সংগতি রয়েছে সেই মূল সংগতির কথাটি না বুঝি।

বিশ্বজগতের গঠনপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে আমরা দেখতে পাব প্রধান তিনটি উপাদান—system অসংখ্য বস্তুর বহুত্ব, totum বা ঐক্যবিধায়ক অনন্ত এক আর quantum বা শক্তি। এই তিনটি প্রধান উপাদান কিন্তু

ঈশ্বরের প্রেমচৈতন্যের দ্বারা সংহত ও সুসংবদ্ধ হয়ে মহাজাগতিক শৃংখলাকে অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছে।

পণ্ডিতেরা authentic বা তথ্যগত এবং literary বা সাহিত্যগত এই দুই শ্রেণীতে বিশ্বের সকল মহাকাব্যকে বিভক্ত করেছেন। দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। দান্তে তাঁর মহাকাব্যের পটভূমি হিসাবে সমগ্র ইতালি দেশ এবং অতীত ও বর্তমানের ইতালীয় জাতির ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বহু কথা বললেও তাঁর আসল বিষয়বস্তু হলো অন্য। সে বিষয়বস্তু হলো আত্মগত এক প্রেমানুভূতিকে ক্রমশঃ এক উত্তুঙ্গ প্রসারতা দান করে অতিমানস এক মহাজাগতিক চেতনার রাজ্যে উন্নীত করা এবং আধ্যাত্মিক ও ঐশ্বরিক অনুভূতির বিস্ময়কর বিশালতায় তাকে বিসর্জন দিয়ে এক গৌরবময় মুক্তিদান করা। শুধু পটভূমির বিশালতা ও জাতীয় জীবনের ঘটনাবলীর উল্লেখ দান্তের মহাকাব্যের একমাত্র উপাদান নয়। স্বর্গমর্ত্যপাতাল-ব্যাপী কবিকল্পনার সীমাহীন মহাকাশতলে আত্মগত প্রেমানুভূতির এক ক্রম-প্রসারিত পটভূমিকায় বিশালায়তন প্রাণসত্তার এক উদার ব্যাপ্তির মাঝে একটি সমগ্র দেশের ধর্ম, পুরাণ, ইতিহাস ও সমাজের অসংখ্য ঘটনাকে যেভাবে একত্রিত ও সংহত করে একটিমাত্র রসস্ফূরণের পথে পরিচালিত করেছেন দান্তে তা অন্য কোন মহাকাব্যে পাওয়া যায় না। অন্যান্য মহাকাব্যের মত দান্তের ডিভাইন কমেডির প্রধান উপজীব্য হলো শান্তরস। পরম মঙ্গলময় ও প্রেমময় যে ঈশ্বরের প্রেম বিশ্বের সব কিছুকে আলো ও গতি দান করছে, সব কিছুকে পরিচালিত করছে, সেই পরম প্রেমের আস্বাদনের মাঝেই ঘটতে পারে মানুষের সকল চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্বের নিঃশেষিত অবসান।

২৫. ২. ৭৭ — সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

# ইনফার্নো ( নরক )

## প্রথম সর্গ

**অন্ধকার বনভূমি। বৃহস্পতিবার রাত্রি। গুড ফ্রাইডে : সকাল ছটা**

কাহিনীসংক্ষেপ

সহসা বুঝতে পারলেন দান্তে তিনি আসল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছেন। বুঝতে পারলেন এক অন্ধকার জটিল অরণ্যভূমিতে পথ হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। সেই সুবিস্তীর্ণ অরণ্যস্থলীমাঝে একটি সুদৃশ্য পর্বত দেখে তাতে আরোহণ করার অভিপ্রায়ে দান্তে এগিয়ে যেতেই সহসা এক গর্জনশীল চিতাবাঘ, পরে এক ভয়ঙ্কর সিংহ ও মেয়ে নেকড়ে এসে পথ অবরোধ করল তাঁর। অনন্যোপায় হয়ে দান্তে সেই অরণ্যাভিমুখে ফিরে যাওয়ারই মনস্থ করলেন তিনি। এমন সময় ভার্জিলের ছায়ামূর্তি আবির্ভূত হলো তাঁর সামনে। ছায়ামূর্তিটি তাঁকে বলল আপাততঃ সেই নেকড়ের বাধা এড়িয়ে সে পর্বতে আরোহণ করা সম্ভব হবে না তাঁর পক্ষে। বহুদিন পর এক ভয়ঙ্কর শিকারী কুকুর এসে সে নেকড়েকে তাড়া করে নিয়ে যাবে। কিন্তু বর্তমানে শুধু একটিমাত্র পথই খোলা আছে দান্তের সামনে। সে পথ হলো ভার্জিলকে অনুসরণ করা। ভার্জিল তাঁকে নরকের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে নিয়ে যাবেন সেই পরিশুদ্ধির পাহাড়ে। পরে, সেখান থেকে আরো যোগ্যতর এক আত্মা ( বিয়াত্রিস ) নিয়ে যাবে স্বর্গবাসী দিব্য আত্মাদের কাছে। ভার্জিলের কাছে নীরবে আত্মসমর্পণ করে তাঁকে অনুসরণ করে যেতে লাগলেন দান্তে।

জীবনের মাঝপথ দিয়ে যেতে যেতে অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়েছিলাম পথে। সহসা নিদ্রাভঙ্গ হলে দেখলাম এক গভীর সুজটিল অরণ্য প্রদেশে পথ হারিয়ে ফেলেছি আমি। হায়, সেকথা বর্ণনা করাও কত কঠিন! সেই ভয়াল অরণ্যের দুষ্প্রবেশ্যতা কত অমোঘ! বিদ্যুদ্দামস্ফুরণের মত সেই স্মৃতির চকিত দ্যোতনা শান্ত শীতল রক্তের মধ্যে জাগিয়ে দেয় সুদূর অতীতের, সেই বিগত শঙ্কার এক শিহরণ। অথচ কী আশ্চর্য! মৃত্যুপ্রতিম সেই অরণ্যের অবাঞ্ছিত সাহচর্যের মাঝেই অকস্মাৎ পেয়ে গেলাম এক

পরম জগতের সন্ধান। অভিশাপের মাঝে আশীর্বাদ। সেই কাহিনীই আজ আমি লিখব।

কেমন করে যে অরণ্যে গিয়ে পড়লাম তা আমি বলতে পারব না। কারণ আমি আমার সেই সংকীর্ণ পথ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম গভীর নিদ্রায়। কিন্তু উঠে যখন দেখলাম একটা খাড়াই পাহাড়ের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি আর এক উপত্যকাভূমিতে আমার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়টা তখন এক নিদারুণ ভয় আমূল বিদ্ধ করল আমার অন্তরকে।

তারপর উপরে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলাম যে সূর্য তার প্রতিটি পদক্ষেপে পথ দেখায় মানুষকে প্রভাতের সেই সূর্য হতে রক্তাশ্বসদৃশ বাল রশ্মিসমূহ ঝরে পড়ছে পাহাড়ের উপর। সেই বিভীষিকাময়ী রাত্রির সঘন অন্ধকারে পরিবৃত আমার অন্তরের হ্রদে কাতর আর্তনাদ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিল যে ভয়টা, এ দৃশ্য দেখার সঙ্গে সঙ্গে সে ভয় প্রশমিত হলো কিঞ্চিৎ। কোন মহানুভব ব্যক্তি বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে সাঁতার কাটতে কাটতে কোনরকমে উপকূল-ভূমিতে উপনীত হওয়ার পর শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় যেমন অতিক্রান্ত সমুদ্রতরঙ্গগুলির পানে বারবার তাকায় তেমনই আমার স্বর্গাভিমুখী পলায়নপর আত্মা সেই আশ্চর্যভীষণ গিরিবর্ত্মপানে তাকাতে লাগল যেখানে কোন শরীরী মানুষ একবার গেলে আর ফিরে আসে না।

ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলাম আমি। তারপর উঠে আবার এগিয়ে যেতে লাগলাম সেই নির্জন গিরিবর্ত্মমাঝে। এমন সময় সহসা সেই পাহাড়টার অদূরে দেখা গেল লঘুপদ ও দ্রুতগামীসম্পন্ন এক চিতাবাঘ। বর্ণরঞ্জিত লোমে আবৃত দেহ নিয়ে বেরিয়ে এল তার অদৃশ্য আবাস হতে। লাফ দিয়ে আমার সামনে পায়ের কাছে এসে বসে পড়ল। আমার সম্মুখবর্তী পথ এমন ভাবে রোধ করে সে দাঁড়াল যাতে আর এগোতে না পেরে বার বার পিছন ফিরে তাকিয়ে সুযোগ খুঁজতে লাগলাম পালিয়ে যাবার।

প্রভাতকালের শৈশবাবস্থা অতিক্রান্ত হয়নি তখনো। সৌরমণ্ডলের গভীরে সদ্য অবলুপ্ত নক্ষত্রদের উজ্জ্বলতাগুলি একে একে আত্মসাৎ করে আকাশ-মার্গে উৎগমন করে চলেছিল স্ফীতজ্যোতি সূর্য। নবপ্রভাতের এই আলো-কোজ্জ্বল স্নিগ্ধতা ও বহুবর্ণচিত্রিত প্রাণোচ্ছল পশুটির দৃশ্য ভবিষ্যতের এক

অজানিত আশায় আশান্বিত ও আনন্দিত করে তুলল আমায়। আশ্বস্ত হয়ে উঠলাম আমি। কিন্তু পর মুহূর্তেই আর একটি ভয়ঙ্কর দৃশ্য অর্থাৎ পথে একটি সিংহ দেখে ভয়ে কাঁপতে লাগলাম আমি।

দেখলাম এক ভয়াবহ হিংস্রতায় মাথা উঁচু করে আমারই জন্য এগিয়ে আসছে সিংহটি। মনে হচ্ছিল সে ছিল যেন ক্ষুধায় জর্জরিত। তাকে দেখে যেন শুধু আমি ভীত হইনি, ভীতিবিহ্বল কম্পনের আঘাতে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠছিল চারদিকের নিস্তরঙ্গ বাতাস। তারপর এল একটি কৃশকায় ক্ষুধিত নেকড়ে। বেশ বুঝতে পারলাম এই নেকড়েই প্রাচীন কালের বহু মানুষের তেজস্বিতাকে গ্রাস করে ভীরু ক্রীতদাসে পরিণত করেছে তাদের। সবচেয়ে সেই নেকড়েটাকেই ভয়াবহ লাগল আমার চোখে। এক গভীর হতাশা আর ভয় স্তব্ধ ও নিশ্চল করে তুলল আমায়। পর্বতারোহণের সব আশা ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হয়ে গেল সেই শূন্যাতিশায়ী হতাশার গভীরে।

সযত্নসঞ্চিত অতি প্রিয় ধনরাশিকে হারাবার মুহূর্তে মানুষ যেমন এক নিষ্ফল আক্রোশে বিচলিত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, ঠিক আমিও তেমনি ক্ষুধাচঞ্চল নেকড়েটার সামনে বিচলিত হয়ে উঠলাম ভীষণভাবে। তার ভয়ে ধীরে ধীরে পিছিয়ে যেতে লাগলাম আমি। অবশেষে এমনই এক জায়গায় এসে পড়লাম যেখানে কোনদিন প্রবেশ করে না সূর্যের আলো।

অন্ধকারে কিছু দেখতে না পেয়ে সেই পথের উপর চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম আমি। সহসা সেই অন্ধকারের মাঝেই আশ্চর্যভাবে দৃশ্যগোচর হয়ে উঠল ভাষাহীন এক মূর্ত মনুষ্যমূর্তি। সেই নির্জন অন্ধকারে পথ হারিয়ে ইতস্ততঃ ছুটতে ছুটতে আমি তাকে কাতরভাবে অনুরোধ করলাম, 'মানুষ বা প্রেত তুমি যেই হও আমার প্রতি করুণা করো।'

সেই মূর্তিটি তখন বলল, একদিন আমি মানুষ ছিলাম, কিন্তু এখন আর মানুষ নেই। আমার পৈত্রিক নিবাস হচ্ছে লম্বার্ডি এবং আমার পিতামাতা দুজনেই ছিলেন মাণ্টুয়ার নাগরিক। জুলিয়াস সীজারের আমলে আমার জন্ম হয় এবং অগাস্টাসের রাজত্বকালে আমি রোমে বাস করতাম। তখন কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ অর্থহীন যত সব উপদেবতাকে দেব দেবী বলে পুজো করত। আমি ছিলাম একজন কবি। ঐশ্বর্যগর্বিনী ইলিয়ামনগরী বিধ্বস্ত ও ভস্মীভূত হলে এ্যাঙ্কিসেসের ঈনিড নামে ন্যায়পরায়ণ যে পুত্র ট্রয়নগরী ত্যাগ করে ভাগ্যান্বেষণে সমুদ্রযাত্রা করেন, আমি তাঁর গুণগান করি আমার

কাব্যে। কিন্তু কেন তুমি ভয়ে অশান্ত চিত্তে পালাচ্ছ এমন করে? কেন তুমি অদূরবর্তী যে পাহাড়টি মানুষের সকল আনন্দের মূল ভিত্তি সে পাহাড়ে কেন আরোহণ করছ না?

'আচ্ছা তুমি কি ভার্জিল নও? সেই ভার্জিল যিনি তাঁর কাব্য-প্রতিভার উৎসদেশ হতে রসান্বিত বাক্যের বহু বলিষ্ঠ ধারা উৎসারিত ও প্রবাহিত করে-ছিলেন।' এই কথা বলে এক ভীতিবিহ্বল বিস্ময়ে আমার মস্তক অবনত করলাম। তুমি হচ্ছ কবিদের মুকুটমণি, তোমাকে আমি গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি। তোমার বই পড়েই শিখেছি দীর্ঘগভীর চিন্তার সহিষ্ণুতা। তুমিই আমার গুরু, তোমার কাছ থেকেই শিখেছি গীতিময় কাব্যরচনার আঙ্গিকনৈপুণ্য এবং তার থেকে পেয়েছি প্রচুর সম্মান। ঐ সেই নেকড়েটা আবার ফিরে এসেছে। হে ঋষিপ্রতিম মহান গুরু, তুমি আমাকে রক্ষা করো। তাকে দেখে আমার এত ভয় হচ্ছে যে আমার প্রতিটি শিরার রক্তে কাঁপন ধরছে।'

আমাকে ভয়ে কাঁপতে দেখে তিনি বললেন, তোমাকে অন্য পথ দিয়ে যেতে হবে, যদি তুমি এই নির্জন অন্ধকার গিরিবর্ত্ম হতে বাইরে যেতে চাও। কারণ যে জন্তুটা ভয়ে কাঁপিয়ে তুলেছে তোমায়, সে কোন মানুষকেই এখান থেকে পালিয়ে যেতে দেয় না। কেউ একবার এখানে এসে পড়লেই তাকে তাড়া করে নিয়ে যায় এবং অবশেষে হত্যা না করে ছাড়ে না। তার প্রকৃতি বড় হিংস্র এবং তার আকৃতিও সেই প্রকৃতি অনুসারেই গঠিত। সে রেগে গেলে আরও হিংস্র হয়ে ওঠে আগের থেকে এবং তার বিক্ষুব্ধ লোভ অনেক কিছু গ্রাস করেও তৃপ্ত হতে চায় না। অন্য কোন জন্তু তার কোন কিছু করতে পারে না। একমাত্র এক 'গ্রেহাউণ্ড' বা আশ্চর্য এক শিকারী কুকুর এসে তাকে হত্যা করবে একদিন।

সত্যিই সে এক আশ্চর্য শিকারী কুকুর (এক রাজনৈতিক নেতা বা উদ্ধারকর্তা) যে সোনা বা মাটি কিছু খায় না অর্থাৎ তার কোন কাঞ্চন বা ভূমি-লিপ্সা নেই। সে প্রজ্ঞা, প্রেম আর প্রতাপ পান করে এবং তার জন্মস্থান হচ্ছে ভেনিসিয়া ও রোমাগনার মধ্যবর্তী এক উপত্যকায়। দক্ষিণ ইতালির নিম্নাঞ্চলবর্তী যে সব রাজ্যের স্বাধীনতার জন্য ইউরিয়ালাস, নিসাস, তার্ণাস ও সতী ক্যামিল্লা এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে প্রাণ দিয়েছেন সেই সব রাজ্যগুলিকে এই আশ্চর্য শিকারী কুকুরই রক্ষা করবে পররাজ্য আক্রমণকারীদের কাছ

থেকে। দূর দূরান্তে বিভিন্ন নগর ঘুরে, সেই ভয়ঙ্কর নেকড়েটাকে তাড়া করে অবশেষে সেই নরকের মধ্যে নিয়ে আসবে যে নরক হতে সর্বপ্রথম হিংসাত্মক পাপপ্রবৃত্তির মূর্ত প্রতীক সেই নেকড়েটা ছাড়া পেয়ে বাইরে পালিয়ে যায়।

তোমার সম্বন্ধে আমি এই কথাই বলতে পারি যে তুমি আমাকে তোমার পথপ্রদর্শক হিসাবে নির্বাচিত করে ভালই করেছ। আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব। নিয়ে যাব এমন সব ভয়ঙ্কর নারকীয় স্থানের মধ্য দিয়ে যেখানে যেতে যেতে তুমি শুনতে পাবে অসংখ্য বিগত মানবাত্মার হতাশা-ব্যঞ্জক আর্ত চিৎকার। হৃদয়বিদারক এক কাতর আর্তনাদের মধ্য দিয়ে তারা ভাবছে দ্বিতীয়বারের মত আবার এক মৃত্যু যা তাদের দেবে সেই দুঃসহ যন্ত্রণাজাল হতে চিরমুক্তি।

তারপর যেতে যেতে তুমি আরো কিছু আত্মা দেখতে পাবে যারা জ্বলন্ত নরকাগ্নির মধ্যে অবস্থান করলেও সুখে আছে এবং তাদের কোন মানসিক যন্ত্রণা নেই। কারণ তারা এই দৈহিক যন্ত্রণাকালীন আত্মশুদ্ধির মধ্য দিয়ে একদিন সুউচ্চ স্বর্গলোকে গিয়ে পরম সুখের আস্বাদ লাভ করবে। আমার থেকে যোগ্যতর কোন ব্যক্তি তোমাকেও একদিন নিয়ে যাবে সেই পরম সুখের রাজ্যে। সেই ব্যক্তির হাতে তোমাকে তুলে দিয়ে বিদায় নেব আমি।

সেই পরম সুখকর স্বর্গরাজ্যের যিনি সর্বময় অধিকর্তা তাঁর বিরুদ্ধে আমি বিদ্রোহ করি একদিন। তাই তিনি স্বভাবতই চান না আমি কোন লোককে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাই তাঁর রাজ্যে। সারা বিশ্ব জুড়ে সর্বত্রই বিরাজ করছে তাঁর রাজ্য; কিন্তু সেই স্বর্গলোকই হলো তাঁর সিংহাসন ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত রাজধানী। যাঁকে তিনি তাঁর প্রিয়পাত্র বা আপন জন হিসাবে নির্বাচিত করেন তিনি তাঁর আশীর্বাদে বহুগুণে ধন্য।

তখন আমি বললাম, হে সুকবি, আমার অনুরোধ যে মহান ঈশ্বরকে তুমি কোনদিন জানতে চাওনি তাঁর কাছে আমাকে নিয়ে চল। তাহলে আমাকে আর এই সব অন্ধকার গোলকধাঁধা আর সংকীর্ণ গিরিসঙ্কটসমূহে পালিয়ে বেড়াতে হবে না অসহায়ভাবে। আমি তোমার সঙ্গে সেন্ট পিটারের দ্বারদেশ পর্যন্ত যাব এবং নরকযন্ত্রণাকাতর সেই সব আর্তনাদরত বিগত আত্মাদের দুর্দশা স্বচক্ষে দেখব।

আমার একথা শুনে এগিয়ে চললেন তিনি আর আমি তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলাম নীরবে।

# দ্বিতীয় সর্গ

## অন্ধকার বনভূমি

### কাহিনীসংক্ষেপ

ভার্জিলের কথামত অনতিদূরবর্তী সেই পর্বতে আরোহণ করার চেষ্টা করতে গিয়ে সারাদিন কেটে গেল দান্তের। দিন অবসান হবার সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল গুড ফ্রাইডের সন্ধ্যা। দান্তে কিন্তু সেই পর্বতে বেশী দূর উঠতে পারেননি। না পেরে অজুহাত দেখাতে লাগলেন। তাঁর সেই অজুহাতের কথা শুনে ভার্জিল উত্তর করলেন, দান্তের অসামর্থ্যের একমাত্র কারণ হলো 'কাপুরুষতা-জনিত এক দুর্বলতা।' তারপর তিনি তাঁকে বললেন, 'কুমারীমাতা মেরী ও সেণ্ট লুসির অনুরোধে বিয়াত্রিস নিজে দান্তের উদ্ধারের জন্য লিম্বোর কাছে গিয়ে অনুনয় বিনয় করছেন। এ কথায় উৎসাহিত হয়ে নূতন উদ্যমে দান্তে শুরু করলেন তাঁর পর্বতারোহণ।

তখন দিন শেষ হয়ে আসছিল। ঘন হয়ে উঠছিল সন্ধ্যার অন্ধকার। একমাত্র আমি ছাড়া ধীরে ধীরে শ্রমমুক্ত হয়ে উঠছিল পৃথিবীর সব মানুষ। একমাত্র আমি, একা আমিই শুধু সংগ্রামশীল এক কঠোর শ্রমে নিরত ছিলাম অবিরাম। সেই দুরূহ পর্বতারোহণ ও নির্মম বাক্যবাণের কথা আজও মনে আছে আমার।

হে কাব্যকলা ও প্রতিভার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তুমি তোমার কর্তব্য পালন করো। হে স্মৃতি, চক্ষুদৃষ্ট বস্তুরাজির যথার্থ চিত্রকর, তুমিও তোমার গুণের পরিচয় দাও।

আমি তখন কবি ভার্জিলকে বললাম, হে কবি, আমার পথপ্রদর্শক, আমাকে এ কাজে নিযুক্ত করার আগে, আমার উপর অনাস্থা স্থাপন করার আগে আমার শক্তি ও যোগ্যতার যথাযথ পরিমাপ ও পরীক্ষা করে দেখা উচিত। তুমি বলেছ তরুণ সিনডিয়াসের পিতা মর্ত্যমানুষ হয়েও সশরীরে স্বর্গে গমন করেছিল। এইভাবে নরকবৈরি ঈশ্বর সিনডিয়াস পিতাকে এক অনুগ্রহ দান করেন। এই সিনডিয়াসপিতা ঈনিসই ইতালি দেশে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দুটি বিরাট সাম্রাজ্যের রাজধানীরূপে রোমনগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। সেণ্ট পিটারের পুত্র একদিন পবিত্র দেহে পোপের আসনে অধিষ্ঠিত হন। হে কবি, তোমার কাব্য পাঠ করেই উনি নিজেকে উপযুক্ত করে তোলেন এই

পদের। তারপব এই আসনে অধিষ্ঠিত হন সেণ্ট পল এবং ক্রমে ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে সুগম করে তোলেন আমাদের মোক্ষলাভের পথকে।

কিন্তু কেমন করে যাব সেখানে ? কেই বা তার পথ বলে দেবে ? আমি ত আর ঈনিস নই। আমি পলও নই। আমাকে কেই বা যোগ্য বলে মনে করবে? আমি নিজেকে নিজেই যোগ্য বলে মনে করি না। বল, তাহলে আমি যাত্রা করি। মনে করো আমি নির্বোধের মত কাজ করে বসলাম। আমি ঠিকমত বুঝিয়ে বলতে পারছি না তোমাকে। তুমি তোমার স্বভাবসিদ্ধ উন্নততর জ্ঞানের মাধ্যমে আমার সব বক্তব্য বুঝে নাও।

কোন ব্যক্তি যেমন প্রথমে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পরে সে সিদ্ধান্ত খেয়াল খুশিমত পরিবর্তন করে এবং এইভাবে নিজের অভিলাষকে নিজেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে আমিও তেমনি সেই অন্ধকার গিরিগুহায় অন্ত মনে দাঁড়িয়ে রইলাম! আমার মনের সেই আশা ও উৎসাহের সব আনন্দ উবে গেল মুহূর্তে।

সেই বিরাট প্রতিভাধর কবির ছায়ামূর্তি উত্তর করলেন, আমি তোমার কথা যতদূর বুঝতে পেরেছি তাতে মনে হয় যে কৃষ্ণকুটিল কাপুরুষতা মানুষের আত্মাকে অতর্কিত আক্রমণে বিহ্বল ও বিষণ্ণ করে তার উদ্দেশ্য ও অভিলাষের সমস্ত উর্দ্ধ গতিকে মাঝপথে রুদ্ধ করে দেয় সেই কাপুরুষতা হতেই এই সংশয়ের জন্ম।

যাই হোক, এখন তাহলে শোন তোমার এই শোচনীয় ও সন্ত্রাসজনক অবস্থা হতে মুক্ত করার জন্য কেন এখানে আমি এসেছি, কেন তোমার উপর করুণা-পরবশ হয়েছি। আমি যখন বিগত ও উদ্বেগকাতর আত্মাদের পাশ দিয়ে যাবার সময় তাদের অবলোকন করছিলাম তখন তাদের মধ্যে এক নারীর ছায়ামূর্তি ডাকল আমায়। অনুপম রূপলাবণ্যময়ী সেই নারীকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে অবনত ও অনুগত মস্তকে তাঁর আদেশ পালন করার অকুণ্ঠ অভিলাষ প্রকাশ করলাম। সূর্যকিরণদীপ্ত আকাশকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল তার চক্ষুর উজ্জ্বলতা। তার কণ্ঠে ছিল দেবদূতের স্বরমাধুর্য। সে সেই দেবদূতবিনিন্দিত মধুর কণ্ঠে আমাকে বলল, হে ভদ্র সুজন মাঞ্চুয়াবাসী, তুমি তোমার কাব্যপ্রতিভার সাহায্যে গীতিময় সুললিত কাব্য রসধারা সৃষ্টি দ্বারা পৃথিবীতে যে যশ অর্জন করেছ তা যতদিন নিয়ত ঘূর্ণায়মাণ গ্রহনক্ষত্র আবর্তিত হবে তাদের আকাশমণ্ডলের কক্ষপথে ততদিন সে যশ অক্ষুণ্ণ থাকবে জগতে। আমার

এক বন্ধু ভাগ্যের কোপদৃষ্টিতে পতিত হয়ে ভয়াবহ এক অন্ধকার পার্বত্যদেশে অবস্থান করছে। তাকে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে তোমায়। কারণ অনেক দেরি হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। স্বর্গে শোনা যাচ্ছে তার আর কোন আশা নেই। কিন্তু তুমি যাও, তোমার স্বর্ণকণ্ঠ উচ্চগ্রামে উত্তোলিত করে যত প্রকারে পার তাকে মুক্ত করার চেষ্টা করো। তাহলে আমার অন্তরাত্মা কিছুটা শান্তি আর সান্ত্বনা পাবে।

আমার নাম বিয়াত্রিস। যার প্রেম আমাকে সুদূর স্বর্গলোকেও বিচলিত করে তোলে এবং যার জন্য আমি সেখান থেকে নেমে এসে আবার স্বর্গে চলে যাব, তার সেই প্রেমই আমাকে বাধ্য করছে তোমাকে অনুরোধ করার জন্য।

এই কথা বলে চুপ করল বিয়াত্রিস। আমি তখন উত্তর করলাম, হে অনিন্দ্যসুন্দরী নারী, তোমার কথায় যে কোন ব্যক্তি অনন্ত অতুলনীয় স্বর্গসুখও ত্যাগ করে চলে আসবে তার সংকীর্ণ গণ্ডী ছেড়ে। আমি এখন তোমার কথায় এমনই বিমোহিত যে তোমার যে কোন আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত। আমি তোমার ইচ্ছার কথা বুঝতে পেরেছি। আর কিছু বলতে হবে না। কিন্তু আমায় বল, স্বর্গলোকের সেই সুপ্রশস্ত কক্ষ হতে কবে তুমি পাতাল প্রদেশের এই গভীর অন্ধকারে নেমে এলে?

বিয়াত্রিস বলল, অল্প কথাতেই তোমার কথার উত্তর দেওয়া যেতে পারে। সেকথা বলতে আমার কোন আপত্তি বা আশঙ্কা নেই। ঈশ্বরের কৃপায় আমি এমন অক্ষতদেহিনী হয়ে উঠেছি যে নরক বা মর্ত্যলোকের কোন বিপর্যয় আমাকে কোনভাবে কম্পিত বা বিপন্ন করতে পারবে না এবং অন্ধকার নরকের কোন প্রজ্জ্বলিত অগ্নিও স্পর্শ করতে পারবে না আমায়। স্বর্গে এক নারী আছেন, তিনিই আমি যাকে মুক্ত করার জন্য পাঠাচ্ছি তোমায় তার প্রতি অনুকম্পাবশতঃ নারকীয় শাস্তির বিধানকে খণ্ডন করেছেন।

এই বলে লুসি নামে একটি মেয়েকে ডাকল বিয়াত্রিস। তাকে পাশে ডেকে বলল, তোমার বিশ্বস্ততার জন্যই তোমার উপর এই লোকটির ভার দিলাম। নিষ্ঠুরতার পরিপন্থী ও বৈরি এবং মমতার প্রতিমূর্তি লুসি ছুটে একাকী কোথায় গিয়ে আবার ফিরে এসে আমার সামনেই প্রশ্ন করল বিয়াত্রিসকে, ঈশ্বরের প্রশংসাধন্যা হে বিয়াত্রিস, কেমন করে সেই ব্যক্তিকে আজ আমি সাহায্য করব, মুক্ত করব যে একদিন সাধারণ মানুষকে অবহেলা করে ত্যাগ করে সমস্ত প্রাণমন দিয়ে শুধু তোমাকেই ভালবেসেছিল এবং শুধু তোমার

ভালবাসাই লাভ করতে চেয়েছিল? হায়, তার সকরুণ আর্তনাদ কি তুমি শোননি? যে নদীর তরঙ্গমালাকে সমুদ্রতরঙ্গও ছাড়িয়ে যেতে পারে না কোনদিন সেই নদীতে সে কেমন করে মৃত্যুর সঙ্গে প্রাণপণ সংগ্রাম করেছিল তা দেখনি তুমি?

বিয়াত্রিস বলল, সে আর্তনাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমি এত তাড়াতাড়ি আমার সেই বিশ্রামস্থল হতে তাকে ভয়মুক্ত করার জন্য নেমে এসেছি যে মর্ত্যের কোন জীবিত মানুষ তা পারে না। তোমার অলঙ্কারবহুল মধুর কণ্ঠ সকলকেই প্রীত করে এবং তোমার যোগ্যতায় আমার বিশ্বাস আছে।

এই কথা বলে সে আমার কাছ হতে মুখ ঘুরিয়ে নিতেই দেখলাম, মুক্তার মত কয়েক বিন্দু অশ্রু তার চোখের জ্যোতিকে উজ্জ্বলতর করে তুলেছে আরো। আর তা থেকে তার আদেশ পালনের আগ্রহ আরও বেড়ে গেল আমার।

সুতরাং তার সেই পবিত্র ইচ্ছানুসারে আজ আমি তোমাকে অনেক খুঁজে বার করি। যে পশুটা তোমার সামনে এইমাত্র পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে তার শিকারে পরিণত করে তোমায় তার থেকে মুক্ত করি তোমায়। তাহলে এত বিলম্ব কেন? কার্যসাধনে এত ইতস্ততঃ করছ কেন? যখন তিন জন স্বর্গীয়া নারী তোমার মুক্তির কথা ভাবছেন এবং আমি যখন তোমায় দ্রুতগতি ও মুক্তির প্রতিশ্রুতি দান করছি তখন তুমি কেন উপযুক্ত সাহস ও পৌরুষের পরিচয় দিতে পারছ না?

সারারাত্রিব্যাপী অবিরাম তুষারপাতে শৈত্যপীড়িত ছোট ছোট ফুলগুলি যেমন প্রভাতে সূর্যকিরণের মধুর উত্তাপ পেয়ে অবনত মাথাগুলি আবার তুলতে থাকে তেমনি ভার্জিলের উৎসাহব্যঞ্জক কথায় সাহস পেয়ে আমিও ফিরে পেলাম আমার অন্তরের শক্তি ও তেজস্বিতাকে।

মুক্ত স্বাধীন মানুষের মত সাহসের সঙ্গে বললাম, যে নারী আমার মুক্তির জন্য এতখানি আগ্রহ দেখিয়েছেন তিনি ঈশ্বরের আশীর্বাদে ধন্য হোন। আর হে সুজন, তুমি তার কথামত আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে এসেছ এজন্য তোমাকেও ধন্যবাদ। তোমার কথা শুনে আবার তেজস্বিতার আগুনে জ্বলে উঠছে আমার মন। তোমার কথামত শুরু করতে চাই আমি এই দুঃসাহসিক অভিযান। অতীতের সেই বলিষ্ঠ সংকল্প ফিরে আসছে আমার মধ্যে। এগিয়ে চল, এবার হতে তোমার ইচ্ছাই হবে আমার ইচ্ছা। তুমি হবে আমার নেতা, গুরু ও পথপ্রদর্শক।

আমার এ কথা শেষ না হতেই যাত্রা শুরু করে দিলেন তিনি। সেই দুর্গম পথে শুরু হলো আমাদের এক নূতন দুঃসাহসিক অভিযান।

## তৃতীয় সর্গ

### নরকের দ্বার। নরকের উর্ধ্বভাগ। গুড ফ্রাইডে : সন্ধ্যা সাতটা

### কাহিনীসংক্ষেপ

নরকের দ্বারদেশে এসে তার উপর লিখিত এক চিঠি পাঠ করলেন কবি ভার্জিল। তারপর এক সংকীর্ণ সুড়ঙ্গপথ দিয়ে প্রবেশ করলেন নরকের মধ্যে। প্রথমে দেখলেন অসংখ্য ঘূর্ণাবর্ত তুলে চিরকাল ধরে অনাদ্যন্ত গতিতে বয়ে চলেছে অসারতার এক নদী। সেখান থেকে কিছুদূর গিয়ে তাঁরা পেলেন এ্যাকেরণ নদী। মৃত্যুর পর নরকভোগের জন্য বিধিনির্দিষ্ট প্রতিটি পাপাত্মা এই নদীর খেয়াঘাটে এসে মিলিত হয়। খেয়াপারের মাঝি চ্যারণ প্রথমে দান্তে ও ভার্জিলকে নিতে চাইল না। কিন্তু ভার্জিল কী একটা কথা বলতেই চুপ হয়ে গেল চ্যারণ এবং সম্মত হলো। অসংখ্য পাপাত্মা পরিপূর্ণ সেই নৌকোয় উঠে তাঁরা দেখলেন সর্বধ্বংসী এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে নদীর তটভূমিগুলি সব ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং সেই ভূমিকম্পের প্রচণ্ড শব্দ ও কম্পনে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন দান্তে।

"আমারই মধ্য দিয়ে চলে গেছে সেই মৃত প্রেতপুরীর পথ। আমারই মধ্য দিয়ে চলে গেছে দৈনন্দিন দুঃখভোগের পথ। আমারই মধ্য দিয়ে চলে গেছে হারানো সৃষ্টির রাজ্য মৃতপুরীতে যাবার পথ। ন্যায়বিচারের আবেদনে সাড়া দেন আমাদের স্রষ্টা। পরম স্রষ্টা ঈশ্বর তাই আমাকে দেন অনন্ত শক্তি, দেন অননুসন্ধানীয় অভ্রভেদী জ্ঞান এবং আদি অকৃত্রিম অফুরন্ত প্রেম। আমার আগে কোন বস্তুই সৃষ্ট হয়নি। আমিই বিধাতার প্রথম সৃষ্টি এবং আমিই সমস্ত মানুষের মনে সকল রকমের আশা সঞ্চার করে থাকি।"

নরকের প্রবেশ পথে দ্বারদেশের মাথার উপর উপরোক্ত কথাগুলি লেখা ছিল। তা দেখে আমি বললাম, একথা আমার কাছে এমনই দুর্বোধ্য যে তা পাঠ করা সম্ভব নয়।

ভার্জিল তখন সঙ্গে সঙ্গে বললেন, এখানে সকল অবিশ্বাস ঝেড়ে ফেলে কাপুরুষোচিত সমস্ত ভয় ত্যাগ করো। আমি যে স্থানের কথা তোমায় আগেই বলেছিলাম সেখানে এসে পড়েছি আমরা। সেখানে তুমি দেখতে পাবে সেই সব হতভাগ্যের দলকে যারা চিরতরে তাদের মঙ্গলময় বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে।

তিনি তাঁর হাতটি আমার হাতের উপর রেখে এমন আনন্দিত ও হাস্যোজ্জ্বল মুখে আমার পানে তাকালেন যাতে আমি তাঁর কথার সব রহস্য বুঝতে না পারলেও অনেকখানি সান্ত্বনা পেলাম। কোথাও সুগভীর দীর্ঘশ্বাস, কোথাও সকরুণ ক্রন্দন, কোথাও তীক্ষ্ণ আর্তনাদ নক্ষত্রদীপ্তিহীন অন্ধকার রাত্রির নিস্তরঙ্গ বাতাসে শোকবিলাপের এক একটি বিরাট তরঙ্গমালা সৃষ্টি করছিল এবং সেই সব শুনে আমি নিজেই কাঁদতে লাগলাম তাদের দুঃখে অভিভূত হয়ে। প্রবল ঘূর্ণিবায়ু যেমন উত্তপ্ত ধূলিকণা বা বালুকণা-গুলিকে প্রহারে জর্জরিত করে তেমনি সেই সব আর্ত প্রেতাত্মাদের চিৎকার ও আর্তনাদজনিত এক বিক্ষুব্ধ শব্দতরঙ্গ অন্তহীন রাত্রির অন্ধকার বক্ষটিকে বিদীর্ণ করে তুলছিল বৃত্তাকারে।

পুনরায় এক ভয়ের তীব্রতা আচ্ছন্ন করে ফেলল আমার মস্তিষ্ককে। আমি বললাম, গুরুদেব, কাদের আর্তনাদ শুনছি আমি? এত দুঃখে কেন এরা জর্জরিত?

তিনি উত্তর করলেন, যে সব হতভাগ্য আত্মা জীবিতকালে কোনদিন নিন্দা প্রশংসা পায়নি তারা এখানে এসে তাদের যথাযোগ্য শাস্তি পাচ্ছে। তাদের আত্মা সেই দেবদূতের সঙ্গে তুলনীয় যে দেবদূত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেনি কোনদিন, আবার যে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতেও পারেনি, যে শুধু চিরদিন বিশ্বস্ত থেকেছে নিজের স্বার্থের প্রতি। স্বর্গ পরিত্যাগ করেছে সেই সব স্বার্থসবস্ব আত্মাদের, কারণ তাদের উপস্থিতি ম্লান করে দেবে স্বর্গীয় আলোর সমস্ত জ্যোতিকে। এমন কি নরক পর্যন্ত তাকে স্থান দিতে অস্বীকার করে কারণ তারা সেখানে অবস্থান করলে তাদের উপস্থিতিতে উৎসাহিত হয়ে সগর্বে নরকে আধিপত্য করতে থাকবে পাপ।

আমি তখন বললাম, গুরুদেব, কী ধরনের অত্যাচার ও উৎপীড়নের বশবর্তী হয়ে তারা এই রকম তীক্ষ্ণ চিৎকারে ফেটে পড়ছে?

কবি ভার্জিল উত্তর করলেন, আমি এক কথায় এর উত্তর দেব। এ এক

আশ্চর্য জীবনধারা। এ জীবন শত অন্ধ ও হীনতাপূর্ণ হলেও এর কোন মৃত্যু নেই। তেমনি এ জীবনের মধ্যে কোন যশের অবকাশ নেই। দয়া ও নিষ্ঠুরতা, সৃষ্টি ও ধ্বংসের মধ্যে কোন পার্থক্যই নেই এ জীবনের কাছে। দুটোই সমান ঘৃণ্য এদের কাছে। সুতরাং এদের কথা আর বলবে না, শুধু একবার তাকিয়ে চলে চল।

আমি একবার তাকাতেই মৃত্যুর দ্বারা নিহত অসংখ্য মানুষের অলীক প্রেতাত্মার এক ছবি ঘুরপাক খেতে লাগল আমার মনের মধ্যে। তার মধ্যে এখানে সেখানে দু একটা চেনা মুখের ছায়া দেখলাম যাদের ঈশ্বর ও তাদের শত্রুরা ঘৃণা ও তুচ্ছজ্ঞান করত। এদের মধ্যে ত্রয়োদশ শতকের পোপ বণিফেসের মুখও ছিল। এই পোপ চার্চের অনেক দুর্নীতির জন্য দায়ী ছিলেন। এক ঝাঁক বোলতা ও ভীমরুল তাদের মুখের উপর বসে তাদের গালে কামড় দিয়ে রক্ত ঝরিয়ে দিচ্ছিল। সেই রক্ত তাদের চোখের জলের সঙ্গে মিশে তাদের পায়ের কাছে ঝরে পড়ছিল আর তাই একদল পোকা চেটে চেটে খাচ্ছিল।

এ দৃশ্য দেখার পর আবার এগিয়ে চললাম আমি। অনতি কালের মধ্যে আমি উপনীত হলাম এক বিস্তৃত নদীর ধারে। দেখলাম অনেক লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই নদীর তীরে। আমি তখন আমার পথ-প্রদর্শক ভার্জিলকে বললাম, দয়া করে বল, ওরা কারা? কেনই বা ওরা নদী পার হবার জন্য এত আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছে?

আমার পথপ্রদর্শক তখন বললেন, অচিরেই সব কিছু জানতে পারবে। এখন ঐ এ্যাকেরণ নদীর কাছে না যাওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করে থাক।

লজ্জায় মাথা নত করলাম আমি। আর কোন অবাঞ্ছিত প্রশ্নের দ্বারা তাঁকে বিরক্ত না করে চুপ করে গেলাম। নীরবে অনুসরণ করতে লাগলাম তাঁকে।

নদীর কাছে গিয়ে দেখলাম ওপার হতে একটি নৌকো এগিয়ে এসে তীরের কাছে থামল। সে নৌকোর উপর ছিল পককেশবিশিষ্ট এক বৃদ্ধ মাঝি। সে এগিয়ে এসে গর্জন করে বলল, পাপাত্মারা নিপাত যাক। পাপাত্মারা কখনই স্বর্গে যাবার আশা করতে পারে না। আর শোন সব, আমি তোমাদের এখান থেকে অন্তহীন অন্ধকার রাত্রি, প্রচণ্ড অগ্নি-দাহ আর তীব্র শৈত্যপ্রবাহের মধ্যে নিয়ে যাবার জন্য এসেছি। কিন্তু যারা

জীবিত মানুষ তারা মৃতদের কাছ থেকে সরে দাঁড়াও।

আমি কিন্তু সেকথা না শুনে সে নৌকোয় চেপে বসতেই মাঝি চ্যারণ চিৎকার করে আমাকে বলল, তুমি চলে যাও, এ নৌকোয় চেপো না। তুমি অন্য পথে অন্য এক নৌকোয় করে ওপারে যাবে। কোন লঘুপক্ষ মাঝি তোমাকে পার করে নিয়ে যাবে!

আমার পথপ্রদর্শক তখন তাকে বললেন, 'চ্যারণ, কেন বৃথা চিৎকার করছ? যে ক্ষেত্রে আমাদের ইচ্ছা এবং ঈশ্বরের বিধান এক হয়ে উঠেছে সেখানে বলার কিছু নেই।' এই কথায় সেই নারকীয় নোংরা মাঝির রূঢ় মুখটা বন্ধ হয়ে গেল। শুধু তার ভয়ঙ্কর চোখগুলো জ্বলন্ত দুটো অগ্নি-গোলকের মত দপ্ দপ্ করে জ্বলতে লাগল।

কিন্তু সেই সব অতিক্রান্ত নগ্ন প্রেতাত্মারা চ্যারণের তীক্ষ্ণ-নিষ্ঠুর বাক্য বাণে জর্জরিত হয়ে এক নিষ্ফল ক্ষোভে দাঁত কড়মড় করতে লাগল। তারা ঈশ্বরকে গালি দিতে লাগল। যে পিতা তাদের জন্ম দান করেছে, যে মাতা তাদের প্রসব করেছে তাদের উদ্দেশ্যে অনেক কুবাক্য বলতে লাগল। তারা তাদের বংশ, জন্মক্ষণ ও সমগ্র মানবজাতিকে অভিশাপ দিতে লাগল।

এইভাবে এক অর্থহীন ক্ষোভ ও আক্রোশমূলক গর্জন ও আর্তনাদে ফেটে পড়তে পড়তে সেই নারকীয় নৌকোয় করে এগিয়ে যেতে লাগল তারা দুষ্ট পাপাত্মাদের জন্য অপেক্ষমান সেই অভিশপ্ত তটভূমির দিকে। তখনও জ্বলন্ত দুটো মশালের মত জ্বলছিল চ্যারণের চোখগুলো। যারা তার কথামত কাজ করতে বিলম্ব করছিল তাদের সে তার হাতের দাঁড়া দিয়ে প্রহার করছিল। শেষ হেমন্তে যেমন একে একে গাছের শাখা প্রশাখাগুলি হতে সব পাতা ঝরে যায় আর শূন্য শাখাগুলি হতাশ নয়নে চেয়ে থাকে চ্যুতপত্রাচ্ছন্ন বৃক্ষতলবর্তী ভূমিখণ্ডের পানে, তেমনি সব প্রেতাত্মারা একে একে নৌকোয় আরোহণ করলে শূন্য হয়ে উঠল সেই অন্ধকার তীরভূমি।

এইভাবে প্রেতাত্মাপূর্ণ সেই নৌকোটি নিঃশব্দে এগিয়ে যেতে লাগল অন্ধকার নদীবক্ষের উপর দিয়ে। কিন্তু নৌকোযাত্রীরা পরপারে উপনীত হবার আগেই আর একদল যাত্রী ভিড় করে দাঁড়াল এ পারে।

আমার গুরুদেব তখন বললেন, দেখ বৎস, ঈশ্বরের পবিত্র রোষে পতিত হয়ে যারাই মৃত্যুমুখে পতিত হয় পৃথিবীতে তারাই বিভিন্ন দেশ থেকে ভিড় করে এখানে আসে। তারা এ নদী পার হয়ে ওপারে যেতে চায়। কারণ ঐশ্বরিক

ন্যায়বিচারের আগুন তিলে তিলে এমনভাবে তাদের দগ্ধ করতে থাকে যে দ্রুত পাপ ভোগের জন্য নরকের প্রতি তাদের ভীতি ক্রমে পরিণত হয়ে ওঠে আসক্তিতে। কিন্তু এ পথে পুণ্যাত্মারা কখনো যায় না। সুতরাং চ্যারণ তোমাকে ভৎর্সনা করলে তুমি এমন একটা ভাব দেখাবে যার অর্থ হবে এই যে কোন বস্তুকে জানার জন্য যে কোন কষ্ট করা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়।

এই কথা বলে আমার পথপ্রদর্শক তাঁর মুখখানাকে কালো ও গম্ভীর করে তুলে এমনভাবে মাথাটা নাড়লেন যে তা দেখে ভয়ে নদীর স্রোতোধারার মত ঘাম ঝরে পড়তে লাগল আমার মাথা ও সারা দেহ হতে। সে ঘামে সিক্ত হয়ে উঠল আমার পদতলের মাটি আর চারদিকের বাতাস। আমি হতবুদ্ধি ও জ্ঞানহারা হয়ে পড়লাম।

নিদ্রাভিভূত ব্যক্তির মত মাটিতে পড়ে গেলাম অসাড় অবস্থায়।

# চতুর্থ সর্গ

## নরকমধ্যস্থিত প্রথম বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ। গুড ফ্রাইডের রাত্রি

### কাহিনীসংক্ষেপ

মূর্চ্ছা ভঙ্গ হতে দান্তে দেখলেন তাঁরা অ্যাকেরণ নদী পার হয়ে নরক-গর্ভস্থিত সেই প্রথম বৃত্তসীমার মাঝে এসে পড়েছেন। ভার্জিলকে অনুসরণ করতে করতে তাঁরা লিম্বো নামক এক জায়গায় পৌছলেন যেখানে দেখলেন ধার্মিক অথচ নাস্তিক পেগানরা বাস করে। ঈশ্বরের সামীপ্য ও সালোক্য মুক্তিমণ্ডিত স্বর্গলোকে প্রবেশাধিকার হতে বঞ্চিত হওয়া ছাড়া আর কোন নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না এই পেগানদের। তারপর ভার্জিল বললেন খৃস্ট কখনো নরকের কোন আত্মাকে উদ্ধার করেন না। এই কথা বলার পর তিনি দান্তেকে দেখালেন ইতিহাসখ্যাত প্রাচীন কবি, বীর যোদ্ধা ও দার্শনিকেরা নরকের মধ্যে কোথায় থাকেন।

যে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিলাম আমি এক আকস্মিক বজ্রগর্জনে সে নিদ্রা আমার ভেঙ্গে গেল। কার কুলিশ হাতের কঠোর স্পর্শে জেগে উঠলাম

আমি। সেই বিস্ময়কর স্থান সম্পর্কে আমার কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্য আমি আমার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে লাগলাম।

সত্য কথা বলতে কি, আমি এক অন্ধকার গভীর খাদের উপর দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার পায়ের পাশ থেকেই শুরু হয়েছে এক অতলান্তিক খাদ। তার মাঝে কোথাও এক বিন্দু আলো খুঁজে পেলাম না আমি। সে খাদ এমনই অন্ধকার এবং গভীর যে তার মধ্যে কোন কিছুই শত চেষ্টাতেও দেখতে পেলাম না আমি। শুধু এক চাপা বজ্রগর্জনের মত নিরবচ্ছিন্ন এক আর্তনাদের একটা ফাঁপা শব্দ নিরন্তর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠছিল সেই অন্তহীন খাদের অতলশায়ী অন্ধকারে।

আমার পানে ফ্যাকাশে ও গম্ভীর মুখে তাকিয়ে কবি ভার্জিল বললেন, এই খাদের গভীর অন্ধকারের মাঝেই নেমে যেতে হবে আমাদের। আমি আগে নেমে যাব। তুমি আসবে আমার পিছনে।

আমি তখন তাঁর বিবর্ণ মুখপানে তাকিয়ে বললাম, ভয়ে যখন তোমার মুখই ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, যখন তুমি আমাকে সাহস দিতে পার না তখন আমি কেমন করে যাব ?

কিন্তু তিনি বললেন, তা নয়। আর্ত প্রেতাত্মাদের দুঃসহ অনন্ত বেদনাই আমাকে করুণায় অভিভূত করে তুলেছে। তাদের প্রতি আমার সমবেদনাকে ভয় ভেবে ভুল করেছ তুমি। এস, চলে এস, অনেক পথ যেতে হবে আমাদের।

এই বলে তার মধ্যে প্রবেশ করলেন তিনি। আর আমিও তাঁর সঙ্গে নরকের সেই খাদের যে প্রথম বৃত্তসীমা এক বিরাট পরিধি রচনা করেছে সেই বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করলাম আমরা। কোথাও কোনও তীব্র চীৎকার বা ক্রন্দন-ধ্বনি শুনতে পেলাম না আমরা। শুধু সেই খাদের শান্ত নিস্তরঙ্গ বাতাসে সম্মিলিত দীর্ঘশ্বাসের কম্পমান এক মেদুর শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু যারা সে দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল তারা পীড়ন বা যন্ত্রণাভোগহেতু সে দীর্ঘশ্বাস ফেলেনি। এক গভীর আত্মিক ও অপূরণীয় ক্ষতিবোধ হতে উৎসারিত হচ্ছিল তাদের যত দুঃখ আর দীর্ঘশ্বাস।

আমার পথপ্রদর্শক বললেন, তুমি যাদের দেখছ তারা কারা তা জিজ্ঞাসা করছ না কেন? অবশ্য কিছু দূর যেতে না যেতেই তা তোমাকে জানাব আমি। যারা দীর্ঘশ্বাস ফেলছে তারা আসলে কোন পাপ করেনি। কিন্তু যে ধর্মে তুমি বিশ্বাস করো সেই ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিস্বরূপ দীক্ষা গ্রহণ করেনি তারা

প্রথাগতভাবে। তাই তারা কোন আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি। অথবা তাদের অনেকে যীশু খ্রীস্টের খৃস্টধর্ম প্রচারিত হওয়ার আগেই মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় ঈশ্বরের কাছে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করতে শেখেনি এবং আমিও তাদের মধ্যে একজন। অন্য কোন অন্যায় নয় একমাত্র এই ত্রুটির জন্যই আমাদের পতন ঘটেছে এবং আশাহীন উন্নতিহীন অবস্থায় আমাদের বাঁচতে হচ্ছে এভাবে।

ভার্জিলের কথা শেষ হতেই দুঃখের আঘাতে বিদীর্ণ হয়ে যেতে লাগল আমার অন্তরাত্মা। বিশেষ করে লিম্বোতে যে সব মহান গুণসম্পন্ন আত্মা আশাহত অবস্থায় অবস্থান করছে তাদের বিষয় জানতে কৌতূহল হলো আমার। আমি আমার পথপ্রদর্শককে আমাদের ধর্মবিশ্বাসজনিত মোক্ষলাভের আশায় আশান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, বলুন গুরুদেব, কোন আত্মা তার আপন পুণ্যগুণে অথবা কোন সদ্‌গুরুর সাহায্যে এই নরকগহ্বর হতে মুক্ত হয়ে স্বর্গলাভ করতে পারে কি ?

তিনি আমার কথার অর্থ বুঝতে পেরে বললেন, আমি দেখেছিলাম, এক দিন মাথায় এক গৌরবমুকুট পরিধান করে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ ( যীশু খৃস্ট ) আসেন এখানে। এসে আমাদের মানবজাতির আদি পুরুষ আদম ন্যায়পরায়ণ বেবেল, থোয়া, রাজা ডেভিড, আব্রাহাম, ইসরায়েল ও তার বংশের লোকদের ও রাশেলকে নরক হতে উদ্ধার করেন। তার আগে কোন মানবাত্মা কখনো মোক্ষ কি জিনিস তা জানত না।

একথা বলতে বলতে সেই প্রেতপুরীস্থিত অসংখ্য আত্মার অরণ্য পার হয়ে যেতে লাগলেন কবি ভার্জিল। কিছুদূর গিয়ে বললেন, একদিন এই নরকমধ্যে সহসা এক বিরাট জ্যোতির্ময় মূর্তিকে আবির্ভূত হতে দেখলাম। তাঁর দিব্য দেহবিচ্ছুরিত সেই অলৌকিক জ্যোতি চারদিকে যেন এক বিরাট আলোকমণ্ডল সৃষ্টি করছিল। তার অত্যুজ্জ্বল বিভায় সাময়িকভাবে বিদূরিত হয়ে গিয়েছিল সমস্ত নরকান্ধকার। সে আলোকমণ্ডল হতে আমি কিছুটা দূরে থাকলেও আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম ইনি এক অলৌকিক পুরুষ।

আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যায় পারদর্শী হে কবি, বল, এই যে যারা নরকে অবস্থান করেও এক স্বতন্ত্র স্থানে এক বিশেষ রীতিনীতির অধীনে অবস্থান করছে তারা কারা ? কোন গুণের দাবিতে এই স্বতন্ত্র ব্যবস্থার অধিকারী হচ্ছে তারা ?

কবি বললেন, তাদের বিশ্বব্যাপী যশ ও সম্মানের খাতিরেই ঈশ্বর তাঁদের প্রতি এই বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন।

এমন সময় আমি এক কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। কে যেন বলল, "ঐ মহান কবির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করো। তাঁকে অভিনন্দন জানাও। তাঁর ছায়ামূর্তিটি চলে গিয়েছিল এখান থেকে, আবার তা ফিরে এসেছে।" এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে চারটি বিরাটকায় ছায়ামূর্তি এগিয়ে এল আমাদের দিকে। আনন্দ বা বেদনার কোন অভিব্যক্তিই ছিল না তাদের মধ্যে।

আমার গুরু বললেন, ঐ প্রথম যে ছায়ামূর্তিটি দেখছ যাঁর হাতে রয়েছে একটি মুক্ত তরবারি আর যিনি তিনজনের আগে আগে চলেছেন তিনি হলেন কবিসম্রাট হোমার। তারপর আছেন হাস্যরসাত্মক কাব্যপ্রতিভাসম্পন্ন হোরেস। তারপর ওভিদ এবং সব শেষে আছেন লুকান। যেহেতু আমি তাঁদেরই সম গোত্রীয় সেই হেতু একটি কণ্ঠ আমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে অভিনন্দন জানাল।

এইভাবে সেই নরকে প্রতিভাধর কবিদের মাঝে আমিও মিশে গেলাম যাদের বিশ্ববিশ্রুত খ্যাতি আকাশচুম্বী হয়ে উঠেছে ঈগলের মত। তাঁরা নিজেদের মধ্যে কি আলোচনা করে আমার দিকে ফিরে আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। তা দেখে আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন আমার গুরু। তাঁরা আমাকে তাঁদেরই একজন জ্ঞান করে উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে ষষ্ঠ স্থান দান করলেন।

কথা বলতে বলতে ক্রমশঃ আলোর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম আমরা। অবশেষে আমরা একটি ছোট নদী ও সাতটি প্রাচীরবেষ্টিত এক বিশাল প্রাসাদের সামনে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেই নদীটা আমরা শুকনো জমির মত পায়ে হেঁটে পার হয়ে গেলাম। সেই সব মহান কবিদের সঙ্গে আমিও সাতটি প্রাচীরের সাতটি দরজা পার হয়ে সজীব সবুজ ঘাসে ঢাকা এক প্রান্তর দেখতে পেলাম। সেখানে শান্তগম্ভীর দৃষ্টি ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কয়েকজন বিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তি দেখতে পেলাম। তাঁরা অত্যন্ত কম কথা বলেন। স্থানটি এমনভাবে আলোকিত যে প্রতিটি মানুষকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

সেই আলোকে সবুজ ঘাসে ঢাকা প্রান্তরের উপর বসে থাকা যে সব আত্মাদের ছায়ামূর্তি আমি দেখলাম তাদের কথা ভাবতে গেলে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে আমার দেহ। প্রথমে আমি দেখলাম ইলেকট্রাকে, তার সঙ্গে হেক্টর, ঈনিস ও বহু ট্রয়বীরকে। তাঁদের সঙ্গে বাজপাখির মত চক্ষুবিশিষ্ট সীজারকেও

দেখলাম। দেখলাম একদিকে বীরাঙ্গনা ক্যামিল্লা ও পেনথেসিলিয়াক ও আর একদিকে প্রিয় কন্যাসহ সিংহাসনারূঢ় রাজা ল্যাটিনাসকে। যে ব্রুটাস টার্কুইনকে সিংহাসনচ্যুত করেছিলেন সেই ব্রুটাসকেও দেখলাম। আর দেখলাম মার্সিয়া, কর্নেলিয়া, জুলিয়া, লুক্রী এবং সম্পূর্ণ একাকী অবস্থায় মহান স্যালাদিনকে।

আমি তখন মুখ তুলে আরো ভাল করে তাকিয়ে প্রসিদ্ধ দার্শনিকদের দেখতে লাগলাম। তাঁরা সকলেই আমার গুরু কবি ভার্জিলকে শ্রদ্ধা করেন দেখলাম। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সক্রেটিস, প্লেটো, ডায়োজেনস, থেলস ও জেরিও। এ ছাড়া ছিলেন পরমাণুবাদী ডেমোক্রিটাস, ছিলেন এমপিডোকলস্ অ্যালেকজাগোরাস ও হেরাক্লিটাস। তার উপর ছিলেন ডায়োজোরিডেস টুল্লী অফিয়াস, নিলাস ও যশস্বী নাট্যকার সেনেকা। ছিলেন জ্যোতির্বিদ ইউক্লিড, জ্যোতির্বিদ টলেমি, গ্যালেন, হিপ্পোক্রেটস এ্যাভিসেন, এ্যাভারোয়েস। কিন্তু সেখানে আমি যা কিছু দেখেছি তা এখন বলতে পারব না, কারণ আরো অনেক বিষয় বলার আছে। সর্বত্রই ছিল এমনই সব বিস্ময়ের বস্তু যা আমাদের অভিভূত করে দিয়েছিল।

আমরা প্রথমে যে ছয়জন যাত্রা করে এই প্রাসাদে এসে উঠেছিলাম এখন ছয়জন থেকে পরিণত হলাম দুইজনে। আমি আর আমার পথ প্রদর্শক এগিয়ে গিয়ে এমন এক স্থানে উপনীত হলাম যেখানে কোন আলো নেই এবং সেখানকার বাতাস তরঙ্গময়।

## পঞ্চম সর্গ

### দ্বিতীয় বৃত্তসীমার মধ্যে প্রবেশ। মাইনস। গুড ফ্রাইডে রাত্রি

#### কাহিনীসংক্ষেপ

দান্তে ও ভার্জিল এবার নরকের দ্বিতীয় বৃত্তসীমার মধ্যে প্রবেশ করলেন। এ হচ্ছে সেই অস্থিরমতিদের বৃত্ত যেখানে সেই সব পাপাত্মারা বাস করে যারা স্বেচ্ছায় কোন পাপ করে না জীবনে, যারা উপযুক্ত মানসিক দৃঢ়তা বা সংকল্পের কঠোরতার অভাবে শুভ ও সত্য পথকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে না বলেই

অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাপকাজে জড়িয়ে পড়ে। প্রথমেই দান্তে দেখতে পেলেন নরকের বিচারক মাইনসকে। মাইনসই প্রতি প্রেতাত্মার আপন আপন পাপের গুরুত্ব অনুসারে শাস্তির বিধান করে থাকে। মাইনস প্রথমে তাঁদের প্রবেশ করতে দিতে না চাইলে ভার্জিল কি বলতেই সে আর বাধা দিল না। তখন কবি ভার্জিল ও দান্তে দুজনে মিলে নরকের এমন এক স্থানে উপস্থিত হলেন যেখানে কামার্ত ব্যভিচারী আত্মারা গর্জনশীল এক ঝড়ের প্রহারে জর্জরিত হচ্ছিল। এর পর ভার্জিল কয়েক জন বিখ্যাত প্রেমিকের আত্মার দিকে হাত বাড়িয়ে দান্তেকে দেখাতে লাগলেন। তাদের মধ্যে ফ্রান্সিককা দ্য রিমুনির সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

নরকের প্রথম বৃত্তসীমা হতে আমরা নেমে এলাম ধীরে ধীরে দ্বিতীয় বৃত্তের সঙ্কীর্ণতর পরিসীমার মধ্যে। দেখলাম এই প্রদেশে নরকবাসকারী প্রেতাত্মাদের দুঃখভোগ আরো তীব্র, তাদের যন্ত্রণাসিক্ত চিৎকার আরো সকরুণ। সেই প্রায়ান্ধকার নরকপ্রদেশের এক জায়গায় এক কাষ্ঠনির্মিত বেদীর উপরে বসে ছিল নরকের বিচারকর্তা বিকটদর্শন বিষাদগম্ভীর মাইনস। হাতে ছিল তার এক ভয়ঙ্কর ন্যায়দণ্ড। সেই ন্যায়দণ্ডের বলে পাপাত্মাদের বিচার করে তাদের দণ্ড দান করছিল মাইনস।

এক একদল পাপাত্মা কম্পিত বক্ষে এসে দাঁড়াচ্ছিল মাইনসের সামনে। প্রত্যেকে একে একে ফেটে পড়ছিল স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকারোক্তিতে। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সারা জীবন ধরে যে পাপ তারা গোপনে বা প্রকাশ্যে করে এসেছে তার কথা অকুণ্ঠভাবে নিঃশেষে ব্যক্ত করছিল তারা মাইনসের সামনে। আর সেই সব স্বীকারোক্তির ভিত্তিতেই তাদের আপন আপন পাপের গুরুত্ব অনুসারে নরকের মধ্যে তাদের প্রত্যেকের জন্য এক একটি স্থান নির্দিষ্ট করে দিচ্ছিল মাইনস।

আমাকে দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল মাইনস। এই দুঃখ ও যন্ত্রণার রাজ্যে কেমন করে তুমি এলে? তার ভয়ঙ্কর ন্যায়দণ্ডটি সরিয়ে রেখে বলল, ভাল করে ভেবে দেখ কোথায় এসেছ তুমি. ভেবে দেখ, এখানে কার উপর বিশ্বাস করে পথ হাঁটছ? প্রবেশদ্বার মুক্ত দেখে বিভ্রান্ত হয়ো না, আরো অনেক বিপদ আছে।

তখন আমার পথপ্রদর্শক বললেন, কেন তুমি এমন সোচ্চার হয়ে বাধা দান করছ? বিধিনির্দিষ্ট যে পথে সে এগিয়ে চলেছে. যেখানে বিধির বিধানের

সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার স্বীয় ইচ্ছার নির্বাচন সেখানে আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে এস না।

ক্রমে দুঃখের আর্তনাদ তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে পরিপূর্ণ করে তুলল আপন কর্ণকুহরকে। ক্রমবর্ধমান সেই আর্তনাদের আঘাতে ক্রমে বিহ্বল ও অভিভূত হয়ে পড়ল আমার শ্রবণেন্দ্রিয়গত সংবেদনশক্তি। সকরুণ বিলাপধ্বনিতে সতত মুখরিত সে স্থান সম্পূর্ণরূপে আলো বাতাসহীন। নিরন্ধ্র অন্ধকারে ভরা নরকাভ্যন্তরে ঘূর্ণায়মান এক জ্বলন্ত অগ্নিপ্রবাহের দ্বারা পাপাত্মাগুলি ক্রমাগত প্রহৃত ও এক দিক হতে অন্যদিকে ক্রমাগত বিতাড়িত হচ্ছিল। আর সেই পাপাত্মাগুলি অভিশাপ দিচ্ছিল ঈশ্বরের এই ভয়ঙ্কর বিধানকে।

পরে জানতে পারলাম এই ধরনের নারকীয় শাস্তি একমাত্র সেই সব পাপাত্মাদের দান করা হচ্ছিল যারা জীবনে সব সময় তাদের যুক্তি ও নীতিবোধকে কামনার লালসার দাসত্বসুলভ বন্ধনে চিরদিন আবদ্ধ করে রাখে। যারা জেনে শুনে পাপকার্যে প্রবৃত্ত হয় সেই সব পাপিষ্ঠ প্রেতাত্মারা সেই জ্বলন্ত অগ্নিপ্রবাহের দ্বারা বিরামহীনভাবে প্রহৃত ও জর্জরিত হচ্ছিল।

এমন সময় আমি সহসা দেখতে পেলাম, দূর আকাশপথে উড্ডীয়মান কলকণ্ঠনিনাদিত একদল সারস পাখির মত আমার উপর দিয়ে একদল অশরীরী প্রেতচ্ছায়া আর্তনাদ করতে করতে উড়ে গেল। আমি কিছু বুঝতে না পেরে আমার পথপ্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করলাম, কৃষ্ণকুটিল এক বায়ুপ্রবাহের দ্বারা তাড়িত ঐ সব ছায়াশরীর প্রেতাত্মারা কারা বলতে পারবেন কি?

কবিবর ভার্জিল তখন উত্তর করলেন, ঐ উড্ডীয়মান ছায়াশরীর প্রেতাত্মাদের মধ্যে যার কথা তুমি জানতে চাইছ তিনি ছিলেন ব্যাবেলের রাণী। তিনি এমনই পাপিষ্ঠা রমণী ছিলেন যে তাঁর অসংখ্য ব্যভিচারের ঘটনাকে লোকনিন্দার আক্রমণ হতে ঢেকে রাখার জন্য আইনের আশ্রয় নেন। কথিত আছে তিনি ছিলেন রাজা নিনাসের স্ত্রী এবং উত্তরাধিকারিণী। বর্তমানে সে রাজ্যে রাজত্ব করছেন সোল্ডান।

ঐ দেখ, মিশরের ব্যভিচারিণী রাণী ক্লিওপেট্রা যিনি তাঁর মৃত স্বামী থাইকেউস-এর প্রতি ছিলেন একান্তভাবে অবিশ্বস্ত এবং অতৃপ্ত প্রেমপিপাসার তাড়নায় আত্মহত্যা করেন যিনি। ঐ দেখ হেলেন যার জন্য দীর্ঘদিন ধরে চলে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। ঐ দেখ অদূরে রয়েছেন গ্রীকবীর একিলিস। তিনি প্রেমের জন্য এক দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হন এবং শেষে তাঁকেই প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়

তাঁকে। আরও দেখ প্যারিস ও ত্রিস্ত্রামকে।

এইভাবে তিনি দেখলেন আরও অনেককে। হাত বাড়িয়ে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন সেই সব প্রেতাত্মাদের প্রতি যারা শুধু একদিন প্রেমের জন্যই তাদের মর্ত্যজীবনের অবসান ঘটায়। আমার পথপ্রদর্শক যখন একে একে সেই সব বীর নাইট ও সম্ভ্রান্ত মহিলাদের প্রেমার্ত জীবনকাহিনী বর্ণনা করলেন তখন এক সকরুণ মমতা জাগল আমার অন্তরে। আমার মাথা ঘুরতে লাগল।

এক সময় আমি বললাম, হে কবিবর, তরঙ্গশীর্ষবিধৃত লঘু ফেনপুঞ্জের মত ঐ যে দুটি ছায়াশরীর কালো বাতাসের উপর ভর দিয়ে হাল্কাভাবে ভেসে চলেছে আমি তাদের সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।

কবিবর তখন উত্তর করলেন, থাম, লঘুচপল প্রেমের হাওয়ায় ওরা যেমন সারাজীবন মর্ত্যভূমির উপর উড়ে এসেছে আজও ওরা তেমনি হাল্কা হাওয়ায় ক্রমাগত উড়ে চলেছে। ওরা তোমার কাছে এলেই তুমি ওদের ডাকবে।

তারা কাছে এলে আমি চিৎকার করে তাদের লক্ষ্য করে বললাম, ক্লান্তভাবে ভাসমান হে প্রেতাত্মাদ্বয়, যদি তোমাদের বিশেষ আপত্তি না থাকে তাহলে আমার কাছে এস। আমাদের সঙ্গে কথা বল।

বাতাসে ভাসতে ভাসতে যেমন দুটি কামনাকূজিত প্রেমবিধুর কপোত-কপোতী দিনের শেষে বাসায় প্রত্যাবর্তন করে তেমনি আমার স্নেহশীল মমতা মেদুর আবেদনে বশীভূত কৃষ্ণবর্ণ প্রত্যায়ন বায়ুপ্রবাহে তাড়িত হয়ে আমাদের কাছে এসে সকরুণ স্বরে বলল, মর্ত্যভূমি হতে আগত হে জীবন্ত মানব, কৃষ্ণবর্ণ বায়ুপ্রবাহ ভেদ করে তোমরা আমাদের মত সেই সব প্রেতাত্মাদের দেখতে এসেছ যারা তাদের বুকের রক্ত দিয়ে পৃথিবীকে রাঙিয়ে দিয়ে মৃত্যু বরণ করে। জগদীশ্বর যদি আমাদের কথা শুনতেন এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করার শক্তি যদি আমাদের থাকত তাহলে তোমরা যারা আমাদের এই নরক-যন্ত্রণায় সমবেদনা জানাতে এসেছ তাদের শান্তি ও মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করতাম ঈশ্বরের কাছে। যেহেতু গর্জনশীল বাতাস আপাততঃ শান্ত ও নিস্তরঙ্গ আছে, এখন আমরা আমাদের বিগত জীবনের কাহিনী তোমাদের শোনাব আর তোমাদের কথাও শুনব।

পো নদী যেখানে সমুদ্রে পতিত হয়েছে সেখানে সেই সমুদ্রোপকূলে একটি শহর আছে। আমার সেখানে জন্ম হয় এবং সেখানেই আমি লালিত-

পালিত হই। যে প্রেম সকল তরুণ হৃদয়ে বাসা বাঁধে সেই প্রেমের দ্বারা বশীভূত হয়েই এক অবৈধ দেহসংসর্গে বিজড়িত হয়ে পড়ি আমরা দুজনে। আমরা দুজনে অর্থাৎ আমি আর আমার বিকৃতদেহী স্বামী লর্ড জিয়ানসিত্তোর সুদর্শন কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাওলো। আমি আমার স্বামীকে চেষ্টা করেও ভালবাসতে পারিনি, ভালবেসেছিলাম তার ভাইকে। একদিন একটি ঘরে আমরা দুজনে যখন দেহসংসর্গে জড়িত ছিলাম আমার স্বামী সহসা আমাদের দেখে ফেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই ছুরিকাঘাত করেন আমাদের দুজনকেই। কিন্তু অবৈধ হলেও এত গভীর ছিল আমাদের দুজনের ভালবাসা যে মৃত্যুর পরেও আমরা ছাড়তে পারিনি পরস্পরকে। যে ছিল আমার জীবনের আনন্দ, মৃত্যুর পরেও তাকেই সাথী করে এই দেখ কেমন আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমাদের হত্যাকারীকেও এই নরকেই আসতে হবে।

ফ্রান্সেসকার ব্যথাহত অন্তরের সকরুণ কথা শুনে ভাবতে লাগলাম আমি মাথা নীচু করে। আমার অন্তরেও জাগল অপরিসীম বেদনার সঙ্গে সঙ্গে এক অকৃত্রিম করুণার ভাব। বিমর্ষ ও চিন্তান্বিত অবস্থায় কতক্ষণ আমি ছিলাম তার কিছু ঠিক ছিল না। সহসা আমার পথপ্রদর্শক কবির কথায় চমক ভাঙ্গল আমার। তিনি বললেন, কি ভাবছ ?

নিজেকে সামলে নিয়ে আমি বললাম, হায়, আমি শুধু ভাবছি কী এক আশ্চর্যমধুর প্রেমচেতনা আর অন্তহীন এক বিরাট কামনা এই নরকযন্ত্রণার মধ্যে টেনে এনেছে ওদের।

তারপর আমি তাদের পানে তাকিয়ে বলতে লাগলাম, হায় ফ্রান্সেসকা, তোমার দুর্ভাগ্যের কথা শুনে চোখে জল আসছে আমার। সমবেদনার সঙ্গে জাগছে করুণা। কিন্তু আমাকে বল, কেমন করে তুমি তোমার প্রেমিকের ভালবাসার কথা জানতে পার আর কেমন করেই বা তুমি তোমার নিজের গোপন প্রেমের উত্তাপ অনুভব করো তোমার আপন অন্তরের নিভৃতে ?

ফ্রান্সেসকা তখন উত্তর করল, সবচেয়ে বড় দুঃখ হলো বর্তমান দুঃখের দিনে অতীত সুখের কথা মনে করা এবং সেটা তোমার পথপ্রদর্শক জানেন। তথাপি আমাদের প্রতি করুণাবশতঃ আমাদের প্রেমের কাহিনী আদ্যোপান্ত জানার জন্য এক অদম্য কৌতূহল অনুভব করো। কিভাবে আমাদের জীবনের চূড়ান্ত পতন ঘটে সেই প্রেম থেকে তাহলে সে কাহিনী ব্যক্ত করব আমি অশ্রুসজল চোখে, বেদনাবিহ্বল কণ্ঠে।

একদিন আমরা সময় কাটাবার জন্য নিছক খেলার ছলে বীর নাইট লর্ড ল্যান্সলটের প্রেমকাহিনী পড়ি। রাজা আর্থারের পক্ষ থেকে রাণী গেনিভীয়ারকে প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে রাণীকে নিজেই ভালবেসে ফেলেন ল্যান্সলট। এই প্রেমকাহিনী পাঠ করার সময় আমরা দুজনে ছিলাম একা একটি ঘরে। এতে কোন দোষ আছে একথা মনে হয়নি আমাদের। সেই কাহিনী পাঠ করতে করতে আমরা দুজনে দুজনের মুখপানে তাকাতে লাগলাম বারবার। আমাদের গণ্ডদ্বয় ও মুখের রং গেল বদলে। কামনাবিধুর ওষ্ঠাধর হতে বিচ্ছুরিত দুটি হাসির রেখা আমরা দেখতে পেলাম পরস্পরের মুখে। সে হাসির অর্থ আমরা বুঝতে পেরেছিলাম। প্রেমমদির সে হাসির শান্ত নীরব একটি উচ্ছ্বাস একমাত্র নিবিড় প্রেমালিঙ্গন ও চুম্বনের মধ্যেই লাভ করে এক মধুর পরিসমাপ্তি। আমার প্রেমিকের সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল এক গোপন উত্তেজনায়। সে তার ভীরু মুখ তুলে সেই অবস্থাতেই চুম্বন করল আমায়। আমি কোন বাধা দিলাম না। সেই প্রেমকাহিনী যে বইটিতে লেখা ছিল তা হলো রিবান্ডের লেখা গেলিয়ৎ।

ফ্রান্সেস্কা যখন এ কাহিনী সকরুণ কণ্ঠে ব্যক্ত করে যাচ্ছিল তার প্রেমিক পাওলোর প্রেতাত্মা তখন দুঃখে আকুল হয়ে আর্তনাদ করছিল। তার সেই শোকোচ্ছ্বাস শুনে আমি অভিভূত ও মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলাম মাটিতে।

## ষষ্ঠ সর্গ

### তৃতীয় বৃত্ত : পাপাত্মক প্রেমিকবৃন্দ : বৃষ্টি : সেরিবেরাস

#### কাহিনীসংক্ষেপ

দান্তে এবার এসে উপনীত হলেন নরকের তৃতীয় বৃত্তসীমায়। সেখানে এসে দেখলেন যে সব পাপাত্মারা জীবনে আর পাঁচজনের সহযোগিতায় পাপ কর্ম করে, নরকে এসে তারা কর্দমাক্ত এক স্থানে লুটোপুটি খাচ্ছে। তারা সকলে আছে ত্রিমুখী সারমেয় সেরিবেরাসের তীক্ষ্ণ প্রহরার অধীনে।

সেরিবেরাস দান্তের দিকে তেড়ে এলে ভার্জিল শান্ত করলেন তাকে। দান্তে তখন ভবিষ্যদ্বক্তা জিয়াকোর আত্মার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

ফ্লোরেন্সের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন জিয়াকো এবং নরকের কোথায় কিভাবে তাঁর কিছু পরিচিত মৃত ফ্লোরেন্সবাসীর আত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে তাও বললেন। অবশেষে ভার্জিল তাঁকে বললেন শেষ বিচারের পর এই সব প্রেতাত্মারা কি অবস্থা প্রাপ্ত হবে তার কথা।

যে চেতনার সাময়িক অবলুপ্তি বিকল করে দিয়েছিল আমার সমস্ত অনুভূতি শক্তিকে সে চেতনা ফিরে এলে আমি বুঝতে পারলাম তখনো আমি সেই সব প্রেমিক প্রেতাত্মাদের দুঃখের সকরুণ কাহিনী শুনে অভিভূত হয়ে আছি বেদনায়। কিন্তু নিকটে দূরে যেদিকেই তাকাই দেখতে পাই নূতন নূতন দুঃখের দৃশ্য। নূতন নূতন প্রেতাত্মাদের নরকযন্ত্রণাভোগের শব্দ ও দৃশ্য বার বার আকর্ষণ করতে লাগল আমার কৌতূহলী চোখ আর কানকে।

আমি এখন এসে পড়েছি তৃতীয় বৃত্তসীমার মাঝে। সতত বৃষ্টিজলধারায় সিক্ত এই বৃত্ত। এখানে বৃষ্টির কখনো বিরাম থাকে না। অন্ধকার বাতাসে সব সময় ভারী হয়ে থাকে অসংখ্য বৃষ্টিজলকণা। নিয়ত পিচ্ছিল ও কর্দমাক্ত এখানকার পথঘাট। ভিজে মাটির এক ভাপসা গন্ধে সর্বদা মন্দমন্থর হয়ে থাকে এখানকার আবহাওয়া। যত সব পাপাত্মক কামনার তপ্ত আবেগের দ্বারা সারা-জীবন যারা চালিত হয় তারা মৃত্যুর পর এই নরকবৃত্তে এসে বিরামবিহীন বৃষ্টির জলে স্নান ও সিক্ত হতে হতে এক অদ্ভুত শাস্তি ভোগ করে। সে বৃষ্টির সঙ্গে মাঝে মাঝে থাকে বড় বড় শিলা আর তুষার। অন্ধকার বাতাসের মধ্য দিয়ে বয়ে যায় জলের ঢেউ।

বিকৃতদেহী বিরাট জন্তু সেরিবেরাস সবসময় গর্জন করে বেড়ায়। তার চোখগুলো জ্বলতে থাকে বৃষ্টিসিক্ত নরকবৃত্তের সেই অন্ধকারে। ছুচলো নখবিশিষ্ট রক্তমুখী ভয়ঙ্কর সেরিবেরাস প্রেতাত্মাদের ছিঁড়ে খুঁড়ে দিতে থাকে অনবরত। আর তখন পাপাত্মাদের ছায়াশরীরগুলো মোচড় খেতে খেতে কাদায় গড়াগড়ি যেতে থাকে।

আমাদের দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখ ব্যাদান করে রাগে কাঁপতে লাগল সেরিবেরাস। তারপর শক্ত ও খাড়া হয়ে উঠল তার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ-গুলো। তখন আমার পথপ্রদর্শক দুই হাত বাড়িয়ে মাটি থেকে দুমুঠো কাদা তুলে সেরিবেরাসের মুখের ভিতর ছুঁড়ে দিলেন। সহসা খাদ্য পেয়ে নীরব হয়ে যায় যেমন গর্জনশীল নেকড়ে তেমনি শান্ত ও নীরব হয়ে উঠল সেরিবেরাস। তার যে প্রচণ্ড গর্জন নিরন্তর বৃষ্টিপাতের শব্দকে ছাড়িয়ে আচ্ছন্ন করে রাখে এই

নরকবৃত্তকে, অর্ধ-বধির করে রাখে পাপাত্মাদের কর্ণকুহরকে সে গর্জন শান্ত হলো ক্ষণকালের জন্য।

আবার এগিয়ে যেতে লাগলাম আমরা। আমাদের পথের সামনে কর্দমাক্ত মাটির উপর উপবেশনরত যে সব প্রেতাত্মাদের সশরীরী বলে ভ্রম হচ্ছিল, আসলে কিন্তু তারা শূন্য এবং অশরীরী বা ছায়াশরীর। শূন্যদেহী সেই সব ছায়ামূর্তিগুলিকে পদদলিত করে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চললাম আমরা দুজনে। এমন সময় তাদের মধ্যে একটি ছায়ামূর্তি মুখ তুলে কথা বলল। সে আমাকে বলল, দেখ দেখি, আমাকে চিনতে পার নাকি!

আমি তখন উত্তর করলাম, বোধহয় নরকযন্ত্রণার তীব্রতা তোমার পূর্ব স্মৃতি ও জ্ঞানের স্বচ্ছতাকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। আমি যতদূর জানি, তোমাকে এর আগে কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না। কিন্তু সে যাই হোক, বল তুমি কে। আর কেমন করেই বা এলে এই নারকীয় শাস্তি ভোগের রাজ্যে। আমার মনে হয় মর্ত্যভূমিতে দুঃখ কষ্ট থাকলেও এত ঘৃণ্য ও দুঃসহ দুঃখ কোথাও নেই।

ছায়ামূর্তিটি তখন বলল, যে শহরে তোমার জন্ম হয়, সেই শহরেই শুরু হয় আমার জীবন। আমার পাপকর্মের জন্য শহরের লোকেরা আমায় ডাকত জিয়াকো বা শূকর বলে। কিন্তু হায়, স্বেচ্ছায় পাপকর্মে জড়িয়ে পড়ি আমি। ঐ দেখ আমার পাপকর্মের সহযোগীরা কর্দমাক্ত এই প্রদেশে আমার মতই শাস্তি ভোগ করে চলেছে।'

এই বলে জিয়াকো চুপ করতেই আমি তাকে বললাম, তোমার দুঃখের কথা শুনে বুক আমার ভারী হয়ে উঠছে দুঃখে, চোখে জল আসছে জিয়াকো। কিন্তু একটা কথা তোমায় বলতে হবে। বলতে হবে গৃহযুদ্ধে বিক্ষুব্ধ (শ্বেত ও কৃষ্ণ এই দুই দলের সংঘর্ষ এবং অবশেষে শ্বেতরা শহর হতে বিতাড়িত হয়।) আমাদের শহরের অবস্থা কি হবে এবং কোন পাপাত্মার দুষ্ট বুদ্ধি হতে এই গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে।

জিয়াকো বলল, এ সংঘর্ষ চলবে আরও বহু দিন ধরে। বহু রক্ত পাত হবে। অবশেষে কৃষ্ণ দলভুক্ত লোকেরা জোর করে বিতাড়িত করে দেবে শ্বেতদের। কিন্তু মাত্র তিন বছরের মধ্যেই বিজেতাদের গৌরব টুটে যাবে আর অন্যদলের লোকেরা তাদের নেতার নেতৃত্বে মাথা তুলে উঠবে নূতন করে। তখন তারা সদর্পে শত্রুদের বিধ্বস্ত করতে করতে এগিয়ে যেতে থাকবে বিজয়গৌরবে।

তোমাদের ফ্লোরেন্স শহরে মাত্র দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি আছেন। কিন্তু তাঁদের কথায় কেউ কর্ণপাত করে না। অগ্নি স্ফুলিঙ্গবৎ তিনটি নারকীয় শক্তি অর্থলোভ, ঈর্ষা আর দর্প অবাধে পাপের তপ্ত বিষাক্ত বীজ বপন করে চলেছে সকল মানুষের মনে।

তার কথা বলা শেষ হয়ে গেলেই আমি চিৎকার করে বললাম, আমার অনুরোধ, আরো কিছু বল। তেঘাইয়াঁ, ফেরিনাতা প্রভৃতি সুযোগ্য ব্যক্তিদের ভাগ্যে কি ঘটল? রুস্তিকুচিও, এ্যারিগো, মস্কা প্রভৃতি ফ্লোরেন্সের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যাঁরা জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের সেই অগ্নিপ্রেরণার কি হলো? আজ তাঁরা কোথায়? আমি কি তাঁদের দেখা পাব? দয়া করে বল। আমি তাঁদের কথা জানার জন্য সবিশেষ কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে পড়েছি। বল তারা কি স্বর্গে গিয়ে দেবগণের ভোজসভায় মিলিত হয়েছেন অথবা এই বিষাক্ত নরকগহ্বরে যন্ত্রণা ভোগ করছেন?

জিয়াকো উত্তর করল, অন্যান্য পাপাত্মাদের সঙ্গে তাদের এই নরকগহ্বরের গভীরেই টেনে আনা হয়েছে। তুমি যখন এই নরকপ্রদেশের আরও গভীরে প্রবেশ করবে তখন তাদের দেখতে পাবে। কিন্তু যখন তুমি আবার সুন্দর পৃথিবীতে ফিরে যাবে তখন যেন আমার কথা অন্যান্য জীবন্ত মানুষদের বলো। আর আমি কোন কথা বলতে পারব না, একটা কথাও না।

এই কথা বলার পর সে একবার মাথা তুলে আকাশপানে তাকিয়ে তার মাথাটা নামিয়ে সেই সব অসংখ্য অশরীরী প্রেতাত্মাদের মাঝে মিশে গেল। তখন আমার পথপ্রদর্শক বললেন, শেষ বিচারের আগে ওকে আর দেখতে পাবে না। শেষ বিচারের দিনে দেবদূতরা যখন জয়ঢাক বাজাবে তখন যে ন্যায়বিচার পাপাত্মাদের কাছে চরম শত্রুবিশেষ সেই ন্যায়বিচারের মূর্ত প্রতীক যীশুখৃস্ট আসবেন আর সঙ্গে সঙ্গে মৃত আত্মারা তাদের আপন আপন সমাধিগহ্বর থেকে উঠে আবার মানবদেহ ধারণ করে শেষ বিচারের রায় শুনবে।

ক্লেদাক্ত ও তুষারাবৃত পথের উপর দিয়ে ছায়াশরীর সেই সব প্রেতাত্মাদের মধ্য দিয়ে আমার পথপ্রদর্শকের সঙ্গে আবার এগিয়ে যেতে লাগলাম ধীর পদক্ষেপে। ভাবতে লাগলাম নরকমুক্ত মানবাত্মাদের কথা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা গুরুদেব, সেই মহান শেষ বিচারের পর মৃত মানবাত্মাদের যন্ত্রণা কি আরো কমে যায় না আরো তপ্ত ও দুঃসহ হয়ে ওঠে?

তিনি বললেন, তুমি কি কখনো বইয়ে পড়নি যে শেষ বিচারের পর অনেকটা বিশুদ্ধ হয়ে ওঠে মানুষের আত্মা। যদিও অবশ্য মৃত পাপাত্মারা ভবিষ্যতে কখনই পূর্ণতা বা দিব্য জীবন লাভ করতে পারবে না, তথাপি শেষ বিচারের ফলে তাদের পাপ অনেকাংশে স্খালন হয় এবং তারা বিশুদ্ধ হয়ে ওঠে আগের থেকে।

এইভাবে কথা বলতে বলতে আমরা এগিয়ে যেতে লাগলাম আর সেই সব কথা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল সেই অন্ধকার পথে পথে। সেখান থেকে আমরা আর এক ধাপ নিচে নামতেই দেখতে পেলাম মানবাত্মার প্রধান শত্রু ধনসম্পদের দেবতা প্লুটো নরকের অন্যতম শক্তিমান প্রহরীরূপে বিরাজ করছে।

## সপ্তম সর্গ

### চতুর্থ বৃত্ত : মুনাফাখোর ও অমিতব্যয়ীর দল—প্লুটো

#### কাহিনীসংক্ষেপ

চতুর্থ বৃত্তের প্রবেশদ্বারেই দান্তেরা বাধা পেলেন প্লুটোর কাছ থেকে। এক্ষেত্রে গুহ্য শক্তিসম্পন্ন ভার্জিল কি বলতেই শান্ত হলো প্লুটো। এই বৃত্তে দান্তে দেখলেন মুনাফাখোর আর অমিতব্যয়ীদের প্রেতাত্মারা পরস্পরের প্রতি বড় বড় পাথর ছুঁড়ে মারামারি করছে। নিয়তি মানুষের জীবনে কীভাবে কাজ করে তা দান্তেকে বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিলেন ভার্জিল। তারপর তাঁরা বৃত্তসীমা অতিক্রম করে একটি জলাশয়ে উপনীত হলেন। এই জলাশয় থেকে শুরু হয়েছে পঞ্চম বৃত্ত। সেই জলাশয়ের উপরে তাঁরা একটি বিরাট গম্বুজের পাদদেশে এসে পৌছলেন।

'এস, এস শয়তান,' আমাদের দেখার সঙ্গে সঙ্গে ধনসম্পদের অপদেবতা নরকের অন্যতম প্রহরী প্লুটো কঠোর ভাষায় একথা বলতে বলতে আমাদের তেড়ে এল। আমি ভীত হয়ে পড়লে আমার সর্বজ্ঞ পথপ্রদর্শক আমাকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, ভয় পেও না। ওর এমন কোন শক্তি নেই যাতে ও তোমার নরকভ্রমণের কাজকে ব্যাহত করতে পারে।

প্লুটোর স্ফীত ও মাংসল মুখপানে রুক্ষ কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে কবি

ভার্জিল বললেন, চুপ কর অভিশপ্ত নেকড়ে কোথাকার। নিজের বিষ নিজেই গলায় লাগিয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মর। আমি তোকে বলে রাখছি, যে স্বর্গলোকে আর্কেঞ্জেল মাইকেল সকল দর্পিত বিদ্রোহী দেবদূতদের ব্যভিচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন সেই স্বর্গলোকের দেবতাত্মাদের এটাই অভিপ্রায় যে আমরা নরকের গভীর হতে গভীরতর প্রদেশের বৃত্তগুলো একে একে পরিদর্শন করি।

প্রবল ঝড়ের আঘাতে কোন জাহাজের পাল যেমন ছিঁড়ে যায় আর মাস্তুল ভেঙ্গে যায় আর সেই জাহাজটা ডুবে যায় তেমনি সেই কথার আঘাত সহ্য করতে না পেরে স্ফীতকায় দৈত্যরূপী অপদেবতা প্লুটোও মাটিতে পড়ে গেল সহসা মুখ থুবড়ে।

এইভাবে আমরা অবাধে এসে পৌঁছলাম চতুর্থ বৃত্তসীমার মধ্যে। আমরা ক্রমাগত নেমে যেতে লাগলাম একটি খাদের পাশ দিয়ে। সেই খাদে নিহিত আছে জগতের যত সব অশুভ শক্তি। আবার সেই দুঃখ আর বেদনা। এটা কি ঈশ্বরের ন্যায়বিচার? আমার কম্পিত চোখের দৃষ্টির সামনে অ র্তন.দরত যে দুঃখ স্তূপাকৃত হয়ে উঠতে দেখলাম কে তার কথা বলবে? আমাদের নিজেদের হাতে করা পাপ কেন এমন করে আঘাত করে আমাদের?

মেসিনার কাছে সমুদ্রবক্ষে চ্যারিবডিস নামক ঘূর্ণ্যাবর্তে যেমন অসংখ্য উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে ঘাত প্রতিঘাত চলে তেমনি অসংখ্য প্রেতাত্মা পরস্পরের গায়ের উপর পড়ে গিয়ে চিৎকার ও আর্তনাদ করে দোষারোপ করছিল পরস্পরের উপর। একে অন্যকে প্রায়ই বলছিল কেন আমাকে এত জোরে চেপে ধরেছ? তারা যখন ভীষণভাবে হাঁপাচ্ছিল তখন তাদের সেই দুর্দশা দেখে আমি ব্যথাহত চিত্তে প্রশ্ন করলাম আমার সঙ্গীকে, বল, এরা কে? আমাদের বাঁ দিকে মুণ্ডিতমস্তক যে সব ব্যক্তি দেখছি তারা কি জীবিতকালে পুরোহিত ছিল?

আমার পথপ্রদর্শক সঙ্গী বললেন, যাদের দেখছ তাদের মধ্যে একদল ছিল অতিশয় অমিতব্যয়ী আর অর্থের ব্যাপারে অপরিণামদর্শী, আবার আর একদল ছিল অতি সঞ্চয়ী আর কৃপণ। অর্থের ব্যাপারে এরা কেউ সুবিবেচনার পরিচয় দেয়নি জীবনে। তাই একদল অপর দলকে ক্রমাগত গালাগালি করে, নীতির দিক থেকে ওরা ছিল পরস্পরের বিরোধী। যাদের মাথা কেশহীন দেখছ তারা ছিল যাজক। তারা বাহ্যতঃ ধর্মজীবন যাপন করলেও ব্যক্তিগতভাবে বড় লোভী।

আমি তখন বললাম, আচ্ছা এদের মধ্যে কোন কোন লোককে আমি অবশ্যই চিনতে পারব। জীবিত অবস্থায় তাদের নিশ্চয় দেখে থাকব।

তিনি বললেন, এটা মনে করা তোমার ভুল। কারণ জীবিতকালে যেহেতু তারা কোন সৎ চিন্তা করেনি, কোন ভাল কাজ করেনি, মৃত্যুর পর তাদের কেউ চিনতে পারবে না। তাদের কথা কেউ মনে রাখবে না। তারা শুধু নরকে চিরকাল এইভাবে ঝগড়া করে যাবে এবং একমাত্র শেষ বিচারের দিন তাদের দৃঢ় মুষ্টিতে ধরে ওঠানো হবে এই অন্ধকার ভূমিশয্যা হতে। অমিত সঞ্চয় আর অমিত ব্যয়ের মধ্যে ওরা খুঁজে পেয়েছিল জীবনের চরম আনন্দ। আর তাই ওরা ভোগ করে যাচ্ছে এই অবর্ণনীয় দুঃখ আর বিড়ম্বনা। সেকথা কোন অলঙ্কারপূর্ণ ভাষার দ্বারা তোমাকে বোঝাবার দরকার হবে না। তাহলে বুঝতে পারছ বৎস, মানুষ জীবনে যে আনন্দ ও ধনসম্পদ লাভের জন্য পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদে প্রবৃত্ত হয় তা কত অর্থহীন। তা আপাতসুন্দর হলেও কেমন এক মোহপ্রসারী পরিহাসে পরিপূর্ণ। একমাত্র ভাগ্যচক্রধারিণী নিয়তিদেবীই মানুষকে তাদের আপন আপন যোগ্যতা অনুসারে দান করতে পারেন সুখ ও সম্পদ। প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী হয়েও এই সব আত্মারা জীবনে বা মরণে এক মুহূর্তের জন্যও শান্তি লাভ করতে পারেনি।

আমি তখন আমার সঙ্গীকে বললাম, গুরুদেব, আর একটা কথা শুনতে চাই আমি। যার হাতে মানবজীবনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষিত সম্পদ রয়েছে প্রচুর পরিমাণে সেই নিয়তিদেবী কে?

তিনি তখন বললেন, হে মূঢ়, মর্ত্যবাসী নিয়তি সম্পর্কে আমার বাণী শোন এবং তা বোঝার চেষ্টা করো। যাঁর উচ্চস্তরের প্রজ্ঞা সুদূর? স্বর্গলোকের দেবদূত ও দেবতাত্মাদের মধ্যেও প্রসারিত হয়, যাঁর নির্দেশে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি গ্রহ নক্ষত্র আপন আপন কিরণদানের দ্বারা জগতের সকল বস্তুকে সমানভাবে আলোকিত করে, যাঁরা ইচ্ছাক্রমে সমস্ত জাগতিক সম্পদ ও ঐশ্বর্য মানুষের উপর বণ্টিত হয়, যাঁর নির্দেশে সমস্ত পার্থিব ধনসম্পত্তি পুরুষানু-ক্রমে মানুষ ভোগ দখল করে যায় এবং যাঁর লীলা মানুষের বুদ্ধি ইন্দ্রিয়শক্তির অতীত, যাঁর ইচ্ছাক্রমে পৃথিবীর কোন কোন প্রভূত শক্তি উন্নতি লাভ করে এবং কোন কোন জাতি অবনতির অতল গর্ভে নিমজ্জিত হয় এবং যাঁর সেই অতিপ্রাকৃত বোধাতীত ইচ্ছার মধ্যে ব্যক্তিগত ও জাতিগত সমস্ত উত্থানপতনের রহস্য তৃণগুল্ম-আচ্ছাদিত সর্পের ন্যায় নিহিত আছে, যাঁর বিধি বা নিয়ম

তোমাদের জ্ঞান বিজ্ঞান বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারে না, অন্যান্য দেবদূত বা দেবতাদের মতই যিনি স্বাধীন, যাঁর নীতি বা মতামতের পরিবর্তন অন্য কারো সমর্থনের অপেক্ষা রাখে না, যিনি একান্ত আপন প্রয়োজনের তাগিদে নিয়ন্ত্রিত হন, আর যাঁর বিশ্বগত কারণ বা বিধানের অধীনে নিন্দা স্তুতির মধ্য দিয়ে মানুষ আবর্তিত হয়, সেই তিনিই হচ্ছেন নিয়তিদেবী অহেতুক যাঁকে সব সময় অভিশাপ দেয় মানুষ এমন কি যারা উপকৃত হয় তাঁর দ্বারা তারাও দোষারোপ করে তাঁর উপর। কিন্তু তিনি এমনই এক পরম সুখ ও পূর্ণতায় সমৃদ্ধ যে তিনি কারো কোন কথায় বা নিন্দাস্তুতিতে কান দেন না। অন্যান্য দেবদেবীর মতই তাঁর আপন স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করে চলেন আর ইচ্ছামত ভাগ্যচক্র সঞ্চালন বা আবর্তন করেন। কিন্তু এবার এগিয়ে চল। এর থেকে আরো মর্মন্তুদ দুঃখ কষ্ট আমাদের দেখতে হবে। দেরি হয়ে গেছে। আমাদের যাত্রাকালে যে নক্ষত্র উদিত হয়েছিল এখন সে নক্ষত্র অস্ত গেছে অর্থাৎ এখন প্রায় মধ্যরাত্রি। তাছাড়া আমরা এখানে কোথাও দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি, স্বর্গের দেবতারা তা চান না।

আমরা তখন যে এ্যাকেরণ নদীর জলধারা সমগ্র নরক প্রদেশকে বৃত্তাকারে বেষ্টন করে তার গভীরে চতুর্থ বৃত্ত পর্যন্ত অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে, সেই নদীর পাড় ধরে এগিয়ে যেতে লাগলাম আমরা। সেই জলের বুকে যে সব ছোট ঢেউ দেখা যাচ্ছিল তা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। অবশেষে এ্যাকেরণ নদীর কৃষ্ণবর্ণ জলধারার দ্বারা সৃষ্ট একটি জলাশয়ের পাশে একটি ধূসর পাহাড়ের সানুদেশে এসে আমরা উপনীত হলাম।

আমি তখন আমার চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম কতকগুলি উলঙ্গ ও কর্দমাক্ত ছায়ামূর্তি এক ভয়ঙ্কর বর্বরোচিত বিক্ষোভে পরস্পরকে দাঁত দিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

আমার গুরুদেব বললেন, বৎস, আজ তুমি যাদের আত্মাকে দেখছ তাদের এই পরিণতি। আজ তাই ক্রোধকুটিল অবস্থায় নিজেদের মাংস নিজেরাই ছিঁড়ে খাচ্ছে। আবার দেখ কিছু আত্মা জলে আকণ্ঠ মগ্ন হয়ে আছে। সেই সব নিমজ্জিতপ্রায় আত্মারা বলল, আমরা এমনই এক প্রচণ্ড ক্রোধে আচ্ছন্ন যে সূর্যের কোন আলো দেখতে পাই না চোখে, বাতাসের কোন স্নিগ্ধতা স্পর্শ করতে পারি না দেহে। শুধু এক ধূমায়িত অসন্তোষে সতত সমাচ্ছন্ন আমাদের অন্তর। ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ অবস্থায় আমরা নিমজ্জিত হয়ে আছি

কর্দমাক্ত জলে।

তাদের কণ্ঠে যে স্তোত্রগান শোনা গেল তা এমনই দুর্বোধ্য যে বোঝা গেল না। অবশেষে আমরা সেই ভয়ঙ্কর জলাশয়টিকে পাশ কাটিয়ে তার তীরবর্তী ভূখণ্ডের উপর দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে এক দীর্ঘায়ত গম্বুজের পাদদেশে গিয়ে পৌছলাম আমরা।

## অষ্টম সর্গ

### পঞ্চম বৃত্ত—ক্রুদ্ধ প্রেতাত্মার দল—পর্যবেক্ষণাগার

কাহিনীসংক্ষেপ

সেই জলাশয়ের তীরবর্তী পর্যবেক্ষণাগার হতে বিচ্ছুরিত একটি আলোক-শিখা দূরে অগ্রসরমান দান্তে ও ভার্জিলের গন্তব্যস্থল বিশাল নরকনগরী দিস এর উপর পড়ে তাকে প্রতিভাত করে তুলছিল। সম্মুখবর্তী স্টাইক্স নদী-পারের জন্য একটি নৌকো এসে ভিড়ল তাঁদের কাছে। ফেলিজিয়া ছিল সেই নৌকোর মাঝি। জলপথে ফিলিপ্পো আর্জেন্টি নামে এক অতিক্রুদ্ধ প্রেতাত্মার সঙ্গে দেখা হলো তাঁদের। দান্তে আর্জেন্টিকে চিনতে পারার সঙ্গে সঙ্গে দান্তেকে আক্রমণ করল সে। অবশেষে রক্তলাল এক বিশাল প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত দিস নগরীর দ্বারদেশে এসে নৌকো হতে অবতরণ করলেন তাঁরা। যে সব অধঃপতিত দেবদূতেরা প্রহরায় ছিল সেই দ্বারদেশে ভার্জিল তাদের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলতেই রুদ্ধ করে দিল তারা প্রবেশদ্বার। এই দুইজন কবি তখন স্বর্গের দেবতাদের নিকট হতে সাহায্য প্রার্থনা করলেন।

সেই বিশাল গম্বুজাকৃতি পর্যবেক্ষণাগারের পাদদেশে উপনীত হয়ে আমরা মুখ তুলে দেখলাম তার শীর্ষদেশে দুটি উজ্জ্বল আলোকবিন্দু জ্বলছে আর নিবছে। আবার তৎক্ষণাৎ দূরে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখলাম দূরের অন্ধকারে আর একটি আলোকশিখা যেন এই আলোকবিন্দুর প্রত্যুত্তর দান করছে। তখন আমি আমার পথপ্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করলাম, এই আলোর অর্থ কি, আবার এই আলোর উত্তরস্বরূপ দূরে যে আলো দেখা যাচ্ছে তারই বা অর্থ কি? কে বা কারা এই আলোর মাধ্যমে সঙ্কেত দান করছে?

তিনি তখন উত্তর করলেন, তুমি যে সঙ্কেতের কথা জানতে চাইছ তা জলের উপর চেয়ে দেখলে দেখতে পাবে। যদিও জলাশয়ের কুয়াশা কিছুটা আচ্ছন্ন করে দেবে তোমার দৃষ্টিকে তথাপি একেবারে অপরিদৃশ্য করে রাখতে পারবে না সে বস্তুকে।

আমি ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম, ধনুকের ছিলা হতে বিনির্গত লক্ষ্যাভি-মুখী তীরের থেকেও দ্রুততর গতিতে একটি ছোট নৌকো আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে জলের উপর দিয়ে। সে নৌকোর একমাত্র আরোহী ও মাঝি নৌকোর পাটাতন থেকে বলল, ওগো দুষ্ট আত্মা, আবার তুমি এখানে?

আমার পথ প্রদর্শক উত্তর করলেন, না ফেলিজিয়া চুপ করো। আমাদের সঙ্গে তোমার ঝগড়া বিবাদের কোন কারণ নেই। আমাদের পার করে তোমাকে দিতেই হবে।

কারো কোন হিংসাত্মক প্রতারণার আঘাতে কোন মানুষ যেমন সহসা বিমূঢ় ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে তেমনি ফেলিজিয়াও অবশাঙ্গ অবস্থায় বাধ্য হলো পরাজয় স্বীকার করে নিতে। তখন আমার সঙ্গী সেই নৌকোয় আরোহণ করে আমাকে ডাকতেই আমিও গিয়ে তাতে আরোহণ করলাম। আমাদের জলযাত্রা আবার শুরু হলো। কুয়াশাচ্ছন্ন নদীজলের বুক চিরে তীরবেগে ছুটে চলতে লাগল আমাদের নোকো। আমাদের নোকো কিছুটা এগিয়ে যেতেই জলের ভিতর হতে কর্দমাক্ত মাথা তুলে এক প্রেতাত্মা বলল, কে তুমি, তোমার মৃত্যুর আগেই কেন তুমি এখানে এসেছ?

আমি উত্তর করলাম, মৃত্যুর আগে এখানে এলেও আমি থাকব না এখানে। কিন্তু তুমি কে, আর কেনই বা মাথাটা তোমার পশুর মত এত নোংরা।

সে তখন বলল, যাও যাও, দেখতেই ত পাচ্ছ, আমি দুঃখে কত কাঁদছি।

আমি বললাম, হে অভিশপ্ত আত্মা, দুঃখের মাঝেই অশ্রু বিসর্জন করে চল তুমি এমনি করে। আপন চক্ষু হতে নির্গত অশ্রুর বিরামহীন প্রাচুর্যে পচে মর তুমি। তুমি কত নোংরা প্রকৃতির লোক আমি তা জানি।

আমার একথা শুনে সে দুহাত বাড়িয়ে আমাদের নৌকোটিকে ধরার চেষ্টা করল। তখন আমার পথপ্রদর্শক ও গুরু তার হাত দুটো সরিয়ে দিয়ে বললেন, ওকে বিরক্ত করো না, অন্য কোথাও যাও।

তারপর আমার গলাটা সস্নেহে জড়িয়ে ধরে আমাকে চুম্বন করে বললেন, তুমি ক্রুদ্ধ হয়েছ। কিন্তু যে মাতা তোমাকে গর্ভে ধারণ করেন সত্যিই তিনি ধন্য। এই দুঃসাহসী প্রেতাত্মাটি জীবিতকালে ছিল বড় অহঙ্কারী অসভ্য ও বর্বর প্রকৃতির লোক। সারা জীবনের মধ্যে সারা পৃথিবীতে ও কাউকে কোনদিন ভালবাসেনি অথবা কারো কাছ থেকে কোন ভালবাসার স্পর্শ পায়নি। একদিন পৃথিবীতে যারা ছিল রাজা আর সম্রাট, দর্পভরে যারা বিজয়-গৌরবে পৃথিবীর উপর দিয়ে হেঁটে যেত আজ দেখবে তাদের প্রেতাত্মা কর্দমাক্ত জলাভূমিতে আকণ্ঠ মগ্ন থেকে কত কষ্ট পাচ্ছে। কারণ তারা জীবনে কোন সৎকর্ম করে আসেনি, কোন সুনাম রেখে আসেনি পৃথিবীতে। কারণ পৃথিবীর লোক আজও তাদের নিন্দা আর দুর্নাম করে, আজও তাদের ধিক্কার দেয়।

আমি তখন বললাম, হে গুরুদেব, আমি যদি পাপাত্মাটাকে এই হ্রদ পার হবার আগে আর একবার ভালভাবে দেখতে পেতাম তাহলে বড় ভাল হত।

আমার গুরুদেব উত্তর করলেন, দূর উপকূলে উপনীত হয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই তোমার ইচ্ছা পূরণ হবে। তুমি তাকে দেখতে পাবে।

উপকূলের নিকটবর্তী হয়ে সত্যিই তাকে দেখতে পেলাম অন্যান্য কর্দমাক্ত প্রেতাত্মাদের মাঝে। নিজেদের মধ্যে নিরন্তর ঝগড়া মারামারি করছে তারা। ঈশ্বর তাদের পাপের উপযুক্ত শাস্তি বিধান করেছেন বলে আমি ধন্যবাদ দিতে লাগলাম ঈশ্বরকে। প্রেতাত্মাদের মধ্যে কারা যেন সেই দুঃসাহসী প্রেতাত্মাকে ডাকছিল, শোন শোন, এদিকে এস ফিলিপ্পো আর্জেন্টি। লোকে যেমন কুকুরকে ডাকে ঠিক তেমনিভাবে তাকে ডাকছিল তারা। তাদের সেই বিদ্রূপাত্মক ডাক শুনে ফিলিপ্পো নিজের গায়ের মাংস দাঁত দিয়ে নিজেই কামড়াতে লাগল। এই ফিলিপ্পো তার জীবনে ছিল ফ্লোরেন্সের সবচেয়ে গর্বোদ্ধত ব্যক্তি। ধনগর্বে গর্বিত ফিলিপ্পো তার ঘোড়ার সারা গাটাকে রূপো দিয়ে মুড়ে দিয়েছিল।

কানে আর একটি কার আর্তনাদ শুনতে পেয়ে অন্যত্র চলে গেলাম আমরা। আমি তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করলাম। আমার পথপ্রদর্শক তখন বললেন, নরকক্মজ প্লুটোর রাজধানী দিস নগরী এগিয়ে আসছে।

আমি বললাম, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি অদূরবর্তী ঐ উপত্যকা প্রদেশ হতে নগরমধ্যস্থিত মসজিদগুলি মাথা তুলে উঠছে। জ্বলন্ত চুল্লী থেকে সহসা

তুলে নেওয়া কোন লাল অঙ্গারের মত দেখাচ্ছে তাদের।

কবিবর ভার্জিল বললেন, নরকের যে প্রদেশে ঐ অনির্বাণ জ্বলন্ত অগ্নিশিখা দেখছ সে প্রদেশের নাম নেথার। সেখানে প্রতিনিয়ত পাপাত্মক প্রেতাত্মাদের আগুনে দগ্ধ করা হয়।

ক্রমে আমরা সেই দিস নগরীকে চারদিকে বেষ্টন করে থাকা এক গভীর পরিখার ধারে এসে পৌছলাম। পরিখার গা ঘেঁষে উঠে গেছে এক বিশাল লৌহ প্রাচীর। দুর্গপ্রাকারবৎ সেই দুর্ভেদ্য প্রাচীরের দ্বারা নগরটি সুরক্ষিত। আমরা নৌকাযোগে জলপূর্ণ সেই পরিখাটি পার হতেই খেয়াপারের মাঝি চিৎকার করে আমাদের বলল, এইবার নেমে যাও, ঐ দেখ নগরের দ্বার। সেই দ্বারদেশে দেখলাম অজস্র স্বর্গচ্যুত ও অধঃপতিত দেবদূতদের আত্মা ভিড় করে রয়েছে। সে আত্মারা আমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে বলে উঠল, কে যায়? এই মৃতপুরীতে একজন জীবন্ত মানুষ কেন যাচ্ছে?

আমার বিজ্ঞ পথপ্রদর্শক তখন তাদের ইশারায় জানালেন তিনি তাদের সঙ্গে পরে এ নিয়ে কথা বলবেন। এই ইশারার কথা বুঝতে পেরে শান্ত হলো সেই সব উদ্ধত দেবদূতের আত্মাগুলি। তারা তখন বলল, ঠিক আছে। ওকে যেতে দাও। তুমি আমাদের কাছে থেকে যাও। তুমি এই অন্ধকার রাত্রিতে অনেকক্ষণ পথ দেখিয়ে এনেছ। ও যখন জীবন্ত মানুষ হয়ে অপরিণামদর্শিতা ও হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে এই মৃত্যুর রাজ্যে এসেছে তখন এবার ওকে একা ঘুরতে দাও নরকমধ্যে।

হে পাঠকবর্গ, এবার ভেবে দেখুন, তাদের এই ভয়ঙ্কর কথা শুনে কী পরিমাণ ভীতির উদ্রেক আমার মনে তখন হয়েছিল। আমার তখন বারবার মনে হতে লাগল, আর হয়ত কখনো আমি পৃথিবীর মাঝে আলো হাওয়ার মাঝে ফিরে যেতে পারব না।

ভয়ে ভয়ে আমি বললাম, হে আমার প্রিয় গুরুদেব, তুমি আমায় অনেক বার বিপদ থেকে উদ্ধার করে নিরাপত্তা দান করেছ। এই ভয়ঙ্কর প্রেতপুরীতে সাতবার আমার পথ হতে সমস্ত বিপদ অপসারিত করেছ। তুমি যেন আমাকে ছেড়ে যেও না। যদি আমাকে নিয়ে আর এগিয়ে যেতে না পার তাহলে অন্ততঃ দ্রুত ফিরে যাবার ব্যবস্থা করো।

আমার পথপ্রদর্শক বললেন, এক বিন্দুও ভয় করো না তুমি। আমাদের গতিরোধ করার ক্ষমতা এই সমগ্র নরকপ্রদেশের মধ্যে কারো নেই। তোমাকে

কেউ তাড়িয়ে দিতে পারবে না এখান থেকে। কারণ এটা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অভিপ্রেত। আমি একবার অন্যত্র যাচ্ছি, এখনি ফিরে আসব। তুমি আমার জন্য এখানেই অপেক্ষা করবে। নিরানন্দ মনে আনন্দ আনার চেষ্টা করো। তোমার মুহ্যমান অন্তরাত্মাকে আশায় অনুপ্রাণিত করে তোল। তোমার বিক্ষুব্ধ বক্ষকে শান্ত করো। এই পাতাল প্রদেশস্থ মৃত্যুপুরীতে আমি তোমাকে কখনই পরিত্যাগ করব না।

এই বলে আমার গুরুদেব সেখান থেকে চলে গেলে আমি সেখানে পরিত্যক্ত ও চিন্তান্বিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলাম। অনেক উদ্বেগ ও আশঙ্কা বার বার ভিড় করে আসতে লাগল আমার সংশয়াচ্ছন্ন মনে, অনেক সদর্থক ও নঞর্থক ভাবের কুটিল দ্বন্দ্ব দেখা দিল সে মনে। আমি কিন্তু তাঁর প্রচণ্ড সর্তাবলী ঠিকমত পালন করে চলতে পারলাম না। সমস্ত উত্তেজনা ও আশঙ্কা দূর করতে পারলাম না আমার মন থেকে। আমি দেখলাম আমার পথ-প্রদর্শক কিছুক্ষণ দেবদূতদের আত্মার সঙ্গে কথা বললেন। কিন্তু তারা তাঁকে ছেড়ে হঠাৎ চলে যেতেই তাঁর দিস নগরীর নগরদ্বার রুদ্ধ হয়ে গেল সশব্দে। আমার গুরু তখন বিমর্ষ ও আশাহত অবস্থায় আমার কাছে ফিরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপন মনে বললেন, কার এতদূর সাহস হলো আমাকে যে দুঃখের সৌধ সমন্বিত এই নগরীতে প্রবেশ করতে দিল না।

তারপর তিনি উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে বললেন, আমি আপাততঃ ব্যর্থ হলেও তুমি ভয় পেও না। ওরা যতই বাধা দিক না কেন, আমি এই শক্তি পরীক্ষায় জয়ী হবই। ওদের এই বাধাদানের ঘটনা এমন কিছু নূতন ঘটনা নয়। এর আগে আর একবার আমরা যখন প্রথম নগরদ্বারে প্রবেশ করি এবং সেই দ্বারদেশের উপর লিখিত এক লিপি পাঠ করি, তখনও বাধা পেয়েছিলাম আমরা। তখনও শক্তি পরীক্ষায় আমরা জয়ী হয়েছিলাম। আবার আমরা সম্মুখীন হলাম সেই ধরনের বাধার। এ বাধা স্থায়ী হবে না দীর্ঘক্ষণ। এবার আমরা অন্য দিকে ঘুরে প্রহরাহীন এক দ্বারপথে প্রবেশ করব দিস নগরীতে।

# নবম সর্গ

## পঞ্চম ও ষষ্ঠ বৃত্ত : নেথার নরক : দিস নগরী

### কাহিনীসংক্ষেপ

ভার্জিলের উদ্বেগ দেখে আরো ভীত হয়ে উঠলেন দান্তে। তিনি ব্যস্ত হয়ে বারবার ভার্জিল সত্য সত্যই নরকের সব পথঘাট জানেন কিনা তা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। ভার্জিল তাঁকে আশ্বাসজনক উত্তর দান করলেন। মানবাকৃতি ক্রোধকুটিল প্রেতাত্মারা এসে মেডুসাকে ছেড়ে দেবার চেষ্টা করল। সহসা এক বজ্রগর্জন হতেই এক দেবদূত নেমে এল স্বর্গ হতে। সে দূত দানবদের বিতাড়িত করে নগরদ্বার খুলে দিল। দেবদূত চলে গেল। কবিরা তখন দিস নগরীতে প্রবেশ করে অবিশ্বাসী আত্মাদের জলন্ত সমাধির দ্বারা মণ্ডিত এক বিশাল সমতলভূমি দেখতে পেলেন।

আমার পথপ্রদর্শক হতাশাচ্ছন্ন অবস্থায় ফিরে এসে দেখলেন এক ভীতি-বিহ্বল কাপুরুষতার ছাপ ফুটে উঠেছে আমার মুখে। দেখলেন সম্পূর্ণরূপে বদলে গেছে আমার মুখের রং। তিনি তখন তাঁর নিজের হতাশাজনক আশঙ্কা দূর করার চেষ্টা করতে লাগলেন তাঁর মন থেকে। তিনি তখন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে উৎকর্ণ হয়ে কি যেন শুনতে লাগলেন। ঘন অন্ধকার আর কুয়াশায় এমন আচ্ছন্ন ছিল চারদিকের আকাশ বাতাস যে কোন দিকে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। তিনি আপন মনে বললেন, এই শক্তি পরীক্ষায় জয়ী হবার জন্য আমাদের অবশ্যই কিছু করতে হবে, যদি না স্বর্গ হতে কোন সাহায্য নেমে আসে। কিন্তু কখন যে সে সাহায্য নেমে আসবে কে জানে!

আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম তিনি তাঁর আসল মনের ভাব গোপন রেখে অন্য সুরে অন্য কথা বলছেন। কিন্তু তিনি যাই বলুন আমার মনের ভয় আরো বেড়ে গেল। কারণ তাঁর কথার প্রকৃত অর্থ যা তার থেকে আরো ভয়াবহ অর্থ আমি ধরে নিয়েছিলাম। আমি তাঁকে অবশেষে জিজ্ঞাসা করলাম, নিবিড় হতাশায় আচ্ছন্ন কোন ব্যক্তি কি এখান থেকে কোন না কোন সূত্র ধরে এই অন্ধকারময় গোলকধাঁধার গভীরে নেমে যেতে পারেন?

তিনি উত্তর করলেন, যদিও এদিকে বড় একটা কেউ আসে না তথাপি

আমি আগে একবার এসেছিলাম। নিষ্ঠুরহৃদয়া মায়াবিনী এরিকথোর মায়ার বশবর্তী হয়ে। এরিকথো তার ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার প্রভাবে মৃত প্রেতাত্মাদের তাদের মরদেহ ধারণে সমর্থ করতে পারে। আমার মৃত্যুর অল্পকালের মধ্যেই সে আমাকে নরকমধ্যস্থিত জুডাসের বৃত্তসীমা হতে একটি প্রেতাত্মাকে তার কাছে আনার জন্য পাঠায়। সেই জুডাসের বৃত্ত হচ্ছে সমগ্র নরকপ্রদেশের মধ্যে সবচেয়ে গভীর এবং অন্ধকার, এবং স্বর্গলোক হতে সবচেয়ে দূরবর্তী। সুতরাং এখানকার সব পথ আমার জানা আছে। কোন ভয় নেই। তোমার কোন ক্ষতি হবে না এই দুঃখপরিপূর্ণ নগরীকে চারিদিকে বেষ্টন করে আছে এক বিশাল জলাশয় আর পরিখা। এখানে প্রবেশের কোন পথ নেই। প্রহরীদের প্রচণ্ড ক্রোধাবেগ আর আগুনের দাহ সহ্য না করে কেউ প্রবেশ করতে পারে না এর মধ্যে।

আমার পথপ্রদর্শক আরো কি সব বলছিলেন। কিন্তু আমি তা শুনলাম না। সেই নগরীর প্রাসাদশীর্ষে ও গম্বুজের চূড়ায় রক্তের মত লাল যে আগুন জ্বলছিল আমার দৃষ্টি ছিল তার উপর নিবদ্ধ। সহসা দেখলাম সেই জ্বলন্ত অগ্নি-প্রবাহ হতে তিনটি আশ্চর্য মূর্তি বেরিয়ে এল। তারা হলো প্রতিহিংসার অধিষ্ঠাত্রী অপদেবতা। ভয়ঙ্কর অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিদের মনে তারা মাঝে মাঝে আসে অনুতাপ আর অনুশোচনা সঞ্চার করার জন্য। অপদেবতা হলেও তাদের মূর্তি নারীর মত এবং এক নারকীয় ভয়াবহতায় আচ্ছন্ন। তাদের সর্বাঙ্গ তাজা রক্তের মত লাল। তাদের মাথার প্রতিটি চুল এক একটি বিষধর সাপ। তাঁদের প্রধান কাজ হলো নরকের রাণী প্রেজারপাইনের দাসীবৃত্তি করা। তাদের চিনতে পেরে আমার গুরু বললেন, ভয়ঙ্করী এরিনায়েসদের দেখ। তিন জনের মধ্যে সবার বাঁ দিকে রয়েছে এ্যালেকটো। ডান দিকে আছে মেগেরা আর তাদের মাঝখানে আছে লিসিফোন।

এই বলে তিনি চুপ করলেন। এদিকে সেই এরিনায়েসরা আপন মনে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে নিজেদের নখ দিয়ে নিজেদের বুক ছিঁড়তে লাগল। এত জোরে আর্তনাদ করছিল যে ভয়ে মূর্ছিতপ্রায় হয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমার গুরু কবি ভার্জিলকে জড়িয়ে ধরলাম আমি। তারা আমাদের পানে অগ্নি-দৃষ্টিতে তাকিয়ে গর্জন করে বলল, মেডুসাকে পাঠিয়ে দাও। ওকে পাথরে পরিণত করে দাও। এথেন্সের রাজা থিসিয়াস যেদিন আমাদের রাণী প্রেজার-পাইনকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছিল আজকের দিনটিতে সেদিনের মত অভিশপ্ত

মনে ভাবছি না কেন? এই জীবন্ত মানুষটি কোন সাহসে এই নরকে আসে? থিসিয়াসের মত ওকেও আমরা শাস্তি দিতে পারব নাই বা কেন?

আমার পথপ্রদর্শক তখন চিৎকার করে বললেন, মেডুসা হচ্ছে এমনই অদ্ভুত অতিপ্রাকৃত জন্তু যার মুখপানে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে পাথর হয়ে যাবে যে কোন মানুষ। সুতরাং ঘুরে দাঁড়াও। একবার তার মুখপানে তাকালে আর তুমি ফিরে যেতে পারবে না পৃথিবীতে।

তিনি আমার হাতকে বিশ্বাস না করে নিজে আমার হাতের তালু ঠেকিয়ে আমার চোখের উপর স্থাপন করে নিজের হাতের তালুও চেপে ধরলেন আমার চোখের ওপর।

যাদের বুদ্ধি এবং ন্যায় বিচারের ক্ষমতা আছে তারা বুঝতে পারবে রহস্যময় বাগ্ধারা আর ছন্দোভঙ্গিমার আবরণে কিভাবে সব তত্ত্বকথা গোপনে নিহিত থাকে। সহসা শান্ত অন্ধকার জলাশয়ের ওপার থেকে আপন কর্ণবিদারক এক ভয়ঙ্কর শব্দে কেঁপে উঠল সমগ্র উপকূলভাগের মাটি। দীর্ঘ গুমোট গরমের সহসা এক প্রবল ঝড় উঠে সমগ্র বনভূমিকে যেমন কাঁপিয়ে তোলে এবং যে ঝড়ের ধ্বংসাত্মক প্রভাবে নেকড়ে ও মেষপালক পারস্পরিক হিংসা ভুলে একসঙ্গে ছুটে বেড়ায় আত্মরক্ষার তাগিদে ঠিক তেমনি এক প্রবল ঝড়ের গর্জন শুনে কেঁপে উঠলাম আমি।

আমার পথপ্রদর্শক আমার চোখের উপর থেকে হাত তুলে নিয়ে বললেন, এবার দেখ। অদূরবর্তী ঐ জলাশয়ের বুকের উপর যেখানে ঘন হয়ে কুয়াশা জমে রয়েছে সেখানে তাকিয়ে দেখ।

আমি দেখলাম সহসা কোন পুকুরধারে সাপ দেখে ব্যাঙেরা যেমন জলের মধ্যে ডুব দেয় অথবা কাদার মধ্যে ডুবে বসে থাকে ভয়ে তেমনি সহসা একজনকে দেখে যত সব প্রেতাত্মারা ভয়ে চারদিকে ছোটাছুটি শুরু করে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম স্বর্গপ্রেরিত দেবদূতোপম এক আশ্চর্য পুরুষ স্টাইক্স নদীর জলের উপর দিয়ে অবলীলাক্রমে পা না ভিজিয়ে হেঁটে আসছেন আমাদের দিকে। তিনি তাঁর বাঁ হাত দিয়ে তাঁর সামনে জমে ওঠা ঘন কুয়াশাগুলিকে সরিয়ে দিচ্ছিলেন মাঝে মাঝে। কুয়াশাচ্ছন্ন জলাশয়ের উপর দিয়ে হেঁটে আসতে কোন কষ্ট হলো না তাঁর। আমি বেশ বুঝতে পারলাম ইনি নিশ্চয় স্বর্গপ্রেরিত কোন অলৌকিক পুরুষ। আমি তাঁর বিষয় জানার জন্য আমার পথপ্রদর্শকের পানে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই তিনি আমায় নীরবে তাঁকে

প্রণাম করার জন্য ইশারায় নির্দেশ দান করলেন। তাঁর চোখে মুখে ছিল এক অপরিসীম ঘৃণার অভিব্যক্তি। তিনি নগরদ্বারের পাশে দাঁড়িয়ে এক যাদুকাঠি দিয়ে রুদ্ধ দ্বারের উপর একবার স্পর্শ করতেই সে দ্বার সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে গেল। সেই পুরুষ দ্বারের প্রহরীকে বলল, স্বর্গবিতাড়িত ঘৃণ্য জীব কোথাকার! কোন সাহসে তুমি এমন উদ্ধত ব্যবহার করলে? যে ঐশ্বরিক বিধান কোনক্রমেই লঙ্ঘন করা যায় না সেই বিধান হেলাভরে কেন অবমাননা করলে? জান না কি, এই জন্যই তোমাদের দুঃখ কষ্ট আরো বেড়ে যায়? এই ঐশ্বরিক বিধানই হলো ভাগ্যের বিধান যা কখনো অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করতে নেই। ভেবে দেখ এ বিধান একবার লঙ্ঘন করার জন্য সেরিবেরাসের কি অবস্থা হয়েছিল। হার্কিউলেস তাকে নরক থেকে বার করে নিয়ে যাবার সময় তার গলা টিপে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল এবং তার গলায় সেই দাগ আজও আছে।

সে পুরুষ কিন্তু আমাদের সঙ্গে কোন কথা বললেন না। তাঁর কথা শেষ হতেই সেই কুয়াশাচ্ছন্ন জলাশয়ের উপর দিয়ে ব্যস্তভাবে চলে গেলেন। মনে হলো তাঁর হাতে আরো অনেক বড় কাজ আছে। এইভাবে স্বর্গীয় আশ্বাস-বাণীর দ্বারা সুরক্ষিত ও শান্ত অন্তঃকরণ নিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে লাগলাম নগরের অভ্যন্তরে। অবাধে নগরদ্বার অতিক্রম করে ভিতরে প্রবেশ করতেই প্রবল কৌতূহল অনুভব করলাম আমি। আমার জানতে ইচ্ছা হচ্ছিল নগরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার এই কঠোরতার প্রয়োজন কি, রুদ্ধ নগরদ্বার কেন মুক্ত হয় না কোন বহিরাগতের কাছে।

এই উদ্দেশ্যে আমি সামনে দৃষ্টি প্রসারিত করতেই দেখলাম সীমাহীন সান্ত্বনাহীন দুঃখ যন্ত্রণায় পরিপূর্ণ এক প্রশস্ত প্রান্তর দুদিকে বিস্তৃত হয়ে আছে। অসংখ্য প্রাচীন সমাধিস্তম্ভে পরিপূর্ণ স্থিতিশীল আর্লেস হ্রদের মত অথবা ইতালিকে বেষ্টন করে থাকা বিক্ষুব্ধ আদ্রিয়াতিক উপসাগরের মত আমার সম্মুখের প্রান্তরটিও ছিল অজস্র সমাধিতে পরিপূর্ণ। সেই সমাধি-স্তম্ভগুলি এক বিরাট অগ্নিকাণ্ডে এমনভাবে জ্বলছিল যে স্তম্ভগুলি ভেঙ্গে পড়ছিল আর বড় বড় প্রস্তরখণ্ডগুলি চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকায় সমাধি-স্থিত মৃত আত্মারা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছিল।

আমি তখন আমার পথপ্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করলাম, ওরা কারা? জ্বলন্ত ও অগ্নিদগ্ধ সমাধিগহ্বরের ভিতর হতে কারা এমনভাবে যন্ত্রণায় চিৎকার করছে?

তিনি বললেন, ওরা হলো যত সব নাস্তিক আর তাদের অনুচরের দল। বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেই কিছু নাস্তিক লোক থাকে যারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বা ধর্মসাধনায় বিশ্বাস করে না। জ্বলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে ওরা যথোপযুক্ত শাস্তিই পাচ্ছে।

এর পর আমরা সেই জ্বলন্ত আগুনের ছোঁয়া এড়িয়ে ডান দিকের পথ ধরে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

## দশম সর্গ

### ষষ্ঠ বৃত্ত : নাস্তিক দল : জ্বলন্ত সমাধিস্তম্ভসমূহ : এপিকিউরীয় মতাবন দ্বীপে

#### কাহিনীসংক্ষেপ

জ্বলন্ত দিস নগরীর দুর্গপ্রাকারের ধার ঘেঁষে এগিয়ে যেতে লাগলেন কবি দান্তে ও তাঁর পথপ্রদর্শক ভার্জিল। এমন সময় একটি জ্বলন্ত সমাধিগহ্বর হতে ফেরিনাতার প্রেতাত্মা এসে দান্তেকে অভিবাদন জানিয়ে কথা বলতে চাইল তাঁর সঙ্গে। তাঁদের কথাবার্তার মধ্যে কাভানকান্তি এসে তার পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করল। ফেরিনাতা দান্তের নির্বাসন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করল। সে আরও বলল, নরকবাসী আত্মারা অতীতের কথা স্মরণ করতে পারে, ভবিষ্যতের কথাও অস্পষ্টভাবে জানতে পারে। কিন্তু বর্তমানের কোন কথা জানতে পারে না।

নগরপ্রাচীর আর সুদূরপ্রসারী প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের মাঝখান দিয়ে একটি গোপন পথ ধরে এগিয়ে যেতে লাগলেন আমার গুরু। আর আমি তাঁর পিছু পিছু অনুসরণ করতে লাগলাম তাঁকে। এক সময় তাঁকে বললাম, হে আমার সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান গুরু। তুমি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছ নিরাপদে। তুমি এবার আমার একটি কৌতূহল নিবৃত্ত করো। বল, জ্বলন্ত সমাধির সমস্ত আবরণ অপসারিত। কোন কিছুই আবৃত নেই এবং কোন প্রহরাও নেই। ঐ সব সমাধির মধ্যে যারা আছে তাদের কি দেখা যাবে?

তিনি বললেন, শেষ বিদায়ের দিন যখন জেহোশাফত্ থেকে দেবদূতেরা আসবে সেদিন সমাধিগহ্বর থেকে উঠে ঘুরে বেড়ানো মৃত আত্মাগুলিকে পুনরায় তার মাঝে নিয়ে যাওয়া হবে আর সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় রুদ্ধ হয়ে যাবে সমাধিগহ্বরের মুখগুলি। অদূরে এপিকিউরীয় মতাবলম্বী নাস্তিকদেরও সমাধি অবস্থিত আছে। এই সব মতাবলম্বী লোকেরা বিশ্বাস করত মানুষের দেহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও মৃত্যু ঘটে। যে দাবি তুমি আমার কাছে জানাতে চাও তা অবশ্যই পূরণ হবে। এমন কি তোমার মনের যে গোপন ইচ্ছা আজও পর্যন্ত ব্যক্ত করনি আমার কাছে তাও পূরণ করা হবে।

আমি বললাম, হায় গুরুদেব, আমি তোমার কাছে আমার কোন চিন্তাই গোপন করিনি। কারণ এ বিষয়ে তুমি এর আগেই সতর্ক করে দিয়েছ।

সহসা অদূরবর্তী একটি জ্বলন্ত সমাধি থেকে কে আমাকে ডেকে চিৎকার করে বলল, শোন হে জীবন্ত মর্ত্যবাসী, এই মৃত্যুপুরীর এক জ্বলন্ত নগরীর মধ্য দিয়ে যে হেঁটে চলেছ যত সব অন্যায়বাক্য উচ্চারণ করতে করতে, তুমি একবার আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে আমার কথা শোন কিছুক্ষণের জন্য। তোমার মুখের কথা শুনে বুঝতে পেরেছি তুমি কোন দেশের লোক। বিক্ষোভ ও বিবাদের দ্বারা সে দেশের আমি অনেক ক্ষতিসাধন করেছি এবং ভবিষ্যতে সে দেশের আরও ক্ষতি হবে।

তার কথা শুনে আমি এমনভাবে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম যে আমি আমার সঙ্গীর একটা বাহু জড়িয়ে ধরলাম।

আমার সঙ্গী বললেন, কি করছ তুমি? নাও নাও, ভয়ের কিছু নেই। ওর নাম ফেরিনাতা। সমাধির ভিতর থেকে ও অনেকটা উঠেছে। ওর কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত এখনি দেখতে পাবে।

ফেরিনাতার উপর আগে হতেই নিবদ্ধ হয়েছিল আমার দৃষ্টি। দেখলাম, তার বলিষ্ঠ বিশাল বক্ষপট, পাথরের মত শক্ত মুখ সব ঠিকই আছে। মনে হলো নরকে এসেও তার সেই বিক্ষুব্ধ বিদ্রোহী প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হয়নি।

আমার পথপ্রদর্শক তখন তাঁর শক্ত হাত দিয়ে আমাকে ফেরিনাতার সমাধির পানে জোর করে ঠেলে দিলেন। আমি তার সমাধির পাদদেশে গিয়ে পড়তেই সে আমার মুখপানে বেশ কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর ঘৃণার সঙ্গে বলল, তোমার নাম কি, তুমি কোন জাতের লোক?

আমি তাকে কোন কিছু গোপন না করে পরিষ্কার করে বললাম সব কথা। সে তার ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলল, তোমরা ছিলে আমার ভয়ঙ্কর শত্রু। সব সময় আমার দল আর আমাকে উৎখাত করার চেষ্টা করতে। আমি কতবার তোমাদের তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছি এবং দুইবার বিপন্ন করে তুলেছি।

আমি বললাম, তোমার একথা ঠিক। তবে আবার এটাও ঠিক যে তুমি যাদের তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলে তারা আবার ফিরে আসে এবং তাদের সমর-কৌশলের কিছুই শিখতে পারেনি তোমার দল।

এমন সময় ফেরিনাতার পাশে আর একটি সমাধিতে দেখলাম আর একটি ছায়ামূর্তি নতজানু হয়ে বসে আমাকে দেখছে। কেবল তার মুখের থুতনি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। আমার সঙ্গে আর একজনকে সে খুঁজছিল। তার নাম গুয়েল্‌ফদলীয় কাভালকান্তি। সে ছিল ফেরিনাতার দলভুক্ত। কিন্তু তার আকাঙ্খিত ব্যক্তিকে আমার পাশে দেখতে না পেয়ে সে কাঁদতে কাঁদতে বলল, যদি তুমি তোমার কাব্যকলার বলে এই অন্ধকার যন্ত্রণার পুরীতে ঘুরে বেড়াতে পার তাহলে আমার কবি পুত্র গিদো তোমার সঙ্গে এল না কেন?

আমি তখন তাকে বললাম, দেখ, আমি এখানে স্বেচ্ছায় আসিনি। অদূরে যিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনিই আমাকে এখানে পথ দেখিয়ে এনেছেন। উনি হচ্ছেন প্রখ্যাত কবি ভার্জিল যাঁকে গুয়েল্‌ফ দলভুক্ত তোমার পুত্র গিদো ঘৃণার চোখে দেখতেন। অনেকের মতে ভার্জিলের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ও ধর্ম-প্রবণতা মোটেই পছন্দ করতেন না গিদো।

সে যেভাবে এবং যেসব দুঃখের কথা বলল তাতে তার নাম আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম এবং আমার উত্তর দানের মধ্যেই তাকে তা বুঝিয়ে দিলাম।

সে তখন লাফিয়ে উঠে কাঁদতে কাঁদতে বলল, গিদো ঘৃণা করতেন বললে কেন? তবে কি তার জীবন আর নেই? সে কি আর সুন্দর মর্ত্যভূমিতে জীবিত নেই?

কিন্তু সে যখন দেখল আমি তার কথার উত্তর দিতে কুণ্ঠাবোধ ও ইতস্ততঃ করছি তখন সে শোকে অভিভূত হয়ে চিৎ হয়ে তার সমাধির মাঝেই পড়ে গেল। তার মুখ আর আম দেখতে পেলাম না। যে আমায় প্রথমে ডেকেছিল, যে একেবারে শুব্ধ হয়ে গিয়েছিল, পরে সে আগেকার কথার সূত্র ধরে বলল, তারা তোমাদের সমর কৌশল শিখতে না পারলেও জ্বলন্ত সমাধিভূমিতে আমার খুব একটা কষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু তুমি আবার মর্ত্যলোকের আলোয়

ফিরে গেলেও এই নরকের রাণী প্রোসারাইনের ঘৃণা অবশ্যই ভোগ করবে। কিন্তু মর্ত্যলোকে ফিরে যাবার আগে একটা কথা বল, কেন তোমাদের দলভুক্ত লোকেরা আমাদের এত ঘৃণা করে, কেন তারা এতখানি কঠোর হয়ে উঠেছে আমাদের পরিবারের প্রতি ?

আমি তার উত্তরে বললাম, যে ব্যাপক ধ্বংসকার্য তোমরা সাধন করেছ, যে রক্তপাতের দ্বারা আর্বিয়া নদীর জলকে লাল করে তুলেছ তার জন্য আমাদের প্রতিটি গীর্জায় তোমাদের পতনের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছিল।

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে বলল, বিশ্বাস করো, সে ধ্বংসকার্য আমি করিনি এবং তার একটা সঙ্গত কারণও ছিল। কিন্তু যখন আমার দলের লোকেরা অর্থাৎ গিবেলাইনরা ফ্লোরেন্স নগরী ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল তখন একা মুক্ত তরবারি হাতে রুখে দাঁড়িয়েছিলাম। বলেছিলাম ফ্লোরেন্স নগরী ধ্বংস করলে তোমাদের হাজার হাজার জীবন আমি পাত করব এই তরবারির দ্বারা। এইভাবে আমারই জন্য রক্ষা পায় ফ্লোরেন্স।

আমি বললাম, এজন্য তোমার আত্মা শান্তি লাভ করুক। তবে আমার অনুরোধ, একটা রহস্যের সমাধান করো। এটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে, ভবিষ্যতে ঘটনার গতি কোন দিকে মোড় ফিরবে। আমি জানি তোমরা বর্তমানের কথা জানতে না পারলেও ভবিষ্যতের সব কিছু জানতে পার।

কাভালকান্তি বলল, সাধারণ মর্ত্যমানুষ শুধু বর্তমানই দেখতে পায়। কিন্তু যে দূর ভবিষ্যতের কোন কিছু দেখতে পায় না আমাদের চোখে তা স্পষ্ট প্রতিভাত। তবে আমরা আবার বর্তমানের কোন কিছুই দেখতে পাই না। তারা কিন্তু কোন বিষয় সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি কোন কাজই করে না। মর্ত্য হতে তোমার মত কোন মানুষ এসে আমাদের কিছু না বললে আমরা বর্তমান পৃথিবীর কথা কিছুই জানতে পারি না।

একমাত্র শেষ বিচারের দিন আমাদের এই ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত এই অলৌকিক দৃষ্টিশক্তি ও জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

এবার আমি আমার বিবেকের এক দংশন অনুভব করলাম। কাভালকান্তির আত্মাকে তার পুত্রের কথাটা জানাবার প্রয়োজন অনুভব করলাম আমি। আমি তখন ফেরিনাতাকে বললাম, কাভালকান্তির আত্মাকে বলে দাও তার পুত্র এখনো জীবিত আছে। এখনো সে মর্ত্যবাসীদের কাছে ঘুরে

বেড়াচ্ছে। যখন সে তার পুত্রের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করে তখন উদ্বেগ ও আশঙ্কায় আমার বুদ্ধি আচ্ছন্ন ছিল বলে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারিনি তার কথার।

আমার পথপ্রদর্শক আমাকে ডাকছিলেন। আমি তাঁর ডাক শুনে তাড়াতাড়ি ফেরিনাতাকে জিজ্ঞাসা করলাম তার পাশের সমাধিতে কার আত্মা শায়িত আছে এবং সে যেন একথার উত্তর খুব তাড়াতাড়ি দেয়।

সে বলল, অসংখ্য মৃত আত্মা ছড়িয়ে আছে এই সব সমাধিভূমিতে। তবে আমার পার্শ্ববর্তী যে সমাধির কথা বলছ সেটি হলো দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের। আমাদের উচ্চ পর্যায়ের ধর্মযাজকও আছেন। আমি আর কারো নাম করব না।

এই কথা বলে সে ডুবে গেল তার সমাধিগহ্বরের মধ্যে। আমি আমার পথপ্রদর্শকের কাছে ফিরে গেলাম। তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন এতক্ষণ সেখানে গিয়ে ফেরিনাতা ও কাভালকান্তির কথাগুলি ভাবতে লাগলাম। তাদের কথাগুলো কিছুটা ভাল লেগেছিল আমার।

আমার পথপ্রদর্শক আমাকে সঙ্গে করে আবার এগিয়ে যেতে লাগলেন সেখান থেকে। কিছুদূর গিয়ে আমাকে বললেন, অন্যমনস্ক হয়ে এত কি সব ভাবছ ?

আমি তার কথার উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তার আগেই তিনি ঋষির মত এক পবিত্র গাম্ভীর্য ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব সহকারে বললেন, মন দিয়ে শোন, আমি কিছু সতর্কবাণী উচ্চারণ করব তোমার সম্বন্ধে।

এই বলে তিনি এক জায়গায় অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, শোন। যে স্বচ্ছ অলৌকিক প্রজ্ঞাদৃষ্টির আলোতে বিয়াত্রিসের স্বর্গীয় আত্মা দ্যুলোক ভূলোকের সকল বস্তু ও ঘটনাকে যথার্থ ও অখণ্ড স্বরূপে দেখতে পায় তুমি যেদিন সেই আলোকে অভিস্নাত হবে একমাত্র সেইদিন বুঝতে পারবে তুমি তোমার জীবনের প্রকৃত অর্থ।

এবার আমরা নগরপ্রাচীর সংলগ্ন সেই দীর্ঘ পথটি ত্যাগ করে অন্য একটি পথ ধরে নগরের কেন্দ্রস্থলাভিমুখে অগ্রসর হলাম। পথটি এক উপত্যকা প্রদেশ হতে ক্রমশঃ ঢালু হয়ে নেমে গেছে। আমরা যতই সেই পথ বেয়ে নামতে লাগলাম ততই এক ধোঁয়ার কুণ্ডলী ক্রমাগত আমাদের নাসারন্ধ্রে এসে প্রবেশ করতে লাগল।

# একাদশ সর্গ

## ষষ্ঠ হতে অষ্টম বৃত্ত। নরকমধ্যস্থিত পার্বত্যপ্রদেশ। নরকের বিভিন্ন ধাপ।

### কাহিনীসংক্ষেপ

ষষ্ঠ হতে সপ্তম বৃত্তে অবতরণের মুখে কবিরা একবার থামলেন। দুজনে দাঁড়াতেই সেই অবকাশে ভার্জিল নরকের বিভিন্ন ধাপগুলির অবস্থা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে লাগলেন দান্তেকে।

যেখানে একটি খাড়াই পাহাড় প্রকাণ্ড বড় বড় পাথরের স্তূপ নিয়ে মাথা উঁচু করে উঠে গেছে উর্দ্ধে সেখানে গিয়ে সেই পাহাড়ের সানুদেশে দাঁড়ালাম আমরা। দেখলাম আমাদের পাশেই এক ভয়ঙ্কর খাদ কোন এক অতল গভীরে নেমে গেছে। সেই খাদের গভীরতম প্রদেশ হতে এমন এক উৎকট দুর্গন্ধ বার হয়ে আসছিল যে আমরা সরে যেতে বাধ্য হলাম। দেখলাম, সহসা একটি সমাধিস্তম্ভের উপর লেখা রয়েছে, আমি দ্বিতীয় পোপ এ্যানেস্তে-সিয়াসকে ধারণ করে আছি। এই পোপ মোহে পড়ে কনস্তান্তিনোপল চার্চের সঙ্গে যুক্ত ফোবিনাসকে স্বর্গের প্রবেশাধিকার দান করেন।

আমার পথপ্রদর্শক বললেন, একবার দাঁড়াও এখানে। আগে আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে এই উৎকট দুর্গন্ধের সঙ্গে অভ্যস্ত হতে দাও। আমাদের অনুভূতি এতে অভ্যস্ত ও সহজ হয়ে গেলে আমাদের তখন আর কোন অসুবিধা বা অস্বস্তিবোধ হবে না।

কিন্তু আমি বললাম, এভাবে বেশী সময় নষ্ট করে লাভ কি? কী লাভ হবে তাতে?

তিনি উত্তর করলেন, নিশ্চয় লাভ হবে। তার আগে আমার অভিশাপের কথা শোন। দেখ বৎস, এই পাহাড়টিকে কেন্দ্র করে তিনটি বৃত্ত আবর্তিত হয়েছে। আমরা এর আগে যে সব বৃত্ত দেখেছি তার মতই একটি বৃত্তের মধ্য হতে বেরিয়ে এসেছে আর একটি বৃত্ত। প্রতিটি বৃত্তই পরিপূরিত হয়ে আছে অসংখ্য মৃত লোকদের পাপাত্মায়। এক নজরেই তুমি তাদের চিনতে পারবে। তবু যদি আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলি কি জন্য আর কেমন করে,

তারা এল এখানে তাহলে তোমার সুবিধা হবে। মানুষের জগতে যত রকমের ইচ্ছাকৃত ও হিংসাত্মক পাপ আছে এবং যে সব পাপ ঈশ্বরের ঘৃণা লাভ করে সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণ্য হলো ক্ষতি বা পরকে আঘাত দান। অন্যান্য পাপকর্মগুলি বলপ্রয়োগ বা প্রতারণার সাহায্যে করা হয়। প্রতিটি পাপকর্ম অপরের ক্ষতিসাধন করে। যেহেতু মানুষই একমাত্র প্রতারণা করতে পারে, সেই হেতু প্রতারণার অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিগণকে ঈশ্বর সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করেন এবং নরকে প্রতারকদের স্থান সর্বাপেক্ষা নিচে। নগরের গভীরতম প্রদেশ থেকে বেরিয়ে আসে তাদের করুণতম আর্তনাদ। উপরোক্ত তিনটি বৃত্তের মধ্যে প্রথমটিতে আছে হিংসাত্মক পাপাত্মারা। ঈশ্বর আত্মা ও প্রতিবেশী —এই তিনের বিরুদ্ধেই মানুষ গায়ের জোরে অন্যায় করতে পারে। সে কথা আমি পরে বলছি। মানুষ তার প্রতিবেশীর মৃত্যু ঘটাতে পারে, জোর করে তাকে আঘাত করতে পারে, অথবা পীড়ন, দস্যুবৃত্তি বা অগ্নিসংযোগ প্রভৃতির দ্বারা তার ধনসম্পত্তির প্রভূত ক্ষতিসাধন করতে পারে। এই ধরনের হিংসাত্মক পাপীদের সঙ্গে আছে নরঘাতক, দস্যু ও লুণ্ঠনকারীরা। এরা সবাই দীর্ঘ স্থানব্যাপী প্রথম বৃত্তের মধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় আবদ্ধ হয়ে আছে। মানুষ অনেক সময় আবার নিজের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক ও হিংসাত্মক উপায়ে নিজের ক্ষতিসাধন করে থাকে। তারা নিজেদের জীবন নাশ করে পৃথিবীর আলো-হাওয়া থেকে অকালে বঞ্চিত করে নিজেদের। জুয়াখেলা ও নানারকমের অমিতব্যায়িতার মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলে তারা এবং এইভাবে সুখের জন্য আনন্দের জন্য এই সব কাজ করতে গিয়ে পরে কাঁদতে থাকে। অন্তহীন হতাশায় চোখের জল ফেলতে থাকে। এই সব আত্মঘাতী পাপাত্মারা থাকে দ্বিতীয় বৃত্তসীমার মধ্যে। এ ছাড়া আর এক শ্রেণীর লোক আছে যারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধেও হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে নানাভাবে। তারা কথায় কথায় বিভিন্ন কারণে অভিশাপ দেয় ঈশ্বরকে। অন্তরে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, তাঁর বিশ্বসৃষ্টিকে অহেতুক নিন্দাবাক্য ও হিংসার দ্বারা বিষাক্ত ও কলুষিত করে তোলে। এই শ্রেণীর পাপাত্মারা থাকে তৃতীয় বৃত্তে। এদের মধ্যে সমজাতীয় রতিপ্রবণতাসম্পন্ন ব্যক্তি ও সুদখোরের দলও আছে ( বাইবেল কথিত সোডম ও ক্যাহর )। যে প্রতারণা মানুষের বিবেকবুদ্ধিকে অহোরহঃ দংশন করে তার অন্তরাত্মাকে কুড়ে কুড়ে খায় তা হচ্ছে চরম বিশ্বাসঘাতকতা। মানুষ সহজ স্বাভাবিক মনুষ্যত্ববোধের

বশবর্তী হয়ে যে বিশ্বাস মানুষের উপর স্থাপন করে, প্রতারণার অর্থ হলো সেই বিশ্বাসের মূলে নির্মমভাবে কুঠারাঘাত করা। যে সহজ স্বাভাবিক প্রেম হতে সকল বিশ্বাসের জন্ম সেই প্রেমের বন্ধনকেও নিষ্ঠুরভাবে ছিন্ন করে প্রতারকরা। যত সব ভণ্ড, তোষামোদকারী, যাদুকর ও জুয়াচোরদের সঙ্গে প্রতারকরা থাকে নরকের দ্বিতীয় বৃত্তে। এইভাবে দিস নগরীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত সবচেয়ে ক্ষুদ্র-পরিসর বৃত্তের অন্ধকারে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় শাস্তি ভোগ করে প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতকের দল।

আমি বললাম, গুরুদেব, কী পরিষ্কার তোমার বিশ্লেষণ! এই নরকের ভৌগোলিক সংস্থান অনুসারে বিভিন্ন ধরনের পাপাত্মাদের অবস্থিতি সম্পর্কে তুমি যা বুঝিয়ে বলেছ তা আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আর একটা কথা তোমায় বলতে হবে। এক শ্রেণীর পাপাত্মা দেখলাম, যারা অবিশ্রান্ত বৃষ্টি-ধারায় সিক্ত ও বাতাসের দ্বারা তাড়িত হচ্ছে। তারা কর্দমাক্ত জলে ডুবে থাকে সব সময়। সকল পাপাত্মাই যদি ঈশ্বরের অভিশাপের কবলে পতিত হয় তবে কেন তারা জ্বলন্ত নরকনগরীতে থাকতে পায় না?

আমার গুরু উত্তর করলেন, কোন ভ্রমাত্মক চিন্তার বশবর্তী হয়ে তুমি তোমার বুদ্ধি ও যুক্তিতে জলাঞ্জলি দিয়ে একথা বললে? তুমি কি এতই মাথা-মোটা অথবা তোমার বুদ্ধি সাময়িকভাবে তোমার মস্তিষ্ক ছেড়ে কয়েক মাইল দূরে পশম সংগ্রহ করতে গেছে? সামান্য বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের যে নীতিশিক্ষা দেওয়া হয়, যে সাধারণ নীতিশাস্ত্রে ঈশ্বরের অনভিপ্রেত তিন শ্রেণীর পাপকর্মের কথা লেখা আছে তুমি কি তাও জান না? তুমি কি জান না এই তিন শ্রেণীর পাপ হলো অসংযত ক্ষুধা, বা কামনাজনিত অপরিণামদর্শিতাপূর্ণ কার্যাবলী, স্বেচ্ছাকৃত ও নীতিলঙ্ঘিত হিংসাত্মক কার্যাবলী ও বিকৃত ক্ষুধা বা কামনাজনিত পশুসুলভ কার্যাবলী? তুমি কি আরও জান না অসংযত ক্ষুধা বা কামনাজনিত যে কার্যাবলীতে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা, যুক্তি ও নীতিবোধ সক্রিয় থাকে না, যে কার্যাবলী পাপকর্ম হিসাবে গণ্য হলেও তা অন্যান্য পাপ হতে অপেক্ষাকৃত কম দোষাবহ এবং তাতে ঈশ্বর কম রুষ্ট হন? প্রাথমিক নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে আমার এই উক্তি যদি পর্যালোচনা করে দেখ তাহলে বুঝতে পারবে কোন শ্রেণীর পাপাত্মারা নরকনগরীর বহির্ভাগে এবং কারা নগরীর অন্তর্ভাগে বাস করে। বুঝতে পারবে ঐশ্বরিক অভিশাপের প্রচণ্ডতায় কারা প্রপীড়িত হয় সবচেয়ে বেশী আর কারা কম।

আমি তখন স্তবগানের ভঙ্গিতে সূর্যকে সম্বোধন করে বললাম, হে সবিতৃ-দেব, তোমার যে আলোকরশ্মি বিচ্ছুরণের দ্বারা সকল পার্থিব অন্ধকার বিদূরিত করে মানুষের দৃষ্টিশক্তিকে দান করো এক সুনির্মল স্বচ্ছতা, সেই অলোক-সামান্য আলোক রশ্মির দ্বারাই আমার মনোলোকে বিরাজিত সমস্ত সংশয়ের অন্ধকার বিদূরিত করে মুগ্ধ করেছ আমায়। সংশয়াত্মক যে কৌতূহলের সুজটিল অন্ধকার মানুষকে ধীরে ধীরে নিয়ে যায় স্বচ্ছ সুন্দর জ্ঞানের আলোক-রাজ্যে, সে কৌতূহল কতই না মধুর!

এর পর আমি আমার পথপ্রদর্শককে বললাম, আর একটা কথা বলতে হবে তোমায়। মানুষের সুদখোর বৃত্তিকে যেখানে পাপ বলে অভিহিত করেছ সে জায়গাটা আর একটু ভাল করে বুঝিয়ে দাও।

তিনি উত্তর করলেন, শুধু এক জায়গায় দর্শনশাস্ত্র বার বার বলেছে, বুঝিয়ে দিয়েছে প্রকৃতিজগৎ কিভাবে ঈশ্বরের পরম বুদ্ধি বা পরমবিদ্যার দ্বারা চালিত হয়। এবার গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টটল্ প্রণীত পদার্থবিজ্ঞান খুলে দেখ, তাতে প্রথম দিকেই দেখতে পাবে তোমাদের শিল্প বা কাব্যকলা বিদ্যা কিভাবে প্রকৃতির সন্তান এবং ঈশ্বরের পৌত্র হিসাবে প্রকৃতিকে অনুসরণ করে চলে। যে প্রকৃতির সমস্ত উপাদান ও ধনসম্পদ মানুষের হাতে, আপন শ্রম ও সাধনার দ্বারা সেই প্রকৃতিকে নানাভাবে অলংকৃত করতে বলা হয়েছে বাইবেলে। সেকথাও স্মরণ করে দেখতে পার। কিন্তু যারা সুদখোর তারা প্রকৃতির পথ ত্যাগ করে সম্পূর্ণ অন্য এক পথে অন্য এক লক্ষ্যে উপনীত হতে চায়। তাদের হীন অপচেষ্টা প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করে হীনজ্ঞান করে। তাই তারা পাপাত্মক। এবার আমাদের এগিয়ে যাবার সময় হয়েছে। আমাকে অনুসরণ করো। দিগন্তের ঊর্দ্ধভাগে মীনরাশি মাথা তুলে উঠেছে আর ভল্লুকরাশি উত্তর-পশ্চিম বায়ু প্রবাহের উপর মাথা দিয়ে শুয়ে আছে। অর্থাৎ রাত্রি শেষ হতে মাত্র আর দুই প্রহর বাকি আছে। আমাদের এখন উপরে ও নীচে দুদিকেই যেতে হবে।

# দ্বাদশ সর্গ

## সপ্তম বৃত্তে অবতরণ : হিংসার বৃত্ত। ভয়ঙ্কর জানোয়ার মিনোতর।

### কাহিনীসংক্ষেপ

সপ্তম বৃত্তে অবতরণের মুখে যেখানে একটি খাড়াই পাহাড়ের পাদদেশে বহু প্রস্তরখণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে সেইখানে ভার্জিল ও দান্তের সহসা এক অদ্ভুত ভয়াবহ জানোয়ার মিনোতরের সঙ্গে দেখা হলো। ভার্জিলের একটি বিদ্রূপবাক্য শুনে প্রচণ্ড ক্রোধে মিনোতর লাফিয়ে উঠতেই তাঁরা দুজনে তাকে পাশ কাটিয়ে সহজেই চলে গেলেন। ভার্জিল বললেন, যেদিন যীশুখৃস্ট নরক প্রদেশের লিম্বো নামক অঞ্চলে প্রবেশ করেন সেদিন এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের ফলে ঐ পাহাড় থেকে প্রস্তরখণ্ডটি বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়। সেই পাহাড়ের পাদদেশে তারা ফ্লেগীথন নামে নরকের অন্যতম একটি নদী দেখতে পেলেন। সে নদীতে জল নেই, শুধু গরম রক্ত সব সময় টগবগ করে ফুটছে। সেই ফুটন্ত রক্তের মধ্যে হিংসাত্মক পাপাত্মারা নিমজ্জিত হয়ে আছে। নদীটির দুধারেই সেন্তর নামে অর্ধমানব ও অর্ধ অশ্বাকৃতিবিশিষ্ট এক অদ্ভুত জানোয়ারের দল প্রহরায় নিযুক্ত আছে। সেই প্রহরীদলের প্রধান শিরণকে ডেকে ভার্জিল নেসাসকে পাঠিয়ে দেবার জন্য বললেন। নেসাস দান্তেকে পিঠে করে বয়ে নদীর ওপারে নিয়ে যাবে। নদী পার হবার সময় নেসাস বহু হিংসাত্মক অত্যাচারী ও দস্যুদের প্রতি আঙুল বাড়িয়ে তাদের পরিচয় দিতে লাগল।

যে প্রস্তরাকীর্ণ জায়গাটি হতে আমরা সপ্তম বৃত্তে নামার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম সেখানে সহসা আমরা একটি বিকটকায় জন্তু দেখে ভীত ও বিস্মিত হয়ে পড়লাম। সে জন্তুর পানে কোন মানবচক্ষু একবার দৃষ্টিপাত করলেই তার পল্লবগুলি মুদ্রিত হয়ে যাবে আপনা হতে। সেই খাড়াই পাহাড়টিতে বহুকাল আগে একবার ধস নামে এবং তার ফলে তার সারা গায়ে এমনভাবে বড় বড় প্রস্তরখণ্ডগুলি ছড়িয়ে পড়ে যে তার উপর যে কেউ ওঠানামা করতে পারে। কিন্তু ধস নামার আগে এই পাহাড়ের গাত্রদেশ কোন প্রাসাদের দেওয়ালের মত এমন মসৃণ ছিল যে তাতে কেউ উঠতে পারত না। সেই পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত একটি গিরিবর্ত্মের মুখে এসেই আমরা ক্রীটদেশের

কলঙ্ক গাভীরূপিনী ক্রীটরাণী পাসিফার গর্ভে কোন এক বলদের ঔরসজাত মানবদেহ ও বৃষস্কন্ধবিশিষ্ট বিকটকায় জন্তু মিনোতরকে দেখলাম আমরা। আমাদের দেখার সঙ্গে সঙ্গে নিজের গায়ে নিজেই আঁচড় দিতে লাগল মিনোতর। দেখে মনে হতে লাগল এক জ্বলন্ত ঘৃণার গরলে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে তার বুকের ভেতরটা।

আমার পথপ্রদর্শক তখন মিনোতরকে বললেন, কি খবর গোবৎস! তুমি কি ভাবছ এথেন্সের ডিউক বীর থিসিয়াস যে তোমাকে পৃথিবীপৃষ্ঠে হত্যা করে, সে আবার নরকে এসেছে পুনরায় তোমাকে হত্যা করতে? যাও যাও, চলে যাও এখান থেকে। তোমার এক ভগিনীর কাছে থেকে সূত্র পেয়ে এই ব্যক্তি তোমাদের মত পাপাত্মাদের নারকীয় শাস্তি নিজের চোখে দেখার জন্য এখানে এসেছে।

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মারাত্মক আঘাতে আহত কোন বদ্ধ বৃষ যেমন শৃংখল ছিন্ন করে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেও সোজা হয়ে চলতে পারে না, টলতে টলতে পড়ে যায়, মিনোতরও তেমনি তাঁর কথা শুনে পড়ে গেল। আমার পথপ্রদর্শক তখন আমাকে বললেন, এই অবসরে তাড়াতাড়ি এই গিরিবর্ত্ম ধরে এগিয়ে চল। কারণ তার ক্রোধের ভীষণতা এখন কিঞ্চিৎ প্রশমিত হয়েছে।

আমরা তখন সেই গিরিবর্ত্ম ধরে এগিয়ে চললাম। আমার অতিব্যস্ত চরণক্ষেপে বহু উপলখণ্ড ছড়িয়ে পড়তে লাগল পথের দুপাশে। আমাকে বিশেষ চিন্তান্বিত অবস্থায় পথ হাঁটতে দেখে আমার পথপ্রদর্শক বললেন, এই গিরিবর্ত্মের প্রবেশমুখে সেই বিকটকায় জন্তুটাকে দেখে তুমি বোধ হয় হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছ। তোমাকে একটা কথা জানিয়ে রাখছি। আমি এর আগেও একবার এ অঞ্চলে এসেছিলাম। তখন যীশুখৃস্টের মহাপ্রয়াণ ঘটেনি। তখন এই খাড়াই পাহাড়ে কোন ধস নামেনি। কিন্তু যেদিন ধর্মরাজ যীশু অভিজাত শ্রেণীভুক্ত পাপাত্মাদের ধরবার জন্য নরকের প্রথম বৃত্তসীমায় নেমে আসেন সেদিন এক প্রবল ভূকম্পন শুরু হয় সমগ্র নরক-প্রদেশে। শুধু এই পাতালপ্রদেশ নয় সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই যেন সেই বিশ্বপ্রেমের মূর্ত পুরুষের পদভরে কম্পিত হয়ে উঠে। মর্ত্যের লোক বলে তার পর থেকেই মাঝে মাঝে এমনি ভূমিকম্প হয়, যে ভূমিকম্পের ফলে একদিন ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছিল এই পাহাড়ের প্রস্তররাশি। এবার দেখ আমরা সেই উপত্যকার

কাছে এসে পড়েছি যার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে চিরতপ্ত রক্তনদীর ধারা। এই রক্তনদীর অত্যুষ্ণ জলে সিদ্ধ হচ্ছে সেই সব পাপাত্মারা যারা একদিন তাদের হিংসাত্মক কাজকর্মের দ্বারা দুঃখ ও বেদনায় পরিপূর্ণ করে তুলেছিল পৃথিবীকে।

আমি ভাবতে লাগলাম, হায়, হে অন্ধ, হঠকারী ও দুষ্ট যত সব কামনারাশি, তোমরা আমাদের স্বল্প-পরিসর জীবনকে কুপথে চালিত করে কী অনন্ত নরকযন্ত্রণার মধ্যেই না ফেলে দাও। আমার পথপ্রদর্শকের কথামত একটি নদী দেখতে পেলাম আমাদের সামনে। রক্তপূর্ণ সেই আশ্চর্য নদী আমাদের সম্মুখস্থ সমতলভূমিটিকে অর্ধ বৃত্তাকারে বেষ্টন করে বয়ে গেছে। অর্ধ মানব ও অর্ধ অশ্বাকৃতি সেন্তর নামধারী সেই সব প্রহরীরা নদীতীরে সব সময় প্রহরায় নিযুক্ত থাকা অবস্থায় আমাদের দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তীর ধনুক হাতে শিকারসন্ধানী ব্যাধের মত ছুটে এল আমাদের কাছে। তাদের মধ্য হতে তিন জন সার দিয়ে দাঁড়িয়ে তাদের হাতের ধনুকের ছিলায় তীর গেঁথে প্রস্তুত হয়ে উঠল আমাদের লক্ষ্য করে। তারপর তাদের মধ্য হতে একজন বলল, কোথা যাচ্ছ, ঐ পাহাড়ে? কোন দণ্ডের বিধান হয়েছে তোমাদের জন্যে? যেখানে দাঁড়িয়ে আছ সেইখান হতেই উত্তর দাও। তা না হলে তীর নিক্ষেপ করব।

আমার গুরু তখন তাদের লক্ষ্য করে চিৎকার করে বলে উঠলেন, সেকথা আমরা বলব তোমাদের কর্মকর্তা শিরণের কাছে। মাথামোটা কোথাকার! তুমি চুপ করে থাক যেমন ছিলে। তুমি জাহান্নামে যাও।

তারপর আমাকে বললেন, ও হচ্ছে নেসাস। জীবিত অবস্থায় ও হার্কিউলেসের স্ত্রী দিলানিরাকে পিঠে করে বয়ে যখন একটি নদী পার হচ্ছিল তখন হার্কিউলেস ওকে তীরবিদ্ধ করে হত্যা করেন। মৃত্যুকালে নেসাস দিলানিরাকে বলে যায় তার দেহনিঃসৃত কিছু রক্ত যেন সে রেখে দেয়। কারণ সে রক্ত প্রেমের ক্ষেত্রে বশীকরণের মন্ত্র হিসাবে কাজ করবে। কিন্তু আসলে সে রক্ত ছিল বিষাক্ত এবং একবার হার্কিউলেস অন্য এক নারীর প্রেমে পড়তেই দিলানিরা নেসাসের কিছু রক্ত তার জামায় ছিটিয়ে দেয়। তখন সেই বিষাক্ত রক্তের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে নিজের হাতে চিতা জ্বেলে তাতে ঝাঁপিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেন হার্কিউলেস। ওদের তিনজনের মধ্যে মাঝখানে নেসাসের বুকের পানে তাকিয়ে আছে সেন্তরদের প্রধান শিরণ। গ্রীকবীর শিরণ ছিল ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী এবং ট্রয়যুদ্ধে প্রভূত কৃতিত্ব প্রদর্শন করে।

একিলিস তার কাছে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করত। এজন্য নরকের রক্তনদীর ধারে নিযুক্ত প্রহরীদের প্রধান করা হয়েছে তাকে। ওদের তিনজনের আর একজন হলো ফোলাস। ফোলাসের জীবনকাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। তার সম্বন্ধে আমরা শুধু এইটুকু জানি যে কোন কারণে হার্কিউলেসের দ্বারা নিহত হয় সে।

রক্তনদীতে যে সব পাপাত্মা সিদ্ধ হচ্ছিল তাদের কাছে শুধু মুখটুকু ছাড়া দেহের আর কোন অংশ নদীর উপরিপৃষ্ঠে তোলা নিষিদ্ধ ছিল। নেসাস শিরণ ও ফোলাস সব সময় চারদিকে ঘুরে দেখছিল কোন প্রেতাত্মা নদীর উপরে দেহের কোন অংশ তোলার চেষ্টা করছে কি না। তারা চিৎকার করে ভীতি প্রদর্শন ও শাসন করছিল তাদের। শিরণ এক সময় তার মুখের উপর থেকে পাকা দাড়ির চুলগুলো সরিয়ে তার পাশের সহকর্মীদের বলল, ঐ দেখ জীবিত মানুষটি পাগুলি কেমন ভাবে ফেলে চলছে। মৃত মানুষ ওভাবে হাঁটতে পারে না।

আমার পথপ্রদর্শক তখন বললেন, এ কথা সত্য। ও জীবন্ত মানুষ। খেলাচ্ছলে নয়, ও প্রয়োজনের বশেই এই অন্ধকার নরকের রাজ্যে এসেছে এবং আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে। স্বর্গলোক হতে বিযাত্রিসের আত্মা এসে আমার উপর এই অভিনব কাজের ভার দেন। আমাদের দুজনের কেউ প্রতারক বা দস্যু নই। থিসিয়াস বা অর্ফিয়াসের মত আমরা নরক হতে কোন আত্মাকে অপহরণ করে নিয়ে যেতে আসিনি। উর্ধ্বতন যে স্বর্গীয় শক্তি আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছেন তার খাতিরে আমাদের একজন বাহক দাও যার সাহায্যে আমরা নদীর এমন এক জায়গায় যেতে পারি যেখানে গেলে নিমজ্জিত আত্মাদের ভালভাবে দেখতে পাব। সে আমার এই জীবিত সঙ্গীকে বহন করে নিয়ে যাবে। কারণ জীবন্ত মানুষরা কখনো হাওয়ায় উড়ে যেতে পারে না।

শিরণ তখন তার ডান দিকে ঘুরে তার অন্যতম সহকর্মীকে বলল, তুমি ওদের সাহায্য করো নেসাস। যদি অন্য সব প্রহরীদের দেখতে পাও তাহলে তাদের এখানে প্রহরায় থাকতে বল।

বিশ্বস্ত নেসাসের নেতৃত্বে সেই ফুটন্ত রক্তসম্বলিত নদীর তীর ধরে এগিয়ে যেতে লাগলাম আমরা। সেই নদী হতে ক্রমাগত গরম রক্তে সিদ্ধ পাপাত্মাদের চিৎকার কর্ণকুহরকে বিদ্ধ করছিল আমাদের। আমি দেখলাম নদীর গরম রক্তের মধ্যে চোখ পর্যন্ত ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাপাত্মারা। এক সময়

নেসাস বলল, ঐ দেখ অত্যাচারীর দল যারা জীবনে শুধু রক্তপাত ঘটিয়ে এসেছে আর ইচ্ছামত ধ্বংসকার্য সাধন করে এসেছে। এখন তারা শাস্তির দুঃসহ জ্বালা সহ্য করতে না পেরে আর্তনাদ করছে। ঐ দেখ আলেকজাণ্ডার আর ডাইওনিসিয়াসএর আত্মা যাঁরা একদিন অবাধে সিসিলিকে বিধ্বস্ত করেন। ঐ দেখ সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ কেশবিশিষ্ট এজ্জোলিনো ও ওবিজ্জো দ্য এস্তের আত্মা। এজ্জোলিনো ছিলেন সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের জামাতা। নিষ্ঠুরতার জন্য কুখ্যাতি লাভ করেন তিনি এবং বিশেষ করে পদুয়ার ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের জন্য তিনিই দায়ী। আর ওবিজ্জো ছিলেন গুয়েল্ফ দলীয় এক সামন্ত। চার্লস আঞ্জার সেনাদলের সহযোগিতায় নদী পার হয়ে ম্যানফ্রেড শহর ধ্বংস করেন। তাঁর নিষ্ঠুর অত্যাচারের কথা যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকে লোকের মনে। অনেকের মতে তাঁর নিজের পুত্রের দ্বারাই তাঁর জীবন বিনষ্ট হয়।

এক সময় আমার পথপ্রদর্শকের পানে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই তিনি বললেন, এখন আপাততঃ নেসাসই তোমার প্রথম পথপ্রদর্শক, তারপর আমি দ্বিতীয় পথপ্রদর্শক।

নেসাস আরো কিছুদূর যাবার পর আবার এক জায়গায় দাঁড়াল। আমরা এবার দেখলাম আর একদল পাপাত্মাকে যাদের মাথা আর বুকগুলো দেখা যাচ্ছিল নদীর উপরিপৃষ্ঠে। নেসাস সহসা হাত বাড়িয়ে বলল, ঐ দেখ এমন একজনের আত্মা যে চার্চের মধ্যে নরহত্যা করে ঈশ্বরের অন্তরাত্মায় আঘাত দান করে, রিচার্ডের পুত্র ও তৃতীয় হেনরির ভ্রাতুষ্পুত্র যুবরাজ হেনরিকে ভিতার্ভোর গীর্জায় প্রার্থনাসভায় সাইমন দ্য মঁফোর্ত হত্যা করে ১২৭০ সালে। হত্যাকারীর হৃৎপিণ্ডটি একটি কৌটোর মধ্যে ধরে থাকা অবস্থায় এক প্রতিমূর্তি আজও লণ্ডনে টেমস নদীর সেতুর উপর দাঁড়িয়ে আছে এবং শ্রদ্ধা লাভ করে থাকে জনগণের কাছে।

এর পর আর এক দল পাপাত্মা এগিয়ে এল আমাদের সামনে। তাদের মধ্যে আমি অনেককেই চিনি। যতই এগিয়ে যেতে লাগলাম আমরা ততই অগভীর হয়ে আসতে লাগল নদীর রক্ত। পরে দেখা গেল শুধু পায়ের পাতাটুকু ডুবেছে। তারপর আমরা নদীটি পার হয়ে গেলাম। নেসাস এবার বলল, এই দেখ নদীর এ দিকটা গভীর। এখান থেকে নদীটা বৃত্তাকারে ঘুরে চলে গেছে সেইখানে যেখানে অত্যাচারীরা যন্ত্রণায় চোখের জল ফেলছে এই নদীর রক্ত-

ধারার উপরে। এখানে দেখ ঐশ্বরিক বিধানে শাস্তি পাচ্ছে একিলিসপুত্র পাইরাস ও সেক্সটাস। আরও দেখ অত্যাচারী হুণ রাজা এ্যাটিলার আত্মা। দেখ ভয়ঙ্কর দস্যু পাজ্জিয়া ও কর্ণেতান রাইনার আত্মা। এইসব দস্যুরা ক্লোবেক্স হতে এ্যারিজ্জো পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড জুড়ে ব্যাপকভাবে লুঠতরাজ চালায়।

এই কথা বলার পর চুপ করে পথ চলতে লাগল নেসাস। আবার নদী পার হলো এক জায়গায়।

## ত্রয়োদশ সর্গ

### সপ্তম বৃত্ত : দ্বিতীয় অন্তর্বৃত্ত। হিংসাত্মক আত্মা। বনভূমি। পক্ষীদেহ ও নারীমুখবিশিষ্ট এক জীব।

### কাহিনীসংক্ষেপ

কবিরা পথ হারিয়ে এক বনভূমির মাঝে এসে উপস্থিত হলেন। সেই বনভূমিতে চারদিকে শুকনো গাছের দ্বারা পরিবৃত আত্মহত্যাকারীদের আত্মার মাঝে পক্ষীদেহ ও নারীমুখবিশিষ্ট এক জীবরা চিৎকার করছিল। এই জীব হলো ধ্বংস ও হত্যার এষণার প্রতীক। তাদের মধ্যে পিয়ের দেল ভাইন দান্তেকে তার জীবনকাহিনী বলল এবং কিভাবে এখানকার প্রেতাত্মাদের ছায়াগুলি একদিন গাছে রূপান্তরিত হয়ে যাবে এবং শেষ বিচারের দিন কি ঘটবে তাদের ভাগ্যে তা খুলে বলল। একটি কালো শিকারী কুকুরের দ্বারা তাড়িত হয়ে দুটি কামনাকুটিল অমিতব্যয়ীর আত্মা ছুটে বেড়াতে লাগল। কোন এক ফ্লোরেন্সবাসীর আত্মা ধারণকারী একটি প্রেতাত্মার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন দান্তে।

নদী পার হয়ে নেসাসের সঙ্গে ওপারে গিয়ে উঠলাম আমরা। সেই রক্ত-নদীর ওপারে গিয়ে দেখলাম আর পথ নেই। নদীর কূল থেকেই শুরু হয়েছে এক সুদূরবিস্তৃত বনভূমি। কিন্তু সে বনে কোন সবুজ বা সজীব বৃক্ষ নেই। শুধু কৃষ্ণবর্ণ পত্রবিশিষ্ট শুকনো গাছে ভরা সমগ্র বনটি। সেই সব গাছে কোন ফল নেই। তাদের শুকনো কাণ্ড থেকে ক্রমাগত একরকম বিষাক্ত রস নির্গত

হচ্ছিল। সে বনভূমিতে কোন বন্য জন্তু আসে না বেড়াতে বা বসবাস করতে, কারণ সেই সব গাছগুলির শাখাপ্রশাখা এমনি জটিল যে তার মধ্য দিয়ে পথ করে এগিয়ে যাওয়া সহজসাধ্য নয় কোন পশু বা মানুষের পক্ষে। সে বনে শুধু থাকে পক্ষীদেহ নারীমুখবিশিষ্ট হার্পি নামক সেই সব জীবরা যাদের বড় বড় ডানা আছে, কিন্তু মুখগুলো নারীদের মত। বুকে পেটে পালক আছে। পায়ের থাবাগুলো লোহার মত শক্ত। এই হার্পিরা একবার সুদূর অতীতে স্টোফেড নামক জায়গায় ট্রয়বাসীদের পিছনে ধ্বংসসূচক অশুভ চিৎকার করতে করতে তাদের তাড়া করে। সেই হার্পিরা শুধু এ বনে আত্ম-ঘৃণা ও আত্মহননেচ্ছার প্রতীকরূপী এই শুকনো মরা গাছগুলোর উপর চিৎকার করতে করতে ঘুরে বেড়াতে থাকে।

আমার পথপ্রদর্শক এবার বললেন, এখন আরও এগিয়ে যাবার আগে তোমার জানা উচিৎ এখন তুমি আছ দ্বিতীয় অন্তর্বৃত্তে এবং ঘৃণ্য বালুকারাশির কাছে না যাওয়া পর্যন্ত তুমি এই দ্বিতীয় অন্তর্বৃত্তের মধ্যেই থাকবে। কিন্তু এখন তুমি দেখতে পাবে এমন একটা জিনিস যার কথা বললে তুমি আর আমাকে বিশ্বাস করবে না।

আগে হতে সমবেত সকরুণ বিলাপধ্বনির মত এক অশুভ শব্দ আমার কানে আসছিল। কিন্তু কোন দিকে কোন মানুষ বা কোন ছায়ামূর্তি দেখতে না পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। হতবুদ্ধি হয়ে ভাবতে লাগলাম। তবে আমি আর চিন্তা করতে পারছিলাম না। আমার চিন্তা বা চেতনাশক্তি অসার হয়ে আসছিল ক্রমশ। আমার মনে হলো আমি কি ভাবছিলা· আমার গুরু তা বুঝতে পারলেন। বুঝতে পারলেন আমি জানতে চাইছি তাদের কথা যারা আমাদের চোখের আড়ালে চিৎকার করছে।

তিনি বললেন, যদি তুমি কোন একটা গাছের শাখা হতে একটা ছোট ডাল ভেঙ্গে নাও তাহলে ওদের প্রতিবাদ শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবে তুমি।

একথা শুনে আমি হাত বাড়িয়ে একটা লম্বা কাঁটা গাছ হতে একটা ছোট শাখা ভেঙ্গে নিলাম। তখন সঙ্গে সঙ্গে সেই গাছের কাণ্ডটা চিৎকার করে বলল, কেন তুমি আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিঁড়ে দিচ্ছ?

দেখলাম গাছটার যেখানে ডালটা ভেঙ্গেছিলাম সেই জায়গাটা থেকে কালো রক্ত বার হতে লাগল। গাছের কাণ্ডটা আবার বলল, কেন তুমি আমার অস্থি মজ্জা ভেঙ্গে দিচ্ছ? তোমার বুকের মধ্যে কি দয়া মায়া বলে কিছু নেই? আজ

আমরা গাছে পরিণত হলেও একদিন আমরা তোমাদের মতই মানুষ ছিলাম। জীবিতকালে যদিও আমাদের অন্তরগুলো কাঁকড়া বিছের মত হিংস্রকুটিল ছিল তথাপি আজ আমাদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করা উচিৎ ছিল তোমার।

কোন একটি বৃক্ষশাখার একদিক পোড়ালে যেমন আর একদিক হতে রস নির্গত হয় সঙ্গে সঙ্গে তেমনি আমি যে বৃক্ষশাখা হতে সেই ছোট ডালটি ভেঙ্গেছিলাম সেখান থেকে তৎক্ষণাৎ রক্ত ও তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ নির্গত হতে লাগল। আমি তখন আমার হাত হতে সেই ভগ্ন শাখাটি ফেলে দিয়ে মাটিতে গাঢ়বদ্ধ ও স্তব্ধ কোন মানুষের মত দাঁড়িয়ে রইলাম সেইখানে।

আমার পথপ্রদর্শক তখন সেই গাছটিকে বললেন, হে আহত বৃক্ষশাখা, আমি আমার কাব্যগ্রন্থে যে রক্তাক্ত বৃক্ষের কথা লিখেছি, তা আপাত অবিশ্বাস্য। সেই কারণেই আমি তাকে তা স্বচক্ষে দেখাবার জন্যে ও তার মনে সে বিষয়ে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যই এখানে এনেছি ওকে। তোমার কোনরূপ ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে ও হাত দেয়নি তোমার গায়ে। যাই হোক এখন তুমি বল, তুমি কে ছিলে যাতে সে মর্ত্যলোকে ফিরে গিয়ে মানুষকে তাদের পাপকর্মের পরিণাম সম্পর্কে সচেতন করে দিতে পারে।

গাছটি তখন উত্তর করল, তোমার সদয় ও স্নিগ্ধ কথা শুনে আমার আবার কথা বলতে ইচ্ছে করছে। আমার মনের কথা যদি কারো কাছে ব্যক্ত করি ত তোমার কাছেই করব। আমার নাম পিয়ের দেল ভাইন। আমি ছিলাম সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা। আমি এমনভাবে তাঁর মন জয় করেছিলাম যে, আমিই তাঁর সমগ্র সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তা হয়ে উঠেছিলাম। আমিই তাঁকে সব সময় সব কাজে পরামর্শ দিতাম এবং কাউকে যেতে দিতাম না তাঁর কাছে। অবশ্য আমি সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দেহ মনের সমস্ত শক্তি ও উদ্যম ব্যয় করে অতন্দ্রভাবে আমার উপর ন্যস্ত কর্তব্যভার পালন করে চলেছিলাম। কিন্তু যে কুলটা ঈর্ষা রাজা মহারাজা হতে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সকলের উপর কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে সেই ঈর্ষার আগুন প্রজ্জ্বলিত করে তোলে আমার অন্তরকে। এই ঈর্ষাই অবিশ্বাস উৎপাদন করে সম্রাট অগাস্টাস সীজারের মনে। ফলে সম্মানের সুউচ্চ আসন থেকে অপমানের গভীর গর্ভে পতিত হই আমি। নিজের প্রতিই এক প্রবল ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা জাগে আমার মনে। সেই ঘৃণার কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্যই আত্মহত্যা করে চরম অন্যায় করে বসি নিজের আত্মার উপর। কিন্তু আমার পদতলের

মাটির গভীরে অনুপ্রবিষ্ট যে সব শিকড়কে অবলম্বন করে আমি দাঁড়িয়ে আছি তাদের নামে শপথ করে বলছি, আমি এখন বেশ বুঝতে পারছি, আমি আমার সদাশয় ও সম্মানিত মালিকের প্রতি কোনক্রমেই অবিশ্বস্ত ছিলাম না কোনদিন অর্থাৎ আমাকে মিথ্যা সন্দেহের বশে অন্যায়ভাবে পদচ্যুত ও অপমানিত করা হয়। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কখনো আবার মর্ত্যলোকের আলোকে ফিরে যাও তাহলে কিভাবে ঈর্ষার অন্যায় আঘাতে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত আমার অন্তরাত্মা কষ্টভোগ করছে একথা সেখানে বলে আমার স্মৃতির প্রতি কিছুটা সুবিচার করো।

এই কথা বলে চুপ করল পীয়ের। তখন কবি ভার্জিল অর্থাৎ আমার পথপ্রদর্শক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ও এখন চুপ করেছে। এই মুহূর্তে আর কি কথা জানতে চাও তা বল ওকে।

আমি তখন তাকে বললাম, তুমি যা কিছু চিন্তা করো তাই বল আমায়। আমার কৌতূহল তাতেই তৃপ্ত হবে। করুণার অশ্রুধারায় কণ্ঠ রোধ হয়ে আসছে আমার।

কণ্টকবৃক্ষরূপী পীয়েরের আত্মা তখন বলল, আমাদের মত বন্দী বদ্ধ পাপাত্মার প্রতি সহানুভূতিবশতঃ এখানে এসে আমাদের কথা শুনে সত্যিই উদারতার পরিচয় দিয়েছ তুমি। তবে দয়া করে একটা কথা বল, কি করে আমাদের বিদেহী আত্মা এই জটিল শাখা প্রশাখা সমন্বিত এক কণ্ঠকবৃক্ষে পরিণত হলো, এবং যদি পার ত বল ভবিষ্যতে কেউ কি আমাদের কোনদিন এই বৃক্ষরূপ হতে মুক্ত করতে পারবে না ?

তার একথা বলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার কাণ্ডটা খুব জোরে নড়ে উঠল আর আমার পথপ্রদর্শক তখন বলে উঠলেন, সংক্ষেপে তোমার কথার উত্তর দিচ্ছি। উন্মত্ত হিংসার বশবর্তী যখন কোন মানুষের আত্মা তার দেহপিঞ্জর ভেঙ্গে জোর করে বেরিয়ে আসে তখন নরকের প্রহরী মাইনস সে আত্মাকে ফেলে দেয় নরকপ্রদেশের সপ্তম বৃত্তসীমার অতল গভীরে। তার জন্য কোন বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট হয় না। যেখানে সেখানে তাকে ফেলে দেয় এবং যেখানে সেই পাপাত্মা পড়ে সেখানে গমের চারায় মত একটি চারাগাছ গজিয়ে ওঠে এবং ক্রমে সেই ছোট চারাই একদিন এক বিরাট কণ্টকবৃক্ষে পরিণত হয়। তখন এখানকার হার্পিরা সেই সব বৃক্ষগুলির কৃষ্ণবর্ণ পাতাগুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় এবং তাদের সেই কামড়ের ফলে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে থাকে এই সব

বৃক্ষরা। রক্ত ঝরতে থাকে তাদের দেহে। শেষ বিচারের দিন এই নরক হতে সমস্ত পাপাত্মার মুক্তি হবে। মুক্ত আত্মারা আবার মর্ত্যলোকে গিয়ে নূতন দেহ ধারণ করবে। একমাত্র আত্মহত্যাকারীদের আত্মা এই অন্ধকার বনান্তরালবর্তী সুকঠিন কণ্টকবৃক্ষরূপ হতে কখনই মুক্ত হবে না। ঘৃণাবশে যে দেহকে তারা একদিন হত্যা করে পালিয়ে আসে তাদের পাপাত্মা, সে দেহ এই কণ্টক বৃক্ষরূপ ধারণ করে চিরকাল জড়িয়ে ধরে থাকে তাদের আত্মাকে।

আমরা ভাবলাম পীয়ের হয়ত আমাদের আরো কিছু বলবে। এই ভেবে আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম আরো কিছুক্ষণ। সহসা আমাদের স্তম্ভিত কর্ণকুহরে এক ভয়ঙ্কর গর্জন এসে আছাড় খেয়ে পড়ল। শিকারীরা যেমন সহসা কোন বন্য শূকর বা শিকারের সন্ধান পেয়ে বহু পশুকে পদদলিত করে বহু বৃক্ষশাখাকে ভেঙ্গে চুরে সমস্ত বনভূমিকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে ছুটে যায় তেমনি দুটি উলঙ্গ ও ক্ষত বিক্ষত ছায়ামূর্তি সহসা প্রচণ্ড বেগে ছুটে এল আমাদের বাঁদিকে।

প্রথম মূর্তিটির নাম ছিল ল্যানো আর দ্বিতীয়টির নাম জ্যাকোমো আন্দ্রীয়া। ল্যানো বলল, হে মৃত্যু তুমি তাড়াতাড়ি এস।

দ্বিতীয় জন জ্যাকোমো নিজেকে পিছিয়ে পড়তে দেখে প্রথমকে বলল, ল্যানো, যেদিন তুমি টপ্পো নামক খাড়ি অঞ্চলে ডুবে মরার জন্য ঝাঁপ দিয়েছিলে সেদিন তোমার পায়ের গতি এত দ্রুত ছিল না।

এই বলে জ্যাকোমো ল্যানোকে পাশ কাটিয়ে এক ঘন ঝোপে পরিণত হয়ে গেল।

জ্যাকোমো তার জীবনে স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে নানারকমের খেলা খেলেও ক্লান্ত হয়নি। সে খেলার ছলে কৌতুকের জন্য তার নিজের ও বহু লোকের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয় এবং সেই জন্য এজ্জিলিনো তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

সহসা দেখলাম একদল পাখি কোথা হতে এসে তাদের লম্বা লম্বা ঠোঁট দিয়ে ঝোপে পরিণত জ্যাকোমোর দেহটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল এবং তার কয়েক টুকরো বয়ে নিয়ে গেল। জ্যাকোমোর অবশিষ্ট দেহের ভগ্নাংশ হতে রক্ত ঝরছিল এবং সেই ভগ্নাংশগুলি যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে করতে প্রতিবাদের কথা বলছিল।

আমার পথপ্রদর্শক আমাকে হাত ধরে টেনে সেই ছিন্নভিন্ন ঝোপের ধারে নিয়ে গেলেন। তারপর জ্যাকোমোর বেদনার্ত চিৎকার শুনে বললেন, ও

জ্যাকোমোর, আমাকে দেখে তুমি চিৎকার করছ কেন ? তাতে তোমার কোন ভাল ফলই হবে না। যে পাপ তুমি জীবিত অবস্থায় করেছ তার জন্য কি আমি দায়ী ? বল তুমি কে ছিলে। রক্তাক্ত ক্ষত মুখ দিয়ে কেনই বা তুমি বৃথা দীর্ঘশ্বাস ফেলছ ?

ঝোপদেহধারী জ্যাকোমো বলল, তোমরা যথা সময়েই আমাকে দেখতে এসেছ। যে পাতাগুলি আমার দেহ থেকে ওরা ঝরিয়ে দিয়েছে সেই পাতাগুলি আবার একত্রিত করে নিয়ে এস এবং আমার দেহের নগ্ন শাখা-প্রশাখার যথাস্থানে সংস্থাপিত করো। আমার জন্ম হয় সেই ফ্লোরেন্স নগরীতে যার অধিবাসীরা একদিন ছিল দেবতা মার্সের ভক্ত। কিন্তু সেই নগরবাসীরা যখন খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হয় তখন মার্সের মন্দিরের উপর নির্মিত সেণ্ট জন ব্যাপ্টিস্টের গীর্জা এবং বিগ্রহ মূর্তিটিকে আর্নো নদীর জলে ভেঙ্গে চুড়ে ফেলে দেওয়া হয়। সেই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহের দেবতা মার্স ক্রমাগত গৃহযুদ্ধ ও বিপ্লবের দ্বারা ফ্লোরেন্সকে বিধ্বস্ত ও জর্জরিত করেন। তাঁর বিগ্রহটি আজও পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। হূণরাজ এ্যাটিলার ব্যাপক ধ্বংসকার্য সাধনের পর যে সব ফ্লোরেন্সবাসীরা আবার নূতন উদ্যমে ঘর বাঁধে তারাও কিন্তু সুখে শান্তিতে বাস করতে পারেনি। তাদেরও সব শ্রম ও আশা ভরসা ব্যর্থ হয়। আমিও তাদের মধ্যে একজন যারা ব্যাপক আত্মহত্যার প্রবাহে ভেসে চলতে থাকে অসহায়ভাবে। যাদের আপন গৃহ হয়ে ওঠে বধ্যভূমি।

## চতুর্দশ সর্গ

### সপ্তম বৃত্ত : তৃতীয় অন্তর্বৃত্ত। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কর্ম।

### কাহিনীসংক্ষেপ

নিরন্তর অগ্নিবৃষ্টির প্রহারে জর্জরিত এক জলন্ত মরুভূমির মাঝে গিয়ে দান্তে দেখলেন সেই সব হিংসাশ্রয়ী পাপাত্মাদের যারা জীবনে ঈশ্বর, প্রকৃতি ও শিল্পকলার বিরুদ্ধে করেছে চরম অন্যায়। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অন্যায়কারীর দল আকাশের পানে মুখ করে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। যে স্বর্গলোকের বিরুদ্ধে তারা করেছে চরম অন্যায় সেই স্বর্গলোককে তারা দেখছে অহোরাত্র। তাদের

মধ্যে রয়েছে দুর্বিনীত ও নাস্তিক ক্যাপেনিয়াস। একদিকে বিস্তীর্ণ অরণ্য আর একদিকে অগ্নিদগ্ধ বিরাট মরুভূমি—এই দুইএর মাঝখান দিয়ে একটি পথ দিয়ে এগিয়ে চলতে লাগলেন কবিরা। অবশেষে তাঁরা উপনীত হলেন ফুটন্ত রক্তে ভরা সেই আশ্চর্য নদীর ধারে। সেখানে নরকের সব নদীগুলির উৎপত্তিস্থলের কথা দান্তেকে বুঝিয়ে বললেন ভার্জিল।

আমার স্বদেশপ্রীতির বশবর্তী হয়েই জ্যাকোমোর অনুরোধক্রমে তার ছিন্ন-ভিন্ন পাতাগুলি একত্রিত করে এনে দিয়েছিলাম তাকে। তার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে আসছিল ক্রমশঃ। তারপর সেখান থেকে অন্যত্র চলে গেলাম আমরা। সেখান থেকে এগিয়ে গিয়ে আমরা পৌছলাম এমন এক জায়গায় যেখানে দ্বিতীয় অন্তর্বৃত্তটি পৃথকীকৃত হয়েছে তৃতীয় অন্তর্বৃত্ত থেকে। কিন্তু আমরা সেখানে বড় একটি অদ্ভুত জিনিস দেখলাম। আমাদের সামনে এমন একটি সমতল ভূমিকে বিস্তৃত দেখলাম যেখানকার একটি গাছেও পাতা নেই। পুষ্প-পত্রহীন কঙ্কালসার অসংখ্য ধূসর বর্ণের বৃক্ষসমন্বিত যে বনভূমি শুরু হয়েছে সেখান থেকে সেই বনভূমিটিকে চারদিক বেষ্টন করে আছে কালো জলে পরিপূর্ণ এক জলাশয়। আমরা তার তীরে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেই জলাশয়ের ওপারে তপ্ত বালুকাময় এক বিশাল বনভূমি, পম্পেবাদী রোম সেনাপতি ক্যাটো আফ্রিকায় এক সমরাভিযানকালে ঠিক যে মরুভূমি পার হয়েছিলেন। ভাবলাম ঈশ্বরের প্রতিশোধব্যবস্থা কী ভয়ানক। আমার এই ভীত সন্ত্রস্ত চোখ দেখেই যে কোন ব্যক্তি পাপের শাস্তি কত ভয়ানক তা বুঝতে পারবে। বিভিন্ন রকমের শাস্তির বিধানে দণ্ডভোগরত কয়েক দল নগ্ন পাপাত্মাকে আমি দেখলাম। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এক জায়গায় শুয়ে ছিল, কেউ কেউ বিশেষ এক জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আবার একদল অনবরত সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছিল এবং এই সর্বত্র সঞ্চরণরত প্রেতাত্মাদের সংখ্যাই বেশী। যারা শায়িত ছিল এক জায়গায় তাদের সংখ্যা কম হলেও তাদের আর্তনাদের কণ্ঠস্বর সবচেয়ে জোরাল।

তরঙ্গহীন স্তব্ধ বাতাসের মধ্য দিয়ে আল্পস পর্বত হতে যেমন অবাধে তুষার ঝরে পড়ে তেমনি সেই নরকমধ্যস্থিত মরুভূমির সর্বত্র উপর হতে আগুন ঝড়ে পড়তে দেখলাম। সমরাভিযানকারী সম্রাট আলেকজাণ্ডার যেমন ভারতবর্ষের উষ্ণ মণ্ডলে তাঁর অগ্রসরমান সেনাদলের পথের সামনে অসংখ্য অগ্নিগোলক ঝড়ে পড়তে দেখেছিলেন এবং সেই সব অগ্নিগোলককে পদদলিত করে অগ্রসর

হওয়া দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল তাঁদের পক্ষে, তেমনি উপর থেকে ক্রমাগত অগ্নিবৃষ্টি প্রতি মুহূর্তে বাড়িয়ে দিচ্ছিল অগ্নিদগ্ধ প্রেতাত্মাদের দুঃখ। দুঃসহ প্রদাহ সহ্য করতে না পেরে তারা ছটফট করছিল যন্ত্রণায়।

আমি তখন আমার পথপ্রদর্শককে বললাম, হে গুরুদেব, একমাত্র যারা আমাদের প্রবেশদ্বারে বাধা দিয়েছিল তারা ছাড়া আর সব দুষ্ট আত্মার বাধাকে প্রতিহত করতে সমর্থ তুমি। এবার বল, যে একটি বিশাল বিকৃত ও ঘৃণ্যদর্শন ছায়ামূর্তি নিরন্তর অগ্নিবৃষ্টির দুঃসহ প্রদাহকে অগ্রাহ্য করে শুয়ে আছে সে কে? মনে হচ্ছে এই অবিরাম অগ্নিবৃষ্টিতেও দগ্ধ হয়নি সে।

কিন্তু আমি আমার পথপ্রদর্শককে এ প্রশ্ন বললেও যার উদ্দেশ্যে এ প্রশ্ন করেছিলাম সে নিজেই তার উত্তর দিল, জীবনে যেমন ছিল, আজও মৃত্যুপুরীতে তেমনি অজেয় ও অনমনীয় রয়ে গেছে আমার আত্মা। আমি হচ্ছি ক্যাপেনিয়াস যে থীবস্ যুদ্ধে নগর প্রাচীর অতিক্রমকালে দেবরাজের বজ্রের আঘাতে নিহত হয়। তার আগেও একবার দেবতাদের সঙ্গে আমাদের মত বিদ্রোহী আত্মা টিটানদের যুদ্ধকালে দেবরাজ জোভ এটনা পর্বতে অবস্থানকারী স্বর্গের কর্মকার দেবশিল্পী ভালক্যানকে এগিয়ে আসতে বলেন তাঁর সাহায্যে। কিন্তু তাঁর অমিত অলৌকিক শক্তিবলে আমাকে নির্জিত ও নিহত করলেও তাঁর প্রতিশোধবাসনা চরিতার্থকরণের চরম আনন্দ লাভ করতে পারেন নি আজও।

তখন আমার পথপ্রদর্শক সজোরে চিৎকার করে বললেন, হে ক্যাপেনিয়াস, তোমার উদ্ধত অহঙ্কার ও দুর্বিনীত ভাব যতদিন না দূরীভূত হবে, যতদিন না তোমার অন্তরের ঈশ্বরবিরোধী বিদ্রোহাত্মক উত্তাপ শীতল হবে ততদিন দিনে দিনে বেড়ে যাবে তোমার এই যন্ত্রণা। অন্য কোন পীড়ন নয়, একমাত্র তোমার আপন অসংযত ক্রোধের আগুনই তোমার পক্ষে সবচেয়ে বড় শাস্তি এবং তোমার ক্ষতের পক্ষে সবচেয়ে বড় প্রলেপ।

একথা বলার পর আমার পথপ্রদর্শক আমার পানে তাকিয়ে অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে বললেন, এই ক্যাপেনিয়াস হচ্ছে সেই সাতজন রাজাদের অন্যতম যারা থীবস্ নগরী অবরোধ করে এবং যারা ঈশ্বরের পরমার্থিক আলো ও ঐশ্বর্যকে অস্বীকার করে তাঁর সকল নীতি উপদেশ উপহাসভরে লঙ্ঘন করে। আমি আগেই বলেছি তার দর্পিত কথাবার্তা আর উদ্ধত অহঙ্কারই তার সকল দুঃখের মূল। এখন এবার আমার সঙ্গে এস। তবে দেখবে যেন ঐ জ্বলন্ত বালুকার উপর পদক্ষেপ করার চেষ্টা করবে না; তুমি বরং বনভূমির পাশ দিয়ে

পথ চলার চেষ্টা করবে।

বনভূমির গা ঘেঁষে একটি সংকীর্ণ পথ ধরে নীরবে এগিয়ে যেতে লাগলাম আমরা। সহসা দেখলাম উষ্ণ লাল রঙের একটি ছোট নদী বনের গভীরতম প্রদেশ হতে বেরিয়ে বয়ে চলেছে আমাদের সামনে। তার উষ্ণতা আর লাল রং দেখে আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল। এই নদীটি ভিটার্বো নগরীর প্রান্তদেশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বুলিকেন নামক সেই উষ্ণ লাল প্রস্রবণের মত, যে প্রস্রবণের জল কেবলমাত্র নগরীর বারবণিতারাই ব্যবহার করত। এই ছোট লাল নদীটির তলদেশ ও দুই তীর প্রস্তরীভূত। অর্থাৎ এই নদীজলের মধ্যে এমন এক রাসায়নিক উপাদান আছে যার ফলে সমস্ত বালুকা সে জলের স্পর্শে প্রস্তরীভূত হয়ে যায়।

আমার পথপ্রদর্শক বললেন, আমি তোমাকে যত আশ্চর্যজনক বস্তু এই নবকপ্রদেশের মধ্যে দেখিয়েছি তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী আশ্চর্যজনক হলো জ্বলন্ত মরুভূমির উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া নরককেন্দ্রাভিমুখী এই নদীটি। এ নদী নিরন্তর বয়ে যেতে যেতে পথে এমন এক সিক্তসজল বাষ্পরাশির সৃষ্টি করে য দুই তীরের সমস্ত জ্বলন্ত আগুন নিবিয়ে দেয়।

আমার পথপ্রদর্শকেব একথা বলা শেষ হলে আমি তাঁকে আমার অন্য একটি কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্য অনুনয় বিনয় করলাম। তিনি তখন ত বুঝতে পেরে বললেন, সমুদ্রগর্ভে অধুনাবিলীন এক রাজ্য সমাহিত আছে। তার ন ম ক্রীট। কোন এক সুপ্রাচীন যুগে সে দেশে গ্রহরাজ শনি রাজত্ব করতেন। সেই দেশেই এক বিশাল পর্বত ছিল যার শিখরদেশের নাম ছিল আইডা। সে পবতের গাত্রদেশ ও সতত সূর্যালোকিত উপত্যকাভূমির উপর দিয়ে বয়ে যেত বহু উচ্ছলিত ঝর্ণার স্রোতোধারা। এখন সে পর্বতের উপত্যকা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত। কিন্তু সেইখানে শনিরাজপত্নী রীয়া তাঁর শিশুপুত্র জুপিটারকে নিরাপদে লুকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। একবার এক ভবিষ্যদ্বাণী শোনেন শনিরাজ, তাঁর আপন পুত্রের দ্বারা তিনি নাকি সিংহাসনচ্যুত হবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা শঙ্কিত হয়ে তিনি তাঁর পুত্র জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই তাকে গ্রাস করে ফেললেন। এইভাবে কয়েকটি পুত্র হারানোর পর তাঁর পত্নী রীয়া একটি প্রস্তরখণ্ডকে কাপড় ঢাকা দিয়ে শিশুপুত্রবৎ রেখে তাঁর শেষ নবজাত পুত্র জুপিটারকে কোলে নিয়ে আইডা পর্বতে পালিয়ে যান। পালিয়ে যাবার সময় তাঁর শিশুপুত্রটি যখন কাঁদতে থাকে তখন তিনি কোরিব্যাণ্টকে প্রচণ্ড শব্দ করে শিশুর সে

কান্নার শব্দকে চাপা দিতে অনুরোধ করেন।

এই আইডা পর্বতের সানুদেশে যুগ যুগ ধরে প্রতিষ্ঠিত আছে দণ্ডায়মান এক বৃদ্ধের প্রতিমূর্তি। সে বৃদ্ধ যেন রোমের পানে তাকিয়ে আছেন। ত্রিকালদর্শী সেই বৃদ্ধের অলোকসামান্য প্রজ্ঞাদৃষ্টি যেন দীর্ঘকাল যাবৎ প্রাচ্য সভ্যতার এক বিশাল ভূমি পরিক্রমা করে আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার নব্যভূমি 'পরে আবদ্ধ হয়ে আছে। সেই বৃদ্ধের প্রতিমূর্তিটির মস্তক স্বর্ণ নির্মিত, রৌপ্য নির্মিত তাঁর বক্ষ ও বাহু দুটি। বক্ষস্থলের নিম্নভাগ হতে উরুদেশ পর্যন্ত পিত্তলনির্মিত। তাঁর পদযুগল লৌহনির্মিত হলেও দক্ষিণ পায়ের পাতাটি কাদামাটি দিয়ে তৈরি। এই চারটি ধাতব উপাদান মানবসভ্যতার ইতিহাসের ক্রমাবণতির চারটি স্তর ছাড়া অন্য কিছুই নয়। লোহা ও কাদামাটি হচ্ছে নিম্নতন স্তরের প্রতীক আর স্বর্ণ হলো অনাবিল আনন্দ ও সমৃদ্ধিময় সত্যযুগের প্রতীক। একমাত্র স্বর্ণনির্মিত মস্তক ছাড়া সেই প্রতিমূর্তির সর্বাঙ্গ ফেটে গেছে এবং সেই ফাটল দিয়ে অশ্রু-ধারার জলধারা নির্গত হয়ে এ্যাকেরণ, স্টাইক্স ও ফ্রেসিয় নামক কয়েকটি নদী হয়ে পাতালপ্রদেশকে প্রবাহিত করে চলেছে। সেই জলধারাপুষ্ট শেষ নদীটির নাম হলো কসিটাস। কসিটাসই হচ্ছে নরকের চতুর্থ ও শেষ নদী।

আমি আমার পথপ্রদর্শককে বললাম, গুরুদেব, যদি এই নদীগুলি নরক-বহির্ভূত মর্ত্যদেশের কোন পর্বতকন্দর হতে উৎসারিত হয় তাহলে নরকের বাইরে কোথাও কেন তাদের দেখা যায় না? আর নরকের মধ্যে প্রবেশ করার পরই বা কেন এর আগে এতক্ষণ একবারও দেখতে পাইনি?

তিনি উত্তর করলেন, তুমি জান এই নরকপ্রদেশ বৃত্তাকারে গঠিত। যদিও তুমি বহু পথ অতিক্রম করেছ তথাপি সামনে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে একটি বৃত্তপথকে আবর্তন করে ধীরে ধীরে নরকের গভীরতম প্রদেশ তার কেন্দ্রস্থলের অভিমুখে এগিয়ে যাচ্ছে। এখনো সমগ্র বৃত্তটি পরিক্রমণ করা হয়নি তোমার। তবে কেন এরই মধ্যে অধৈর্য হয়ে পড়ে অস্বস্তির ভাব দেখাচ্ছ? তাছাড়া প্রায়ই কত নূতন নূতন আশ্চর্যজনক বস্তু ও ঘটনা দেখতে পাচ্ছ পথে যেতে যেতে।

আমি তখন প্রশ্ন করলাম, নরকের সেই বিখ্যাত লেথি নদী কোথায় যার জলে স্নান করার সঙ্গে সঙ্গে মৃত আত্মারা পূর্বজন্মের সব কথা ভুলে যায়? আর কোথায় বা সেই ফ্লেগিথন নদী? প্রথমোক্ত নদীটি কি আপনি ফেলে এসেছেন?

তিনি উত্তর করলেন, তোমার প্রশ্ন শুনে খুশি হয়েছি। ফ্লেগিথন নদীটি তুমি এর আগেই দেখেছ। সেই ফুটন্ত রক্তের নদী যাতে হিংসাত্মক অত্যাচারী পাপাত্মারা অনুক্ষণ সিদ্ধ ও দগ্ধ হচ্ছে, তুমি আগেই তা দেখেছ। পার্থিব স্বর্গ পরিশুদ্ধি পাহাড় হতে উৎসারিত লেথি নদী দেখবে এই বৃত্ত হতে বহু দূরে নরকের কেন্দ্রস্থলে। সেই নদীজলে স্নান করে মৃত আত্মারা সমস্ত বেদনাময় পূর্বস্মৃতি ও অনুতাপ পরিতাপের যন্ত্রণা হতে মুক্ত হয়। চলে এস, এখন আমরা এই বনভূমি ছেড়ে অন্যত্র যাব। এই বনভূমি আর মরুভূমির মধ্যবর্তী এক প্রান্তরেখা ধরে সতর্ক পদক্ষেপে আমাকে অনুসরণ করে যাবে। এ পথে যতক্ষণ চলবে আগুনের কোন উত্তাপ অনুভব করবে না।

## পঞ্চদশ সর্গ

### সপ্তম বৃত্ত, তৃতীয় অন্তর্বৃত্ত : বালুকাময় মরুভূমি : প্রকৃতিবিরোধী পাপাত্মাদের স্থান

### কাহিনীসংক্ষেপ

ফ্লেগিথন নদীর বাঁধ ধরে অতি সতর্কভাবে সেই জ্বলন্ত মরুভূমি অতিক্রম করতে লাগলেন দান্তে। পথে যেতে যেতে সহসা দেখলেন প্রকৃতিবিরোধী হিংসাশ্রয়ী পাপাত্মাদের। তিনি দেখলেন সেই সব পাপাত্মারা জীবনে যারা তাদের উপর অত্যাচার অবিচার করেছে তাদের ছায়ামূর্তিকে লক্ষ্য করে অবিরাম ছুটে চলেছে। শেষ নেই যেন সেই ক্লান্তিকর আত্মঘাতী বিতাড়নের। এক সময় দান্তে তাঁর শিক্ষক ব্রুনেত্তো ল্যাতিনির দেখা পেলেন। তাঁর পূর্ব উপকারের কথা স্মরণ করে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে অভিবাদন জানালেন তাঁকে। ব্রুনেত্তো ভবিষ্যবাণী করলেন, ফ্লোরেন্সবাসীর হাতে ভবিষ্যতে অত্যাচার সহ্য করতে হবে দান্তেকে।

সেই জ্বলন্ত মরুভূমি ও নদীতীরবর্তী বনভূমির মধ্যস্থিত এক সংকীর্ণ প্রান্তরেখাকে অবলম্বন করে সাবধানে পথ চলতে লাগলাম আমরা। নদীজল হতে উত্থিত এক সিক্তসজল মেঘবাষ্প এক শীতল চন্দ্রাতপের মত রক্ষা করে যেতে লাগল আমাদের সমস্ত উত্তাপ থেকে, ঠিক যেমনভাবে ইতালির নিম্নাঞ্চলের

ফ্ল্যাণ্ডার্স, পদুয়া প্রভৃতি নগরীর অধিবাসী সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস হতে নিজেদের নগর রক্ষার জন্য বড় বড় বাঁধ নির্মাণ করে। সিয়েরান্তেনা নামক পার্বত্য অঞ্চল হতে গ্রীষ্মে প্রচুর পরিমাণে বরফ গলা জল এসে যে ব্রাণ্ড নদীকে স্ফীত করে তোলে সেই ব্রাণ্ড নদীর উপরেও এক বিরাট বাঁধ বাঁধে পদুয়ার অধিবাসীরা। তেমনি এই নরকের গঠনকর্তা পরম শিল্পী ঈশ্বরের নির্দেশে গঠিত হয়েছে এই নদীতীরের বাঁধ যার উপর দিয়ে আমরা সেই বনভূমি পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছি।

এরই মধ্যে বনটাকে আমরা এত দূর ছাড়িয়ে এসেছি যে পিছন ফিরে তার দিকে তাকিয়ে আমি তার কোন চিহ্নই খুঁজে পেলাম না। আমরা নদীর বাঁধ ধরে যাচ্ছিলাম সহসা সেই বাঁধের উপর একদল প্রেতাত্মার ছায়ামূর্তি আমাদের কাছে এগিয়ে এল। দিনের আলো নিভে গেলে ঘনায়মান গোধূলির ছায়ান্ধকারে পথিকরা যেমন খুঁটিয়ে পথ দেখে তেমনি আমাদের খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। সেই দলের মধ্যে মাত্র একজন আমাকে চিনতে পেরে কাছে এগিয়ে এসে আমার বহির্বাসের এক প্রান্ত ধরে বলে উঠল, চমৎকার!

সে আমার গায়ে এইভাবে হাত দিলে আমি তার অগ্নিদগ্ধ মুখের পানে তাকিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। পাছে অগ্নিপ্রদাহজনিত তার বিকৃত মুখের কুঞ্চিত চামড়া দেখে আমার স্মৃতি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে তার জন্য তাকে ভাল করে দেখতে লাগলাম বারবার। অবশেষে তাকে চিনতে পেরে তার মুখের কাছে আমার মুখটা নিয়ে গিয়ে বললাম, একি আপনি এখানে! আপনি ব্রুনেত্তো না?

ব্রুনেত্তো বললেন, কিছু মনে করো না বৎস। আমি ব্রুনেত্তো। তবে আমি আমার দলের ওদের এগিয়ে দিয়ে এখনি ফিরে আসছি।

আমি বললাম, অবশ্যই আপনি যাবেন। আপনি ফিরে এলে আমি আপনার কাছে বসে কথা বলব। অবশ্য আমার পথপ্রদর্শক যদি অনুমতি করেন।

ব্রুনেত্তো বললেন, না বৎস, বসা আমার চলবে না। আমাদের মত প্রেতাত্মাদের কেউ যদি এক মুহূর্ত কোথাও বসে বিশ্রাম করে, তাহলে তার জন্য একশত বছর জ্বলে পুড়ে মরতে হবে। তার থেকে এগিয়ে চল। আমি তোমার পিছু পিছু যাব এবং যেতে যেতেই কথা হবে। তোমার সঙ্গে কথা সেরে আমি আবার ফিরে আসব এই সব ক্রন্দনরত যন্ত্রণাজর্জরিত প্রেতাত্মাদের মাঝে।

একটি মৃত আত্মার সঙ্গে পথ হাঁটতে সাহস হচ্ছিল না আমার। তাই ধর্মস্থানে অবনতমস্তক কোন ভক্তের মত আমি মাথা নত করে আশঙ্ক চিত্তে পথ হাঁটতে লাগলাম।

ব্রুনেত্তো প্রথমে বললেন, নিয়তির বিধানে অথবা দৈবযোগে কোন কারণে তুমি মৃত্যুর আগেই এখানে চলে এসেছ? আর কেই বা তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে?

আমি উত্তর করলাম, আমি সম্প্রতি জীবিত অবস্থাতেই মর্ত্যলোকের এক পার্বত্য অঞ্চলে পথ হারিয়ে এক অন্ধকার গিরিবর্ত্মের মাঝে এসে পড়েছিলাম। গতকাল সকালবেলায় আমার এই পথপ্রদর্শক আমাকে সেই বিপজ্জনক অবস্থায় দেখে আমাকে পথ দেখিয়ে ধীরে ধীরে এখানে নিয়ে আসেন।

তিনি তার উত্তরে বলেন, তুমি শুধু তোমার ভাগ্যনিয়ন্ত্রক গ্রহ নক্ষত্রের নির্দেশে চলবে। আমি যদি আমার জীবদ্দশায় তোমাকে ভুল শিক্ষা না দিয়ে থাকি তাহলে অবশ্যই তুমি এক গৌরবময় সাফল্য লাভ করবে। অল্প বয়সে যদি আমার প্রাণবিয়োগ না ঘটত তাহলে আমি তোমাকে আরও অনেক সৎ পরামর্শ ও তোমার কাব্যকর্মে অনেক প্রেরণা সঞ্চার করতে পারতাম। কারণ আমি জানি তুমি ঈশ্বরের অনুগ্রহভাজন ব্যক্তি। কিন্তু দুর্ধর্ষ রোমক জাতির যে একটি ভগ্নাংশ ফিয়েসোল হতে এসে পর্বতবেষ্টিত ফ্লোরেন্স নগরে এসে নূতন করে বসতি স্থাপন করে তারা অকৃতজ্ঞ এবং তোমার সৎকর্ম সত্ত্বেও তারা তোমার শত্রুতা করবে। তার একমাত্র কারণ এই যে, অজস্র মন্দ ব্যক্তির মাঝে ভাল লোকের স্থান হতে পারে না। যে বাগানে অনেক আগাছা থাকে সেখানে সুন্দর ডুমুরগাছ জন্মাতে পারে না। সুদূর কাল হতে এই রোমক জাতি অজ্ঞতায় অন্ধ, অহঙ্কারে উগ্র, ঈর্ষায় কাতর, লোভে উত্তুঙ্গ। সুতরাং তাদের সব সময় এড়িয়ে চলবে এবং তাদের কোন রীতি নীতির অনুসরণ করবে না তাহলে তোমার চরিত্রও কলুষিত হয়ে উঠবে। ভাগ্যক্রমে তুমি প্রভূত সম্মানের অধিকারী হবে আর সেইজন্যই ঈর্ষাবশতঃ ফ্লোরেন্সের গুয়েল্‌ফ ও গিবেলাইন বিবাদকারী এই দুই দলই তোমার ক্ষতিসাধন করার চেষ্টা করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা পেরে উঠবে না। ফিয়েসোল হতে আগত এই অসভ্য বর্বর জাতির লোকরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করে নিজেদের মধ্যে জাত কোন মহান ব্যক্তির ধ্বংসসাধন করুক, এবং তারপর বিদেশে প্রভূত পরিমাণে হিংসার বীজ বপন করে পরের দেশকে বিধ্বস্ত করে তারা স্বদেশে ফিরে যাক।

আমি তার উত্তরে বললাম, বিশ্বাস করুন, আমি যদি আমার ইচ্ছামত কাজ করতে পারতাম কিছুতেই আপনার এত অকালে জীবনাবসান ঘটত না। আপনার সেই পিতৃসুলভ স্নেহস্নিগ্ধ মূর্তিটি আজও আমার অন্তরে মুদ্রিত হয়ে আছে আগের মত। আপনি যে কলাবিদ্যা আমাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন তার দ্বারা অমরত্ব লাভ করতে পারে যে কোন মানুষ। একথার মানে যতদিন আমি বেঁচে থাকব ততদিন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আপনার প্রাপ্য মর্যাদা ও ধন্যবাদ আমি যথারীতি দিয়ে যাব। আপনি আমার সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন আমি তা ভালভাবে লিখে রাখব এবং স্বর্গবাসিনী অলৌকিক বুদ্ধি-সম্পন্না বিয়াত্রিসের সঙ্গে যদি কোনদিন দেখা হয় তাহলে সেকথা তাকে বলব। তবে একটা কথা আপনাকে জানাচ্ছি, আমার প্রতি ভাগ্যের বিধান যতই নিষ্ঠুর হোক না কেন, আমি তা নির্ভীকভাবে দাঁড়িয়ে সহ্য করব। তার জন্য আমার বিবেক বুদ্ধি থাকবে স্থির এবং অবিচলিত। বারবার আমি এই সব অশুভ ভবিষ্যৎবাণী শুনেছি, কিন্তু মাঠে যেমন কৃষকরা কোদাল চালায় তেমনি খুশিমত ভাগ্যদেবী তার চক্র আবর্তন করুক। আমি তাতে বিন্দুমাত্র ভীত বা প্রতিহত হব না।

আমার একথা শুনে আমার পথপ্রদর্শক বললেন, তোমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে য কথা শুনলে সেকথায় কান দিয়ে চলবে। তাতে ভাল হবে। এখন আমি শ্রদ্ধেয় ব্রুনেত্তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। আমি জানতে চাই তাঁদের এই দলের মধ্যে কার যশ সবচেয়ে বেশী ছিল।

ব্রুনেত্তো উত্তর করলেন, কার কথা জানতে চান নাম করলে ভাল হত। কারণ এখন সকলের কথা বলার মত সময় নেই। এখানে যারা প্রেতাত্মা রূপে আমাদের দলে আছে, তারা সকলেই বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন এবং ধর্মীয় জীবন যাপন করত। কিন্তু তাদের পার্থিব জীবনে কোন না কোন একটি পাপের কলুষ তাদের টেনে আনে এই নরকযন্ত্রণার মধ্যে। এঁদের মধ্যে আছেন আইনজীবী ফ্রান্সিস অফ এ্যাকোর্সো, ব্যাকরণবিদ পণ্ডিত প্রিসিয়ান এবং ঈশ্বরের সেবকের সেবক অর্থাৎ বিশপ আন্দ্রীয়া মোদ্দিকেও দেখতে পাবেন। বিশপ আন্দ্রীয়া ১২৮৭ সাল থেকে ১২৯৫ সাল পর্যন্ত ফ্লোরেন্সের বিশপ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা, নির্বুদ্ধিতা ও পাপকর্মের জন্য অষ্টম পোপ তাঁকে বেশিগ্লিওন নদীর তীরে অবস্থিত ভিকেঞ্জা নগরে পাঠিয়ে দেন এবং সেখানেই তিনি প্রাণত্যাগ করেন। আরো অনেক কিছু বলতে পারতাম আমি। কিন্তু আর

বলার সময় নেই। কারণ তপ্ত বালুকাময় ভূমি হতে এক ঝলক ধূলিমিশ্রিত দমকা বাতাস উঠে আমাকে সতর্ক করে ফিরে যাবার নির্দেশ দান করছে। এখানে বাইরে থেকে যারা আসে তাদের সঙ্গে মেলামেশা নিষিদ্ধ আমার পক্ষে। আমার বর্তমান বাসস্থানে আমি ফিরে যাচ্ছি। আমি আর কিছুই চাই না।

এই কথা বলে তিনি মুখ ঘুরিয়ে চলে গেলেন। একখণ্ড সবুজ কাপড়ের পুরস্কারের জন্য ভেরোনার প্রান্তরে ছুটে যাওয়া দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ-কারীদের মত দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি। কিন্তু তাঁর সে চলে যাওয়ার মধ্যে কোন পরাজয়ের গ্লানি বা হতাশার ভাব ছিল না, ছিল শুধু অব্যক্ত জয়ের এক নিরুচ্চাব গৌরব বোধ।

## ষোড়শ সর্গ

### সপ্তম বৃত্ত : তৃতীয় অন্তর্বৃত্ত : মরুভূমি : প্রকৃতিবিরোধী হিংসাশ্রয়ী পাপাত্মার দল

### কাহিনীসংক্ষেপ

চলতে চলতে পথ যতই শেষ হয়ে আসতে লাগল ততই দান্তে শুনতে পেলেন এক অদূরবর্তী জলপ্রপাতের শব্দ। এমন সময় দান্তের সঙ্গে দেখা হলো তিনজন ফ্লোরেন্সবাসী সামন্তর সঙ্গে। দান্তে তাঁদের বললেন নগরের বর্তমান অবস্থার কথা। পথের শেষ প্রান্তে এক বিশাল জলাশয়ের ধারে এসে দান্তের কোমরবন্ধনীটি জলে ফেলে দিলেন ভার্জিল। এই সঙ্কেত পেয়ে একটি অদ্ভুতদর্শন ছায়ামূর্তি সাঁতার কেটে আসতে লাগল তাঁদের দিকে।

পথ চলতে চলতে আমরা পাহাড়ের ধারে এমন একটি জায়গায় এসে উপনীত হলাম যেখান থেকে এক বিশাল জলরাশি সশব্দে আছাড় খেয়ে পড়ছিল নিচেকার বৃত্তে। অসংখ্য মৌমাছির গুঞ্জনধ্বনির মত সেই জল-প্রপাতের বিরামহীন শব্দ কানে আসছিল আমার।

সহসা দেখলাম একদল ছায়ামূর্তি সারিবদ্ধভাবে অগ্নিবৃষ্টি মাথায় করে তপ্ত বালুকাময় মরুভূমির উপর দিয়ে কোথায় যাচ্ছে। তাদের মধ্য থেকে তিনজন

তাদের দল থেকে ভেঙ্গে গিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। তারা একবাক্যে চিৎকার করে বলে উঠল, দাঁড়াও, দাঁড়াও, তোমাদের পোষাক দেখে আমাদের এই নরক প্রদেশের অধিবাসী বলেই মনে হবে।

হা ভগবান! যে সব অগ্নিদাহের ক্ষত তাদের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে দেখলাম তার কথা ভাবতেও অন্তর বিদীর্ণ হয়ে যায় আমার।

আমার পথপ্রদর্শক তাদের কথা শুনে আমার দিকে ঘুরে বললেন, এইখানে দাঁড়াও, এঁরা হলেন বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি। তাঁদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান ও সৌজন্য প্রদর্শন করবে। এই জায়গাটায় অগ্নির তাপ খুব বেশী না হলে তাঁদের থামতে না দিয়ে তুমিই এগিয়ে যেতে তাদের কাছে।

আমরা সেইখানে দাঁড়িয়ে পড়তেই ছায়ামূর্তি তিনটি আর্তনাদ করতে করতে এগিয়ে এল আমাদের কাছে। এসে হাত ধরাধরি করে চক্রাকারে দাঁড়াল ঠিক যেমন প্রাচীনকালের কুস্তিগীরেরা নগ্ন ও তৈলাক্ত দেহে কুস্তির জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করত। তারা সকলেই আমার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। তাদের মধ্যে একজন বলল, আমাদের এই অগ্নিদগ্ধ দেহ ও বিকৃত রূপ দেখে তুমি হয়ত ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিতে পার। কিন্তু আমরা জীবনে ছিলাম যশস্বী ব্যক্তি। তোমার কাছে আমরা জানতে চাইছি, একজন জীবিত মানুষ হয়ে কেমন করে এই গভীর নরককুণ্ডে অবাধে নিরাপদে চলে বেড়াচ্ছ। আমি যাঁর পথ এখন অনুসরণ করছি তিনি আজ নগ্ন ও অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় ঘুরে বেড়ালেও একদিন তিনি পদমর্যাদায় অনেক বড় ছিলেন তোমার থেকে। ইনি ছিলেন একজন লর্ড, সদাশয় গুয়ানদ্রাদার পৌত্র। তাঁর নাম ছিল গিদো গুয়েরা। যুদ্ধ ও মন্ত্রণাদানকার্যে তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী। আমার পিছনে যিনি আসছেন তাঁর নাম ছিল তেঘাই এ্যাল্‌দোব্রাণ্ডি যাঁর নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের দেশের অনেক লোক বিপুল হর্ষধ্বনি সহকারে অভিনন্দন জানাবে তাঁকে। গিদো গুয়েরা ছিলেন ফ্লোরেন্সের একজন সামন্ত। তিনি ছিলেন গুয়েল্‌ফদলভুক্ত এবং গিবেলাইনদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ হয় তাতে সৈন্য পরিচালনা করেন। একবার তিনি দান্তের পিতাসহ ফ্লোরেন্স হতে নির্বাসিত হন। আমার নাম ছিল জ্যাকোমো রুস্তিকুচি। আমি ছিলাম ফ্লোরেন্সের গুয়েল্‌ফদলভুক্ত এক ধনাঢ্য ও উদার ব্যক্তি। আমার স্ত্রীর অত্যধিক উগ্র ও অসংযত মেজাজের জন্য আমি তাকে ত্যাগ করি এবং ক্রোধের বশবর্তী হয়ে এমন এক কাজ করে বসি যার জন্য আমার নরকবাস হয়।

যদি আমি সেই নিম্নস্থ জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের অসহ্য উত্তাপকে কোনমতে পরিহার করতে পারতাম তাহলে তার মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁদের কাছে চলে যেতাম এবং জোর করে বলতে পারি আমার পথপ্রদর্শকও তাতে বাধা দিতেন না। কিন্তু তাহলে আমার সর্বাঙ্গ পুড়ে যাবে এবং আমি তাহলে তাদের মত বিকৃতদেহ হয়ে উঠব এই ভয় তাঁদের প্রতি আমার সমস্ত শুভেচ্ছার উচ্ছ্বাসকে স্তিমিত করে দিল। তাঁদের সকলকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরার সব বাসনাকে অবদমিত করে দিল। আমি তাই বললাম, আমার পথপ্রদর্শক যখন আপনাদের কথা বললেন, তখন আপনাদের মত যশস্বী লোকদের দেখার জন্য আকুল হয়ে উঠল আমার মন। কিন্তু আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে কোন ঘৃণা নয়, এমন এক গভীর দুঃখ জেগেছে আমার অন্তরে যা সহসা বিদূরিত হবে না। আপনি যে নগরের অধিবাসী ছিলেন আমিও সেই নগরেরই নাগরিক। আপনাদের যশোগান আমি লোক মুখে অনেক শুনেছি। সম্মানজনক বহু কৃতিত্বের কথাও অনেক শুনেছি। আমি হচ্ছি এমনই একজন যে বহু বিষের জ্বালা ভোগ করে ঐ পথপ্রদর্শকের নেতৃত্বে চলেছে এক নিশ্চিত অমৃত ফলের সন্ধানে। কিন্তু তার আগে প্রথমে এই নরকপ্রদেশের গভীরতম কেন্দ্রস্থলে অবতরণ করতে হবে।

জ্যাকোমো রুস্তিকুচি তখন বলল, আশা করি, তুমি দীর্ঘদিন জীবিত থাকার পর এমন এক অক্ষয় যশের অধিকারী হও যা তোমার মৃত্যুর পরও যেন বেঁচে থাকে। এখন তুমি আমাদের শহরের বর্তমান অবস্থার কথা বল। আজও কি আমাদের শহরের অতীত দিনের সেই বীরত্ব, সাহস, সৌজন্য, সংস্কৃতির গৌরবচ্ছটা অম্লান আছে না তা স্তিমিত ও ম্লান হয়ে গেছে? সম্প্রতি গিলিয়াম বার্সিয়াম নামে জনৈক ফ্লোরেন্সবাসী এই নরকের মাঝে আমাদের মতই যন্ত্রণা ভোগ করছে। সে এসে আমাদের শহরের যে বর্তমান দুর্দশার কথা বলল তাতে আমরা ব্যথিত হয়েছি বিশেষভাবে। গিলিয়াম তার থলে তৈরির ব্যবসা ছেড়ে বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে বিবাহ ও শান্তি স্থাপনের ব্যবস্থা করত। রেনেসাঁ যুগের প্রথম কথাসাহিত্যিকের প্রসিদ্ধ গল্পগ্রন্থ 'ডেকামেরণে' তার উল্লেখ আছে।

আমি তখন মুখ তুলে বললাম, হে ফ্লোরেন্সনগরী, তুমি এমন কতকগুলি স্বয়ংসিদ্ধ সুসন্তান প্রসব করেছিলে যাঁরা তাঁদের উজ্জ্বল কৃতিত্বের দ্বারা প্রভূত সমৃদ্ধি আর গৌরব দান করেছিলেন তোমাকে। কিন্তু বর্তমানে তুমি দুঃখে ও

বেদনায় চোখের জল ফেলেছ অবিরত।

তাদের প্রশ্নের উত্তর তারা পেয়ে গেল আমার এই কথায়। তারা তখন জীবিত মানুষের মতই তাকিয়ে রইল আমার মুখপানে। তারা সকলে বলল, ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত ভাষা তোমার আছে। মর্ত্যলোকে গিয়ে স্বাধীনভাবে সুখে শান্তিতে বাস করে কাব্যরচনার দ্বারা মানুষকে তৃপ্তি দান করো। যদি কোনদিন এই যন্ত্রণার রাজ্য হতে উন্মুক্ত মর্ত্যলোকে ফিরে যাও তাহলে সেখানে যে অভিজ্ঞতা এখানে লাভ করে গেলে তার কথা বলবে। তাহলে যেন মর্ত্যলোকের জীবিত মানুষদের কাছে আমাদের কথা বলো।

পরস্পরের হাত ধরে যে চক্রের আকারে তারা দাঁড়িয়ে কথা বলছিল সহসা সেই চক্রটি ভেঙ্গে গিয়ে অতি দ্রুত বেগে চলে গেল তারা। মনে হলো তাদের পাগুলো যেন পাখীর পাখা। তাদের কথার উত্তরে সম্মতিসূচক কোন কথা বলার আমাকে কোন সুযোগ না দিয়েই তারা অদৃশ্য হয়ে গেল সেই বালুকাময় ও জলন্ত মরুভূমির মাঝে। আমার পথপ্রদর্শক এবার অন্যত্র যাবার জন্য আবার যাত্রা শুরু করলেন এবং আমি তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলাম।

কিছুদূর অগ্রসর হতেই কানে বজ্রগর্জনের মত এক জলপ্রপাতের প্রবল শব্দ শুনতে পেলাম। সে শব্দ এতই প্রবল যে আমরা দুজনের মধ্যে কোন কথা বললে তা শুনতে পেতাম না। মঁতে ভিসো হতে যে জলস্রোত গর্জন করতে করতে আপেনাইন পর্বতের বাঁ দিকের ঢাল বেয়ে ক্রমশঃ নিচের দিকে নেমে গেছে এ জলপ্রপাতের শব্দ ঠিক তার মত। আমরা একটি খাড়াই পাহাড়ের ধার থেকে নিচে তাকিয়ে দেখলাম উপর থেকে এক বিশাল জলস্রোত সশব্দে নিচের অন্ধকারে পড়ে কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে। আমার কোমরে একটি দড়ি বাঁধা ছিল। আমার পথপ্রদর্শকের আদেশমত সেই দড়িটি খুলে তাঁর হাতে দিয়ে দিলাম ঠিকমত গুটিয়ে। তিনি সেই দড়িটি খুলে হাত দিয়ে উপর থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে নিচে ফেলে দিলেন। দড়িটা সোজা নিচে নেমে গেল।

আমি নিজের মনে মনে বলতে লাগলাম, নিশ্চয় এটা একটা অর্থপূর্ণ সঙ্কেত এবং এই দড়ি ধরে নিচের অন্ধকার জলরাশি হতে নিশ্চয় কোন আশ্চর্য বস্তু উঠে আসবে এবং আমার গুরু সেই বস্তুটিকেই খুঁজছেন উপর থেকে একদৃষ্টিতে নিচের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু কী আশ্চর্য! আমি তখন বুঝতে পারিনি ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ঋষি প্রকৃতির কোন মানুষের সাহচর্যে থাকতে হলে কত সাবধানে

থাকতে হয়। কারণ তাঁরা তাঁদের সহচর বা পার্শ্বচরের যে কোন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিন্তা ও অনুভূতির কথা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারেন। আমার মনের কথাও বুঝতে পারলেন আমার পথপ্রদর্শক। বললেন, নিশ্চয় সে বস্তু আসবে। যে বস্তুকে আমি খুঁজছি এবং যা তুমি কল্পনায় দেখতে চাইছ তা শীঘ্রই দৃষ্টিগোচর হবে তোমার। সত্যকে যখন চোখে দেখা যায় না, তখন তাকে মিথ্যা বলে মনে হয়। তখন তাকে কোন কথা না বলে ধীর হয়ে অপেক্ষা করতে হয়। তা না হলে পরে লজ্জা পেতে হয়, তার অজ্ঞতার জন্য।

কিন্তু হে আমার কমেডির পাঠকবর্গ, আমি নীরব হয়ে থাকতে পারি না। আপনাদের তৃপ্তিদানের জন্যআমিআমার গীতিকাব্য রচনা করে যাব অবিরাম। আমার এ কাব্যে যে রসমূর্তিটি ফুটিয়ে তুলব আমি তা আপনারা দীর্ঘকাল ধরে উপভোগ করে যেতে পারবেন। আপনারা বিশ্বাস করুন, সেই খাদের অন্ধকারে অস্বচ্ছ বায়ুমণ্ডল ভেদ করে তাকিয়ে আমি দেখলাম, একটি অদ্ভুতকায় বস্তু হাত দড়িটি ধরে ধীরে ধীরে উঠে আসছে। তাকে দেখে মনে হলো সে যেন অশান্ত জলরাশিমথিত সেই গভীর খাদের অন্ধকারে কোন এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধারকার্য সম্পন্ন করে ফিরে আসছে তার কাছে প্রেরিত এই সাহায্যের সূত্রকে অবলম্বন করে।

# সপ্তদশ সর্গ

## সপ্তম বৃত্ত, তৃতীয় অন্তর্বৃত্ত: শিল্পবিরোধী হিংসাশ্রয়ী পাপাত্মারা: গেরিয়ন

### কাহিনীসংক্ষেপ

প্রতারণার বৃত্ত থেকে গেরিয়ন নামে যে অদ্ভুত বস্তুটিকে ভার্জিল দড়ি ফেলে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তা এসে সেই খাড়াই পাহাড়ের নিচে নামল। ভার্জিল তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলে তপ্ত বালুকারাশির উপর বসে থাকা সুদখোরদের প্রেতাত্মাগুলিকে দেখতে লাগলেন দান্তে। অতঃপর কবি দান্তে গেরিয়নের পিঠে চেপে এক বিরাট বাধা অতিক্রম করে ইংরেজ প্রেতাত্মাদের জন্য নির্দিষ্ট বৃত্তের পথে এগিয়ে চললেন।

দেখ দেখ, কী অদ্ভুত কী ভীষণ ঐ জন্তু। তীক্ষ্ণ দংশনোদ্যত লাঙ্গুল-বিশিষ্ট ও জন্তু পাহাড় পর্বত লঙ্ঘন করে সব অস্ত্রের বাধাকে অগ্রাহ্য করে কত দুর্ভেদ্য ও দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ভেদ করে সমগ্র পাতাল প্রদেশের আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে চলে।

আমার গুরু একথা বলার পর গেরিয়নকে জলপ্রপাত হতে কিছু দূরে পাহাড়ের ধারে এক জায়গায় এসে থামার নির্দেশ দিলেন। গেরিয়ন কিন্তু শুধু তার মাথা আর বুকটা নিয়ে শক্ত মাটির উপর এসে থামল। কিন্তু তার লেজটা ছিল অন্যত্র। পূর্ব জীবনে গেরিয়ন ছিল একই সঙ্গে মানুষ, পশু ও সাপের মাথাবিশিষ্ট এক কিম্ভুত কিমাকার জন্তু এবং শক্তির দেবতা হার্কিউলেস তাকে বধ করেন। কিন্তু এই নরকে সে দুষ্ট প্রতারণার অপরিচ্ছন্ন এক প্রতীকরূপে প্রাদুর্ভূত। তার মুখটা মানুষের মত, সে মুখে বিরাজ করছে এক শান্ত স্নিগ্ধতা। কিন্তু তার দেহটা পশুর মত, বুক থেকে বেরিয়ে আসা দুটো হাতের উপর আছে তীক্ষ্ণ নখযুক্ত থাবা। আর তার লেজটি সাপের মত বিষাক্ত। তার গায়ে চাকা চাকা দাগ। এমন সুন্দর সঙ্গতিবিশিষ্ট রঙের ছাপ বর্ণবিশারদ তুর্কীদের দ্বারা প্রস্তুত কোন বস্তুতেও দেখা যায় না। গেরিয়ন প্রায়ই থাকে কিছুটা জলে আর কিছুটা ডাঙ্গায়। ভার্জিলের নির্দেশে গেরিয়ন তার বুক আর মাথাটা নিয়ে মাটিতে গুঁড়ি মেরে বুকে হেঁটে এসে উঠলেও তার কাঁকড়া বিছের মত লেজটা খাড়া ও শক্ত করে শূন্যে উঁচু করে রাখল।

এবার আমার পথপ্রদর্শক বললেন, চল আমরা ঐ জানোয়ারটার কাছে সরে যাই।

তাঁর কথামত আমরা ডান দিকে কিছুটা নেমে গিয়ে তপ্ত বালির দিকে দশ হাত এগিয়ে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম, জ্বলন্ত মরুভূমির তপ্ত বালুকারাশির উপর একদল পাপাত্মা বসে রয়েছে। আমার পথপ্রদর্শক তখন বললেন, যাও, ওদের কাছে ওদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করো, ওদের অবস্থার কথা জানো। কিন্তু বেশীক্ষণ কথা বলবে না। তুমি ওখানে গেলে আমি এই জন্তুটার সঙ্গে কিছু কথা বলব। ও যাতে পিঠে করে বাকি পথটুকু আমাদের বয়ে নিয়ে যায় তার চেষ্টা করব ওকে বুঝিয়ে।

তাঁর কথা শুনে আমি একা এগিয়ে গেলাম সপ্তম বৃত্তের শেষ সীমারেখায়। সেখানে গিয়ে দেখলাম একদল ছায়ামূর্তি বসে বসে নিদারুণ কষ্ট ভোগ করছে আর কাঁদছে। তপ্ত বালিতে বসে থাকতে না পেরে তারা ছটফট করছে দুঃসহ

উত্তাপে আর অবিরল অশ্রুর ধারা নির্গত হচ্ছে তাদের চোখ থেকে। নিচে তপ্ত বালি আর উপরে পাহাড় থেকে নেমে আসা বরফ গলা গরম জলের জ্বালায় জর্জরিত হচ্ছিল তারা। দারুণ গ্রীষ্মের দুঃসহ গরম আর মশা মাছির ক্রমাগত দংশন সহ্য করতে না পেরে কুকুরেরা যেমন ছটফট করে তেমনি তারা ছটফট করছিল। তাদের প্রত্যেকের গলায় তাদের পাপ ও শাস্তির কথা স্মরণ করার জন্য একটা করে টাকার থলে ঝোলানো ছিল। কারণ এই সব পাপাত্মারা সকলেই একদিন ছিল সুদখোর। তাদের মধ্যে একজন আমাকে বলল, তুমি আবার এই নরকগহ্বরে কি করছ? তোমার ত এখনো মৃত্যু হয়নি। জেনে রাখ, আমার প্রতিবেশী ভিতানিয়ানো এসে আমার বাঁ পাশে বসবে আমার কাছে।

এই সব ফ্লোরেন্স হতে আগত পাপাত্মারা সারাদিন ধরে চিৎকার করে এইভাবে। তাদের মধ্যে একজন বলল, আমি পদুয়ার লোক। ঐ সেই নাইটকে আসতে দাও যে তার বলিষ্ঠ ঘাড়ে তিনটে ছাগল নিয়ে বেড়াত।

আমার পথপ্রদর্শক আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে বলেছিলেন। বেশীক্ষণ এখানে থাকলে ক্রোধসঞ্চার হতে পারে তাঁর মনে এই ভেবে আমি ফিরে এলাম যথাস্থানে। এসে দেখলাম আমার পথপ্রদর্শক কবি ভার্জিল আগে হতেই গেরিয়নের পিঠের উপর চেপে বসে আছেন। তিনি আমাকে দেখে বললেন, সাহস অবলম্বন করে এইভাবে উঠে বসো। তুমি আমার সামনে এসে বস। কারণ তা না হলে ওর লেজে লেগে তোমার ক্ষতি হতে পারে।

শত্রুভয়ে ভীত অথচ প্রভুর উপস্থিতিতে সাহসী মৃগীর মত জ্বরগ্রস্ত রোগীর মত আমি তাঁর কথা শুনে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সেই ভয়ঙ্কর জন্তুটার উপর উঠে বসলাম। উঠে বসে কোনরকমে বললাম, আমাকে ধরো গুরু। কিন্তু যিনি যে কোন বিপদের সময় আমার সাহায্যে তৎপর হয়ে ওঠেন তিনি এবারেও আমার কথা শেষ হতে না হতেই আমি ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ধরে ফেললেন হাত দিয়ে। তারপর বললেন, এবার যাত্রা শুরু করো গেরিয়ন। ঘুরে ঘুরে বৃত্তটার নিচে নেমে যাও। তবে যে জীবিত মানুষটি তোমার পিঠে চেপে আছে তার কথাটা চিন্তা করো। জাহাজ যেমন ধীরে ধীরে উপকূল-সংলগ্ন বন্দর ত্যাগ করে এগিয়ে যেতে থাকে দূর সমুদ্রপানে তেমনি গেরিয়নও তার যাত্রীদের নিয়ে তার লেজটি বুকের কাছে গুটিয়ে যাত্রা শুরু করল। কখনো তার লেজটাকে গুটিয়ে আবার কখনো বা সে লেজকে শূন্যে প্রসারিত করে

তার থাবাওয়ালা দুটো হাত দিয়ে বাতাস কেটে কেটে শূন্যে ভেসে যেতে লাগল। ফীবাসপুত্র ফীটন ও ডেডালাসপুত্র আইকারিয়াসের থেকেও বেশী ভীত হয়ে উঠলাম আমি। একবার ফীবাসপুত্র ফীটন অনেক অনুনয় বিনয় করে সূর্যের রথ চালাবার অনুমতি লাভ করে। কিন্তু সে রথরশ্মি সংযত করতে না পেরে ভুলক্রমে পুড়িয়ে দেয় আকাশের ছায়াপথটিকে। গোটা পৃথিবীটাই পুড়ে যেত যদি না দেবরাজ জুপিটার বজ্র হেনে ফীটনকে বধ না করতেন। সেই ফীটনের হাত থেকে অসংযত রথরশ্মি খসে গেলে সে যতখানি না ভীত হয়েছিল তার থেকে ভীত হয়ে পড়লাম আমি। আবার ডেডালাসপুত্র আইকারিয়াসের অনুনয় বিনয়ে তার পিতা একবার তার দু কাঁধে দুটি পাখা মোম দিয়ে এঁটে দেন। কিন্তু পিতার নিষেধাজ্ঞা না শুনে আইকারিয়াস এত উঁচুতে উঠতে থাকে এবং সূর্য্যের এত কাছে গিয়ে পড়ে যে তার কাঁধে যে মোম দিয়ে পাখা দুটি আঁটা ছিল সে মোম সূর্যের তাপে গলে যায়। তার ফলে পাখা হারিয়ে আইকারিয়াস ঈজিয়ান সাগরে পড়ে গিয়ে ডুবে যায়। কিন্তু যখন সূর্যের উত্তাপে মোমটা গলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আইকারিয়াসের পাখা দুটো যখন তাঁর কাঁধ থেকে খসে যায় তখন সে হয়ত আমার মত ভীত হয়নি; যখন আমি দেখলাম আমি এক অদ্ভুতদর্শন জন্তুর পিঠে চেপে সীমাহীন এক অন্ধকার শূন্যে ভেসে চলেছি, যখন দেখলাম আমার চারদিকে কোন আলো নেই, কোন দৃশ্য বস্তু নেই, আছে শুধু অন্ধকার আর শূন্যতা তখন আমি এত বেশী ভীত হয়ে পড়লাম যে মনে হলো আমার থেকে ভীত এর আগে কেউ কখনো হয়নি।

সেই বিরাট শূন্যে সাঁতার কেটে উড়ে চলল গেরিয়ন। এক প্রচণ্ড বাতাসের বেগ চোখে মুখে অনুভব করতে লাগলাম আমি। সহসা আবার নিচের অন্ধকারে আবার এক জলপ্রপাতের প্রচণ্ড শব্দ শুনতে পেয়ে আমি সেই অন্ধকারেই একবার নিচের দিকে তাকালাম। আমার মাথাটা ঘুরছিল। কিন্তু কোন জলপ্রপাত দেখতে পেলাম না, দেখলাম শুধু আলোহীন অসংখ্য আগুনের শিখা লেলিহান জিহ্বা মেলে উপরের দিকে উঠছে আর তার মাঝে প্রেতাত্মারা আর্তনাদ করছে যন্ত্রণায়। সহসা অনুভব করলাম গেরিয়ন নামতে শুরু করেছে। সেই আগুন আর আর্তনাদের মাঝে গেরিয়নকে নামতে দেখে আগের থেকে আরো বেশী ভীত হয়ে উঠলাম আমি।

অবশেষে যে পাহাড়টি বৃত্তাকার একটি খাদকে বেষ্টন করেছিল সেই

পাহাড়ের পাদদেশে আমাদের নামিয়ে দিল গেরিয়ন। তারপর বাজপাখি যেমন উপর থেকে কোন শিকার দেখতে পেয়ে সহসা নেমে ছোঁ মেরে শিকারের বস্তু নিয়ে আবার চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে উড়ে যায় গেরিয়নও তেমনি আমাদের নামিয়ে দিয়ে মুহূর্ত মধ্যে ধনুর্মুক্ত তীরের মত উড়ে চলে গেল।

# অষ্টাদশ সর্গ

## অষ্টম সর্গ ঃ সাধারণ প্রতারণা ঃ ম্যালবোজেস

### কাহিনীসংক্ষেপ

এবার দান্তে এসে উপনীত হলেন অষ্টম বৃত্তে। এই বৃত্তটি দশটি জলরাশিপূর্ণ পরিখার ভিতর অবস্থিত। এ বৃত্তে আছে সেই সব পাপাত্মা যারা জীবনে হিংসার বশীভূত হয়ে মানুষকে প্রতারিত করেছে। কবি দান্তে প্রথম পরিখার ধারে বেড়াতে বেড়াতে দেখতে পেলেন সেই সব পাপাত্মার দলকে জীবনে যারা নিজেদের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য প্রতারণা করে এসেছে বহু নারীর সঙ্গে। দান্তে দেখলেন কতকগুলি দানব তাদের বেত্রাঘাত করতে করতে ক্রমাগত একদিক হতে অন্য দিকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এমন সময় বেলোনার ভেন্টিকো ক্যাসিয়াঁনেমিকো নামে এক ব্যক্তির আত্মার সঙ্গে কিছু কথা বললেন দান্তে। এরপর জেসনের ছায়ামূর্তি দেখতে পেলেন তিনি একটি পরিখার সেতুর উপর। তিনি থাইকেও দেখতে পেলেন। তারপর কয়েকজন তোষামোদকারীর ছায়ামূর্তির সঙ্গে কথা বললেন।

নরকের মধ্যে এমন একটি অঞ্চল আছে যার নাম ম্যালবোজেস। বৃত্তাকার এই সমগ্র অঞ্চলটি লোহার মত ধূসর রঙের পাথর দিয়ে তৈরি। এর খাড়াই প্রাচীরগুলিও প্রস্তরনির্মিত। তার মাঝখানে আছে একটি গভীর কূপ। এই বৃত্তটি দশটি পরিখার দ্বারা বিভক্ত। কোন এক বিরাট দুর্গকে সুরক্ষিত করার জন্য যেমন একটি পরিখার মাঝে আর একটি পরিখা থাকে তেমনি এই ম্যালবোজেস বৃত্তের মাঝে একটি পরিখার মাঝে আর একটি, আবার তার মাঝে আর কটি, এমনি করে ছিল দশটি পরিখা। একটি পরিখা যেখানে শেষ হয়েছে সেইখানে তার তীর ঘেঁষে শুরু হয়েছে একটি করে খাড়াই পাথরের উঁচু

প্রাচীর। এমনি করে দশটি পরিখা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে আছে একটি গভীর কূপ।

গেরিয়ন যেখানে আমাদের নামিয়ে দিল সেইখানে অর্থাৎ প্রথম পরিখার ধার দিয়ে কবি ভার্জিল বাঁ দিকে একটি পথ ধরে এগিয়ে চললেন। আমিও তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলাম নীরবে। আমি আমার ডান দিকে তাকিয়ে দেখলাম আরো বেশী যন্ত্রণার্ত একদল পাপাত্মার ছায়ামূর্তিকে। তারা ছিল সম্পূর্ণ নগ্ন। একদল শৃঙ্গধারী শয়তান তাদের সেই নগ্ন দেহে এমন নির্মমভাবে বেত্রাঘাত করছিল যে কোন পাপাত্মা দুবার সে বেত্রাঘাত খাবার পর আর তা সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে যাচ্ছিল। একবার সে আঘাত খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুঁকড়ে যাচ্ছিল তাদের সর্বাঙ্গ। তারা লাফাচ্ছিল। সহসা তাদের মধ্যে একজন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আমি আপন মনে বলে উঠলাম, কোথায় যেন ওকে দেখেছি, ওর মুখটা চেনা মনে হচ্ছে।

আমি যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তাদের দলের মধ্য থেকে যাতে আমার পরিচিত মুখটিকে চিনে বার করতে পারি তার জন্য আমাকে সুযোগ দিলেন আমার পথপ্রদর্শক। তিনিও দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমি যাকে খুঁজছিলাম, আমার সেই পরিচিত ব্যক্তিটি বেত্রাহত অবস্থায় তার মুখটা লজ্জায় দেখাতে না পেরে মাথা নত করে মুখটা লুকোচ্ছিল। কিন্তু তাতে কোন ফল হলো না। আমি তাকে চিনতে পেরে বললাম, শুনছ, তোমার নাম বেনেডিকো না? তা না হলে আমি ভুল দেখছি। ক্যাসিয়ানেমিকো, আমি তোমাকে ভালভাবেই চিনি। কিন্তু কোন শয়তান বেত্রাঘাতের দ্বারা তোমার পিঠটাকে এমনভাবে ক্ষত বিক্ষত করছে?

বেনেডিকো উত্তর করল, আমি তা বলব না। তবু তোমার কথার টান শুনে আমার পূর্বজীবনের কথা মনে পড়ছে এবং তার ফলে তোমার কথার উত্তর দিতে বাধ্য হব আমি। আমিই হচ্ছি সেই লোক যে সুন্দরী মিসোনাকে জারজ লালসার শিকার হিসাবে তুলে দিয়েছিল মার্শেলীর হাতে। এই কুৎসিত নিন্দাজনক কাহিনী বোধ হয় আজও সেখানকার লোকের মুখে মুখে ফেরে। তবে বেলোনা থেকে আমি একা আসিনি। রোমো ও স্যাভেনা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের সমগ্র ভূখণ্ডের অধিবাসীরাই প্রায় ওই প্রকৃতির। কে কার সাক্ষ্য দেবে? কে কার নিন্দা করবে?

এমন সময় একজন প্রহরীবেশী শয়তান তার কোমরে একটি চাবুক দিয়ে

বললে, দূর হয়ে যাও এখান থেকে, এখানে দালালি করার মত কোন মেয়ে নেই।

আমি আবার আমার পথপ্রদর্শকের কাছে ফিরে গেলাম। আমরা তারপর ঠিক ডান দিকে ঘুরে ধীরে ধীরে ঢাল বেয়ে এক উঁচু পাহাড়ের পথে উঠতে লাগলাম। কিছুদূর যাবার পর এক গিরিবর্ত্মের কাছে এলে আমার পথপ্রদর্শক কবি ভার্জিল বললেন, থাম, যারা তোমার পিছনে আসছে তাদের আগে চলে যেতে দাও। তুমি এতক্ষণ তাদের দেখতে পাওনি, কারণ তারা এই পথেই আসছিল আমাদের পিছু পিছু।

পিছন ফিরে দেখলাম দানবাকৃতি এক শয়তানের চাবুক খেতে খেতে একদল পাপাত্মার ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে এইদিকে। আমার গুরুদেব বললেন, দেখ কে আসছে। উনি হচ্ছেন জেসন, দূর অতীতের এমনই এক মহান ব্যক্তি যিনি শত দুঃখবেদনা সত্ত্বেও এক বিন্দু চোখের জল ফেলতেন না। উনি হচ্ছেন গ্রীকবীর জেসন যিনি কোলচিদের রাজা আইতেসের হাত থেকে সোনার পশম আনার জন্য আর্গোনটদের নেতৃত্ব দান করেছিলেন। তাঁকে এ কাজে সহায়তা করেছিল রাজা আইতেসের কন্যা মিডীয়া। পরে জেসন মিডীয়াকে বিবাহ করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে অন্য এক নারীর মোহে পড়ে মিডীয়াকে ত্যাগ করেন জেসন। একবার লেমনস দ্বীপের নারীরা সেখানকার সব পুরুষদের হত্যা করতে শুরু করে, কারণ তারা থ্রেসদেশ থেকে এক বারবণিতাকে নিয়ে এসে সাধারণের রক্ষিতা হিসাবে রেখে দেয়। তখন সেই নিধনযজ্ঞকালে রাজা থোয়াসের কন্যা হিপসিপাইল তার পিতাকে কোন-রকমে বাঁচায়। আর্গোনটরা জেসনের নেতৃত্বে দেশে ফিরে যাবার সময় লেমনস দ্বীপে নামে এবং জেসন হিপসিপাইলকে ছলনাময় প্রেমের দ্বারা প্রতারিত করে। মিষ্ট কথায় প্রথমে মিডীয়াকে ভুলিয়ে তার মন জয় করে পরে তাকে ফেলে চলে যায় জেসন। এইভাবে সমস্ত প্রতারকরাই গভীর খাদের অন্ধকারে কষ্ট ভোগ করে।

আমরা বেড়াতে বেড়াতে দ্বিতীয় পরিখার সেতুর উপর এসে পড়লাম। সেখানে এসে দেখলাম একদল পাপাত্মা প্রবলভাবে চিৎকার করতে করতে পরস্পরের মধ্যে মারামারি করছে আর থুথু ফেলছে পরস্পরের গায়ে। কোথায় যেন কি একটা বস্তু দগ্ধ হচ্ছে আর সেই দাহের গন্ধে ঘ্রাণশক্তি অভিভূত হয়ে আসছিল আমার। সেই পরিখাটা ছিল ভীষণ গভীর। আমি নিচের দিকে

তাকিয়ে অনেক চেষ্টা করেও তার তলদেশ দেখতে পেলাম না। দেখতে পেলাম শুধু তার খাড়াই পার। তারপর অনেক কষ্ট করে দেখলাম, সেই পরিখার গভীর তলদেশে একদল পাপাত্মার ছায়ামূর্তি পচা গোবরের মধ্যে ডুবে থেকে ছটফট করছে তার দুর্গন্ধে। আমি আর একবার ভাল করে তাকিয়ে একজনকে চিনতে পারলাম তাদের মধ্যে। তবে তার মাথা ও মুখটা এমনভাবে গোবরমাখা ছিল যে আমি ঠিক চিনতে পারছিলাম না।

আমি তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিশেষভাবে তাকিয়ে থাকার জন্য সে রাগতভাবে বলল, আমার পানে এমনভাবে তাকিয়ে আছ কেন? কি দেখছ দাঁড়িয়ে?

আমি বললাম, আমার স্মৃতিশক্তি যদি অবিকৃত থাকে তাহলে বলতে পারি আমি তোমাকে ঠিক চিনেছি। তাছাড়া তোমার মুখটা শুকনো আছে, কাদায় ভিজে যায়নি। তুমি হচ্ছ নিউকার এ্যানেসিও ইন্টারমেই।

কুমড়োর মত মাথাটা নিয়ে সে বলল, যে জিহ্বার দ্বারা সারাজীবন আমি তোষামোদ করে এসেছি আপন স্বার্থের খাতিরে, সেই জিহ্বাই আমাকে নিয়ে এসেছে এই নরকের মধ্যে।

আমার পথপ্রদর্শক বললেন, যাবার আগে ভাল করে নিচের দিকে তাকিয়ে আর একজনকে দেখ। দেখবে আলুলায়িতকেশা এক নারী ক্লেদাক্ত দেহে বড় বড় নখ নিয়ে কাদা ঘাঁটছে ময়লা জলে। ও হচ্ছে বারবণিতা থাই, এথেন্সের রাজসভার লোকদের সঙ্গ দান করত।

থাইএর ভালবাসার লোক তার কাছেই ছিল। সে থাইকে জিজ্ঞাসা করল, আমি তোমার ভালবাসা কতদূর লাভ করতে পেরেছি থাই?

থাই বলল, যে ভালবাসার পরিণাম আশ্চর্যজনক।

আমার সহসা মনে হলো আমি যেন অনেক কিছু দেখেছি। অনেক কিছু শুনেছি।

# ঊনবিংশতি সর্গ

## অষ্টম বৃত্ত, তৃতীয় অন্তর্বৃত্তঃ উর্দ্ধাঙ্গ নিম্নমস্তকবিশিষ্ট সাইমোনিয়াকগণ

### কাহিনীসংক্ষেপ

অষ্টম বৃত্তের অন্তর্গত সেই তৃতীয় পরিখার ধারে এসে দান্তে দেখতে পেলেন সাইমোনিয়াক নামে এক শ্রেণীর পাপাত্মাদের। তিনি দেখলেন তাদের মাথা-গুলো এক একটা গুহার মধ্যে ঢোকানো রয়েছে আর পাগুলো বাইরে রয়েছে। আগুনের জ্বাল দিয়ে সেই পাগুলো পোড়ানো হচ্ছে। তাদের মধ্যে দান্তে এক সময় দেখতে পেলেন পোপ তৃতীয় নিকোলাসের ছায়ামূর্তিকে এবং তার সঙ্গে কিছু কথা বললেন। পোপ নিকোলাস ভবিষ্যদ্বাণী করল দান্তের তুজন বংশধরও তার মত এই ধরনের নরকযন্ত্রণা ভোগ করবে। দান্তে তার অর্থলোভের জন্য তীব্র ভাষায় তিরস্কার করলেন।

হে সাইমন মেগাস ও তার শিষ্যগণ, বিশ্বাসঘাতক হীন তস্করের দল যারা অর্থের লোভে ঈশ্বরের পবিত্র যত সব ধর্মীয় বস্তু বিক্রয় করেছ! যে স্বেচ্ছাচারিতা ও অধর্মাচরণের পরিচয় তোমরা দিয়েছ তার জন্য আজ তোমাদের এই তৃতীয় পরিখার মধ্যে নারকীয় শাস্তি ভোগ করতেই হবে।

হে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর, যে পরম জ্ঞান ও ন্যায়বিচার বুদ্ধির দ্বারা তুমি স্বর্গ, মর্ত্য ও এই পাতালপ্রদেশ নির্মাণ করেছ তা কত গভীর, তুমি কত বড় শিল্পী!

আমি পরিখার মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ভাল করে দেখলাম, পরিখার গাত্র ও তলদেশে অসংখ্য একই আকারের গোলাকার গর্ত রয়েছে। ফ্লোরেন্সে সেণ্ট জন গীর্জার মধ্যে যাজকদের দাঁড়াবার কাছে যেমন ছোট ছোট বাধানো গর্ত আছে এই সব গর্তগুলো তার থেকে বড় নয়। আমি দেখলাম পরিখামধ্যস্থিত সেই সব গর্তগুলির মুখগুলিতে পাপাত্মাদের পাগুলি আবদ্ধ রয়েছে, কিন্তু তাদের মাথা ও দেহগুলি সব গর্তের মধ্যে ঢোকানো রয়েছে আর তাদের পায়ের পাতাগুলি গোড়ালি থেকে জ্বলছে।

আমি বললাম, গুরুদেব, ঐ যে পাপাত্মাটি জ্বলন্ত উর্ধ্বাঙ্গ ও নিম্নমস্তক অবস্থায় আগুনের দুঃসহ তাপে কুঁকড়ে উঠছে ও কে? মনে হচ্ছে ওর শাস্তি এবং কষ্টভোগ অন্যান্যদের হতে সর্বাধিক।

আমার পথপ্রদর্শক বললেন, তোমাকে নিচে বয়ে নিয়ে যাবার যদি অনুমতি দাও তাহলে দেখবে ঐ ব্যক্তিটি নিজের মুখে বলবে তার পাপের কথা। তার কাছ থেকেই জানতে পারবে তার পূর্বজীবনের কথা।

আমি বললাম, তুমি সর্বশক্তিমান, তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। তুমি আমার বাসনার কথা সবই জান। তোমার ইচ্ছার বাইরে আমি কখনই যাব না। কোন কিছুই চাইব না।

আমার পথপ্রদর্শকের নেতৃত্বে চতুর্থ পরিখার ধারে গিয়ে নিচের দিকে নামতে লাগলাম। অবশেষে একটি গর্তের কাছে আমাকে নিয়ে গিয়ে আমার পানে মুখ ঘুরিয়ে তাকালেন ভার্জিল। আমি তখন সেই পাপাত্মার ছায়ামূর্তিটিকে সম্বোধন করে বললাম, হে উর্ধ্বপদ ছায়ামূর্তি, তুমি যেই হও আমার সঙ্গে কথা বল।

এই কথা বলে কোন এক ক্রুত সমাহিত নরঘাতকের সমাধির পাশে তার স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য যেমন কোন যাজক তার মৃত আত্মাকে আহ্বান করে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে তেমনি আমিও দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে।

সে তখন তার উত্তরে বলল, তুমি এরই মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছ বনিফিস? তোমার ত অনেক পরে আসার কথা ছিল। যে পবিত্র গীর্জা স্বয়ং ঈশ্বরের দুহিতা এবং বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী, তুমি তোমার ধর্মীয় পিতৃপদকের অপব্যবহার ও বিশ্বাসঘাতকতা করে তোমার পাপকর্মের দ্বারা তাকে ধর্ষণ ও কলুষিত করেছ।

আমি তার কথা বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে রইলাম। পরে জানলাম আমি যার সঙ্গে প্রথম কথা বলছিলাম সে হচ্ছে পোপ তৃতীয় নিকোলাস। নিকোলাস যে গর্তের মধ্যে ছিল সেটি মৃত লোকদের জন্য নির্দিষ্ট একমাত্র গর্ত। সেখানে পালাক্রমে মৃত লোকদের আত্মারা বুকে শাস্তি ভোগ করে। নিকোলাসের মাথাটা গর্তের ভিতরে থাকায় আমি তার কাছে গিয়ে কথা বলতেই সে ভাবল পোপ অষ্টম বনিফিস এসে গেছে তার নির্দিষ্ট সময়ের আগেই।

কবি ভার্জিল তখন আমাকে বললেন, তুমি ওকে বল, ও যাকে ভাবছে তুমি সে নও।

আমি তখন তাকে সেই কথা বলতে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাঁদতে কাঁদতে

বলল, তাহলে তুমি আমার কাছে কি চাও? কে তুমি? আর কেনই বা তুমি আমার নাম ধাম জানার জন্য এই পরিখার মাঝে নেমে এসেছ এত কষ্ট করে? তাহলে জেনে রাখ, আমি ছিলাম পোপ। পোপের ধর্মীয় পোষাক আবৃত করে থাকত আমার স্কন্ধদেশ। আমি ছিলাম সম্ভ্রান্ত ওর্সিনি বংশের সন্তান। ইতালি ভাষায় ওর্সার অর্থ হলো ভালুক। তাই ভালুক-বাচ্চার মতই ছিলাম তেজস্বী এবং আমার সে বংশের আরো অনেক বেশী উন্নতি সাধন করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু অদৃষ্টদোষে আমাকে এখানে এসে এই দুঃসহ নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। আমার পরবর্তী পোপের আত্মা এখানে এসে দাঁড়ালেই আমার পূর্ববর্তী পোপদের মতই আমাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এই গর্তের গভীরতম প্রদেশে। কিন্তু আমি এখানে এইভাবে যতক্ষণ রয়েছি আমার পরবর্তী পোপকে ততক্ষণ থাকতে হবে না। বনিফিসের কার্যকাল আমার থেকে হবে অনেক কম। তারপর আসবে পশ্চিম অঞ্চলের গ্যাসকনি প্রদেশ থেকে পোপ পঞ্চম ক্লীমেণ্ট। জেসনের মত সেও লিপ্ত হবে পাপকর্মে। ফ্রান্সের রাজা ফিলিপের সহায়তায় সে পোপ-পদে অধিষ্ঠিত হবে। জেসন এ্যাণ্টিওকাসের কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণ করে তাকে প্রধান পুরোহিতের পদ দান করে।

আমি বুঝতে পারলাম না আমার এখানে কথা বলা ঠিক হবে কি না। তবু আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল। আমি নিকোলাসকে জিজ্ঞাসা করলাম. আচ্ছা কত টাকা পিটারকে পুরোহিতের পদ দেবার আগে তার কাছ থেকে নিয়েছিলে? সিসিলির রাজা পঞ্চম চার্লসএর সঙ্গে তোমার ভাইঝির বিয়ে দেবার জন্যই বা কত টাকা নিয়েছিলে চার্লসএর কাছ থেকে? অন্যায় ভাবে অর্জিত সেই সব টাকা বা ধনসম্পদ আজও কি রাখতে পেরেছ? এখানে নিয়ে আসতে পেরেছ? এই নারকীয় শাস্তির উপযুক্ত তুমি। তুমি আরো অনেক ক্ষমতার অপব্যবহার করেছ। আমি অকুণ্ঠভাবে তা সব বলতে পারি। তুমি তোমার অর্থলোভের দ্বারা অনেক মানুষের অনেক ক্ষতি সাধন করেছ। ধর্মস্থানকে কলুষিত করেছ। পৌত্তলিকদের থেকেও তুমি বেশী অপরাধ করেছ। হে কনস্তানতাইন! কী ভুলই না তুমি করেছিলে! খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে কোন ভুল করনি তুমি। তুমি ভুল করেছ পোপকে প্রথম রাজক্ষমতা দান করে।

আমি নিকোলাসকে এইভাবে যা বললাম আমার পথপ্রদর্শক সে কথা

সব শুনে তা মৃদু হাসির দ্বারা সমর্থন করলেন। তারপর তিনি আমাকে দুহাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলেন। আমরা আবার যে পথে নেমে এসেছিলাম সেই পথ ধরে উপরে উঠতে লাগলাম। তিনি আমাকে বয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন। অবশেষে তৃতীয় ও চতুর্থ পরিখার মধ্যবর্তী সেতুর উপর তিনি আমাকে নামিয়ে দিলেন।

# বিংশতি সর্গ

## অষ্টম বৃত্ত : চতুর্থ পরিখা : যাদুকরগণ : বিকৃত দৃশ্য

### কাহিনীসংক্ষেপ

চতুর্থ পরিখায় এসে দান্তে দেখলেন যাদুকরদের আত্মা। তিনি দেখলেন যাদুকরদের ছায়ামূর্তিগুলির মাথা পিছন দিকে মোচড় দিয়ে বাঁকানো। তাই তারা পিছন দিকে হাঁটে। তারা সামনে কোন কিছু দেখতে পায় না। ভার্জিল দান্তেকে মাঞ্চুয়ার উৎপত্তি সম্পর্কে কিছু বললেন।

এই বিংশতি সর্গে আমি বর্ণনা করব নূতন নূতন শাস্তির কথা। বর্ণনা করব সেই সব পাপাত্মার কথা গভীর খাদের অতল অন্ধকারে যারা পড়ে আছে।

আমি আমার সম্মুখস্থ খাদটিকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হলো গোটা খাদটাই অসংখ্য মানুষের চোখের জলে ভিজে আছে। সেই বৃত্তাকার উপত্যকাভূমির মধ্য দিয়ে নীরবে কাঁদতে কাঁদতে আমাদের দিকে আসতে দেখলাম। তাদের দিকে আমি আমার দৃষ্টি কিছুটা নামিয়ে দেখলাম, তাদের ঘাড়গুলো পিছনের দিকে এমনভাবে ঘোরানো যে তারা সব সময় পিছনের দিকে হাঁটে এবং সামনের কোন জিনিস দেখতে পায় না। পক্ষাঘাত রোগের আকস্মিক আক্রমণেই মানুষের দেহটা এমনভাবে বিকৃত হয়ে উঠতে পারে। আমি এর আগে কখনোও এ ধরনের মানুষ দেখিনি।

হে আমার পাঠকবৃন্দ, ঈশ্বরের কৃপায় তোমরা যেন আমার বই পড়ে লাভবান হয়ো। মানুষের পাপকর্মের পরিণামস্বরূপ মানবদেহের এই ভয়ঙ্কর বিকৃতি

দেখে আমার দুচোখ জলে ভরে এসেছিল। সে চোখ কোনক্রমেই আমি শুষ্ক রাখতে পারিনি। একটি বড় পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সত্যিই আমি কেঁদেছিলাম। আমাকে সেভাবে কাঁদতে দেখে আমার পথ-প্রদর্শক বললেন, তুমি দেখছি নির্বোধের মত আচরণ করছ। মনে রেখো এখানে দরদ প্রদর্শনের অর্থ হলো অধর্মাচরণ করা। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ন্যায়বিচারপ্রসূত কোন কাজ দেখে বেদন। বোধ করে তার মত দুষ্ট প্রকৃতির লোক আর হতে পারে না।

অতএব মুখ তুলে দেখ। থীবস্‌দের শক্র সেই ব্যক্তিটিকে দেখা যাবে একদিন ধরিত্রী যাকে মুখব্যাদান করে গ্রাস করেছিল। সে যখন থীবস্‌দের চোখের সামনে দিয়ে সহসা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে পালিয়ে যায় তখন তাকে অনেকেই বলেছিল, কোথায় যাচ্ছ এ্যাম্ফিয়ারেইস? কিন্তু সে কারো কথা শোনেনি। সে পিছনে তাকায়নি। শুধু ক্রমাগত ছুটে চলেছিল। অবশেষে সে মাইনসে এসে থেমেছিল। কারণ সে জ্যোতিষবিদ্যার সাহায্যে আগেই জেনেছিল যুদ্ধে মৃত্যু হবে তার। তাই যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে পালিয়ে যাচ্ছিল দূরে বহু দূরে। তার দৃষ্টি তখন ছিল শুধু সামনের দিকে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে জ্ঞান একমাত্র ঈশ্বরের অধিগত, বিধির বিধানকে লঙ্ঘন করে সেই জ্ঞান সে লাভ করতে চেয়েছিল। তাই তার ঘাড় মুখ আজ পিছনের দিকে ঘোরানো; তাই আজ সে শুধু পিছনের দিকে হাঁটে। সামনে কিছুই দেখতে পায় না। আরো দেখ টায়ারসিয়াসকে। টায়ারসিয়াস ছিল থীবস্‌দেশীয় এক ভবিষ্যদ্বক্তা। সে যাদুবিদ্যাও জানত। একবার যৌবনে সে মিথুনরত আলিঙ্গনাবদ্ধ দুটি সাপকে তার যাদুকাঠি দিয়ে স্পর্শ করে পৃথক করে দেয়। তার ফলে সঙ্গে সঙ্গে সে পুরুষ হতে নারীতে রূপান্তরিত হয়। সাত বছর এইভাবে থাকার পর আবার একজোড়া সাপকে পৃথক করার ফলে আবার সে তার পুরুষ জীবন ফিরে পায়। লুনা ও ক্যাবেরা পর্বতের ধর্মপ্রস্তরের গুহার মাঝে এ্যাকারণ নামে যে জাতির লোকেরা বাস করে তারাও ঘাড়টাকে পিছন দিকে মুচড়িয়ে হাঁটতে পারে।

আরো দেখ, অদূরে কেশাবৃত যে নারীটিকে দেখতে পাচ্ছ, যে নারী তার আলুলায়িত কেশজাল দিয়ে তার মুখ ও বুক ঢেকে রেখেছে সে হলো টায়ার-সিয়াসের কন্যা ম্যান্টো। তার পিতার মত সেও ছিল জ্যোতিষী। তার পিতার মৃত্যুর পর বেকাসের জন্মভূমি থীবস্ নগরী যখন পরাধীনতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়

তখন সে দেশে দেশান্তরে বেশ কিছুকাল ঘুরে বেড়ায়। অবশেষে সে আবার জন্মভূমিতে এসে বসবাস করতে থাকে। ইতালির উত্তর দিকে যে আল্পস পর্বত দ্বারা জার্মানি দেশ বেষ্টিত হয়ে আছে সেই আল্পস পর্বতের পাদদেশে শান্ত জলের এক বিশাল বুক নিয়ে যেন কিসের স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে বেনাকো নামে এক হ্রদ। আপেনাইনের পর্বতশৃঙ্গ হতে গার্দা ও ভাল কামোনিকার মাঝখান দিয়ে অনেক নদী বয়ে গেছে। বেনাকোর হ্রদ থেকেও একটি নদী বেরিয়ে গভার্ণোর কাছে গিয়ে পো নদীতে গিয়ে মিলিত হয়েছে। কিন্তু পো নদীতে মিলিত হবার আগে সেই নদীটির মাঝপথে একটি সমতলভূমিতে এক জলাশয় আছে। গ্রীষ্মকালে সেই জলাশয়ের বদ্ধ জল অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। যাদুকরী ও জ্যোতিষী ম্যাণ্টো ঘুরতে ঘুরতে একদিন সেই জলাশয়ের মাঝখানে এক বিরাট চরায় অনেক খালি জায়গা দেখতে পেয়ে সেখানে বসবাস করতে শুরু করে দিল। পরে একদল যাযাবর এসে সেখানে এক নগর পত্তন করে ম্যাণ্টোর নাম অনুসারে তার নাম দিল মাঞ্চুয়া। কিছুকাল আগে পর্যন্ত মাঞ্চুয়া ছিল এক জনবহুল শহর। কিন্তু গুয়েল্ফদলীয় ক্যাসালোদী তার নির্বুদ্ধিতার বশবর্তী হয়ে তার স্বদলীয় শুভার্থীদের নির্বাসিত করার ফলে সে নগরের শাসনভার ক্যাসালোদীর হাত থেকে চলে যায় বিশ্বাসঘাতক পিনামন্টির হাতে। এই হলো আমার জন্মস্থান মাঞ্চুয়ার উৎপত্তির কাহিনী। এ সম্বন্ধে অন্য কোন কাহিনী কোথাও শুনলে তা বিশ্বাস করবে না।

আমি বললাম, গুরুদেব, তোমার শিক্ষাদীক্ষায় আমার এতদূর বিশ্বাস যে তোমার কথা ছাড়া অন্য সব কথা ও কাহিনী আমার কাছে ধূলো ও ছাইএর মত মনে হয়। কিন্তু শোন, অদূরে ঐ যে একদল ছায়ামূর্তি দেখা যাচ্ছে ওদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন ব্যক্তির আত্মা আছে কি না তা বল।

ভার্জিল উত্তর করলেন, ঐ যে বাদামী রঙের ঘাড়ের উপর শুভ্রশ্মশ্রুবিশিষ্ট যে ব্যক্তিটিকে দেখছ উনি ছিলেন গ্রীস দেশের একজন নামকরা জ্যোতিষী। এর নাম ইউরিফাইলাস। উনিও রাজা এ্যাগামেমনের সঙ্গে ট্রয়যুদ্ধে গমন করেন। তখন সারা গ্রীসদেশে একটাও পুরুষ মানুষ এমন কি একটা ছেলেও ছিল না, সকলেই গিয়েছিল ট্রয়যুদ্ধে। ট্রয়যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত রণতরীগুলি রওনা হতে গিয়ে অচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাতে ভবিষ্যদ্বক্তা ক্যালচা যে নরবলির বিধান দান করেন ইউরিপাইলাস তা সমর্থন করেন। আরো দেখ মাইকেল স্কটকে। স্কট ছিল যাদুবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। গী বোনাতিত ক্যাশভেন নামক

জ্যোতিষীরাও রয়েছে। তারা সকলেই এখন অনুতাপ করছে। আর একদল মেয়ে সূচ সুতো দিয়ে সেলাই করে চলেছে সব সময়। ওরা ছিল যাদুকরী ও ডাইনি। ওরা ওদের জীবিতকালে কোন লোকের মৃত্যু ঘটাতে চাইলে এক মোমের প্রতিমূর্তি গড়ে সেটাকে নখ দিয়ে খোঁচাত অথবা আগুন দিয়ে তা গলিয়ে দিত আর তাহলেই সেই লোকটি মরে যেত। এখন ওদের সেই ক্ষতিকারক যাদুবিদ্যার জন্য অনুতাপ করছে ওরা। এখন চল, যাবার সময় হয়েছে। গতকাল ছিল পূর্ণিমা। আজ চাঁদের লণ্ঠন ডুবে গেছে। চল তাড়াতাড়ি।

## একবিংশ সর্গ

### অষ্টম বৃত্ত : পঞ্চম পরিখা : জ্বলন্ত গহ্বর।

### কাহিনীসংক্ষেপ

পঞ্চম পরিখায় এসে দান্তে দেখলেন ব্যারেটার নামক একদল পাপাত্মাকে। অর্থপিশাচ সাইমনিয়াকরা যেমন অর্থের লোভে ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিকে কলুষিত করত তেমনি ব্যারেটারেরা সরকারী কর্মচারিরূপে জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে টাকা রোজগার করত তাদের জীবনে। তাদের আত্মা এখন এক জ্বলন্ত পরিখার মধ্যে দগ্ধ হচ্ছে। একজন সৈন্য তীক্ষ্ণ কঠোর দৃষ্টিতে তাদের প্রহরা দিচ্ছে। সেতু পার হয়ে ভার্জিল দৈত্যদের সঙ্গে কিছু কথা বলার জন্য এগিয়ে গেলেন। দৈত্যদের প্রধান বেনজিকিউ বলল, যেদিন যীশু নরকে প্রবেশ করেন সেদিন এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয় আর তার ফলে যে পাহাড়টিকে এতক্ষণ তাঁরা অনুসরণ করে আসছিলেন তার মাথাটি ভেঙ্গে যায়। পঞ্চম পরিখা হতে ষষ্ঠ পরিখায় যাবার কোন সেতু না থাকায় বেনজিকিউ বলল, সে দশজন দৈত্য তাদের সঙ্গে দেবে। তারা তাঁদের নিরাপদে অন্য একটি অভগ্ন সেতুর কাছে দিয়ে আসবে। সেই দৈত্যদের সঙ্গে সেই পরিখার নিচের দিকে নেমে যেতে লাগলেন ধীরে ধীরে।

এইভাবে আমরা একটি পরিখার সেতু হতে চলে এলাম আর একটি পরিখার সেতুতে। পঞ্চম পরিখায় এসে দেখলাম তার ভিতরে গভীর অন্ধকার।

দেখলাম অতলান্তিক খাদের সেই গভীর অন্ধকারে কালো পিচের মত কি একটা জিনিস ফুটছে আর মাঝে মাঝে তার ভিতর থেকে কালো বুদ্বুদ উঠে ফেটে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। আমি তা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিলাম। এমন সময় আমার পথপ্রদর্শক চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'দেখ দেখ।' এই কথা বলে আমাকে হাত দিয়ে ধরে তাঁর কাছে টেনে নিলেন। যে জিনিষ মানুষ দেখতে ভয় পায় তা দেখতে গেলে যেমন এক শঙ্কাকীর্ণ কুণ্ঠা ও সংশয়ে অভিভূত হয়ে পড়ে সে আমিও তেমনি আমার পথপ্রদর্শকের দ্বারা নির্দিষ্ট লক্ষ্যণীয় বস্তুর পানে তাকাতে সংশয় ও কুণ্ঠাবোধ করছিলাম। অবশেষে আমি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলাম এক ঘোর কৃষ্ণকায় শয়তান পাখা মেলে দ্রুত বেগে উড়ে আসছে। ঠিক উড়ে না, পাখা থাকলেও সে তার হালকা পা নিয়ে দ্রুত বেগে ছুটে আসছিল। তার পিঠে ছিল এক বিরাট কুঁজ আর সে তার পিঠে এক পাপাত্মাকে বহন করে আনছিল।

তার পিঠের উপর থেকে সেই পাপাত্মাকে নামিয়ে দিয়ে বলল, এইখানে নাম, আবার আমাকে যেতে হবে আর একজনকে আনতে। এবার আমি যয়ে নিয়ে আসব সেণ্ট জিলাকে। এই সব দুর্নীতিপরায়ণ লোকেরা একমাত্র বনতুরো ছাড়া আর সব শহর থেকেই আসছে।

এই বলে দ্রুত বেগে ছুটে গেল সেই কৃষ্ণকায় শয়তানটা। কোন চোরের পিছনে এত দ্রুত কোন কুকুর ছুটে যেতে পারে না। তখন সেই পাপাত্মাটি উঠে দাঁড়াতেই প্রহরারত সেই দানবিক শয়তানরা গর্জন করে উঠল, আর ওঠার চেষ্টা করো না। এখানে খৃস্টের কোন কাঠের মূর্তি নেই যে তোমার এই বিপদের সময় তোমাকে সাহায্য করতে আসবে তুমি ডাকলেই। এখানে গোপনে বাঁ হাতে লোকের কাছ থেকে ঘুঁষের টাকা নেওয়া আর চলবে না।

এই বলে তারা রাঁধুনি যেমন খুন্তি দিয়ে হাঁড়ির মধ্যে মাংস সিদ্ধ করার জন্য গরম জলের মধ্যে ডুবিয়ে দেয় তেমনি সেই দৈত্যরূপী প্রহরীরা সেই পাপাত্মার দেহটাকে পরিখা মধ্যস্থিত জ্বলন্ত কটাহের মধ্যে জোর করে ডুবিয়ে দিল।

আমার গুরুদেব আমাকে বললেন, ও সব না দেখাই ভাল। চল একটা পাথরের পাশে আড়ালে চলে যাই। প্রহরীগুলো যতই রাগারাগি করুক না কেন, গ্রাহ্য করতে হবে না। আমি ওসব অনেক শুনেছি।

সেতু পার হয়ে কবি ভার্জিল যেমন ষষ্ঠ পরিখার ধারে পা দিয়েছেন অমনি সেই দানবরূপী প্রহরীরা শিকারী কুকুরের মত প্রচণ্ড বেগে ছুটে এল। এক হিংস্র আবেগের তাড়নায় ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল তাদের মুখগুলো। মনে হচ্ছিল তাদের প্রত্যেকটা মুখ এক একটা তীক্ষ্ণ বর্শা। কিন্তু তাদের সে মুখ দেখে কিছুমাত্র ভয় না পেয়ে আমার পথপ্রদর্শক বললেন, তোমরা হাত তুলে দাঁড়াও। কেউ তোমরা আমাকে স্পর্শ করার চেষ্টা করবে না। তা না করে তোমাদের মধ্যে একজনকে আমার কাছে আমার কথা শোনার জন্য পাঠাও।

এই কথায় তারা প্রতিনিবৃত্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, বেনজিকিউকে পাঠাও।

বেনজিকিউ তপ্ত লোহা হাতে এগিয়ে এলে আমার গুরুদেব বললেন, তুমি কি মনে করো বেনজিকিউ আমি খুব বেশী দূর এগিয়ে এসেছি? তুমি কি জান না আমি ঈশ্বরের নির্দেশেই এই ভয়ঙ্কর নরকের মধ্য দিয়ে আমার এই সঙ্গীটিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি এবং তোমরা আমার কোন ক্ষতিই করতে পারবে না?

এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বেনজিকিউর হাত হতে তপ্ত লোহাটি তার পায়ের কাছে পড়ে গেল। সে তখন অন্যান্য প্রহরীদের বলে দিল, ওদের আঘাত করো না, যেতে দাও।

আমার পথপ্রদর্শক তখন আমাকে চিৎকার করে বললেন, সেতুর মাঝেই একটা পাথরের আড়ালে আর লুকিয়ে থাকতে হবে না। চলে এস, কোন ভয় নেই।

আমি তখন উঠে বেরিয়ে এসে তাঁর কাছে ছুটে যেতে লাগলাম। তখনি আমার ভয় হচ্ছিল, সেই দানবাকৃতি প্রহরীগুলো হয়ত বা তাদের কথা রাখবে না। সন্দেহ হচ্ছিল আমার মনে হয়ত বা আঘাত করে বসবে আমায়। পিসার ক্যাপ্রোনা দুর্গ অধিকারকালে আমি দেখেছিলাম, আমার মত তার প্রহরীও শত্রুদের মাঝখানে বেরিয়ে আসতে ভয় পাচ্ছিল যদিও তার আগেই সন্ধি হয়ে গিয়েছিল দুই পক্ষে।

আমি আমার পথপ্রদর্শককে আপাদমস্তক জড়িয়ে ধরলাম। প্রহরীদের প্রতি কড়া দৃষ্টি রেখে সতর্কভাবে এগিয়ে যেতে লাগলাম। তাদের মধ্যে একজন বলে উঠল, 'দেব নাকি এই লোহাটা ঢুকিয়ে?' আর একজন বলল, 'দাও দাও।' কিন্তু ওদের প্রধান বেনজিকিউ যে সব সময় আমাদের কাছে কাছে

ছিল সে বলল, থাম থাম স্কারমিলিয়ান।

বেনজিকিউ এক সময় আমাদের বলল, সামনে এক বিরাট পাহাড় তোমাদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। এর পর আর এগোতে পারবে না। ষষ্ঠ পরিখা আছে ঐ পাহাড়ের ওপারে তার পাদদেশে। যদি একান্তই যেতে চাও তাহলে এই খাদের ধারে ধারে এগিয়ে যাও। আজ হতে বারোশো ছেষট্টি বছর আগে এক প্রচণ্ড ভূমিকম্পে এই পথটি খাদে পরিণত হয়। আমি তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য দশজন লোক দেব। তারা কোন ক্ষতি করবে না তোমাদের। তাদের সঙ্গে যাও।

এই বলে সে হ্যাকলস্পার, হেলকিন, হ্যারোহাউণ্ড, বার্নিগার, লিব্বিকক, ড্রাগোনেল, গাটলহগ, গ্র্যাবারসমিথ, রুবিস্কাণ্ট ও ফার্ফারেন এই দশজন প্রহরীকে ডাক দিয়ে বলল, সাবধানে এই দুজনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

আমি তখন আমার পথপ্রদর্শককে বললাম, আমার কিন্তু ওদের মোটেই ভাল লাগছে না। তার থেকে আমরা দুজনেই যাব, তুমি পথ দেখিয়ে যদি নিয়ে যেতে পার। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না ওরা ভ্রূকুটি করছে। দাঁত কড়মড় করছে। ওরা আমাদের ক্ষতি সাধন করার ভয় দেখাচ্ছে।

আমার পথপ্রদর্শক বললেন, আমি চাই তুমি আরো দৃঢ়মনা হয়ে ওঠ। তারা যা খুশি করুক। তারা তাদের স্বভাবমত কাজ করবেই। তবে তারা পরিখামধ্যস্থিত দগ্ধ আত্মাদের প্রতিই এই সব ক্রুদ্ধ অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করছে।

এদিকে প্রহরীরা সকলে চক্রাকারে দাঁড়িয়ে তাদের নেতার নির্দেশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত হয়ে উঠল আমাদের নিয়ে রওনা হওয়ার জন্য।

# দ্বাবিংশ সর্গ

## অষ্টম বৃত্ত : পঞ্চম পরিখা : গভীর খাদ : ব্যারেটারদের আত্মা

### কাহিনীসংক্ষেপ

পঞ্চম পরিখার উপর দিয়ে প্রহরীদের সঙ্গে এগিয়ে চললেন দান্তেরা। পথে যেতে যেতে সহসা পরিখার অন্ধকার খাদের মধ্য হতে অগ্নিদগ্ধ একটি পাপাত্মাকে একটি কাঁটা দিয়ে গেঁথে তুলে আনল সেই সব শয়তান প্রহরীরা। সেই পাপাত্মাটি কবিদের তার পরিচয় দান করল এবং তার কাছে যারা ছিল সেই সব পাপাত্মাদের কথাও বলল। শয়তানরা তাকে ছিঁড়ে ফেলত। কিন্তু পাপাত্মাটি কৌশলে তাদের হাত থেকে পালিয়ে গেল। ফলে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া লেগে গেলে শয়তানরা এবং তাদের দুজন খাদের মধ্যে ঝাঁপ দিল।

আমি বহু অশ্বারোহী সৈন্যকে আক্রমণাত্মক অভিযানে উল্লাসভরে অগ্রসর হতে দেখেছি। আবার তাদের অস্বাভাবিক ব্যস্ততার সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করতে দেখেছি। আমি আমার দেশে আরেতিনের যুদ্ধক্ষেত্রে গুয়েলফ ও গিবেলাইন দলের মধ্যে ভয়ঙ্কর গৃহযুদ্ধ দেখেছি যে যুদ্ধে গুয়েলফরা গিবেলাইনদের পরাজিত করে। আমি অনেক সময় উন্মুক্ত প্রান্তরে দুই দল নাইটের যুদ্ধও দেখেছি। যুদ্ধের সময় অনেক জয়ঢাক বাজতে শুনেছি। গলায় ঘণ্টাবাঁধা বলদচালিত বহুবর্ণচিত্রিত রথচালনা দেখেছি যুদ্ধক্ষেত্রে। কিন্তু কখনো কোন যুদ্ধে এমন জয়ঢাকের শব্দ ও মত্ত উল্লাসধ্বনি শুনিনি।

আমরা সেই অদ্ভুত শয়তান সঙ্গীদের সঙ্গে এগিয়ে চলেছিলাম। হঠাৎ খাদের মধ্যে কি বা কারা আছে তা দেখার জন্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করে খুঁজতে লাগলাম আমি। দূর সমুদ্রে মাঝে মাঝে জলের উপর মৎস্যকন্যা দেখা দিয়ে (তখনকার দিনের সাধারণ লোকের বিশ্বাস) যেমন নাবিকদের এক প্রবল ঝড়ের পূর্বাভাস দান করে তেমনি করে আমি দেখলাম সেই খাদের গরম জলের উপর বহু পাপাত্মা ডুবছিল আর উঠছিল। আবার অনেকে বা এক ধারে ব্যাঙের মত গা ডুবিয়ে মুখ বার করে বসেছিল।

হঠাৎ দেখলাম প্রহরীদের মধ্যে বার্নিগার ভয় পেয়ে ছুটে এসে কি জানাল। আমি দেখলাম, অন্য সব পাপাত্মারা অন্যত্র সরে গেলেও একজন

আমাদের পথ আগলে বসে আছে। তখন গ্যাবারসমিথ তার চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে এলে অন্যান্য প্রহরীরা চিৎকার করে বলতে লাগল, কাঁটা নিয়ে এস রুবিকাণ্ট। ওকে 'উঠ বস' করাও।

আমি তখন আমার পথপ্রদর্শককে বললাম, হে গুরুদেব, যদি পার এই পাপাত্মাটা কে এবং কেনই বা শত্রুদের হাতে ও স্বেচ্ছায় ধরা দিল তা জেনে নাও।

আমার পথপ্রদর্শক তখন তার কাছে আমাকে নিয়ে গেলে সেই পাপাত্মাটি বলল, আমার বাড়ি হচ্ছে লাভারে রাজ্যে। আমি একজন স্পেনদেশীয় লোক, নাম গিয়ামপোলো। আমার মা প্রথমে কোন এক লর্ডের অধীনে এক চাকরিতে ঢুকিয়ে দেয়। কিন্তু লোকটা ছিল বড় খারাপ। পরে আমি রাজা টিবাল্ড-এর অধীনে কাজ করি। কিন্তু এখন আমার একমাত্র কাজ হচ্ছে এই গরম জলে দগ্ধ হওয়া।

এমন সময় আমাদের প্রহরীদের অন্যতম গাটলহগ দাঁত বার করে গিয়ামপোলোকে কামড়াতে লাগল। তা দেখে বার্নিগার তাকে হাত দিয়ে ধরে আমাদের বলল, তাড়াতাড়ি করো। আরো কিছু জিজ্ঞাসা করার থাকলে তা করো। তা না হলে ওরা সবাই ওকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবে ওদের নখ দিয়ে।

আমার পথপ্রদর্শক তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, তুমি আর কোন পাপাত্মাকে চেন? তার নাম করতে পার?

সে তখন বলল, 'আর একজন আছে। তাকে আমি ফেলে এসেছি।' এমন সময় লিবিকক বলল, অনেক দেরি হয়ে গেছে। ড্রাগোনেল তখন তার পা দুটো ধরে ঘোরাতে লাগল আর লিবিকক একটা লোহার হুক দিয়ে তার গায়ের খানিকটা মাংস ছিঁড়ে নিল। গোলমাল একেবারে থেমে গেলে আমার পথপ্রদর্শক পাপাত্মা গিয়ামপোলোকে জিজ্ঞাসা করলেন, কে সে?

সে তখন বলল, পিসার অন্তর্গত গ্যাতুয়া প্রদেশের বিচারক ছিল লোকটা। নাম ফ্রা গোমিতা। সে তার প্রভু লর্ড নিনোর দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করে বন্দীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাদের ছেড়ে দিত। পরে সে ধরা পড়ে এবং তার ফাঁসি হয়। তার সঙ্গে আর একজন আছে, তার নাম ডন মাইকেল জ্যাক। সার্দিনিয়ার রাজা এনজোর অধীনে সে ছিল লোগোডোরের জমিদার। দুর্নীতিপূর্ণ কাজে সে ছিল পরম কুশলী। ঐ দেখ ও কেমন আমার

পানে রাগের সঙ্গে তাকাচ্ছে। আরো অনেক কিছু বলার আছে তার সম্বন্ধে, কিন্তু ও তাহলে আবার আমার গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নেবে।

তখন তাদের প্রধান বেনজিকিউ ফার্ফারেনের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল, নরকের নোংরা পাখি কোথাকার, ওকে নিয়ে যাও।

তারপর আমাদের লক্ষ্য করে সে বলল, কোন গ্রাম বা শহরের আর কোন পাপাত্মা, অথবা তুস্কান বা লম্বাউকে দেখবে কি? আমি তাকে এখানে আনা করাব। আমি হেনরেকারকে দিয়ে সাতজনকে আনা করাব।

হ্যারোহাউণ্ড মাথা নেড়ে বিরক্তির সঙ্গে বলল, ওটা খুব খারাপ হবে।

বেনজিকিউ বলল, কি করে কি করতে হয় আমার জানা আছে।

হেলকিন বলল, আমি খাদে নামতে পারব না, আমার পাখা আছে। উপরে উড়তে পারব।

নাভারের সেই পাপাত্মাটিকে ওরা ধরার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ ডুব দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। দশজন দানবরূপী সেই প্রহরীরা তখন তার খোঁজ করতে লাগল। তখন তাকে ধরতে না পেরে হেলকিন আর হ্যাকলসপারের মধ্যে ঝগড়া লেগে গেল এবং দুজনেই খাদের মধ্যে জড়াজড়ি করে পড়ে গেল।

আমরা তখন তাদের বিবাদরত অবস্থাতে ফেলে রেখেই অন্যত্র চলে গেলাম।

# ত্রয়োবিংশ সর্গ

## অষ্টম বৃত্ত : ম্যালবোজেস : ষষ্ঠ পরিখায় যাবার পথ

### কাহিনীসংক্ষেপ

বিবাদরত সেই দানবরূপী প্রহরীরা হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেয়ে কবিদের খোঁজ করতে লাগল। এদিকে কবিরা তাদের সেই মত্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন অবস্থা দেখে তাদের পরিহার করার জন্য ষষ্ঠ পরিখার উত্তর তীর ধরে ক্রমাগত নিচের দিকে নেমে চললেন। পথে যেতে যেতে তাঁরা দেখলেন চকচকে পোষাক পরা যত সব ভণ্ডদের আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাঁরা বোলোগনার দুজন হাস্যরসিক

যাজকের সঙ্গে কথা বললেন। তারা একসময় গ্যালফাসের ছায়ামূর্তিটিকেও দেখলেন।

নীরবে সঙ্গীহীন অবস্থায় এগিয়ে চলতে লাগলাম আমরা দুজনে। একজন সামনে, একজন পিছনে। সহসা ঈশপের একটি গল্পের কথা মনে পড়ল ওদের কাণ্ড দেখে। একবার একটি ব্যাঙ একটি ইঁদুরকে এক নদী পার করে নিয়ে যাবার আশ্বাস দেয়। ব্যাঙটি তার পিঠে ইঁদুরকে বয়ে নিয়ে যাবার সময় হঠাৎ নদীর জলে ডুব দিয়ে ইঁদুরকে মারার উপক্রম করে। তখন ইঁদুরটি কোন রকমে পালিয়ে যায়। তেমনি হেলকিন আর হ্যাকলস্পারের কাছ থেকে নাভারের সেই পাপাত্মাটা পালিয়ে গেল।

আমি তখন আমার গুরুকে বললাম, আমাদের জন্যই সেই সব শয়তান প্রহরীগুলো বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এবং মারামারি করে মরছে। তারা এমনিতেই কুটিল প্রকৃতির। কিন্তু তার উপর যদি রেগে যায় তাহলে তারা হয়ে উঠবে হিংস্র। তারা নিশ্চয়ই তাহলে খড়গোসের পিছনে ধাবমান শিকারী কুকুরের মত আমাদের তাড়া করার জন্য দংশনোদ্যত অবস্থায় ছুটে আসবে আমাদের পিছনে।

আমি একবার পিছন ফিরে তাকাতেই আমার মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল। আমি তখন আমার পথপ্রদর্শককে বললাম, গুরুদেব, নিজেকে ও আমাকে লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করো। আমি বেশ শুনতে পাচ্ছি ওরা আমাদের ধরতে আসছে।

আমার পথপ্রদর্শক তখন তার উত্তরে বললেন, আয়নাতে যেমন মানুষের মুখের ও দেহের প্রতিফলন পড়ে তেমনি আমার মনের আশ্চর্য আয়নায় তোমার প্রতিটি চিন্তা প্রতিফলিত হয়েছে। আমি বুঝেছি তোমার মনের কথা। আমি একই সঙ্গে দুটি উদ্দেশ্য পূরণ করতে চাই। আমাদের ডান দিকে যে ঢালু পথটি চলে গেছে সেই পথ ধরে যদি আমরা নেমে যেতে পারি তাহলে আমরা ওদের পরিহার করে অন্যত্র যেতে পারব।

কিন্তু তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই আমি দেখলাম তারা এসে পড়ল। তারা আমাদের ধরার জন্য পক্ষ বিস্তার করে দিল। কোন ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সময় মা যেমন তার শিশুকে কোলে নিয়ে তার জীবন রক্ষা করার জন্য নিজের থেকে তার বেশী যত্ন নেয় এবং তাকে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে কোন নিরাপদ জায়গায় পালিয়ে যায় আমার পথপ্রদর্শকও তেমনি আমাকে ধরে নিয়ে

সেই প্রস্তু উপত্যকার পাশ দিয়ে পরিখার ধার ঘেঁষে আমাকে বুকের উপর নিয়ে ছুটতে লাগলেন তিনি। মনে হলো, আমি তাঁর যেন পুত্র, সঙ্গী নই। আমি দেখলাম আমার পথপ্রদর্শকের পাগুলো যেন মাটিতে পড়ছিল না এত দ্রুত তিনি যাচ্ছিলেন। অবশেষে তিনি সম্পূর্ণ একটি অন্য পথ দিয়ে খাদের ওপারে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে নিশ্চিন্ত ও শঙ্কামুক্ত হলাম আমরা। কারণ সেই সব দানবিক প্রহরীরা যেখান পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে যাবার আদেশ পেয়েছিল তার বাইরে তারা যেতে পারে না।

এবার আমরা দেখলাম, একদল ছায়ামূর্তি বিচিত্র সাজে সজ্জিত হয়ে ধীর পদক্ষেপে আর্তনাদ করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে। তারা বাইরে উজ্জ্বল পোষাক পরে থাকলেও তাদের অন্তরটা সীসের মত এক অপরিসীম বিষাদে ভারী। আমরা তখন বাঁ দিকে ওদের পাশ দিয়ে যেতে লাগলাম যাতে ওদের সকরুণ আর্তনাদের কারণ জানতে পারি।

কিন্তু তারা শাস্তির বোঝাভারে ভারাক্রান্ত হয়ে এত ধীর গতিতে যাচ্ছিল যে আমরা শীঘ্রই তাদের পাশ কাটিয়ে ছাড়িয়ে গেলাম তাদের। আমি তখন আমার পথপ্রদর্শককে বললাম, দেখ, ওদের মধ্যে কোন বিখ্যাত লোক আছে কি না। তাহলে তার সঙ্গে কথা বলতে পারি।

আমার কথা শুনতে পেয়ে সেই প্রেতাত্মাদের মধ্য থেকে একজন বলল, তোমরা যেই হও দাঁড়াও। তোমরা দুজনে এই অন্ধকার বাতাসের মধ্য দিয়ে এত দ্রুত যাচ্ছ যে আমরা তোমাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যেতে পারব না। তবে তোমরা দাঁড়ালে তোমরা যা চাইছ তা তোমাদের আমি দেব।

আমার পথপ্রদর্শক আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ঠিক আছে, থাম। ওর কাছে এগিয়ে যেতে পার।

আমরা তখন বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিলাম তাদের ফেলে। আমি থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, সেই দলের মধ্য থেকে দুজন লোক অতি কষ্টে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। তাদের মনে তাড়াতাড়ি আসার ইচ্ছা থাকলেও মোটেই জোরে হাঁটতে পারছে না। তারপর আমাদের কাছে এসে তারা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে আমাদের মুখপানে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, ওরা কি জীবিত মানুষ? আর যদি মৃত হয় তাহলে আমাদের মত পোষাক পরেনি কেন?

আমাকে লক্ষ্য করে তাদের একজন বলল, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি তুস্কান। আমাদের মধ্যে যখন আশ্চর্যজনকভাবে এসে পড়েছ তখন আমাদের প্রতি কোনরূপ ঘৃণা প্রদর্শন না করে তোমার পরিচয় দান করো।

আমি বললাম, আর্নো নদীর তীরবর্তী এক বিরাট শহরে (ফ্লোরেন্স) আমার জন্ম হয় এবং সেখানেই আমি লালিত পালিত হই। আমি এখনো জীবিত। কিন্তু বল তোমরা কে এবং কোন দুঃখে এত মলিন হয়ে উঠেছে তোমাদের গণ্ডদেশ ও মুখমণ্ডল? তোমাদের এই পোষাক তোমাদের কোন পাপ আর তার শাস্তির বোঝাকে সূচিত করছে?

তাদের মধ্যে একজন বলল, আমাদের এই কমলালেবু রঙের চকচকে পোষাক সীসে দিয়ে তৈরী এবং এত ভারী যে আমরা বইতে পারছি না এবং কেটে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। আমার নাম ক্যাসটানানো ত্ত মানাভোন্তিতি। আর এর নাম লোভোরিঙ্গো ত্ত ল্যাণ্ডোনো। আমরা দুজনেই ছিলাম যাজক। বোলোগণা শহরে ছিল আমাদের নিবাস। ১২৬১ সালে ফ্লোরেন্সে কয়েক-জন উদারহৃদয় বীর নাইটের দ্বারা 'অঙ্গো মিলিতা বিয়াতে মোরিয়া' নামে এক ধর্মপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। সে প্রতিষ্ঠানের কাজ ছিল যত সব আর্ত ও অনাথা বিধবাদের রক্ষা করা এবং ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা করে শান্তি বিধান করা। ১২৬৬ সালে ফ্লোরেন্স নগরে গুয়েল্‌ফ ও গিবেলাইন নামে দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য আমাদের দুজনকে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু আমরা তা পারিনি। গুয়েল্‌ফরা প্রবল হয়ে গাড়িঙ্গোতে গিবেলাইনদের উপর অত্যাচার করে এবং তাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়। তাছাড়া আমাদের সেই জনসেবামূলক ধর্ম প্রতিষ্ঠান 'অঙ্গো মোরিয়ার' মধ্যেও অনেক গলদ দেখা দেয়। তার মধ্যে দুর্নীতি প্রবেশ করে এবং লোকে আমাদের ঠাট্টা করে 'জাভিয়েল ফ্রায়ার' বা ফূর্তিবাজ যাজক' বলত।

আমি বললাম, 'যে দুঃখ আপনারা—' কিন্তু আমার কথা শেষ না হতেই তাদের মধ্যে একজন মাটিতে গড়িয়ে পড়ে আমার পানে কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তার দেহে তিনটি আঘাত দেখলাম। তখন ক্যাটানানো বলল, তুমি যাকে গড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখছ ও ছিল ফ্যারিসীদের পরামর্শদাতা এবং তাদের সকলের পাপের জন্য একা ওকে সবচেয়ে বেশী শাস্তি ভোগ করতে হবে। ওকে নগ্ন অবস্থায় পথের উপর এইভাবে শুয়ে থাকতে হবে এবং আমাদের মত যারা ভারী বোঝা নিয়ে এই পথে যাবে তারা সকলেই ওর এই

নগ্ন দেহটাকে মাড়িয়ে যাবে। ওর শ্বশুরও এই পথের আর এক জায়গায় শুয়ে আছে এইভাবে এবং সে-ই প্রথম ইহুদী জাতির মধ্যে বিবাদমূলক এক মনো-ভাবের জন্মদান করে।

এবার আমার পথপ্রদর্শক কবি ভার্জিল উঠে দাঁড়িয়ে সেই যাজক ক্যাটানানোকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা ডান দিকে বেরিয়ে যাবার কোন রাস্তা আছে? যদি তা বল তাহলে বড় ভাল হয়। তা না হলে আমরা কৃষ্ণকায় দেবদূতদের কবলে পড়ব এবং তারা আমাদের বার করে দেবে জোর করে।

যাজক ক্যাটানানো বলল, তোমাদের কাছেই একটি পাহাড় আছে। ঐ পাহাড়টিতে উঠে যাবে। তারপর সেখান থেকে পাবে বেরোবার পথ।

ভার্জিল বললেন, দৈত্যরূপী সেই শয়তন প্রহরীগুলো তাহলে ভুল নির্দেশ দিয়েছিল। ওরা আমাদের ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছিল।

যাজক ক্যাটানানো বলল, ঐ সব শয়তানগুলো ছিল বোলোগনা শহরেব কুখ্যাত মিথ্যাবাদী।

আমার পথপ্রদর্শক সেখানে আর দাঁড়ালেন না। তিনি রাগতভাবে তাঁর অদূরবর্তী পাহাড়ের দিকে পথ হাঁটতে লাগলেন ব্যস্তভাবে। আর আমিও সেই বেদনার্ত পাপাত্মাদের ত্যাগ করে তাঁর অনুসরণ করতে লাগলাম নীরবে।

# চতুর্বিংশ সর্গ

## অষ্টম বৃত্ত : ম্যালবোজেস : সপ্তম পরিখায় যাবার পথ

### কাহিনীসংক্ষেপ

ষষ্ঠ পরিখার ধার ঘেঁষে যে পাহাড়টি উঠে গেছে সেই পাহাড়টির শিখরদেশে অতি কষ্টে উঠে গেলেন দান্তেরা। সেখানে ওঁরা পেলেন সপ্তম পরিখায় যাবার এক অভগ্ন সেতু। তাঁরা নিচের থেকে তীব্র গোলমালের শব্দ শুনতে পেলেন, কিন্তু অন্ধকারে কিছু দেখতে পেলেন না। সেতু পার হয়ে তাঁরা নীচে নামতে লাগলেন। দেখলেন সপ্তম পরিখার খাদটি অসংখ্য বিরাটকায় সাপে ভর্তি।

ঐ সব সাপেরা ছিল চোরদের আত্মার ছায়ামূর্তি। একটি চোরকে একটি সাপ দংশন করতেই সে ভস্মে পরিণত হলো এবং পরে তার নিজের আকার ফিরে পেল। সে পিস্তোইয়ার ভামি ফুসি বলে নিজের পরিচয় দিল এবং তার জীবন কাহিনী ব্যক্ত করার পর ফ্লোরেন্সের শ্বেতদলের পতন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করল।

সূর্য্য তখন সবেমাত্র কুম্ভরাশির কক্ষ হতে মাথা তুলে উত্তরায়ণের পথে উৎক্রমণ শুরু করেছে। ক্রমশ দিন বড় আর রাত্রি ছোট হতে শুরু করেছে। বসন্ত সমাগত হওয়ায় ধরিত্রীর রূপ বদলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে আর বরফ গলছে। আমরা ষষ্ঠ পরিখার গা থেকে যে পাহাড়টিতে উঠতে মনস্থ করেছিলাম তার পাদদেশে এক জায়গায় পা রেখে দাঁড়ালাম আমরা। আমার গুরু ভার্জিল হাসিমুখে আমার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর আমাকে দু হাত দিয়ে ধরে পাহাড়ের গাত্রদেশে এক জায়গায় তুলে দিলেন। বললেন, ভাল করে ধরো, যেন পড়ে যেয়ো না।

সৌভাগ্যক্রমে পাহাড়ের গায়ে পা রেখে ওঠার মত জায়গা ছিল এবং পাথরগুলো বেশ চওড়া ছিল। তা না হলে আমরা ধাপে ধাপে উপরে উঠতে পারতাম না সহজে। আমি কিন্তু ক্রমশই হাঁপিয়ে উঠছিলাম। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। তাই আর উঠতে না পেরে বসে পড়লাম এক জায়গায়। তখন আমার পথপ্রদর্শক বললেন, এই আলস্য ত্যাগ করো। লজ্জার কথা! নরম বালিশে মাথা রেখে কম্বলের তলায় আরামশয্যায় শুয়ে থেকে কখনো জীবনে বড় হওয়া যায় না বা যশ অর্জন করা যায় না। আর যশহীন কীর্তিহীন জীবন জলের ফেনা বা ধোঁয়ার মতই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে। সুতরাং ওঠ, শ্বাসকষ্ট দূর করে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে আবার উঠতে শুরু করো। মানুষ আত্মশক্তির দ্বারাই যে কোন জীবন সংগ্রামে জয়ী হয়। মানুষ যদি নিজের দোষে তার আত্মার পতন না ঘটায় তাহলে সে আত্মা জয়ী হবেই। এখনো অনেক উপরে উঠতে হবে। এখনো সংগ্রাম করতে হবে। আমার কথা বুঝতে পেরেছ? যদি বুঝে থাক তাহলে তোমারই ভাল হবে।

তাঁর কথায় আমার শ্বাসকষ্ট চেপে রেখে আবার পাহাড়ে উঠতে শুরু করেছিলাম আমি। বললাম, চল গুরু, আমি দৃঢ়সংকল্প।

এইভাবে কষ্টকর উচুনীচু সংকীর্ণ পথ দিয়ে উপরে উঠতে লাগলাম আমরা। পাছে আমার দুর্বলতা ও দেহকষ্ট প্রকাশ পায় সেজন্য কথা বলে তা গোপন রেখে চললাম। অবশেষে পাহাড়ের শিখরদেশে উপনীত হয়ে একটি

সেতু দেখতে পেলাম। পাহাড়ের শিখরদেশ থেকে শুরু হয়ে সেই সেতুটি এক বিরাট খাদের উপর দিয়ে অন্য খাদের পানে চলে গেছে। খাদের নিচে কি আছে তা দেখার জন্য আমি দৃষ্টিপাত করলাম। কিন্তু দুর্ভেদ্য অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। আমি তখন আমার গুরুকে বললাম, ওপারে গিয়ে খাদের নিচে নেমে দেখতে হবে। নিচে কি আছে দেখতে পাচ্ছি না।

তিনি বললেন, তুমি যে অনুরোধ আমাকে করেছ, আমি কাজের মধ্য দিয়ে নীরবে তার উত্তর দেব।

এর পর কখনো উপরে কখনো নিচে ওঠা নামা করে অনেক পথ বেয়ে অবশেষে খাদের গা বেয়ে কিছুটা নামতেই দেখলাম সমগ্র খাদটা অসংখ্য বিরাটাকার সাপে ভরা। এমন বড় বড় বিষধর সাপ লিবিয়া, ইথিওপিয়ায় বা লোহিত সাগর অঞ্চলে কোথাও নেই। সেই সব সাপের মাঝে উলঙ্গ প্রেতমূর্তিরা কোন লুকোবার জায়গার সন্ধানে ইতস্ততঃ ছুটে বেড়াচ্ছিল। সেই সব প্রেতাত্মাদের হাতগুলো জড়ো করে পিঠের কাছে সাপ দিয়ে বাঁধা ছিল, সে সাপের মাথা আর লেজগুলো তাদের কোমরে কৌপীনের কাজ করছিল।

এমন সময় একটি পাপাত্মা খাদের গায়ে আমাদের কাছে পরিত্রাণের আশায় এসে পড়ায় একটা সাপ তাকে ঘাড়ের কাছে দংশন করল। আর সঙ্গে সঙ্গে তার সর্বাঙ্গে আগুন ধরে গেল। তৎক্ষণাৎ চোখের নিমেষে পুড়ে ছাই হয়ে গেল সে। কিন্তু পর মুহূর্তে আরবের সেই রূপকথার আশ্চর্য ফোনিক্স পাখির মত তার ভস্মস্তূপ হতে সে তার নূতন রূপ পরিগ্রহ করল। কথিত আছে ফোনিক্স পাঁচশো বছর ধরে আরবের মরু অঞ্চলে বাসা বাঁধতে থাকে। তারপর একদিন সূর্যের পুঞ্জীভূত তাপ আগুন হয়ে হঠাৎ জ্বলে উঠে সে বাসাটিকে পুড়িয়ে দেয়। ফোনিক্স পাখির গায়েও আগুন লাগে আর তখন সে তার বিশাল পাখা দিয়ে বাতাস করে সে আগুন নিবিয়ে দেয়। আগুন নিবিয়ে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে তার দেহটিও পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কিন্তু সেই ছাই থেকেই সে আবার নূতন রূপ লাভ করে।

সেই পাপাত্মা নূতন দেহ লাভ করে উঠে দাঁড়িয়ে কোন মূর্ছিত ব্যক্তি চেতনা ফিরে পাওয়ার পর যেমন বিহ্বল হয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখে তেমনি করে এক নিবিড় বিহ্বলতার সঙ্গে দেখতে লাগল। আমি আশ্চর্য হয়ে মনে মনে বললাম, হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তোমার প্রতিশোধের আঘাত কী ভয়ঙ্কর অঝোরে নেমে আসে।

আমার পথপ্রদর্শক তখন তাকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। সে লোকটি তার উত্তরে বলল, আমি এসেছি তুস্কানি হতে। আমার নাম হচ্ছে ভামি ফুসি। জীবনে আমি পশুর মত বাঁচতাম। মানুষের মত কথনো বাঁচিনি। আমার বাড়ি ছিল পিস্তোইয়া।

আমি আমার গুরুকে বললাম, ওকে জিজ্ঞাসা করুন, কোন পাপে ও এখানে এসেছে। আমি ওকে এক বদরাগী, রক্তপিপাসু বর্বর বলেই জানি।

আমার সে কথা শুনে আমার মুখের দিকে তাকাল সে। আমি তার চোখ মুখ দেখে বুঝলাম সে তার অন্তরে এক ভয়ঙ্কর লজ্জা অনুভব করছে।

সে লজ্জার সঙ্গে বলল, তোমার কাছে এভাবে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ছি আমি। তথাপি তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব। তোমার সঙ্গে প্রতারণা করব না কোনরূপ। আমার এই নরকে নেমে আসার কারণ হলো। আমি চার্চের পবিত্র ধনসম্পদ চুরি করেছিলাম আর তার জন্য কয়েকজন নির্দোষ লোক ধরা পড়ে। তোমরা এখান থেকে চলে যাবার আগে আমি তোমাকে আরও কিছু বলব। প্রথমে পিস্তোইয়ার শ্বেত দলভুক্ত লোকেরা কৃষ্ণদলের সকলকে তাড়িয়ে দেবে। কৃষ্ণদলের লোকেরা ফ্লোরেন্সে গিয়ে সেখানকার কৃষ্ণদলের সহায়তায় পিসেনোর রণক্ষেত্রে মরোসেতোর নেতৃত্বে শ্বেতদলের বিরুদ্ধে এক বিরাট যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। ক্রমে তারা শ্বেতদলের দুর্গ অধিকার করে তাদের বিধ্বস্ত করবে। আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি তখন তোমারও সমস্ত ক্ষতি হবে।

# পঞ্চবিংশ সর্গ

## অষ্টম বৃত্ত : সপ্তম পরিখা : চোরেরা : সর্পসমূহ

### কাহিনীসংক্ষেপ

ভামি ফুসি ঈশ্বরের বিধান লঙ্ঘন করে পালিয়ে গেল। তখন তাকে ধরার জন্য ক্যাকাস নামে এক দানব ছুটে গেল তার পিছনে। আরো তিনজন পাপাত্মা এসে হাজির হলো। কবি দান্তে ও ভার্জিল দেখলেন তাদের মধ্যে দুজন তাদের বেশ পরিবর্তন করল। একজন হয়ে গেল সাপ আর একজন পরিণত হলো অন্য একজন চোরে।

তার কথা বলা শেষ হলে ভামি ফুসি উপরে মুখ তুলে প্রথম আর দ্বিতীয় আঙুলের মধ্যে বুড়ো আঙুলটা ঢুকিয়ে দিয়ে অপমানজনক ভঙ্গিতে বলল, এই দেখ ঈশ্বর তোমাকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে।

আমার ইচ্ছা হচ্ছিল, সেই মুহূর্তে যেন সেই ভয়ঙ্কর সাপগুলো তার গলা ও সর্বাঙ্গ জড়িয়ে ধরে তার কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম একটা সাপ এসে তার গলা জড়িয়ে ধরল। আর একটা সাপ এসে তার হাত জড়িয়ে ধরল। আমি মনে মনে বললাম, হে পিস্তোইয়া, তুমি এমন এক পাপীকে জন্মদান করেছ যে তার পাপকর্মে তার দেশের পূর্বসূরীদের ছাড়িয়ে গেছে। এমন পাপীকে বক্ষে লালন করার থেকে তোমার পুড়ে মরা উচিত ছিল। যদিও নরকে অনেক পাপী আছে তথাপি এমন দর্পিত ও উদ্ধত পাপাত্মা কখনো কোথাও দেখিনি। এমন কি থীবসদের শত্রু রাজা ক্যাপেনিয়াসও এমন ছিলেন না। এমন সময় দেখলাম ভামি ফুসি আর কোন কথা না বলে পালিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একজন সেণ্টর নামধারী প্রহরী গর্জন করে উঠল, কোথায় গেল সেই দুর্বিনীত চোরটা? তার ঘাড়ের উপর ডানাওয়ালা এক ভয়ঙ্কর ড্রাগন ছিল এবং সে অগ্নি উদ্‌গার করছিল মুখ থেকে।

আমার পথপ্রদর্শক তখন বললেন, শোন ক্যাকাস, মাউণ্ট এ্যাভেনিউ পাহাড়ের নিচে তুমি থাকবে। তুমি প্রচুর রক্তপাত ঘটিয়েছ। তোমার এই রক্তক্ষয়ী পাপকর্মের সঙ্গে যোগ করেছ চৌর্যবৃত্তির অপরাধ। শক্তির দেবতা হার্কিউলেস যখন তাঁর অশ্ব নিয়ে আসছিলেন স্পেন থেকে তুমি তখন সেই অশ্ব চুরি করে পালাবার চেষ্টা করো। কিন্তু ধরা পড়ে যাও এবং হার্কিউলেসের গদার আঘাতে তোমার প্রাণ যায়।

তাঁর কথা শেষ হতেই সেণ্টর নামধারী সেই প্রহরী গর্জন করে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার একরকম পায়ের তলা থেকে তিনটি মৃত আত্মা এসে চিৎকার করে বলল, কে তোমরা?

এতক্ষণ আমরা কেউ লক্ষ্য করিনি তাদের। এবার ভামি ফুসির কথা ছেড়ে আমরা তাদের পানে তাকালাম। তাদের মধ্যে একজন বলল, গিয়ানফা দেরি করছে কেন? সে কোথায়?

আবার ইশারায় আমার পথপ্রদর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। হে পাঠকগণ, এরপর আমি যা দেখলাম তার কথা শুনে আপনারা নিশ্চয় অতীব

বিস্ময় অনুভব করবেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি নিজের চোখে তা স্পষ্ট দেখেছিলাম। আমি দেখলাম দুটি পা-ওয়ালা এক ড্রাগনের মত এক ভয়ঙ্কর জন্তু কোথা হতে এসে সেই তিনটি আত্মার একটিকে তীক্ষ্ণ নখওয়ালা হাত দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল ঠিক যেমন করে আইভি লতা জড়িয়ে ধরে ওক গাছকে। আসলে সেই ভয়ঙ্কর ড্রাগনে রূপান্তরিত গিয়ানফাই জড়িয়ে ধরেছিল এ্যাঞ্জেলো ব্রুনেলেশ্চিকে। গরমে গলে যাওয়া মোম যেমন কোন বস্তুকে জড়িয়ে ধরে তেমনি করে গিয়ানফা জড়িয়ে ধরল এ্যাঞ্জেলোকে। ধীরে ধীরে সমস্ত চেহারাটা বদলে যেতে লাগল এ্যাঞ্জেলোর। সাদা কাগজ যেমন অগ্নি-সংযোগের ফলে পুড়ে কালো হয়ে যায় এবং সে কাগজকে আর চেনা যায় না, তেমনি এ্যাঞ্জেলোকে আর চিনতে পারল না তার দুই সহচর। তখন অন্য দুই আত্মা আশ্চর্য হয়ে চিৎকার করে উঠল, ও এ্যাঞ্জেলো তুমি একেবারে বদলে গেছ! তোমাকে একেবারেই চেনা যাচ্ছে না। তোমাকে দেখে এক-জন অথবা দুজন বলে মোটেই বোঝা যাচ্ছে না। গিয়ানফা আর এ্যাঞ্জেলো দুজনে মিলে মিশে এমন এক অদ্ভুত নূতন মূর্তিতে পরিণত হয়েছে যাকে চেনা যায় না। দুজনের চেহারাই বদলে গেছে। তারপর দেখলাম সেই নূতন রূপান্তরিত মূর্তিটি ধীরে ধীরে ক্লান্ত পদক্ষেপে চলে গেল কোথায়।

আবার দেখলাম বড় বড় টিকটিকিরা যেমন এক গাছ হতে অন্য গাছে বিদ্যুতের থেকেও দ্রুত গতিতে চলাফেরা করে তেমনি ক্রোধাগ্নিতপ্ত এক জন্তু অতি দ্রুতগতিতে এসে অবশিষ্ট দুটি আত্মার একটিকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল। সরীসৃপ জাতীয় সেই জন্তুটি অগ্নি উদ্‌গার করছিল। যে তিনটি আত্মা প্রথমে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হল এবং যাদের একে একে এক একটি সরীসৃপ জাতীয় জন্তু এসে দংশন করে রূপান্তরিত করে দিচ্ছিল তাদের দেহগুলিকে তারা পূর্বজীবনে ছিল চোর। চৌর্যবৃত্তিই ছিল তাদের কাজ। তাদের প্রকৃতি সাপের মত কুটিল ছিল বলে নরকে সর্পকুলের মধ্যে সরীসৃপ-জাতীয় ভয়ঙ্কর ড্রাগনদের প্রহরা ও শাসনাধীনে তাদের শাস্তি ভোগ করতে হয়। এবার সর্প দষ্ট সেই দ্বিতীয় আত্মাটি দংশনকারী সেই ড্রাগনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। সে বেশ বুঝতে পারল দংশনকারী জন্তুটি ফ্রান্সেসকো কাভালকান্তি। আগের মত তারাও ধীরে ধীরে রূপান্তরিত এক সর্পে পরিণত হলো। আমি তা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে লুকানের রূপকথা 'ফার্সেনিয়া' ও লাতিন কবি ওভিদের 'মেটামরফসিস' এর কথা ভাবতে লাগলাম। লুকান এক জায়গায়

বলেছেন, রোমান সেনাপতি ক্যাটো যখন লিবিয়ার মরুভূমির মধ্য দিয়ে এক সমরাভিযানে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর দুজন সৈনিক সর্পদংশনে মারা যায়। কিন্তু তাদের দেহদুটি আশ্চর্যভাবে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সৈনিক দুটির নাম ছিল সেনেলাস ও নাসিদিয়াস। সেনেলাসের সর্পদষ্ট দেহটির মাংস ধীরে ধীরে গলে যেতে থাকে আর নাসিদিয়াসের দেহটি ফুলতে ফুলতে ফেটে যায় অবশেষে। ইতালীয় কবি ওভিদ খৃস্টপূর্ব ৪৩অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম ছিল পাবলিয়াস অভিদিয়াস নাসো। তাঁর রচিত বহু গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা সুবিদিত ও সুপরিচিত গ্রন্থ হলো 'মেটামরফসিস'। এই গ্রন্থে ওভিদ দেখিয়েছেন মানুষ জন্ম জন্মান্তরে কিভাবে তার রূপ পরিবর্তন করে। এই গ্রন্থের এক জায়গায় তিনি দেখিয়েছেন, ক্যাডমাস ও এ্যারেথুসা কিভাবে যথাক্রমে সাপ ও ঝর্ণায় পরিণত হয়। কিন্তু সেই ওভিদ কোথাও দেখাননি সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি জীব কিভাবে মিলে মিশে সম্পূর্ণ নূতন এক রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। মানুষের গায়ের শক্ত চামড়া ও সাপের গায়ের নরম চামড়া ও মুখ লেজ গা সব মিলে মিশে যে একটি অদ্ভুত নূতন জীবে পরিণত হতে পারে তা আমি কখনো কল্পনাও করতে পারিনি। সত্যিই জীবনে এই আমি প্রথম এক সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখলাম। আগের মত এই রূপান্তরিত জীবটিও চলে গেল অন্যত্র। আর একজন মাত্র রয়ে গেল অপরিবর্তিত। তার নাম পুসিও। সে ছিল খঞ্জ। অষ্টম বৃত্তের অন্তর্গত সপ্তম পরিখার মধ্যে আমি দেখলাম দুটি আশ্চর্য রূপান্তর। প্রথমতঃ মানুষরূপ এ্যাঞ্জেলো ষষ্ঠপদবিশিষ্ট দানবরূপী গিয়ানফাতে আর দ্বিতীয়ত মানুষরূপী বুওসো চতুষ্পদ সরীসৃপ জাতীয় এক জন্তুরূপী ফ্রান্সেসকোর মধ্যে ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে সম্পূর্ণ নতুন এক জীবে পরিণত হলো। সে রূপের মধ্যে তাদের দুজনের কাউকেই চেনা গেল না।

# ষড়বিংশ সর্গ

## অষ্টম বৃত্ত : ম্যালবোজেস : অষ্টম পরিখায় যাবার পথ

### কাহিনীসংক্ষেপ

তীব্র শ্লেষের সঙ্গে ফ্লোরেন্স নগরীকে তিরস্কার করতে লাগলেন দান্তে। তারপর পরবর্তী পরিখায় যাবার জন্য একটি উঁচু নীচু পথ বেয়ে একটি সেতুর উপর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন দুজনে। সেই সেতুর উপর দিয়ে যেতে যেতে বহ্নিশিখাপরিবৃত বহু পাপাত্মাকে ঘুরে বেড়াতে দেখলেন। তারা প্রত্যেকেই পূর্বজীবনে ছিল প্রতারকদের পরামর্শদাতা। তাদের কাজ ছিল মানুষকে প্রতারণায় প্রবৃত্ত করা। ভার্জিল সহসা ট্রয়যুদ্ধখ্যাত বীর ইউলিসেস ও ডাওমীডসএর বহ্নিশিখাবৃত ছায়ামূর্তি দেখতে পেয়ে ইউলিসেসকে তাঁর শেষ সমুদ্রযাত্রার কথা বর্ণনা করার জন্য অনুরোধ করলেন।

আনন্দ করো হে ফ্লোরেন্স, কারণ তোমার অপরিসীম যশ পাখা মেলে জল স্থল অতিক্রম করে আকাশ চুম্বন করতে চলেছে। কারণ প্রতিটি নরকগহ্বরের গভীর অন্ধকারে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তোমার নাম। নরকেযে সব চোরদের দেখেছি তাদের মধ্যে তোমার পাঁচজন সম্ভ্রান্ত গণ্যমান্য তথাকথিত ভদ্র ব্যক্তিকে দেখেছি এবং তাতে তোমার সুনাম বা সম্মান কিছু বাড়বে না। প্র্যাটোর অভিশাপের তুমি যোগ্য। পোপ বেনেডিক্ট ১৩০৪ সালে ফ্লোরেন্সের গৃহযুদ্ধ মেটাবার জন্যে প্র্যাটোর কার্ডিনাল নিকোলাসকে ফ্লোরেন্স পাঠান। কিন্তু প্র্যাটোর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার জন্য তিনি অভিশাপ দিয়ে বলেন, যেহেতু তোমরা শান্তি ও ঈশ্বরের আশীর্বাদ চাইলে না, তোমরা জাহান্নমে যাও। এই অভিশাপের ফলে সমূহ ক্ষয় ক্ষতি হয় ফ্লোরেন্স নগরীর। সহসা এক সেতু ভেঙে পড়ার ফলে বহু লোক মারা যায়। এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে দু হাজার বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়, বহু পরিবার গৃহহারা ও সর্বস্বান্ত হয়।

ফ্লোরেন্স নগরীর উদ্দেশ্যে এ কথা বলার পর সে স্থান ত্যাগ করলাম আমরা। আমরা একটি নির্জন প্রস্তরাকীর্ণ পথ বেয়ে নিচে নামতে লাগলাম ধীরে ধীরে। এবড়ো খেবড়ো পথে সাবধানে পা ফেলে নিচের দিকে নামতে লাগলাম। আমি কিছু আগে যা যা দেখেছি তাতে দুঃখে ও বেদনায় উত্তপ্ত

হয়ে উঠেছিল আমার মন। আমি ভাবলাম ঈশ্বরের বিধান যত নিষ্ঠুরই হোক না কেন, তা সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেওয়া উচিত। তা না হলে ঈশ্বর আমাকে যে বিদ্যাবুদ্ধি যে সৌভাগ্য দান করেছেন তা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

অবশেষে অষ্টম পরিখার নিকটবর্তী হলাম আমরা। গ্রীষ্ম গোধূলির ঘনায়মান অন্ধকারে মাঠের মাঝে যেমন গুচ্ছ গুচ্ছ জোনাকি জ্বলে তেমনি সহসা দেখলাম অষ্টম পরিখার সেই খাদের অন্ধকারে সতত সঞ্চরমান অসংখ্য অগ্নিশিখা তার তলদেশ পর্যন্ত আলোকিত করে তুলছে আমাদের চোখের সামনে। ইসরায়েলের ভবিষ্যদ্বক্তা এলিজাকে যখন এক জ্বলন্ত রথে করে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল অন্ধকারে তার গতিশীল রথটিকেও ঠিক তেমনি দেখাচ্ছিল। সে চোখ মেলে অগ্নিপরিবৃত সেই রথটি দেখতে পায়নি। শুধু দেখেছিল এক নিরাবয়ব অগ্নিশিখা একখণ্ড আগুনের মেঘের মত দ্রুত উড়ে চলেছে, ভেসে চলেছে আকাশপথে। তেমনি সেই খাদের অন্ধকারে আমি যে সকল অগ্নিশিখাগুলিকে দেখলাম সেগুলির মধ্যেও কোন অন্তর্নিহিত দাহ্যবস্তু চোখে পড়ল না। সেই সতত সঞ্চরমান জ্বলন্ত অগ্নিশিখাগুলিকে দেখে আমার মনে হচ্ছিল যেন এক একটি আশ্চর্য চোর তাদের অপহৃত বস্তুকে ঢেকে রেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমি এবার সেতু হতে খাদের পথে নামতে শুরু করলাম। তখন আমার পথপ্রদর্শক বললেন, ঐ সব চলন্ত অগ্নিশিখার মাঝে এক একটি মৃত পাপাত্মা নারকীয় শাস্তি ভোগ করছে। আপন আপন পীড়নমূলক শাস্তির জ্বলন্ত আবরণে ঢাকা আছে তাদের আত্মা।

আমি তার উত্তরে বললাম, আমিও তাই অনুমান করেছিলাম। কিন্তু বল গুরুদেব, ঐ সব অসংখ্য অগ্নিশিখার মধ্যে সবচেয়ে উঁচু অগ্নিশিখার অন্তরালে কার আত্মা আছে?

আমার পথপ্রদর্শক বললেন, ওর মধ্যে আছে গ্রীকবীর ইউলিসেসের আত্মা। আর তার সঙ্গে আছে ডাওমীডস। ওরা দুজনে যেমন জীবনে ছিল একই পথের পথিক মৃত্যুর পরও এক সঙ্গে একই শাস্তি ভোগ করছে। কাষ্ঠনির্মিত সেই মায়াময় অশ্বের ছলনার দ্বারা রোমানদের অন্যায়ভাবে ধ্বংস করার জন্য ওরা আজ এইভাবে অহোরহঃ ভোগ করে চলেছে এক জ্বলন্ত অনুশোচনা। ইউলিসেসের পরিকল্পনামতই গ্রীকরা কাঠের ঘোড়া হতে বেড়িয়ে এসে ট্রয়নগরীর সব দ্বার উন্মুক্ত করে দেয় অবরোধকারীদের জন্য। সেই পাপের

জন্যই এই শাস্তি। তাঁর পরামর্শমতই ট্রয়নগরীর প্রতিরক্ষার শেষ ভরসা প্যালাস বা প্যালাডিয়ামের প্রতিমূর্তিটি চুরি করে আনা হয়। ইউলিসেস আরো এক অন্যায় করে ডেলডামিয়ার মৃত্যু ঘটিয়ে। একিলিসের মাতা জল-দেবী থেটিস যখন জানতে পারেন ট্রয়নগরীতে প্রবেশ করলে তাঁর পুত্র একিলিস নিহত হবেন তখন তিনি তাকে নারীর ছদ্মবেশ পরিয়ে স্কাইরাসের রাজবাড়িতে লুকিয়ে রাখেন। কিন্তু রাজকন্যা ডেলডামিয়া তা জানতে পারেন এবং একিলিসের সঙ্গে এক প্রেমসম্পর্ক স্থাপন করেন। নিয়মিত গোপন দেহমিলনের ফলে তাঁদের এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু এমন সময় ইউলিসেস সেখানে গিয়ে একিলিসকে প্ররোচিত করে ট্রয়যুদ্ধে যোগদান করতে বাধ্য করেন। ফলে শোকে দুঃখে ডেলডামিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

আমি তখন বললাম, অসংখ্য অগ্নিশিখার মাঝে ইউলিসেসের শিখাটি মাথা উঁচু করে আছে, ঠিক যেমন ঈডিপাসপুত্র ইটোকলস ও পলিনিসেসের জলন্ত চিতার শিখা দুটি মৃত্যুর পরেও শত্রুতা ভুলে এক হতে পারেনি। রাজ-সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে দুই ভাই দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয়ে দুজনেই নিহত হয় এবং একই চিতায় তাদের শবদাহ করা হয়। কিন্তু সে চিতায় স্পষ্ট দুটি অগ্নি-শিখা পৃথক ছিল শেষ পর্যন্ত।

আমি আরও বললাম, যদি এই অগ্নিশিখা কথা বলতে পারে তাহলে আমি কিছু কথা বলতে চাই ওঁদের সঙ্গে। আমাকে কয়েক মুহূর্ত সময় দাও।

তিনি তখন বললেন, সেটা ত প্রশংসার কথা এবং সানন্দে সে অনুমতি দান করছি। কিন্তু ওরা জাতিতে গ্রীক এবং তোমার পরিচয় জানতে পারলে তোমার কথার উত্তর নাও দিতে পারে। তার থেকে তোমার পক্ষ থেকে আমিই বরং কথা বলি। তাছাড়া আমি যখন তোমার মনের সব কথা বুঝতে পারি।

ঘুরতে ঘুরতে ইউলিসেসের অগ্নিপরিবৃত আত্মাটি যখন আমার পথ-প্রদর্শকের কাছে এল তখন তিনি বললেন, আমি যখন পৃথিবীতে কাব্য রচনা করতাম আমার জীবিত কালে তখন তোমাদের বীরত্বের অনেক জয়গান গেয়েছি। এখন দাঁড়াও। ইউলিসেস ও ডাওমীডসএর আত্মা একই অগ্নি-শিখার মধ্যে আছে। আমি জানতে চাই ইউলিসেসের শেষ সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে কিছু কথা। তিনি কতদূর গিয়েছিলেন?

তাদের মধ্যে একজন তখন তার উত্তরে বলতে লাগল, সব বাধা বিপত্তি জয় করে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পরেও আমি বেশী দিন থাকতে পারলাম না সেখানে। আমার পুত্রের প্রতি স্নেহ, পিতার প্রতি ভক্তি, বিবাহিত পত্নীর প্রতি ভালবাসা কোন কিছুই বেঁধে রেখে দিতে পারল না আমায় নিরাপদ গৃহকোণের অনাবিল আরাম ও সুখশান্তির রাজ্যে। অবিরাম সমুদ্রযাত্রার মাধ্যমে সারা জগৎটাতে দেখার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল আমার মন। কিছু বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে আবার একটি জাহাজে করে বেরিয়ে পড়লাম আমি। মরক্কো ও স্পেনের উপকূল ছুঁয়ে আমি চলে গেলাম সার্জি দ্বীপ ও আরো কত সবুজতরঙ্গবিধৌত দেশে। অবশেষে আমার নাবিকরা ক্লান্ত ও বৃদ্ধ হয়ে পড়ল। তার উপর ছিল শক্তির দেবতা হার্কিউলেসের নিষেধাজ্ঞা।

আমি তখন বললাম, হার্কিউলেসের দ্বারা নির্দিষ্ট যে স্তম্ভ পর্যন্ত মর্ত্যবাসীর গতিপথ সীমায়িত আছে, যে স্তম্ভের এধারে সূর্যকে অস্তগমন করতে হয় এবং যার ওপারে সূর্য যেতে পারে না সেই স্তম্ভ পর্যন্ত তোমরা শত সহস্র বিপদ অতিক্রম করে যাত্রা করেছ।

আমার কথা তারা এমন মন দিয়ে শুনবে আমি তা ভাবতেই পারিনি। আমি আরো বললাম, তোমাদের উচ্চ বংশমর্যাদার কথা ভাব। অজ্ঞতা তোমাদের জন্য নয়। জ্ঞানের অনুসন্ধান ও চারিত্রিক গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা অর্জনের জন্যই জন্ম হয়েছিল তোমাদের মত বীরের।

আমার কথা শুনে খুশি হয়ে ইউলিসেস আবার বলল, আমরা বহু সমুদ্র অতিক্রম করে বহু দেশ অতিক্রম করলাম। পাঁচটি শুক্লপক্ষ হলো অতিক্রান্ত। অবশেষে আমরা একদিন দেখতে পেলাম ধূসর রঙের একটি পাহাড়। তা দেখে আমরা আনন্দ করতে লাগলাম। পরে আমাদের অশ্রু বিসর্জন করতে হবে তা বুঝতে পারিনি। সহসা এক অজানা দেশ থেকে ছুটে এল এক অশুভ হাওয়া। সাধারণ হাওয়া নয়, ঘূর্ণিঝড়। সে ঝড়ের আঘাতে আমাদের জাহাজটির সম্মুখভাগ ক্ষতিগ্রস্ত হলো বিশেষভাবে। তিনবার ঘুরপাক খেয়ে ডুবতে শুরু করল আমাদের জাহাজটি। আমরা সকলেই ডুবতে শুরু করলাম। ক্রমে অনন্ত বিশাল এক জলরাশি ধীরে ধীরে গ্রাস করল আমাদের।

# সপ্তবিংশ সর্গ

## অষ্টম বৃত্ত ঃ অষ্টম পরিখা ঃ প্রতারণার কাজে পরামর্শদাতাগণ

### কাহিনীসংক্ষেপ

গিদো দ্য মন্তিফেলত্রোর আত্মা রোমাগনার খবর জানতে চাইল কবি দান্তের কাছে। সে খবর পাওয়ার পর সে বলতে লাগল তার নিজের কাহিনী।

অবশেষে আমাদের কথাবার্তার পর ইউলিসেসের উত্তুঙ্গ অগ্নিশিখাটি চলে গেল কবিবর ভার্জিলের নির্দেশে। তখন দেখলাম আর একটি অগ্নিশিখাবৃত মৃত আত্মা আর্তনাদ করতে করতে এগিয়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে।

সিসিলির ষাঁড়ের মত এক দুঃসহ যন্ত্রণায় গর্জন করতে করতে সে এগিয়ে এসে বলল, শোন, আমি তোমাকে লক্ষ্য করেই কথা বলছি। তোমার কথার মধ্যেই লম্বার্ডির কথার টান শুনতে পাচ্ছি। বেশী বিরক্ত করব না, শুধু একটা কথা জানতে চাই তোমার কাছ থেকে। যদিও আমার আসতে কিছু বিলম্ব হয়ে গেছে তথাপি আমার সঙ্গে কথা বল। কিছুক্ষণ দাঁড়াতে বিরক্ত বোধ করো না। আমার দিকে চেয়ে দেখ, আমি আগুনে প্রতিনিয়ত দগ্ধ হলেও তাতে আমার কোন বিরক্তি নেই ; কারণ এটাকে আমি সহজভাবে মেনে নিয়েছি। লাতিয়ার সুদূর উপকূল থেকে যদি তুমি এই নরকের রাজ্যে এসে থাক তাহলে বল রোমাগনাতে কি এখন শান্তি বিরাজ করছে না যুদ্ধ চলছে ? রোমাগনার নিকটে আর্বিনো পাহাড় আর টাইবার নদীর উৎসস্থলের মধ্যবর্তী অংশে ছিল আমার নিবাস।

আমার পথপ্রদর্শক বললেন, ঠিক আছে, বল কি জানতে চাও, ইনি লাতিয়ার লোক।

গিদোর প্রশ্নের উত্তর আমার জানা ছিল। সুতরাং আর কালবিলম্ব না করে বললাম, হে নরকবাসী আত্মা, তোমার দেশ রোমাগনায় কখনো শান্তি দেখা যায়না। অত্যাচারীদের অন্তর কখনো শত্রুতামুক্ত হয়নি। তবে আমি যখন সে শহর থেকে চলে আসি তখন অবশ্য সেখানে প্রকাশ্য কিছু দেখিনি। কিন্তু র‍্যাভেনাকে আজও আগের মতই শাসন করছে পলেন্তার ঈগলচিহ্নধারী লর্ডগণ তারা সার্ডিয়া পর্যন্ত বিস্তার করেছে তাদের রাজ্য। একদিন তুমি

পোপের দ্বারা প্রেরিত ফ্রান্সের এক বিশাল সৈন্যদলের আক্রমণ প্রতিহত করে যে দেশকে বিপন্মুক্ত করো আজ তা কতকগুলি অর্বাচীন শত্রুযুবকের দ্বারা বিব্রত ও বিপন্ন হয়ে পড়েছে। ভেরুশিওর কালো গুয়েল্ফদলভুক্ত ম্যালাতেস্তা ও তার পুত্র ম্যালাতেস্তিনো ধ্বংসের তাণ্ডব চালাচ্ছে। তারা গিবেলাইন দলভুক্ত মন্তাগনাকে বন্দী ও পরে হত্যা করেছে। তাছাড়া এখন লামোনে ও সান্তার্ণো এই দুটি শহরেই আধিপত্য চলছে সিংহবাহু শুভ্রকেশবিশিষ্ট নউ পেগানো বা লাওনেসর যিনি ক্ষণে ক্ষণে দল পরিবর্তন করে রোমাগনাতে গিবেলাইন ও তুস্কানিতে গুয়েল্ফের মত আচরণ করেন। কিন্তু এবার বল, তুমি কে, কোনরূপ গোপনতা অবলম্বন করো না তোমার পরিচয়দানের ব্যাপারে। যেহেতু আমি জানি এই নরকের অন্ধকারে যারা একবার এসেছে তারা কেউ আর ফিরে যায়নি পৃথিবীর আলোতে, সেইহেতু তোমাদের মত কারো কাছ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার কোন আশঙ্কা নেই আর। আমি ছিলাম একজন বীর যোদ্ধা। পোপ আমার কাজে বাধা না দিলে আমার সকল অভিলাষই পূরণ হত। তবে আমার কাজের মধ্যে সিংহসুলভ বীরত্বের পরিবর্তে ছিল শৃগালসুলভ ছলনা আর চাতুর্যের প্রাধান্য। ক্রমে আমি সর্বত্র এই চাতুর্যের খেলা খেলতে খেলতে বার্ধক্যে উপনীত হলাম। বন্দরে ফিরে আসা নোঙর করা জাহাজের মত স্তিমিত হয়ে পড়ল আমার কর্মোদ্যম। তারপর বনিফেস ও কলোন্না বংশের মধ্যে বাধে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। অথচ দুটি বংশই ছিল খৃস্ট ধর্মাবলম্বী। এই যুদ্ধ চলাকালে পোপ আমাকে কনস্তান্তাইনএর মত জানার জন্য ডেকে পাঠান। রোম কনস্তান্তাইন প্রথমে খৃস্টধর্ম প্রচারে বাধা দান করেন। প্রবাদ আছে তিনি নাকি নির্বিকারে খৃস্টানদের হত্যা করতে থাকেন এবং সেই পাপে জীবিত অবস্থাতেই কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হন। পরে তিনি অনুতপ্ত হয়ে সোরাকতের মঠ থেকে আত্মগোপন করে থাকা পোপ সিলভেস্তারকে ডেকে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হন এবং পোপের সহায়তায় রোগমুক্ত হন। সেই পোপ তেমনি আমাকে ডেকে বললেন, তুমি কিছু ভয় করো না, জীবনে যে সব পাপ করেছ তা থেকে তোমাকে মুক্ত করব আমি। তুমি জান স্বর্গদ্বারের চাবিকাঠি আছে আমার হাতে। তা দিয়ে আমি যে কোন সময়ে সে দ্বার উন্মুক্ত বা রুদ্ধ করতে পারি। তুমি শুধু বলে দাও কলোন্না সৈন্যদের ঘাঁটি পালেস্তিনা দুর্গের পতন কিভাবে ঘটানো যায়।

তখন আমি তাঁকে বললাম, হে ধর্মপিতা, আপনি যখন আমাকে সব পাপ থেকে মুক্ত করছেন তখন আমি আপনাকে অবশ্যই বলে দেব জয়ের পথ। পরে আমার মৃত্যু হয়। এইভাবে সেই পোপ আমাকে প্রতারণার কাজে প্রশ্রয় দান করেন এবং তাঁকেও নরকে আসতে হয়।

এই বলে সে তার কাহিনী শেষ করতেই আমরা দুজনে সেতু অতিক্রম করে পরবর্তী পরিখার পথে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

# অষ্টবিংশ সর্গ

## অষ্টম বৃত্ত : নবম পরিখা : বিভেদকারীর দল

### কাহিনীসংক্ষেপ

নবম পরিখায় যাবার সেতুর উপর থেকে দান্তে দেখতে পেলেন বিভেদ-সৃষ্টিকারীদের। বিভেদসৃষ্টিকারী পাপাত্মাদের দেহগুলোকে একজন দৈত্য সব সময় একটি তীক্ষ্ণ তরবারির দ্বারা কেটে খণ্ড খণ্ড করছিল। পরে সমৃদ্ধ ও পিয়ের দ্য মেদিসিনার আত্মা দান্তেকে সম্বোধন করে কিছু কথা বললেন এবং তাঁর মাধ্যমে মর্ত্যলোকে কিছু বাণী পাঠালেন। এরপর দান্তের সঙ্গে কুরিও মসকা ও বার্ত্রঁও দ্য বর্ণের সঙ্গে দেখা হলো।

যাদের আছে প্রচুর কবিত্বশক্তি, ছন্দোবদ্ধ শব্দের কোন অভাব নেই যাদের মনে বা মুখে তারাও হাজারবার চেষ্টা করেও যে নিদারুণ রক্তপাত ও অগ্নিদাহজনিত ক্ষতি আমি দেখলাম, তা সঠিকভাবে বর্ণনা করতে পারবে না। দক্ষিণ পূর্ব ইতালিতে অবস্থিত অসংখ্য যুদ্ধবিগ্রহের জন্য প্রসিদ্ধ আপুলিয়ার বিশাল রণপ্রান্তরে একসঙ্গে যদি ট্রয়যুদ্ধ, গ্রীক সারাসীনদের যুদ্ধ, আপ্তু মানফ্রেডের যুদ্ধ প্রভৃতি সমস্ত বহু বড় যুদ্ধগুলি একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হত তাহলে তাতে যে রক্তাক্ত দৃশ্য দেখা যেত সে দৃশ্যও নরকের এই ভয়াবহ আঘাত ও রক্তপাতের দৃশ্যের তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

আমরা দুজনে নবম পরিখার কাছে এসে দেখলাম একজন বুকের উপর হাত দুটি আড়াআড়িভাবে রেখে হাঁপাতে হাঁপাতে আমাকে বলল, এই দেখ, কেমন করে আজ আমি নিজেকেই বিদীর্ণ করছি। দেখ আজ মহম্মদ কেমন

কাঁদছে। আমার সামনে দিয়ে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আলি চলে যাচ্ছে, তার মুখমণ্ডল ক্ষত বিক্ষত। এই খাদের মধ্যে যে সব পাপাত্মাকে দেখছ তারা সকলেই তাদের জীবদ্দশায় দেশে দেশে বিভেদ ও ঝগড়া বিবাদের বীজ বপন করে চলত মানুষের মনে মনে। তাই আজ তাদের দেহ খণ্ড বিখণ্ড হচ্ছে সেই পাপে। ঐ দেখ এক দানবাকৃতি শয়তান এক তীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে দেহগুলিকে বার বার কেটে দ্বিখণ্ডিত করে দিচ্ছে। কিন্তু কি আশ্চর্য! আমরা আবার যেমন তার কাছে গুড়ি মেরে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে করতে যাচ্ছি তেমনি জোড়া লেগে যাচ্ছে আমাদের দেহগুলো। কিন্তু আবার সে তার তরবারির দ্বারা কেটে দ্বিখণ্ডিত করে দিচ্ছে আমাদের সেই জোড়ালাগা দেহগুলোকে। বারবার বিরামহীনভাবে ঘটে চলেছে এ ঘটনা। কিন্তু বল, তুমি কে, কেন তুমি ঐ খাদের উপরিস্থিত পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে ভাবছ? তবে কি শাস্তি ভোগ করতে গিয়ে ভয়ে বিলম্ব করছ?

আমার পথপ্রদর্শক বললেন, ও মৃত নয়, পাপের শাস্তি পাবার জন্য এই নরকে আসেনি ও। এই নরকের দৃশ্য স্বচক্ষে দেখার ও এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যই আমার মৃত আত্মা পথ দেখিয়ে এনেছে এখানে।

তাঁর কথা শুনে শত শত পাপাত্মা অভিভূত হয়ে তাদের আপন আপন যন্ত্রণা ভুলে তাকিয়ে রইল আমার পানে।

মহম্মদ আমাকে বললেন, তুমি ত আবার ফিরে যাবে পৃথিবীতে। ফ্রাডলসিনোকে গিয়ে বলবে সে যেন নূতন করে প্রস্তুত হয়। ফ্রাডলসিনো যে ধর্মসম্প্রদায়ের নেতা ছিল ১৩০৫ সালে পোপ পঞ্চম ক্লিমেণ্ট যুদ্ধ ঘোষণা করেন। পোপ প্রেরিত খৃস্টীয় সেনাদল নোভারার পাহাড়ের কাছে ফ্রাডলসিনোর দুর্গ অবরোধ করে দুই বছর বসে ছিল। তারপর রসদ ফুরিয়ে যাওয়ায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় ফ্রাডলসিনো।

এই কথা বলে এক পা তুলে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন মহম্মদ। বন্ধুর দুর্গম পথে পা বাড়ালেন। এরপর নাককানকাটা মুখে ও রক্তাক্ত দেহে অন্য আর একজন এসে আমাকে বলল, আমি তোমাকে পূর্ব জীবনে ইতালিতে দেখেছি। তুমি নিষ্পাপ। ভার্সেতিও মার্কারের সমতল উপত্যকাভূমিতে যদি কোনদিন আবার ফিরে যাও তাহলে আমার কথা একবার মনে করো। আমার নাম পীয়ের দ্য মেদিসিনা। পলেন্তা ও ম্যানান্তেতার মধ্যে আমিই বিবাদ লাগিয়ে দিই। যত সব মিথ্যা গুজব ও নিন্দা রটনা করে ঝগড়া

লাগানোই ছিল আমার কাজ। সেই পাপেই আজ আমার নাককান কাটা। সেখানে ফিরে গিয়ে যমজ ভাই গিদো ও এ্যাঙ্গোলোকে বলবে ক্যাট্টোনিকার কাছে এক জায়গায় রিমিনির ম্যালাতেস্তিনোর দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়ে সেখানে যাবার সময় বিক্ষুব্ধ আদ্রিয়াতিক সাগরের এক বিপদসঙ্কুল স্থানে তাদের নৌকো ডুবে যাবে। সাইপ্রাস ও ম্যাজোরার মাঝখানে যে ভয়ঙ্কর জায়গায় কোন জলদস্যুও যায় না ভয়ে সেইখানে কোন এক লর্ডের চক্রান্তে বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে ডুবিয়ে মারা হবে তাদের। এক আলোচনায় যোগদান করার জন্য তাদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যাবে এক প্রতারক এবং ফোকারার দুষ্ট ঝড় তাদের নৌকো ডুবিয়ে দেবে।

আমি তখন মেদিসিনাকে বললাম, আমি তোমার কথা তাদের গিয়ে বলব। কিন্তু আমি চলে যাবার আগে একটা কথা বল, তোমার পাশে যে লোকটি রয়েছে সে কে?

সে তখন সঙ্গে সঙ্গে তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক ছায়ামূর্তির গালে হাত দিয়ে তার মুখের ভিতর হাত দিয়ে চোয়ালটা টেনে ধরে বলল, এই দেখ এ কথা বলতে পারে না। 'কোন সক্ষম সমর্থ ব্যক্তির পক্ষে বিলম্ব বিপজ্জনক' এই কথা বলে সীজারের মন হতে সব সংশয় দূর করে তাঁকে গৃহযুদ্ধে প্ররোচিত করেছিল এই ব্যক্তি। এর নাম কুরিও।

আমি কুরিওর মুখের ভিতর তাকিয়ে দেখলাম তার জিবটা গলার ভিতর থেকে কাটা। যে কুরিও জীবনে কেবল মিথ্যা কথা বলে বেড়াত সে আজ একেবারে স্তব্ধ নীরব। কণ্ঠস্বরহীন বাকশক্তিরহিত কুরিওকে বড় বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল।

দুটি হাতই যার কাটা এমন এক রক্তাক্তদেহী ছায়ামূর্তি আমাকে বলল, মস্কার কথাটাও একবার ভেবো। সে 'যা হয়ে গেছে তা আর ফিরবে না' এই কথা বলে এক ববাঙের ব্যাপারে বুকনদেলমন্তিকে হত্যা করে ফ্লোরেন্স নগরের জনগণকে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলে বিভক্ত করে।

আমি আবার তার কথার সঙ্গে আর একটা জুড়ে দিয়ে বললাম, এইভাবে সে নিজের বহু আত্মীয় পরিজনের মৃত্যু ঘটায়। আমার একথা শুনে সে হতাশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে চলে গেল।

আমি আবার সেই খাদের ভিতর তাকিয়ে অন্য সব পাপাত্মাদের দেখতে লাগলাম। সহসা দেখলাম মুণ্ডহীন এক কবন্ধ আমার দিকে এগিয়ে এল

ছুটে। তার হাতের মুঠোয় ধরা ছিল তারই ছিন্নমুণ্ডের কেশগুচ্ছ। সে আমাকে বলল, আমার দেহটি এক ছিল একদিন, কিন্তু আজ দুটিতে পরিণত। জেনে রেখো আমার নাম বার্ট্রাণ্ড দ্য বর্ণ। ইসরায়েলের রাজা ও ডেভিড ও তাঁর পুত্র আবসালামের মধ্যে বিবাদের অনুরূপ আমার অসৎ পরামর্শের দ্বারা ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় হেনরি ও তাঁর পুত্র যুবরাজ হেনরির মধ্যে বিবাদ লাগিয়ে দিই। পিতাপুত্রকে মনের দিক হতে বিচ্ছিন্ন করার অর্থই হলো দেহ হতে মুণ্ডকে ছিন্ন করা। এ্যাকিটোফেলের মতই আমি ছিলাম প্রতিহিংসা-পরায়ণ। সেই পাপেই আজ আমার দেহ হতে বিচ্ছিন্ন মস্তক নিজের হাতেই বয়ে বেড়াচ্ছি আমি।

আমার কৃত কর্মের ফল আমার কাছেই ফিরে এল।

# ঊনত্রিংশ সর্গ

## অষ্টম বৃত্ত : দশম পরিখায় অবতরণের পথ : গুড ফ্রাইডের পরদিন শনিবার

### কাহিনীসংক্ষেপ

নবম পরিখার কাছে এসে তাঁর এক মৃত আত্মীয়কে দেখার জন্য আশা প্রকাশ করলেন দান্তে। কিন্তু ভার্জিল বলল লোকটি আগেই চলে গেছে তাঁর পাশ দিয়ে। তিনি দেখতে পাননি। তাঁরা এখন দশম পরিখায় অবতরণের জন্য সেতু পার হতে লাগলেন। পথে যেতে যেতে দেখলেন মিথ্যাবাদীদের অসংখ্য পাপাত্মা দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছে। ক্যাপোশিও নামক এক পুরনো বন্ধুর দেখা পেয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন দান্তে।

এতক্ষণ ধরে ধর্মগত শ্রেণীগত ও পারিবারিক এই তিন শ্রেণীর বিভেদ সৃষ্টিকারী পাপাত্মাদের আঘাত ও যন্ত্রণা দেখে আমার চোখে জল আসছিল দুঃখে।

কিন্তু কবিবর ভার্জিল বললেন, তুমি যে দেখছি স্থির হয়ে ওদের পানে তাকিয়ে আছ। ওই সব আহত ছায়ামূর্তিদের দেখে চোখ ঝাপসা হয়ে

আসছে তোমার। এর আগে ত এ ধরনের দুর্বলতা দেখা যায়নি তোমার মধ্যে। তুমি কি ওদের সকলের কথা বর্ণনা করতে চাও তোমার কাব্যে? কিন্তু মনে রেখো এই নরকের আয়তন হচ্ছে বাইশ বর্গমাইল। চাঁদ প্রায় আমাদের পায়ের তলায় এসে পড়েছে। সময় খুবই সংক্ষিপ্ত এবং যাবার পথে আরো অনেক কিছু দেখার আছে।

আমি তাঁকে বললাম, যদি তুমি একটু অপেক্ষা করতে এবং আমাকে একটু দাঁড়াতে দাও তাহলে আমি যাকে খুঁজছি তাকে হয়ত পেয়ে যেতে পারি।

আমার পথপ্রদর্শক আগেই হাঁটতে শুরু করেছিলেন। অগত্যা আমি তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলাম। তিনি আমার উত্তরে বললেন, এর আগে এখানে পার্বত্য পথে আসার সময় সে ব্যক্তি চলে গেছে। দেখতে পাওনি তাকে। সে ছিল আমারই আত্মীয়। তার অভিশপ্ত আত্মা অনুতাপের বেদনায় আর্তনাদ করতে করতে চলে গেছে তার দলের সঙ্গে। তুমি তার কথা ভেবে চঞ্চল করে তুলো না তোমার মনকে। তাকে তার পাপের শাস্তি ভোগ করতে দাও। তোমার এখন আরো অনেক কিছু ভাবার আছে। আমরা যখন সেতুর উপর দিয়ে আসছিলাম তখন তার তলায় সেই ব্যক্তিকে তোমার পানে তাকিয়ে ঘুঁষি পাকিয়ে ভয় দেখাতে দেখেছি। তার নাম গেরি দেল বেল্লো। তখন তুমি বার্ট্রাণ্ড দ্য বর্ণের কথা ভাবছিলে বলে তাকে দেখতে পাওনি।

আমি বললাম, হায়, হতভাগ্য গেরি বেল্লো ছিল আমার পিতার জ্ঞাতি ভাই। লোকটা ছিল দুষ্টপ্রকৃতির এবং সাচ্চেত্তি বংশের এক ব্যক্তির দ্বারা নিহত হয়। প্রচলিত প্রথা অনুসারে তার আত্মীয় স্বজনদের তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা নেওয়া হয়নি বলে সে রাগে আমার সঙ্গে কথা বলবে না। তবু তার জন্য আমার দুঃখ হয়।

কথা বলতে বলতে ধাপে ধাপে নেমে যাচ্ছিলাম আমরা দশম পরিখার খাদের তলদেশে। অসংখ্য পাপাত্মা অধ্যুষিত সে তলদেশ ক্রমশ প্রতিভাত ও পরিদৃশ্য হয়ে উঠছিল আমার চোখে। অসংখ্য ভয়ার্ত চিৎকারের তীর আর বেদনার বর্শা আমার কর্ণকুহরকে এমনভাবে আঘাত করছিল যে আমি দুহাত দিয়ে আমার কান দুটোকে চাপা দিলাম। অগণ্য রোগগ্রস্ত ও ক্ষত-বিক্ষত দেহের বিভীষিকায় ভরা যে দৃশ্য আমি দেখলাম তা ভ্যালভিচিনা, মেরেম্মো ও সার্দিনিয়ার মত অস্বাস্থ্যকর জেলাগুলিতে কখনো দেখা যায়নি।

জুনোর দ্বারা প্রেরিত মহামারীর দ্বারা অভিশপ্ত এজিনাতেও সে দৃশ্য কখনো দেখা যায়নি। ওভিদের কাহিনীতে দেখা যায় সেই মহামারীতে এজিনার সব লোক মরে গেলে দেবরাজ জুপিটার সেখানকার সব পিঁপড়েদের মানুষে পরিণত করে দেন।

একটি কথাও না বলে ধাপে ধাপে নেমে গেলাম আমরা। দেখলাম অসংখ্য রুগ্ন পাপাত্মা উত্থানশক্তিরহিত অবস্থায় নিদারুণ কষ্ট পাচ্ছে। তারা এতই ক্ষীণ ও দুর্বল যে উঠে দাঁড়াতে পারছে না। তারা একরকম তাদের পাপের ভারে ভারী আত্মাটাকে বহন করে বুকে হেঁটে অতিকষ্টে এগোচ্ছে।

তাদের মধ্যে একজনকে আমার পথপ্রদর্শক বললেন, আচ্ছা তুমি তোমার হাতে এত বড় বড় নখ রেখেছ কেন? ওগুলো সাঁড়াশীর কাজ করবে? আচ্ছা বলতে পার, এখানে লাতিয়ার কোন লোক আছে কি না?

সে তখন উত্তর করল, এখানে আমরা দুজন আছি লাতিয়ার লোক। কিন্তু তুমি কে?

আমার পথপ্রদর্শক বললেন, আমি এই জীবিত মানুষটিকে নরকের সর্বত্র পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এখানে নেমে এসেছি।

এই কথা শুনে তারা দুজন আমার মুখপানে নিবিড় বিস্ময়ে তাকাল এবং তাদের দলভুক্ত সব লোকই আশ্চর্য হয়ে গেল। আমার পথপ্রদর্শক আমাকে বললেন, যদি কোন কথা জিজ্ঞাসা করার থাকে ত তা করতে পার।

আমি আমার পথপ্রদর্শকের অনুরোধে তাকে বললাম, তোমার নাম জগতে অক্ষয় হয়ে থাক বহুকাল ধরে। কিন্তু তোমাদের দুজনের বাড়ি কোথায় সে কথা আমাকে বলতে ভয় পেও না।

তাদের মধ্যে একজন বলল, আমার নাম এ্যারেতিনে। সিয়েনার এ্যালবারোর দ্বারাই আমার মৃত্যু ঘটে। আমি একবার ঠাট্টা করে তাকে বলেছিলাম আমি উড়তে পারি আকাশে। বোকা অর্বাচীন ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে আমার কথায় বিশ্বাস করে ওড়ার কৌশল শিক্ষা করতে চাইল আমার কাছে। আমি তাকে ঠকিয়ে তার কাছ থেকে টাকা নিই। সে ভেবেছিল আমি তাকে বানাব দ্বিতীয় ডেডালাস। পরে ব্যর্থ হয়ে সে তার পিতা বিশপের কাছে অভিযোগ করে আমার বিরুদ্ধে। বিশপ শাস্তিস্বরূপ আমাকে পুড়িয়ে

মারার দণ্ডাদেশ দেন। কিন্তু তার জন্য আমাকে এই দশম পরিখার খাদের অন্ধকার তলদেশে আসতে হত না। আমি যে কোন বস্তুর বাহ্যরূপ এক অদ্ভুত যাদুবিদ্যার দ্বারা বদলে দিয়ে লোক ঠকাতে পারতাম বলেই মাইনস আমাকে এখানে পাঠিয়ে দেয় তার শাস্তিভোগের জন্য।

আমি আমার পথপ্রদর্শককে বললাম, সিয়েনার লোকের মত এমন লোক কোথাও থাকতে পারে তা আমার জানা ছিল না।

এ্যারেতিনের পাশের লোকটি বলল, তবে স্টিক্কা ছাড়া। স্টিক্কার কৃপণ চারজন সামন্তর কথা কে না জানে? এস ভাল করে আমার মুখটা দেখ। দেখ, ক্যাপোশিওকে চিনতে পার কি না। আমার ছায়াচ্ছন্ন মুখটা দেখ। ভাল করে মনে করে দেখ আমি ছিলাম তোমার বন্ধু আর বস্তুর বাহ্যরূপ যাদু-বিদ্যার দ্বারা আমিও বদলে দিতে পারতাম।

# ত্রিংশতি সর্গ

## অষ্টম বৃত্ত : দশম পরিখা : মিথ্যাবাদী

### কাহিনীসংক্ষেপ

দান্তেরা দুজনে যখন এগিয়ে চলেছিলেন তাঁদের গন্তব্য স্থলের দিকে তখন গ্রিফোনিনো মায়রা ও গ্রান্নি স্কিচ্চির ছায়ামূর্তি দুটি দৃষ্টি আকর্ষণ করল। দান্তে তখন ট্রয়ের সাইনন ও ব্রেসিয়ার আদমের মধ্যে ঝগড়া বিবাদের কারণ কি তা জানতে চাইলেন। ভার্জিল তখন তাঁর এই অসংযত কৌতূহলের জন্য তীব্র ভাষায় যে তিরস্কার করলেন তা চিরদিন মনে থাকবে দান্তের।

থীবস্‌এর রাজা ক্যাডমাসের সেমিলি নামে এক কন্যা ছিল। দেবরাজ জুপিটার সেমিলির গর্ভে বেকাস নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। তাতে জুনো রেগে গিয়ে বহুবিধ অভিশাপ বর্ষণ করেন থীবস্‌এর রাজপরিবারের উপর। অবশেষে তিনি সেমিলির ভগ্নিপতি এ্যাথামাসকে উন্মাদ করে দেন। উন্মাদ এ্যাথামাস আপন স্ত্রীপুত্রকেও চিনতে পারলেন না। একবার তার স্ত্রী অর্থাৎ সেমিলির বোন ইনো তার দুটি শিশুপুত্র নিয়ে কোথায়

যাচ্ছিল। তা দেখতে পেয়ে উন্মাদ এ্যাথামাস চিৎকার করে বলে ওঠে, 'সিংহী আর তার বাচ্চা দুটোকে ভাল করে ধর।' এই বলে সে তারই একটি শিশুপুত্রকে ধরে ঘোরাতে ঘোরাতে পাথরে আছাড় মেরে হত্যা করে! তা দেখে ইনো তার অন্য শিশু পুত্রটিকে নিয়ে দুঃখে জলে ডুবে প্রাণত্যাগ করে। প্রতিকূল নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে ট্রয়নগরীর পতন ঘটলে রাণী হেকুবা তাঁর অন্যতমা কন্যা পলিকজেনাসহ বন্দিনী অবস্থায় গ্রীস দেশে আনীত হন। সেখানে পলিকজেনাকে একিলিসের মন্দিরে বলি দেওয়া হয়। আর একদিন সমুদ্র উপকূলে তার অন্যতম পুত্র পলিডোরাসকে নিহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখতে পান হেকুবা। তা দেখে শোকে দুঃখে আহতা কুকুরীর মত এক সকরুণ আর্তনাদে ফেটে পড়েন তিনি।

কিন্তু আমি এই দশম পরিখার খাদের অন্ধকারে যে দুটি উন্মত্ত শয়তানকে এক প্রচণ্ড তাণ্ডবে ফেটে পড়তে দেখলাম সে তাণ্ডব শত দুঃখ অভিশাপের মাঝেও থীবস্ বা ট্রয়ের কারো মধ্যে দেখা যায়নি কখনো। আমি দেখলাম বন্য উন্মত্ত দুটি শূকরের মত প্রচণ্ড ক্রোধে গর্জন করতে করতে দুটি শয়তান ছুটে এল কোথা হতে। তাদের একজন ক্যাপোশিওকে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে টানতে লাগল। তা দেখে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এ্যারিতিনে আমাকে বলল, ও হচ্ছে কাভালকান্তি পরিবারের বংশধর গ্রান্নি স্কিচ্চি .য দোনাতির পুত্র সাইমোনকে প্রতারিত করে অর্থ ও এক উত্তম যশের লোভে।

আমি তাকে বললাম, তুমি পালিয়ে যাও। তা না হলে অন্য জন্তুও তোমায় কামড় দেবে। তবে যাবার আগে তার নামটা বলে দিয়ে যাও।

এ্যারিতিনে বলল, অন্য জনের নাম মায়রা। ও জীবিতকালে নিজের পিতার প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে ছদ্মবেশে তাঁর ঘরে ঢুকে দেহসংসর্গ করতে যায়। সেই পাপে আজ ও পরিণত রক্তপিপাসু এক নারকীয় কুকুরীতে। অন্য যে নারকীয় কুকুরটি পালিয়ে গেল একটু আগে সেই গ্রান্নি স্কিচ্চি দোনাকির সাক্ষর জাল করে নিজের নামে এক উইল করে সাইমোনকে প্রতারিত করে তার পিতার সম্পত্তি আত্মসাৎ করে। এজন্য আমি এই দুটো নরকের কুকুরকে ভীষণভাবে ঘৃণা করি।

যাই হোক মায়রা ও গ্রান্নি চলে গেলে আমি অন্য সব পাপাত্মাদের পানে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। এমন সময় শক্ত চামড়াওয়ালা বীণার আকৃতিসহ এক ছায়ামূর্তি আমাকে ডেকে বলল, আমি বুঝতে পারছি না কেন তুমি এই

নরকের মাঝে কোন শাস্তি ভোগ না করেই স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছ। আমার নাম হলো মাস্টার আদম। ফ্লোরেন্সের মুদ্রা জাল করা আমার পেশা ছিল এবং সেই অপরাধে আমাকে পুড়িয়ে মারা হয়। অর্থ দ্বারা যে সুখ যে সম্পদ পাওয়া যেতে পারে আমি তা জীবনে পেয়েছিলাম। কিন্তু আজ আমি শুধু চাই এক ফোঁটা জল। মাত্র এক ফোঁটা জলই এখন আমার একমাত্র কাম্য বস্তু। সুন্দর ক্যাসেনতিনো পাহাড় থেকে আর্নো উপত্যকা পর্যন্ত যে সব ছোট ছোট নদী বয়ে গেছে শীতল জলের স্রোত মুখে নিয়ে তাদের কথা মনে পড়ছে আজ আমার। সেই সব নদীদের সজল স্মৃতি তীব্র করে তুলছে আমার পিপাসাকে আর আমার রোগের সমস্ত কষ্টকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে সে পিপাসার যন্ত্রণা। আজ এক প্রবল আত্মজিজ্ঞাসা জাগছে আমার মনে। আর্নোর যে উপত্যকাপ্রদেশে নদীর ধারে গিদো, অথবা আলেকজাণ্ডার অথবা তাদের ভাই কস্তি গিদির যে রোমেনা প্রাসাদ অবস্থিত, তাদের প্ররোচনায় সেই প্রাসাদে বসেই ব্যাপ্টিস্টের মুদ্রাঙ্কিত ফ্লোরেন্সের স্বর্ণমুদ্রা জাল করতে শিখি আমি। আমি তাদের দেখলেই চিনতে পারব। যদি আমার হাত পা এভাবে বাঁধা না থাকত, যদি আমি কোনক্রমে হাঁটতে পারতাম তাহলে তাদের সেই বিকৃত ও ক্ষত বিক্ষত মূর্তিগুলোকেই ধরে ফেলতাম আমি। কারণ তারাই আমায় সেই পাপকাজে নিযুক্ত করে নিয়ে আসে এই হীন নরকের রাজ্যে। তাদের জন্যই আমাকে পুড়ে মরতে হয়।

তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ঐ যে দুটি ছায়ামূর্তি এক যুগল বন্ধনে শায়িত রয়েছে, যাদের গা হতে শীতের বাষ্পায়িত শিশিরকণার মত ধূম নির্গত হচ্ছে তারা কে?

সে উত্তর করল, ওদের মধ্যে একজন হচ্ছে ট্রয়নগরবাসী সাইনন, যে ছিল গ্রীকদের গুপ্তচর এবং যে মিথ্যা কাহিনী বলে ট্রয়সৈন্যদের প্ররোচিত করে সেই কাষ্ঠনির্মিত রহস্যময় ঘোড়াটিকে ট্রয়নগরীর মধ্যে নিয়ে আসার জন্য। আর একজন হচ্ছে এক মিথ্যাবাদিনী অবিশ্বস্তা নারী যে অন্যায়ভাবে জোশেপকে অভিযুক্ত করে।

সেই দুটি ঘুমন্ত নিশ্চল ছায়ামূর্তির একটি তার নাম উচ্চারিত শুনে মাষ্টার আদমের পেটে এক ঘুঁষি মারল সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসে। তখন আদমও তার মুখে এক ঘুঁষি মেরে তার উত্তর দিয়ে বলল, এই দেখ, যদিও আমার পা

বাঁধা এবং কোথাও যেতে পারি না তথাপি আমার এই হাত দিয়েই শত্রুদের দমন করার শক্তি রাখি। সে তখন আদমকে বলল, হ্যাঁ, তোমার এই হাতই একদিন মুদ্রা জাল করত।

আদম বলল, সত্যি কথা বলেছ। কিন্তু ট্রয়বাসীরা যখন তোমায় সত্য কথা বলার জন্য অনুরোধ করেছিল তখন তুমি সত্য কথা বলনি।

সাইনন বলল, আমি যদি মিথ্যা কথা বলি তাহলে তোমার জাল মুদ্রা-গুলোও মিথ্যা। তুমিও একজন কম শয়তান নও।

স্ফীতোদর আদম বলল, শপথভঙ্গকারী শয়তান একবার ভেবে দেখ সেই কাঠের ঘোড়ার কথা, ভেবে দেখ শপথভঙ্গের কথা। এখন সে কথা সারা পৃথিবীর সবাই জানে।

সাইনন বলল, যে পিপাসায় কণ্ঠ তোমার ফেটে যাচ্ছে সে পিপাসা এখন ঐ বনে গিয়ে কর্দমাক্ত জল দিয়ে নিবৃত্ত করো।

আদম বলল, কুবাক্যে তোমার মুখ আজ মুখর। তোমার জলো উপহাসে আমার পিপাসা যাবে না।

সাইনন বলল, তুমি এখনো জ্বলছ, তোমার মাথা হয়ত এখনো জ্বালা করছে। নার্সিসাসের আয়না থাকলে দেখাতে পারতাম তোমার মুখ। নির্বোধ নার্সিসাস এক জলাশয়ের স্বচ্ছনির্মল জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে নিজেকে ভালবেসে ফেলে এবং ফুলে পরিণত হয়ে যায়।

আমি এই সব কথা যখন মন দিয়ে বিশেষ আগ্রহসহকারে শুনছিলাম আমার গুরু বললেন, ঠিক আছে, অনেক দেখেছ, এখন চল। আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব।

আমি তাঁকে ক্রুদ্ধ হতে দেখে লজ্জায় তাঁর দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম। সে কথা আজও আমার মনে আছে এই দীর্ঘ দিনের ব্যবধানের মাঝেও। কোন ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখার পর মানুষ যেমন হতবাক হয়ে পড়ে আমিও তেমনি লজ্জায় হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার সদাশয় পথপ্রদর্শক তখন বললেন, অত লজ্জার দরকার নেই। ওর থেকে কম লজ্জা তোমার থেকে অনেক কম অপরাধও স্খালন করে দেবে। যাক্, এখন আর ওসব কথা ভেবো না। মনে রেখো এখনো আমি তোমার পাশে দাঁড়িয়ে আছি। ভাগ্যক্রমে যদি কখনো এই সব ঝগড়া বিবাদের স্থানে এসে পড় তাহলে এই সব ঘটনার দৃশ্য এমন করে উপভোগ করতে নেই। এটা অন্যায়।

# একত্রিংশ সর্গ

## নবম বৃত্তের পথ : জটিল প্রতারণা : দৈত্যগণ

### কাহিনীসংক্ষেপ

দান্তে ও ভার্জিল নবম বৃত্তে যাবার পথে সেই খাদের তলদেশে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন একটি কূপের চারপাশে এমন অনেক দৈত্য দানব রয়েছে যাদের কোমর হতে দেহের উপর দিকটা দেখা যাচ্ছে শুধু। তাদের নাম হলো নিমরদ ও এফায়েদটেদ। আন্তেউস নামে আর এক দৈত্য তাদের কূপের মধ্যে প্রায়ই নামাচ্ছিল।

আমার গুরুদেবের যে জিহ্বা তিরস্কারের দ্বারা আমায় আঘাত দেয় মনে. সেই জিহ্বাই আবার পরমুহূর্তে সান্ত্বনার প্রলেপ লাগিয়ে দেয় সে আঘাতের ক্ষতের উপর। ঠিক যেন একিলিসের সেই আশ্চর্য বর্শা যার দ্বারা সৃষ্ট কোন ক্ষতের উপর সেই বর্শার মাথায় লেগে থাকা কিছু মরিচার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলেই তা ভাল হয়ে যেত।

আমার পথপ্রদর্শকের কথামত এগিয়ে চলতে লাগলাম সেই আর্তনাদ নিনাদিত খাদের অন্ধকারকে পিছনে ফেলে। আমরা এগোতে লাগলাম পাথরে বাঁধা খাদের তীর ধরে। গোটা একটি দিন হেঁটে চললাম আমরা। চারদিক অন্ধকার। পথ চলাকালে চোখে কিছুই দেখতে পেলাম না, কানে শুনতে পেলাম শুধু আর্তনাদ।

সহসা বজ্রবিনিন্দিত এক প্রবল গর্জন শুনে এক বিশেষ জায়গায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম আমি। চার্লেমেইন যখন স্পেনের যুদ্ধক্ষেত্র হতে ফিরে আসছিল তখন তার ভ্রাতুষ্পুত্র রোনাল্ডের নেতৃত্বে সম্মুখসারির সৈন্য সামন্তরা পীরেনিজ পাহাড়ের এক গিরিপথে সহসা শত্রুকবলে পড়ে। চার্লেমেইন ছিলেন আট মাইল পিছনে। মৃত্যুকালে রোনাল্ড এত জোরে কথা বলেন যে আট মাইল দূর থেকে চার্লেমেইন তা শুনতে পেয়ে ছুটে এসে শত্রুদের এই বিশ্বাস-ঘাতকতার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

আমি সেই শব্দ শুনে সামনে তাকিয়ে কতকগুলি গম্বুজের চূড়া দেখতে

পেয়ে আমার পথপ্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করলাম, গুরুদেব, আমাদের সামনে কি কোন শহর আছে?

তিনি বললেন, এই ছায়া ছায়া অন্ধকারের ভিতর দিয়ে তুমি অনেক দূরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করছ। তার ফলে দূরস্থিত বস্তুকে ভ্রান্ত ও অস্বচ্ছ দেখছ তুমি। ওখানে গিয়ে সব দেখতে পাবে। দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চল। দূরত্ব এই-ভাবে চিরকাল বিভ্রান্ত করে মানুষের দৃষ্টিকে।

তারপর তিনি আমার হাত ধরে সস্নেহে বললেন, কিন্তু সেখানে যাবার আগে সেখানকার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলা দরকার। তা না হলে তা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাবে তুমি। জেনে রাখ ওগুলি গম্বুজ বা প্রাসাদের চূড়া নয়, বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে থাকা এক একটি দৈত্য যাদের পাগুলি কূপের গভীরে গাঁথা থাকলেও মাথাগুলো এখন উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে কুয়াশা অপসারিত হলে বাষ্পাচ্ছন্ন জাগতিক বস্তুনিচয় যেমন স্পষ্ট ও পরিদৃশ্যমান হয়ে ওঠে তেমনি আমাদের সম্মুখস্থিত, বস্তুগুলিও যতই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল আমার চোখে ততই তাদের সম্বন্ধে আমার সেই ভ্রান্ত ধারণাটি পরিণত হয়ে উঠল এক প্রবল শঙ্কায়। বারোটি গম্বুজসহ মণ্ডিবেগিয়নের প্রাসাদের শীর্ষদেশ যেমন মাথা তুলে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে আছে সিয়েনার অনতিদূরে তেমনি কটিদেশ হতে মস্তক পর্যন্ত পরিদৃশ্য দৈত্যরাও বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে আছে মাথা তুলে। সেই সব দৈত্যদের মধ্য থেকে একজনকে চিনতে পারলাম আমি যার মাথা বুক আর উদরের একটা অংশ দেখা যাচ্ছিল। দেখে মনে হলো বুদ্ধিজ্ঞান বিবর্জিত বিশালকায় এই সব জানোয়ার সৃষ্টির ব্যাপারে প্রকৃতি বিজ্ঞতারই পরিচয় দিয়েছেন। কারণ এদের এই সব বিশাল দেহগত বলিষ্ঠতার সঙ্গে যদি বুদ্ধি, বিবেচনা থাকত তাহলে মানুষ কোনক্রমে পেরে উঠত না এদের সঙ্গে। আমি যে দৈত্যের বিরাট মুখটি দেখে চিনতে পারলাম তাকে দেখে আমার রোমে সেণ্ট পিটার গীর্জার সামনে অবস্থিত ব্রোঞ্জনির্মিত এক বিশাল পাইন গাছের কথা মনে পড়ল। ফ্রীজান দেশের সবচেয়ে দীর্ঘকায় মানুষদের কথা মনে পড়ল। আমার দেখা সেই সব দৈত্যরা যদি দৈর্ঘ্যে পঞ্চাশ ষাট ফুট উঁচু না হয় তাহলে হে পাঠকগণ, আমায় আপনারা মিথ্যাবাদী বলতে পারেন। সহসা সেই দৈত্যটি গর্জন করতে শুরু করল। আমার পথপ্রদর্শক তখন তাকে বললেন, তোমার বুকের উপর সুতো দিয়ে বাঁধা যে শিঙাটি ঝোলানো রয়েছে তা বাজাও গর্জন করার পরিবর্তে। তাহলে তার সুরের মাধ্যমে তোমার

মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত অনেক ক্রোধের আবেগ প্রশমিত হবে।

তারপর তিনি আমাকে বললেন, ঐ যে দৈত্য দেখছ ওর নাম হচ্ছে নিমরদ। পূর্বজীবনে ও ছিল এক সুদক্ষ শিকারী, তাই ওর বুকে রয়েছে শিঙা ঝোলানো। কিন্তু ওর কাছে দাঁড়িও না। কারণ ওর কোন কথা বুঝতে পারবে না।

আমরা তখন বাঁ দিকে দু পা এগিয়ে যেতেই দেখলাম আর একটি বিশালা-কায় দৈত্য যার একটি হাত সামনের দিকে আর একটি হাত পিছনের দিকে বাঁধা রয়েছে লোহার শিকল দিয়ে। তাছাড়া সেই শিকলের পাঁচটি পাক দিয়ে তার গোটা দেহটাই বাঁধা। আমার পথ প্রদর্শক বললেন, ওর নাম হচ্ছে এফায়েলটেস, নেপচুনের পুত্র। যে সব অসুরেরা দেবতাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় এফায়েলটেস ছিল তাদের একজন। এই এফায়েলটেস একবার ওসা পর্বতের শৃঙ্গটাকে স্বর্গস্থিত অলিম্পাস পর্বতের উপর জোর করে স্থাপন করে বিব্রত করতে চায় স্বর্গের দেবতাদের। অবশেষে এ্যাপোলো তাকে হত্যা করেন।

আমি বললাম, আমি যদি সর্বাপেক্ষা বিশালকায় দৈত্য ব্রিয়ারেউসকে একবার স্বচক্ষে দেখতে পেতাম। হোমার ও ভার্জিল ব্রিয়ারেউসএর একশোটি হাত ও পঞ্চাশ মাথার কল্পনা করেছিলেন।

আমার পথপ্রদর্শক বললেন, বেশি দূরে নয়। আর একজন দৈত্যকে দেখবে। তার নাম আন্তেউস। তার হাতে বা গায়ে কোন শিকল নেই। সে আমাদের এই নরকের গভীরতম প্রদেশে নিয়ে যাবে। এক প্রবল ভূমিকম্পে যেমন সমস্ত প্রাসাদের ভিত্তিমূলগুলো কেঁপে ওঠে তেমনি এফায়েলটেসের এক আকস্মিক গর্জনে মৃত্যুভয়ে আমার সমগ্র মর্মমূল কেঁপে উঠল। অবশেষে আমি আন্তেউসের মুণ্ডহীন কবন্ধটাকে দেখতে পেলাম।

আমার পথপ্রদর্শক তখন তাকে সম্বোধন করে বললেন, হে টেল্লাসপুত্র আন্তেউস, তোমার হাতে কোন শৃংখল নেই, কারণ তুমি দেবতাদের বিরুদ্ধে কখনো কোন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওনি তোমার জীবদ্দশায়। জন্মের পর হতে মাটিতেই তোমার পা গাঢ়বদ্ধ ছিল। পরে হার্কিউলেস তোমাকে সেখান থেকে টেনে তুলে আছাড় মেরে হত্যা করেন। লিবিয়ার অদূরস্থিত জার্মার যে অরণ্য অঞ্চলে হানিবল স্কিপিওকে পরাজিত করেন সেইখানে একদিন তুমি তোমার আসুরিক শক্তির দ্বারা বহু সিংহ হত্যা করো।

আমার পথপ্রদর্শক কবি ভার্জিলের একথা বলা শেষ হতেই আন্তেউস তার সেই বলিষ্ঠ হাত দুটি প্রসারিত করে দিল তাঁর দিকে যে হাত একদিন শক্তির দেবতা হার্কিউলেসকেও পীড়া দেয়। ভার্জিল আমাকে কাছে ডাকলেন। আমি কাছে যেতেই আন্তেউস আমাকেও ধরল। বোলোগনায় অবস্থিত দোদুল্যমান টাওয়ারের মত আন্তেউস হেলে নত হলো। আমরা তার পিঠের উপর চেপে বসতেই সে উঠে পড়ল। সে আমাদের দশম বৃত্তের সেই গভীরতম প্রদেশের পথে বয়ে নিয়ে যেতে লাগল যেখানে আছে বিশ্বাসঘাতক জুডাস আর অধঃপতিত দেবদূত লুসিফারের আত্মা।

# দ্বিত্রিংশ সর্গ

## দশম বৃত্ত ঃ জটিলতর প্রতারণা ঃ বিশ্বাসঘাতকের দল

### কাহিনীসংক্ষেপ

দশম বৃত্তের মধ্যে আছে কসিটাস নামে জমে যাওয়া এক হ্রদ আর সেই জমে যাওয়া হ্রদের বরফের মধ্যে গলা ডুবিয়ে বসে আছে যত বিশ্বাসঘাতকের আত্মা। যারা জীবনে নিজেদের লোকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তারা এখানে আছে বরফে গলা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে। দান্তে সেখানে আলবাতি ভাইদের দেখতে পেলেন। তিনি কথা বললেন ক্যানিসিয়নের সঙ্গে। এর পর তিনি দেখলেন বরফে জমে যাওয়া দুটি ছায়ামূর্তি যারা একে অন্যের মাথাটায় আঁচড় কাটছে।

আমি পৃথিবীগর্ভের সেই পাতালপ্রদেশে যা দেখেছি তা যদি ছন্দোবদ্ধ শব্দে প্রকাশ করতে যাই তাহলে হয়ত ঠিকমত তা প্রকাশ করা হবে না। তবে অবশ্য যদি সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরা আমাকে সাহায্য করতেন, তাহলে আমি হয়ত তা পারতাম। সেই দেবীদের অনুগ্রহে এ্যাম্ফিয়ন একবার এমন ভাবে বীণা বাজান যার সুরমাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে মিথেরণ পাহাড়ের প্রস্তরখণ্ডগুলি সেখানে গিয়ে আপনা হতে থীবসের প্রাচীরে পরিণত হয়ে নগরটিকে বেষ্টন করে।

অবশেষে আন্তেউস এক জায়গায় থামতেই আমরা নেমে পড়লাম তার পিঠ হতে। আমাদের নামিয়ে দিয়ে আন্তেউস বলল, যেখানেই যাও দেখবে যেন পা দিয়ে এই হ্রদের বরফে ডুবে থাকা পাপাত্মাদের মাথাগুলো মাড়িয়ে দিও না।

আমি চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, স্বচ্ছ আয়নার মত বরফগুলো চকচক করছে। গোটা হ্রদটাই বরফে জমে গেছে। অস্ট্রিয়ার ড্যানিয়ুব নদীতে এমন বরফ জমে না শীতকালে অথবা তুস্কানির উত্তর পশ্চিমে পিয়েত্রাপান বা ব্যাম্পার্নিক পাহাড়েও এমন বরফ পড়ে না। সেই সব বিশ্বাসঘাতক পাপাত্মাদের মাথাগুলো বরফে ঢাকা ছিল। আমি চারিদিকে তাকিয়ে দেখার পর যখন দৃষ্টি ফিরিয়ে নিজের পায়ের কাছে তাকালাম তখন দেখলাম আমার পায়ের কাছে দুজন বরফে নিমজ্জিত রয়েছে। তাদের মাথার চুলগুলোও জমে গেছে তাদের মাথার সঙ্গে। আমি বললাম, তোমরা কে বল?

আমার কথায় তারা নড়ে বরফটা কিছু সরিয়ে আমাকে দেখল। আমার পানে অশ্রুসিক্ত চোখে তাকাল অমনি সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠুর বরফ তাদের অশ্রুগুলোকে জমিয়ে দিয়ে স্তব্ধ করে দিল তাদের কণ্ঠ। এইভাবে নিষ্ফল ক্ষোভে ও বেদনায় প্রস্তরীভূত হয়ে রইল তারা। তাদের মধ্যে একজন যার দুটি কানই ঢাকা ছিল বরফে অবশেষে চিৎকার করে বলল, কেন তুমি আমাদের পানে এমন কঠোরভাবে তাকাচ্ছ? তুমি কি জানতে চাও ওরা কে? তবে জেনে রাখ, ওরা হচ্ছে বিসেঞ্জিও নদীবিধৌত উপত্যকা প্রদেশের রাজা আলবার্ডের দুই পুত্র। ওরা দুজনে সহোদর ভাই। এই সারা কানলা অঞ্চলে ওদের মত যোগ্য লোক আর কোথাও খুঁজে পাবে না তুমি। মদ্রে́দ নামে এদেরই একজন রাজা আর্থারের সিংহাসন দখলের চেষ্টা করলে আর্থার এক যুদ্ধে নিহত করেন একে। আর্থার এত জোরে এর বুকে বর্শা নিক্ষেপ করেন যে বর্শাটি তুলে নিলে সেই বড় গর্তের মধ্যে এধার হতে ওধার পর্যন্ত সূর্যের আলো যাতায়াত করতে থাকে। এমন কি ক্যামেনিয়ন বংশের যে ফোকাশিয়া তার খুল্লতাতর গলা কেটে ও খুড়তুতো ভাইএর হাত কেটে এক বিরাট পারিবারিক কলঙ্কের মাধ্যমে দেশের মধ্যে শ্বেত বনাম কৃষ্ণ গুয়েল্ফদের এক গৃহযুদ্ধের সূচনা করে সেই ফোকাশিয়া অথবা যে ম্যাশেরনি তার খুড়তুতো ভাইকে সম্পত্তি লাভের জন্য হত্যা করে—তারা কেউ আমাকে আকৃষ্ট করতে পারে না ওদের মত। আর আমার নাম হচ্ছে ক্যামিসিয়ন ছ্য প্যাজ্জী। আমার

বাড়ি হচ্ছে ভ্যালদার্নো শহরে। আমি কার্লিনো নামে আমারই বংশের এক আত্মীয়কে হত্যা করি।

সেই বরফজমা বিশাল হ্রদের চারদিকে তাকিয়ে অসংখ্য পাপাত্মার মাথাগুলো দেখতে লাগলাম। সহসা কিভাবে তা বলতে পারব না আমি ঘটনাক্রমে একজনের মাথায় পা দিয়ে ফেলতেই সে বলে উঠল, কে তুমি, কেনই বা আমায় পা দিয়ে মাড়িয়ে দিচ্ছ? মন্তাগোরির যুদ্ধে আমি গিবেলাইন হয়ে গুয়েল্ফের পক্ষ অবলম্বন করে যে বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়েছিলাম তুমি কি তারই প্রতিশোধ নিতে এসেছ?

আমি তখন আমার পথপ্রদর্শককে বললাম, একটু দাঁড়াও গুরুদেব, এ কে তা একবার দেখি।

আমার পথপ্রদর্শক থামলেন। তখন সেই পাপাত্মাটি আমাকে তীক্ষ্ণ ভাষায় অভিশাপ দিচ্ছিল। আমি তাকে তখন বললাম, কেন তুমি এমনভাবে গালাগালি দিয়ে খারাপ ব্যবহার করছ আমার সঙ্গে?

সে বলল, আজ তুমি কেন বা মানুষের মাথা পদদলিত করে এ্যান্টিনোয়ার পথে এগিয়ে চলেছ? তুমি হয়ত জীবিত মানুষ। তাই অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে এমন আচরণ করছ?

আমি বললাম, আমি জীবিত মানুষ ঠিক, তার জন্য জয়গান গাইতে পার আমার। তুমি যদি যশ চাও তাহলে তোমার নাম আমি বিভিন্ন অমর কাহিনীর সঙ্গে অমর ও অক্ষয় করে রাখব।

সে বলল, আমি যশ মান কিছু চাই না। আমি চাই তুমি শুধু এখান থেকে চলে যাও। এভাবে মানুষের মাথা পদদলিত করার মধ্যে কোন বুদ্ধি বা যুক্তি নেই।

আমি তখন তার চুলের মুঠি ধরে বললাম, বল, কি তোমার নাম। তা না হলে আমি তোমার মাথার সব চুল ছিঁড়ে ফেলব।

সে তার উত্তরে বলল, তুমি আমার মাথা ফাটিয়ে দিলেও আমি তা বলব না।

আমি তখন তার চুলের মুঠি ধরে দু তিনবার মাথাটা নাড়া দিতেই সে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল, কেন কুকুরের মত চেঁচাচ্ছ? কি চাও তুমি?

আমি বললাম, তোমাকে কিছু বলতে হবে না। নোংরা বিশ্বাসঘাতক কোথাকার। আমি সারা বিশ্বে তোমার লজ্জাজনক কাজের কথা বলে বেড়াব।

সে বলল, ঠিক আছে, এখান থেকে যদি কোনদিন বেরিয়ে যেতে পার, তাহলে যা পারবে করো। তুমি আমার কথা বলবে। বলবে তাকে বরফের মধ্যে জমে থাকতে দেখলাম। সে তার বিশ্বাসঘাতকতার ফল ভোগ করছে এখন। তারা যদি জিজ্ঞাসা করে সেখানে আর কে আছে তাহলে বলবে তার কাছে আছে বেকারিয়া যার গলা কাটা গিয়েছিল ফ্লোরেন্সবাসী গ্যানি ড্য মোলজানিয়ার হাতে।

আর কোন কথা না বলে তাকে সেই বরফের বিছানায় সেইভাবে হাহুতাশ করতে থাকা অবস্থায় ফেলে রেখে আবার হাঁটতে শুরু করলাম আমরা। কিছু দূর যেতেই দেখলাম একটি গর্তের মধ্যে বরফে জমে যাওয়া দুটি লোক একে অন্যের মাথাটাকে চিবিয়ে খাবার চেষ্টা করছে। তারা হলো ক্যানিভনের রাজা টাইডেউস আর মেগানিপ্পাস। মেগানিপ্পাসের দ্বারা টাইডেউস একদিন নিহত হয় বলেই হয়ত আজ নরকে এসে তার প্রতিশোধ নেবার জন্য মেগানিপ্পাসের মাথাটা নখ দিয়ে আঁচড়ে সেটাকে চিবিয়ে খাবার চেষ্টা করছে প্রচণ্ড ক্রোধে।

আমি বললাম, আমাকে বল, কেন তুমি এভাবে পশুর মত ওকে ছিঁড়ে খাবার চেষ্টা করছ? আমি তার অপরাধের কারণ জানতে পারলে তুমি যাতে সুবিচার পেতে পার তার জন্য ঈশ্বরকে জানাব। অবশ্য আমার যদি অকাল মৃত্যু না হয়।

# ত্রিত্রিংশ সর্গ

## নবম বৃত্ত ঃ দ্বিতীয় অন্তর্বৃত্ত ঃ এ্যান্টিনোরা ঃ দেশদ্রোহীর দল

### কাহিনীসংক্ষেপ

কাউন্ট ইউগালিনোর কাছ থেকে এক সকরুণ কাহিনী শুনলেন দান্তে। শুনলেন এক ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষে কিভাবে তাঁর মৃত্যু হয়। তারপর কবিদ্বয় চলে গেলেন টলেমিয়াতে। সেখানে ফ্রা এ্যালবারিগো দান্তের কথায় ভুল করে তার জীবনকাহিনী ব্যক্ত করে বসল। সে ব্র্যাঙ্কা ও অন্যান্যদের কথাও বলল যারা টলেমিয়াতে কিছু সুবিধা সুযোগ ভোগ করে।

সে তার মুখ তুলে মুখ মুছে বলল, তুমি আমাকে একথা বলতে বলে আমার পুরনো দুঃখকেই নূতন করে জাগিয়ে তুলছ। সে দুঃখের কথা মনে ভাবতেই অন্তর বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে আমার, বলা ত দূরের কথা। যদি আমার দ্বারা কথিত কথার বীজ ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে ভবিষ্যতে, যদি এই বিশ্বাসঘাতকটা কিছুমাত্রও লজ্জা পায় তাহলেই সেকথা বলব আমি। বলব আর কাঁদব একই সঙ্গে। তুমি কে বা কেন এখানে এসেছ তা জানি না। তবে তোমার কথা শুনে বুঝতে পেরেছি তুমি ফ্লোরেন্সবাসী। প্রথমে আমাদের নাম জেনে রাখ। আমার নাম কাউণ্ট ইউগোলিন আর আমার সঙ্গে যে আছে তার নাম আর্কবিশপ রোজার। আজ আমি কেন তাকে ছিঁড়ে খাচ্ছি তার কারণের কথা ভাল করে শোন। একদিন সে ছিল আমার প্রতিবেশী এবং আমার দলভুক্ত। কিন্তু সহসা সে আমাকে ও আমার চার পুত্রকে বন্দী করে 'টাওয়ার অফ ফেমিন' বা বুভুক্ষার কারাগারে রেখে দেয়। আমাকে একটি অন্ধকার ঘরে তালাবন্ধ করে রেখে চাবিটি নদীর জলে ফেলে দেয়। আট দিন পরে চাবি খুলে দেখা যায় অনশনে আমার মৃত্যু ঘটেছে। এই মানুষটিকে জীবনে একদিন আমি অনেক শিকারকার্যে ব্যাপৃত দেখেছি। ওর শিকারী কুকুর ছিল বড় ভয়ঙ্কর এবং তাই নিয়ে বনে বনে ও নেকড়েদের পিছনে ছুটে বেড়াত। এভাবে সে একদিন আমাদের ফাঁদ পেতে ধরে ফেলবে তা ভাবতে পারিনি। প্রতিদিন সকাল হতে আমার পুত্ররা রুটির জন্য কাঁদত। কিন্তু কোন উপায় ছিল না। আমরা ছিলাম এক অন্ধকার পাথরের ঘরে বন্দী। তুমি শত নিষ্ঠুরহৃদয় হলেও আমাদের সে দুর্দশার কথা শুনলে চোখে জল আসবে তোমার। একদিন আনসেম নামে আমার এক পুত্র আমাকে বলল, 'পিতা এ দেহ তুমিই আমাকে দান করেছ। আমার এই দেহের মাংস ভক্ষণ করে তোমার ক্ষুধা নিবৃত্ত করো। তাহলে স্বার্থক হবে আমার জন্ম।' আমি তাকে কোনমতে শান্ত করলাম। হে নিষ্ঠুর পৃথিবী, তুমি কেন তখন দ্বিধা হয়ে গ্রাস করনি আমাদের? সেদিন ছিল আমাদের কারাবাসের তৃতীয় দিন। চতুর্থ দিনে আমার আর এক পুত্র গিদো আমার পায়ের তলায় পড়ে গিয়ে মারা গেল। তারপর অন্ধ হয়ে গেলাম আমি। একে একে সবাই মারা গেল ভয়ঙ্কর ক্ষুধার তাড়নায়।

এই বলে থামল সে। তারপর ক্ষুধিত কুকুরের মত দাঁত কড়মড় করে পাশের লোকটাকে কামড়াতে শুরু করল আবার। হে পিতা, আমি অনেক

প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার কথা শুনেছি। কিন্তু আর্কবিশপ রোজারিওর মত নিষ্ঠুর প্রতিশোধের কথা কখনো শুনিনি। কাউন্ট ইউগোনিন তার প্রাসাদ অন্যায়ভাবে দখল করেছিল ঠিক। কিন্তু তার জন্য তার অল্পবয়স্ক পুত্রদের অনাহারে হত্যা করা উচিত হয়নি।

আমরা সেখানে আর না দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেলাম। আমরা দেখলাম একদল পাপাত্মা চিৎ হয়ে শুয়ে আছে বরফের উপর। তারা চেষ্টা করেও কাঁদতে পারছে না, কারণ তাদের চোখে জল আসতে না আসতেই তা জমে যাচ্ছে শীতে। ফলে যে দুঃখ যে অনুতাপ অশ্রু হয়ে গলে গিয়ে হালকা করে তুলত তাদের সে দুঃখ অশ্রু হয়ে ঝরে পড়তে না পেয়ে আবার বুকের ভিতর ফিরে গিয়ে ভারী করে তুলছে তাদের বুকটিকে।

তীব্র শৈত্যপ্রভাবে আমার মুখের সব অনুভূতি অসাড় হয়ে যাচ্ছিল। আমি তখন আমার পথপ্রদর্শককে বললাম, গুরু, এখানে কি সব তাপ নিঃশেষে নিভে গেছে? ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস বইছে না?

তিনি বললেন, যেখান থেকে তুষার ঝড় আসছে সে জায়গা স্বচক্ষে দেখতে পাবে।

এমন সময় বরফের উপর শায়িত সেই সব পাপাত্মাদের মাঝখান থেকে একজন আমাকে বলে উঠল, আমার মুখ থেকে তোমার হাত দিয়ে বরফগুলো একটু সরিয়ে দেবে? আমি তাহলে একবার কেঁদে সাধ মিটিয়ে চোখের জল ফেলে অন্তরটাকে খালি করতে পারব। তারপর আমার চোখের জল বরফ হয়ে যায় যাক।

আমি বললাম, আমি তোমার দুঃখকে মুক্তি দেবার চেষ্টা করব। কিন্তু বল তুমি কে?

সে উত্তর করল, আমি হচ্ছি যাজক এ্যালবারিগো। একবার এক ঝগড়ার সময় আমার ছোট ভাই ম্যানফ্রেড আমার মুখে আঘাত করে। আমি তখন সাময়িকভাবে তাকে ক্ষমা করার ভাণ করি। পরে তাকে ও তার পুত্রকে আমার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করি। তাদের ভালভাবে তৃপ্তি সহকারে খাওয়াবার পর তারা যখন চলে যাবার উদ্যোগ করছিল তখন আমি আমার সশস্ত্র প্রহরীদের সাঙ্কেতিক ভাষায় বললাম, ফল আন। সঙ্গে সঙ্গে তারা ম্যানফ্রেড ও তার পুত্রকে হত্যা করল।

আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, তুমি কি এখন মৃত?

এ্যালবারিগো বলল, না, আমার এখনো জীবনাবসান হয়নি। টলেমীগ্রায় এমন হয়। মৃত্যুর পূর্বেই অনেকের নরকবাস হয়। আমার চোখ থেকে জল ঝরিয়ে দাও। বিশ্বাসঘাতকতার পাপের শাস্তি কী ভয়ানক!

আমি তা করলে একজন প্রহরী তাকে তাড়িয়ে দিল। সে বলল, ঐ দেখ ব্র্যাঙ্কা ড'ওরিয়া। সে বহুদিন যাবৎ এই বরফের গর্তের মধ্যে শুয়ে আছে।

আমি বললাম, আমি জানি ব্র্যাঙ্কার ত এখনো মৃত্যু হয়নি। ব্র্যাঙ্কা তার শ্বশুরকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে এনে তার ভ্রাতুষ্পুত্রের সহায়তায় হত্যা করে। তার শ্বশুরের নাম হচ্ছে মাইকেল যার্চে।

এ্যালবারিগো বলল, ব্যাঙ্কার মৃত্যু না হলে যার্চে এখানে আসতে পারবে না। যাই হোক, তুমি আমার চোখের জল মুছিয়ে দাও।

কিন্তু আমি তা দিলাম না। সে তখন রেগে গেল। আমি আপন মনে বলতে লাগলাম, হে জেনোয়া, এত দুর্নীতি তোমার বুকে? এমন লোক কি পৃথিবীতে কোথাও নেই যে তোমার বুক থেকে যত দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের তাড়িয়ে দেবে? একথা বলছি তার কারণ এই যে আমি রোমাগনার এক পাপাত্মার সঙ্গে জেনোয়ার এমন একজনকে দেখি যে এখনো জীবিত অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে পৃথিবীতে।

# চতুর্ত্রিংশ সর্গ

## নবম বৃত্ত : চতুর্থ অন্তর্বৃত্ত : জুডিক্কা : চুক্তিভঙ্গকারী বিশ্বাসঘাতকের দল

### কাহিনীসংক্ষেপ

জুডেক্কা অঞ্চলের উপর দিয়ে যাবার সময় দান্তেরা দেখলেন ঈশ্বরের সঙ্গে যারা প্রতারণা করে সেই সব প্রতারকের দল বরফের মধ্যে ডুবে রয়েছে। দান্তেরা অতঃপর ডিস নামে দৈত্যরূপী শয়তানকে দেখতে পেলেন যে ক্রমাগত জুডাস, ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াসের ছায়া মূর্তিগুলি গ্রাস করছে। নরকের গভীরতম কেন্দ্রস্থল পার হয়ে তাঁরা এক পার্বত্য গুহার মুখে এসে উপনীত

হলেন। সেখান থেকে নরকের প্রধানতম নদী লেথির তীর ধরে তাঁরা অবশেষে গিয়ে উঠলেন পরিশুদ্ধির পাহাড়ে।

চির উড্ডীন থাক নরকের রাজার জয় পতাকা।

এই কথা বলে আমার পথপ্রদর্শক আমাকে বললেন, দেখ ত চিনতে পার কি না। ঘন কুয়াশা অথবা আমাদের গোলার্ধে রাত্রির অন্ধকার নেমে এলে যেমন সব বস্তু অস্পষ্ট ও অপরিদৃশ্য হয়ে ওঠে, তেমনি অস্পষ্ট এক ছায়ামূর্তিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম আমার দিকে। আমি তা দেখে ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে আমার গুরুর পিছনে লুকিয়ে পড়লাম।

সেই বরফের রাজ্যে যে সব পাপাত্মা ছিল তারা কেউ কেউ শায়িত অবস্থায় ছিল, আবার কেউ কেউ দাঁড়িয়ে ছিল বরফের গর্তের মধ্যে গলা ডুবিয়ে। আমি যে অদ্ভুত ছায়ামূর্তিটিকে দেখলাম সে তার মাথার উপর পা তুলে ছিল। আমরা তার কাছে যেতেই তার চেহারাটা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে উঠল আমাদের সামনে।

আমার পথপ্রদর্শক বললেন, এখন তোমার অন্তরকে শক্ত করতে হবে লোহার মত। কোন অবস্থাতেই এখানে ভয় করলে বা দুর্বলতা দেখালে চলবে না।

তবু এক প্রচণ্ড ভয়ে মলিন হয়ে গেলাম আমি। তার কারণ আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না হে আমার প্রিয় পাঠকগণ। ভীতিবিহ্বল আমার সেই অবস্থার মধ্যে আমি জীবন বা মৃত্যুর কোন আস্বাদই স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম না। আমি তখন জীবিত না মৃত ছিলাম তা আমি নিজেই বলতে পারব না। আপনারা তা কল্পনা করে নেবেন।

সহসা দেখলাম চারদিকে বরফের মাঝে কোমর ডুবিয়ে মাথা তুলে বিশালকায় এক দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে নরকের সম্রাট। তার হাত-গুলো দৈত্যের হাতের থেকেও বড়। সে এক অধঃপতিত শয়তান। তার উচ্চতা হয়ত বারোশো থেকে সতেরশো ফুটের মধ্যে। সে একদিন পরম স্রষ্টা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। কিন্তু তার দেহের এই ধ্বংসমূলক আসুরিক শক্তির সঙ্গে যদি থাকত ন্যায়, নীতি ও সৌন্দর্যবোধ। তিনটি মুখ দেখলাম তার ঘাড়ের উপর। একটি মুখ সিঁদুরের মত লাল, একটি মুখ সাদা আর হলদের মাঝামাঝি, আর একটি মুখ আফ্রিকার মানুষদের মত ঘন কালো। প্রতিটি মুখের নিচে থেকে দুটি করে পাখা আছে। পাখা-

গুলো বাদুড়ের পাখার মত দেখতে। কিন্তু এত বড় যে সেগুলো জাহাজের পালের মত দেখাচ্ছিল। সেই পাখাগুলো বৃথাই শূন্য বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছিল আর মাঝে মাঝে আছাড় খেয়ে পড়ছিল বরফের উপর। সেই শয়তান দৈত্যটা কাঁদছিল। তার দুটো চোখ থেকে জল ঝরে পড়ছিল বরফের উপর। তার মুখে লেগেছিল রক্ত, কারণ সব সময় তাকে একটি করে পাপাত্মাকে গ্রাস করে চিবিয়ে খেতে হচ্ছিল। কিন্তু তার তীক্ষ্ণ নখরযুক্ত থাবাগুলো ছিল তার দাঁতের থেকেও ভয়ঙ্কর।

আমার পথপ্রদর্শক গুরু বললেন, ঐ বিশ্বাসঘাতক জুডাস ইসকারিয়টের মুখটা দৈত্যটার মুখের ভিতর রয়েছে আর তার পা দুটো বেরিয়ে রয়েছে। আবার ব্রুটাসের পা দুটো তার মুখের ভিতর রয়েছে আর মাথাটা বাইরে বেরিয়ে রয়েছে। বিশ্বাসঘাতক কুটিল ক্যাসিয়াস বন্দী অবস্থায় আছে পাশে দাঁড়িয়ে।

আমার পথপ্রদর্শকের নির্দেশ মত আমি তাঁর ঘাড়টা জড়িয়ে ধরলাম। তখন দৈত্যটা তার পাখাগুলো মেলে ধরতে তার একটাতে আমরা উঠে বসলাম। সে তখন ধীরে ধীরে পাখা নামিয়ে দিল তার পায়ের কাছে। আমরা নেমে গেলাম অনেক নীচে। নরকের গভীরতম প্রদেশে। আমি আমার পথ-প্রদর্শককে বললাম, আমাকে ভালো করে ধরো গুরু।

তিনি বললেন, এবার আমরা এই নরকের রাজ্য ছেড়ে চলে যাব।

আমরা সেখান থেকে একটি গিরিপথের ভিতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে অধঃপতিত দেবদূত লুসিফারের পাগুলো বরফের মধ্যে আবদ্ধ দেখলাম, কিন্তু মাথাটা দেখতে পেলাম না। আমি ভয়ে হতবাক হয়ে সেই দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। এ অবস্থায় কেউ না পড়লে আমার মনের অবস্থার কথা কেউ বুঝতে পারবে না।

আমার গুরু বললেন, পা চালিয়ে তাড়াতাড়ি চল। এখন বেলা প্রথম প্রহর উত্তীর্ণপ্রায়।

আমরা যেখানে ছিলাম সে জায়গাটা চারদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা অন্ধকার কারাগারের মত। আমি আমার গুরুকে বললাম, যাবার আগে একবার দাঁড়াও। একটা কথার উত্তর দাও। মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই কি করে সন্ধ্যা হয়ে সকাল হয়ে গেল? কে সূর্যের চাকাটাকে ঘুরিয়ে দিল এইভাবে?

তিনি উত্তর করলেন, আমরা চলে এসেছি পৃথিবীর দক্ষিণ অর্থাৎ নিম্ন গোলার্ধে। তোমার মাথার উপর আছে অন্য গোলার্ধ। সুতরাং ও গোলার্ধে যখন সন্ধ্যা এখানে তখন সকাল। এইখানেই একজায়গায় আছে শয়তান বীলজীবারের কবর। শয়তান যখন ভয়ঙ্করভাবে পড়ে যায় স্বর্গ থেকে ভূতলে তখন তার ভয়ে দক্ষিণ গোলার্ধের সব স্থলভাগ পালিয়ে যায় আর তখন তার স্থান পূরণের জন্য চারদিক থেকে ছুটে আসে সমুদ্রের জল। এখন এই দক্ষিণ গোলার্ধের একমাত্র স্থলভাগ হচ্ছে পরিশুদ্ধির পাহাড়। বীলজীবারের কবরের পাশ দিয়ে পরিশুদ্ধির পাহাড় থেকে বেরিয়ে অশান্ত কলতানে বয়ে গেছে একটি ছোট নদী।

আমরা সেই নদীর তীর ধরে অক্লান্তভাবে অবিরাম গতিতে উপরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। আমার পথপ্রদর্শক কবি ভার্জিল আগে আগে আর আমি তাঁর পিছনে। আমাদের সামনে পথরোধ করে ছিল একটা উঁচু পাহাড়। তবু আমরা এগিয়ে গেলাম। ক্রমে সেই পাহাড়ের গায়ে দেখতে পেলাম একটা বড় ফাঁক। আর তার ভিতর দিয়ে অনেক দিন পর আবার দেখতে পেলাম মর্ত্যলোকের আলো।

---

# পার্গেটারিও ( পরিশুদ্ধির পাহাড় )

## প্রথম সর্গ

### তীরভূমি। ঈস্টার সানডে। সকাল পাঁচটা।

:   কাহিনীসংক্ষেপ

সেই অন্ধকার নরকগহ্বর হতে বেরিয়ে এসে পৃথিবীর অন্য এক প্রান্তে প্রতিপাদস্থানে অবস্থিত পার্গেটারিও দ্বীপের উপান্তে সমুদ্রতীরবর্তী তীর-ভূমিতে দান্তেকে নিয়ে উপনীত হলেন ভার্জিল। সেখানে গিয়ে দেখলেন, মধ্যযুগের রোমের সর্বাপেক্ষা নীতিবান ব্যক্তি কেটো সেই পার্গেটারিও পর্বতের পাদদেশে দাঁড়িয়ে পর্বতারোহণের পথটিকে পাহারা দিচ্ছে। ভার্জিল যাতে দান্তেকে নিয়ে সেই পর্বতে আরোহণ করতে পারেন, তার জন্য কেটো কতকগুলি উপদেশ দিলেন ভার্জিলকে। তিনি প্রথমে বললেন, দান্তের মুখটাকে ধুইয়ে দাও, তারপর নরম নলখাগড়া গাছের ডাঁটা দিয়ে তৈরি এক রকমের দড়ি দিয়ে ওর কোমরটা বেঁধে দাও। অর্থাৎ ও পাহাড়ে উঠতে হলে অহঙ্কার ঝেড়ে ফেলে মনটাকে নম্রনত করতে হবে আর নরম নলখাগড়া গাছ সেই নম্রতার প্রতীক।

অনুকূল বাতাস পেয়ে আবার স্বচ্ছন্দে এগিয়ে চলেছে আমার কাব্য-প্রতিভার তরীটি। নিবিড়তম হতাশা আর যন্ত্রণার সেই অন্ধকার উত্তাল মহাসমুদ্রটিকে পিছনে ফেলে সে তরী পাল তুলে এগিয়ে চলেছে আলোকোজ্জ্বল এক আশার জগতে। আমি এবার বলব সম্পূর্ণ নতুন কথা। আমি এবার বলব সেই সব মানবাত্মার কথা যারা দীর্ঘকাল অনুতাপ আর অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হবার পর পরিগ্রহ করে এক পরিশুদ্ধ রূপ। নরকের অতল অন্ধকার গহ্বর থেকে উঠে এসে প্রস্তুত হয় স্বর্গারোহণের জন্য।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমার কবিতা সীমাবদ্ধ ছিল শুধু নরকগহ্বরের মধ্যে। এখন সে কবিতা মৃতের সেই সমাধিগহ্বর হতে জেগে উঠে এসে প্রথম বন্দনা গান করছে কাব্যকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রতি। বিশেষ করে মহাকাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ক্যালিওপের প্রতি যিনি আমার সমস্ত কাব্যের গীতিময়তাকে দান করবেন এক স্বর্গীয় সুষমা। একবার আপন আপন সাঙ্গীতিক প্রতিভার

অহঙ্কারে উন্মত্ত হয়ে এমাথিয়ার রাজা পীরেউসের নয়জন কন্যা নয়টি কাব্য-কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে এক প্রতিযোগিতায় আহ্বান করেন। কিন্তু পরে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে ম্যাগপাই পাখিতে পরিণত হন। নরকের বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতেই মেঘমুক্ত উজ্জ্বল এক ঝলক প্রভাতকিরণ আমার চোখে লাগতেই আবার আমি ফিরে পেলাম এক বিরাটের আনন্দ। প্রেমসংক্রান্ত গ্রহ ভেনাস বা শুক্র তখন পূর্ব দিগন্তে মীন-রাশিতে কিরণ দান করছিল। আমি তার দিকে ঘুরে দক্ষিণ মেরুর পানে তাকালাম। দেখলাম, চারটি উজ্জ্বল নক্ষত্র যা প্রথম দেখেছিল বীর ইউলিসেস। সেই চারটি নক্ষত্রের সমবেত কিরণে সমগ্র আকাশ ও স্বর্গলোক হয়ে উঠেছে অস্বাভাবিকভাবে দীপ্তিময়। সে কিরণের উজ্জ্বলতা হতে বঞ্চিত হয়ে উত্তর গোলার্ধের পৃথিবী তখন হয়ে উঠেছে বিধবা নারীর মতই হতশ্রী।

তৎক্ষণাৎ আমি আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে নিবদ্ধ করলাম সেই গোলার্ধের উপর যেখানে আমি দাঁড়িয়েছিলাম। সহসা দেখলাম গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এক বৃদ্ধকে যাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধা জাগে অন্তরে। পিতার প্রতি পুত্রের হৃদয়েও এত শ্রদ্ধা জাগে না। তুষারের মত শুভ্র তাঁর কেশপাশ আর শ্মশ্রুগুচ্ছ। তাঁর শুভ্র কেশপাশ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে ঘাড়ের দুপাশে ছড়িয়ে পড়ে। সেই চারটি নক্ষত্রের অলৌকিক কিরণ দানে তাঁর মুখমণ্ডল এমনভাবে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছিল যে তা দেখে আমার মনে হচ্ছিল যেন পর্যাপ্ত সূর্যালোকে ভাস্বর হয়ে উঠেছে তাঁর মুখখানি। আমাকে দেখে তাঁর কেশগুচ্ছ নাড়িয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, কে তুমি, নরকের গহ্বর হতে এক গোপন পথ ধরে বেরিয়ে এসে লেথি নদীর উৎস মুখ ধরে এগিয়ে চলেছ? তোমার পথপ্রদর্শকই বা কে? এ গোলার্ধে এখন অন্ধকার। পথের আলো কোথায়? আলো না থাকলে এই উপত্যকা প্রদেশটি মৃত্যুপুরীর মতই হয়ে ওঠে অন্ধকার। কী করে এখানকার প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করে আমার কাছে এলে? অথবা ঈশ্বর নিজে হয়ত তোমাদের মত মৃত আত্মাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন।

একথা শুনে আমার পথপ্রদর্শক আমার হাত দুটিকে জড়ো করে নতজানু হয়ে শ্রদ্ধাভরে বসতে বললেন। তারপর তিনি কেটোকে উত্তর করলেন, আমি একে নিয়ে আসিনি, সে ক্ষমতা আমার নেই। ঈশ্বরের ইচ্ছানুক্রমেই আমি এখানে এসেছি। স্বর্গস্থ এক মহিলা আমাকে ডেকে আমার সাহায্য প্রার্থনা করে এই ব্যক্তিকে পথ দেখাবার ভার দেন। কিন্তু আপনার ইচ্ছাকেও

আমি অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করতে পারি না আর সেই জন্যই আপনাকে সব কথা খুলে বলতে চাই। এই ব্যক্তিটির এখনো পর্যন্ত জীবনকাল শেষ হয়নি। তথাপি আপন মূঢ়তার বশবর্তী হয়ে ঘুরতে ঘুরতে মৃত্যুপুরীর কাছাকাছি এসে পথ হারিয়ে ফেলে। ও এমন এক সংকীর্ণ গিরিপথ ও ভয়ঙ্কর জন্তুর সম্মুখে এসে পড়ে যে ওর পরিত্রাণের কোন উপায় ছিল না। তখন আমাকে সেখানে পাঠানো হয় ওর উদ্ধারের জন্য। আমি তখন অন্য কোন পথ না পেয়ে নরকগহ্বরের পথে নিয়ে আসি। নরকমধ্যস্থিত সমস্ত পাপাত্মাদের ওকে দেখিয়েছি। নরকের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে আপনার অধীনস্থ এই পরিশুদ্ধিলোকে এসেছি যেখানে যত সব পাপাত্মারা অনুতাপের আগুনে দীর্ঘকাল দগ্ধ হবার পর পরিশুদ্ধ হয়। স্বর্গারোহণের উপযুক্ত হয়। কেমন করে ওকে এখানে নিয়ে এলাম সে এক দীর্ঘ কাহিনী। স্বর্গস্থ দেব-দূতগণ আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য না করলে আমি কিছুতেই ওকে আপনার সকাশে এখানে নিয়ে আসতে পারতাম না। আমার একান্ত অনুরোধ, ওর প্রতি সদয় হোন। আমার সঙ্গী এই ব্যক্তিটি চায় স্বাধীনতা। আর স্বাধীনতা কি বস্তু তা যে স্বাধীনতার জন্য প্রাণত্যাগ করে সেই জানে। এই স্বাধীনতার খাতিরেই আপনি একদিন ইউটিকাতে জুলিয়াস সীজারের অত্যাচার হতে নিজেকে মুক্ত করার জন্য আপন আত্মাকে দেহমুক্ত করেন আপনি। কেউ কোন প্রচলিত নিয়মকানুন ভঙ্গ করেনি। এই ব্যক্তিটি এখনো জীবিত এবং নরকের বিচারকর্তা মাইনস আমার পথে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেনি। আমি নরকের সেই বৃত্তে থাকি যেখানে আপনার স্ত্রী মার্সিয়া আপনার জন্য বিরহে কাতর হয়ে দিন যাপন করছেন। আমি তাঁকে দেখেছি। আপনি একদিন রাজনৈতিক মুক্তিকে জীবনে মূল্য দান করবেন বলেই আধ্যাত্মিক মুক্তির রাজ্যে যাবার পথে প্রহরী নিযুক্ত করা হয়েছে আপনাকে। এই পরিশুদ্ধির পাহাড়ের সাতটি ধাপ আছে এবং সাতটি দিক আছে। আপনি আমাদের এই পাহাড়ের সব দিকগুলি ঘুরে দেখার অনুমতি দিন দয়া করে। তাহলে আমি আপনার পত্নী মার্সিয়ার কাছে গিয়ে আপনার প্রচুর সুখ্যাতি করব।

কেটো তখন উত্তর করলেন, আমি যখন মর্ত্যলোকে জীবিত ছিলাম, আমার চক্ষুকে তৃপ্তিদান করত মার্সিয়ার রূপ। সে যা বলত আমি যথাশক্তি প্রয়োগ করে তাই করতাম। কিন্তু এখন যেহেতু সে নরকস্থ এ্যাকেরণ নদীর

ওপারে বাস করছে সেই হেতু তার কোন অনুনয় আমি শুনতে পাব না। কিন্তু তুমি যে স্বর্গত মহিলার কথা বললে তার নামে তার কাছে কোন প্রার্থনা করলে আমি তা পূরণ করব। অন্য কোন তোষামোদের কথা বললে কোন ফল হবে না। যাই হোক, এই ব্যক্তির কটিদেশ নলখাগড়া গাছের ডাঁটা দিয়ে তৈরি দড়ি দিয়ে বেঁধে দাও। তারপর এর মুখের সব ময়লা ধুয়ে দাও। কারণ প্রথমে যার সামনে একে উপস্থিত করা হবে তিনি স্বর্গের লোক। এই দ্বীপের চারিদিকে বেলাভূমিসংলগ্ন জলাশয়ে প্রচুর নলখাগড়া গাছ জন্মায়। অন্য কোন গাছের ডাঁটা হতে প্রস্তুত দড়ি ওকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না। এই পথে তোমরা যেন দ্বিতীয়বার এসো না। সূর্য উদিত হচ্ছে। সেই সূর্যালোকে শীঘ্রই তোমরা এমন একটি পথ দেখতে পাবে যে পথে পর্বতারোহণ সহজ হবে তোমাদের পক্ষে।

এই কথা বলার পর অদৃশ্য হয়ে গেলেন কেটো। আমি তখন আর কোন কথা না বলে আমার পথপ্রদর্শকের কাছে সরে গেলাম। আমি তাঁর উপর আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম।

তিনি আমাকে বললেন, আমাকে অনুসরণ করো বৎস। এ পথ ছেড়ে আর একটি পথ ধরতে হবে আমাদের। এ পথ ক্রমশঃ ঢালু হয়ে সমুদ্রে নেমে গেছে।

ক্রমে সূর্য উদিত হলো। উজ্জ্বল প্রভাতের বাতাসে মধু ঝরে পড়তে লাগল। সূর্যের আলোয় পথ ঘাট স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে উঠল আমার চোখের সামনে। দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আমি সমুদ্র দেখতে পেলাম। আমরা এক বিশাল উপত্যকা প্রদেশের উপর দিয়ে পথ হাঁটতে লাগলাম। মনে হচ্ছিল আমরা যেন দুই পথহারা ব্যক্তি। দিশাহারা হয়ে চলেছি হারানো পথের সন্ধানে। কিছুদূর যাবার পর এক জায়গায় দেখলাম ঘাসের উপর অনেক শিশির জমে রয়েছে। পর্যাপ্ত সূর্যকিরণে সেই শিশিরকণাগুলি অসংখ্য মুক্তাবিন্দুর মত চকচক করছে। আমার পথপ্রদর্শক সেই শিশিরের উপর দু হাত দিয়ে সেই শিশির সিক্ত হাত আমার অশ্রুমলিন চোখ মুখের উপর বুলিয়ে দিতে লাগলেন। আমি মুখখানি তাঁর দিকে তুলে ধরলাম। তারপর আমরা দুজনে চলে গেলাম নির্জন সমুদ্রতীরে। আমার কটিবন্ধনের জন্য একটি জলাভূমিতে একটি নলখাগড়া গাছ উপড়ে তুলতেই গাছটি আবার তার জায়গায় খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল।

# দ্বিতীয় সর্গ

## উপকূলভূমি। সূর্যোদয়। ইস্টার সানডে।

### কাহিনীসংক্ষেপ

একজন দেবদূত একটি নৌকোতে বোঝাই করে সদ্যমৃত পাপাত্মাদের এনে তুলছিল সেই উপকূলভূমিতে। মহাকালের করাল গ্রাস হতে তাদের নিয়ে যাচ্ছিল পরিশুদ্ধির পর্বতশিখরে। সহসা সেই সব সদ্যমৃত আত্মাদের মাঝে দান্তে দেখতে পেলেন ক্যাসেল্লা নামে তাঁর এক সঙ্গীতজ্ঞ বন্ধুকে। দান্তের রচিত একখানি গান গেয়ে ক্যাসেল্লা দান্তে ও অন্যান্য প্রেতাত্মাদের যথেষ্ট আনন্দ দান করল। কিন্তু কেটো আসতেই সভা ভেঙ্গে গেল। সকলকে ভৎ‍র্সনা করে তাদের আপন আপন কাজে লাগিয়ে দিলেন কেটো।

উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত জেরুজালেমে এখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে পশ্চিম দিগন্তের কোলে। কিন্তু পৃথিবীর অন্য গোলার্ধে অবস্থিত এই পরিশুদ্ধির পাহাড়ে সূর্য উদিত হচ্ছে সবেমাত্র। ভারতের পবিত্র নদী গঙ্গা জেরুজালেমের পূর্ব দিগন্তে প্রবাহিত। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি সেখানে প্রভাতের দেবী অরোরার গায়ে গোলাপী আভা ফুটে উঠেছে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুষের শ্বেতাভ সৌরালোক এক গাঢ় পরিণতি লাভ করে হয়ে উঠেছে লোহিতাভ।

সেই সমুদ্রতীরে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা দুজনে। অনিশ্চিত পথের শঙ্কায় শঙ্কিত ও বিপন্ন বোধ করছিলাম আমরা। তাই আমাদের নিশ্চল দেহদুটি স্থির হয়ে থাকলেও কোন স্থৈর্য ছিল না আমাদের মনে। প্রভাত-কালে মঙ্গলগ্রহ যেমন পশ্চিম মহাসমুদ্রের মাথার উপরে দিগন্তে ম্লান ও কুয়াশাচ্ছন্ন অবস্থায় বিরাজ করে, তেমনি ধূমপরিবৃত এক আলোককে দ্রুত এগিয়ে আসতে দেখলাম সমুদ্রের ওপার হতে। আমি দু পা পিছিয়ে আমার পথপ্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করার জন্য মুখটা ঘুরিয়ে আবার ফিরে দাঁড়ালাম। দেখলাম সেই ধূমপরিবৃত অগ্রসরমান আলোকবৃত্তটি আরো প্রসারিত ও উজ্জ্বলতর রূপ পরিগ্রহ করেছে। ক্রমে দেখলাম সেই আলোকবৃত্তটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দুটি পাখার আকার ধারণ করেছে। দেখলাম এক আশ্চর্য অলৌকিক মূর্তি সেই দুটি পাখা দিয়ে দাঁড় টেনে নৌকো বেয়ে এদিকেই আসছে।

আমার পথপ্রদর্শক বললেন, নত হও, নতজানু হয়ে দেখ এক ঈশ্বরপ্রেরিত দেবদূত এদিকে আসছে। এরপর আরো কত দেবদূত দেখতে পাবে। দেখ, দেখ, দেবদূতেরা কেমন করে পার্থিব কোন বস্তুর সাহায্য না নিয়েই আপন আপন কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করে চলে। দেখ কোন কাঠের দাঁড় বা পালের সাহায্য না নিয়েই শুধু দুটি পাখার সাহায্যে এত বড় এক বিরাট সমুদ্রের উপর দিয়ে নৌকো বেয়ে আসছে। দেখ দেখ, তার পাখাদুটি কেমন বায়ুস্তর ভেদ করে আকাশের দিকে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে মাঝে মাঝে। তার পাখা দুটি সাধারণ পাখা নয়। অলৌকিক।

এক স্বর্গীয় পাখির মত যখন সেই দেবদূত তার নৌকো নিয়ে আমাদের চোখের সামনে এসে হাজির হলো তার আশ্চর্য দ্যুতির তীব্রতায় অভিভূত হয়ে পড়লাম আমি। চোখ মেলে তাকিয়ে থাকতে পারলাম না। চোখ নামিয়ে দিলাম। হালকা সেই তরীটি অতি সহজে উপকূলে ভিড়িয়ে দিল সেই দেবদূত। 'যখন ইসরায়েল মিশর থেকে চলে এসেছিলো' এই প্রার্থনা গানটি নৌকারোহীরা একযোগে গাওয়ার পর সকলে তীরভূমিতে লাফ দিয়ে উঠে এল। আর তখন সেই দেবদূত যেমন দ্রুত এসেছিল তেমনি দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল কোথায়।

সেই সব যাত্রীরা এই দ্বীপে সম্পূর্ণ নূতন। তাই অপরিচিত পথিকের মত তারা এ দ্বীপের পথঘাটের পানে জিজ্ঞাসু ও বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। উদীয়মান সূর্য তখন কর্কটক্রান্তি পার হয়ে আকাশের সমস্ত নক্ষত্রের আলোকে ম্লান করে দিয়ে তার খরদ্যুতি ক্রমশঃ প্রসারিত করে দিচ্ছিল সমস্ত দিক দিগন্তে।

আমাদের দেখতে পেয়ে সেই অপরিচিত যাত্রীরা জিজ্ঞাসা করল, যদি সম্ভব হয় বলতে পার, আমরা কোন পথে ঐ পাহাড়ে যাব?

তাদের কথা শুনে কবি ভার্জিল বললেন, তোমরা হয়ত ভেবেছ আমরা এ দ্বীপের পথ ঘাটের সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু আসলে তা নয়। আমরাও তোমাদের মতই এ দ্বীপে এই নূতন আসছি। তোমাদের কিছু আগে এখানে এসে উপনীত হয়েছি আমরা। কিন্তু দেখছি এত খাড়াই পথ বেয়ে ঐ পাহাড়ে ওঠা শিশুসুলভ এক কাঁচা প্রয়াসের মতই হাস্যাস্পদ হয়ে উঠবে আমাদের পক্ষে।

ভার্জিলের কথা শুনে তারা আমাদের পানে তাকাল। আমার নাক

থেকে শ্বাসপ্রশ্বাস নির্গত হতে দেখে তারা বুঝতে পারল, আমি এখনো জীবিত আছি। কিন্তু কবি ভার্জিলের হতাশাব্যঞ্জক কথায় এক অপার বিস্ময়ে কুঞ্চিত হয়ে উঠল তাদের ভ্রূগুলি। অলিভের শাখাসহ কোন দূত কোন সুসংবাদ নিয়ে এলে লোকে যেমন তার চারদিকে ভিড় করে দাঁড়ায় তেমনি সব যাত্রীরা তাদের গন্তব্য স্থানের কথা ভুলে আমাকে একমাত্র জীবিত মানুষ দেখে আমার চারদিকে ভিড় করে দাঁড়াল। এক অপরিসীম আগ্রহে ফেটে পড়ে আমাকে দেখতে লাগল তারা। তাদের মধ্যে একজন বিশেষ আগ্রহে আমার করমর্দনের জন্য এগিয়ে এল। তার চোখে আমার প্রতি যে ভালবাসা ফুটে উঠেছিল তা দেখে আমিও তাকে আলিঙ্গন করার জন্য এগিয়ে গেলাম। কিন্তু হায়! ছায়াকে কেউ কখনো আলিঙ্গন করতে বা ধরতে পারে না। তিনবার আমার হাত দুটি সেই ছায়ামূর্তিকে আলিঙ্গন করার চেষ্টা করলে তিনবারই ব্যর্থ হলো তারা। তখন মৃদু হেসে আমার কাছ থেকে সরে গেল ছায়া মূর্তিটি। আমার মুখের রং তখন পালটে গেছে। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছি আমি। আমাকে দেখে সেই ছায়ামূর্তিটি সান্ত্বনা দিল। আমি তাকে দুই একটি মুহূর্ত আমার কাছে যাপন করার জন্য তাকে অনুরোধ করলাম। বললাম সামান্য কিছু কথা বলব।

সে তাতে সম্মত হয়ে বলল, জীবিতকালে মরদেহে যেমন তোমাকে ভালবাসতাম, আজও তেমনি তোমাকে ভালবাসি। সুতরাং তোমার কথা অবশ্যই শুনব। কিন্তু তুমি জীবিত মানুষ হয়েও পাহাড়ে কেন যাবে?

আমি উত্তর করলাম, শোন হে আমার প্রিয় ক্যাসেল্লা, একদিন এখানে আমায় আসতেই হবে। তাই আগে হতে চিনে নিচ্ছি এখানকার পথঘাট। কিন্তু তোমার এত দেরি হলো কেন?

ক্যাসেল্লা উত্তর করল, মাত্র তিন মাস আমার মৃত্যু হয়েছে। আমার প্রতি ন্যায়বিচারের কোন ত্রুটি হয়নি। সেই মৃত্যুপুরীতে যখন আমি এই ইচ্ছা প্রকাশ করলাম যে টাইবার নদী যেখানে সমুদ্রে পতিত হয়েছে সেখানে আমি যাব তখন এক দেবদূত সঙ্গে সঙ্গে কৃপাবশতঃ নিয়ে এল আমায় অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে।

সেখানেই আবার ফিরে যাবে সেই দেবদূত। সেখানে সব আত্মাকেই একবার যেতে হয়।

আমি তখন ক্যাসেল্লাকে বললাম, যদি কোন নিয়মের দ্বারা অতীতের

স্মৃতিচারণ অথবা গান গাওয়া নিষিদ্ধ না হয় তাহলে সেই সব প্রেমের গান দু একটি গাও যে গান একদিন হিমশীতল এক আবেশের দ্বারা শুদ্ধ করে দিত আমায়। সেই গানের সুরমাধুর্যের দ্বারা দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ত আমার অন্তরাত্মাকে শান্তি দাও।

'আমারই প্রেমের এক নীরব নিবিড়তায় ধ্বনিত হয়ে উঠছে তার সুমধুর সংলাপ।' আমারই রচিত এই গানটি গাইতে শুরু করল সে। সে গান এমনই মধুর যে আজও তার ধ্বনি অনুরণিত হচ্ছে আমার কানে। আমার পথপ্রদর্শক ও অন্যান্য আত্মারা সব কিছু ভুলে অভিভূত হয়ে সেই গান শুনতে লাগল। আমরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন সময় আমার গুরু তিরস্কারের সুরে বলে উঠলেন, কি হচ্ছে অলস আত্মা কোথাকার! কেন এই কর্তব্যকর্মে অবহেলা? ভুলে যেও না ঐ পাহাড়ে তোমাকে উঠতে হবে। যে আলস্য যে অবহেলা তোমার ঈশ্বরদর্শনের পথে আবর্জনার মত দাঁড়িয়ে অন্তরায় সৃষ্টি করছে তা ঝেড়ে ফেলতে হবে। একদল পায়রা গমজাতীয় কোন খাদ্য খুঁটে খুঁটে খেতে থাকার সময় কোন লোক এসে তাড়া করলে তারা যেমন ব্যস্ত হয়ে উড়ে যায় তেমনি আমরাও গভীর মনোনিবেশ সহকারে গান শুনতে শুনতে সহসা ভার্জিলের তিরস্কারে আমাদের কর্তব্যকর্মের প্রতি সচেতন হয়ে উঠলাম সকলে। দেখলাম সেই নৌকাযাত্রীর দল সম্মুখস্থ সেই পর্বতের ঢাল বেয়ে যাত্রা শুরু করল। কিন্তু কোথায় তারা যাবে তা জানে না তারা। উদ্দেশ্যহীন লক্ষ্যহীন যাত্রীর মত শ্লথ পদক্ষেপে এগিয়ে চলতে লাগল তারা। তাদের মত আমরাও রওনা হলাম।

# তৃতীয় সর্গ

## পরিশুদ্ধির পাহাড়। দান্তে বুঝলেন ভার্জিলের চেহারা ছায়ামাত্র। সকাল ছটা।

### কাহিনীসংক্ষেপ

দান্তে ও ভার্জিল দুজনে পাহাড়ের সানুদেশস্থ ঢালু পথ বেয়ে প্রথম ধাপে উঠলেন। ওঠার পর দান্তে দেখলেন উদীয়মান সূর্যের আলোয় শুধু তাঁর দেহের ছায়া পড়ছে। তিনি বুঝতে পারলেন ভার্জিলের দেহটি আসলে ছায়ামাত্র; তাই তার কোন ছায়া পড়ছে না। সেখানে ধর্মবিরুদ্ধ ক্রিয়াকর্মের জন্য চার্চদ্বারা বহিষ্কৃত প্রেতাত্মাদের সঙ্গে দেখা হলো তাঁদের। তাঁরা ম্যানফ্রেডের সঙ্গে কথা বললেন। ম্যানফ্রেড কথাপ্রসঙ্গে সেখানকার নিয়মকানুনের কথা বুঝিয়ে দিল।

যদিও অন্যান্য যাত্রীরা পাহাড়ে ওঠার জন্য অতিব্যস্ততাবশতঃ এলোমেলো ভাবে ছুটছিল তথাপি আমি এক মুহূর্তের জন্য আমার পথপ্রদর্শকের সঙ্গ ত্যাগ করিনি। যিনি আমাকে কত কষ্ট করে সমগ্র নরক প্রদেশ পরিদর্শন করানোর পর এই পরিশুদ্ধির পাহাড়ে নিয়ে এসেছেন তাঁর সঙ্গ ও সাহচর্য বিনা কেমন করে যেতে পারি আমি? তাঁকে দেখে মনে হলো এক অনুশোচনার দ্বারা বিদ্ধ হচ্ছে তাঁর মর্মমূল। হে স্বচ্ছ সুন্দর বিবেক, মানুষের সামান্য এক পদস্খলনের জন্যও কী তীব্র এক তিরস্কারে ফেটে পড়।

আমি দেখলাম চিন্তাহীন যে অহেতুক ত্রুটি মানুষের অনেক কর্মকে মর্যাদা হতে বঞ্চিত করে আমার পথপ্রদর্শক সেই অহেতুক ত্রুটি হতে মুক্ত। আমি দেখলাম তাঁর গতি শ্লথ। আমার দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মনকে প্রসারিত করে দিয়ে দেখলাম, সমুদ্রের গভীর হতে উঠে সেই বিরাট পাহাড়টা এক অভ্রভেদী উত্তুঙ্গতায় দাঁড়িয়ে আছে মাথা তুলে। আমাদের পিছন থেকে রক্তলাল সূর্য কিরণ দান করছিল। আমাদের সম্মুখস্থ প্রশস্ত পথে আলো ঝরে পড়ছিল। আমি দেখলাম আমাদের চলার পথে আমার একটা মাত্র কালো ছায়া পড়ছে। অথচ আমরা দুজনে পথ চলছিলাম একসঙ্গে। আমি তার কারণ জানতে না পেরে ভীত হয়ে পড়লাম। তবে কি আমার পথপ্রদর্শক

আমাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছেন? তবে কি এই অপরিচিত স্থানে আমি সম্পূর্ণ একা? এই আশঙ্কা আচ্ছন্ন করে ফেলল আমার মনকে।

এমন সময় আমার সঙ্গী আমার কাছে সরে এসে বললেন, কেন তুমি বারবার অবিশ্বাস করছ আমাকে? তুমি কি বিশ্বাস করতে পারছ না যে আমি সব সময় তোমার কাছে থেকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছি তোমায়? আড্রিয়াতিক সাগরের উপকূলে আপুলিয়ার অন্তর্গত ব্রাণ্ডিসিয়ামে আমার মৃত্যু হয় খৃস্টপূর্ব উনিশ অব্দে কিন্তু অগাস্টাসের আদেশে আমার মৃতদেহ নেপলস্‌কে দান করা হয় এবং সেখানেই আমার মরদেহ সমাহিত করা হয়। এখন সেখানে সন্ধ্যাকাল। আমার চেহারা আসলে ছায়ামূর্তি বলে সামনে কোন ছায়াপাত হচ্ছে না সূর্যকিরণে। তথাপি তুমি ভীত হয়ো না। সুতরাং অন্যান্য নক্ষত্রের মত সূর্যের যে আলোকতরঙ্গ আকাশমণ্ডল হতে আমার দেহে কোনরূপে প্রতিহৃত না হয়ে সরে পড়েছে তাতে বিস্মিত হয়ো না। যেসব সাধারণ মানুষ আনন্দ বেদনা সুখ দুঃখের অধীন তারা কখনই সৃষ্টিতত্ত্বের উপর থেকে রহস্যের অবগুণ্ঠনটিকে অনাবৃত করতে পারে না। মানুষের মাথার মধ্যে যে যুক্তিবোধ আছে তা দিয়ে ঈশ্বরকে জানতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। মানুষ সাধারণতঃ এই জগৎ ও জীবনের কোন কিছুকে জানে না। প্রথমতঃ কোন বস্তুকে দেখে তার স্বরূপ জানতে চায়। বস্তুর অস্তিত্ব থেকে তার স্বরূপ জানার এই কাজকে বলে অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞানতত্ত্ব। আবার কোন কারণ থেকে এই বস্তুর উৎপত্তি সেই কারণকে জানার কাজ হলো কল্পনাভিত্তিক জ্ঞান। মানুষের সব জ্ঞান আসলে কিন্তু পশ্চাদবর্তী। মানুষ সব সময় কেবলমাত্র কার্য থেকে কারণের কথাই জানতে পারে। ঈশ্বরতত্ত্ব, বিশ্বতত্ত্ব প্রভৃতির মূল কারণ মানুষ কখনো জানতে পারে না। প্লেটো, এ্যারিস্টোটল প্রভৃতি মনীষীরাও এ ব্যাপারে প্রভূত যত্ন ও চেষ্টাসহকারে তা জানতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছেন। মানুষ যদি তা জানতে পারত জ্ঞানবিদ্যা বা যুক্তিতর্কের দ্বারা তাহলে জানবে যীশুখ্রীস্টের মত সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষকে মেরীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করতে হত না।

কথা বলতে বলতে আমরা সেই পাহাড়ের পাদদেশে উপনীত হলাম। সে পাহাড়ের দেহগাত্রটি এমনই খাড়াই এবং মসৃণ যে তা সীসে বলে মনে হয় দেখার সঙ্গে সঙ্গে। টার্বিয়া ও লারিসির মধ্যে এমনই এক দুরতিক্রম্য খাড়াই পাহাড় আছে।

যেতে যেতে সহসা থেমে আমার পথপ্রদর্শক আমাকে বললেন, এই খাড়াই পাহাড়ে ওঠার মত কোন দিকে কোন ঢালু পথ আছে কি না তা কে বলতে পারে। আমাদের ত আর পাখা নেই যে উড়ে যাব।

এই কথা বলে তিনি যখন মাথা নত করে চিন্তান্বিতভাবে ভাবতে লাগলেন, আমি তখন পাহাড়টার চারদিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখতে লাগলাম। সহসা দেখলাম দূরে একজন মানুষ খুব শ্লথ গতিতে যাচ্ছে। তারা এদিকে আসছে না কোথাও যাচ্ছে তা বোঝা গেল না। আমি আমার গুরুকে বললাম, ঐ দেখুন একদল লোক আসছে। আপনি পথ চিনতে না পারলে ওদের ডেকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

তিনি স্পষ্ট আনন্দ প্রকাশ করে বললেন, চলে এস। ওরা ধীর গতিতে আসছে। আমরা ওদের সঙ্গে দেখা করব। এখনো আশা করতে পার বৎস।

আমি দেখলাম তারা তখন আমাদের কাছ থেকে মাত্র হাজার পা দূরে। দেখলাম তারা তখনো পাহাড়ে উঠতে পারেনি। তার পাদমূলে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে তার বিরাট উচ্চতার পানে তাকিয়ে আছে হতবুদ্ধি হয়ে।

তাদের দেখে ভার্জিল বললেন, হে শান্তিপ্রিয় ঈশ্বরপ্রেরিত আত্মাগণ, তোমরা যে শান্তি কামনা করো সেই শান্তির খাতিরেই আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, বল এই পর্বতের কোন অংশে এমন কোন ঢালু পথ আছে কিনা যা দিয়ে মানুষ তার উপর আরোহণ করতে পারে।

তার পর দেখা গেল কোন মেষপালের সামনে যেমন একটি কি দুটি মেষ এগিয়ে আসে প্রথমে এবং তাদের পিছনে অন্যান্য মেষগুলি তাদের অনুসরণ করে অন্ধভাবে মাটির দিকে মুখ করে, আগের মেষগুলি যা করে তাদের পিছনের মেষগুলিও ঠিক তারই অবিকল অনুকরণ করে তেমনি সেই যাত্রীদলের সামনে দেখলাম দুই একজন সৌভাগ্যবান নেতা।

কিন্তু তারা যখন দেখল সূর্যের লম্বমান কিরণ পার্বত্যপথে ধাবমান আমার দেহের উপর প্রতিহত হয়ে আমার ডান দিকে এক দীর্ঘ ছায়া পাত করেছে তখন আশ্চর্য হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল তারা। সেই সব নেতাদের দেখাদেখি অন্যান্য যাত্রীরাও তাই করল অথচ এর কারণ তারা কেউ বুঝতে পারল না।

আমার পথপ্রদর্শক তখন তাদের বললেন, তোমাদের প্রশ্ন করার আগেই আমি স্বীকার করছি যার ছায়াটিকে অবাধ সূর্যকিরণকে দ্বিধাবিভক্ত করতে

দেখছ সে হচ্ছে একজন জীবিত মানুষ। কিন্তু তাকে দেখে ভীত হয়ো না তোমরা। তোমরা বিশ্বাস করো, ঈশ্বরের কৃপায় সে এখানে এসে এই সুউচ্চ পর্বত আরোহণ করার চেষ্টা করছে।

সেকথা শুনে তারা দয়াপরবশ হয়ে বলল, তাহলে আমাদের আগে তোমরাই যাত্রা শুরু করো। ঐ যে সামনে পথ দেখতে পাচ্ছ, ঐ পথে যাও। এই বলে তারা হাত নেড়ে আমাদের পথ দেখাল। তাদের মধ্যে একজন বলল, তুমি যেই হও, একবার পিছনের দিকে তাকাও। তাকিয়ে দেখ, আমাকে এর আগে কখনো দেখেছ কিনা।

আমি তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ভাল করে দেখলাম। দেখলাম লোকটির নাম কুম্পন। লোকটি ছিল সুদর্শন এবং হাসিখুশিতে ভরা। তার একটা ভ্রূ ছিল শুধু কাটা। আমি যখন বললাম, তাকে কখনো দেখিনি এর আগে তখন সে বলল, 'আরো একবার ভাল করে দেখ। এই বলে সে তার বুকের উপর দিকে একটা ক্ষত দেখাল আমাকে। তারপর হাসিমুখে বলল, আমার নাম হলো ম্যানফ্রেড, আমি হচ্ছি সম্রাজ্ঞী কন্সট্যান্সএর পৌত্র, এবং সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের পুত্র। আমার একটা কথা তোমায় রাখতে হবে। এখান থেকে তোমার দেশে ফিরে যাওয়ার পর আমার কন্যা অর্থাৎ সিসিলি ও এ্যারাগনের রাজার মাতাকে আমার সম্বন্ধে সত্য কথা বলবে, কারণ তা না হলে আমার মৃত্যু সম্পর্কিত প্রকৃত কাহিনী অপরিজ্ঞাত রয়ে যেতে পারে সকলের কাছে। যখন দুইটি মারাত্মক আঘাত সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুবরণ করি এবং অশ্রুসজল নেত্রে পরম করুণাময় ঈশ্বরের চরণে আত্মসমর্পণ করি তখন আমার চরমতম অপরাধ সত্ত্বেও তাঁর উদার দয়ার দ্বারা আলিঙ্গিত হলাম আমি। আমার বিরুদ্ধে সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ এই যে আমি আমার পিতা, আমার ভ্রাতা কনরাদ আর দুজন ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করি। ক্লিমেণ্টের আদেশক্রমে কয়েকজন বিশপ আমাকে ধরার জন্য খুঁজে বেড়ায়। মৃত্যুর পর বেলিভেন্তো নগরে প্রস্তরনির্মিত সমাধির মধ্যে আমার মৃতদেহ সুরক্ষিত আছে। ভার্দে নদীর ধারে অবস্থিত সে সমাধি এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত। কোন মর্ত্য মানুষের অভিশাপ কখনো কোন পাপীকে পরম করুণাময় ঈশ্বরের স্নেহ হতে বঞ্চিত রাখতে পারে না। যারা ধর্মবিরুদ্ধ কাজ করে পরে অনুতপ্ত হৃদয়ে মৃত্যুবরণ করে তারা মৃত্যুর পর ত্রিশ বছর শাস্তি ভোগ করে। তারপর পরিশুদ্ধির পাহাড়ের পথে এগিয়ে যায় তার আত্মা। এবার

দেখ আমার শেষ ইচ্ছা পূরণ করে আমাকে সুখী করতে পার কি না। দয়াবতী কন্সট্যান্সকে বলবে আমাকে দেখেছ তুমি। তোমরা মর্ত্যলোকের জীবিত মানুষ আমাদের কথা মর্ত্যে গিয়ে বলে আমাদের অনেক উপকার সাধন করতে পার।

# চতুর্থ সর্গ

## পরিশুদ্ধি পর্বতের বহির্ভাগ : দ্বিতীয় ধাপে যাবার পথ

### কাহিনীসংক্ষেপ

চার্চের দ্বারা বহিষ্কৃত সেই সব আত্মাদের সঙ্গে কবি ভার্জিল ও দান্তে সেই পরিশুদ্ধি পর্বতের প্রথম ধাপ উত্তীর্ণ হলেন। অতঃপর তাঁরা দ্বিতীয় ধাপে আরোহণ করতে লাগলেন। পৃথিবীর প্রতিপাদস্থানে সূর্যকে কেন উত্তর দিকে দেখা যায় তা বিশ্লেষণ করে বললেন। সেই যাত্রীদের মধ্যে তাঁরা একদল নরকে শাস্তিভোগকারী অনুতপ্ত আত্মাদের দেখতে পেলেন। তাদের মধ্যে বেলাকোয়া নামে একটি লোক পরিশুদ্ধি পাহাড়ের দ্বিতীয় ধাপে কি কি নিয়ম প্রচলিত আছে তার কথা সব বললেন।

আনন্দ বেদনার যে অনুভূতি মানুষের অন্তরাত্মাকে সর্বক্ষণ কেন্দ্রীভূত করে রাখে সেই অনুভূতির কথা মানুষ মৃত্যুর পর সব ভুলে যায়। আমি সেই যাত্রীদের কাছে গিয়ে একথা আরো ভাল করে বুঝলাম। আমরা যখন তাদের কাছে গিয়ে পৌছলাম, তখন সূর্য পঞ্চাশ ডিগ্রী উপরে উঠে গেছে। অর্থাৎ সকাল তখন ন'টা।

আমাদের দেখে তারা একবাক্যে বলল, তোমরা যে পথের খোঁজ করছ এই সেই পথ।

সে পথ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমরা। আমরা দেখলাম যে পার্বত্য পথটি উৎক্রমণের জন্য দেখিয়ে চলে গেল সেই যাত্রীরা সেই পথটি অতিশয় খাড়াই। সে পথে আমরা কেমন করে দুজনে আরোহণ করব তা বুঝে উঠতে পারলাম না। আমার মনে হলো অত খাড়াই পথ বেয়ে উপরে ওঠা

একমাত্র উড়ে চলা ছাড়া কোন মানুষের পক্ষে তাতে ওঠা সম্ভব নয়। আপনারা হয়ত চেষ্টা করলে খাড়াই প্রস্ত উপত্যকার উপরে অবস্থিত সান লীও নগরে উঠে যেতে পারেন অথবা ক্যাপো দি গেলি পাহাড়ের উপর অবস্থিত দুর্গম গেলি শহরের মধ্যে যেতে পারেন সমুদ্রপথে অথবা এনমিলিয়ার বেগ্‌গিও পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়া বিসমান্তোভাতেও চেষ্টা করলে উঠতে পারেন পায়ে হেঁটে। কিন্তু এ পথে পায়ে হেঁটে উৎক্রমণ করা যায় না। একমাত্র পাখা দিয়ে অর্থাৎ কামনার পাখার সাহায্যে উড়ে যাওয়া যায় সেখানে। তবু আমি নীরবে আমার পথপ্রদর্শককে অনুসরণ করতে লাগলাম। এতক্ষণ পর্যন্ত সব বিপদ আপদের অন্ধকারে তিনি আমাকে জুগিয়ে এসেছেন আশার আলো। সুতরাং সমস্ত অগতির গতি তাঁর উপর নির্ভর করলাম আমি।

দুদিকে দুটি বিরাট পাথরের প্রাচীরের মধ্যে একটি সংকীর্ণ পথ ছিল। পাহাড়টার মাথার উপরে ওঠার জন্য সেই পথটাকে ব্যবহার করার মনস্থ করলাম আমরা। দু হাত দু পায়ের সাহায্যে সেই ফাঁকের মধ্যে ঢুকে সেই খাড়াই প্রস্তরপ্রাচীরের গা বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম। উপরে উঠে বললাম, গুরুদেব, এখান থেকে আমরা কোথায় যাব?

তিনি বললেন, এখনো পর্বত শিখরের উপরে উঠতে পারিনি আমরা। খুব সাবধান। এক পা কোনভাবে পিছলে গেলে আর উপায় নেই। ঐ শিখর-দেশে আরোহণ করার পর কোন এক পথনির্দেশকের সাহায্য নিতে হবে।

পর্বতের শিখরদেশ এত উচ্চ যে আমাদের তা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। প্রাচীর গাত্র এত খাড়াই যে উঠতে গিয়ে অতি অল্পকালের মধ্যেই আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। আমি কাতরভাবে বললাম, গুরুদেব, আপনি এত তাড়াতাড়ি উঠবেন না। তাহলে আমি এখানেই রয়ে যাব। আপনি আমার জন্য অপেক্ষা না করলে আমি পিছিয়ে পড়ব।

তিনি উত্তর করলেন, 'বৎস, এই পাথরটির উপর ধীরে ধীরে উঠে চল। যেমন করে পার কষ্ট করে উঠে পড়। এই বলে তিনি সেই বিশাল প্রস্তর খণ্ডটিকে প্রদক্ষিণ করলেন এবং তাঁর কথায় উৎসাহিত হয়ে আমি মরিয়া হয়ে একবার শেষ চেষ্টা করতেই তার উপরে উঠে পড়লাম।

সেই প্রস্তরচূড়াটির উপর উঠে পূর্ব দিকে মুখ করে বসলাম আমরা। অতিক্রান্ত পথের পানে তাকিয়ে রইলাম। কোন দুর্গম পথ অতিক্রম

করার পর অতিক্রান্ত পথের পানে তাকিয়ে থাকতে বড় ভাল লাগে। আমি প্রথমে একবার নিচের দিকে পরে সূর্যের পানে তাকালাম। আমরা ছিলাম বিষুবরেখার দক্ষিণে। তাই আমরা দেখলাম সূর্য আমাদের উত্তর দিকে উত্তরের বায়ুপ্রবাহের মধ্য দিয়ে তার রথচালনা করছে। আমার পথপ্রদর্শক অবাক হয়ে তা দেখে বললেন, যেহেতু এখন জুন মাস সূর্য এখন অবস্থান করছে বিষুবরেখার উত্তরে ক্যাস্টর ও পলিউক্স নামে দুই যমজ নক্ষত্রের মাঝখানে এবং তার ফলে দেখ জোডিয়াকের সেই দিকটিই আলোকিত হচ্ছে সূর্যকিরণে যে দিকটি ছোট ও বড় উরস নক্ষত্রের খুবই কাছাকাছি। ভাল করে ভেবে দেখ কোথায় আছ তুমি। মনে রাখবে এই পরিশুদ্ধির পাহাড় জেরুজালেমের ঠিক বিপরীত দিকে। জেরুজালেমের দক্ষিণে যে বিষুবরেখা অবস্থিত এখানে এই গোলার্ধে তা পরিশুদ্ধি পাহাড়ের উত্তরে। একই দিগন্তরেখা বৃত্তাকারে পৃথিবীকে বেষ্টন করে থাকলেও পৃথিবী দুটি গোলার্ধে বিভক্ত। সূর্য যখন এক গোলার্ধের উপর দিয়ে চলে যায় কিরণ দান করতে করতে অন্য গোলার্ধে তখন অন্ধকার। আবার সূর্য যখন এক গোলার্ধে লম্বভাবে কিরণ দান করে অন্য গোলার্ধে তার কিরণ ছড়িয়ে পড়ে তির্যকভাবে। ফলে এক গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল হলে অন্য গোলার্ধে হবে শীতকাল।

আমি তখন বললাম, হে আমার গুরুদেব। আগে বিষুবরেখা প্রভৃতি যে সব ভৌগোলিক বা জ্যোতির্বিজ্ঞানবিষয়ক বস্তুগুলো আমি ভাল করে বুঝতে পারতাম না, এখন তা জলের মত সরল ও পরিস্কার হয়ে উঠল আমার কাছে। বিষুবরেখা পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থিত এমনই একটি অক্ষরেখা যা পৃথিবীকে সমান দুই অংশে বিভক্ত করেছে। বর্তমানে আমাদের উত্তরে অবস্থিত এই বিষুবরেখাকে একদিন জেরুজালেম নগরী হতে হিব্রুরা দেখত দক্ষিণ দিকে। কিন্তু একটা জিনিস প্রশ্ন করি, আর কতদূর আমাদের যেতে হবে। কত পথ অতিক্রম করতে হবে? আমার এই দৃষ্টিসীমাকে স্বচ্ছন্দে অতিক্রম করে বহু উর্ধ্বে বিরাজিত আমার সম্মুখস্থ যে পর্বতের শিখর-দেশ তাতে কেমন করে আমরা উঠব?

আমার গুরুদেব বললেন, এই যে পর্বত দেখছ এর প্রকৃতি বড় অদ্ভুত। প্রথমে এ পর্বতে ওঠার সময় দারুণ কষ্টভোগ করতে হবে। কিন্তু এ পর্বতে যত উঠবে ততই সহজ হয়ে উঠবে উৎক্রমণের পথ। নিম্নমুখী নদীস্রোতা-

স্রুগামী কোন জলযানের মত অল্পায়াসসাধ্য হয়ে উঠবে। তখন তোমার পর্বতারোহণ শেষ হবে। এ পর্বতে আরোহণ করতে করতে যখন দেখবে সহজ হয়ে উঠছে তোমার যাত্রাপথ তখনই বুঝবে সে পথ শেষ হয়ে এসেছে। আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি।

তাঁর কথা শেষ না হতেই আমাদের পাশ থেকে কে একজন বলে উঠল, এই পাহাড়ের শীর্ষদেশে ওঠার আগে তোমাকে একবার হয়ত বসে বিশ্রাম নিতে হতে পারে।

আমরা ঐকথা শুনে চারদিক তাকাতে লাগলাম। পিছনে দেখলাম একটা বিরাট পাথর। এতক্ষণ পাথরটা আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। পরে খোঁজ করে দেখলাম একদল পথক্লান্ত লোক সেই পাথরটার আড়ালে বিশ্রাম করছে। তাদের মধ্যে একজনকে অতিশয় ক্লান্ত দেখলাম। দুই জানুর মাঝখানে মাথা রেখে অবসন্ন দেহে বসেছিল সে।

আমি তাকে দেখে বললাম, দেখ দেখ কুঁড়ে ছেলেটা কেমন ঝিমোচ্ছে বসে বসে। ঠিক যেন মনে হচ্ছে ও স্বয়ং আলস্যের আরামপ্রিয় ভাই।

সে আমার কথা শুনে মাথাটা কিছু তুলে বলল, তুমি যদি এতই বাহাদুর তাহলে তুমি যাও, ওঠ ঐ পাহাড়ে বিশ্রাম না নিয়ে।

আমি তাকে চিনতে পেরেছিলাম। আমি তাকে বুঝিয়ে দিলাম যদিও পর্বতে আরোহণ করতে আমার কষ্ট হচ্ছিল এবং আমি এ ব্যাপারে শঙ্কিত তথাপি আমি তোমার মত এতখানি ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়িনি এবং ইচ্ছা করলে তুমি যেখানে উঠেছ আমি অবলীলাক্রমে উঠতে পারি সেখানে।

এই বলে তার কাছে আমি সরে গেলে সে মুখ তুলেই বলল, তা না হয় হলো। কিন্তু বল দেখি সূর্যের রথ তোমার বাম দিকে অগ্রসর হচ্ছে কেন?

তার হিংসাসূচক বাক্যে কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়ে আমি বললাম, বেলাকোয়া, আশাকরি তোমার জন্য পরে আমায় দুঃখ করতে হবে না। কিন্তু তুমি আমায় খুলে বল কেন তুমি এমন করে হতাশ হয়ে বসে পড়েছ? তুমি কি কোন পথ প্রদর্শকের আশায় এখানে বসে আছ অথবা তোমার পুরনো অভ্যাস আবার পেয়ে বসেছে তোমায়?

বেলাকোয়া বলল, কি হবে ভাই উপরে উঠে? আমায় সেখানে ঢুকতে

দিয়ে আমার জীবনের সব বেদনা দূর করার সুযোগ দেবে না। পরিশুদ্ধির আসল প্রদেশে ঢোকার মুখে ঈশ্বরনিযুক্ত যে দেবদূত প্রহরী আছে সে আমায় সেখানে প্রবেশানুমতি দেবে না। আমি ছিলাম ফ্লোরেন্সের এক বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুতকারক। কিন্তু অলস হিসাবে আমার দুর্নাম ছিল এবং এজন্য আমার জীবদ্দশায় তুমি আমায় অনেক তিরস্কার করেছ। আমার মনে হচ্ছে আমার সেই পুরাতন আলস্যের হীন অভ্যাস আমার ভাগ্যের চক্রাবর্তনে ঘুরে এসেছে আমার কাছে। সেই পাপ আমার মৃত্যুকালে বা এখনো পর্যন্ত স্খালন হয়নি বলেই আজ আমাকে বসে থাকতে হবে পরিশুদ্ধি প্রদেশের বাইরে। একমাত্র কেউ যদি আমার জন্য নিবিড় আন্তরিকতার সঙ্গে প্রার্থনা করে ঈশ্বরের কাছে তাহলেই আমার মুক্তি হবে এবং আমি পরিশুদ্ধিপ্রদেশে প্রবেশ করতে পারব।

কিন্তু কবিবর ভার্জিল আর সেখানে না দাঁড়িয়ে এগিয়ে চলতে লাগলেন আমার সামনে। তিনি আমাকে ডাক দিয়ে বললেন, ঐ দেখ সূর্য এখন মধ্যগগনে কেমন দীপ্যমান। কিন্তু অন্য গোলার্ধে পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে এখন সবেমাত্র সন্ধ্যা সমাগত।

## পঞ্চম সর্গ

### পরিশুদ্ধি পর্বতের বহির্দেশ : দ্বিতীয় ধাপ। দ্বিতীয় দলের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

### কাহিনীসংক্ষেপ

দ্বিতীয় ধাপে ওঠার মুখে দান্তে ও ভার্জিল এমন একদল আত্মার দেখা পেলেন যারা যুদ্ধবিগ্রহ বা কোন আকস্মিক আঘাতে প্রথাগতভাবে ধর্মের দ্বারা পরিশুদ্ধ না হয়ে মৃত্যুবরণ করে। অতঃপর তাঁরা সেই দলের ক্যাসেরো মন্তিফেলত্রো ও লা পিয়া নামে এক মহিলার সঙ্গে কথা বললেন। তারা তাদের জীবনকাহিনী কবিদ্বয়ের কাছে ব্যক্ত করে তাঁদের কাছ থেকে সাহায্য চাইল।

সেই সব ছায়ামূর্তিগুলির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমার পথপ্রদর্শকের পিছু পিছু এগিয়ে চলেছিলাম আমি। এমন সময় আমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে আমার পিছন থেকে কে বলে উঠল, বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখ। আমার মনে হয় ঐ যে লোকটা পাহাড়ের শেষ চূড়ায় ওঠার চেষ্টা করছে ওর সঙ্গে এগিয়ে চলেছে একটা কালো ছায়া এবং মনে হচ্ছে লোকটা জীবিত।

তাদের কথা শুনে আমি থামলাম এবং মুখ ঘুরিয়ে দেখলাম। দেখলাম তারা আমার পানে তাকিয়ে আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু আমাকে আর আমার ছায়াটাকে দেখছে।

আমার পথপ্রদর্শক তখন আমাকে বললেন, ওদের ফাঁদে ধরা দিয়ে কেন তুমি তোমার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন আর গতিকে শ্লথ করে তুলছ? ওরা কি বলাবলি করছে তাতে তোমার কি? তুমি অনন্য চিত্তে অনুসরণ করো আমাকে। যে যা বলে বলুক। ঋজুশীষ গম্বুজ যেমন ঝড়ের প্রহারে নত না হয়ে অটল ও দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে তুমিও তেমনি অটল ও লক্ষ্যাভিমুখী হও। চিত্ত যার অস্থির এবং সেই অস্থির চিত্তাকাশে কল্পনা যার ভাসমান মেঘের মত ঘুরে বেড়ায় সে কখনই লক্ষ্যে পৌছতে পারে না।

এই কথার উত্তরে আমি কি বলতে পারি? আমি শুধু বললাম, যাচ্ছি। এ কথার আর অন্য কোন উত্তর হয় না। এমন সময় আমরা দেখলাম একদল আত্মা তাদের প্রার্থনাগান গাইতে গাইতে ঢালু পার্বত্যপথে আমাদের সামনে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। এর আগে আমরা যে সব অলস আত্মাদের দেখেছিলাম তাদের কোন প্রার্থনাগান ছিল না। তারা কোন স্তোত্রগান গাইতে পারত না। কিন্তু এই সব আত্মারা আকস্মিক দুর্ঘটনায় যাদের জীবননাশ হয় তারা প্রার্থনা করতে পারে ভালভাবে। কিন্তু তারা যখন দেখল আমি শুধু ছায়াশরীর নই এবং আমার দেহের ছায়াপাত হচ্ছে তখন তারা গান থামিয়ে বিস্ময়ে 'ও:', বলে চিৎকার করে উঠল। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইল তারা। তারপর তাদের মধ্য হতে দুজন দুতের মত ছুটে এল আমাদের কাছে। এসে বলল, দয়া করে বল তুমি কে?

আমার পথপ্রদর্শক তখন তাদের তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন, তোমরা যেতে পার। যিনি তোমাদের পাঠিয়েছেন তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে জানাতে পার তাঁকে, এখানে রক্তমাংসের এক জীবন্ত মানুষ রয়েছে। সে একজন জীবিত মানুষ এবং তার ছায়া দেখে তোমরা যদি স্তব্ধ হয়ে যাও তাহলে আশা করি

আমার উত্তর শুনে তোমরা সন্তুষ্ট হবে।

কক্ষচ্যুত উল্কা যেমন তার আগ্নেয় গতির তীব্রতা দিয়ে নির্মেঘ প্রথম রাত্রির তরল অন্ধকার ভেদ করে নিম্নাভিমুখে পতিত হয়, তেমনি দ্রুত গতিতে সেই দুজন আত্মা চলে গেল। তারা গিয়ে যোগদান করল তাদের সেই দলে। তখন সেই দলটি চক্রাকার গতিতে ধীরে ধীরে পর্বতারোহণে আবার মন দিল।

কবিবর ভার্জিল বললেন, এমনি বহু প্রেতাত্মার দল বহু ছায়ামূর্তি তোমাকে দেখে কৌতূহলী হয়ে ছুটে আসবে তোমার কথা জানার জন্য। তুমি কিন্তু শুধু এগিয়ে যাবে, অক্লান্ত গতিতে পথ চলবে। তাদের কথা কানে শুনে যাবে চলার পথে, কিন্তু ঘুরে দাঁড়াবে না। অহেতুক কালক্ষেপ করবে না।

ভার্জিলের কথা শেষ হতেই আবার একদল আত্মা আমার কাছে এসে বলল, তোমার যে মাতা তোমার এই দেহটিকে আনন্দের প্রতিমূর্তিরূপে গড়ে তুলেছেন তিনি কতই না পুণ্যবতী। একবার দাঁড়াও। একটু বিলম্ব করো। একবার চেয়ে দেখ আমাদের দলের মধ্যে কাউকে চিনতে পার কি না। তাহলে মর্ত্যলোকে ফিরে গিয়ে আমাদের কথা তাদের আত্মীয় স্বজনকে বলবে। এত তাড়াতাড়ি করছ কেন? আমরা স্বীকার করছি আমরা পাপী। হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ি আমরা এবং সেই অবস্থায় আমাদের প্রাণবিয়োগ ঘটে। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা ছিলাম মনেপ্রাণে পাপী। কিন্তু মৃত্যুর পর ঈশ্বরের কৃপায় অনুতাপের আগুনে সব পাপ আমাদের পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আমাদের আত্মা পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠে। ঈশ্বর আমাদের এমনই এক দিব্যদৃষ্টি দান করেছেন যার আলোকে আমরা আমাদের সারাজীবনের কর্মাকর্ম বিচার করে দেখতে শিখেছি। কৃত পাপকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়েছি। আমাদের সেই অগ্নিশুদ্ধ অনুতাপ আর অনুশোচনার তীব্রতা দেখে ঈশ্বর কৃপা করে নরকের অন্ধকার হতে তুলে এনেছেন এই পরিশুদ্ধির পার্বত্যদেশে। ঈশ্বরের দিব্যমূর্তি সচক্ষে দেখার জন্য আজ এক সুতীব্র কামনায় বিদীর্ণ ও ক্ষত বিক্ষত হচ্ছে আমাদের মর্মদেশ।

আমি বললাম, তোমাদের একজনকেও আমি চিনতে পারছি না। তবে আরো ভাল করে দেখব। তোমাদের কথা বলব মর্ত্যে ফিরে গিয়ে। যে মঙ্গলময় পরমাত্মা আমাকে এখানে এনেছেন তাঁর খাতিরে সর্বত্র শান্তি স্থাপনে সচেষ্ট হব আমি।

তাদের মধ্যে একজন বলল, তোমাকে কোন শপথ করতে হবে না। কোন

শপথের শর্তে বাঁধতে চাইনা তোমায়। আমি শুধু তোমার সাহায্য চাই একটা ব্যাপারে। তুমি না হলে সে কাজ হবে না আর তার ফলে আমার মনের কথা মনের মধ্যেই রয়ে যাবে চিরকাল। রোমাগনা আর নেপলস্ রাজ্যের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে অবস্থিত ফানোর নাম শুনেছ নিশ্চয়। দয়া করে আমাকে কিছু প্রার্থনার গান শিখিয়ে দেবে। আমি সে প্রার্থনার দ্বারা পরিশুদ্ধ করে তুলব আমার পাপাত্মাকে। আমি সেই ফানোতে জন্মগ্রহণ করি। পদুয়ার যে অধিবাসীদের বিশ্বাস করেছিলাম আমি তাদেরই একজন একদিন সহসা আমার বুকেতে এক মারাত্মক আঘাত হানে আর তার ফলে বিনির্গত হয় আমার প্রাণবায়ু। যে এই সাংঘাতিক বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করে তার নাম আজ্জো। কিন্তু আমি ওরিয়াগোতে লুকিয়ে না থেকে যদি ভেনিস ও পদুয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চল লা মিরার পথে পালিয়ে যেতাম তাহলে আজও পর্যন্ত জীবিত থাকতাম আমি। ওরিয়াগোর এক জলাভূমিতে নলখাগড়ার গাছে ভরা জলকাদার মাঝে লুকিয়ে ছিলাম আমি। পরে আমাকে খুঁজে বার করে আমার শত্রুরা এবং আমাকে ছুরিকাহত করে আমার দেহের রক্তে ভাসিয়ে দেয় সেই জলাভূমির কর্দমাক্ত মাটি।

অন্য আত্মাটি তখন বলল, ঈশ্বর যখন তোমাকে এই পার্বত্যপ্রদেশে এনে দিয়েছে তখন একটি কাজ আমার করতে হবে তোমাকে। আমার একটা আশা তোমায় পূরণ করতে হবে। আমার নাম ছিল দা মন্তিফেলত্রো। আমাকে কেউ গ্রাহ্য করে না, তাই পরিত্যক্ত অবস্থায় বিষণ্ণ চিত্তে এদের সঙ্গে পথ চলছি আমি।

আমি তাকে বললাম, তুমি কী এমন গুরুতর অপরাধ করেছিলে যার জন্য তুমি ক্যাম্পালদিনেতে পালিয়ে যাও? তারপর কোথায় যাও তা আর জানা যায়নি। আমি ছিলাম গিবেলাইন দলের জনৈক নেতা। ক্যাসেনতিনো নগরীর পাদদেশ বিধৌত করে যে আর্কিয়ান নদী বয়ে চলেছে সেই নদীবিধৌত অঞ্চলে আমি পদব্রজে গিয়ে পড়ি। আপেনাইন পর্বত হতে উৎসারিত সেই আর্কিয়ান নদীর তীরে কোন এক আততায়ী ছুরিকার দ্বারা আমার গলদেশে আঘাত করে। সেই মারাত্মক আঘাতে আমি পড়ে যাই ভূতলে। আমার চোখের উপর হতে সব আলো নিবে যায়। মেরীর নাম শেষবারের মত বেরিয়ে আসে আমার মুখ হতে। ক্রমে আমার নিথর নিস্পন্দ দেহটিকে ত্যাগ করে চিরতরে চলে আসে আমার আত্মা।

আমি যা বললাম তা সব সত্য। তুমি এই সত্য কাহিনী বিবৃত করো জীবিত মানুষদের কাছে। ঈশ্বরের কোন এক দূত যখন আমাকে গ্রহণ করে আশ্রয় দান করে তখন নরকের শয়তান চিৎকার করে সেই দেবদূতকে বলে, কেন তুমি এই পাপাত্মাকে মুক্তি দান করে অন্যায় করছ আমার প্রতি? তুমি শুধু ওর সত্তার একটা অংশ নিয়ে যেতে পারবে, সেটা হবে তোমার; কিন্তু আর একটা অংশ থাকবে আমার কাছে। যদি ওর জন্য কেউ সহানুভূতি জানায়, কেউ এক বিন্দু চোখের জল ফেলে তাহলে ওর আত্মার সেই অংশটাকে নিয়ে যেতে পারবে আমার কাছ থেকে।

তুমি হয় ত জান কেমন করে বাষ্পীভূত জলকণা ঊর্ধ্বতন বায়ুমণ্ডলে গিয়ে শীতল বায়ুর স্পর্শে ঘনীভূত হয় এবং পরে বৃষ্টিরূপে ঝরে পড়ে। যারা ক্ষতি করতে ভালবাসে এমন অনেক পাপাত্মার মধ্যে বুদ্ধি সঞ্চারিত হয়। সেই পাপাত্মা তখন তার পাশবিক শক্তি ও বুদ্ধিগত কৌশলের দ্বারা মেঘ ও বৃষ্টি আকর্ষণ করে। আর সেই বৃষ্টির দ্বারা প্লাবিত হয় উপত্যকাপ্রদেশ। আকাশ হয়ে পড়ে মেঘাচ্ছন্ন। বাতাস ভারী হয়ে ওঠে জলকণার ভারে। পৃথিবী আর জল ধারণ করতে পারে না। অতিরিক্ত জলধারা সব গিয়ে পড়ে কোন সমুদ্রবাহী বিশাল উপনদীতে। আর্কিয়ান ছিল এই ধরনের এক নদী। সেই গর্জনশীল আর্কিয়ান নদীর তীরে আমার প্রাণহীন দেহটি পড়ে থাকে। আমার দেহ হতে সযত্নরক্ষিত ক্রুসটি খসে পড়ে। আমার প্রাণহীন দেহটি নদীস্রোতে ভেসে যেতে থাকে এবং অবশেষে কোন এক চড়ায় আটকে যায়। তারপর তৃতীয় এক আত্মা আমাকে বলল, আমার অনুরোধ শোন। যখন তুমি পৃথিবীতে ফিরে যাবে এবং তোমার সব পথক্লান্তি অপসারিত হবে, তখন আমার কথা যেন একবার স্মরণ করো। আমার নাম হলো পিয়া ডি টলোমি। সিয়েনার কোন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে আমার জন্ম হয়। পরে ন্যারক্সর নেল্লো নামে এক গুয়েলফ নেতার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়। কিন্তু আমার স্বামী চেয়েছিল কোন ধনী উত্তরাধিকারিণীকে বিবাহ করতে। তাই আমার স্বামী পীয়েরা নামে এক স্থানের এক নির্জন প্রাসাদে আমাকে নিয়ে গিয়ে সেই প্রাসাদের এক জানালা দিয়ে আমাকে ফেলে দিয়ে হত্যা করে আমাকে। অথচ আমার সেই হত্যাকারী স্বামীই একদিন আমাকে বাগ্দত্তা হিসাবে গ্রহণ করে এবং আমার হাতে আংটি পরিয়ে বিবাহের শপথ করে।

# ষষ্ঠ সর্গ

## পরিশুদ্ধিপর্বতের বহির্দেশ : দ্বিতীয় ধাপ।

### কাহিনীসংক্ষেপ

ধর্মরাজ্য হতে বহিস্কৃত সেই সব আত্মাদের কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করে দান্তে এবার ভার্জিলের কাছে প্রার্থনার উপযোগিতা সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলেন। সেই সব আত্মারা এতক্ষণ ধরে অসংখ্য সাহায্যের আবেদনের দ্বারা উত্যক্ত করে তুলছিল দান্তেকে। দান্তের প্রশ্নের আপাততঃ আংশিক উত্তর দান করলেন ভার্জিল। তিনি বললেন, এ প্রশ্নের গভীরতর দিকটি কিন্তু একমাত্র বিয়াত্রিসই ব্যাখ্যা করতে পারে। অতঃপর কবিদ্বয় সর্দেলোর সঙ্গে দেখা করলেন। ভার্জিল মাণ্টুয়ার অধিবাসী ছিলেন বলে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল সর্দেলো। সঙ্গে সঙ্গে সে দান্তেকে অনুরোধ জানাল, যে গৃহযুদ্ধ ইতালিকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে তাকে অকুণ্ঠ ভাষায় নিন্দা বা ধিক্কার জানাবার জন্য। পরে সে ফ্লোরেন্স সম্বন্ধে নানা কটূক্তি ও বিদ্রূপবাক্য বর্ষণ করতে লাগল।

কোন জুয়াখেলায় কেউ হেরে গেলে খেলা সাঙ্গ হবার পর সে যেমন একা একা আশাহত বেদনায় অনুতাপ ও অনুচিন্তা করতে থাকে এবং তখন বিজয়ী ব্যক্তির সঙ্গে অন্যান্য সকলে গৌরব বোধ করতে করতে চলে যায়, আমিও তেমনি অসংখ্য আবেদন নিবেদনে মুখর সেই সব আত্মাদের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে একা একা দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম। সেই দলের মধ্যে আমি দেখেছিলাম এ্যারিতিনেকে। ট্যাক্কের হত্যাকাণ্ডে এ্যারিতিনের হাত ছিল বলে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল অনেকে। অবশেষে অবিরাম তাড়া খেয়ে সে একদিন জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। এর পর ফ্রেডারিক নভেল্লোকেও দেখেছিলাম। নভেল্লোকে জনৈক গুয়েলফ দলভুক্ত লোক হত্যা করে এবং মৃত্যুকালে সে দুহাত বাড়িয়ে কাতর আবেদন জানায়। আবার পিসার সেই নাগরিককেও দেখলাম যে সহিষ্ণুতার সুবিরল প্রতিমূর্তি উদারহৃদয় মার্জ্জোর পুত্রকে হত্যা করে। মার্জ্জোর পুত্র ফেরিনাতাকে পিসার একজন লোক হত্যা করলে ফেরিনাতার মৃতদেহ আনতে গিয়ে মার্জ্জো তাঁর পুত্রহন্তার

সঙ্গে করমর্দন করেন। শত্রুকে ক্ষমা করে তার সঙ্গে শান্তি স্থাপনের খৃস্টীয় আদর্শকে এইভাবে নিজের জীবনে এক সকরুণ অবস্থার মধ্যে রূপদান করেন মার্জুক্কো। সেই সঙ্গে কাউণ্ট ওর্সোকেও দেখলাম। বিনা দোষে ওর্সোকে হত্যা করে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আলবার্তো। ফ্রান্সের দ্বিতীয় ফিলিপের ব্যক্তিগত চিকিৎসক পিয়ের দ্য লা ব্রসীকেও দেখলাম। এই ব্রসীই ফিলিপের স্ত্রী মেরী ব্রাবান্তকে তাঁর সৎ পুত্রের মৃত্যুর ব্যাপারে অভিযুক্ত করেন। তিনি বলেন মেরী তাঁর সৎ পুত্র লেমসকে বিষপ্রয়োগে হত্যার চেষ্টা করেন এবং তার বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়ে রাজার কাছে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত করেন এবং তার ফলে তার মৃত্যুদণ্ড হয়। এইসব পাপাত্মাদের কেবলমাত্র একটিমাত্র আবেদন ছিল আমাদের কাছে। আমরা যেন তাদের মুক্তির জন্য প্রার্থনা করি ঈশ্বরের কাছে। কিন্তু মেরী ব্রাবান্তের আত্মা তার জঘন্য পাপকর্মের জন্য যেন পরিশুদ্ধির পাহাড়েও পৌঁছতে না পারে।

আমি আমার গুরুদেবকে বললাম, তুমি একবার প্রকাশ্যে স্পষ্ট করে বলেছিলে, কখনো কারো প্রার্থনায় পরিবর্তিত হয় না ঈশ্বরের বিধান। তা যদি হয়, কেন তবে এই সব অসংখ্য আত্মা প্রার্থনার দ্বারা মুক্ত হতে চাইছে তাদের পাপের অভিশপ্ত পরিণাম থেকে?

তিনি বললেন, আমি যা লিখেছি তা খুবই স্পষ্ট। তোমার যদি বুদ্ধি থাকে তাহলে বুঝতে পারবে। যে যা পাপ করে তার পরিণাম তাকে ভোগ করতেই হয়। কেউ যদি কাউকে ভালবেসে ক্ষমা করে কোন পাপ কাজের জন্য তবু ঈশ্বরের দণ্ডবিধান তাকে ভোগ করতে হয়। এইসব ক্ষেত্রে মানুষ যে প্রার্থনা করে তার সঙ্গে ঈশ্বরের কোন সম্পর্ক থাকে না। থাকে শুধু তারই স্বার্থ অর্থাৎ মুক্তির আবেদন। সুতরাং প্রার্থনার মাধ্যমে পাপস্খালনের কথা আমি কখনো সমর্থন করতে পারি না। তবে এসব ব্যাপার বড় গভীর তত্ত্বের কথা। শুধু বুদ্ধি দিয়ে এ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা যায় না। এ ব্যাখ্যার অধিকারী একজন আছেন। তিনি পরিশুদ্ধি পর্বতের সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করছেন। আমি বলছি বিয়াত্রিসের কথা। মানবিক বুদ্ধির ঊর্ধ্বলোকে অবস্থিত প্রকৃত সত্যকে দেখতে পায় সে। পরম শান্তিময় তার আত্মা, সতত হাস্যোজ্জ্বল তার মুখ। একমাত্র সেই তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে পারে।

আমি তখন বললাম, আরও দ্রুত করো আমাদের গতি। আমি দ্রুততর গতিতে পথ চলতে সক্ষম, কোনরূপ ক্লান্ত হয়ে পড়িনি। ঐ দেখ পাহাড়ের

ছায়াটা ক্রমশ দীর্ঘ হয়ে এগিয়ে এসে তার বুকটাকে ঢেকে দিচ্ছে।

তিনি বললেন, যতক্ষণ দিনের আলো থাকবে আমরা যতদূর সম্ভব এগিয়ে যাব। কিন্তু সূর্য এখন অস্তাচলের পথে এগিয়ে গেছে অনেকদূর। সে সূর্য ফিরে না আসা পর্যন্ত কোনমতেই উঠতে পারবে না পাহাড়ের চূড়ায়। এখন গোধূলিকাল সমাসন্ন বলে তোমার দেহের আর ছায়াপাত হচ্ছে না।

তবে ঐ দেখ একটি নিঃসঙ্গ পথিক তাকিয়ে আছে আমাদের পথপানে। সে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে লক্ষ্যের দিকে। সে আমাদের নিয়ে যাবে সবচেয়ে সহজ পথে।

আমরা তার কাছে গিয়ে আবেদনের ভঙ্গিতে বললাম, হে লম্বার্ডিবাসী মহান আত্মা, এক সহজ শান্ত গাম্ভীর্যে সব কিছুকে তুচ্ছজ্ঞান করে কেন তুমি স্তব্ধ হয়ে একাকী বসে আছ?

সে কিন্তু কোন উত্তর দিল না আমাদের কথার। সে শুধু নীরবে বসে থেকে আমাদের এগিয়ে যেতে দেখল তার দিকে।

তথাপি ভার্জিল এক কাতর আবেদন নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন তার দিকে। সে যাতে আমাদের পাহাড়ে ওঠার পথটা দেখিয়ে দেয় তার জন্য বারবার আবেদন জানাতে লাগলেন ভার্জিল। কিন্তু কোন আবেদনেই সাড়া দিল না সেই বিষাদগ্রস্ত নিঃসঙ্গ ছায়ামূর্তি। সে শুধু আমাদের পরিচয় জানতে চাইল। তখন আমার পথপ্রদর্শক বললেন, আমি মাঞ্চুয়ার অধিবাসী।

তখন সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ক্রোধ ও গাম্ভীর্য ঝেড়ে ফেলে লাফ দিয়ে উঠল সেই বিষণ্ণ ব্যক্তিটি। উল্লসিত হয়ে বলে উঠল, ভাই, হে আমার মাঞ্চুয়াবাসী ভাই, আমার নাম হলো সর্দেলো। আমিও তোমার মত মাঞ্চুয়ারই অধিবাসী।

এই বলে তাঁরা আলিঙ্গন করলেন পরস্পরকে। আমি তখন কাতরোক্তি করে বললাম, হে চিরদুঃখিনী ইতালি, চিরদুঃখের বন্ধনে আবদ্ধা ইতালি, আজ এক অতিবিক্ষুব্ধ জাতীয় জীবনের সমুদ্রে চালকহীন তরীর মত অকূলে ভেসে বেড়াচ্ছ তুমি। আর তুমি সেই অতীতের গৌরবশালিনী দেশ আর নেই। আজ তুমি পরিণত হয়েছ এক হীন পশুশালায়। এই মহান আত্মাটি যে তার জন্মভূমির নাম শুনে উল্লসিত হয়ে উঠল সে কিন্তু তার সেই জন্মভূমির জন্য প্রাণবলি দেয়নি বা যুদ্ধ করেনি। সে তার দেশবাসীর অভিনন্দন কোনদিন লাভ করেনি। কিন্তু হে ইতালি, আজও শান্তি নেই তোমার বুকে। আজও

নিরন্তর যদ্ধ চলছে তোমার সীমান্তে। সে যুদ্ধের যেন শেষ নেই। আজও এক ভেদের প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে তোমার বুক চিরে। কিন্তু সে প্রাচীর কেন ধ্বংস করে দিতে পারছে না বিবাদমান দুটি দল? আজ খুঁজে দেখ, কোথায় সেই মধুর শান্তি। দেখবে তোমার কোন উপকূলে বা তোমার বুকের কোথাও কোন নিভৃতে কোথাও সে শান্তি আর নেই। একদিন রোম সম্রাট জাস্টিনিয়ান রোমক আইনের প্রবর্তন করেন। কিন্তু সে আইন কার্যকরী করে তোলার মত কোন শক্তিই আর কারো নেই। হে যাজকবৃন্দ! তোমরা রাজনীতি নিয়ে কখনো মাথা ঘামিও না। সে কাজ সীজারের উপর ছেড়ে দাও। তোমরা শুধু তোমাদের ধর্মীয় ও নীতিগত কর্তব্যগুলি করে চলবে। তোমরা শুধু ঈশ্বরের ন্যায় ও নীতির বিধানগুলি কার্যকরী করে তোলার চেষ্টা করে যাবে। এখন দেখ, জার্মান সম্রাট আলবার্টের কুশাসনে দেশের কি দুর্গতি। এখন দেশে বিচার বা সুশাসন বলে কোন জিনিস নেই। হে জার্মান সম্রাট আলবার্ট, তোমারই ভ্রাতুষ্পুত্রের হাতে দেখবে পতন ঘটবে তোমার একদিন। আর তার ফলে তোমার উত্তরাধিকারী লুক্সেমবার্গের অষ্টম হেনরী সুশাসনের পরিচয় দেবে। তুমি এবং তোমার পিতা রুডলফ্ দুজনেই তোমাদের পররাজ্য ইতালি দখল করে তার ন্যায্য অধিকারের দাবি অবহেলা করে কুশাসনের দ্বারা প্রপীড়িত করে গেলে তাকে। আজ দেখ ইতালির মধ্যে কাপুলেত ও মন্তেগু পরিবারের মধ্যে কেমন তীব্র বিবাদ চলেছে। অর্ভিয়েতোতে চলছে মোনাল্ডি আর ফিলিপ্পেশি পরিবারের মধ্যে বিরোধ। আজ দেখ, সীজারের মত বীরদের হারিয়ে স্বামীহীনা বিধবা নারীর মত ইতালি চোখের জল ফেলছে। আজ দেখ, ধনী মধ্যবিত্তদের হাতে ইতালির সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরা কেমন নির্যাতিত হচ্ছে। একদিন আমাদেরই পাপের জন্য যীশু এখানে নিহত হন। হে জার্মান সম্রাট আলবার্ট, তুমি কি দেখেও দেখছ না ইতালির এই শোচনীয় দুরবস্থা? তোমার দৃষ্টি কি অন্য কোথাও আবদ্ধ অথবা কোন দুর্জ্ঞেয় গূঢ় পরিকল্পনা কার্যকরী করতে চলেছ?

আজ ইতালির প্রতিটি শহরই হয়ে উঠেছে অত্যাচারীদের লীলাভূমি। পম্পের সমর্থক মার্সেলাসের মত যে বাগ্মী দেশের সংবিধান বা শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে সেই জনগণের কাছে 'বীর' আখ্যা লাভ করে। হে ফ্লোরেন্স হাস, হাসতে থাক মনের সুখে। কারণ দেশের এই ব্যাপক দুরবস্থার বিষে এখনো জর্জরিত হওনি তুমি। তোমার নাগরিকদের

ধন্যবাদ। তোমাদের নাগরিকদের সকলেই কর্তা, সকলেরই মুখের ডগায় ন্যায়বিচার ফিরছে। কেউ কোন শাসন মানছে না। আনন্দ করো প্রচুর, আনন্দ করো হে সমৃদ্ধিশালিনী শান্তিময়ী দেশমাতা। প্রাচীন আইন কানুন শিক্ষারীতি ও নাগরিক সভ্যতার জন্মদাত্রী এথেন্স ও লাসিডিমন নগরীও অসভ্য ছিল তোমার তুলনায়। দেশে কেবল বিভিন্ন দলের লোকেরা দল পরিবর্তন করছে ঘন ঘন। দেশের দ্রুত পরিবর্তনশীল অবস্থায় কোন ন্যায়-নীতি বা রীতিনীতি স্থিতিশীল হতে পারছে না। আজও যদি তুমি অন্ধ হয়ে ঘুমিয়ে থাক তাহলে অচিরেই তোমাকে রুগ্না অসহায় কোন নারীর মত এক নিষ্ফল শয্যায় অসংখ্য বিনিদ্র ও বেদনাকণ্টকিত মুহূর্ত যাপন করে যেতে হবে। ব্যথাহত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে ছটফট করতে হবে অহোরহঃ।

## সপ্তম সর্গ

### পরিশুদ্ধি পর্বতের বহির্দেশ। দ্বিতীয় ধাপ।

#### কাহিনীসংক্ষেপ

ভার্জিলকে বারবার আলিঙ্গন করার পর সর্দেলো তাদের নাম জানতে চাইল। ভার্জিল তাঁর নাম বললেন। তখন সর্দেলো সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাঁটুদুটো জড়িয়ে ধরল। সর্দেলো ভার্জিলের শেষ জীবনের কথা জানতে চাইল এবং ভার্জিলও সে প্রশ্নের উত্তর দিলেন। ভার্জিলের একটি প্রশ্নের উত্তরে সর্দেলো জানাল সূর্যাস্তের পর এ পাহাড়ে ওঠার নিয়ম নেই। সর্দেলো এইবার তাঁদের এক মনোরম উপত্যকায় নিয়ে গেল। সেখানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির আত্মাদের দেখতে পেলেন কবিদ্বয়। এই সব আত্মারা পরিশুদ্ধি পাহাড়ের দ্বিতীয় ধাপে অর্থাৎ একটু উপরতলায় বাস করে কারণ এরা জীবনে পরের উপকার করত। কিন্তু পার্থিব ব্যাপারে অত্যধিক নিযুক্ত থেকে ঈশ্বরচিন্তায় অবহেলা করায় কিছুটা শাস্তি পেতে হয় তাদের। সর্দেলো তাদের মধ্যে অনেকের নাম করল।

তিন চারবার আনন্দ ও সৌজন্যমূলক অভিবাদন বিনিময়ের পর সর্দেলো অন্য প্রসঙ্গে গিয়ে বলল, তোমরা কে? তোমাদের পরিচয় কি?

আমার পথপ্রদর্শক উত্তর করলেন, যে খৃস্টের আগে কোন মানবাত্মা এই পরিশুদ্ধির পাহাড়ে আসতে বা মোক্ষ লাভ করতে পারেনি সেই খৃস্টের জন্মের সত্তর বছর আগে আমার জন্ম হয়। অক্টেভিয়াস সীজার যখন রোমের সম্রাট ছিলেন তখন আমার মৃত্যু হয়। আমার নাম ভার্জিল। কোন পাপকর্মের জন্য আমার স্বর্গলাভ হয়নি তা নয়। আসলে আমার কোন ধর্মবিশ্বাস ছিল না। যে দেখেও দেখে না, সংশয়ের বশে বিশ্বাস করেও করে না—আমার অবস্থা ছিল ঠিক তাই।

ভার্জিলের এই কথা শুনে সেই ছায়ামূর্তি মাথা নত করে তাঁর জানু দুটো আলিঙ্গন করে বলল, লাতিন ভাষা ও সাহিত্যের গৌরব চূড়ামণি, তোমার রচিত সাহিত্যের মধ্যে আমাদের মাতৃভাষা অতুলনীয় শক্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করে। তোমার যশ অক্ষয় হয়ে আছে আমার জন্মভূমিতে। পরম ভাগ্যবলে আজ আমি এইখানে তোমার সাক্ষাৎ পেলাম। আমার অপরাধ নিও না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কি নরক থেকে আসছ?

আমার পথপ্রদর্শক উত্তর করলেন, নরকপ্রদেশের প্রতিটি দুঃখের আবর্ত ঘুরে কোন এক ঐশ্বরিক শক্তির প্রভাবে এখানে এসেছি আজ। যে ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য তাঁর সান্নিধ্য লাভ করার জন্য তোমরা এত যত্ন এত শ্রম করছ শুধু ধর্মবিশ্বাসের অভাবেই সে ঈশ্বরকে পাইনি আমি। আমি কোন পাপ করিনি। নিম্নে নরকাভ্যন্তরে এমন একটি অন্ধকার স্থান আছে যে স্থান কোন যন্ত্রণার চিৎকারের দ্বারা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় না, যেখানকার নীরব অন্ধকার এক মেদুর দীর্ঘশ্বাসের দ্বারা ক্ষণে ক্ষণে বিকম্পিত হয় শুধু। আমি সেখানে অকালে মৃত নিষ্কলঙ্ক নিষ্পাপ শিশুদের আত্মার সঙ্গে বাস করি। আমি বাস করি সেই আত্মাদের সঙ্গে যারা নাস্তিক পেগানদের মত ধর্ম-বিশ্বাস, আশা ও দানশীলতা এই তিনটি প্রধান ঐশ্বরিক গুণের কথা জানত না। অথচ ন্যায়বিচার, বিজ্ঞতা, ধৈর্য আর সহিষ্ণুতা এই চারটি স্বাভাবিক গুণের পরিচয় তারা দিয়েছে তাদের জীবনে। এখন বল আমরা কোন পথে যাব, বল কোন পথ আমাদের পক্ষে হবে শুভ। যদি জান তাহলে আমায় বল এই পরিশুদ্ধি-পাহাড়ের শুরু ও শেষ কোথায়?

সে তখন উত্তর করল, এই পাহাড়ের কোন জায়গায় এমন কোন নির্দিষ্ট জায়গা নেই যেখানে আমরা বাস করতে পারি। তবে আমি তোমাদের পাশে থেকে তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব যতদূর সম্ভব। কিন্তু দেখ

এখন সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়। রাত্রির অন্ধকারে কেউ কখনো পাহাড়ে উঠতে পারে না। রাত্রির মত একটা বাসস্থান আমাদের খুঁজে বার করতে হবে। আমাদের ডান দিকে কয়েকটি আত্মা আছে; তাদের কাছে তোমাদের নিয়ে যাব। তোমরা আনন্দ পাবে তাদের সাহচর্যে।

আমার পথপ্রদর্শক বললেন, আমরা যদি অন্ধকারেই পাহাড়ে ওঠার মনস্থ করে থাকি কেন তবে তুমি আমাদের বাধা দিচ্ছ?

সর্দেলো তখন মাটির উপর ঝুঁকে নত হয়ে বলল, তোমরা অন্ধকারে এক পাও যেতে পারবে না। আসলে পথে কোন প্রত্যক্ষ বাধা নেই। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে কারো পথ চলতে ইচ্ছা করে না। পথ চলার সমস্ত উৎসাহ যেন হারিয়ে যায়। তার চেয়ে আমরা এই পাহাড়ের দিকে নেমে গিয়ে সকাল না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারতাম।

আমার পথপ্রদর্শক বললেন, যখন বলছ রাত্রিবাসের মত একটা ভাল জায়গা আছে তখন সেইখানেই আমাদের নিয়ে চল।

ঢালু পথ বেয়ে কিছুদূর যেতেই আমরা একটা উপত্যকার স্বল্পপরিসর সমতলভূমি দেখতে পেলাম। সর্দেলো বলল, আমরা রাত্রির মত ঐ জায়গায় থাকব।

সেখানে যাবার পথটি বাঁকা। কিন্তু পথটি সমতল নয় আবার খাড়াইও নয়। পথটিকে দেখে মনে হচ্ছিল পাহাড়ের একটি খাদ, উপত্যকার মুখে এক ওষ্ঠাধর। সেখানে হলদে, সাদা, লাল, নীল নানারকমের নানা রঙের ফুল ফুটে ছিল। সেই বিচিত্র বর্ণের ফুল আর পাতার রাজ্যে প্রকৃতি মিশিয়ে দিয়েছে বিচিত্র সুগন্ধ। সেখানে ফুল আর ঘাসের উপর ছড়িয়ে ছিল অনেক আত্মা। তারা 'স্যালভা রেজিনা' এই স্তোত্র গানটি গাইছিল। এ গান জগন্মাতা মেরীর উদ্দেশ্যে গীত হয়। এই স্তোত্রগানে বলা হয়, হে জগন্মাতা মেরী, তুমি আমাদের জীবনে শক্তি দাও, আশা দাও, প্রাণের মাধুর্য দাও। আমরা যত সব স্বর্গচ্যুত শিশুরা অশ্রুসজল কণ্ঠে বিলাপরত অবস্থায় কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছি তোমার কাছে। প্রণাম জানাচ্ছি তোমায়।

সর্দেলো বলল, তোমরা যেন আমাকে ঐ সব আত্মার কাছে তোমাদের নিয়ে যাবার জন্য বল্লো না। যতক্ষণ সূর্যের শেষ আলোকবিন্দু পর্যন্ত নিবে না যাবে ততক্ষণ ওদের কাছে যেতে পারব না। তাদের কাছে গিয়ে দেখার থেকে তাদের দৃষ্টি ও কার্যাবলী ভালভাবে লক্ষ্য করতে পারতে এখান থেকে। দেখ

ঐ দলের মধ্যে এক দীর্ঘকায় পুরুষ অলস অকর্মণ্য অবস্থায় বসে রয়েছে। প্রার্থনা করা ত দূরের কথা, সে তার অধরোষ্ঠ পর্যন্ত নাড়ছে না উচ্চারণের ভঙ্গিতে। সে হচ্ছে জার্মানসম্রাট রুডলফ্। হ্যাপসবার্গের এই সম্রাট রাজকার্যে ক্রমাগত অবহেলা করেন এবং তিনি চেষ্টা করলে জাতির সব দুঃখ দূর করতে পারতেন, কিন্তু তা আলস্য ও অবিবেচনার জন্য করেননি। এর পর লুক্সেমবার্গের সপ্তম হেনরি সম্রাট হয়ে ইতালির দুঃখ দূর করতে পারেন। রুডলফ্ ছিলেন বোহেমিয়ার রাজা অত্তোকারের অধীনে। কিন্তু পরে রুডলফের হাতে অত্তোকারের পতন ঘটে। তবে তাঁর পুত্র উইলসেসনাকে কিছু রাজ্য ছেড়ে দেন রুডলফ্। মোলদা নদীবিধৌত অঞ্চলে বোহেমিয়া রাজ্য অবস্থিত। এই মোলদা এলব নদীতে পতিত হয়েছে আর এলব নদী পড়েছে সমুদ্রে। ঐ দলের মধ্যে আর একজনকে দেখ, উনি হচ্ছেন ফ্রান্সের তৃতীয় ফিলিপ যিনি আরাগণের রাজা তৃতীয় পিটারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় পরাজিত ও নিহত হন। আর একজন ঐ দেখ অনবরত বুক চাপড়াচ্ছে অপরিসীম দুঃখে। উনি হচ্ছেন ফ্রান্সের চতুর্থ ফিলিপের পিতা। ওঁর অপরাধ বা পাপের কথা সকলেই জানে। সেই পাপচেতনা তীক্ষ্ণ বর্শার মত ওঁর বুকে বিঁধছে। আরও দেখ, যে দুজন কণ্ঠের সুর মিলিয়ে একযোগে গান গাইছে জীবনে তারা ছিল পরস্পরের দারুণ শত্রু। ওদের মধ্যে একজন হলো আরাগণের রাজা তৃতীয় পিটার আর একজন হলো সিসিলির রাজা চার্লস আঞ্জু। পিটার ম্যানফ্রেডের কন্যা কনস্ট্যান্সকে বিবাহ করে। এই পিটারই চার্লস আঞ্জুকে সিংহাসনচ্যুত করে। ঐ দেখ তৃতীয় পিটারের পুত্র কিশোর বালক এ্যাল ফানসো। রাজা হওয়ার পর কৈশোরেই মারা যায় এ্যালফোনসো। সে বেঁচে থাকলে তার পিতার বীরত্ব প্রভৃতি গুণের অধিকারী হত। তার মধ্যে সে সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তার দুই ভাই ফ্রেডারিক ও জেমসএর মধ্যে সে সম্ভাবনা না থাকায় তারা শুধু তাদের পিতার রাজত্বই পায়, কিন্তু কোন গুণের অধিকারী হতে পারেনি। এর দ্বারা বোঝা যায় মানুষের সদ্‌গুণ কিন্তু বৃক্ষবীজের মত। একই গাছের বীজ থেকে যেমন একই রকমের গাছ উৎপন্ন হয় এবং একভাবে একই জাতীয় গাছ ছোট বড় বিভিন্ন ধরণের শাখা প্রশাখা মেলে, তেমনি গুণবান মানুষের পুত্র গুণবান হয় না সব সময়। একথা দ্বিতীয় চার্লসএর ক্ষেত্রেও সমধিক প্রযোজ্য। প্রথম চার্লসএর কোন সদ্‌গুণ তাঁর পুত্র দ্বিতীয় চার্লস পাননি। পিটারের পুত্ররাও তাদের পিতার গুণ পায়নি। তাই তৃতীয় পিটারের স্ত্রী

কনসট্যান্স বিয়াত্রিসও মার্গারেটের কাছে গর্ব করে বলতে পারত তার স্বামী তাদের স্বামী দ্বিতীয় চার্লস্‌এর থেকে কত ভাল। আরও দেখ, ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় হেনরি কেমন একা একা ওদের থেকে দূরে স্বতন্ত্রভাবে কেমন এক নির্জন শান্তি উপভোগ করছে। জীবনে তিনি ছিলেন খুবই ধর্মপ্রবণ। দিনে বহুবার প্রার্থনা করতেন। কিন্তু ধর্মাতিশয্যহেতু আপন কর্তব্যকর্ম অবহেলা করার অপরাধে আজ তিনি পরিশুদ্ধিরূপ পার্বত্যরাজ্যের বহির্ভাগে কাল যাপন করছেন। আর একজনকে দেখ। ওর নাম হচ্ছে উইলিয়ম। মন্ত-ফেরাল ও কাঁভাসের ভূম্যাধিকারী উইলিয়ম আরও কয়েকটি নগরের অধি-বাসীদের সঙ্গে একযোগে আঙ্গুর রাজা প্রথম চার্লসএর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু আলেসেন্দ্রিয়ার অধিবাসীরা সহসা তার শত্রুতা করে তাকে ধরিয়ে দেয় চার্লসএর কাছে। বন্দী উইলিয়ামকে একটি লোহার খাঁচায় মধ্যে বন্দী করে রাখা হয় লোকচক্ষুর সামনে। অবশেষে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

## অষ্টম সর্গ

### পরিশুদ্ধি পর্বতের বহির্ভাগ। দ্বিতীয় ধাপ :

#### কাহিনীসংক্ষেপ

রাত্রির অন্ধকার ধীরে ধীরে নেমে এল। সেই সব অনুতপ্ত রাজা মহা-রাজের আত্মারা সান্ধ্যস্তোত্র গান শেষ করতেই দুজন দেবদূত স্বর্গ থেকে নেমে এসে প্রহরা দিতে লাগল সেই উপত্যকাটিকে। কারণ সূর্যাস্ত হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত কোন আত্মা এই পরিশুদ্ধি পাহাড়ে উঠতে বা ওঠার চেষ্টা করতে পারবে না। এই হলো নিয়ম। এর রূপকাত্মক তাৎপর্য হলো এই যে মানুষের আত্মার মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত অবিদ্যার অন্ধকার বিরাজ করে ততক্ষণ তার পাপ স্খালন হতে পারে না এবং সে পরিশুদ্ধ হতে পারে না। অতঃপর সর্দেল্লো পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগল কবিদের। যাবার পথে দান্তে মৃত আত্মাদের মাঝে তাঁর পুরনো বন্ধু বিচারপতি নিনো ভিসকন্তিকে দেখতে পেলেন। ভিসকন্তি দান্তেকে অনুরোধ জানাল, তিনি যেন মর্ত্যে গিয়ে তার

কথা বলেন এবং তার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন। কথা বলতে বলতে দান্তে দেখলেন আজই সকালবেলায় যে চারটি তারকা দেখেছিলেন সে তারকারা অস্তমিত হয়েছে এবং তার পরিবর্তে তিনটি তারকা উদিত হয়েছে। এই বিরাট তারকা হলো তিনটি প্রধান গুণ ধর্মবিশ্বাস, আশা আর দানশীলতার প্রতীক। এমন সময় সেই উপত্যকা প্রদেশে একটি সাপ এল কোথা হতে। অর্থাৎ বোঝা গেল পরিশুদ্ধি কালেও মানুষের আত্মা পাপকর্মে প্রলুব্ধ হতে পারে। কিন্তু দেবদূতেরা সেই সাপটিকে তাড়িয়ে দিল। এর পর দান্তের দেখা হলো কনরাদ ম্যালাসপিনোর সঙ্গে। দান্তে জানতে পারলেন শীঘ্র তাঁরা ম্যালাসপিনোর পরিবারবর্গের কাছে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ হবেন।

সদ্য ঘরছাড়া কোন সমুদ্রনাবিক যেমন সন্ধ্যা আগত হতেই প্রত্যাবর্তনোন্মুখী এক ব্যাকুলতায় স্তব্ধ হয়ে ওঠে, নূতন তীর্থযাত্রী যেমন সারাদিন পথ চলার পর অবসন্ন দেহে গীর্জার সন্ধ্যাকালীন ঘণ্টাধ্বনি শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকে, আমিও তেমনি স্তব্ধ ও উৎকর্ণ হয়ে কোন এক আত্মার প্রার্থনা গান শুনতে লাগলাম। আমরা দেখতে পেলাম এক ছায়ামূর্তি জোড়হাত করে পূর্ব দিকে মুখ করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বলছে, হে ঈশ্বর, আমি শুধু তোমাকে ছাড়া আর কাউকে জানি না। সে গাইছে 'লুসি এ্যান্টি' এই স্তোত্রটি। এর অর্থ হলো দিনের শেষে ঈশ্বরের কাছে অভয় প্রার্থনা। অর্থাৎ রাত্রিকালে কোন দুঃস্বপ্ন বা অশুভ আত্মা আমাদের যেন কোন ক্ষতি করতে না পারে। অন্যান্য আত্মারা তাঁর সেই স্তোত্রগানে যোগদান করল এবং সকলে মিলে প্রার্থনার সেই গানটি গেয়ে যেতে লাগল। সে সঙ্গীতের প্রতিটি শব্দের মধ্যে এমন এক মাধুর্য ছিল যাতে আমি তা শুনতে শুনতে বিক্ষুব্ধ ও অভিভূত হয়ে গেলাম। দেখলাম সেই প্রার্থনারত ব্যক্তিদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে আকাশমণ্ডলস্থ গ্রহনক্ষত্রের চক্রাবর্তন পানে।

হে পাঠকবর্গ, আপনারা সত্যকে অনুধাবন করার চেষ্টা করুন। সত্যের গভীরে চলে যান এবং সে কাজ মনে হয় খুব দুঃসাধ্য হবে না আপনাদের পক্ষে।

আমি দেখলাম আমাদের পথপ্রদর্শক সর্দেলো সহসা সজাগ হয়ে আকাশের পানে তাকিয়ে কি দেখতে লাগল। কিসের যেন এক মধুর প্রত্যাশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল সে। আমি আরও দেখলাম আকাশ হতে দুজন দেবদূত

জ্বলন্ত আলোকবর্তিকা হাতে অন্ধকার ভেদ করে নেমে আসছে আমাদের সেই উপত্যকা প্রদেশে। একজন দেবদূত আমাদের মাথার উপরে ভাসতে লাগল আর একজন আমাদের পাশে এসে নামল। তারা দুজনেই ছিল অচিরোদ্গত বৃক্ষপত্রের মত সজীব, তাদের মাথার চারদিকে ছিল অত্যুজ্জ্বল জ্যোতি। তাদের মুখগুলি এত উজ্জ্বল ছিল যে সেদিকে তাকাতেই চোখ ঝলসে যাচ্ছিল আমার। উদ্দীপনের পরিমাণ বা তীব্রতা বেশী হলে বিহ্বল হয়ে পড়ে আমাদের সংবেদনশক্তি, বিকল হয়ে পড়ে আমাদের ইন্দ্রিয়চেতনা।

সর্দেলো বলল, এই দেবদূতদের মেরী পাঠিয়েছেন। যাতে কোন সর্প এই উপত্যকায় প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য এরা প্রহরায় নিযুক্ত থাকবে সারারাত। যে কোন মুহূর্তে সর্প আসতে পারে এখানে।

তার সে কথা শুনে ভয়ে আমি আমার পথপ্রদর্শক ও গুরুর কাঁধটা জড়িয়ে ধরলাম; আমার কপালে ও ভ্রূদেশে এক হিমশীতল ঘাম জমতে লাগল।

সর্দেলো আবার আমাকে বলল,-নেমে এস এখানে। এই সব ছায়ামূর্তি-দের সঙ্গে আলাপ করো। ওরা খুশি হবে।

আমি তিন পা এগিয়ে যেতে না যেতেই একটি ছায়ামূর্তি এগিয়ে এল আমার দিকে। তার দৃষ্টি দেখে মনে হলো সে আমাকে চেনে। তখন অন্ধকার নেমে আসছিল। কিন্তু তত ঘন হয়ে ওঠেনি সে অন্ধকার। অস্পষ্ট-ভাবে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম সব কিছু। সেই ছায়ামূর্তি আমার কাছে এগিয়ে এলে আমি তাকে বললাম, হে বিচারপতি নিনো তোমাকে দেখে কী আনন্দই না পেলাম।

তারপর কত মধুর বাক্য বিনিময় হলো দুই বন্ধুর মধ্যে। নিনো বলল, কতদিন তুমি এখানে এসেছ?

আমি বললাম, আজই সকালে আমি যন্ত্রণার রাজ্য নরকপ্রদেশ ত্যাগ করে এখানে এসেছি। জীবনে এই আমার এখানে প্রথম পদার্পণ। এর পর আর একবার আমায় এখানে আসতে হবে।

আমি যখন তাকে একথা বলছিলাম তখন নিনো ও সর্দেলো এক সঙ্গে চমকে উঠল কি দেখে। অবিশ্বাস্য কোন বস্তুকে দেখে চমকিত হয়ে উঠেছে যেন তারা। তাদের এক জন কবিবর ভার্জিলের কাছে আর একজন কনরাদ নামে আর এক ছায়ামূর্তির কাছে গিয়ে বলল, এস কনরাদ, উঠে এসে দেখ ঈশ্বরের মহিমা।

তারপর নিনো আমাকে বলল, ঈশ্বরের কৃপা বা মহিমার কোন হেতু জানতে চেও না। আমি যখন সমুদ্রকে পিছনে ফেলে চলে আসি তখন আমার কন্যা জিওভানা আমার জন্য প্রার্থনা করছিল ঈশ্বরের কাছে। তার মা বিয়াত্রিস আর আমায় ভালবাসে না। কারণ আমার মৃত্যুর পর তার বৈধব্যের পোষাক ঝেড়ে ফেলে সে আবার মিলানের গেলেজ্জা ভিসকন্টিকে বিবাহ করে। এর থেকে বেশই বোঝা যায় নারীর প্রেম কত ক্ষণভঙ্গুর। একজন গত হলে অন্য কোন পুরুষের স্পর্শ ও সান্নিধ্য না পেলে সে প্রেমের উত্তাপ কত সহজেই না শীতল হয়ে যায়। বিয়াত্রিস আর যদি বিবাহ না করত, যদি নিনোর বিধবা স্ত্রীরূপেই প্রাণত্যাগ করত তাহলে সেটা অধিকতর গৌরবের হত তার পক্ষে।

এই কথা বলে নিনো তার গম্ভীর মুখের উপর পরিমিত এক ক্রোধের আবেগ প্রকাশ করল। তাতে তার সম্ভ্রমবোধের পরিচয় পাওয়া গেল। কিন্তু আমার দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ ছিল দূর আকাশমণ্ডলে।

আমার পথপ্রদর্শক জিজ্ঞাসা করল, আকাশে এভাবে তাকিয়ে কি দেখছ বৎস?

আমি বললাম, দেখছি তিনটি উজ্জ্বল নক্ষত্র যা এই সমগ্র গোলার্ধকে আলোকিত করে রেখেছে জলন্ত মশালের মত।

আমার পথপ্রদর্শক বললেন, যে চারটি উজ্জ্বল তারকা আজ সকালে তোমাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল আকাশ থেকে এখন তারা অস্ত গেছে এবং তাদের জায়গায় তিনটি তারকা উদিত হয়েছে।

তিনি যখন কথা বলছিলেন তখন সর্দেলো তাঁকে ধরে একদিকে হাত বাড়িয়ে চিৎকার করে উঠল, ঐ দেখ আমাদের শত্রু।

আমি দেখলাম, আমাদের উপত্যকাটা যেখানে শেষ হয়েছে তার প্রান্তদেশে কোন বেড়া না থাকায় সেই প্রান্তদেশের ফুল আর ঘাসের মাঝখান দিয়ে একটা সাপ নিঃশব্দে আসছে। দেখে মনে হলো যে সাপ একদিন স্বর্গোদ্যানে গিয়ে আদিমাতা ঈভকে প্রলুব্ধ করেছিল এ সাপ যেন সেই শয়তানী সাপেরই প্রতিরূপ। সঙ্গে সঙ্গে দেবদূতেরা সজাগ হয়ে উঠল এবং তাদের অলৌকিক ডানার শব্দ পাবামাত্র সাপটা পালিয়ে গেল মুহূর্তে। সাপটা পালিয়ে যেতে দেবদূতরা আবার আপন আপন জায়গায় প্রহরায় নিযুক্ত হলো।

বিচারপতি নিনো কনরাদ নামে যে ছায়ামূর্তিটিকে ডেকেছিল সে এতক্ষণ

আমার পানে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল নীরবে। তার দৃষ্টি ছিল অচল এবং অপলক। কনরাদ বলল, আশা করি এই পুষ্পিত উপত্যকাপ্রদেশে ইচ্ছামত ঘুরে বেরিয়ে তোমার কৌতূহল নিবৃত্ত করার অনেক উপকরণ খুঁজে পাবে। আচ্ছা তুস্কানির উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত লুনিজিয়ানার ভ্যালডি মাগরা উপত্যকা বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কথা মনে আছে তোমার? বলতে পার কে সে অঞ্চলে ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী? তুমি কি সে দেশের কোন খবর জান? কিউরাদো মালাসপিনা ছিলেন আমার পিতামহ। আমার সেই খ্যাতিমান উদার বংশের পুণ্যের জোরেই আজ আমি আসতে পেরেছি এই পরিশুদ্ধির পাহাড়ে।

আমি উত্তর করলাম, আমার যতদূর মনে পড়ে আমি তোমাদের বাড়িতে কখনো যাইনি। কিন্তু তোমাদের রাজপরিবারের এমনই খ্যাতি যে তোমাদের বংশের কথা সারা ইউরোপে সুবিদিত। যারা কোনদিন তোমাদের দেশে যায়নি তারাও জানে তোমাদের কথা। আমি শপথ করে বলতে পারি তোমাদের সুযোগ্য বংশধরেরা আজও তোমাদের বংশের শক্তি ও সম্পদের গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছে। তোমাদের বংশের চরিত্রধারা এমনই পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক যে শয়তান পোপ অষ্টম বনিফিস তোমাদের বংশের কাউকে আজও পর্যন্ত কোন পাপকর্মে প্ররোচিত করতে পারেনি।

কনরাদ বলল, বর্তমানে সূর্য মেষরাশিতে অবস্থান করছে! কিন্তু আজ হতে দীর্ঘ দিন অতিবাহিত না হতেই কোন অপরিহার্য ঘটনার [illegible]রা বাধ্য হয়ে আমাদের বাড়িতে গিয়ে এক উদার আতিথ্য গ্রহণ করবে এবং তখন আপন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমাদের বংশ সম্পর্কে জনখ্যাতির যাথার্থ্য বুঝতে পারবে।

## নবম সর্গ

### পরিশুদ্ধি পর্বতের বহির্ভাগ। দ্বিতীয় ধাপ। তৃতীয় দল।

### কাহিনীসংক্ষেপ

রাত্রির শান্ত অবকাশে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন দান্তে। নিদ্রাকালে এক স্বপ্ন দেখে চমকে উঠলেন। স্বপ্নে দেখলেন একটি বিরাট ঈগল পাখি তাঁকে কোথায় যেন তুলে নিয়ে যাচ্ছে ঠিক যেমন করে একদিন দেবরাজ জোভের নির্দেশে অতি সুন্দর যুবক গ্যানীমীডকে এক ঈগল তুলে নিয়ে গিয়েছিল স্বর্গরাজ্য অলিম্পাসের স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গনে। গ্যানীমীডের সৌন্দর্যে দেবরাজ এমনই মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি তাকে সামান্য মেষপালক হতে পরিণত করেছিলেন স্বর্গস্থ দেবতাদের পানপাত্রবাহকে। যাই হোক, নিদ্রাপগত হতে দান্তে দেখলেন সেণ্ট লুসি তাঁকে ঐন্দ্রজালিকভাবে তুলে এনেছে পরিশুদ্ধি পর্বতের শিখরদেশস্থ স্বর্গদ্বারপথে। দেখলেন, কবিবর ভার্জিলও রয়েছেন তাঁর সঙ্গে। তাঁরা সেখানে যেতেই দ্বারের প্রহরী তাঁদের পথ আটকাল। কিন্তু সে যখন শুনল লুসি তাঁদের সেখানে পাঠিয়েছে তখন সে দান্তেকে বলল; এই তিনটি সিঁড়ি পার হয়ে তবে তুমি প্রবেশ করতে পারবে সে দ্বারে। এই তিনটি সিঁড়ি হলো প্রাক পরিশুদ্ধির তিনটি স্তরের প্রতীক। এই তিনটি স্তর হলো স্বীকারোক্তি, খেদোক্তি ও পাপস্খালনের তৃপ্তি। এর পর প্রহরী দান্তের কপালে সাতটি প্রধান প্রধান পাপের নাম লিখে দিয়ে তাঁকে ছেড়ে দিল। তারপর পিটারের চাবি দিয়ে দ্বার মুক্ত করে দিল। এবার পরিশুদ্ধির খাস রাজ্যে প্রবেশ করে তাঁরা শুনতে পেলেন এক সুমধুর স্তোত্রগান।

পূর্ব দিগন্তে চন্দ্রদেবী অরোরা তখন তাঁর চিরবৃদ্ধ স্বামী টিথোনার আলিঙ্গন থেকে অনিচ্ছার সঙ্গে নিজেকে মুক্ত করে বেরিয়ে এসেছিল আকাশের অলিন্দ থেকে। তার ললাটে ভ্রূদেশের উপর একটি মুক্তার চন্দ্রোপল কাঁকড়া বিছার আকারে ঝুলছিল। অর্থাৎ চন্দ্র তখন বৃশ্চিক রাশির দিকে উঠে যাচ্ছিল। ট্রয়রাজ প্রিয়ামের ভাই লাওমীডনের পুত্র ছিলেন টিথোনাস। তাঁর স্ত্রী অরোরা একবার স্বর্গের দেবতাদের কাছ থেকে তাঁর জন্য অনন্ত জীবন বা

অমরত্বের বর নিয়ে আসে। কিন্তু অনন্ত যৌবনের বর চাইতে ভুলে যায়। ফলে চিরকাল বৃদ্ধ হয়ে বেঁচে থাকতে হয় টিথোনাসকে। যে মৃত্যুর দ্বারা বার্ধক্যের দুঃসহ পীড়ন থেকে মানুষ মুক্তি লাভ করে সে মৃত্যুর সহযোগিতা হতে বঞ্চিত হয় টিথোনাস।

কিন্তু আমার কাছে রাত্রি তখনো শেষ হয়নি। এক প্রহর বাকি ছিল। আমি তখনো পার্থিব দেহ ধারণ করে ছিলাম, তাই ক্লান্ত দেহের অবসাদ দূর করার জন্য নিদ্রার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু গত কয়দিন নরকের মাঝে কখনো কোথাও মুহূর্তের জন্যও নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়িনি আমি। সেই উপত্যকা প্রদেশের উদার আঙ্গিনায় যখন আমরা অর্থাৎ আমি, আমার পথপ্রদর্শক কবিবর ভার্জিল, নিনো, সর্দেলো ও কনরাদ বসেছিলাম তখন সহসা নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়ি আমি। প্রত্যুষে স্মৃতিবিধুর কোন চাতক যখন গান গেয়ে ওঠে সকরুণ সুরে, সংসার হতে বহু দূরে কোন অবস্থানরত নিদ্রিত তীর্থযাত্রী যখন বিকম্পিত হয়ে ওঠে সফল স্বপ্নের এক মধুর আঘাতে, তখন আমি এক স্বপ্ন দেখলাম। স্মৃতিবিধুব চাতকের আবার এক কাহিনী আছে। একবার থ্রেসের রাজা প্রোকনির স্বামী তেরেউস তার স্ত্রীর ভগিনী ফিলোমেনার উপর পাশবিক অত্যাচার করে। যাতে সে এ কথা কারো কাছে বলতে না পারে তার জন্য তার জিবটি কেটে দেয়। ফিলোমেনা পরে এক সূচীশিল্পের মাধ্যমে তার বোনের কাছে একথা জানায়। তখন প্রোকনি প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে তেরেউসের পুত্রকে কেটে তার মাংস রান্না করে তেরেউসকে খেতে দেয়। তেরেউস তা জানতে পেরে তার স্ত্রী ও তার বোনকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। তখন দেবতারা এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে তিনজনকেই তিনটি পাখিতে পরিণত করেন। তেরেউস হন বাজ পাখি আর দুই বোনের একজন হয় চাতক আর একজন হয় নাইটিংগেল। ওভিদ তাঁর 'মেটামরফিস' গ্রন্থে এ কাহিনী লিখে গেছেন।

যাই হোক, ঠিক সেই পাখি-জাগা প্রত্যুষে আমি এক স্বপ্ন দেখলাম। লোকে বলে ভোরের স্বপ্ন সফল হয়। স্বপ্ন দেখলাম, এক ঈগল পাখি যেন তার সোনার ডানা মেলে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে দূর স্বর্গলোকে যেখানে দেবতারা একদিন অতিসুন্দর যুবা মেষচারণরত গ্যানীমীডকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমার মাথার উপরে ঈগলটিকে প্রথমে উড়তে দেখে ভাবলাম, এই ঈগলটি হয়ত তার শিকার দেখতে পেয়েছে যে শিকার অন্যত্র কোথাও বয়ে

নিয়ে যাবে সে। তারপর আমি আমার স্বপ্নেই দেখলাম সেই ঈগলটি আমার মাথার উপরে চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে সহসা নেমে এসে আমাকে ছো মেরে নিয়ে গেল আকাশে চন্দ্র আর বায়ুমণ্ডলের মাঝখানে জ্বলন্ত চুল্লীর মত উত্তপ্ত এক স্তরে। সেই বায়ুস্তর এমনই উত্তপ্ত যে আমি সেই দুঃসহ তাপ সহ্য করতে পারলাম না আর তার তীব্রতায় আমার ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। আমার স্বপ্ন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। সহসা স্বপ্নোত্থিত সেই বিহ্বল অবস্থায় আমার যা মনে হয়েছিল হয়ত একদিন একিলিসেরও ঘুম থেকে অকস্মাৎ জেগে উঠে তাই মনে হয়েছিল। ট্রয়যুদ্ধে একিলিস যোগদান করলে তাঁর মৃত্যু অবধারিত এই ভয়ে তাঁর মাতা জলদেবী থেটিস একদিন ঘুমন্ত একিলিসকে তার পালক শিরণের কাছে বয়ে নিয়ে যান স্কাইরসের উপকূলে। সেখানকার রাজবাড়ীতে একিলিসকে নারীর ছদ্মবেশ পরিয়ে লুকিয়ে রাখেন। কিন্তু পরে ওডেসি বা ইউলিসেস তা জানতে পেরে ডাওমীডের সাহায্যে একিলিসকে ট্রয়যুদ্ধে নিয়ে যায়। সেই স্কাইরসের অজানা অচেনা উপকূলে সহসা ঘুম থেকে জেগে উঠে হয়ত একিলিসও বিহ্বল হয়ে পড়েছিল।

স্বপ্নগর্ভ আমার সেই নিদ্রা অপগত হলে বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়লাম আমি। আমার মুখ হয়ে উঠল মলিন আর ভয়ে হিম হয়ে গেল আমার দেহের সব রক্ত। তখন সূর্যোদয়ের পর দুঘণ্টা কেটে গেছে। দেখলাম, আমার পথপ্রদর্শক সকল দুঃখের সান্ত্বনা বসে রয়েছেন আমার পাশে। তিনি আমাকে অভয় দিয়ে বললেন, কোন ভয় নেই, মনে সাহস আনো। তুমি এসে পড়েছ আসল পরিশুদ্ধির রাজ্যে। চারদিকে পাষাণ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা সতত সুরক্ষিত এই রাজ্যে যে-সে প্রবেশ করতে পারে না। অদূরে দেখ এর প্রবেশদ্বার। এর কিছুকাল আগে তুমি ছিলে ভূমিস্থিত এক কুসুমশয্যায় শায়িত। এমন সময় স্বর্গ হতে লুসি নামে এক মহিলা এসে তোমাকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি এই নিদ্রিত ব্যক্তিটিকে নিয়ে যাব। তাকে পথ দেখিয়ে লক্ষ্যে পৌছতে সাহায্য করব আমি। এই বলে সর্দেলো ও অন্যদের ফেলে শুধু তোমাকে প্রকাশ্য দিবালোকে এখানে বহন করে নিয়ে আসে লুসি। আমি তার পশ্চাতে আসি। এখানে তোমাকে নামিয়ে রেখে লুসি চলে যায় ঐ পাষাণ প্রাচীরের মধ্যস্থিত এক ফাটল দিয়ে। তার সঙ্গে সঙ্গে তোমার নিদ্রাও তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে।

ভীতিসিক্ত যে সংশয়ে পীড়িত হচ্ছিল আমার মন প্রকৃত সত্য জানতে পারায় সে সংশয় থেকে মুক্ত হলো তা এখন। সহসা আনন্দে পরিণত হলো

যেন সে সংশয়ের সমস্ত আবেগ। আমার মুখের রং গেল বদলে। আবার যাত্রা শুরু করলেন আমার পথপ্রদর্শক। আমিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যেতে লাগলাম সেই উত্তুঙ্গ পাষাণ প্রাচীরের দিকে।

বিস্মিত হবেন না হে আমার পাঠকবর্গ, অনুমান করুন আমার এ কাব্যের বিষয়বস্তু কেমন ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে অভ্রভেদী তুঙ্গশীর্ষ এক আকাশের দেশে।

অবশেষে আমরা সেই পাষাণ প্রাচীরের এমন একটি জায়গায় এলাম যেখানে একটি বড় রকমের ফাঁক রয়েছে। আমি দেখলাম সেই প্রাচীর সংলগ্ন এক দ্বারদেশে ওঠার জন্য তিনটি বিভিন্ন রঙের সিঁড়ি রয়েছে। একজন প্রহরী সিঁড়ির মুখে প্রহরায় রত রয়েছে। দেখলাম সে কোন দিকে না তাকিয়ে মুখ গম্ভীর করে বসে রয়েছে সবচেয়ে উপরের সিঁড়িটাতে। তার হাতের উপর নামানো রয়েছে একটি মুক্ত তরবারি। তার উপর সূর্যের আলো পড়ায় তরবারিটি এমন চকচক করছিল যে তার উপর শত চেষ্টা করেও আমি চোখ রাখতে পারলাম না। সে আমাকে বলল, ওখান থেকেই উত্তর করো, কি চাও তুমি? কে তোমাকে এখানে এনেছে? ভাল করে ভেবে দেখ এখানে উঠলে তোমার যেন কোন ক্ষতি না হয়।

আমার পথপ্রদর্শক গুরু উত্তর করলেন, একজন স্বর্গস্থ মহিলা এই দ্বারদেশ দেখিয়ে এখানে আসতে বলেছে।

তখন সেই প্রহরীটি শান্ত হয়ে সৌজন্য সহকারে বলল, হে যাদের যাত্রাপথ শুভ হোক। এই সিঁড়ি দিয়ে তাহলে উঠে এস।

আমরা প্রথম সিঁড়িতে পা দিয়েই দেখলাম সে সিঁড়ি অতিশুভ্র এক মর্মর-প্রস্তর দ্বারা নির্মিত। এমনই মসৃণ তার গাত্রদেশ যে আমরা তার উপর পা রেখে হাঁটতে পারছিলাম না। কিন্তু দ্বিতীয় সিঁড়িটি অমসৃণ পাথর দিয়ে গড়া; রং তার ঘোর কালো। তৃতীয় সিঁড়িটির রং আবার রক্তের থেকেও লাল। এই তিনটি সিঁড়ি বা ধাপ হলো অনুতাপের তিনটি স্তর। প্রথম ধাপ বা সিঁড়িটি হলো শুভ্র মর্মর প্রস্তর দ্বারা নির্মিত অর্থাৎ এই স্তরে পাপী আপন অন্তরে তার সব অপরাধের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে। পরবর্তী স্তর কালো, কারণ এ স্তরে পাপীর মধ্যে জাগে তীব্র অনুশোচনা এবং তারই বশবর্তী হয়ে সে বিলাপ করে। কৃষ্ণবর্ণ হচ্ছে শোক ও বিলাপের প্রতীক, যেমন শুভ্র মর্মর হলো স্বচ্ছ উপলব্ধি ও নীতিচেতনার প্রতীক। তৃতীয় ধাপ রক্তের থেকেও লাল, কারণ

এই স্তরে পাপী তার অপরাধের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তার অন্তরের যথাসর্বস্ব দান করে সব পাপ হতে মুক্ত হতে চায়। লাল রং হচ্ছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের প্রতীক।

সেই বিভিন্ন বর্ণের সিঁড়িগুলির উপরে দ্বারদেশে স্বর্গের এক দেবদূত প্রহরায় নিযুক্ত ছিল। আমার পথপ্রদর্শক আমার প্রতি এক সুগভীর শুভেচ্ছা বশতঃ আমাকে পথ দেখিয়ে সিঁড়ি তিনটির উপরে নিয়ে গেলেন আমায়। তারপর বললেন, এবার ঐ দেবদূতের কাছে দ্বার উন্মুক্ত করার জন্য প্রার্থনা করো।

আমি তখন ভক্তিভরে সেই দেবদূতের পায়ের উপর পড়ে কাতর প্রার্থনার সুরে বললাম, দয়া করে আমাকে ভিতরে যেতে দাও। কিন্তু তার আগে আমি আমার বুকের উপর তিনবার ঘা দিলাম ধর্মীয় স্বীকারোক্তির প্রথানুসারে। খৃস্টীয় রীতি অনুসারে কোন অনুতাপী পুরোহিতের কাছে স্বীকারোক্তি কালে তিনবার তার বুকের উপর হাত চাপড়িয়ে তিনবার বলে, আমি আমার এই অপরাধের দ্বারা, আমার অপরাধের দ্বারা, আমার এই গুরুতর অপরাধের দ্বারা পাপ করেছি ঈশ্বরের কাছে। এক একবার কথাটা উচ্চারণ করে আর এক একবার বুকে ঘা দেয়।

তখন সেই দেবদূত তার তরবারির প্রান্ত দ্বারা আমার কপালের উপর সাতটি পাপের নাম লিখে দিল। তারপর বলল, ভিতরে গিয়ে তোমার কপালের এই ক্ষতগুলি ধুয়ে ফেলবে।

দেবদূতের পোষাকটি ছিল ছাই রঙের। এই রঙটি ছিল তার উদার গাম্ভীর্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সেই পোষাকের ভিতর হতে দুটি চাবিকাঠি বার করল দেবদূত—একটি সোনার আর একটি রূপোর। প্রথমে সোনার ও পরে রূপোর চাবিকাঠিটি প্রয়োগ করতেই দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল। তা দেখে আনন্দিত হলাম আমি।

দেবদূত বলল, দুটি চাবির মধ্যে একটি বেশী দামী। এই চাবি প্রয়োগের ব্যাপারে বুদ্ধি ও কৌশল প্রয়োগ করতে হয়। কিন্তু এখানে কোন অনুতপ্ত পাপাত্মাকে প্রবেশানুমতি দেবার আগে দেখে নিতে হয় সে সত্যি সত্যি চার্চের কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করছে কি না। এই চাবিকাঠি থাকে পিটারের কাছে।

দ্বার উন্মুক্ত করে দেবদূত বলল, নাও, প্রবেশ করো। কিন্তু মনে রাখবে, পিছনে তাকাবে না। তাহলে পিছনের দিকে হাঁটতে হবে।

কিন্তু আমাদের প্রবেশ করার সময় মরচে ধরা কপাটগুলো শব্দ করে উঠল ঠিক যেমন রোমের সঞ্চিত ধনসম্পদ তাপেইয়া পাহাড়ের মন্দির হতে লুণ্ঠিত হলে বজ্রগর্জনসম এক বিরাট শব্দে সে পাহাড় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। কথিত আছে রোমের সঞ্চিত বহু ধনরত্ন তাপেইয়া পাহাড়ের শিখরদেশে অবস্থিত এক শনির মন্দিরে রক্ষিত ছিল। খৃস্টপূর্ব ৪৯ অব্দে জুলিয়াস সীজার যখন রোমে প্রবেশ করেন বিজয়গর্বে তখন অন্যতম ট্রিবিউন মেটেলাস তাপেইয়া পাহাড়ের সেই মন্দিরদ্বার রক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু অন্যান্য ট্রিবিউনরা তাঁকে সে কাজে বাধা দিয়ে তাড়িয়ে দেয় জোর করে। ফলে মন্দিরের সব ধনরত্ন লুণ্ঠিত হয়। কিন্তু মন্দিরদ্বার জোর করে উন্মুক্ত করার সময় এক ভয়ঙ্কর শব্দে কেঁপে উঠে প্রতিবাদ জানিয়েছিল যেন সমগ্র তাপেইয়া পাহাড়। আমি ভিতরে ঢুকতেই স্তোত্রগানের শব্দ শুনতে পেলাম। বিভিন্ন স্বরযন্ত্রসহযোগে গীত সে গান বড়ই মধুর। সে গানের প্রথম পদটি হলো, হে ঈশ্বর, আমরা তোমার গুণগান করি।

## দশম সর্গ

### পরিশুদ্ধি পর্বতের অন্তর্ভাগ। প্রথম ধাপে আরোহণ।

#### কাহিনীসংক্ষেপ

পিটারের সেই দ্বারদেশ অতিক্রম করে কবিদ্বয় আঁকাবাঁকা এক পার্বত্য পথ ধরে এগিয়ে যেতে লাগলেন। প্রথম ধাপে উঠে তাঁরা দেখলেন আঠারো ফুট চওড়া একটি পথ ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে পাহাড়ের উপরে। তাঁরা দেখলেন সে পথ সম্পূর্ণ ফাঁকা। সে পথের বিপরীত দিকে একটি খাদের ওপারে তাঁরা দেখলেন কতকগুলি বিনয় বা নম্রতা গুণের ভাস্কর্য মূর্তি স্থাপিত রয়েছে। সেই মূর্তিগুলি খুঁটিয়ে দেখার সময় একদল অহঙ্কারের মূর্তি এগিয়ে এল। মূর্তিগুলোকে এক বড় পাথরের চাপে দ্বিগুণাকৃতি বলে মনে হচ্ছিল।

পিটারের দ্বারের কপাটগুলি ছিল মরচে ধরা। কারণ যে প্রেম প্রেমিকদের মনে ভ্রান্তি সৃষ্টি করে তাদের চোখে বক্রকুটিল পথকেও সহজ সরল দেখায় সেই প্রেমই এই দ্বারটিকে অব্যবহৃত ও অকেজো করে রেখেছিল। তাই সেই মরচেপড়া দরজাটি খুলতেই প্রচণ্ড শব্দ হলো। কিন্তু সে শব্দে

পিছন ফিরে তাকালেআমি সেই দেবদূতের আদেশ লঙ্ঘন করে এক অমার্জনীয় অপরাধ করে ফেলতাম।

নদীতরঙ্গের মত উঁচু নিচু সেই পার্বত্যপথটি ধরে অগ্রসর হতে লাগলাম আমরা। আমার পথপ্রদর্শক বললেন, এবার এখানে বিভিন্ন প্রাচীরগাত্রে খোদিত অনেক সতর্কবাণী দেখতে পাবে।

চড়াই উৎরাইএর পথে চলতে বড় কষ্ট হচ্ছিল আমাদের। গুডফ্রাইডে অর্থাৎ যেদিন আমরা প্রথম যাত্রা শুরু করেছিলাম তার পর থেকে তিন দিন কেটে গেছে। একটা সুড়ঙ্গ পথের ভিতর দিয়ে আমরা এক সমতল উপত্যকা প্রদেশে গিয়ে উপস্থিত হলাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে বুঝতে পারলাম না এবার কোন দিকে যেতে হবে আমাদের। দুজনের মধ্যে আমি বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। মরুভূমির মত নির্জন পার্বত্য প্রদেশে আমরা তখন ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহে দাঁড়িয়ে রইলাম। অবশেষে ঘুরে ঘুরে একটি খাড়াই পাথরের পাদদেশে এসে উপনীত হলাম। সেই খাড়াই পাথরটি আমাদের উঠতে হবে। আমি ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম, সে পাথরের গায়ে পা রাখার মত কোন জায়গা নেই। পাথরের মাঝে ছিল মর্মর প্রস্তরের কয়েকটি মূর্তি। সে মূর্তি এমনই মসৃণ এবং নিখুঁত যে প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর পলিক্লীট লজ্জা পাবে এ মূর্তি দেখে। সে মূর্তিদুটি ছিল স্বর্গীয় বিনয়ের দুটি মূর্ত প্রতীক। একটি ছিল স্বয়ং ঈশ্বরের বিনয় অর্থাৎ ঈশ্বর মানুষের রূপ ধরে স্বর্গ হতে নেমে আসতে চেয়েছেন। আর একটি বিশ্বমাতা মেরীর অর্থাৎ মেরী ঈশ্বরকে গর্ভে ধারণ করতে চেয়েছিলেন। এই দুটি মূক মূর্তি নিষ্প্রাণ জীবন্তরূপে প্রতীয়মান হচ্ছিল আমাদের কাছে। এদের একজন অর্থাৎ যীশু স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন মানুষের কাছে আর একজন অর্থাৎ মেরী বিশ্বপ্রেমের এক বিরাট ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেন মানবজাতির সামনে। মেরীর প্রতিমূর্তিটির উপর লেখা ছিল, হে ঈশ্বরমাতা, ঈশ্বরের কৃপাধন্যা বিশ্বমাতা, তোমাকে প্রণাম করি।

আমাকে বিস্ময়বিমুগ্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমার পথপ্রদর্শক বললেন, শুধু এইখানে দাঁড়িয়ে একটা জিনিস দেখলেই হবে না।

আমি তাঁর কথায় সম্বিৎ ফিরে দেখলাম, মেরীর মূর্তির পিছনে আমার ডান দিকে দাঁড়িয়ে আমাকে পর্বতারোহণের জন্য উৎসাহিত করছিলেন ভার্জিল। তিনি আমাকে আরো দুই একটি প্রতিমূর্তি দেখালেন। সে মূর্তি

ছিল পৌরাণিক পবিত্র নোয়ার জাহাজের। আমি তা দেখার জন্য এগিয়ে গেলাম ভার্জিলকে পাশ কাটিয়ে। আরও দেখলাম একটি খোদিত ভাস্কর্য। তাতে সাত জন প্রার্থনার গান গাইছে। ধূপের ধোঁয়া উড়ছে আর ডেভিড নাচছে। যেন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দিব্যোন্মাদ অবস্থায় সে নেচে চলেছে অবিরাম। আর একটি মূর্তি দেখলাম মাইকেলের। দেখলাম কোন এক আকাশচুম্বী প্রাসাদের গবাক্ষ পথ হতে বাইরে তাকিয়ে আছে মাইকেল। পিছনে তার দাঁড়িয়ে আছে রোম সম্রাট ট্রাজান। রোমসম্রাট ট্রাজান এমনই ধর্মপ্রাণ ন্যায়বান, সরলপ্রকৃতির ও সদাশয় সম্রাট ছিলেন যে প্রজাগণ তাঁকে ভালবাসত ও ভক্তি করত। সৈন্যরাও তাঁকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করত, এবং তাদের সাহায্যে তিনি অনেক যুদ্ধ জয় করেন। অশ্বারূঢ় ট্রাজানের ঘোড়ার লাগামটিকে ধরে রয়েছে একটি ক্রন্দনরতা বিধবা নারী। অবিরল শোকাশ্রু বর্ষিত হচ্ছে তার চোখে। অসংখ্য অশ্বারোহী তাঁকে ঘিরে রয়েছে। পতাকার পরিবর্তে সোনার পাদানির উপর শোভা পাচ্ছে পক্ষোন্মীলিত কালো ঈগল। সেই সাময়িক ঐশ্বর্যের মহা সমারোহের মাঝে সেই শোকাশ্রুবর্ষিণী বিধবা মহিলাটি যেন বলছে, হে মহারাজ, আমার একমাত্র পুত্র-সন্তান নিহত হয়েছে যুদ্ধে, আমার অন্তর বিদীর্ণ হয়ে পড়েছে শোকে। আপনি আমার পক্ষ থেকে এই হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। তার উত্তরে সম্রাট ট্রাজান যেন বলছে, একটু অপেক্ষা করো। আমি এখনি ফিরে আসছি। কিন্তু বিধবাটি সেকথা শুনবে না। সে কাতর অথচ দৃঢ় কণ্ঠে যেন বলল, যদি আপনি আর ফিরে না আসেন? সম্রাট তার উত্তরে বলল, আমি ফিরে না এলে আমার পুত্র বা উত্তরাধিকারী যে থাকবে সে এই কাজ করবে। বিধবাটি তবু যেন বলছে, আপনি একথা ভুলে যেতে পারেন। আর আপনি যদি ভুলে যান তাহলে অন্য লোকের ত কথাই নেই। তখন সম্রাট তাকে আশ্বাস দিয়ে যেন বলল, ঠিক আছে। তুমি শান্ত হও। আমি ন্যায়বিচারের খাতিরে তোমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধার বশবর্তী হয়ে এ স্থান ত্যাগ করার আগেই আমার কর্তব্য পালন করে যাব।

বিনয় ও নম্রতার প্রতীক শুভ্র মর্মরপ্রস্তরনির্মিত মূর্তিগুলি কোন অজানা ভাস্করের অপরূপ শিল্পকর্মের নিদর্শন তা জানি না। তবু তা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম আমি। আমার কাছে মনে হলো মূর্তিগুলি স্তব্ধকঠিন পাথর দিয়ে গড়া হলেও তারা রক্তমাংসের মানুষের মতই জীবন্ত। শুধু

তাই নয়, মনে হলো তারা যেন কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। তাদের সেই সব কল্পিত কথার এক বাঙ্ময় রূপ স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে উঠল আমার সামনে। তাদের সেই সব অশ্রুত কথার ধ্বনি সোচ্চার হয়ে উঠল আমার কানে।

কবিবর ভার্জিল আমাকে এমন সময় বললেন, ঐ দেখ নূতন একজন লোক আসছে। ওরা আমাদের সঠিক পথ দেখিয়ে দেবে।

আমার চোখের দৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গে নিবদ্ধ হলো তাদের উপর। কোন নূতন জিনিসের সন্ধান পেয়ে স্বভাবতই সে দৃষ্টি সেই দিকে প্রধাবিত হয়। হে পাঠকবর্গ, আমি এর পর যে কথা বলব তাতে যেন ভীত হবেন না। আমি শুধুমাত্র এই কথাই বলতে চাই যে আমরা আমাদের সমস্ত কৃতকর্মের প্রতিফল পাই, ঈশ্বরের এটা অভিপ্রেত। তবে এই পরিশুদ্ধির জগতে যে অনুতাপ বা দুঃখ ওরা ভোগ করে তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। শেষ বিচারের দিন তারা মুক্ত হয় সব ব্যথা বেদনার ভার হতে।

আমি আমার পথপ্রদর্শককে বললাম, হে গুরুদেব, যারা অদূরে গুড়ি মেরে ধীর গতিতে আসছে তারা মানুষ একথা আমার মনে হচ্ছে। এটা কি আমার দৃষ্টিবিভ্রম ?

আমার পথপ্রদর্শক বললেন, ওরা দুঃখ বেদনার ভারে এমনই ভারাক্রান্ত ও ন্যুব্জদেহ যে আমি নিজেই প্রথমে দেখে ওদের বুঝতে পারিনি। ভাল করে তাকিয়ে দেখ ঐ যে একদল ছায়ামূর্তি একটা বড় পাথরের তলা দিয়ে এগিয়ে চলেছে, এবার তুমি স্পষ্ট দেখতে পাবে ওরা ওদের বুকে করাঘাত করছে। হায় অহঙ্কারী খৃস্টানগণ, একদিন তোমরা দর্পভরে জগৎ ও জীবনের সব কিছু তুচ্ছ জ্ঞান করতে। কিন্তু আজ তোমরা আত্মোপলব্ধির সাহায্যে বুঝতে পারছ তোমরা নিজেরাই কত তুচ্ছ। বুঝতে পারছ আসলে সব মানবাত্মাই হলো অপরিপূর্ণ—ধীরে ধীরে তা সাধনার দ্বারা পূর্ণতালাভের পথে এগিয়ে চলে। বুঝতে পারছ আমরা সব মানুষই মৌমাছির মত। আমাদের গর্ব করার মত কিছুই নেই। মৌমাছি যেমন মধু ফুরিয়ে গেলে চাক ছেড়ে অন্যত্র চলে যায় তেমনি মানুষের আত্মাও মৃত্যুতে দেহ ছেড়ে চলে যায় শেষ বিচারের সামনে নিজেকে উপস্থাপিত করার জন্য।

মনের মাঝে সাহস সঞ্চার করে আমি যখন সেই সব অনুতাপী একদাগর্বিত আত্মাদের পানে ভাল করে তাকালাম তখন দেখলাম সত্যিই তারা বেদনার্ত। দেখে মনে হলো বোঝাভারে আনতদেহ হয়ে উঠেছে তারা। তাদের মধ্যে

যারা বেশী অনুতপ্ত তারা বেদনার ভারে বেশি ভারাক্রান্ত। তারা যেন বলছে, আর সহ্য করতে পারছি না।

# একাদশ সর্গ

## পরিশুদ্ধি পর্বতের অন্তর্দেশস্থ প্রথম স্তর

### কাহিনীসংক্ষেপ

সেই একদাগর্বিত অনুতাপীর দল প্রার্থনা করতে করতে এগিয়ে আসতে লাগল। ভার্জিল তাদের কাছে পথের নির্দেশ চাইলে তাদের মধ্যে হামবার্ট এ্যাণ্ডোব্রাণ্ডেস্‌কো নামে এক ব্যক্তির ছায়ামূর্তি তাঁকে বলল, এখন ডান দিকে কিছুদূর গিয়ে একটা সিঁড়ি পাবে। হামবার্ট যখন তার জীবনের কাহিনী শুনিয়ে তার জন্য প্রার্থনা করার কথা বলছিল তখন আর একটি ছায়ামূর্তি ডাকছিল দান্তেকে। দান্তে দেখলেন, সে ছায়ামূর্তি হলো তার বন্ধু চিত্রশিল্পী অদেরিসি। তাঁরা দুজনে তখন পার্থিব যশের অসারতা সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগলেন। প্রোভেঞ্জানো সালভানি নামে এক অনুতাপী ছায়ামূর্তির ছবি সঙ্গে সঙ্গে এঁকে দিল অদেরিসি। সালভানি নরকের মধ্যে এক জায়গায় এক প্রহরায় নিযুক্ত ছিল। কিন্তু বিনয়ের ভাণ করে সেখান থেকে সহসা মুক্ত হয়ে পরিশুদ্ধির রাজ্যে চলে আসে।

এই স্তরে প্রথমে আমরা দেখলাম তিন শ্রেণীর অহঙ্কারী। হামবার্ট হলো অভিজাত শ্রেণীভুক্ত এক অহঙ্কারী ব্যক্তি। শিল্পী অদেরিসি অহঙ্কার করত তার শিল্পসৃষ্টির আর সালভানি ছিল উদ্ধত স্বৈরাচারী। যাই হোক, তারা সকলেই প্রার্থনা করছিল তাদের মুক্তির জন্য। নরকের মধ্যে কোন পাপাত্মা কখনো প্রার্থনা করতে পারে না। পরিশুদ্ধির পাহাড়ে এসে তারা অনুতপ্ত চিত্তে প্রার্থনা করছিল ঈশ্বরের কাছে।

তারা প্রার্থনা করছিল, হে আমাদের পরমপিতা, এই বিশ্বজগৎ হতে বহু ঊর্ধ্বে তুমি পৃথকভাবে বিরাজ করছ। তোমার প্রথম সৃষ্টি দেবদূতেরা তোমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়। কিন্তু তোমার সৃষ্ট প্রাণীজগতের মধ্যে একমাত্র মানুষই প্রিয়। বিশ্বের প্রতিটি প্রাণীর কর্মপ্রবাহের মধ্য দিয়ে তোমার পবিত্র নাম ও

শক্তির মহিমা ঘোষিত হোক, আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠুক তা। তোমার স্বর্গরাজ্যের প্রেম ও শান্তি নেমে আসুক আমাদের মাঝে, তা না হলে সেখানে যাবার ক্ষমতা আমাদের নেই। স্বর্গের দেবদূতেরা যেমন চিরদিনের জন্য তাদের সমস্ত ইচ্ছাশক্তি নিঃশেষে তোমার কাছে সমর্পণ করে পরম শান্তি লাভ করে তেমনি মানুষেরাও সেইভাবে চিরশান্তি লাভ করুক। আমাদের যে দৈনন্দিন খাদ্য তুমি দাও তা যেন খৃস্টের সূক্ষ্ম দেহ অর্থাৎ এক আধ্যাত্মিক অতীন্দ্রিয় বস্তুতে পরিণত হয়। আমরা যেমন আমাদের কাছে যারা ঋণী সেই সব ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষমা করি তেমনি তুমিও আমাদের ক্ষমা করো। হে ঈশ্বর, আমাদের আদি শত্রু শয়তানের প্রলোভনের ফাঁদে আমাদের আত্মা যাতে ধরা না পড়ে, আমাদের আত্মশক্তি যাতে পরাভব স্বীকার না করে তার জন্য আমাদের শক্তি দাও।

শেষের এই প্রার্থনাটি আমাদের জন্য নয়। কারণ আমরা যারা পরিশুদ্ধির রাজ্যের অভ্যন্তরভাগে উপনীত হয়েছি তারা আর কোন পাপকর্ম করতে পারবে না, আর কোন শয়তানের প্রলোভনে ধরা দিতে পারবে না। কিন্তু যারা আমাদের পিছনে রয়ে গেছে, যারা এখনো এরাজ্যে প্রবেশ করতে পারেনি, এ প্রার্থনা তাদেরই জন্য। অনুতাপের ভারে ভারাক্রান্ত আত্মারা পরিশুদ্ধি পর্বতের এই প্রথম চত্বরে আসার পর প্রার্থনা করছে। তারা আমাদের জন্য এবং আমরা তাদের জন্য প্রার্থনা করছি। এখানে আমাদের সকলেরই লক্ষ্য পরস্পরের মুক্তি। আমরা সকলেই যাতে সমস্ত দুঃখ বেদনা ও পাপের অবশিষ্ট পরিণাম হতে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়ে স্বর্গলোকের পথে উৎক্রমণ করতে পারি তার জন্য কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করো।

আমার পথপ্রদর্শক হাম্বার্টের প্রার্থনার পর তাকে বললেন, পরম করুণাময় ঈশ্বরের করুণা ও ন্যায়বিচারের ফলে সমস্ত বোঝাভার হতে মুক্ত হয়ে তোমরা এবার তোমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যের পথে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে পার। দয়া করে আমাদের বলে দাও এই সিঁড়িগুলি যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে সেখানে কিকরে ভালভাবে উঠে যেতে পারি। বলে দাও উপরে ওঠার কোন সহজ পথ আছে কি না, কারণ আমাদের এই সঙ্গীটি একজন জীবন্ত মানুষ; এজন্য সে এই পার্বত্য পথে উঠতে গিয়ে অল্পতেই ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ছে।

কবিবর ভার্জিলের একথার উত্তর কে দিল তা বোঝা গেল না। তবে তাদের মধ্য হতে একজন বলল, ডান দিকে চল। আমাদের দলের সঙ্গে কিছু

দূর যাবার পর একটি পথ দেখতে পাবে যে পথে জীবন্ত মানুষ সহজেই চলতে পারবে। এক বিরাট পাথরের বোঝাভারে আমি যদি এইভাবে অবনত না থাকতাম, যদি মুখ তুলে তাকাতে পারতাম তাহলে দেখতাম তোমার সঙ্গে যে জীবন্ত মানুষটি রয়েছে সে কে। দেখতাম সে আমার পরিচিত কি না এবং আমার এই বোঝাভারাক্রান্ত অবস্থা দেখে সে নিশ্চয়ই করুণা করত আমার প্রতি। আমার নাম হামবার্ট। তুস্কানির গিবিম এ্যাণ্ডোব্রাণ্ডেস্কো ছিলেন আমার মহান পিতা এবং আমরা ছিলাম গিবেলাইন দলভুক্ত। অবশ্য তাঁর নাম বা আমাদের বংশের নাম তোমরা শুনেছ কি না জানি না। আমাদের বংশগৌরব ও বীরত্ববোধ আমাকে এমনভাবে গর্বে স্ফীত করে তুলেছিল যে আমি সব মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করতাম। গর্বান্ধ হয়ে আমি ভুলে গিয়েছিলাম সব মানুষ এক এবং তাদের মূল উৎপত্তিস্থল এক। সিয়েনার অধিবাসীরা ছিল আমার সবচেয়ে বড় শত্রু। তাদের প্রতি আমার ঘৃণা এমনই বেড়ে গিয়েছিল যে একদিন সিয়েনার আবালবৃদ্ধবনিতা সমস্ত লোক একযোগে আমার কম্পাগনাটিকো দুর্গ আক্রমণ করে আমাকে ও আমার বংশের সকলকে হত্যা করে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে গিয়ে। সেই পাপের বোঝা আজও আমায় বহন করে চলতে হচ্ছে।

আমি আমার মাথা নত করে হামবার্টের সব কথা শুনলাম। সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্য থেকে আর একজন আমাকে ডাকল। দেখলাম তারও পিঠে বোঝা এবং সেও বোঝার ভারে সমান ভারাক্রান্ত। কে রকমে মুখ তুলে আমাকে ডাকছে।

আমি তাকে চিনতে পেরে চিৎকার করে উঠলাম, এ ত দেখছি অদেরিসির মুখ। প্রসিদ্ধ শিল্পী অদেরিসি ছিল গুব্বিওর গৌরব। তার চিত্রশিল্পের দ্বারা পুস্তক অলঙ্কৃত করত সে।

অদেরিসি আমাকে বলল, শোন ভাই, বর্তমানে বোলোগনার ফ্রান্কো শিল্পী হিসাবে আমার থেকে খ্যাতি অর্জন করেছে। আমার খ্যাতি অবশ্য কিছু আছে। কিন্তু এখন সে আমাদের দেশের শিল্পজগতের সর্বেসর্বা। জীবিত অবস্থায় হিংসা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমার শুভবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করেছিল এমনভাবে যে আমি অন্য কারো কোন প্রতিভা সহ্য করতে পারতাম না।

সকলকে ছাড়িয়ে সব সময় বড় হতে চাইতাম আমি। সে অহঙ্কারের প্রতিফল আমাকে পেতেই হবে। তবে জীবদ্দশাতেই অনুতাপ ও অনুশোচনা

শুরু হয় আমার জীবনে এবং ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করি। ফলে পরিশুদ্ধির রাজ্যে প্রবেশ করতে বিলম্ব ঘটেনি আমার। হায় মানুষের উচ্চাভিলাষের কী শোচনীয় পরিণতি! মানুষের গৌরব কত অসার! সে গৌরবের সর্বোচ্চ শাখার সবুজ সজীবতা কত শীঘ্রই হারিয়ে যায়, সে গৌরববৃক্ষের ফলদায়িনী শক্তি কত সীমায়িত! কারণ সকল যুগেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু না কিছু উন্নতি হচ্ছে। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই একজনের যশ বা কৃতিত্বের গৌরব পরবর্তী যুগের অন্য একজনের গৌরব ও কৃতিত্বের দ্বারা ম্লান হয়ে যায়। একদিন ফ্লোরেন্সের চিত্রশিল্পী জিওভানি সিমাবু সব চেয়ে প্রতিভাবান ছিলেন। তিনি বাইজানটাইন রীতি হতে দেশের শিল্পধারাকে মুক্ত করেন। কিন্তু পরবর্তী কালে শিল্পরীতির মধ্যে সরলতা ও নিসর্গচেতনার প্রাধান্যকে প্রতিষ্ঠিত করে শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতিসাধন করেন জিয়োত্তা দ্য বোন্দোল। তাকে বর্তমান শিল্পরীতির জনক বলা হয়। আজ সিমাবুর প্রতিভা ভূলুণ্ঠিত এবং অবলুপ্তপ্রায়। আজ বোলোগনার গিদো গিনিসেলি আর ফ্লোরেন্সের গিদো কাভালকান্তি এই দুইজন কবি ইতালির কাব্যজগতে এক তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মত্ত। দুজনেরই প্রতিভা পরস্পরকে ছাড়িয়ে বড় হতে চাইছে। যে কোন পার্থিব যশ বা গৌরব হচ্ছে হালকা হাওয়ার মতই গতিপরিবর্তনশীল। কখনো এদিকে বয়, আবার পরমুহূর্তেই দিক পরিবর্তন করে বইতে থাকে অন্য দিকে। তুমি একজন ইতালির প্রসিদ্ধ কবি। তোমার খ্যাতি আছে। কিন্তু একবার ভেবে দেখ আজ হতে এক হাজার বছর পরে মনে হবে তোমার কবিতার মধ্যে যেন কোন গুণ নেই; মনে হবে তা যেন ছেলেভুলোন ছড়া। আর অনন্ত কালের পটভূমিকায় এক হাজার একটি পলকমাত্র। ঐ দেখ, আমার আগে আগে যে এত ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে সে একদিন ছিল তুস্কানির এক সামন্ত। একদিন সে গর্বোদ্ধতভাবে আপন গৌরব প্রচার করত সারা দেশে। আজ তাকে সিয়েনাতেও কেউ চেনে না। তার সেই গর্বোদ্ধত মাথার কাছে নত হয়ে অনেকে তাকে সামনে শ্রদ্ধা জানালেও তার অসাক্ষাতে তার নিন্দা করত। মন্তপাতির যুদ্ধে একদিন সে ফ্লোরেন্সকে পরাজিত করে। তোমাদের যশ মান হচ্ছে ঘাসের রঙের মত ক্ষণকালীন। পরক্ষণেই সে রঙ ম্লান হয়ে যায়। হারিয়ে ফেলে তার সব জৌলুস।

আমি বললাম, একথা অতীব সত্য। তোমার কথা শুনে বিনয়বোধ

জাগছে আমার মনে। যে আত্ম-অহঙ্কারে স্ফীত হয়েছিল আমার বুক, সে অহঙ্কার সব চূর্ণ ও বিদূরিত হয়ে গেছে আমার মন থেকে। কিন্তু শেষ কালে কার কথা বললে ?

অদেরিসি বলল, ওর নাম হচ্ছে প্রোভেঞ্জাল সালভাণি। একদিন ও ভেবেছিল সিয়েনায় সব লোককে ওর পদানত করে রাখবে। ওর সেই অহঙ্কারের জন্যই আজ ওকে আসতে হয়েছে এখানে। ও ছিল একজন গিবেলাইন নেতা। ১২৬৯ সালে সিয়েনার পতন ঘটলে ওর মৃত্যু হয়। এই ভাবে ও মৃত্যুর দিন থেকে বোঝাভারাক্রান্ত অবস্থায় চলেছে। এখন ওদের কোন বিশ্রাম নেই। এখন যারা দেখছ বোঝার ভারে কষ্ট পাচ্ছে তারা একদিন গর্ব ও অতিসাহসিকতার বশবর্তী হয়ে অনেক অন্যায় করেছে। আজ তার ফলভোগ করতে হচ্ছে ওদের এইভাবে।

আমি বললাম, যারা মৃত্যুর পূর্বক্ষণের আগে পর্যন্ত তাদের কোন পাপ-কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয় না তারা এই পরিশুদ্ধির রাজ্যে সহজে প্রবেশ করতে পারে না। তাদের এ রাজ্যের বহির্ভাগে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। তারা জীবনে যতদিন বেঁচেছিল ততদিন তাদের এই কষ্ট ভোগ করতে হত। তার উপর ভালভাবে প্রার্থনা করতে হবে। এই ভাবে এ রাজ্যে প্রবেশানুমতি লাভ করার জন্য মূল্য দিতে হয়।

অদেরিসি তখন বলল, একবার প্রোভেঞ্জাল তার যৌবনে আঞ্জু চার্লস-এর হাতে বন্দী তার এক বন্ধুর মুক্তির জন্য উপঢৌকনের টাকা যোগাড় করতে পারেনি। ফলে সিয়েনার বাজারে গিয়ে সমস্ত লজ্জা বিসর্জন দিয়ে তাকে ভিক্ষা করতে হয়েছিল সাধারণ মানুষের কাছ থেকে। বন্ধুকে অন্ধকার কারাগার হতে উদ্ধার করার জন্য যে কাজ তাকে করতে হয়েছিল তখন তাতে লজ্জায় ও অপমানে তার নিজের গায়ের রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল। আমি অনেক কথা বলেছি। আমার কথাগুলো অপ্রিয় এবং কালো। কিন্তু জেনে রেখো, শীঘ্রই তোমার প্রতিবেশী বন্ধুদেরও তোমার জন্য তাই করতে হবে। শীঘ্রই তোমাকেও নির্বাসনদণ্ড ভোগ করতে হবে এবং প্রোভেঞ্জালের বন্ধু মিনোর যেভাবে মুক্তি হয়েছিল সেইভাবে তোমায় মুক্তি লাভ করতে হবে।

# দ্বাদশ সর্গ

## পরিশুদ্ধি পর্বতের অভ্যন্তরভাগের প্রথম চত্বর। গর্বের চরম দৃষ্টান্ত।

### কাহিনীসংক্ষেপ

দান্তে যেতে যেতে দেখলেন প্রস্তরনির্মিত চত্বরের উপর পাপের বহু ছবি আঁকা রয়েছে। তিনি দেখলেন মানবজীবনে অহঙ্কারের কিভাবে পতন ঘটে তার বহু দৃষ্টান্তও চিত্রিত রয়েছে। যেতে যেতে কয়েকজন দেবদূতের সঙ্গে দেখা হলো দান্তের। তাদের মধ্যে একজন কিছু মন্ত্র উচ্চারণ করে দান্তের কপালের উপর লেখা সাতটি পাপের নাম থেকে একটি পাপের নাম মুছে দিল। তারপর সেই দেবদূতেরা মার্জনার পথে আগে আগে গিয়ে দান্তে ভার্জিল ও অন্যান্য অহঙ্কারী অনুতপ্ত আত্মাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। অহঙ্কারের পাপ কিছু কিছু করে স্খালন হওয়ার ফলে পা গুলো হালকা বোধ হতে লাগল সেই সব আত্মাদের।

ভারবাহী বলদের মত পিঠে বোঝা বাঁধা সেই সব শ্লথগতি আনতমুখী অনুতাপী ছায়ামূর্তিদের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছিলাম আমি। কিন্তু আমার পথপ্রদর্শকের সতর্কবাণীতে চমকে উঠলাম সহসা।

তিনি একসময় বললেন, ওদের সঙ্গ ত্যাগ করো। এবার প্রত্যেককেই যথাসাধ্য দ্রুত করে তুলতে হবে তার আপন আপন গতি।

তাঁর কথায় আমি খাড়া হয়ে দাঁড়ালাম। শক্ত করে তুললাম আমার দেহটাকে। কিন্তু তবু যেন আমার মনটা ভারাক্রান্ত ও অবনত হয়ে রয়ে গেল আগের মত। আমি আমার গতি বাড়িয়ে দিলাম। আমার পথপ্রদর্শকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে লাগলাম। কত দ্রুত আমরা পথ চলতে পারি তা যেন দেখিয়ে দিলাম অন্যান্যদের।

আমার গুরু আবার বললেন, নিচের দিকে ভাল করে তাকাও, দেখ পথে কি আছে। দেখ কোথায় পা ফেলছ।

মানুষ কোন সমাধিভূমির উপর পথ চলতে চলতে যেমন কোন পরিচিত ব্যক্তির সমাধির উপর পা দিয়ে তার অতীতের কথা মনে করে শোকে কাতর হয়ে ওঠে সহসা তেমনি আমিও আমার পথপানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অসংখ্য

পাপের পরিণামের ছবি দেখে কাতর হয়ে উঠলাম মনে মনে। প্রথমে দেখলাম সেই শয়তানের পতনের ছবি যে শয়তান একদিন ছিল আলোর মূর্ত পুত্তলি অথচ যে শয়তান অপরিসীম গর্বের আতিশয্যে অন্যান্য বিদ্রোহী দেবদূতদের স্বর্গলোক অলিম্পাস হতে দেবতাদের বিতাড়িত করার জন্য প্ররোচিত করে। ফলে আকাশচ্যুত বিদ্যুতের মতই অবশেষে একদিন পতন ঘটে সে শয়তানের। আমি প্রথমে দেখলাম ব্রিয়ারিউসকে। সেই দেবদ্রোহী দানব যার অপরাধ লুসিফারের মতই গুরুতর, যার বক্ষস্থল একদিন দেবরাজের বজ্রের আঘাতে বিদীর্ণ ও দ্বিখণ্ডিত হয়। দেখলাম ব্রিয়ারিউসের সেই দ্বিখণ্ডিত নিথর ও হিমশীতল দেহটি আজও যেন শায়িত রয়েছে কঠিন মর্ত্যমাটির উপরে।

তারপর দেখলাম থিম্ব্রেউসের বা এ্যাপোলোর ছবি। দেখলাম এ্যাপোলো, প্যালাস ও মার্স তিনজনে তাদের পিতা দেবরাজের পাশে বিজয়গর্বে দাঁড়িয়ে থেকে সেই দেবদ্রোহী দানবের খণ্ড বিখণ্ড অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি প্রত্যক্ষ করছে। তারপর দেখলাম সেই গর্বিত নিমরদের ছবি যে শিনারের সমভূমিতে বেবেলের গম্বুজ গড়ে অলিম্পাসের শিখরদেশকেও উচ্চতায় ছাড়িয়ে স্বর্গলোকে উঠতে চেয়েছিল। সেই নিমরদ এখন হতাশ নয়নে তাকিয়ে রয়েছে তার যত সব অপদার্থ নির্বোধ অনুগামী আর ব্যর্থ সৃষ্টির পানে।

তারপর দেখলাম নিওবের ছবি। হায় থীবসরাজ এ্যাম্ফিয়ন পত্নী রাণী নিওব, একদিন তুমি গর্বভরে দুটি সন্তানের জননী দেবরাজ্ঞী লাতোনাকে হীন জ্ঞান করে চতুর্দশ সন্তানের জননীরূপে এক বিরাট অহঙ্কারে মত্ত হয়ে উঠেছিলে। আজ তোমার কোথায় সেই গর্বের ঔদ্ধত্য। তীরন্দাজ দেবতার অব্যর্থ শরে নিহত তোমার চতুর্দশ পুত্রকন্যাকে দেখে বেদনার্ত চিত্তে শুধু নিরন্তর অশ্রু বিসর্জন করে চলেছ। দেবতাদের শাপে তুমি অশ্রু বিসর্জনরত এক পাথরে পরিণত হয়ে যাও।

হে গর্বসর্বস্ব ইসরায়েলরাজ সল, অহঙ্কারের আতিশয্যের জন্যই তোমার চরিত্রের অধঃপতন ঘটে। গিলবোয়ার পাহাড়ে ফিলিস্টাইনদের সঙ্গে তোমার যে যুদ্ধ হয় সে যুদ্ধে পরাজয় ঘটে তোমার আর তার ফলে আপন তরবারির উপর পড়ে গিয়ে আত্মহত্যা করো তুমি।

হায় অ্যারেকনে, তোমারও অহঙ্কারের কী শোচনীয় পরিণাম তা দেখ। তুমি একদিন সূচীশিল্পে স্বয়ং মিনার্ভাকে চেয়েছিলে হারাতে। ফলে তুমি দৈব অভিশাপে মাকড়সায় পরিণত হয়ে জন্ম জন্মান্তর ধরে শুধু জাল বুনে চলেছ

একের পর এক করে।

হায় ইসরায়েলরাজ রেহোবোয়াম, তুমি চেয়েছিলে তোমার পিতা সলোমনের থেকেও বেশী অত্যাচারী হতে। তোমার নিষ্ঠুর অহঙ্কার আর ঔদ্ধত্যের জন্য প্রজাগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে তোমার বিরুদ্ধে। তুমি তখন ভয়ে ছুটে গিয়ে রথে চেপে পালিয়ে যাও।

এরপর দেখলাম সেই অভিশপ্ত স্বর্ণাবতংস যার প্রলোভনে বশীভূত হয়ে এ্যাম্ফিয়ারাউসের স্ত্রী ইউরিফায়েল তার স্বামীর আত্মগোপনের স্থানের কথা বলে দেয় আর তার ফলে থীবসের যুদ্ধে তাকে প্রাণবলি দিতে হয়। পরে এ্যাম্ফিয়ারাউসের পুত্র এ্যালসিমন এই কাজের জন্য ইউরিফায়েলকে হত্যা করে। আরো দেখলাম অত্যাচারী সেন্নাশেরিবের পতনের চিত্র। এসিরিয়ার অত্যাচারী দুর্দান্ত প্রকৃতির রাজা সেন্নাশেরিব অসংখ্য অপকর্ম করে এক মন্দিরে আত্মগোপন করেছিল। তার নিজের পুত্রেরা তার সন্ধান পেয়ে সেখানে তাকে হত্যা করে।

আর একটি দৃশ্য চিত্রিত দেখলাম। রক্তলোলুপ সাইনাস একবার স্কাইথিয়ার রাণী তমিরিসের একমাত্র পুত্রকে হত্যা করে। রাণী তমিরিস তার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সাইনাসকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। তারপর তার কাটা মুণ্ডটাকে একটি রক্তপূর্ণ পাত্রে ডুবিয়ে বিদ্রূপ করে বলেন, কত রক্ত পান করবে করো। আমি তোমাকে আরো অনেক রক্ত দান করব।

নেবুচাদনীজারের উদ্ধত সেনাপতি হলোফার্নেসের শোচনীয় পরিণামও দেখলাম। হলোফার্নেস ইহুদি জাতি ও তাদের ধর্মের প্রতি ঘৃণাবশতঃ তাদের দুর্গনগরী বেথুনিয়া আক্রমণ করে। কিন্তু পরে সুন্দরী বিধবা জুডিথের কপট প্রলোভনে ধরা দিয়ে বন্দী ও নিহত হয়।

পরিশেষে দেখলাম সভ্যতা ও ঐশ্বর্যগর্বে গর্বিত ট্রয় বা ইলিয়াম নগরীর দুরবস্থা। আজ তার সমস্ত অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্যের শীর্ষচূড়া ভূলুণ্ঠিত ও নিঃশেষে ভস্মীভূত। জানি না সে কোন শিল্পী এমন সব চিত্র অঙ্কন করেছে যা আজও রসজ্ঞ ব্যক্তিদের মনে জাগিয়ে তুলছে পরম বিস্ময়। এই সব চিত্রের মধ্যে অঙ্কিত জীবিত ও মৃত ব্যক্তিরা যথার্থরূপে প্রতীয়মান হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমি ওদের চাক্ষুস দেখলেও এত যথার্থ দেখতাম না। এই সব চিত্র সত্যিই আমাকে ভাবিয়ে তুলল। এক বিষাদময় চিন্তায় ভরিয়ে তুলল আমার মনকে। মনে মনে আমি বললাম, হে মানবসন্তান, যত খুশি অহঙ্কার করে চল।

উদ্ধত মাথা উঁচু করে চল সব সময়। যে পাপের পথ হেঁটে চলেছ তার পানে মাথা নিচু করে একবারও তাকিও না।

আমি দেখলাম, আমাদের পথ ক্রমশঃ পাহাড়টিকে বেষ্টন করে ঘুরে ঘুরে উপরে উঠে গেছে। আমরা ইতিমধ্যে যে পথ হেঁটেছি ত'তে কল্পনাতীত সময় ব্যয় হয়েছে। এমন সময় আমার যে পথপ্রদর্শক এতদিন আমাকে সঙ্গ দান করে আসছেন তিনি আমাকে বললেন, আর মাথা নিচু করে পথপানে তাকিয়ে মন্দগতিতে পথ হাঁটলে চলবে না। আর ভাবনা চিন্তার সময় নেই। ঐ দেখ, বিনয়ের দেবদূত তার শান্ত আলো বিচ্ছুরিত করে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। দিবা দ্বিপ্রহর অতীতপ্রায়। আমাদের কাছে এলে এই দেবদূতকে আমরা যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও সম্মানের দ্বারা বিভূষিত করে তুলব এবং সেও সানন্দে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে ঐ পাহাড়ের শিখরদেশে। মনে রাখবে এই সুযোগ বারবার পাওয়া যায় না।

এইভাবে তিনি আমাকে অনুপ্রাণিত করলেন আমার গতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য। আমিও বুঝতে পারলাম তাঁর উপদেশের মর্ম। বুঝতে পারলাম আর এক মুহূর্ত সময়ও বৃথা ব্যয় করলে চলবে না।

অবশেষে শুভ্র পোষাক পরিহিত সেই সুন্দর দেবদূত আবির্ভূত হলো আমাদের সামনে। তার মুখখানা রাত্রিশেষের শুকতারার মতই অত্যুজ্জ্বল। তার হাতদুটো বাড়িয়ে সম্মানিত অতিথি হিসাবে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে সে বলল, এস তোমরা। নিকটেই সিঁড়ি আছে। এই সিঁড়ি দিয়ে তোমরা বা যে কোন লোক উপরে উঠতে পারবে।

এই সাদর আমন্ত্রণে প্রতিটি মানুষেরই সাড়া দেওয়া উচিত। কিন্তু হায়, যে মানুষ নিজের সততা ও সাধনার দ্বারা দেবত্বে উন্নীত হতে পারে, অনেক উপরে উঠতে পারে, সেই মানুষ তার পাপকর্ম ও পাপপ্রবৃত্তির দ্বারা প্রায়ই অধোগতি প্রাপ্ত হয়। পদে পদে তার পতন ঘটে জীবনে।

সেই দেবদূত পর্বতারোহণের পূর্ব-মুহূর্তে প্রস্তুত হয়ে আমাদের সে পর্বতের প্রথম স্তরে নিয়ে গিয়ে আমার কপালে তার ডানা বুলিয়ে কপালটাকে পরিষ্কার করে বলল, তোমাদের যাত্রা শুভ ও সুনিশ্চিত হোক।

ঠিক যেমন পাহাড়ের উপর অবস্থিত সান মিনিয়াতোর গীর্জায় যেতে হলে রুবাকন্তি সেতু পার হয়ে ছয় ফুট চওড়া সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হয় তেমনি চওড়া সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম আমরা। তবে সেই পর্বতে ওঠার

সিঁড়িগুলো অপেক্ষাকৃত মসৃণ। ফ্লোরেন্স নগরের সরকারী অফিসের প্রতারকেরা যেমন কৌশলে তাদের চৌর্যবৃত্তির দুরূহ পথকে মসৃণ করে তুলত তেমনি যেন কারা প্রস্তরকঠিন এই পার্বত্যপথকে মসৃণ করে তুলেছে। আমাদের সিঁড়ির দুপাশে উঠে গেছে খাড়াই পাথরের দেওয়াল। আমরা কিছুদূর এগিয়ে যেতেই আমাদের কানে ভেসে এল প্রার্থনার গান। সে গানের প্রথম ছত্রটিতে ছিল, আত্মার দিক থেকে দরিদ্ররা ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য। এর আগে নরকপ্রদেশের যে গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়ে পথ চলেছি তার থেকে এই পরিশুদ্ধি রাজ্যের গিরিবর্ত্ম কত আরামপ্রদ। সেখানে যে কোন পথের উপর দিয়ে যেতে যেতে শুনেছি শুধু বেদনার্ত পাপাত্মাদের মর্মবিদারক ধ্বনি আর এখানে যখনি যে কোন পথে চলতে শুরু করছি কানে আসছে শুধু সম্মিলিত প্রার্থনার মধুর স্তোত্র। এ প্রার্থনার একটিমাত্র শব্দও কখনো ধ্বনিত হয় না নরকবাসী কোন পাপাত্মার কণ্ঠে।

এই পরিশুদ্ধি রাজ্যের পবিত্র সিঁড়ি বেয়ে যতই উপরে উঠতে লাগলাম ততই হাল্কাবোধ হতে লাগল আমার পাগুলো। সমতল ভূমির উপর যা ছিল তার থেকে অনেক লঘু হয়ে উঠল আমার দেহভার। আমি তখন আশ্চর্য হয়ে বললাম, গুরুদেব কী এমন গুরুভার অপসারিত হয়েছে আমার দেহ থেকে যার জন্য এত লঘুবোধ হচ্ছে আমার দেহভার? কেন আমি পথভ্রমণে কোন ক্লান্তি অনুভব করছি না?

আমার গুরুদেব বললেন, তোমার কপালের উপর যে সাতটি পাপের প্রতীকবর্ণ লেখা ছিল এখানে আসার পর দেবদূতেরা তাদের পবিত্র ডানার স্পর্শ দিয়ে তার কয়েকটি মুছে দেয়। সমস্ত রকমের পাপচিন্তার বোঝাভার হতে এমনভাবে বিমুক্ত হয়ে উঠেছে তোমার ইচ্ছাশক্তি যে এখন থেকে সে শক্তি শুধু সুন্দরপথে পরিচালিত হবে। তাই পর্বতারোহণকালে তোমার পাগুলো এত হাল্কা মনে হচ্ছে আর ক্লান্তির পরিবর্তে আনন্দ অনুভব করছ তুমি।

কোন লোকের মাথার উপর থেকে কোন বস্তু চলে গেলে সে যেমন অনেক সময় তা টের পায় না আমিও তেমনি প্রথমে কিছুই বুঝতে পারিনি। পরে হাতের আঙুল বুলিয়ে আমার কপালে দেখলাম আমার কপালের উপর লেখা সেই পাপের প্রতীকবর্ণগুলি আর নেই। আমি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। আমার পথপ্রদর্শক তা দেখে মৃদু হাসির দ্বারা নীরবে সম্ভাষিত করলেন আমাকে।

## ত্রয়োদশ সর্গ

### দ্বিতীয় চত্বর। হিংসাত্মক অনুতাপীর দল

### কাহিনীসংক্ষেপ

পরিশুদ্ধিরাজ্যের অভ্যন্তরভাগে প্রথম প্রস্তরচত্বরে কবিবর দেখেছিলেন পাথরের বোঝাভারে ভারাক্রান্ত অহঙ্কারী অনুতাপীদের পাপপরিশুদ্ধি। এবার দ্বিতীয় চত্বরে এসে দেখলেন হিংসা বা ঈর্ষাকাতর অনুতাপীদের পাপস্খালন। প্রথম চত্বরে দেখেছিলেন গর্ব ও অহঙ্কারবৃত্তির পরিপন্থী বিনয় বা নম্রতাগুণের অসংখ্য দৃষ্টান্ত। এ চত্বরে দেখলেন হিংসা ও ঈর্ষাবৃত্তির পরিপন্থী অসংখ্য উদারতাগুণের দৃষ্টান্ত। সেখানে দেখেছিলেন ভারবাহী পশুর মত অহঙ্কারী অনুতাপী আত্মারা পিঠে বোঝাভার নিয়ে আনতমুখে পথ চলছে। আর এখানে দেখলেন হিংসা বা ঈর্ষাকাতর অনুতাপীরা অন্ধ ভিক্ষুকের মত বসে রয়েছে। তাদের পরনে রয়েছে শীকরশোষণকারী বস্ত্রখণ্ড আর চোখগুলি তারের জাল দিয়ে বাঁধা। এই সব অনুতাপীদের মাঝে দান্তে দেখতে পেলেন ঈর্ষার মূর্ত প্রতীক সিয়েনার সেপিয়াকে। সেপিয়া তার জীবনকাহিনী ব্যক্ত করল দান্তের কাছে। অহঙ্কার আর ঈর্ষা এই দুটি পাপের তারতম্য অনুসারে তারতম্য ঘটেছে তাদের শাস্তির। অহঙ্কারী ব্যক্তিদের মন এক কপট আত্মপরিপূর্ণতাবোধের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে সব সময়। তাদের সমান অথবা তাদের থেকে বড় কেউ হতে পারে একথা তারা ভাবতে পারে না। এজন্য তাদের শাস্তি হলো এক শীতল গুরুভার পাষাণের বোঝাভারে ভারাক্রান্ত হয়ে গর্বোদ্ধত মাথাকে নিম্নমুখী করে অহঙ্কারের বিপরীত গুণ বিনয় বা নম্রতা কাকে বলে তা শিক্ষা করা। কিন্তু ঈর্ষাকাতর ব্যক্তিরা আবার সব সময় এক হীনতাবোধের দ্বারা আচ্ছন্ন থেকে পরের যে কোন গুণ বা সুখসম্পদকে বড় করে দেখে। কিন্তু হিংসায় অন্ধ হয়ে পরকে সেই সব গুণ ও সুখসম্পদ হতে বঞ্চিত করার চেষ্টা করতে থাকে। তাই তাদের শাস্তি হলো তাদের হিংসান্ধ চোখের দৃষ্টিশক্তি সত্যি সত্যিই হারিয়ে অপরের কাছ থেকে ভিক্ষা চেয়ে ঈর্ষার বিপরীত গুণ উদারতা শিক্ষা করা।

সিঁড়ি বেয়ে অনেকদূর উপরে উঠে দেখলাম আমাদের সম্মুখস্থ পাহাড়ের গাত্রদেশ কিছুটা কেটে এক প্রশস্ত চত্বর নির্মাণ করা হয়েছে। আমাদের আগে দেখা প্রথম চত্বরটিও ঠিক এইভাবেই নির্মিত।

এ চত্বরে কিন্তু কোন ছায়ামূর্তি বা প্রতিমূর্তি দেখলাম না। চারিদিকের কঠিন পাথরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই যেন এক স্তব্ধগভীর শূন্যতা বিরাজ করছিল সেই নির্জন নির্বন্ধ্যা পার্বত্যপুরীর মাঝে।

আমার পথপ্রদর্শক আমাকে তখন বললেন, যদি আমরা কোন পথপ্রদর্শকের জন্য অপেক্ষা করি এখানে দাঁড়িয়ে তাহলে অনেক দেরী হয়ে যাবে আমাদের।

তারপর আর কোন কথা না বলে আমার পথপ্রদর্শক সূর্যের দিকে তাকিয়ে হাতদুটিকে আড়াআড়িভাবে বুকের উপর রেখে বললেন, হে পবিত্র অগ্নিগর্ভ সবিতৃদেব, আমরা একমাত্র তোমার আলোকেই বিশ্বাস করি। এই নির্জন পার্বত্যপথে একমাত্র তুমিই আমাদের পথপ্রদর্শক হয়ে আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করো। একমাত্র তুমিই সমগ্র পৃথিবীকে উত্তাপ ও আলো দান করো। যদি আমরা কোন কারণে পথ ভুল করে থাকি তাহলে আমাদের সঠিক পথের নির্দেশ দাও।

আমরা ইতিমধ্যেই প্রায় এক মাইল পথ চলে এসেছি। লঘুমুক্ত মনের শুভ ইচ্ছার প্রভাবে আমাদের চলার গতি হয়ে উঠেছিল খুবই দ্রুত। সহসা এক অদৃশ্য বস্তুর শব্দ কানে এল আমাদের। চারদিকে তাকিয়ে কোন কিছু দেখতে পেলাম না। শুধু মনে হলো আকাশে উড্ডীয়মান একদল আত্মা এক সুমধুর প্রেমসঙ্গীত গাইছে। এ সঙ্গীত যেন জগন্মাতা মেরীর পবিত্র অমর দিব্য আত্মা হতে উৎসারিত।

এক মধুর সঙ্গীতধ্বনি শেষ হতেই আর একটি ধ্বনি শুনতে পেলাম। কে যেন বলল, আমার নাম ওরেস্টেস।

আমি তখন কাউকে দেখতে না পেয়ে বিমূঢ় অবস্থায় আমার গুরুকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ কণ্ঠ কার গুরুদেব?

কিন্তু আমার প্রশ্ন শেষ হতে না হতেই আমি আর একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। কে যেন আকাশবাণী করল, তোমাদের শত্রুদের তোমরা ভালবাস।

আমার পথপ্রদর্শক বললেন, পরিশুদ্ধিরাজ্যের এই স্তরে হিংসা বা ঈর্ষার অপরাধে অপরাধী পাপাত্মারা দীর্ঘ অনুতাপের পর তাদের পাপচেতনা হতে

সর্বতোভাবে পরিশুদ্ধ হয়। যে তিনটি ধ্বনি শুনলে তা হলো হিংসার বিরুদ্ধে এক একটি তীব্র কশাঘাত। এই কশাঘাতের মাধ্যমে অনুতাপীর অন্তরে হিংসা ও ঈর্ষার বিপরীত গুণ প্রেম ও উদারতা শিক্ষা দান করা হচ্ছে। প্রথম ধ্বনিটি বিশ্বমাতা মেরীর। দ্বিতীয় ধ্বনিটি ভগবান যীশুর বিশ্বপ্রেমের বাণী এবং তৃতীয় ধ্বনিটি হলো এ্যাগামেননপুত্র ওরেস্টেসের বন্ধু পাইলেডস্‌এর। ওরেস্টেস যখন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয় তখন তার অন্তরঙ্গ বন্ধু পাইলেডস্ বন্ধুর প্রতি অকৃত্রিম প্রেম ও মহানুভবতাবশতঃ তাকে বাঁচাবার জন্য নিজে এসে বিচারকের সামনে বলে, 'আমিই হচ্ছি ওরেস্টেস। আমাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করো। পাইলেডস্‌এর এই আত্মত্যাগ প্রেম ও উদারতার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এই সব কশাঘাতাত্মক ধ্বনির প্রতিধ্বনি তুমি বহুক্ষণ পর্যন্ত অর্থাৎ ক্ষমার রাজ্যে প্রবেশ না করা পর্যন্ত শুনতে পাবে। কিন্তু তার আগে ভাল করে শূন্যে তাকিয়ে দেখ, দেখতে পাবে ঐ পাহাড়ের উপরে এক দল ঘন হয়ে বসে আছে।

আমি তখন মনোযোগসহকারে তাকিয়ে দেখলাম কতকগুলি ছায়ামূর্তি এক একটি ধূসর রঙের বহির্বাসের দ্বারা আবৃত অবস্থায় বসে রয়েছে। তাদের বহির্বাসের ধূসর রঙটি পাহাড়ের রঙের সঙ্গে এমনভাবে মিলে গিয়েছিল যে দুটিকে পৃথক করা যাচ্ছিল না। আরও কিছুদূর তাদের দিকে এগিয়ে যেতে শুনতে পেলাম তারা প্রার্থনা করছে, হে মেরী, তুমি আমাদের জন্য প্রার্থনা করো। হে মাইকেল, হে পিটার, হে পুণ্যাত্মা সাধু সন্তগণ, তোমরা প্রার্থনা করো আমাদের মুক্তির জন্য।

আমার মনে হলো পৃথিবীতে এমন কোন নিষ্ঠুর বা নিষ্করুণ ব্যক্তি নেই যে তাদের সেই সকরুণ প্রার্থনা শুনে বিচলিত হবে না অন্তরে। এখন কেউ নেই যে এক অব্যক্ত বেদনায় বিদ্ধ হবে না মনে মনে।

আমি আরও এগিয়ে গিয়ে দেখলাম তারা অন্ধ পাথরে মাথা হেলান দিয়ে পরস্পরের কাঁধে কাঁধ দিয়ে বসে রয়েছে ঘনবদ্ধ হয়ে। অন্ধ ভিক্ষুকরা যেমন পথের ধারে বসে থেকে তাদের ক্ষুধার্ত আবেদন পথচারীদের সামনে ছড়িয়ে দেয়, এবং পথচারীরাও তাদের সকরুণ আবেদন ও দৃষ্টির দ্বারা বিচলিত হয়ে মনোযোগ দেয় তাদের প্রতি, তেমনি তাদের আর্তপ্রার্থনার ধ্বনিতে আমি আমার আগ্রহাত্মক দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম তাদের উপর। দেখলাম সূর্যের কোন আলো স্বর্গের কোন অগ্নিজ্যোতি কোনদিন প্রবেশ করে না তাদের চোখে।

লোহার শক্ত তার দিয়ে চোখগুলি বাঁধা যাতে কিছুই তারা দেখতে না পায়।

তাদের ঐ অবস্থা দেখে আমি আর পথ হাঁটতে পারলাম না। আমি তাই তাদের সম্বন্ধে কিছু জানার জন্য আমি আমার পথপ্রদর্শকের দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম। কিন্তু কোন প্রশ্নের প্রয়োজন ছিল না। আমার জিজ্ঞাসু মুখ চোখের পানে তাকিয়েই তিনি আমাকে বললেন, তোমার যা বলার আছে সংক্ষেপে বল।

কবিবর ভার্জিল দেখলেন আমি চত্বরের একধারে দাঁড়িয়ে আছি। প্রান্ত যে যে এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি যেখান থেকে অসতর্ক হলেই আমি পড়ে যেতে পারি। চত্বরের আর এক প্রান্তে আছে সেই অনুতাপী ছায়ামূর্তির দল। আমি দেখলাম তারা কাঁদছে। ক্রমাগত অশ্রুধারায় সিক্ত হচ্ছে তাদের গণ্ডদ্বয়।

আমি তাদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম, হে অনুতাপী ছায়ামূর্তিবৃন্দ, যেহেতু তোমরা তোমাদের বহু আকাঙ্খিত ধন স্বর্গলোকের পবিত্র আলোক-মালায় অভিস্নাত হতে চলেছ, তোমাদের বিবেক ও সমস্ত জীবনচৈতন্য নিঃশেষে সমস্ত কলুষ হতে মুক্ত হোক, যাতে সেই স্বচ্ছ জীবনচৈতন্যের খাতে স্মৃতির নির্মল স্রোত প্রবাহিত হতে পারে। স্বচ্ছনির্মল সেই স্মৃতির সাহায্যে তোমরা বল তোমাদের মাঝে কোন ইতালিনিবাসী আছে কি না। তাতে আমার কিছু উপকার সাধিত হতে পারে।

আমার সামনে তাদের দলের যে ছায়ামূর্তিটি ছিল সে বলল, হে আমার স্বদেশবাসী ভাই, আমরা যারা এখানে আছি তারা সবাই ইতালির লোক।

সেই মূর্তিটি আমার দৃষ্টির পথে আরো কিছুটা এগিয়ে এসে অন্ধ লোকের মত তার চিবুকটি তুলে বলল, কি ব্যাপার? তুমি কথা বলছিলে?

আমি বললাম, শিশু বাজপাখিকে ধরে যেমন পোষ মানানোর জন্য তাকে অন্ধ করে দেওয়া হয় তেমনি তোমাদের পরিশুদ্ধির জন্য সাময়িকভাবে অন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তোমাদের। যে প্রেম ও উদারতা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তোমায় তার খাতিরে অন্তত: তোমার নাম ও ঠিকানা বল।

মূর্তিটি তখন উত্তর করল, আমার বাড়ি হচ্ছে সিয়েনায়। এখন আমি অবিরল অশ্রুধারার সাহায্যে আমার অন্তরের সব কলুষ ধুয়ে ফেলছি। আমার নাম সেপিয়া। আমি এমনই ঈর্ষাপরায়ণ ছিলাম যে অপরের ক্ষতি দেখে আনন্দলাভ করতাম। আমার নিজের কোন লাভেও অত আনন্দ

পেতাম না। আমার কথা তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? সারাসিনি নামে একজন লর্ডের সঙ্গে আমার বিবাহ হয়। এমন কি আমার নিজের দেশবাসীর প্রতিও ঈর্ষাকাতর ছিলাম আমি। একবার ১২৬১ সালে কোল্লের কাছে সিয়েনাবাসী ও গিবেলাইন পন্থীদের সঙ্গে ফ্লোরেন্সবাসীদের এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। কোল্লের রণপ্রান্তরের নিকটে ছিল আমাদের প্রাসাদ। প্রাসাদের শীর্ষদেশ হতে আমি যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করছিলাম। তখন আমি পরিণত বয়স্কা নারী। তথাপি যখন আমার দেশবাসী সে যুদ্ধে পরাজিত ও শত্রুদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে পালাতে লাগল তখন আমার আনন্দ হতে লাগল। কারণ আমার প্রতি সন্দেহবশতঃ সিয়েনা হতে নির্বাসিত করা হয় আমাকে। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে বললাম, ঈশ্বর যা করেছ তুমি ভালই করেছ। আমার স্বদেশবাসীর সেই শোচনীয় পরাভব ও শত্রুহস্তে লাঞ্ছনা দেখে যে আনন্দ সেদিন লাভ করেছিলাম তার আগে পর্যন্ত সে আনন্দ কখনো লাভ করিনি। লম্বার্ডির সমভূমিতে ব্ল্যাকবার্ড নামে এক শ্রেণীর পাখি আছে যারা শীতকালে বসন্তসুলভ সাময়িকভাবে উজ্জ্বল ঈষদুষ্ণ কয়েকটি দিন দেখে যেমন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বলে, হে ঈশ্বর, আর তোমাকে ভয় করি না, বসন্ত এসে গেছে। আমিও তেমনি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে এক অমানুষিক ঔদ্ধত্যে বলেছিলাম, ঈশ্বর আর তোমাকে ডরাই না। একমাত্র মৃত্যুর কিছু আগে আত্মসমর্পণ করি আমি ঈশ্বরের কাছে। সেই যুদ্ধের পর আমার স্বামীর মৃত্যু ঘটলে আমি সিয়েনাবাসীদের সঙ্গে আপোষ করি এবং আমার প্রাসাদের এক অংশ দান করি। কিন্তু আমার কৃত পাপকর্মের জন্য শত অনুতাপ সত্ত্বেও এই পরিশুদ্ধি রাজ্যের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করতে পারতাম না আমি, আমার মুখ থেকে কোন প্রার্থনার বাণীও উচ্চারিত হত না, যদি না সিয়েনার পুরাতন চিরুনী বিক্রেতা সদাশয় পিটার আমার উপর করুণাবশতঃ আমাব জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করত। পিটার জীবনে এমনই সৎ প্রকৃতির লোক ছিল, যে সে কখনো তার চিরুনীর মধ্যে একটা খারাপ দেখলে তা কম দামে বিক্রি না করে ফেলে দিত। কিন্তু বল দেখি তুমি কে? মনে হচ্ছে তোমার চোখ বাঁধা নেই। কেনই বা তুমি আমাদের রাজ্যের কথা জানতে চাইছ? মনে হচ্ছে তুমি এখনো জীবিত।

আমি উত্তর করলাম, আমার চোখের আলো আজও নিবে যায়নি। তবে আমি কারো উপর বিশেষভাবে কোন ঈর্ষাসিক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিনি। কিন্তু

নিয়ে নরকাভ্যন্তরে যে ভয়াবহ শাস্তিভোগ আমি সচক্ষে দেখেছি তাতে ব্যথা-ভরে আমার মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে।

সেপিয়া তখন বলল, তাহলে দেখছি তুমি আবার মর্ত্যলোকে ফিরে যেতে চাও। তা যদি চাও তাহলে কেন তুমি এখানে এলে? আর কেই বা তোমাকে এখানে নিয়ে এল পথ দেখিয়ে?

আমি উত্তর করলাম, আমার পার্শ্বস্থিত এই সঙ্গীটিই আমাকে নিয়েএসেছে এখানে। আমি এখনো জীবিত এবং মর্ত্যে ফিরে যাব। বল তোমার জন্য যদি কিছু আমি করতে পারি।

সেপিয়া বলল, ঈশ্বর তোমাকে ভালবাসেন বলে মনে হচ্ছে। তুমি আমার জন্য প্রার্থনা করতে পার ঈশ্বরের কাছে। আর যদি কখনো তুস্কানদের দেশে যাও তাহলে আমার বংশধরদের কাছে আমার কথা বলবে। তুমি তাদের দেখতে পাবে দুটি ব্যর্থপ্রায় পরিকল্পনার কাজ যেখানে হচ্ছে সেখানে। একটি হলো মাটি খুঁড়ে অন্তঃসলিলা এক নদীকে বার করা আর একটি হলো ট্যালামনের ছোট বন্দরটিকে কিনে নিয়ে তাকে বড় করা। কিন্তু সেই বন্দর-সংলগ্ন জায়গাটি যতই খুঁড়ে নাব্য করার চেষ্টা করা হচ্ছে ততই তা বালিতে বুজে যাচ্ছে।

## চতুর্দশ সর্গ

### দ্বিতীয় চত্বর। ঈর্ষান্বিত আত্মার দল

#### কাহিনীসংক্ষেপ

রোমাগনার দুজন সামন্তর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন দান্তে। তাদের দুজনের একজনের নাম হলো গিদো ডু দুকা। সে আর্নো নদীর ধারে অবস্থিত শহরগুলোর দুরবস্থার কাহিনী বর্ণনা করল দান্তের কাছে। সেই সঙ্গে রোমাগনার সামন্ত পরিবারগুলির দুরবস্থার কথা বলল। এর পর দান্তে এমন একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন যা হিংসা বা ঈর্ষা নামক পাপের দৃষ্টান্তগুলি ঘোষণা করছিল।

কে সে? কে এই বৃত্তাকার পাহাড়টিকে সৃষ্টি করেছে? মৃত্যুর পর মানুষের আত্মাকে কে উর্ধ্বে আকর্ষণ করে? কে মানুষের চক্ষুকে চিরতরে মুদ্রিত আবার কেই বা আপন ইচ্ছামত সে চক্ষুকে উন্মীলিত করতে পারে?

আমার ডানদিকে দুটি আত্মা কথা বলছিল নিজেদের মধ্যে। একজন আর একজনকে প্রশ্ন করল। তার উত্তরে দ্বিতীয় আত্মাটি বলল, কে সে আমি তা জানি না, তবে শুধু এইটুকু জানি যে তিনি একা নন। তুমি তার কাছে প্রায় এসে পড়েছ। সুতরাং তাকেই জিজ্ঞাসা করবে এবং সেই তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবে।

এবার তারা আমার পানে মুখ তুলে বলল, হে মরদেহধারণকারী আত্মা, তুমি জীবিত মানুষ হিসাবে মরদেহসহ স্বর্গের পথে এগিয়ে চলেছ, দয়া করে বল, তুমি কে এবং কোথা হতে এসেছ। তোমার প্রতি ঈশ্বরের কৃপা ও করুণা দেখে আমাদের মনে এতদূর বিস্ময় জাগছে যে এ বিস্ময় এর আগে কখনো অনুভব করিনি।

আমি বললাম, ফল্‌তেরোনা পাহাড় হতে উৎসারিত হয়ে একটি নদী তুস্কানির ভিতর দিযে প্রবাহিত হযে গেছে। আমার বাড়ি তারই তীরে। এর থেকে বলার কিছু নেই। আমার নামের এখন কোন খ্যাতি নেই এবং আমাকে বিশেষ কেউ চেনে না।

তাদের মধ্যে প্রথম আত্মাটি বলল, তোমার কথার ভাব দেখে আমি বুঝতে পারছি আর্নো নদীবিধৌত সমভূমির কথা বলছ তুমি।

তখন দ্বিতীয় আত্মাটি আবার তাকে প্রশ্ন করল, কেন সে আর্নো নদীর নামটা গোপন করল? লোকে যেমন অনেক গোপনীয কথা বাইরে প্রকাশ করে না কারো কাছে ও তেমনি ওর দেশের নদীর নামটা আমাদের কাছে গোপন করল কেন?

প্রথম আত্মাটি তার উত্তরে বলল, এর কারণ অবশ্য আমি জানি না. তবে আমার মতে নাম নিয়ে বেশী মাথা ঘামানো উচিত নয় এবং নামের কথা ভুলে গেলেও কোন ক্ষতি নেই। রোমাগনার কাছে ফল্‌তেরোনা পাহাড় থেকে উৎসারিত হয়ে আর্নো নদী ক্রমশঃ নেমে এসে উপত্যকাভূমিতে অন্যান্য নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে বৃহদায়তন রূপ পরিগ্রহ করে ভূমধ্যসাগরে পতিত হয়েছে। সিসিলির কাছে আপেনাইন পর্বতমালার একটি অংশ যেখানে পেনোরাস পর্বত নাম ধারণ করেছে সেখানে একটি অভিশপ্ত উপত্যকা আছে।

সেখানে এক ডাইনি বুড়ি সেখানকার সব মানুষকে শূকরে পরিণত করে তার তৃণভূমিতে চরিয়ে বেড়ায়। সেখানে কোন সদগুণ বলে কোন কিছু নেই। সেখানে হিংসা প্রভৃতি দোষগুলি সদগুণকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। এই অভিশপ্ত জায়গার নাম এ্যারেতিনে। এখানকার লোকেরা মানুষের মত খাওয়া দাওয়া করলেও তারা শূকরের মত আচরণ করে।

আর্নো নদী যেখানে মোড় ফিরে পূর্ব দিকে চলে গেছে সেখানকার লোকেরা ছিল প্রধাণতঃ গিবেলাইনপন্থী। এরা পার্শ্ববর্তী রাজ্যের গুয়েল্ফ-পন্থী লোকদের সঙ্গে প্রায়ই দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হত। এইভাবে এক প্রবল দলগত দ্বন্দ্বে মত্ত হয়ে থাকে এ অঞ্চলের অধিবাসীরা। তোমার পৌত্র ফুলসিয়েরি ক্যালবোনি ফ্লোরেন্সে ১৩০২ খৃস্টাব্দে কৃষ্ণ গুয়েলফ দলভুক্ত নেতা হিসাবে বহু গিবেলাইন ও শ্বেত গুয়েল্ফদের হত্যা করে। তার দ্বারা নিহত ব্যক্তিদের রক্তে রাঙা হয়ে ওঠে আর্নো নদীর জল। ক্যালবোনি তার শত্রু-পক্ষীয় লোকদের ধরে তাদের অনেককে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি করত। তাদের চারণরত বহু পশুকে হত্যা করত। এইভাবে এক ব্যাপক ও সর্বধ্বংসী হত্যাকাণ্ডের দ্বারা সে চারদিকে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে এবং নিজেকে সকলের কাছে অশ্রদ্ধা ও ঘৃণার পাত্রে পরিণত করে তোলে। সেঠ ক্যালবোনির অমানুষিক নিষ্ঠুরতার জন্য পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসীরা ফ্লোরেন্সকে এক ভয়াবহ অরণ্যের মত ভাবত এবং ক্যালবোনি ছিল যেন সেই অরণ্যের এক ভয়ঙ্কর নরখাদক পশু। সে যা করেছে তার জন্য এক হাজার বছরের মধ্যেও ফ্লোরেন্স তার সুনাম ফিরে পাবে না।

প্রথম আত্মাটি যখন এই সব কথার মাধ্যমে আর্নো নদীবিধৌত এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অভিজাত সামন্তদের দলগত যুদ্ধবিগ্রহ ও শোচনীয় আত্মিক অধঃপতনের কাহিনী ব্যক্ত করছিল তখন তার পাশে বসে থাকা অপর আত্মার মুখখানি কেমন যেন ছায়াচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল এক দুশ্চিন্তার আবেগে। তাদের দুজনের একজনের ব্যক্ত কাহিনী আর একজনের মুখের ভাব প্রত্যক্ষ করে তাদের নাম জানার এক প্রবল ইচ্ছা জাগল আমার মনে। আমি বারবার তাদের প্রশ্ন করতে লাগলাম এ বিষয়ে।

অবশেষে প্রথম ছায়ামূর্তিটি আমাকে বলল, আমার যে অনুরোধ তুমি নিজে রাখনি, তোমার সে অনুরোধ রাখার জন্য কেন তুমি দাবি জানাচ্ছ এ ভাবে? যে কথা আমি বলতে চাই না সেকথা জোর করে আদায়

করে নিতে চাইছ কেন তুমি? যাই হোক, যেহেতু তুমি একজন ঈশ্বরের অনুগৃহীত এবং আশীর্বাদধন্য ব্যক্তি, আমি তোমার অনুরোধ রক্ষা করব। জেনে রাখ আমার নাম গিদো দেল দুকা। আমার অন্তরে একদিন এমন ঈর্ষা ও হিংসার আগুন জ্বলত যার ফলে কোন মানুষকে সুখী দেখলেই তার সেই সুখের অবস্থার এক বিকৃত রূপান্তর ঘটাবার চেষ্টা করতাম। একদিন যে বিষাক্ত বীজ আমি বপন করেছিলাম আজ তার ফল ভোগ করে চলেছি। হায় দ্বন্দ্বরত বিবাদরত মানুষ, কেন তোমরা পরস্পরের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করতে চাইছ?

আমার পাশে যাকে দেখছ তার নাম হচ্ছে বিনিয়ার। ক্যালবোলি বংশের গৌরব। কিন্তু তার সেই গৌরবের যোগ্য উত্তরাধিকারী হবার কেউ নেই। একদিকে আপেনাইন পর্বতমালা আর একদিকে আদ্রিয়াতিক সমুদ্রের মধ্যবর্তী রোমাগনার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে আজ যারা বাস করছে তারা সব অযোগ্য আগাছা ছাড়া আর কিছু নয়। তাদের অযোগ্যতার মধ্যে তাদের সমস্ত বংশগৌরব হারিয়ে গেছে নিঃশেষে। সেই সব আগাছাদের উৎপাটিত করে সে অঞ্চলে কোন বিরাট বনস্পতির বীজ বপন করার মত কেউ নেই আজ।

কাপিনা, হ্যারি মেইনার্ড, এ্যাভারসারো, লিজিও প্রভৃতি রোমাগনার বিখ্যাত সামন্তগণ কোথায় গেল? বলতে পার বোলোগনা হতে কবে আবার অশান্তির সব আগাছা দূরীভূত হবে এবং শান্তির মহীরুহ উদ্ভূত হবে সেখানে। যদি আমি ব্রাতা, এ্যাজ্জোর, ইউগোলিন প্রমুখ শান্তিকামী প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের কথা স্মরণ করে চোখের জল ফেলি তাহলে যেন আশ্চর্যান্বিত হয়ো না হে তুস্কাধিবাসী। আবার কবে ফস্কোর পুত্র বার্নাডাইনের মত লোক জন্মাবে বলতে পার? ফেঞ্জার এই গৌরবমণ্ডিত সুসন্তান সামান্য কৃষিজীবী হলেও আপন সাধনা ও সততার দ্বারা প্রভূত ধনসম্পদ ও প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী হন। ১২৪০ সালে সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক ফেঞ্জা আক্রমণ করলে বার্নাডাইন দেশের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যুর তারিখ সঠিকভাবে জানা যায়নি। কোথায় গেল ফ্রেডারিক তিগনোসের মত ধনবান ও উদারহৃদয় অতিথিবৎসল সামন্ত, এ্যাভারলাস্নোর সেই সুযোগ্য সামন্তরাই বা কোথায় গেল? কোথায় গেল আনাস্তাগি বংশের অভিজাত নাইট ও মহিলারা? তাদের সবার কথা মনে করে

চোখে জল আসছে আমার। ফোলি ও কেসিনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত এমিলিয়া রাজ্যের এক ক্ষুদ্র নগরী হয়েও হে ব্রেতিনোবো, একদিন তুমি আতিথেয়তা ও উদারতার জন্য ছিলে সারা দেশে প্রসিদ্ধ ও প্রশংসিত। আজ তোমার সে উদারতা সে মহত্ব কোথায় গেল? তোমার অধিবাসী অনেক অপরাধী সামন্ত দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে। তুমিও কি লজ্জায় পালিয়ে যাবে? রাভেনা ও ফেঞ্জার সন্নিকটস্থ হে বাগনাকাভেল নগরী, আজ তুমি তোমার গৌরব হারিয়ে ফেলে বন্ধ্যা নারীর মত হতম্লান অবস্থায় দিন যাপন করছ। ফোর্নি ও ইমোলিয়ার সন্নিকটস্থ কাস্ত্রোকারো ও কোনিও নগরীরও আজ সেই অবস্থা। আজ তারা চেষ্টা করেও কোন যোগ্য সুসন্তানের জন্ম দিতে পারছে না। ফেঞ্জার গিবেলাইন দলভুক্ত লোকেরা এখন তাদের নেতা সাক্ষাৎ দৈত্যের মত নিষ্ঠুর অত্যাচারী মাইনার্দো পেগানোর কবলগ্রস্ত। সে কবল হতে কবে তারা মুক্ত হবে? কিন্তু মুক্ত হলেও তাদের পরবর্তী কালের অর্জিত সমস্ত যশ ও গৌরবের মাঝে একটি কলঙ্কের দাগ রয়ে যাবে চিরকাল। বীর, ধার্মিক ও এক মহাপ্রাণ ব্যক্তি হিসাবে ক্যান্টেলিনের ইউগোলিনের নাম অক্ষয় হয়ে আছে আজও। হে ইউগোলিন, তুমি কোন সন্তান সন্ততি না রেখেই ইহলোক ত্যাগ করো। তাতে ভালই হয়েছে। তোমার কোন অযোগ্য উত্তরাধিকারী তোমার সুনামকে কলঙ্কিত করতে পারেনি কোন-ভাবে। কিন্তু আর না। হে তুস্কাবিবাসী, আর আমি কোন কথা বলতে পারছি না। এ সব কথা বলতে গিয়ে চোখ ফেটে জল আসছে আমার। এ সব বলতে গিয়ে অন্তরটা মোচড় দিয়ে উঠছে এক অব্যক্ত বেদনায়।

আমরা রোমাগনার সেই সব সামন্তদের চিনতাম। যাই হোক, আমরা সেখান থেকে অন্যত্র চলে গেলাম। তারাও নীরব হয়ে তাকিয়ে রইল আমাদের পানে। যেতে যেতে সহসা এক কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। ঊর্ধ্ব গগনের বায়ুস্তর বিদীর্ণ করে বিদ্যুৎ-চমকের মাধ্যমে যেমন বজ্র গর্জন করে ওঠে ঠিক তেমনি সেই কণ্ঠস্বরের তীব্রতা আমাদের কর্ণকুহরকে আঘাত করল অকস্মাৎ। একটি বজ্রগর্জনের পরমুহূর্তেই যেমন আর একটি বজ্র গর্জন করে ওঠে তেমনি সেই কণ্ঠস্বর বিলীন হয়ে যেতে না যেতেই আর একটি কণ্ঠস্বরের আঘাতে চমকিত হয়ে উঠলাম আমরা।

প্রথম কণ্ঠস্বর বলেছিল, 'যে আমাকে দেখতে পাবে সেই আমাকে হত্যা করতে পারবে।' আর দ্বিতীয় কণ্ঠস্বর বলল, 'আমিই হচ্ছি সেই এথেন্সরাজ-

স্থুহিতা অগ্লারস যে একদিন অভিশাপের আঘাতে প্রস্তরীভূত হয়ে যায়।

আমি এই সব কণ্ঠস্বর শুনে ভয়ে এক পা পিছিয়ে এসে কবিবর ভার্জিলকে জড়িয়ে ধরলাম। উনি তখন আমাকে বললেন, এই সব কণ্ঠস্বর হচ্ছে এক একটি কশাঘাতসদৃশ। এই সব কশাঘাত মানুষকে সচেতন করে দিচ্ছে ঈর্ষা আর হিংসার কুফলের প্রতি। প্রথম কণ্ঠস্বরটি হলো কেইনের যে একদিন তার ভাই এ্যাবেলকে হত্যা করেছিল হিংসাবশতঃ। আর দ্বিতীয় কণ্ঠস্বরটি হলো এথেন্সের রাজা সেক্রসেস্-এর তিন কন্যার মধ্যে মধ্যম কন্যা অগ্লারসের। দেবতা মার্কারি একবার রাজা সেক্রসেস্-এর তৃতীয় কন্যা হার্সের রূপে মুগ্ধ হয়ে তার সঙ্গলাভে আকুল হয়ে ওঠেন। এ ব্যাপারে সুযোগ করে দেবার জন্য তিনি উৎকোচদ্বারা অগ্লারসকে বশীভূত করেন। কিন্তু তার বোনের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে অগ্লারস মার্কারিকে শেষ পর্যন্ত রাজপ্রাসাদে প্রবেশের কোন সুযোগ দেয়নি। ফলে তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে মার্কারি তাকে অভিশাপ দেন আর সেই অভিশাপে পাষাণে পরিণত হয় অগ্লারস। কিন্তু যাই হোক, তুমি কোন প্রলোভনের টোপ গিলবে না কখনো। জানবে সে টোপের মধ্যে আছে বঁড়শীর কাঁটা। মানুষের আদিম শত্রু ঈর্ষা তোমাকে বশীভূত করতে পারবে না। মনে রেখো উর্ধ্বে স্বর্গলোকের অনন্ত সুষমা তোমায় আহ্বান করছে। তোমার পদতল হতে পাপ পুণ্য নীচতা মহত্ত্বসমন্বিত বিশাল মর্ত্যলোক ক্রমশঃ সরে যাচ্ছে দূর হতে দূরান্তরে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দৃষ্টিপথে তুমি পতিত হচ্ছ।

# পঞ্চদশ সর্গ

## দ্বিতীয় চত্বর। ঈর্ষান্বিতের দল

### কাহিনীসংক্ষেপ

পথ চলতে চলতে সহসা উদারতার এক উজ্জ্বল দেবদূতের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল কবি দান্তের। সে দেবদূত দান্তের ললাটদেশের উপর অঙ্কিত আর একটি অহঙ্কারের রেখা মুছে দিয়ে তাঁদের তৃতীয় চত্বরপ্রদেশের দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। সিঁড়ি বেয়ে তৃতীয় চত্বরে উৎক্রমণের পথে কবিবর ভার্জিল প্রেম সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগলেন দান্তের সঙ্গে। সে চত্বরের প্রবেশ-দ্বারে নম্রতাগুণের দৃষ্টান্তস্বরূপ এক ছায়ামূর্তি প্রদর্শিত হলো দান্তের চোখের সামনে। চত্বরাভ্যন্তরে প্রবেশ করে কিছুদূর অগ্রসর হতেই এক সঘন ধূম্ররাশি আচ্ছন্ন করে ফেলল তাঁদের। এই ধূম্ররাশি হলো অবিদ্যা বা সেই পাপাত্মিকা অজ্ঞতার প্রতীক যা মানুষের সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রাখে এবং যার বশবর্তী হয়ে মানুষ নানাবিধ হিংসাত্মক পাপকর্ম করে চলে। তাই তার শাস্তিস্বরূপ এক প্রধূমিত অন্ধকার মৃত্যুপুরীর হিংসাশ্রয়ী প্রেতাত্মাদের আচ্ছন্ন করে থাকে সর্বক্ষণ।

আহ্নিক গতিতে মত্ত ক্রিড়ারত শিশুর মত সততচঞ্চল সূর্য সর্বদাই স্থান পরিবর্তন করে চলে। স্থির থাকে না বেশীক্ষণ এক জায়গায়। আমরা যখন সেই দেবদূতের পরিচালনায় পরিশুদ্ধি রাজ্যের অন্তর্বর্তী তৃতীয় চত্বরের দিকে এগিয়ে চলেছিলাম তখন সন্ধ্যা হতে তিন ঘণ্টা দেরি। অর্থাৎ বেলা তিনটা এবং পৃথিবীতে তখন রাত্রি তিনটা। আমরা পর্বতটিকে বেষ্টন করে পশ্চিম দিকে মুখ করে দাঁড়াতেই দেখলাম পশ্চিম দিগন্ত হতে আগত সেই দেবদূতের অলৌকিক জ্যোতি অস্তাচলগমনোন্মুখী সূর্যের রশ্মির সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক অত্যুজ্জ্বল আলোকমালা সম্পাতিত করছিল আমার ললাটদেশে। সেই বিস্ময়কর উজ্জ্বলতার তীব্রতা কোনরকমে সহ্য করছিলাম আমি। আমি দুহাত তুলে মুখচোখের উপর চাপা দিয়ে সে আলোর তীব্রতাকে প্রশমিত করতে চাইছিলাম। কোন জল বা আয়নার কাচে বাধা পেয়ে প্রতিফলিত

আলোকতরঙ্গ যেমন দ্বিগুণ বেগে বিপরীত মুখে প্রধাবিত হয় তেমনি আমার হাতে বাধা পেয়ে সেই আলোর উজ্জ্বলতা আরও বেড়ে গেল।

আমি তখন প্রশ্ন করলাম, হে আমার ধর্মপিতা, বল এ কিসের আলো। কেন আমি এ আলোর গতিকে প্রতিহত করতে পারছি না?

তিনি উত্তর করলেন, এ আলোয় তোমার চোখে ধাঁধা লাগলেও এ আলো এক ঐশ্বরিক সঙ্কেত ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ এর মধ্যে আছে স্বর্গলোকে যাবার এক নীরব আহ্বান। এই সব জ্যোতিষ্মান দেবদূতকে দেখা তোমার পক্ষে এমন কিছু কষ্টকর হবে না, তবে এই মরদেহে তুমি কোন পরম স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করতে পারবে না।

সিঁড়ি বেয়ে আরও উপরে উঠতে লাগলাম আমরা। পিছন হতে এক প্রার্থনার সঙ্গীত কানে এল। সে গানের প্রথম ছত্র হলো 'পেটি মার্সি কর্ডেস' অর্থাৎ যাদের অন্তর দয়ালু তারা ঈশ্বরের আশীর্বাদে ধন্য হয়। পরে আর একটি প্রার্থনার গান শুনতে পেলাম যার প্রথম ছত্রটি হলো, 'আনন্দ করো, এক পরম স্বর্গীয় পুরস্কার প্রতীক্ষায় আছে তোমার, কারণ তুমি সব অশুভ শক্তিকে জয় করেছ।'

দেবদূত চলে যেতে যখন শুধু আমি আর আমার পথপ্রদর্শক দুজনে উপরে উঠতে লাগলাম তখন আমার ক্লান্ত মনকে কিছুটা সতেজ ও প্রফুল্ল করে তোলার জন্য কথা বলতে শুরু করলাম। আমি তাঁর দিকে ঘুরে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আমার প্রিয় ও মহামান্য সহচর, রোমাগনার সেই প্রেতাত্মা গিদো কি বলতে চাইছিল?

তিনি উত্তর করলেন, সে জানে তার পাপকর্ম কত গুরুতর এবং তার জন্য সে নিজেকে তিরস্কার করে এমন তীব্র ভাষায় এবং যাতে তার পাপকর্মে জগতের কোন ক্ষতিসাধন না হয় তার জন্য সে সতত চিন্তিত। মানুষ সাধারণতঃ যখন একসঙ্গে কোন কাজ করে তখন সে ভাবে তার সহকর্মী তার থেকে অনেক কম লভ্যাংশ লাভ করুক। এইভাবে কুটিল ঈর্ষার কীট তার সমস্ত কর্ম ও চিন্তার সুষমাকে কুড়ে কুড়ে খাক করে দেয়। কিন্তু যখন এক উদার মানবপ্রেম মানুষের কামনা বাসনাকে উর্ধ্বে আকর্ষণ করে তখন তার অন্তর সমস্ত রকমের ভয়াবহ কুচিন্তা হতে মুক্ত হয়। তখন বদান্যতা ও দানশীলতার এক উজ্জ্বল আলোয় তার মধ্যে এমন এক শুভ বুদ্ধি জাগরিত হয় যার ফলে কোন পার্থিব বস্তুকেই সে শুধু একান্তভাবে নিজের জন্য চায় না, চায় সকলে সমান-

ভাবে ভাগ করে নিতে। তখন কোন বস্তুর অভাব হয় না।

আমি তখন প্রশ্ন করলাম, আমার মনের মধ্যে কিন্তু জটিলতা বেড়ে যাচ্ছে তোমার কথায়। আমি বুঝতে পারছি না বেশীসংখ্যক লোক কোন বস্তু ভাগ করে নিলে কেন তাদের অংশ কমে যাবে না।

আমার পথপ্রদর্শক উত্তর করলেন, তুমি বুঝতে পারছ না কারণ তোমার মন এখনো পার্থিব বিষয়াদিতে আসক্ত রয়েছে। পরম সত্যের আলোর সন্ধান না পেয়ে আজও অবিদ্যার ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে সে মন। সূর্য-কিরণ যেমন আপাতউজ্জ্বল বস্তুর দিকেই বেশী ধাবিত হয় তেমনি যারা ঈশ্বর ও মানুষকে ভালবাসে পরম প্রেমময় ও মঙ্গলময় ঈশ্বরের করুণা তাদের উপরেই সবচেয়ে বেশী পরিমাণে বর্ষিত হয়। জানবে কামনার আগুন মানুষের আত্মাকে দহন করতে করতে তার শক্তি ক্ষয় করে ও তাকে পরিশেষে ভস্মীভূত করে। কিন্তু মানুষ যতই পরকে দান করে ততই তার সম্পদ বেড়ে যায়. দানশীলতা মানুষকে এক অপ্রাকৃত আত্মশক্তি দান করে। যারা যত বেশী মানুষকে অকাতরে ভালবাসে তারা তত বেশী শীঘ্র স্বর্গলোকে ঈশ্বরের সমীপে যেতে সমর্থ হয়, ততই সে তার বিশ্বপ্রেমের দ্বারা পরিমার্জিত আত্মার স্বচ্ছ মুকুরে অসংখ্য মানুষের আত্মাকে প্রতিফলিত দেখতে পায়। এত কথা বলা সত্ত্বেও যদি তোমার কৌতূহল নিবৃত্ত না হয়, তোমার জ্ঞানের ক্ষুধা তৃপ্ত না হয়, তাহলে পরে যখন বিয়াত্রিসের সঙ্গে তোমার দেখা হবে তখন সে তোমার মনের সব সংশয় দূর করবে। তোমার ললাটদেশে প্রথমে সাতটি পাপের দাগ রেখাঙ্কিত ছিল। তার মধ্যে দুটি দাগ দেবদূতেরা মুছে দিয়েছে। এখনো পাঁচটি দাগ আছে। সে দাগগুলি যথাশীঘ্র সম্ভব মুছে ফেলার চেষ্টা করো।

আমি তখন বললাম, এখন আমি তৃপ্ত। আমার এখন মনে হচ্ছে তৃতীয় চত্বরের উর্ধ্বতন স্তরের অনেক উপরে উঠে এসেছি আমরা। আমি তা দেখে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে পড়েছি, কোন কথা বলতে পারছি না।

তারপর সহসা এক আনন্দের আবেগের অতলান্তিক গভীরে আমার সমস্ত মন প্রাণ তলিয়ে গেল যেন। আমি অচৈতন্য হয়ে পড়লাম। আমার মনে হলো আমি যেন এক মন্দিরের কাছে এসে উপনীত হয়েছি। এক মহীয়সী নারী মাতৃসুলভ মমতার সঙ্গে আমাকে বলল, হে আমার প্রিয়তম পুত্র, এতদিন কেন আমাদের এত কষ্ট দিলে? আমি ও তোমার পিতা দুজনে

মিলে তোমাকে খুঁজেছি, তোমার দুঃখে কত কাতর হয়েছি।

সে নারীর কথা শেষ হতেই স্বপ্নদৃষ্ট সেই মূর্তিটি অদৃশ্য হয়ে গেল কোথায়। সে মূর্তির পর অশ্রুবিগলিত আর এক নারীমূর্তি আবির্ভূত হলো আমার সামনে। অপগত ক্রোধ হতে অশ্রুধারা যেমন উৎসারিত হয়ে কোন মানুষের গণ্ডদ্বয়কে প্রবাহিত করে ঝড়ে পড়ে তেমনি অবিরল তপ্ত অশ্রুধারা নির্গত হচ্ছিল তার চক্ষু থেকে। সে নারী দুঃখিত ও তপ্ত চিত্তে বলছিল, যে গৌরবময় মহতী নগরী দেবতাদের নিকটেও ঈর্ষার বস্তু হিসাবে পরিগণিত, যে নগরী জ্ঞান বিজ্ঞানের এক পবিত্র পীঠভূমি, তুমি যদি সেই নগরীর উপযুক্ত অধীশ্বর হও তাহলে হে পিজীস্ট্রেটাস, যে উদ্ধত যুবক আমাদের কন্যাকে নির্লজ্জভাবে প্রকাশ্যে আলিঙ্গন করে আমাদের অপমাণিত করেছে তুমি তার প্রতিশোধ গ্রহণ করো।

কিন্তু এই নারীর উত্তেজনাময় বাক্যের উত্তরে এথেন্সরাজ পিজীস্ট্রেটাস শান্ত কণ্ঠে উত্তর করলেন, যারা আমাদের ভালবাসে (তার প্রকাশ বা অভিব্যক্তি যাই হোক না কেন) তাদের ভালবাসার প্রতিদান যদি আমরা এইভাবে দিই তাহলে যারা আমাদের মন্দ কামনা করে তাদের কী শাস্তি দান করব?

তারপর আমি দেখলাম এক ক্রুদ্ধ জনতা একটি কিশোর বালককে পাথর দিয়ে মারছে। তাদের প্রত্যেকেই এক একটি পাথর দিয়ে তাকে আঘাত করতে করতে বলছে, 'ওকে মার, মার, হত্যা করো।' আমি আরো দেখলাম সেই বালকটি ইতিমধ্যে আঘাতে আঘাতে ভূতলশায়ী ও মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছে। ক্রমাগত প্রস্তরাঘাতজনিত যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েছে সে। তথাপি আকাশের পানে সে চোখ তুলে সেই সুনিবিড় যন্ত্রণার মাঝেও তার শত্রুদের ক্ষমা করার জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছে সে ঈশ্বরের কাছে।

অবশেষে আমি আমার চৈতন্য ফিরে পেয়ে আমার ভুল বুঝতে পারলাম। আমি বুঝলাম, আমার স্বপ্নদৃষ্ট এই তিনটি ঘটনা বিনয় ও বিশ্বপ্রেমের তিনটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রথমে দেখানো হয়েছে স্বর্গবাসিনী বিশ্বমাতা মেরীও একটি সাধারণ মানবাত্মাকে তাঁর সন্তান হিসাবে কাছে টেনে নিচ্ছেন। প্রতিটি সাধারণ মানুষের দুঃখবেদনাতেও কত কাতর তিনি। দ্বিতীয় ঘটনাটিতে দেখানো হয়েছে এথেন্সের সবচেয়ে অত্যাচারী ও দাম্ভিক রাজা পিজীস্ট্রেটাসের মত কঠোরহৃদয় লোকের মধ্যে জেগেছে বিনয় ও বিশ্বপ্রেম। শত্রুর প্রতি তার হৃদয়ে জেগেছে অকৃত্রিম সহানুভূতি। তৃতীয় ঘটনাটিতে দেখানো হয়েছে

একটি সাধারণ বালক সেই বিনয় ও দেশপ্রেমের বশবর্তী হয়ে কত সহনশীল হয়ে পড়েছে শত্রুদের প্রতি।

আমি তখনো কেমন যেন স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে পথ চলছিলাম। মনে হচ্ছিল আমি যেন আমার সেই অপসৃয়মান তন্দ্রার আবরণটিকে নূতন করে জড়িয়ে ধরতে চাইছি, দীর্ঘায়িত করতে চাইছি স্বপ্নগর্ভ সেই সুষুপ্তির স্বাদটিকে। আমার সে অবস্থা লক্ষ্য করে আমার গুরু বললেন, কী হয়েছে তোমার? তুমি যে দেখছি আত্মসংযমের সব শক্তি হারিয়ে ফেলেছ। তুমি এক মাইল পথ হেঁটে এসেছ, তথাপি মনে হচ্ছে তুমি তন্দ্রাহত অথবা মদমত্ত অবস্থায় পথ হাঁটছ।

আমি তখন বললাম, হে আমার প্রিয় গুরুদেব, আমি তোমাকে সব কথা বলব। বলব কেন আমার চরণক্ষেপ এত শ্লথ হয়ে পড়ে।

তিনি বললেন, তোমার মুখে অজস্র মুখোস চাপিয়ে দিলেও তোমার মুখের প্রকৃত ভাব অপরিদৃশ্য থাকত না আমার কাছে। তেমনি তোমার মনের প্রকৃত ভাবও কিছুতেই গোপন রাখতে পারবে না আমার কাছে। আমি জানি কি কি স্বপ্নে তুমি দেখেছ। তার অর্থ এই যে, যে ঐশ্বরিক উৎস হতে পরম শান্তি ও মঙ্গলের নির্ঝরিনী উৎসারিত হচ্ছে অবিরাম তার থেকে তোমার অন্তর যেন বঞ্চিত না হয়। আমি তোমাকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলাম তার অর্থ এই না যে আমি তোমার মনের কথা বুঝতে পারিনি। তোমার দেহগত জৈব চেতনা নিশ্চল হলেও তার অন্তঃস্থলে তোমার সুষুপ্তির মাঝে ক্রিয়াশীল অতিমানম চৈতন্যের প্রতিটি গতি প্রকৃতি আমি প্রত্যক্ষ করেছি। আমি তোমাকে সে প্রশ্ন করেছিলাম তোমার শিথিল অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সতেজ ও সচল করে তোলার জন্য।

সূর্য তখন অস্তাচলের পথে নেমে যাচ্ছিল ক্রমাগত। তার তির্যক রশ্মিগুলি অবলোকন করতে করতে আবার পথ চলতে শুরু করলাম আমরা। সহসা রাত্রির অন্ধকারের মত কালো ও নিবিড় এক ধূমরাশি ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলল আমাদের। ক্রমে আমাদের শ্বাসবায়ু ও দৃষ্টিপথ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল তার চাপে।

# ষোড়শ সর্গ

## তৃতীয় চত্বর : ক্রুদ্ধ অনুতাপীর দল : কালো ধোঁয়া

### কাহিনীসংক্ষেপ

সেই সঘন ধূম্ররাশি ভেদ করে কোনরকমে পা ফেলে যেতে যেতে চারিদিকে প্রার্থনার গানের শব্দ শুনতে পেলেন দান্তেরা। পরে দেখলেন, ক্রুদ্ধ প্রকৃতির অনুতাপীরাই এ গান করছে। সহসা দান্তের নাম ধরে মার্কো লম্বার্ডোর প্রেতাত্মা ডাকল। দুজনে তখন মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও নিয়তিবাদ নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। সাময়িক ক্ষমতার অপব্যবহারে ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কেও আলোচনা করলেন তাঁরা। সহসা ধূম্ররাশি আরো ঘন হয়ে তৃতীয় চত্বরের ভারপ্রাপ্ত দেবদূতের আগমন ঘোষণা করল।

নরকের অনেক অন্ধকার আমি স্বচক্ষে দেখেছি, বহু নিশীথ রাত্রির নিবিড় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার নক্ষত্রহীন আকাশের কোণে কোণে ঘনকৃষ্ণ মেঘের মত ঝুলতে দেখেছি। কিন্তু আমাদের পথের চারদিকে পরিব্যাপ্ত ধূম্ররাশি যে সঘন অন্ধকার সৃষ্টি করেছিল তেমন অন্ধকার এর আগে কখনো দেখিনি।

চোখ খুলে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না আমি। শুধু অন্ধের মত আমার পথপ্রদর্শকের হাত ধরে অনুসরণ করছিলাম তাঁকে। কোন অন্ধ ব্যক্তি যেমন জীবনের ভয়ে কোন পতন বা সংঘর্ষজনিত আঘাতের ভয়ে তার পথপ্রদর্শককে আকুলভাবে জড়িয়ে ধরে পথ চলতে থাকে আমিও তেমনি আকুলতার সঙ্গে আমার পথপ্রদর্শককে জড়িয়ে ধরে পথ চলতে লাগলাম সেই ধূম্রজটিল অন্ধকারের মধ্য দিয়ে। আমাকে সতর্ক করে দিয়ে আমার পথপ্রদর্শক বারবার বলতে লাগলেন, দেখো যেন আমাকে ছেড়ো না।

সহসা একদল লোকের দ্বারা গীত প্রার্থনার এক সঙ্গীতধ্বনি শুনতে পেলাম। তারা গাইছিল 'এগনাস দিই' সেই গীতটি। সেই সম্মিলিত প্রার্থনার কথাগুলি হলো, শান্তির প্রতীক হে ঐশ্বরিক মেষ, তুমি জগতের সব পাপ বিদূরিত করো, তুমি আমাদের উপর করুণা বর্ষণ করো। আমাদের পরম শান্তি দান করো।

তৃতীয় চত্বরের জন্য নির্দিষ্ট এটাই হলো প্রার্থনার গান। সেই সম্মিলিত

প্রার্থনায় নিরত অসংখ্য কণ্ঠ এক সুরে ধ্বনিত হচ্ছিল। তা শুনে আমার বড় ভাল লাগল। আমি আমার পথপ্রদর্শককে বললাম, আচ্ছা গুরুদেব, যারা প্রার্থনার গান গাইছে তারা কি সব প্রেতাত্মা ?

আমার গুরু বললেন, ঠিকই ধরেছ। ওরা সবাই জীবনে ছিল খুবই ক্রুদ্ধ প্রকৃতির। এখন সম্মিলিত প্রার্থনার দ্বারা সেই ক্রোধজনিত পাপ স্খালন করছে।

তাঁর একথা শুনে সেই প্রেতাত্মাদের মধ্যে একজন বলে উঠল, কে যায় ?' নিশ্চয় এমন একজন আমাদের সামনে দিয়ে পথ চলছে যে তার কঠিন দেহাবয়ব দিয়ে ধূমরাশি বিদীর্ণ করে যাচ্ছে, যে আজও মাসপঞ্জী দেখে তার জীবনের কালক্রম গণনা করে চলে।

আমার পথপ্রদর্শক বললেন, আগে আমার কথার উত্তর দাও। তারপর এ প্রশ্ন করো। আগে উত্তর দাও, এই পাহাড়ে উঠতে হলে সবচেয়ে সহজ ও সঠিক পথ কোনটা ?

আমি তাকে বললাম, ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য হে প্রাণী, তুমি যাতে পরিশুদ্ধ চিত্তে পবিত্র সুন্দর অবস্থায় স্বর্গলোকে গমন করতে পার, যাতে পরিশুদ্ধ অলৌকিক স্বর্গীয় সঙ্গীত শুনতে পার তার জন্য আমাদের অনুসরণ করতে পার।

সে বলল, যতদূর সম্ভব তোমাদের অনুসরণ করব আমি। যদিও ধোঁয়ার চাপে চোখে অন্ধকার দেখছি আমি তথাপি তোমাদের গলার স্বর শুনে তোমাদের অনুসরণ করে যাব।

তখন আমি বললাম, তোমাদের দলের ঐ লোকেরা একদিন মুক্ত হবে সব পাপ থেকে। অসংখ্য জ্বালা যন্ত্রণায় পরিপূর্ণ নরকপ্রদেশ অতিক্রম করে স্বর্গলোকের পথে এগিয়ে চলেছি। নরকলোক পিছনে ফেলে বর্তমানে আমি পরিশুদ্ধিলোক অতিক্রম করছি এবং এইভাবে ঈশ্বর আমার প্রতি করুণাবশতঃ তাঁর স্বর্গরাজসভায় প্রবেশদানের অনুমতি দিয়েছেন। আমার কাছে তুমি গোপন করো না। বল তুমি তোমার পূর্ব জীবনে কে ছিলে ? তার সঙ্গে স্বর্গলোকে যাবার প্রকৃত পথের নির্দেশ দাও যাতে আমরা সহজেই পৌঁছতে পারি আমাদের গন্তব্য স্থলে।

সেই ছায়ামূর্তিটি তখন উত্তর করল, আমি ছিলাম লম্বার্ডির অধিবাসী। আমার নাম ছিল মার্কো। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আমি ভেনিসে বাস করতাম

এবং আমাকে অনেকেই চিনত। সৌজন্যবোধ, বদান্যতা, উদারতা, প্রভৃতি গুণে ভূষিত ছিলাম আমি। কিন্তু আমার চরিত্রে একটা দোষ ছিল। সামান্য কারণে অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতাম আমি। জীবনে কারো যোগ্যতার আমি মূল্য দিয়ে চলতাম না এবং নিজেও সর্বতোভাবে যোগ্য হয়ে ওঠার চেষ্টা করতাম না। তোমরা ঠিক পথেই উঠে যাচ্ছ।

আমি বললাম, আমি তোমার ইচ্ছা অবশ্যই পূরণ করব। কিন্তু আমার মন এমনই সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে যে সে সংশয়ের কথা ব্যক্ত না করে পারব না আমি। যে সংশয় আমার মনে বিদ্যমান ছিল সে সংশয় তোমার কথায় দ্বিগুণীকৃত হয়ে উঠেছে। আমার সমস্যা জটিল হয়ে গেছে আরও। তোমার কথায় আমার নূতন করে মনে হচ্ছে পৃথিবীটা একেবারে বন্ধ্যা। সেখানে কোন গুণ নেই যোগ্যতা নেই। আছে শুধু পাপ আর পাপ। নিচে পাপের বোঝাভারে সতত ভারী হয়ে আছে তার বুক; পাপের মেঘ সতত আচ্ছন্ন করে আছে সে পৃথিবীকে উপর থেকে। কিন্তু এর কারণ কি বলত। কেউ বলে এর কারণ আছে স্বর্গে, কেউ বলে এর কারণ আছে মর্ত্যে। কেউ বলে মানুষই তার সকল কর্মপ্রবৃত্তি ও পাপবোধের জন্য দায়ী; আবার কেউ বলে মানুষের সমস্ত কর্মাকর্ম ও পাপপুণ্যের জন্য নিয়তি বা দৈব বিধানই দায়ী। যাই হোক, সে কারণের কথা আমায় বল যাতে আমি নিজে জানতে পেরে আর পাঁচজনকে বলতে পারি।

বেশ বুঝতে পারলাম আমার কথায় তার অন্তরটাকে মোচড় দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। সে বলল, হা ভগবান! কী বলব ভাই, সমস্ত জগৎটা অন্ধ, যেমন অন্ধ তুমি আমি সবাই। তোমরা যারা জীবিত মানুষ তাদের জীবনের সমস্ত কার্যকারণতত্ত্ব গ্রহনক্ষত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তারা এক পূর্ব নির্দিষ্ট পথে চলতে বাধ্য করে তোমাদের। কিন্তু একথা যদি সত্য হয় তাহলে মানুষের মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু মানুষের মধ্যে এই স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির বিলুপ্তি ঘটলে কোন শুভ বা অশুভ শক্তি আনন্দ বা বেদনা জাগাতে পারবে তার মনে। সেটা অন্যায় হবে। জেনে রেখো, যে গ্রহনক্ষত্র মানুষের জীবনপথকে চূড়ান্তভাবে নিয়ন্ত্রিত করে সেই গ্রহনক্ষত্রই মানুষকে দান করে বিবেকবুদ্ধির আলো এবং এই আলোর সাহায্যেই মানুষ ন্যায় অন্যায় বিচার করতে পারে। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি অনেক সময় দৈবশক্তির সঙ্গে লড়াই করে জয়ী হতে পারে অবশ্য যদি তার মন ঠিকমত গড়ে ওঠে। তোমার মধ্যে

যে মন রয়েছে তা তোমার নিজস্ব সম্পদ; সে মনকে তুমি বলিষ্ঠ করে গড়ে তুলতে পার তোমার ব্যক্তিগত চেষ্টায়। তার উপর গ্রহনক্ষত্রের বা কোন দৈবশক্তির কোন অধিকার নেই। সুতরাং পাপপুণ্যের দায়িত্বভার মানুষকে নিজের উপরেই নিতে হবে। জগতে কেউ যদি পাপকাজ করে তাহলে তার কারণ তার নিজের মধ্যে তার ভ্রান্ত বিকৃত বিচারবুদ্ধির মধ্যেই অনুসন্ধান করতে হবে। বড বড সম্রাটদের অক্ষমতা ও দায়িত্বহীনতার জন্যই পৃথিবীর দুঃখভার বেড়ে চলে জানবে। মানুষের আত্মার মধ্যে যে যুক্তিবোধ আছে তা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ দান। এই যুক্তিবোধ মাতৃগর্ভ ভ্রূণ যখন ধীরে ধীরে শিশুদেহ ধারণ করে তখনই সঞ্চারিত হয় তার মধ্যে। সরল শিশু তার নিজস্ব কল্পনা ও খেয়ালখুশি অনুসারে চালিত হয়। সে তখন প্রায়ই ভ্রমক্রমে বিবেকবুদ্ধির অপরিপূর্ণতাহেতু তুচ্ছ বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু পরিণত বয়সেও মানুষ এমনি করে শিশুর মতই তার অসংযত খেয়াল খুশির বশবর্তী হয়ে চলে। বিশেষ করে রাজা মহারাজা বা শাসকশ্রেণীর স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতাকে অবশ্যই খর্ব করতে হবে। রাজা মহারাজারাই আইন প্রণয়ন করে। কিন্তু যে কোন প্রণীত আইনই যে মঙ্গলময় হবে এমন কোন কথা নেই। অনেক সময় আইন ভাল হলেও মানুষ তা মেনে চলে না, কারণ তারা দেখে আইন প্রণেতারা অর্থাৎ শাসকরা নিজেরাই আইন লঙ্ঘন করে চলেছে। মেষপালক নিজে যদি ঢিমে তালে চলে তাহলে মেষের পাল কখনো দ্রুতগতি হতে পারে না। সাধারণ মানুষ যখন দেখে তাদের রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ তাদের মতই স্বার্থপর ও কামনাবাসনায় মত্তচঞ্চল তখন তারা অন্যায় করতে থাকে অবাধে অকুণ্ঠভাবে। কোন নৈতিক কুণ্ঠা বা বিবেকের দংশন অনুভব করে না তার জন্য।

প্রাচীনকালে রোম জগৎকে এক নূতন পথ দেখায়। সে পথ ঈশ্বরের রাজ্যে উপনীত হবার পথ। রোম সম্রাট জাস্টিনিয়ানের মাধ্যমে জগতে খৃস্টধর্ম প্রচারের দ্বারা প্রথম দেখায় জগৎ তার নিজস্ব পথে এগিয়ে চলে। কিন্তু মানুষ জাতির পক্ষে এই পথটাই সব নয়। তাকে খুঁজে পেতে হবে ঈশ্বরের পথ। কিন্তু খৃস্টধর্ম প্রবর্তিত হবার পর থেকে খৃস্টধর্মের গুরু পোপ আর খৃস্টধর্মাবলম্বী সম্রাটদের মধ্যে বহুবার বহু দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। আর তার ফলে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে প্রশাসনের ক্ষেত্রে। কিন্তু যখন দেখা গেছে কোন পোপ বা ধর্মজগতের গুরু নিজেই সম্রাট হয়েছেন তখন শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করেছে খৃস্টান জগতে। উত্তর ইতালি বা লম্বার্ডির সমভূমিতে অবস্থিত রাজ্যগুলির

মধ্যে বিশৃঙ্খলার বিরাট ঝড় নেমে আসে যখন পোপ আর সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের মধ্যে বাধে এক চরম বিরোধ।

আজ সে দেশ পরিণত হয়েছে দুর্বৃত্তদের লীলাভূমিতে। ব্যবসা বাণিজ্য বা কথাবার্তায় লজ্জা বলে কোন জিনিস সেখানে নেই। সেখানে দুর্বৃত্তরা আজ অবাধে ঘোরাফেরা করে অরাজকতার তাণ্ডব চালিয়ে যায়। তবে আজও সেখানে তিনজন উদারহৃদয় মহৎ প্রাণ বৃদ্ধ জীবিত আছেন এবং তাঁরা আপন জীবনের মহত্বের দ্বারা বর্তমান জীবনের নীচতাকে ধিক্কার জানাচ্ছেন। তাঁরা হলেন কনরাদ পানাজ্জো। সদাশয় জিরার্ড ও গী কাস্তেল। পানাজ্জো ছিলেন তুস্কানির এক গুয়েলফ দলভুক্ত উদারহৃদয় ব্যক্তি। উদারতার প্রতীক জিরার্ডও ছিলেন বড় সদাশয় ব্যক্তি। মহাপ্রাণ কাস্তেলও ছিলেন তাঁর দানশীলতার জন্য সুপ্রসিদ্ধ ও সর্বজনশ্রদ্ধেয়।

আজ খৃস্টীয় ধর্মজগতের পীঠস্থান রোম ধর্মের নামে রাজনীতি শুরু করেছে। ধর্মজগতের গুরু তাঁর ধর্মীয় প্রভাবের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করতে চাইছেন। তিনি একাধারে হয়ে উঠতে চাইছেন ধর্মগুরু ও সম্রাট।

আমি তখন বললাম, ঠিক বলেছ মার্কো। আমি তোমার কথা বুঝতে পেরেছি। বুঝতে পেরেছি চার্চের যাজক ও পুরোহিতদের কেন সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত করার ব্যবস্থা করা হয়। যারা ধর্মসাধক তাদের উচিত পরান্ন বা ভিক্ষান্নে প্রতিপালিত হওয়া। বিষয় সম্পত্তি উত্তরাধিকারী হলে তারা পার্থিব ভোগসুখে মত্ত হয়ে অধ্যাত্মসাধনায় অবহেলা করবে। কিন্তু তুমি জিরার্ডের কথা বললে তিনি কে? আজকের এই দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ বর্বর যুগকে যিনি ধিক্কার দিচ্ছেন তাঁর প্রকৃত পরিচয় কি?

মার্কো বলল, তুমি কি আমাকে পরীক্ষা করছ না বিদ্রূপ করছ এ প্রশ্নের দ্বারা? ইতালির লোক হয়ে তুমি জিরার্ডকে জান না? বর্তমানে জিরার্ডকে অনেকে না জানলেও তাঁর কন্যা গুণহীন রূপসী গাইয়াকে সকলেই জানে, কারণ তার কুখ্যাতি আজ সর্বজনবিদিত। কিন্তু আমি আর তোমার সঙ্গে বেশীদূর যাব না। যে প্রায়ান্ধকার জটিল ধূম্রজাল আমাদের আচ্ছন্ন করে আছে তার উপান্তে ঐ দেখ কোন এক দেবদূতের দিব্য অঙ্গ হতে বিচ্ছুরিত আলোকরেখা দেখা যাচ্ছে। আমাদের পরিশুদ্ধিকাল এখনো শেষ না হওয়ায় আমরা এই ধূম্রজালবেষ্টিত স্থানের সীমানা ত্যাগ করে কোথাও যেতে পারব না। ঐ দেবদূত এখানে এসে পড়ার আগেই আমাকে সরে যেতে হবে অন্যত্র।

এই বলে সে মুখ ঘুরিয়ে আমায় আর কোন কথা না শুনেই চলে গেল।

## সপ্তদশ সর্গ

### তৃতীয় চত্বর : ক্রুদ্ধ অনুতাপীর দল

#### কাহিনীসংক্ষেপ

মেঘসদৃশ সঘন ধূমরাশির দ্বারা সতত পরিব্যাপ্ত সেই সীমানার বাইরে গিয়ে ক্রোধরূপ পাপের এক মূর্ত দৃষ্টান্ত দেখলেন দান্তে। তৃতীয় চত্বরের দেবদূত দান্তের ললাটদেশ হতে পাপের সাতটি অক্ষরের মধ্যে তৃতীয় অক্ষরটি তুলে দিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করল ও উপরে ওঠার পথ দেখিয়ে দিল। সিঁড়ি বেয়ে উপরতলার শেষ সীমায় উঠতেই দিনের আলো নিবে গেল। পরিশুদ্ধিপর্বতের নিয়মানুযায়ী রাত্রিবেলায় পাহাড়ে ওঠা নিষিদ্ধ। সময় কাটাবার জন্য ভার্জিল পরিশুদ্ধি পর্বতের অন্তর্গত বিভিন্ন চত্বরের গঠনপ্রকৃতি ও বিভিন্ন চত্বরে বিভিন্ন রকমের পাপ কিভাবে স্খালন হয় তার বিবরণ দান করতে লাগলেন দান্তেকে।

হে আমার প্রিয় পাঠকবর্গ, আপনারা যদি কোনদিন কুয়াশাচ্ছন্ন পার্বত্য পথে গিয়ে পড়েন তাহলে বুঝবেন সে কুয়াশা ভেদ করে পর্বতে আরোহণ করা কত দুরূহ ব্যাপার। অন্ধকারের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটেরা যেমন অন্ধকারের মধ্যে অতি ধীরে পথ চলে, কুয়াশাগ্রস্ত পার্বত্য পথিকদের ঠিক তেমনি অতি ধীরে এগোতে হয়। সে অবস্থায় পড়লে আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে সূর্য এখন অস্তমিত হতে চলেছে, প্রত্যূষে যখন সে সূর্য পূর্বাচল হতে সমস্ত অন্ধকার আর কুয়াশা ভেদ করে তার রশ্মিগুলি সব দিকে সঞ্চালিত করে দেয় তখন কেমন লাগে।

যাই হোক, আমি আমার পথপ্রদর্শকের সাহায্যে ধীরে ধীরে মেঘসদৃশ সেই অন্ধকার আর কুয়াশা ভেদ করে আলোর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। হে কল্পনা, এক একসময় তুমি আমাদের মাঝে মাঝে বিভ্রান্ত ও মোহমুগ্ধ করে এতদূরে নিয়ে যাও যে কোন শব্দই আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করতে পারে না। সর্বব্যাপী পার্থিব অন্ধকারের আঘাতে আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় যখন

প্রতিহত ও স্তব্ধ হয়ে থাকে তুমি তখন এক অলৌকিক স্বর্গীয় আলোর সাহায্যে সুদূরে ধাবিত হও। অথবা কোন আলোর সাহায্য না নিয়েও নিজের পথ নিজেই করে নাও। সহসা আমার কল্পনার পাখায় চড়ে মন চলে গেল ফিলোমেনার যুগে। প্রোক্‌নির স্বামী থ্রেসরাজ তেরেউস তার বোন ফিলোমেনার উপর পাশবিক অত্যাচার করার পর তার জিব কেটে দিলে ফিলোমেনা কোনরকমে সূচীশিল্পের দ্বারা তার বোনকে সেকথা জানায়। তার বোনের উপর তার স্বামী এই ধরনের অত্যাচার করার জন্য প্রোকনি তার নিজের হাতে আপন সন্তানকে হত্যা করে আর তার মাংস রান্না করে রাজা তেরেউসকে খেতে দেয়। সে কথা জানতে পেরে তেরেউস তখন প্রোকনি ও ফিলোমেনাকে হত্যা করতে গেলে তারা তিনজনেই পাখি হয়ে যায়। প্রোকনি ক্রোধের আতিশয্যে অতিশয় নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে আর সেই জন্যই তাকে পাখি হয়ে যেতে হয়। এ ঘটনাটি হচ্ছে আত্মীয়দের প্রতি ক্রোধ ও স্বজনদ্রোহিতার দৃষ্টান্ত।

আমি যখন কল্পনায় এইভাবে বহু দূর অতীতে চলে গিয়ে কত কি ভাবছিলাম তখন তিনটি দৃশ্য আমি দেখলাম। প্রথম দৃশ্যে দেখলাম পাখি হয়ে যাওয়া প্রোকনি আর ফিলোমেনা যেন সকরুণ সুরে গান গেয়ে সেই দুর্ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। আর একটি দৃশ্যে দেখলাম, একটি মানুষকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হচ্ছে আর তার ভয়ঙ্কর চোখগুলো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। সে মূর্তি হলো হামানের। প্রাচীনকালে পারস্য দেশে হামান নামে এক রাজা ছিল। মরদেসাই নামে এক ইহুদী তার কাছে মাথা নত করতে অস্বীকার করলে সমস্ত পারস্যবাসী ইহুদীদের ধ্বংস করার হুকুম দেয় হামান। তখন রাণী এশথারের অনুরোধে রাজা আহাসুয়েরাস হামানের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তাকে ধরে তার ফাঁসি দেন। এ ঘটনা হলো ঈশ্বরসৃষ্ট জীব বা মানুষের প্রতি ক্রোধের দৃষ্টান্ত। এই দ্বিতীয় দৃশ্যটি জলের উপর বুদ্বুদের মত মিলিয়ে যেতেই আমার স্বপ্নের মধ্যে ফুটে উঠল একটি বালিকার ছবি। সে বালিকা হলো রাজা লাতিনাসের কন্যা ল্যাভিনিয়া। ল্যাভিনিয়া যেন তার মাকে ভর্ৎসনার সুরে বলছে, 'পরের কথায় কেন তুমি এত দূর বিচলিত হচ্ছ মা? যদি এতই ক্রুদ্ধ হও ত নিজেকে হত্যা করো।' ল্যাভিনিয়ার টার্নাস নামে এক যুবকের সঙ্গে বিবাহের স্থির হয়। কিন্তু একজন মিথ্যা করে রটনা করে টার্নাস যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়েছে। দুঃখে ল্যাভিনিয়ার মা আমাতা সত্যি

সত্যিই আত্মহত্যা করেন। কিন্তু পরে দেখা যায় টার্নাস জীবিত আছে। এ ঘটনাটি হলো অপরের চক্রান্তে জাগরিত ক্রোধের দৃষ্টান্ত।

কোন নিদ্রাভিভূত ব্যক্তির চোখের পাতার উপর হঠাৎ কোন তীব্র আলোকছটা পড়লে যেমন তার সে নিদ্রা ধীরে ধীরে ভেঙ্গে যায় তেমনি এক আলোকছটার আঘাতে সুদূরপ্রসারী কল্পনার আবেশ টুটে গেল। কোথায় আমাকে যেতে হবে? চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। সহসা এক কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। কে যেন বলল, এই হলো ওঠার পথ, এইদিকে উঠে যাও।

তৎক্ষণাৎ আমার মন থেকে অন্য সব চিন্তা দূরীভূত হয়ে গেল নিঃশেষে। এ কণ্ঠস্বর যার তাকে আমি খুঁজতে লাগলাম চারদিকে। আমি তাকে দেখতে চাই। কিন্তু সূর্যের অতি তীব্র আলোর উজ্জ্বলতায় যেমন অনেক সময় আমার চোখে ধাঁধা লেগে যায় এবং আমরা আমাদের দৃশ্যবস্তুকে দেখতে পাই না, তেমনি যেন অদৃশ্য সেই জ্যোতির্ময় পুরুষের দিব্য অঙ্গচ্ছটার তীব্রতায় চোখে ধাঁধা লেগে গেল আমার।

আমার পথপ্রদর্শক তখন বললেন, এই জ্যোতির্ময় পুরুষ হলো ঈশ্বর প্রেরিত দূত, আমাদের পথ দেখিয়ে স্বর্গলোকের দিকে নিয়ে যেতে এসেছেন। নিষ্পাপ ব্যক্তিদের স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য ঈশ্বর এমনি অযাচিতভাবেই দূত পাঠিয়ে দেন, পথের নির্দেশ দান করেন। মানুষ যেমন আপন আত্মাকে ভালবাসে তেমনি ঈশ্বরও আমাদের ভালবাসেন এবং আমাদের মঙ্গলের কথা চিন্তা করেন। এখন ঐ দেবদূতের আলোকছটা অনুসরণ করে পথ চলতে থাক। এখন সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্রমাগত পাহাড়ে উঠতে হবে আমাদের সিঁড়ি বেয়ে। একবার সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে এলে আর চলা হবে না সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত।

আমার পথপ্রদর্শকের এই কথায় সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করলাম আমি। সহসা আমার ললাটে সেই দেবদূতের পাখার স্পর্শ পেলাম। সে দেবদূত আমার ললাটদেশ হতে পাপের একটি রেখা মুছে দিয়ে বলল, 'জগতে যারা শান্তিকামী তাদের মঙ্গল হোক।' এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে দেবদূত আমার মাথার উপর দিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। শূন্যে মিলিয়ে গেল তার দিব্য অঙ্গচ্ছটা। আকাশে বাতাসে নেমে এল অন্ধকার। সেই অন্ধকারের ওপারে অসংখ্য নক্ষত্র ফুটে উঠল আকাশে।

আমার সমগ্র অন্তরাত্মা যেন হাহাকার করে বলে উঠল, হে আমার

শক্তি, কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করে গেলে সহসা? মনে হলো আমার পা যেন পাথরের মত শক্ত হয়ে থেমে গেল একেবারে। ইতিমধ্যে আমরা সিঁড়ি বেয়ে উপরতলার শেষ ধাপে উঠে এসেছি। কিন্তু তখন আমাদের এতই ক্লান্তিবোধ হচ্ছিল যে আমার এক পা চলারও ক্ষমতা ছিল না। চরে আটকে যাওয়া জাহাজের মত আমরা যেন মাটিতে আবদ্ধ হয়ে গেছি।

আমি উৎকর্ণ হয়ে রইলাম, কোন শব্দ শোনা যায় কিনা তার প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। তারপর আমার পথপ্রদর্শকের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললাম, হে আমার ধর্মপিতা, বল এই চত্বরে কোন শ্রেণীর পাপ থেকে পরিশুদ্ধ হয় মানুষের আত্মা। আমাদের পথচলা এখন থামলেও তোমার মুখ যেন না থামে।

তিনি উত্তর করলেন, মঙ্গলকামনার আতিশয্য। মানুষ অনেক সময় অতি-মঙ্গল কামনায় জীবনের অনেক কর্তব্যকর্মে অবহেলা করে। এই চত্বরে এসে মানুষ তার সেই ভুল বুঝতে পারে। যাই হোক, এ ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে চাই; তুমি মনোযোগ দিয়ে শোন। সে কথা শুনলে আমাদের এই নীরব মুহূর্তগুলি সার্থক হয়ে উঠবে।

তিনি আরও বলতে লাগলেন, শোন বৎস, কী স্রষ্টা, কী সৃষ্ট জীব কেউ কখনো প্রবৃত্তিমূলক অথবা যুক্তিমূলক প্রেম ভালবাসা ছাড়া থাকতে পারে না। আশা করি তোমার তা জানা আছে। মানুষের যে প্রেম যে ভালবাসা স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক সে প্রেম সে ভালবাসার মধ্যে কোন ভুল থাকতে পারে না। কিন্তু যে প্রেম বা ভালবাসা সচেতন এবং যুক্তি বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তাতে অতি উদ্যমের আতিশয্য অথবা আলস্য বা অকর্মণ্যতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি ত্রুটি থাকতে পারে। একমাত্র পরম মঙ্গল হচ্ছেন ঈশ্বর। এই ঈশ্বরকে ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ ভালবাসা। মানুষ যে সব পার্থিব ভোগ্যবস্তুকে ভালবেসে কামনা করে তা মানব কল্যাণে প্রয়োজন হলে ত্যাগ করতে হবে। ঈশ্বরের তুলনায় পার্থিব বস্তু কম মঙ্গলকর। সুতরাং যারা ঈশ্বরকে অবহেলা করে পার্থিব ভোগ্যবস্তুসমূহকেই বেশি ভালবাসে তারা অন্যায় করে। যারা প্রতিবেশীদের ভাল না বেসে অর্থ ও সম্পদকে বেশী ভালবাসে তারাও অন্যায় করে। তবে ঈশ্বরে মতি রেখে ঈশ্বর-প্রীতিকে কোনরূপ খর্ব না করে কোন আতিশয্যের বশবর্তী না হয়ে মানুষ যদি জীবনধারণের উপযোগী পার্থিব বস্তুসমূহকে কিছু কিছু করে ভালবসে তাহলে তাতে কোন অন্যায় থাকতে পারে না। কিন্তু কেউ যদি ঈশ্বরকে ভুলে গিয়ে

মানুষকে অবহেলা করে শুধু তার প্রিয় কোন এক পার্থিব বস্তুকে লক্ষ্য করে উন্মাদের মত ক্রমাগত ছুটতে থাকে, যদি সেই বস্তুচিন্তার সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে তার সমস্ত প্রাণ মনকে কেন্দ্রীভূত করে তাহলে সে জীবনধর্ম হতে বিচ্যুত হয়, ঈশ্বরের বিধানকে লঙ্ঘন করে। তাহলে এবার বুঝে দেখ ভালবাসা শুধু সকল সৎ কর্ম নয়, সকল প্রকার অসৎ কর্মেরও মূলে প্রেরণা সঞ্চার করে থাকে। সব মানুষই কিছু না কিছু পাবার জন্য কিছু না কিছুর প্রতি ভালবাসা বা আসক্তি-বশতই কোন কাজ করে। কোন মানুষের আত্মস্বার্থ বা আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি প্রবল হয়ে যদি তাকে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন করে তোলে তাহলে সে বিচ্ছেদ তার আপন জনকের প্রতি ঘৃণারই সমতুল হয়। যে বিকৃত প্রেমের বশবর্তী হয়ে মানুষ পরের অমঙ্গল চায়, প্রতিবেশীদের অকল্যাণ করে সে প্রেমের উৎস অহংকার, ঈর্ষা আর প্রতিহিংসা। যারা অহংকারের বশে প্রতিবেশীর গৌরবে অসহিষ্ণু হয়ে তার ধ্বংস কামনা করে তারা নিজেরাই অগৌরব ও চরম অপমানের কর্দমাক্ত গহ্বরে পতিত হয়। আবার অনেকে অনেক সময় তাদের অর্জিত যশ মান ধন সম্পদ হারাবার ভয়ে অপরের ঈর্ষার কারণ হয়ে থাকে। তারা মানুষকে ঘৃণা করেই পার্থিব বস্তুকে বেশী ভালবাসে। তারা হীন। আবার অনেকে কোন কিছু হারিয়ে প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে। সব সময় পরের ক্ষতি-সাধনের জন্য চক্রান্ত করতে থাকে। এই চত্বরপ্রদেশে উপরোক্ত তিন রকমের বিকৃত প্রেমজনিত পাপ স্খালন হয়।

এরপর আমি তোমাকে বলব আর এক শ্রেণীর মানুষের কথা যারা বিকৃত উপায়ে অন্যায়ভাবে নিজের আকাঙ্খিত বস্তুকে কামনা করে। সকল মানুষের অন্তরই সুখ চায়। কিন্তু কোন পার্থিব বস্তুকে লাভ বা ভোগ করে মানুষ কথনো পরম সুখ বা পরম মঙ্গল লাভ করতে পারে না। একমাত্র ঈশ্বরের মধ্যেই আছে মানব জাতির পরম সুখ ও পরম কল্যাণ। ঈশ্বর হচ্ছেন সকল সুখ ও কল্যাণের বীজ এবং ফল।

সেই বিকৃত প্রেমাতিশয্যকণ্টকিত পাপাত্মারাই উপরের চত্বরপ্রদেশে নিদারুণ পরিতাপ ভোগ করে পরিশুদ্ধি লাভ করে অবশেষে। এরপর আমি আর কিছু বলব না। তুমি অনুমান করে নাও।

# অষ্টাদশ সর্গ

## চতুর্থ চত্বর : প্রেম সম্পর্কে ভার্জিলের দ্বিতীয় আলোচনা

### কাহিনীসংক্ষেপ

দান্তের একটি প্রশ্নের উত্তরে প্রেমের স্বরূপ সম্পর্কে নূতন করে আবার এক আলোচনা শুরু করলেন ভার্জিল। সেই প্রসঙ্গে স্বাধীন ইচ্ছা ও প্রেমের সম্পর্ক সম্বন্ধেও কিছু বললেন। তাঁর আলোচনা শেষ হতে দেখা গেল আকাশের মাথার উপরে উঠে পড়েছে চন্দ্রকলা। অনেক নক্ষত্র অস্ত গেছে। দান্তে যখন একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন তখন তিনি সহসা অলস পাপাত্মাদের চিৎকারে সচকিত হয়ে উঠলেন। দেখলেন সেই সব পাপাত্মা সারা চত্বরপ্রদেশে ঘুরে উদ্যম ও অকর্মণ্যতার বহু দৃষ্টান্ত ঘোষণা করে বেড়াতে লাগল। এই ঘোষণা প্রেতাত্মাদের অনুশোচনা অধিকতর তীব্র করে তোলে। সান দেনো মঠের অধ্যক্ষ দ্রুতবেগে কোথায় যাচ্ছিলো। হঠাৎ দাঁড়িয়ে তিনি দান্তে ও ভার্জিলকে পথনির্দেশ দান করলেন। তিনি তাঁর ধর্মজীবনের কথাও বললেন। ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেন দান্তে।

এইভাবে আমার গুরু কবিবর ভার্জিল আলোচনা শেষ করে আমার মুখপানে তাকালেন। তাকিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন আমি তাঁর কথায় সন্তুষ্ট হয়েছি কিনা।

যদিও আরও অনেক কিছু জানার তৃষ্ণা আমার মনকে পীড়িত করে তুলছিল তবু বাইরে আমি শান্ত ও তৃপ্ত হয়ে রইলাম। আমার ভিতরে তখন নিজের মনে মনে বলছিলাম, আমার অন্তহীন প্রশ্নের ব্যাকুলতায় অস্বস্তিবোধ করছেন আমার গুরুদেব। কিন্তু আমার পথপ্রদর্শক আমার মনের সেই প্রচ্ছন্ন ভাব ও অকথিত ইচ্ছার কথা বুঝতে পারলেন। আমি তাই বললাম, হে আমার গুরুদেব, তোমার জ্ঞানের আলো মানুষের মনের অন্ধকার গভীরেও স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করতে পারে। তোমার জ্ঞানের সেই অলৌকিক আলোর সাহায্যে সেই প্রেমের প্রকৃত সংজ্ঞা দান করো যাকে ভাল মন্দ যে কোন কর্মের উৎসরূপে একটু আগে অভিহিত করেছ।

তিনি তখন উত্তর করলেন, বুদ্ধির আলোই হচ্ছে মানুষের প্রকৃত চোখ।

আলোর দ্বারা অন্ধ মানুষও অপরকে পথ দেখাতে পারে। মানুষ যখন স্বতস্ফূর্ত-ভাবে কোন কর্মে প্রবৃত্ত হয় তখন বুঝতে হবে তার আত্মার বাইরে কোন না কোন বস্তুর প্রতি তার ভালবাসাই তাকে প্রবৃত্ত করেছে সে কর্মে। বাইরের বস্তুজগৎ হতে সংগৃহীত কোন একটি বস্তুর ভাবমূর্তিতে আকৃষ্ট হয়েই মানুষ ভাল মন্দ যে কোনো কাজ করতে বাধ্য হয়। সে কাজ করে আনন্দ পায় মানুষ। বাইরের কোন বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণই হলো ভালবাসা। আর সেই ভালবাসা প্রকাশিত হয় কর্মের মাধ্যমে। অগ্নি যেমন কোন দাহ্য বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে লেলিহান শিখা মেলে এগিয়ে চলে বা উর্ধ্বে উৎক্রমণের চেষ্টা করে তেমনি মানুষের প্রেমাকুল অন্তরাত্মা কোন বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সে বস্তুকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করতে চায়।

কিন্তু যারা ভাবে প্রেম কোন বস্তুর প্রতি মানুষের প্রেমাকুল আত্মার সহজ স্বাভাবিক আকর্ষণ বলে যে কোন প্রেমই বিশুদ্ধ তারা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েই একথা বলে। পার্থিব কোন বস্তুর প্রতি মানবাত্মা এই স্বতস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস সব সময় আধ্যাত্মিক তাৎপর্যে মণ্ডিত নয়। কারণ তারা মনে করে যে কোন প্রেমের উপাদানই পবিত্র। অর্থাৎ যে বস্তুর প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয়ে তাকে পেতে চায় সে বস্তু সব সময়ই শ্রেয়। কিন্তু প্রেয় বস্তু যে সব সময় শ্রেয় হবেই এমন কোন কথা নেই। প্রেমিকের প্রিয় বস্তু যদি অসৎ ও অশুদ্ধ হয় তাহলে তার প্রেমও অসৎ হতে বাধ্য। এক্ষেত্রে প্রেমিকের প্রেমাবেগে সততা বা নিষ্ঠার অভাব না থাকলেও প্রিয়বস্তু নির্বাচনের ত্রুটি তাকে পাপের পথে নিয়ে যায়। মোম ভাল হলেও সীল যদি খারাপ হয় তাহলে তার ছাপ খারাপ হবেই।

আমি তখন বললাম, আমি এবার প্রেমের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এ বিষয়ে এক অনিশ্চয়তাবোধ আমার মনকে পীড়িত করছে। এই প্রেমের ব্যাপারে আমি স্বাধীন ইচ্ছার স্ফুরণের কোন অবকাশ দেখতে পাচ্ছি না। বাইরের কোন বস্তু কোন উদ্দীপন কখন প্রেমাকর্ষণ সৃষ্টি করবে কোন মানুষের মনে তার যখন কোন স্থিরতা নেই তখন প্রেমের ক্ষেত্রে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি বা নির্বাচনের অবকাশ কোথায়? তাহলে এ ক্ষেত্রে ন্যায় অন্যায় পাপ পুণ্যের প্রশ্ন আসবে কেন?

আমার গুরু বললেন, যুক্তি দিয়ে যতদূর পারলাম বোঝালাম। এর পরও যদি কিছু বুঝতে চাও তাহলে যেতে হবে বিয়াত্রিসের কাছে। বিয়াত্রিসই

প্রেমের প্রকৃত স্বরূপ বোঝাতে পারে। আর তা বুঝতে বা বোঝাতে চাই গভীর ধর্মবিশ্বাস। জগতে প্রতিটি বস্তুর যেমন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, প্রত্যেকটি বস্তু যেমন অন্য সব বস্তু হতে পৃথক তেমনি দেখবে প্রতিটি বস্তুর একটি করে স্বতন্ত্র গুণ আছে। একমাত্র কাজের সময় ছাড়া সে গুণের পরিচয় পাওয়া যায় না। যেমন গাছের যে প্রাণ আছে তা তার পাতার মধ্য দিয়েই জানা যায়।

কিন্তু কোন মূল সূত্র বা শক্তি মানুষের মনে ক্ষুধা জাগায়? কোন শক্তি কোন বাহ্য বস্তুর প্রতি মানুষের আকর্ষণ-বিকর্ষণ প্রক্রিয়াটিকে পরিচালিত করে, মানুষ আজও তা বুদ্ধির দ্বারা জানতে পারেনি। এই ক্ষুধা এই আকর্ষণ সকল মানুষের মনের মধ্যেই আছে নিহিত। যে মূল প্রবৃত্তি মৌমাছিদের মধু অন্বেষণে প্রবৃত্ত করে, যে প্রবৃত্তি নিন্দা প্রশংসার অতীত, সেই প্রবৃত্তিই কামনা সঞ্চার করে মানুষের মনে, কর্মে প্রবৃত্ত করে তাকে।

কিন্তু সব মানুষের অন্তরেই এমন একটি যুক্তিবোধ আছে যার দ্বারা মানুষ তার সকল স্বাধীন ইচ্ছার গতি প্রকৃতিকে বিচার করে তাদের পথ দেখাতে পারে। আমরা আমাদের সেই অন্তর্নিহিত যুক্তিবোধের দ্বারা জীবনে প্রেয় ও শ্রেয়র মধ্যে সেতুবন্ধন করতে পারি। কোন বস্তুর প্রতি আমাদের প্রীতি বা আসক্তি অন্যায় বা ন্যায়সঙ্গত তা আমরা বুঝতে পারি।

মানুষ যুক্তির দ্বারাই ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট এই বিশ্বজগতের ব্যাখ্যা করে থাকে এবং ন্যায় নীতির বিধান করে থাকে। কোন বস্তুর প্রতি মানুষের প্রেমাকর্ষণ কোন না কোন প্রয়োজনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। একথা মেনে নিলেও মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার অবকাশ থাকে তার মনে। এই স্বাধীন ইচ্ছা আছে বলেই মানুষ অনেকাংশে ইচ্ছামত নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। শ্রেয়কে শ্রেয় হিসাবে কামনা করতে পারে। এই স্বাধীন ইচ্ছার স্বরূপ তোমাকে স্বর্গলোকে মহীয়সী মহিলা বিয়াত্রিস বিশ্লেষণ করে শোনাবে।

রাত্রি এখন মধ্যযাম। চন্দ্রকলা এখন অতীব জ্বলন্ত এক অগ্নিগোলকের মত উজ্জ্বল। নক্ষত্ররা আকাশের কোন কোন স্থলে কিরণ দিতে থাকলেও তারা বড় ম্লান।

সহসা আমাদের কাছে একদল অলস প্রেতাত্মা এসে উপস্থিত হলো। কবিবর ভার্জিলের কাছ থেকে আমার সকল প্রশ্নের জ্ঞানদীপ্ত উত্তর পাওয়ার পর তৃপ্ত চিত্তে আমি কিছুটা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। এমন সময় কোথা হতে ঘুরতে ঘুরতে একদল অলস প্রেতাত্মা এসে পড়ল সহসা ঠিক যেমন

একদিন ইসমেনাস ও এসোপিয়া নদীর ধারে গভীর রাত্রিতে থীবস্ নগরীর জনগণ মশাল হাতে বেকাসের সন্ধানে বেগে ধাবিত হয়েছিল। ঘোর অনাবৃষ্টির ফলে তাদের আঙুরের ক্ষেতে শুকিয়ে মরে যাচ্ছিল আঙুরগাছগুলি। তাই তারা বেকাসের কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করছিল।

সেই প্রেতাত্মারা ছুটতে ছুটতে এসে পড়ল আমাদের কাছে। তাদের সামনে ছিল দুটি মূর্তি। একটি মূর্তি জগন্মাতা মেরীর। মেরী কোন এক পাহাড়ের শিখরদেশ লক্ষ্য করে ছুটে চলেছেন। আর একটি মূর্তি রোম সেনাপতি সীজারের। সীজার ইলার্দা নামে কোন এক জায়গা জয় করার জন্য ছুটে চলেছেন ব্যস্ত হয়ে। আজ মার্সাই, কাল স্পেন এইভাবে একের পর এক করে চলেছেন রাজ্য জয় করে। এই দুটি মূর্তি হলো আলস্যের বিপরীত গুণ কর্মব্যস্ততার প্রতীক। এই দুটি প্রতীকের একটি ধর্মশাস্ত্র ও অন্যটি ইতিহাস হতে সংগৃহীত।

সেই প্রেতাত্মারা সেই দুটি মূর্তির পিছনে পিছনে ছুটতে ছুটতে বলে চলেছে, তাড়াতাড়ি করো। অমূল্য সময় আর যেন নষ্ট করো না। কোন মহৎ কর্ম সম্পন্ন করতে হলে এমনি অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করতে হয়। কঠোর শ্রমের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের কৃপা ও অনুগ্রহ লাভ করতে হয়।

আমার পথপ্রদর্শক তখন তাদের লক্ষ্য করে বললেন, শোন হে প্রেতাত্মার দল, একদিন আলস্যের মাধ্যমে যে অমূল্য সময় ব্যয় করেছ আজ শ্রান্তিহীন শ্রম আর এক কৃত্রিম কর্মোদ্যমের সাহায্যে সেই হারানো সময়ের মূল্যটিকে ফিরে পেতে চাইছ। শোন তোমরা, আমার পাশে যে জীবিত মানুষটিকে দেখছ, সূর্য অস্ত গেলে আর সে পাহাড়ে উঠতে পারবে না। সুতরাং বল, নিকটে কোন সহজ পথ আছে কিনা।

তাদের মধ্যে একজন একথা শুনে বলল, আমাদের সঙ্গে এস। যদি আমাদের পিছনে পিছনে ছুটে আসতে পার তাহলে অনতিদূরে এক গিরিপথ পাবে। আমরা এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতে পারব না তোমাদের জন্য। কারণ আমাদের একমাত্র কর্তব্যকর্ম হলো অবিরাম অবিশ্রান্তভাবে ছুটে চলা, আমাদের সারাজীবনব্যাপী আলস্য ও অকর্মণ্যতার প্রায়শ্চিত্ত করা। এতে তোমাদের প্রতি যদি কোন অসৌজন্য প্রকাশিত হয়ে থাকে তাহলে আমাদের ক্ষমা করো তার জন্য। আমি ছিলাম ভেরোনার স্যান জেনো নামে এক মঠের অধ্যক্ষ। আমার নাম ছিল যেরোর্দো। আমরা ছিলাম সম্রাট

ফ্রেডারিক বার্বারোসার অধীনস্থ। বার্বারোসা ১১৬২ খৃস্টাব্দে মিলান শহর ধ্বংস করেন বলে মিলানের লোক আজও তাঁর নিন্দা করে। আজ সেই ভেরোনার অধিপতি বৃদ্ধ আলবার্তো দেল্লা মৃত্যুপথযাত্রী হয়েও এক নিবিড়তম আক্ষেপযন্ত্রণায় দিন যাপন করছেন। কারণ তিনি তাঁর যে অবৈধ ও বিকৃত-দেহ সন্তানের হাতে রাজ্যভার দান করেছেন সে সব দিক দিয়ে অপদার্থ। সে পুত্রের দেহটার মত বুদ্ধিটাও বিকৃত ও অপূর্ণ। তাই পুত্রের জন্য দুঃখের অন্ত নেই বৃদ্ধ আলবার্তোর।

এর থেকে আর বেশী কিছু সে বলেছিল কি না তা আমি জানি না। তার বেশি আমি শুনতে চাইও নি। মোট কথা আলবার্তো দেল্লার পরিবারের কাছ থেকে আমি নানাভাবে কৃতজ্ঞ। আমি তাদের দ্বারা উপকৃত। তাছাড়া তাঁর বৈধ সন্তানরা চান না তাঁদের বংশমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হোক।

আমার পথপ্রদর্শক বললেন আমাকে, ঐ দেখ আরো দুটি মূর্তি আসছে। কারা যেন চিৎকার করে বলতে লাগল, একদিন যে ইসরায়েলবাসীরা মোজেসের অনুসরণ করতে করতে লোহিত সাগর অতিক্রম করার পর জর্ডন নদীর তীরে এসে আর মোজেসকে অনুসরণ করতে চায়নি এবং তা না চাওয়ার অপরাধে মরুভূমির মাঝে তাদের প্রাণ হারাতে হয়, আজ দেখ, সেই ইসরায়েলবাসীদের বংশধরেরা প্রায়শ্চিত্ত করছে সেই আলস্যরূপ অপরাধের।

আর একজন বলল, আবার দেখ এ্যাঙ্কিসেসপুত্র ঈনিসের যে অলস অনুচরেরা ঈনিসের অনুসরণ করতে চায়নি এবং তাকে মেসিনিতে একা ফেলে রেখে পালিয়ে যায় তাদের বংশধরেরাও আজ সেই আলস্যের অপরাধে ধিকৃত হচ্ছে।

অবশেষে সেই মূর্তিগুলি শূন্যে বিলীন হয়ে গেল মুহূর্তে। আর আমি তাদের কোন চিহ্ন দেখতে পেলাম না।

কিন্তু আমার মনের মাঝে আরো কত কাল্পনিক মূর্তি একের পর এক আবির্ভূত হতে লাগল। আর তার ফলে আমার মনের মধ্যে গড়ে উঠল স্বপ্নময় অস্বচ্ছ এক পরিবেশ। কেমন যেন ওলট পালট হয়ে গেল আমার সব চিন্তা।

# ঊনবিংশতি সর্গ

## চতুর্থ চত্বর : দান্তে কর্তৃক সাইরেনের স্বপ্নদর্শন

### কাহিনীসংক্ষেপ

ভোর হবার কিছু আগে সেই পৌরাণিক যাদুকরী সাইরেনের স্বপ্ন দেখলেন দান্তে। পরে দেখলেন কোন এক মহীয়সী মহিলার অনুরোধে কবিবর ভার্জিল সেই ভয়াবহ সাইরেনকে তাড়িয়ে দিলেন। তাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল দান্তের। তিনি দেখলেন সকালের আলো স্পষ্ট ফুটে উঠেছে চারদিকে। আবার তাঁরা শুরু করলেন তাঁদের দৈনন্দিন পথ চলা। সহসা তাঁরা কর্মোদ্যমের অধিষ্ঠাতা দেবদূতের সাক্ষাৎ পেলেন। এই দেবদূত তাঁদের আশীর্বাদ করে আর এক ধাপ উপরে যাবার এক সিঁড়ি দেখিয়ে দিলেন। পরিশুদ্ধি পাহাড়ের পঞ্চম চত্বরে এসে তাঁরা দেখতে পেলেন লোভী অনুতাপীদের। তাদের হাত পা শৃংখলিত এবং মাথা অবনত ও নিম্নমুখী। তাদের মধ্যে পোপ পঞ্চম আত্রিয়ানের দেখা পেয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন দান্তে।

ভোর হতে তখনো দু ঘণ্টা বাকি। চিরশীতল চন্দ্র ও শনিগ্রহের দ্বারা প্রভাবিত নিশাশেষে পৃথিবীর নৈশ শীতলতা তখনো উত্তপ্ত হয়ে ওঠেনি সূর্যের আবির্ভাবে। কুম্ভ ও মীনরাশিস্থিত নক্ষত্রগুলি উজ্জ্বলভাবে তখন কিরণ দিচ্ছিল বলে অন্ধকার অপসারিত হবার কোন লক্ষণ তখনো পর্যন্ত দেখা যায়নি।

এমন সময় সহসা স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে পড়ি আমি। স্বপ্নে দেখলাম, একটি কৃশকায় শুষ্কচর্মবিশিষ্ট খঞ্জপদ মহিলা আমাকে কি কারণে খুঁজছে। আমাকে সে খুঁজছে, অথচ তার মুখে কোন কথা নেই। তবে আমি তার পানে তাকাতেই সে মুখ খুলল। আমাদের নৈশশীতল অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি যেমন নবোদিত সূর্যের স্পর্শে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ঠিক তেমনি আমার দৃষ্টির স্পর্শে প্রতপ্ত ও সোচ্চার হয়ে উঠল তার হিমশীতল নীরবতা। তার শুষ্ক গণ্ডভিত্তিগুলি যেন নিটোল ও রক্তাভ হয়ে উঠল সহসা। সে গান করতে শুরু করল। তার জিহ্বা সহসা মুক্ত হতে অনেক গানের সুর অর্গলমুক্ত স্রোতোধারার মত বেরিয়ে আসতে লাগল। আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সে গানের

সুর শুনতে লাগলাম। তার গানের কথাগুলিতে ছিল, আমিই হচ্ছি সেই মায়াবিনী সাইরেন যে একদিন দূর মধ্য সমুদ্রে নাবিকদের আমার গানের মায়াবী সুরমাধুর্যের দ্বারা ভুলিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতাম। আমার গানের সুরে মুগ্ধ হয়ে তারা ভুলে যেত তাদের দেশের কথা। আমার গান যাদের একবার ভাল লেগে যায় তারা আর আমার কাছ থেকে কখনো যেতে পারে না।

একভাবে সে গান গেয়ে চলতে লাগল। এমন সময় স্বর্গীয় দীপ্তিতে উদ্‌ভাসিত মহীয়সী এক নারীমূর্তি দেখতে পেলাম আমি। মনে হলো তিনি যেন আমাকে যাদুকরী সাইরেনের মায়াবী সুরের মায়াজাল হতে মুক্ত করার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন সহসা।

তিনি এসেই ভার্জিলের নাম ধরে কিছুটা ক্রুদ্ধভাবে ডাকতে লাগলেন। তাঁর ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভার্জিলও ব্যস্ত হয়ে এসেই সাইরেনকে ধরে ফেললেন। তারপর তার ছদ্মবেশ ছিঁড়ে ফেলে তার পেটটা চিরে দিলেন। তার পেটের ভিতর থেকে এমন একটা উৎকট দুর্গন্ধ বার হচ্ছিল যাতে আমার ঘুমটা ভেঙে গেল।

আমি উঠেই ভয়ে ও বিস্ময়ে আমার পথপ্রদর্শকের খোঁজ করতে লাগলাম। দেখলাম তিনি আমার পাশেই রয়েছেন। তিনি আমাকে বললেন, আমি তিনবার তোমাকে ডেকেছি। উঠে এস, দেখি যে গিরিপথ দিয়ে এখানে প্রবেশ করেছ তার মুখটা কোথায়।

আমি উঠে এগিয়ে যেতে লাগলাম তাঁর সঙ্গে। তখন সূর্য উঠে গেছে। কতকগুলো মোটা সূর্যরশ্মি লম্বভাবে পড়ছিল আমাদের পিঠের উপর। দেখলাম সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে সেই পার্বত্য প্রদেশের প্রতিটি বস্তু।

আমরা পথের সন্ধানে সেই বৃত্তের প্রান্তদেশাভিমুখে পথ হাঁটতে লাগলাম। নানারকমের চিন্তার ভারে আমার মাথা অবনত হয়ে পড়েছিল। আমার মত চিন্তাক্লিষ্ট মানুষেরা এমন কুব্জভাবে পথ হাঁটতে থাকে মাথা নীচু করে যে তাকে দেখে মনে হয় সে যেন বৃত্তচাপের একটা অংশ।

সহসা কে যেন বলল, 'এদিকে এস, এই সেই গিরিপথ।' এমন মমতামধুর কণ্ঠস্বর জীবনে আমি কখনো শুনিনি। মুখ তুলে দেখলাম যে আমাদের লক্ষ্য করে একথা বলল সে প্রশস্ত পক্ষবিশিষ্ট এক জ্যোতির্ময় দেবদূত। আমাদের দুপাশে দুই প্রস্তরপ্রাচীরের ঊর্ধ্বভাগে ইশারা করে আমাদের কি দেখাল সেই

দেবদূত। হয়ত বলতে চাইল আমাদের গন্তব্যস্থল আছে উর্ধ্বলোকে। তারপর তার পাখার বাতাস দিয়ে আমাদের সান্ত্বনা দিয়ে আশীর্বাদ করে বলল, 'কি লুজেন্ত।' এইভাবে পাপের চতুর্থ অক্ষরটি দান্তের ললাট থেকে মুছে দিয়ে দেবদূত আশীর্বাদ করে বলল, যারা একদিন তাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতাপে অশ্রুপাত করে, বিলাপ করে, তারা একদিন না একদিন ঈশ্বরপ্রেরিত এক সান্ত্বনা লাভ করে।

সেই দেবদূতের নির্দেশমত আমরা সেই গিরিপথের সিঁড়ি বেয়ে উপরে কিছুটা উঠতেই আমার পথপ্রদর্শক আমাকে বললেন, এখনো পর্যন্ত তোমার দৃষ্টি মাটির দিকে নিম্নমুখী হয়ে রয়েছে কেন? কিসের কথা ভাবছ? তোমার দুঃখ কিসের?

আমি উত্তর করলাম, একটা অদ্ভুত স্বপ্ন মন থেকে মুছে ফেলতে পারছি না আমি। সেই উদ্ভট স্বপ্নের এক অবাঞ্ছিত আবেশে আলোড়িত হয়ে উঠছে আমার মন। আমি যেন হয়ে উঠেছি অর্ধচেতন এক পদার্থ।

আমার গুরু বললেন, এবার দেখ, সেই প্রাচীন যাদুকরীটা এখন পালিয়ে গেছে। তার যে মায়াজালে জড়িত হয়ে এই পাহাড়টা কাঁদত, এখন সে মায়াজাল হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত এ পাহাড়। এইটাই যথেষ্ট তোমার পক্ষে, এ কথা মনে রেখো। আর নীচের দিকে তাকিও না। পৃথিবীটাকে বিলীন হয়ে যেতে দাও তোমার পায়ের তলায়। এখন শুধু উর্ধ্বলোকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেখ সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি ঈশ্বর এক জায়গায় বসে সুখ-দুঃখ সমন্বিত তাঁর বিশাল ঐশ্বরিক চক্রটি আবর্তিত করছেন। তাঁকে দেখে মনে হবে যেন কোন বিরাটকায় পক্ষীরাজ তার মায়াবী পক্ষ বিস্তার করে শিকারের সন্ধানে বসে আছে অথবা যে কোন সময়ে উড়ে চলার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

ভার্জিলের একথায় উৎসাহিত হয়ে হালকা মনে আবার দক্ষিণদিকস্থ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম। আনন্দানুভূতিতে লঘু হয়ে উঠল আমার মন আগের মতই। অবশেষে পঞ্চম চত্বরের সমতলে এসে দেখলাম, অসংখ্য পাপাত্মা নিচের দিকে মুখ অবনত করে অনুশোচনা প্রকাশ করছে। তারা বলছে, আজ আমরা কিছুই চাই না। কোন উচ্চাভিলাষ নেই আজ আমাদের। আজ আমাদের আত্মা সামান্য ধূলিকণার সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেছে।

আমি তাদের কথাগুলি শুনলাম। কিন্তু এমন এক সম্মিলিত দীর্ঘশ্বাসের শব্দ দিয়ে ঢাকা ছিল তাদের কথাগুলি যাতে আমি ভালভাবে বুঝতে পারছিলাম না তাদের কথা।

আমার গুরুদেব তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে স্বর্গপথযাত্রী অনুতাপী মানবাত্মাগণ, যে ঈশ্বরের ন্যায়বিচারমণ্ডিত বিধান আশান্বিত হৃদয়ে সহ্য করে চলেছ তোমরা সেই ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যে আরোহণের পথ আমাদের বলে দাও।

তাদের মধ্যে একজন তার উত্তরে বলল, পরিশুদ্ধির জন্য যদি কোন অনুতাপের প্রয়োজন না থাকে তাহলে ডান দিকে চলে যাও। নির্বিঘ্নে চলে যাবে তোমাদের গন্তব্য স্থানের দিকে।

এই সব কথাগুলি শোনার পর আমি আমার গুরুর দিকে তাকালাম। তিনি আমার পানে তাকিয়ে আমার দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পেরে সম্মতিসূচক ইশারায় আমাকে সম্মতি দান করলেন।

প্রার্থিত সম্মতি লাভ করে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এগিয়ে গেলাম আমি। যে আত্মাটির ছায়ামূর্তির সঙ্গে আলাপ করতে যাচ্ছিলাম আমি সে তখন শুয়ে ছিল। আমি তার উপর ঝুঁকে মাথা নিচু করে বললাম, হে আত্মা, অনেক অশ্রু পাত করেছ তুমি, ঈশ্বরের সান্নিধ্যে গমন করার জন্য অনুতাপের এই অবিরত অশ্রুপাত ছাড়া ত অন্য কোন পথ নেই। ক্ষণিকের জন্য তোমার সব দুঃখ অবদমিত করে রেখে আমাকে বল, তোমার নাম কি এবং কেনই বা এখনো তোমার পিঠে বোঝা বহন করতে হচ্ছে? বল মর্ত্যলোকের যেখান থেকে আমি এসেছি জীবিত অবস্থায় সেখানে ফিরে গিয়ে তোমার কোন উপকার আমি করতে পারব কি না।

সেই ছায়ামূর্তি তখন আমাকে বলল, ঈশ্বরের বিধানে কেন আমরা এখানে শুয়ে আছি সেকথা পরে বলব, কিন্তু তার আগে শোন, 'কোদ ইগো পেত্রি সাকসেসার সিয়াস' অর্থাৎ আমি ছিলাম পোপ পিটারের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি। আমার নাম আদ্রিয়ান।

মধ্যযুগে লাতিন ভাষা চার্চে ব্যবহৃত সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃত ছিল বলেই আদ্রিয়ান লাতিন ভাষায় প্রথমে তার পরিচয় দান করল।

আদ্রিয়ান বলল, আমাদের পূর্বপুরুষরা ছিল লাভাগের কাউন্ট। শিয়াভেরী ও সেস্ত্রি নগরের মধ্যভাগে ফ্লেশি নামে এক বড় নদী আছে। এই ফ্লেশি নদীর নাম অনুসারেই আমাদের বংশের উপাধি গৃহীত হয়। যে পোপের-

পবিত্র পোষাক পার্থিব যত সব কলুষ ও মালিন্য হতে রক্ষা করে তাকে, ধর্মযাজকদের সে পবিত্র পোষাক পরিধান করেও আমার অন্তরের কোন পরিবর্তন হয়নি, আমার মন পবিত্র হয়নি। লোভ আর উচ্চাভিলাষ জাগল আমার মনে। সে উচ্চাভিলাষের উচ্চ শিখরে আরোহণ করে আমি দেখলাম, মানুষের উচ্চাভিলাষী অন্তর সতত এমনভাবে কামনা-চঞ্চল ও কর্মব্যস্ত থাকে যে তার কখনো বিশ্রাম নেই। আরও দেখলাম, মানুষের উচ্চাভিলাষ ক্রমশঃ এমন আকাশচুম্বী হয়ে ওঠে যে মানুষ কখনো সে উচ্চাভিলাষ পূরণ করতে পারে না জীবনে। অর্থলোভ আর সেই আকাশচুম্বী উচ্চাভিলাষ জাগে আমার মনে। কামনার আগুন জ্বলতে থাকে আমার বুকের মধ্যে। ক্রমে আমি ঈশ্বর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। সেই অনির্বাণ কামনার আগুনে আমার সমগ্র অন্তরাত্মা পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। আজ দেখ, কত শাস্তি আমি ভোগ করছি তার জন্য। এই অর্থলোভের শাস্তি কত ভীষণ, তার অনুতাপ কত তীব্র তা দেখ। আমরা জীবনে সব সময় পার্থিব বিষয়ে আসক্ত ছিলাম বলে এই পরিশুদ্ধির রাজ্যেও আমরা মাটিতে শায়িত আছি এবং আমাদের চোখের দৃষ্টি মাটির উপর নিবদ্ধ। স্বর্গলোকের পানে তাকাবার পর্যন্ত আমাদের অধিকার নেই। যেহেতু প্রবল অর্থলোভের দ্বারা আমাদের শুভ বুদ্ধি ও পরোপকার প্রবৃত্তি আচ্ছন্ন ছিল আমাদের জীবনে, ঐশ্বরিক ন্যায়বিচারের বিধানে আজ আমরা এখানে বন্দী হয়ে আছি। ঈশ্বরের যত দিন ইচ্ছা এইভাবে এখানেই শায়িত থাকতে হবে আমাদের।

সহসা আমি নতজানু হলাম। নতজানু হয়ে পোপ আদ্রিয়ানের প্রতি উপযুক্ত সম্মান দেখিয়ে কথা বলতে শুরু করলাম আমি।

আদ্রিয়ান তখন বলল, নতজানু হলে কেন?

আমি উত্তর করলাম, আমি দাঁড়িয়ে কথা বললে আপনার পদমর্যাদার প্রতি অন্যায় প্রদর্শন করা হবে। আমি আমার বিবেকের দংশন অনুভব করলাম যেন।

পোপ আদ্রিয়ান আমায় বলল, সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াও ভাই। আজ আমি সেই পরমেশ্বরের ভৃত্য। আজ তোমার আমার মধ্যে কোন ভেদ নেই। আমাদের ধর্মশাস্ত্রে আছে, 'নেক হুবেন্ত' অর্থাৎ ধর্মযাজক জীবনে বিবাহ করবে না। কারণ যেদিন হতে সে যাজকপদ লাভ করে সেদিন হতেই চার্চের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। সে বৈবাহিক সম্বন্ধ একমাত্র ঈশ্বরই ছিন্ন করতে পারেন।

কিন্তু তুমি এখন যাও। আর আমি তোমাকে এখানে বেশীক্ষণ থাকতে দিতে পারি না। তুমি এখানে থাকাকালে আমার অনুতাপের অশ্রুধারা-গুলি ঝরে পড়তে পারছে না। চোখের মাঝেই আবদ্ধ হয়ে আছে। আমার জীবিত আত্মীয় স্বজন বলতে আমার এক ভ্রাতুষ্পুত্রী আছে। তার নাম এ্যালেজিয়া। মর্সেলো মাবাসিয়ার সঙ্গে তার বিবাহ হয়। সে একজন ধর্ম-প্রবণ মহিলা। তবে যদি আমাদের বংশের ধারা তাকে দুর্নীতিপরায়ণ করে তোলে কোনক্রমে তাহলে অবশ্য কোন উপায় নেই। সে ছাড়া মর্তলোকে আমার আপনার বলতে আর কেউ নেই।

## বিংশতি সর্গ

### পঞ্চম চত্বর : অনুতাপী লোভীদের আত্মা : দানশীলতার দৃষ্টান্ত

কাহিনীসংক্ষেপ

পঞ্চম চত্বরে যেতে যেতে দান্তে ও ভার্জিল শুনতে পেলেন হুগো ক্যাপেত লোভী পাপাত্মাদের উদ্দেশ্যে লোভের পরিণাম সম্বন্ধে সচেতন করে তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করছে। হুগো তার ক্যাপেত বংশের পাপের কথা বলে বিলাপ করতে লাগল দুঃখে। সেই সঙ্গে শাস্তি ও সংযমের দৃষ্টান্তের কথাও বলতে লাগল। সামনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে দান্তে ও ভার্জিল এক প্রচণ্ড শব্দে চমকে উঠলেন। তাঁদের মনে হলো সমস্ত পাহাড়টা আমূল কেঁপে উঠল প্রবলভাবে। সঙ্গে সঙ্গে যত সব অনুতাপী পাপাত্মার দল একযোগে প্রার্থনা গান করতে লাগল। এক অদম্য কৌতূহল আচ্ছন্ন করে বসল দান্তের মনকে।

মানুষের ইচ্ছা বা বাসনার শত্রু হলো আরো ভাল এক বাসনা। সেই আরও ভাল বাসনার বশবর্তী হয়ে আমার প্রাথমিক সেই ইচ্ছা পূরণ না হতেই তার পিছনে ছুটে চললাম আমি।

আমি এগিয়ে চললাম আর আমার গুরুদেবও এগিয়ে চললেন। কোন দুর্গ প্রাকারের উপর সতর্ক পা ফেলে যেতে যেতে মানুষ যেমন থমকে দাঁড়ায় তেমনি আমার গুরুদেবও মাঝে মাঝে দাঁড়াতে লাগলেন যেতে যেতে। হে অর্থলোভরূপী নেকড়ে, অন্যান্য যত সব শিকারী পশু অপেক্ষা তুমি অনেক

বেশী শিকারের বস্তু লাভ করেও তৃপ্ত নও। তুমি আরও অর্থ আরও সম্পদ চাও। অভিশাপ নেমে আসুক তোমার মাথায়। হে স্বর্গলোক, অনেকে বলে তোমার নিয়ত ঘূর্ণ্যায়মান চক্রের দ্বারা মর্তলোকের সমগ্র জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তুমি বল কখন আসবে সেই অলৌকিক শিকারী কুকুর গ্রেগউণ্ড, এসে নিয়ে যাবে এই নেকড়েটাকে ?

এইসব ভাবতে ভাবতে বেশীদূর যেতে পারিনি আমরা। চিন্তার ভারে মন্দায়িত হয়ে পড়েছিল আমাদের গতি। একমাত্র আমাদের সন্নিকটে যে সব অনুতাপী ছায়ামূর্তিগুলি বিলাপ করছিল, সর্বগ্রাসী লোভের বশে কত পাপ-কর্মের জন্য যারা দুঃখবেদনায় নিরন্তর ফেটে পড়ছিল তাদের ছাড়া আর কোন দিকে তাকাইনি আমি।

সহসা আমাদের সামনে এক চিৎকারের ধ্বনি শুনতে পেলাম। কারা যেন সম্মিলিত কণ্ঠে চিৎকার করছে ! 'হায় মেরী !' তাদের সেই চিৎকার প্রসববেদনায় কাতর কোন নারীর আর্তনাদের মত সকরুণ শোনাচ্ছিল।

যারা এ চিৎকার করেছিল তারাই আরো বলে চলে, হায় মেরী, আমরা জানি সেদিন তোমার কিরূপ কষ্ট হয়েছিল। সমগ্র মানবজাতির উদ্ধারের জন্য যে অমূল্য রত্ন তুমি সেদিন গর্ভে ধারণ করেছিলে সে রত্ন কোথায় প্রসব করবে, তাকে কোথায় ভূমিষ্ঠ করাবে তার জন্য ভূমি খুঁজে পাচ্ছিলে না তুমি।

তারপর আর একবার ওরা চিৎকার করে বলল, হায় সদাশয় ফেব্রিসিয়াস, তুমি সারাজীবন ধরে সততার সঙ্গে দারিদ্র্য ভোগ করে যেতে চেয়েছ, তবু অসৎভাবে ধনৈশ্বর্য লাভ করতে চাওনি।

এইভাবে সেই সব অনুতাপী পাপাত্মারাই লোভরূপ পাপের বিপরীত গুণের দুটি দৃষ্টান্তের কথা স্মরণ করে অনুশোচনা করতে লাগল। একটি জগন্মাতা মেরীর দৃষ্টান্ত। মেরী হচ্ছেন সৎ ধর্মসম্মত পবিত্র দারিদ্র্যের প্রতীক যিনি যীশুর মত রত্নকে উপযুক্ত স্থান না পেয়ে কোন এক আস্তাবলে প্রসব করেন। আর একটি সৎ ও পবিত্র দারিদ্র্যের দৃষ্টান্ত হলো রোমের রাষ্ট্রদূত কায়াস ফেব্রিসিয়া-সের যিনি স্যামনাইট ও এপিরাসের রাজা পাইরাসের ব্যাপারে কোনরূপ উৎকোচ গ্রহণ করতে চাননি।

এই সব দৃষ্টান্তের পবিত্র কথাগুলি ভাল লাগছিল আমার। আমি তাই যারা এইসব কথা বলছিল সেই সব পাপাত্মাদের কাছে এগিয়ে গেলাম তাদের সঙ্গে আলাপ করার জন্য। সেই সব ছায়ামূর্তিদের একজন তখনও

তৃতীয় এক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করছিল। এ দৃষ্টান্ত হলো ধর্মযাজক নিকোলাসের যিনি খৃস্টের জন্মের চতুর্থ শতকে ছিলেন লিসিয়ার বিশপ, যিনি তাঁর এক দরিদ্র প্রতিবেশীর ঘরে তার তিন কন্যার বিবাহের জন্য লুকিয়ে এক সোনার থলে ফেলে দেন।

আমি বললাম, হে অনুতাপী আত্মা, কত সুন্দর সুন্দর তুমি কথা বলছ। এবার বল তুমি কে ছিলে আর কেনইবা তোমার দলের অন্যান্যরা তোমার সঙ্গে একযোগে সেই মহান পবিত্র দারিদ্র্যের দৃষ্টান্তের কথাগুলি উচ্চারণ করল না? তোমার এই সব পুণ্যকথা বৃথা যাবে না কখনো। যদি আমি কোনদিন মরণ-শীল জীবনে আবার ফিরে যাই তাহলে আমি তার প্রতিদান দেবার চেষ্টা করব অবশ্যই।

সে তখন উত্তর করল, আমি তোমাকে সব কথা বলব, কিন্তু আমার কোন স্বার্থের জন্য নয়। বলব তোমার মধ্যে যে জীবিত মানুষ রয়েছে তাকে অভিবাদন জানাতে। ক্যাপেতীয় বংশরূপ যে বিষবৃক্ষের কথা তোমরা শুনেছ আমিই সে বৃক্ষের মূল অর্থাৎ আমিই সে বংশের প্রতিষ্ঠাতা। সেই বিষাক্ত বৃক্ষের এক অশুভ ছায়া সারা খৃস্টান জগৎকে অনপনেয় কালিমার দ্বারা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল দীর্ঘকাল ধরে। আমাদের এই ক্যাপেতীয় বংশ ক্রমাগত রাজ্য জয় ও প্রভাবপত্তি বিস্তারের দ্বারা প্রায় আড়াইশত বছর ধরে ইউরোপে প্রভুত্ব করে চলে। সেই বিষাক্ত বৃক্ষে কোন সুফল ফলেনি। দুয়ে, লিলি, ঘেণ্ট ও ব্রাজেস প্রভৃতি ফ্ল্যাণ্ডার্সের শহরগুলি যদি একযোগে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করত তাহলে আমাদের সে বংশের গর্ব খর্ব করে দিতে পারত। আমার নাম ছিল হুগো ক্যাপেত। আমি ছিলাম ফ্রান্স অর্লিয়াঁ, বার্গাণ্ডি, এ্যাকুইতেন, প্যারিস প্রভৃতি রাজ্যের ডিউক। আমার পুত্রের নাম ফিলিপ আর লুই। তাদের বংশধরেরা এই কিছুকাল আগে পর্যন্ত রাজত্ব করে এসেছে। কথিত আছে কোন সাধারণ কশাইএর ঔরসে আমার জন্ম হয়। পঞ্চম লুইএর সঙ্গে ক্যাপেতীয় বংশের নাম বিলুপ্ত হয়ে যায় ফ্রান্স থেকে। কিন্তু তার পর থেকে হয়ত সেই বংশের ব্যাপক প্রভাবের ফলেই ফ্রান্সের যে কোন পরবর্তী রাজার ফিলিপ অথবা লুই এই নামে নামকরণ করা হয়। আমি যখন ধীরে ধীরে ক্ষমতা সঞ্চয় করি, সাধারণ অবস্থা থেকে তখন ফ্রান্সের রাজাদের রাজগৌরব অস্তমিত হয়ে আসছিল। আমি অনেকগুলি রাজ্য জয় করলাম। অনেক ধনসম্পদ অর্জন করলাম। অনেক বন্ধু ও সমর্থক করতলগত হলো আমার।

ফলে আমার পুত্রের মস্তক সহজেই শোভিত হয়েছিল রাজমুকুটে। উদ্ভব হলো নূতন এক রাজবংশের যার নাম ক্যাপেতীয় বংশ। আমাদের এই বংশের দুই সন্তান নবম লুই ও তার ভাই আঞ্জুর চার্লসের সঙ্গে প্রোভেন্সের ডিউক রেমণ্ড বীরেঞ্জারের দুই কন্যা মার্গারেট ও বিয়াত্রিসের সঙ্গে বিবাহ হয়। আর এই বিবাহের ফলে যৌতুকস্বরূপ প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী হয় আমাদের বংশের সন্তানগণ। তারপর থেকে ক্রমাবনতি শুরু হয় আমাদের বংশের। কারণ এর পর থেকে গৌরবের সুউচ্চ আসন থেকে নেমে এসে সে বংশের সন্তানগণ হীন প্রতারণা ও দস্যুবৃত্তির পথ অবলম্বন করে। ফ্রান্সের মধ্যে নর্মাণ্ডি, পন্থিউ, গ্যাসকনি প্রভৃতি রাজ্যগুলি জোর করে দখল করে। অষ্টম লুইএর পুত্র আঞ্জুর প্রথম চার্লস ম্যানফ্রেডের বিরুদ্ধে এক বিরাট সমরাভিযান চালিয়ে ইতালি আসে! বেনেভেন্তোর প্রান্তরে উভয় পক্ষে এক তুমুল যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে চার্লস কনরাদিনকে পরাজিত করে তার শিরচ্ছেদ করে। পরে সেণ্ট টমাস এ্যাকুইনালকে হত্যা করে অকালে স্বর্গে পাঠায়। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি ফ্রান্স থেকে আর এক চার্লসএর আবির্ভাব ঘটবে। সে হচ্ছে ফিলিপের ভাই ভ্যালয়ের চার্লস। সে ইতালির অন্তর্দ্বন্দ্বে শান্তি স্থাপন করতে এসে ফ্লোরেন্স নগরীকে দান করবে কৃষ্ণদলের হাতে আর তার ফলে দান্তে সহ অনেক শ্বেতদলভুক্ত লোকদের নির্বাসিত হতে হবে দেশ থেকে। এ কাজের জন্য কোন অস্ত্র আনেনি সে। সে এসেছিল একাকী এবং সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায়। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক জুডাসের মত এক অহেতুক প্রতিহিংসার শানিত ছুরিকা দিয়ে ফ্লোরেন্স নগরীর বুকে এক চরম আঘাত হেনে গেল সে। এর ফলে কোন রাজ্য সে লাভ করেনি। কোন ধনসম্পদের সে অধিকারী হয়নি। উপরন্তু পেয়েছে শুধু এক অপরিসীম পাপের এক অনপনেয় অপবাদ আর লজ্জার গ্লানি।

আমি আর একজন চার্লসকে জানি। সে হচ্ছে প্রথম চার্লসএর পুত্র দ্বিতীয় চার্লস। আরাগনের পেদ্রোর বিরুদ্ধে এক নৌযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে এক স্পেনদেশীয় নৌসেনাপতির হাতে বন্দী হয়। সে তার কন্যার বিবাহের জন্য কুখ্যাত আজ্জোর কাছ থেকে প্রচুর টাকা উৎকোচ গ্রহণ করে। যেন সে অর্থের বিনিময়ে ক্রীতদাসীর মত আপন কন্যাকে বিক্রি করে দেয়। হে অর্থলোভ, তুমি কীই বা না পার? তুমি আমাদের দেহের রক্ত ও মনের বিবেকবুদ্ধিকে এমনভাবে বিভ্রান্ত করো যে আমরা আমাদের আপন পুত্র-কন্যাদের প্রতি পর্যন্ত স্বাভাবিক দয়া প্রদর্শন করতে পারি না। অকারণে

নির্মম নিষ্ঠুর ও নির্দয় হয়ে পড়ি তাদের উপর।

এর পর আমি বলব ফরাসীদেশস্থ লিলির ফিলিপ ও পোপ অষ্টম বনিফেসের দীর্ঘ সংগ্রামের কথা, যে ভয়ঙ্কর সংগ্রামের শেষে নেমে আসে এক বিয়োগান্তক পরিণতি। ফিলিপ পোপ বনিফেসের বিরুদ্ধে নিয়ে আসেন চৌর্য ও অধর্মাচরণের অভিযোগ। পোপ তাঁর প্রতি দান করেন বহিষ্কারের দণ্ডাদেশ। তাঁর প্রজাগণকে নিষেধ করেন রাজার প্রতি আনুগত্য দান করতে। পোপ বনিফেস যখন এ্যালাগনার গীর্জায় বাস করছিলেন তখন তিনি রাজা ফিলিপের বিরুদ্ধে বহিষ্কারের দণ্ডাদেশটি রচনা করেন। তার কথা ফিলিপ জানতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে দূত পাঠিয়ে পোপকে জোর করে বন্দী করার ব্যবস্থা করেন। সে দূত গীর্জার সমস্ত ঘরগুলি তছনছ করে পোপের ঘরে ঢুকে বলপূর্বক তাঁকে বন্দী করে নানাভাবে লাঞ্ছনা করে। তখন পোপের বয়স ছিল ছিয়াশি। অবশেষে এ্যালাগনার জনগণ অবশ্য তাঁকে উদ্ধার করে রোমে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু এই অপমান ও দুঃখ সহ্য করতে না পেরে একমাসের মধ্যেই মারা যান বনিফেস। বনিফেসকে যখন বন্দী করা হয় তখন তাঁর অধীনস্থ যাজকরা পালিয়ে যায়। তিনি তখন বলেন জুডাসের চক্রান্তে যীশু যেমন বন্দী হয় তেমনি আজ আমিও বন্দী হলাম। কিন্তু পোপের মত উপযুক্ত আত্মমর্যাদাসহ মৃত্যু বরণ করব।

মেরীর মূর্তির নিচে তাঁর সন্তানের অবমাননা করে ফিলিপ। ফিলিপ এর পর দারুণ অত্যাচারী হয়ে ওঠে। এক অতৃপ্ত উত্তপ্ত প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে সে একের পর এক গীর্জাগুলি আক্রমণ করতে থাকে। ধর্মস্থানের পবিত্রতা নষ্ট করে অকারণে শাস্তি দিতে থাকে যাজক ও পুরোহিতদের।

হে ঈশ্বর, কখন আমরা দেখতে পাব এই অন্যায়ের প্রতিকার? কখন দেখতে পাব তোমার পবিত্র ক্রোধের ন্যায়সঙ্গত প্রকাশ? তোমার পবিত্র ক্রোধাবেগ সর্বপ্রকার আত্মগত অশুভ স্বার্থপরতন্ত্রতা হতে মুক্ত বলে তা শান্ত ও তার গতি শ্লথ।

সারাদিন ধরে আমরা এইভাবে অর্থলোভের দৃষ্টান্তের কথা স্মরণ করি। আমরা স্মরণ করি দিদোর ভ্রাতা পিগম্যালিয়নের কথা। যে অর্থলোভে দিদোর স্বামীকে হত্যা করে। আমরা স্মরণ করি ফার্জিয়ার রাজা মিডাসের কথা যিনি স্বর্ণদেবতার কাছ থেকে লোভের বশে এমন এক বর লাভ করেন যার ফলে যা কিছু স্পর্শ করতেন তাই সোনা হয়ে যেত। ফলে কিছু খেতে

না পেয়ে তিনি সে বর ফিরিয়ে নিতে বলেন।

আরো অনেক আছে অর্থলোভের দৃষ্টান্ত। জেরিকোর পতন হবার সঙ্গে সঙ্গে জোশুয়া এই মর্মে আদেশ জারি করলেন যে সমস্ত অধিকৃত ধনরত্ন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে হবে। কিন্তু অচন সেই ধনরত্নের মোটা একটা অংশ ব্যক্তিগত ভোগের জন্য সরিয়ে রেখেছিল। তাই জোশুয়ার আদেশে তার লোকেরা অচন ও তার পরিবারের লোকদের পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলে। এর পর আছে আগনিয়াস আর সাফাইরার কথা। তখনকার দিনে খৃস্টান ধর্মাবলম্বী সব ব্যক্তিরা এক জায়গায় তাদের সকল সঞ্চিত ধনরত্ন গচ্ছিত রাখত। সাফাইরা কিন্তু আগানিয়াস ও সাফাইরার সেই গচ্ছিত সোনা সমগ্র সম্প্রদায়ের কোন স্বার্থপূরণের উদ্দেশ্যে বিক্রয় করলেও তার মূল্যস্বরূপ যা পায় তার থেকে একটা অংশ নিজেদের জন্য রেখে দেয়। তার শাস্তিস্বরূপ তারা দুজনেই সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে পিটারের পায়ের উপর পড়ে যায়। এর পর আছে রাজা সেলেউকাসের পরামর্শদাতা হেলিওডোরাস আর থ্রেসরাজ পলিমেস্টারের কথা। হেলিওডোরাস একবার জেরুজালেমের মন্দির লুণ্ঠন করে প্রচুর সোনা রাজা সেলেউকাসকে এনে দেবার জন্য মন্দির ভাণ্ডার লুণ্ঠন করতে যায়। কিন্তু গিয়ে সহসা দেখেন অপরূপভাবে সজ্জিত ঘোড়ার পিঠে চেপে তার দিকে ছুটে আসছে অদ্ভুত এক সওয়ারী। সেই সওয়ারীর পদাঘাতে আহত হয়ে মাথা নিচু করে ফিরে এল স্বর্ণগৃধ্নু হেলিওডোরাস। থ্রেসের রাজা পলিমেস্টারের কাছে ট্রয়রাজ প্রিয়াম তাঁর পুত্র পলিডোরাসের হাত দিয়ে বহু সোনা গচ্ছিত রাখেন। ট্রয়নগরীর পতনের পর পলিডোরাকে হত্যা করে সেই সব সোনা একা আত্মসাৎ করেন। আর এক দৃষ্টান্ত আছে লোভের পরিণামের। পার্থিয়ার যুদ্ধে মার্কাস লিসিনিয়াস ক্রোনাস পরাজিত হলে পার্থিয়ার রাজা হাইরোদস লিসিনিয়াসের লোভ আর লালসার জন্য তার গলায় সোনা গলিয়ে ঢেলে দেয়। এইভাবে ক্রোনাসকে সোনার আস্বাদ কি তা ভালভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

এইভাবে যুগ যুগ ধরে চলে আসা মানুষের লোভ লালসার আর তার ভয়াবহ পরিণামের দৃষ্টান্তের কথাগুলি আমরা বারবার বলে চলি। কেউ নিম্ন আবার কেউ বা উচ্চকণ্ঠে সে কথা উচ্চারণ করে চলে সারা দিন ধরে। আর আমি শুধু একা নই, আমার সঙ্গে অনেকেই কণ্ঠ মিলিয়ে

এই সব কথা বলে পাপাত্মাদের অনুতাপকে তীব্র করে তুলি ।

আমরা আর সেখানে দাঁড়ালাম না। আমরা ছগো ক্যাপেতকে ত্যাগ করে পাহাড়ে ওঠার জন্য আবার সর্বশক্তি প্রয়োগ করলাম। সহসা সমগ্র পাহাড়টা যেন আমূল কেঁপে উঠল প্রবলভাবে। মনে হলো আমরা যেন ছিটকে পড়ে যাব কক্ষচ্যুত উল্কার মত। আমাদের মনে হলো সমগ্র পরিশুদ্ধিপর্বত প্রাচীন গ্রীসের ভাসমান ভেনাস দ্বীপের মত যেন শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। কথিত আছে পুরাকালে ভেনাস ছিল সমুদ্রে সতত ভাসমান একটি দ্বীপ। সে দ্বীপে একবার দেবরাজ জুপিটারের অন্যতমা স্ত্রী লাতোনা জুনোর হিংসার ভয়ে সন্তান প্রসবের জন্য এসে ওঠেন। কিন্তু ভাসমান দ্বীপের কম্পমান মাটিতে সন্তান প্রসব সম্ভব নয় বলে জুপিটার মায়াবলে সেই ভাসমান ও নিয়ত কম্পমান ভেনাস দ্বীপকে স্থিতিশীল করে দেন। লাতোনা তখন নির্বিঘ্নে দুটি যমজ সন্তান প্রসব করেন। তারা এ্যাপোলো ও ডায়েনা নামে পরিচিত।

সহসা এক প্রবল সমবেত চিৎকার আর কর্মব্যস্ততা দেখা গেল। আমার গুরু ভার্জিল আমার কাছে এসে বললেন, কোন ভয় নেই। তুমি আছ আমার তত্ত্বাবধানে।

তখন দেখলাম সমবেত কণ্ঠে প্রার্থনা সঙ্গীত শুরু হয়েছে। সে সঙ্গীতের প্রথম চরণটি হলো লাতিন ভাষায়, 'গ্লোরিয়া ইন একসিলসিস' অর্থাৎ 'ঈশ্বর পরম গৌরবময়।' এ সঙ্গীত প্রথম গীত হয় দেবদূতদের কণ্ঠে যীশুখৃস্টের জন্মমুহূর্তে। তখন এ সঙ্গীতের স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত সুরধারা শুনে বেথলেহেমের রাখাল বালকেরা যেমন শুদ্ধ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আমরাও তেমনি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণ পর সব বিহ্বলতা কাটিয়ে আমরা আবার পাহাড়ে উঠতে লাগলাম। আমাদের দৃষ্টি হয়ে উঠল ঊর্ধ্বমুখী। কিন্তু বোধাতীত এক অপার রহস্য এমনভাবে কখনো আচ্ছন্ন করে ফেলেনি আমার মনকে। যতদূর আমার মনে পড়ে এ ধরনের কৌতূহল এমন করে পীড়া দেয়নি আমাকে কখনো। সে রহস্যকে ভেদ করার জন্য অসংখ্য প্রশ্ন উত্তাল হয়ে উঠল আমার মনে। কোনরকমে বিমূঢ় অবস্থায় পথ চলতে লাগলাম আমি সে কৌতূহল অন্তরে চেপে রেখে।

# একবিংশতি সর্গ

## পঞ্চম চত্বর : লোভী পাপাত্মার দল

### কাহিনীসংক্ষেপ

পঞ্চম চত্বরের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে দান্তে ও ভার্জিল কবি স্টেসিয়াসের ছায়ামূর্তির দেখা পেয়ে গেলেন ঘটনাক্রমে। ৮০-৯৬ খৃস্টাব্দের অন্তর্বর্তীকালীন রোমক কবি পাবলিয়াস প্যাপিনিয়াস স্টেসিয়াস 'থীবাল্ড', 'একিলেড' প্রভৃতি কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। স্টেসিয়াস তাঁদের বললেন, সমগ্র পার্বত্যদেশ জুড়ে যে কম্পন শুরু হয় তার কারণ হলো এই যে দীর্ঘ অনুতাপ ভোগের পর একটি অনুতাপী আত্মা মুক্তিলাভ করল। মুক্তির সেই সমবেত উল্লাস এইমাত্র প্রকাশিত হলো এই কম্পনের মাধ্যমে। স্টেসিয়াস নিজেই লোভী পাপাত্মাদের মধ্যে প্রায় পাঁচশত বছর কাটিয়ে সম্প্রতি মুক্তিলাভ করেছেন। ভার্জিলের এক প্রশ্নের উত্তরে স্টেসিয়াস বললেন, তিনি ঈনিডের কবি ভার্জিলকে দেখার জন্য কতদিন কত কামনা করেছেন। ভার্জিলের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে কত কবিতা লিখেছেন তিনি নিজে। ভার্জিল সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও দান্তে কোনরকমে হাসি দমন করতে পারলেন না এবং তিনি বুঝিযে বললেন কেন তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে সব জেনেও নিয়ম ভঙ্গ করেছেন। দান্তে স্বীকার করলেন কোন এক প্রশ্নের উত্তরে যে ভার্জিলই তাঁর সঙ্গী এবং পথপ্রদর্শক। স্টেসিয়াস তখন হয়ত ভার্জিলের পায়ের উপর পড়তেন। কিন্তু ভার্জিল কোনরকমে তাঁকে অনেক করে বুঝিয়ে প্রতিনিবৃত্ত করেন এ ব্যাপারে।

যে স্বতস্ফূর্ত পিপাসায় আর্ত হয়ে সামারিয়ার সেই দরিদ্র নারী একদিন জলভিক্ষা করেছিল আর একমাত্র নির্মল জল ছাড়া যে পিপাসা নিবৃত্ত হয় না, সে পিপাসা আর্ত করে তুলেছিল আমাকেও। যদিও আমার পথপ্রদর্শক ক্রমাগত দ্রুত এগিয়ে যাবার জন্য আমাকে তাড়া দিচ্ছিলেন তথাপি ঈশ্বরপ্রদত্ত শাস্তিজনিত নিবিড়তম অনুতাপের দ্বারা বিদ্ধ প্রণতদেহ সেই সব ছায়ামূর্তিদের দেখে করুণার উদ্রেক হচ্ছিল আমার অন্তরে।

সহসা এক ছায়ামূর্তিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম আমাদের দিকে। সেন্ট লিউকলিখিত বাইবেলের গল্পে যেমন দেখা যায় সেই পুনরভ্যুত্থানের

দিন যীশুকে দুজন পথিক তাঁর পাহাড়মধ্যস্থিত কবর হতে সহসা উঠে আসতে দেখে বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়ে, আমাদের ঠিক সেই অবস্থা হয়েছিল। প্রণতদেহ সেই সব অনুতাপীর দলের ভিতর থেকে সে ছায়ামূর্তি উঠে এল অবনত মস্তকে। সে-ই প্রথমে কথা বলল, হে আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ, ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।

আমরাও সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলাম। ছায়ামূর্তিটি ধর্মের নামে লাতিন ভাষায় আমাদের অভিবাদন জানিয়ে বলেছিল 'প্যাক্স ভবিসকাম' অর্থাৎ তোমাদের মঙ্গল হোক। আর আমরা তার উত্তরে বলেছিলাম, 'এত্ কাম স্পিরিতু তুও' তোমাদেরও আত্মার মঙ্গল হোক।

অতঃপর ভার্জিল বললেন, ঈশ্বরের যে বিধান আমাকে অনন্ত অভিশাপের পথে ঠেলে দেয় সেই বিধান যেন তোমাকে এক পরম শান্তি দান করে।

সেই ছায়ামূর্তিটি বলল, তা কি করে সম্ভব ?

আমরা তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই এগোতে শুরু করলাম। সে আবার বলল, তোমরা যদি ঈশ্বরের কৃপা হতে বঞ্চিত থাক তাহলে এত সিঁড়ি বেয়ে পরিশুদ্ধি পাহাড়ের এত উপরে উঠে এলে কিভাবে ?

আমার গুরু বললেন, আমার সঙ্গী এই মানুষটির মুখপানে তাকিয়ে দেখ। এর ললাটে দেবদূতেরা কি চিহ্ন এঁকে দিয়েছেন। এই পাহাড়ের এক একটি ধাপে উঠে আসে আর ওর ললাট হতে এক একটি চিহ্ন মুছে দেওয়া হয়। এইভাবে ও উঠে যাবে এ পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখরদেশে। এটা বিধিনির্দিষ্ট। কিন্তু যেহেতু ক্লোদোর আগে তুলো দিয়ে ল্যাচেসিস ওর ভাগ্যের সুতো এখনো ঠিকমত কাটেনি সেইহেতু ও একা পার্বত্যপথে উঠে আসতে পারেনি। ও তোমার আমার মত চোখ এখনো পায়নি।

পুরাণে কথিত আছে ল্যাসেসিস নামে এক মায়াবিনী মহিলা ক্লোদোর দ্বারা সংগৃহীত তুলারাশির উপাদানে নিরন্তর প্রত্যেক মানুষের ভাগ্যের সুতো কেটে চলেছে এক চরকায়। মৃত্যুকালে এ্যাট্রোপোস কাঁচি দিয়ে সেই সুতোটা কেটে দেয়।

এ রাজ্যের ও কিছুই জানে না এবং জানা সম্ভব নয় বলেই আমি নরকের দ্বারপথ হতে ওর পথপ্রদর্শকরূপে ওকে পথ দেখিয়ে আনছি। আমি তাকে বাকি পথটুকুও দেখিয়ে নিয়ে যাব। এখন যদি পার তুমি আমাদের বল, একটু আগে এক প্রবল উল্লাসজনিত কম্পনে কেন সমগ্র পাহাড়টা কেঁপে উঠল

আমূলভাবে এবং সেই উল্লাসেরই বা কারণ কি ?

আমার গুরুদেবের এই প্রশ্নে আমার মনের কথাই যেন গুঞ্জরিত হয়ে উঠল। সঠিক তথ্য জানতে পারার আশা আমার জ্ঞান-পিপাসার আর্তিটা অনেক কমিয়ে দিল।

সেই ছায়ামূর্তিটি তখন উত্তর করল, এই পার্বত্যদেশে প্রচলিত কতকগুলো পবিত্র নিয়ম আছে। সে সব নিয়ম এমনই অমোঘ অলঙ্ঘনীয় যে কোন বিপদ বিপর্যয় বা কোন অবস্থাতেই তার পরিবর্তন হয় না। এই পাহাড়ের কোন অংশ কোন পথঘাট প্রকৃতিগত কোন পরিবর্তনের অধীন নয়। এই পাহাড়ের শিখরদেশে যে তিনটি ধাপ আছে আকাশ থেকে যে বৃষ্টি, তুষার ও শিশির পড়ে তা সেই তিনটি ধাপের নিচে নামতে পারে না। কোন মেঘ যত ঘনই হোক না কেন এ পাহাড়কে স্পর্শ করতে পারে না, কোন বজ্র এর উপর আঘাত হানতে পারে না। থ্যামনাসকন্যা আইরিস অর্থাৎ রামধনুকের কোন রংও এ পাহাড়ের গায়ে লাগে না। পুরাণে কথিত আছে মাতা গী অর্থাৎ পৃথিবী আর পিতা পণ্টাস অর্থাৎ সমুদ্রের পুত্র থ্যামনাসএর ইলেক্ট্রা নামে আর এক কন্যা ছিল। ইলেক্ট্রা ছিল এক জলপরী। কোন ঝড়ও ঐ তিনটি ধাপ ছাড়া এ পাহাড়ের কোন অংশকে আঘাত দান করতে পারে না। কোন রৌদ্রতাপও দগ্ধ করতে পারে না এ পাহাড়কে। পাহাড়ের উপরকার তিনটি ধাপে পিটার এসে একবার পা দিয়েছিলেন। ঐ তিনটি ধাপের নীচে পাহাড়টা কথনো কথনো কেঁপে ওঠে। কিন্তু ভূগর্ভস্থ কোন কম্পন এ পাহাড়কে কাঁপাতে পারে না। তবে যখন কোন আত্মা পরিশুদ্ধ হয়ে স্বর্গপথগামী কোন উন্নত স্তরে উঠে যায় তখনি এ পাহাড় কেঁপে ওঠে আমূলভাবে। তখনি এক প্রবল উল্লাস ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে এ পাহাড়ের প্রতিটি কন্দরে।

পাপ-পরিশুদ্ধি প্রক্রিয়ার ব্যাপারে মানুষের ইচ্ছাশক্তিই সবচেয়ে বড় কথা। মানুষ ইচ্ছা করলেই পরিশুদ্ধ করতে পারে নিজের আত্মাকে। পাপপ্রবৃত্তির যে সঘন কলুষ এক করালকুটিল মেঘচ্ছায়ার দ্বারা মানুষের বিবেকবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রেখে দেয়, ঐশ্বরিক বিধানের দিব্য আলোকে ম্লান করে দেয়, সেই পাপপ্রবৃত্তির কলুষিত মেঘচ্ছায়াকে মানুষ তার ইচ্ছাশক্তির প্রবলতার দ্বারাই অপসারিত করতে পারে। মুক্ত ও পরিশুদ্ধ করতে পারে নিজেকে। অবশ্য সে ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে চাই ঐশ্বরিক ন্যায়বিচার। কামনার যে নিবিড়তার

দ্বারা মানুষ কোন পাপকর্মে প্রবৃত্ত হয়, সমপরিমাণ নিবিড়তার দ্বারা সে যদি অনুতাপের বেদনা ভোগ না করে তাহলে ঈশ্বর তার পাপ কখনো স্খালন করেন না।

স্টেসিয়াস আরো বলল, পাঁচশত বছরেরও অধিককাল আমি এই অনুতাপের বেদনা ভোগ করে আসছি। এই দীর্ঘকাল পর সবেমাত্র আজ আমি অনুভব করছি আত্মার অবাধ শক্তি। স্বর্গলোকের পথে আরো এক উন্নত স্তরে উন্নীত হবার যোগ্য হয়ে উঠেছি আজ আমি। একটু আগে যে কম্পন তোমরা অনুভব করেছ, যে উল্লাসধ্বনি তোমরা শুনেছ তা আমারই জন্য। এইভাবে এ পাহাড়ের মূল হতে মাথা পর্যন্ত কাঁপিয়ে ঈশ্বর আমার সেই আত্মিক মুক্তির বার্তা ঘোষিত করেন। প্রবল উল্লাসধ্বনির দ্বারা অন্যান্য অনুতাপী আত্মারা আমাকে অভিনন্দন জানায়।

এইভাবে সব কথা ব্যক্ত করল স্টেসিয়াসের ছায়ামূর্তি। তৃষ্ণার্ত মানুষ জলপানে যেমন তৃপ্ত হয়, তার কথায় আমার কৌতূহলতৃষ্ণা তেমনি শান্ত ও তৃপ্ত হলো।

আমার পথপ্রদর্শক তখন তাকে বললেন, বুঝলাম, যে জাল এতকাল তোমায় বেঁধে রেখেছিল আজ সে জাল ছিন্ন। আজ তুমি মুক্ত তার থেকে। বুঝলাম কিজন্য এ পাহাড় আমূল কেঁপে উঠেছিল, কেন সমবেত উল্লাসধ্বনি কর্ণ বিদীর্ণ করেছিল আমাদের। এবার আমার একটা কথার উত্তর দাও, বল তুমি কে আর কেনই বা এত দীর্ঘকাল অনুতাপের অশ্রু পাত করে এসেছ।

ছায়ামূর্তিটি উত্তর করল, রোমসম্রাট ভেসপাসিয়ানের পুত্র টিটাস যিনি যীশুখৃস্টের মৃত্যুর জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করছিলেন ইহুদীদের উপর, যিনি জেরুজালেম অবরোধ করেন, যিনি তাঁর সদাশয়তা ও সদাচারের জন্য প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন তাঁর সাম্রাজ্যে সেই টিটাসের রাজত্বকালের মানুষ আমি। আমিও প্রচুর জনখ্যাতি লাভ করি। কিন্তু আমার দোষ ছিল এই যে আমার কোন ধর্মবিশ্বাস ছিল না। রোমের তুলুস বংশে ৫৮ খৃস্টাব্দে জন্ম হয় আমার। আমি যে সব গীতিকবিতা রচনা করি তার জন্য দেশের জনগণ অপরিসীম প্রশংসায় ভূষিত করে আমায়। আমার নাম ছিল স্টেসিয়াস। আমি আমার কাব্যে থীবস্ জাতি আর গ্রীকবীর একিলিসের গুণগান করি। কিন্তু একিলিসের কথাকে কাব্যরূপ দেবার সময় মৃত্যু ঘটে আমার। যে কাব্যপ্রেরণা আমার গীতিকবিতা রচনায় অনুপ্রাণিত করে, ঈশ্বরের এক

আশ্চর্য আগ্নের উৎস হতে উৎসারিত হয় সে প্রেরণার আলো। অথচ আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতাম না। আমি ভার্জিলের ঈনিড নামক কাব্যগ্রন্থ হতেও প্রচুর প্রেরণা পাই। সে কাব্য না পড়লে আমি কিছুই লিখতে পারতাম না। কিছুই করতে পারতাম না আমি। কবিবর ভার্জিলকে দেখার জন্য বা তাঁর সাহচর্য লাভের জন্য প্রয়োজন হলে আমি অনেক দিন নির্বাসনদণ্ড পর্যন্ত ভোগ করতে পারতাম।

এই কথাগুলি শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভার্জিল নীরবে আমার পানে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকালেন। সে দৃষ্টির অর্থ হলো এই যে, চুপ করে থাক। এখনো কোন কথা বলো না।

কিন্তু সকল সময় আমাদের ইচ্ছামত কাজ করার ক্ষমতা থাকে না। হাসি বা অশ্রুর আবেগ কোন উদ্দীপনের দ্বারা আমাদের মনে উদ্দীপিত হতে না হতেই তা আত্মপ্রকাশ করে। আমাদের তাতে ইচ্ছা না থাকলেও তারা তা শোনে না। অনেক ক্ষেত্রে আমরা ইচ্ছামত চলতে পারি না।

আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমি হেসে ফেললাম। সঙ্গে সঙ্গে সেই ছায়া-মূর্তিটি তার কথা বলা থামিয়ে দিল। আমার মুখপানে কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর বলল, বল, কেন তোমার মুখের উপর দিয়ে একটি হাসির ঝিলিক খেলে গেল। এইভাবে এক উপহাসের হাসি যেন তোমার দীর্ঘ শ্রমের সমস্ত গুরুত্বকে লঘু করে দেয়।'

আমি তখন দুদিক থেকে দুটি বিরুদ্ধ চাপ অনুভব করলাম। অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গেলাম আমি। একজন আমাকে চুপ করে থাকার জন্য ইশারা করছেন আর একজন আমাকে কথা বলার জন্য অনুরোধ করছে। আমার মনের সে অবস্থার কথা বুঝতে পেরে আমার পথপ্রদর্শক বললেন, তোমার যা বলার এবার তা বল। সংশয়াকুল চিত্তে উনি যা জানতে চাইছেন তা ওঁকে জানিয়ে দাও।

তখন আমি সেই ছায়ামূর্তিকে বললাম, তুমি আমার হাসি দেখে বিস্মিত হয়ে উঠেছ, কিন্তু এর পর যা বলব তাতে তুমি আরো অনেক বিস্ময় অনুভব করবে। যিনি আমার এই যাত্রাপথে সারাক্ষণ পথ দেখিয়ে আসছেন, যিনি আমার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনিই হচ্ছেন ভার্জিল। এই সেই কবিবর ভার্জিল যাঁর কাব্যের সমুন্নত বিষয়বস্তু দেবতা ও মানবজাতির জীবনসঙ্গীত রচনা করার ক্ষমতা দান করেছিল তোমায়। তুমি যদি আমার হাসির কারণ অন্য

কিছু ভেবে থাক তাহলে তা মন থেকে মুছে ফেল। তাঁর সম্বন্ধে তুমি যা বলেছিলে সেই কথা ভেবেই আমি হেসে ফেলেছিলাম।

আমার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সে নত হয়ে আমার গুরু ভার্জিলের চরণ চুম্বন করতে গেল। কিন্তু তিনি তাকে ধরে তুলে বললেন, একাজ করো না ভাই। ভুলে যেও না তুমি ছায়ামাত্র আর আমিও ছায়াশরীর।

সে তখন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এর দ্বারা নিশ্চয় বুঝতে পারছ তোমার প্রতি আমার ভালবাসা কত নিবিড়, কত ব্যাপক। আর এর জন্যই আমি ছায়াকে বাস্তব কায়া বলে ভুল করেছিলাম।

## দ্বাবিংশতি সর্গ

### ষষ্ঠ চত্বরের পথে উৎক্রমণ : উদারতার দেবদূত

#### কাহিনীসংক্ষেপ

দান্তে, ভার্জিল ও স্টেসিয়াস এই তিনজন কবি মার্জনার গিরিপথের মধ্য দিয়ে ষষ্ঠ চত্বরের পথে এগিয়ে যেতে লাগলেন। এমন সময় উদারতার এক দেবদূত এসে পঞ্চম চত্বরের আশীর্বাদ ঘোষণা করে গেল এবং দান্তের ললাটদেশ হতে লোভরূপ পাপের অক্ষরটি তুলে দিল। স্টেসিয়াস ঋষি বললেন, এতদিন ধরে তিনি যে শাস্তি ভোগ করছিলেন তার কারণ তার অর্থলোভ নয়। তার কারণ হলো তাঁর অমিতব্যয়িতা। পরস্পরবিরুদ্ধ সব পাপগুলির এই চত্বরে স্খলন হয় এবং পাপীরা পরিশুদ্ধ হয়। এর পর স্টেসিয়াস বললেন, ভার্জিলের কাব্য পাঠ করে তিনি খৃস্টধর্ম অবলম্বন করেন। কিন্তু অত্যাচারের ভয়ে লুকিয়ে এই ধর্মে দীক্ষিত হন তিনি। তথাপি তাঁর মধ্যে কিছু কাপুরুষতা ও অকর্মণ্যতার যে দোষ ছিল তার স্খলনের জন্য তাঁকে অলস অনুতাপীদের জন্য নির্দিষ্ট চত্বরে আটক থাকতে হয় দীর্ঘক্ষণ। ভার্জিল তাঁদের লিম্বোতে অবস্থানকারী গ্রীক ও রোমের বহু বিশিষ্ট আত্মার কথা বললে পর তাঁরা আবার উঠে যেতে লাগলেন। অবশেষে শেষ সিঁড়িতে ওঠার পর ডান দিকে ঘুরে ষষ্ঠ চত্বরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। অতঃপর তাঁরা নির্মল-জলসিঞ্চিত এক ফলন্ত বৃক্ষের তলায় এলে সেই বৃক্ষের শাখা হতে এক কণ্ঠস্বর

শোনা গেল। কে যেন বলল, তাঁরা যেন সে বৃক্ষের ফল ভক্ষণ না করেন। তারপর সেই কণ্ঠস্বর অধৈর্য ও ক্রোধের বিপরীত সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্তের কথাগুলি ঘোষণা করল।

যে দেবদূত আমাদের ষষ্ঠ চত্বরের পথে নিয়ে যাচ্ছিলেন, যিনি আমার ললাটদেশ হতে আর একটি পাপের চিহ্ন অপনোদন করেন তিনি আমাদের পিছনেই ছিলেন। ন্যায়পিপাসু অনুতাপী আত্মাদের আশীর্বাদ জানিয়ে তিনি লাতিন ভাষায় বললেন, 'বেটি কি সিতিয়ান্ত জাস্টিনিয়াম' অর্থাৎ যারা সত্য ও ন্যায়ের জন্য ক্ষুধা ও তৃষ্ণাবোধ করে তারা ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য হয়।

আগের থেকে আমার পাদুটো হাল্কা বোধ হতে লাগল। যে কোন গিরিপথে আমি অনায়াসে চলতে পারছিলাম। আমার সঙ্গে ভার্জিল ও স্টেসিয়াসের যে ছায়ামূর্তিদুটি ছিল তাদের সঙ্গে অতিক্রুত আমি হেঁটে চলেছিলাম।

ভার্জিল বললেন, নীতি ও ধর্মসম্মতভাবে যে প্রেমের আলো প্রজ্জ্বলিত হয় সে আলো অন্য কেউ দেখলেই তার অন্তরেও জ্বলে ওঠে অনুরূপ প্রেমের আলো। ভেসিয়াস জুনিটাস জুডেনালিস নরকপ্রদেশের অন্তর্গত লিম্বোতে বসবাস করতে আসার পর তার দুঃখ থেকে আমার প্রতি তোমার ভালবাসার কথা শুনেছি। জুডেনাল ছিলেন রোমক হাস্যরসিক কবি। তাঁর পুত্র নীরো ছিলেন রোমের সম্রাট। তাঁর মুখ থেকে তোমার কথা শোনার পর তোমার প্রতি আমার এমন নিবিড় ভালবাসা জাগে যে এর আগে কোন অদৃষ্টপূর্ব প্রেমাস্পদের জন্য কোন প্রেমিকের অন্তরে সে ভালবাসা জাগেনি। আর সেই ভালবাসার প্রভাবে দেখবে তোমার পক্ষে কত সহজ হয়ে উঠবে সিঁড়িতে উৎক্রমণের পথ। যদি আমি দুঃসাহসিকতার সঙ্গে কোন অন্যায় বা অবাঞ্ছিত কথা বলে থাকি তাহলে বন্ধুভাবে তা ক্ষমা করো। এখন বন্ধুভাবে আমাকে বল, কেমন করে তুমি লোভের বশবর্তী হয়ে পড়। তোমার যে অন্তর কষ্টার্জিত জ্ঞানরূপ রত্নে পরিপূর্ণ সে অন্তরে কেমন করে লোভ জাগে?

এর উত্তরে স্টেসিয়াস হেসে বললেন, তোমার প্রতিটি কথাই আমার প্রতি তোমার ভালবাসার অভ্রান্ত নিদর্শন। জগতে ও জীবনে এমন অনেক অদৃশ্য জিনিস আছে যা আমাদের কাছে অহেতুক জটিল বলে মনে হয়। তুমি হয়ত ভেবেছ পূর্বজীবনে আমি ছিলাম কৃপণ সঞ্চয়ী। তোমার প্রশ্ন শুনে আমার তাই মনে হয়। কিন্তু জেনে রাখ, কার্পণ্য বা সঞ্চয় কাকে বলে,

তা জানতাম না আমি। আমার অর্থলোভের কারণ ছিল আমার অমিত-ব্যায়িতা। আর সেই পাপেই আমাকে কষ্টভোগ করতে হয় পাঁচশত বছর ধরে। তুমি এক জায়গায় লিখেছিলে, 'হে সুনিবিড় স্বর্ণগৃধ্নুতা, কেন তুমি মানুষের অর্থ কামনাকে সংযত করো না?' এইভাবে তুমি রাগে দুঃখে মরণশীল মানব জাতির এক শাশ্বত দুর্বলতার কথাটিকে দিয়েছিলে সুন্দর কাব্যরূপ। কিন্তু আর একটু খুঁটিয়ে দেখলে দেখতে পাবে অনেক মানুষ অর্থের প্রতি লোভ করলেও তা ভোগ করে না, শুধু সঞ্চয় করে চলে। আমি কিন্তু সেই সঞ্চয়-প্রবৃত্তি হতে নিজেকে মুক্ত করে শুধু অমিতব্যয়িতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিই। অনেক সময় মানুষ জীবনে বা মৃত্যুকালে অজ্ঞতাবশতঃ অনুশোচনা করে না বলে মুক্তি পায় না পাপ হতে। অনুতাপের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হলো, মানুষ যে পাপ করে সেই পাপের বিপরীত একটি সদ্‌গুণের অনুশীলন করা। কিন্তু অন্যান্য অনুতাপীদের মত আমি অনুতাপের অশ্রু দিয়ে আমার সব পাপ ধুয়ে দিতে পারিনি।

কবিবর ভার্জিল তখন বললেন, তোমার থীবাইদ কাব্যের বিষয়বস্তু তোমার ধর্মবিশ্বাসের অভাবকেই সূচিত করে। থীবস্‌'এর বিধবা রাণী জোকাস্তা না জেনে তারই আপন পুত্র ঈডিপাসকে বিবাহ করে এবং সেই আপন পুত্রের ঔরসজাত দুটি যমজ সন্তান প্রসব করে। তোমার কাব্যগ্রন্থে এই ঘটনারই কাব্যরূপ। আমার মনে হয় ঐতিহাসিক ক্লিও ও তুমি ছিলে পেগান ধর্মাবলম্বী। তোমাদের কোন ঈশ্বর বিশ্বাস ছিল না। তা যদি হয় তাহলে কোন পবিত্র আলো তোমার মনের অবিদ্যার অন্ধকার দূর করে তোমাকে এখানে নিয়ে আসে সেন্ট পিটার প্রদর্শিত পথে?

তখন স্টেসিয়াস বলল, তুমিই আমাকে সে পথ দেখিয়েছ। তুমিই দেখিয়েছ আমাদের ঈশ্বরবিশ্বাসের পথ। আমি যখন সেই পুরাণকথিত পার্নেসাসের গিরিগুহার রাজ্যে তার মায়াবী ঝর্ণার উজ্জ্বল জলধারা পান করার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, যে জল একমাত্র কাব্য ও শিল্পকলার অধিষ্ঠাতা দেবতা এ্যাপেলো ও মিউজ পান করে, তখন তুমিই আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলে। তোমার কাব্য পাঠ করেই আমি পাই কাব্যরচনার প্রেরণা। তুমি তোমার একোস কাব্যগ্রন্থে বলেছিলে, জগতে শীঘ্র এক মহান নবজাতকের জন্ম হবে। ন্যায়বিচার ফিরে আসবে পৃথিবীতে। স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত ভাবধারাসম্পন্ন এক নতুন মানবজাতির জন্ম হবে। সূচনা হবে

এক নতুন যুগের। লাতিন ভাষায় লিখিত এই কথাগুলি ছিল,

ম্যাগনাস এ্যাব ইন্‌টিগ্রো স্যাকলোরাম নেসিটার অর্ডো
জ্যান রেদিৎ এৎ ভাগো
রীডিয়াস্ত স্যাটার্ণা রেগনা
জ্যান নোভা প্রোজেনিৎ সেলো দিমিত্তিতুর এ্যাল্‌টো।

অর্থাৎ এক মহান নবজাতকের জন্ম হবে পৃথিবীতে আর সঙ্গে সঙ্গে
প্রতিষ্ঠিত হবে শৃংখলার রাজত্ব ;
গ্রহরাজ শনির রাজত্ব কায়েম হবে,
ফিরে আসবে ন্যায়বিচার ;
জন্মলাভ করবে স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত ধর্মপ্রাণ এক পবিত্র মানবজাতি।

তোমার লিখিত কথাগুলি প্রতিটি গীর্জায় গাওয়া হত। তুমি কোন নবজাতককে উদ্দেশ্য করে একথা লিখেছিলে তা জানি না। তবু খৃস্টধর্মাবলম্বী লোকেরা ভাবত তোমার এ ভবিষ্যদ্বাণী যীশুখৃস্টকে উদ্দেশ্য করেই রচিত হয়েছিল এবং তা ফলে গেছে অক্ষরে অক্ষরে। মধ্যযুগের ধর্মস্থানগুলিতে তাই তোমার কথা স্মরণ করা হত শ্রদ্ধার সঙ্গে। তোমাকে বলা হত, এক সুমহান মানবজাতির ভবিষ্যদ্বক্তা (মারো প্রফেট অফ দি জেন্তিলস্)। খৃস্টধর্মের প্রচারকেরা যখন প্রথম ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হয় তখন তোমার বাণী থেকে তারা অনেক প্রেরণা লাভ করে। তাদের সেই সব প্রচারমূলক বাণী আমার কাছে খুবই পবিত্র বলে মনে হয়। অন্যান্য সকল ধর্ম ঘৃণ্য বোধ হত আমার মনে। যে ডোমিটিয়ান খৃস্টানদের উপর অত্যাচার করে, ডোমিটিয়ান ও তার লোকজনদের উপর যখন অত্যাচার করা হয় তখন এক ফোঁটা জলও পড়েনি আমার চোখে। থীবস্‌দের কথা নিয়ে কাব্যরচনার আগেই আমি খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হই। তবু আমার মনে সংশয় ছিল বলে আমি সেই ধর্মের আদর্শকে অকুণ্ঠভাবে গ্রহণ ও প্রচার করতে পারিনি। বহু বৎসর যাবৎ আমি অন্তরে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েও বাইরে ছিলাম ছদ্মবেশী ধর্মবিশ্বাসবিবর্জিত পেগান। আমার এই অবহেলা আর কুণ্ঠার জন্য চতুর্থ চত্বরে বন্দী অবস্থায় দীর্ঘকাল যাপন করতে হয়।

একদিন তুমিই আমার মন থেকে তুলে ফেলেছিলে অন্ধকারের যবনিকা। বল, এখন ষষ্ঠ চত্বরে ওঠার পথে কিছু সময় কথাবার্তায় ব্যয় করা চলতে

পারে কি না। তাহলে বল, টেবেন্স, প্লটাস, ভেরিয়াম, ক্যাসিনিয়াস প্রভৃতি প্রাচীন লাতিন কবিরা আজ কোথায়? তারাও কি ঐশ্বরিক বিধানে নরকগহ্বরে বন্দী হয়ে আছে?

আমার পথপ্রদর্শক তখন বললেন? আমি পার্সিয়াস ও বহু লাতিন ও গ্রীক কবিরা নরকপ্রদেশের প্রথম বৃত্তের অন্ধকারে ছিলাম। সেখানে অবস্থানকালে আমরা সব কবিরা মিলে সেই শৈলাবী পার্নেসাসের শিখরদেশের কথা প্রায়ই বলতাম যেখানে কাব্য ও শিল্পকলার অধিষ্ঠাতা দেবতা এ্যাপোলো ও মিউজ বাস করেন আর মাঝে মাঝে সেই পাহাড় মধ্যস্থিত এক ঐন্দ্রজালিক ঝর্ণার জল পান করেন। সেখানে ইউরিপিদেস সাইমোনাইডস্, এ্যান্টিফোন এ্যাগাথন প্রভৃতি বহু গ্রীক কবি ও নাট্যকার ছিলেন। তোমার কাব্যের অনেক চরিত্রও আছে সেখানে, যেমন ধর এ্যান্টিগোন, দীপাইল, আর্জিয়া প্রভৃতি। তাঁরা এখনো সেখানে শাস্তি ভোগ করছেন। যিনি ল্যাঙ্গিয়ার বহু সৈন্যসহ এক সমরাভিযান পরিচালনা করেন সেই দুঃসাহসী বীরাঙ্গনা রাজকন্যাও আছেন। আরো আছে ত্রিসিয়াসকন্যা থেটিস ও দিদামিয়া ভগিনীগণ।

এবার ভার্জিল ও স্টেসিয়াস দুজন কবিই থামলেন। প্রস্তরপ্রাচীর মধ্যস্থিত সিঁড়ি বেয়ে তাঁরা ততক্ষণে উঠে এসেছেন ষষ্ঠ চত্বরে। তখন দিন শুরু হওয়ার পর থেকে চার ঘণ্টা অতিবাহিত হয়েছে। পঞ্চম ঘণ্টা সূর্যের জলন্ত রথটিকে মধ্যগগনপথে ঠেলে দিতে শুরু করেছে :

আমার পথপ্রদর্শক বললেন, আমার মনে হয় পর্বত প্রদক্ষিণের যে কাজ আমরা শুরু করেছিলাম তা এখনো শেষ হয়নি। মনে হয় আমাদের এখন যেতে হবে ডান দিকে। তবেই আমরা পৌছতে পারব আমাদের লক্ষ্যে।

আমরা বিনা প্রতিবাদে বিনা আয়াসে অনুসরণ করে যেতে লাগলাম তাঁকে। তাঁরা দুজনে সামনে ছিলেন আর আমি ছিলাম পিছনে। পিছন থেকে তাঁদের সব কথা শুনে চলেছিলাম। তাঁরা কাব্য সম্পর্কে যে সব আলোচনা করছিলেন তাতে আমি অনেক কিছু জানতে পারছিলাম।

কিন্তু সহসা মাঝপথে একটি আশ্চর্যজনক গাছ দেখে আমরা থমকে দাঁড়ালাম। তাঁদের আলোচনা থেমে গেল। গাছটিতে অনেক ফল ধরেছিল। পাতা ও ফলের গন্ধ আসছিল। কিন্তু গাছটির শাখা প্রশাখাগুলি এমনভাবে বিন্যস্ত ছিল যাতে কেউ সে গাছে উঠতে না পারে। সে গাছের ধারে অতি

সন্নিকটে ছিল এক পাহাড় আর নির্মল জলের এক ঝর্ণা। সে ঝর্ণার দুধারে ছিল ঘন জঙ্গল। কবি ভার্জিল ও স্টেসিয়াস যেমনি সে গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়ালেন অমনি পাতাভরা একটি শাখা থেকে এক কণ্ঠস্বর ভেসে এল, তোমরা যেন এ গাছের ফল ভক্ষণ করো না।

তারপর সে কণ্ঠস্বর আবার বলতে লাগল, কুমারী মাতা মেরী ধর্মসম্মত বৈবাহিক সম্পর্কের দ্বারা তাঁদের প্রণয়সম্পর্ককে পবিত্র ও বৈধ করে তোলার জন্য তৎপর হন। প্রাচীনকালে রোমের ললনারা মদ্যপানে বিরত ছিল। তারা শুধু চাইত সৎ আচরণ। প্রাচীনকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারপতি ড্যানিয়েল ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে শুধু জ্ঞানের অনুসন্ধানে ধাবিত হতেন। মানুষের ইতিহাসের প্রাচীনতম যুগ ছিল স্বর্ণযুগ। মানুষের কোন ক্ষুধা তখন অতৃপ্ত থাকত না, অপূর্ণ থাকত না তার কোন কামনা বাসনা। এমন কি চিরতপ্ত মরু অঞ্চলেও থাকত ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণের উপযোগী অনেক মধু। এসব কথা আমরা আমাদের ধর্মশাস্ত্রে পাই।

## ত্রয়োবিংশতি সর্গ

### ষষ্ঠ চত্বর : অতিভোগী শীর্ণকায় অনুতাপীর দল : অনশন

#### কাহিনীসংক্ষেপ

একদিন যারা জীবনে পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্যমণ্ডিত অতিভোগের উদ্দাম তরঙ্গে গা ভাসিয়ে স্ফীতকায় হয়ে উঠেছিল আজ তার শাস্তিস্বরূপ শীর্ণকায় হয়ে উঠেছে তারা। ষষ্ঠ চত্বরে এসে দান্তেরা সেই সব বিশীর্ণদেহ অতিভোগী অনুতাপীদের দেখতে লাগলেন। তাদের মধ্যে একজন চিনতে পারল দান্তেকে। দান্তে দেখলেন সেই ছায়ামূর্তিটি তাঁর এক ঘনিষ্ঠ সহচর। নাম ফোরেসী দোনাতি। দীর্ঘ দিন পর দুই বন্ধুতে দেখা হওয়ায় অনেক কথাবার্তা হলো।

নিষিদ্ধফল সেই গাছের তলায় দাঁড়িয়ে তার গুচ্ছ গুচ্ছ সবুজ পাতার দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। ফুল পাখি দেখতে থাকা কোন অলস মানুষের মত বেশ কতকগুলো মুহূর্ত নষ্ট করে ফেললাম আমি। এমন সময় আমার পিতার অধিক গুরু বললেন, বিলম্ব করো না বৎস। আমাদের সময়সীমা

নির্দিষ্ট। বাজে কাজে সে সময় নষ্ট করা চলবে না। তাঁর কথায় আবার চলতে শুরু করলাম আমি। কাব্য সম্পর্কিত তাঁদের আলোচনায় যে আনন্দ আমি পেয়েছিলাম তা আমাকে সব পথশ্রম ভুলিয়ে দিয়েছিল।

সহসা ক্রন্দনমিশ্রিত এক সকরুণ প্রার্থনাগীত শুনতে পেলাম। সে গান একই সঙ্গে এমনই করুণমধুর যে সে গান শোনার সঙ্গে সঙ্গে যমজ সন্তানের মত আনন্দবেদনার দুটি মিশ্র অনুভূতির উদ্রেক হচ্ছিল আমার মনে। গানটির প্রথম চরণ ছিল 'ল্যাবিয়া মীয়া ডোমিনি এ্যাপারিস, এৎ অস মীয়াম এ্যানান্তি এ্যাবিৎ লডেম তুয়াম' অর্থাৎ হে ঈশ্বর, আমার বদ্ধ ওষ্ঠাধর তুমি খুলে দাও যাতে আমি তোমার গুণগান করতে পারি আমার এই মুখ দিয়ে।

অতিভোগী অনুতাপীদের বিশীর্ণকায় ছায়ামূর্তিগুলি এই বলে প্রার্থনা করছিল। তারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছিল, তাদের মুখগুলি শুধু আহার্য ও পানীয় গ্রহণের জন্যই সৃষ্ট হয়নি। তার প্রধান কাজ হলো প্রিয়স্রষ্টা ঈশ্বরের গুণগান করা।

আমি তখন আমার গুরুকে বললাম, হে পরম পিতা, আমি কি শুনছি?

তিনি উত্তর করলেন, দীর্ঘ শাস্তিভোগের পর যে সব অনুতাপীদের আত্মা পরিশুদ্ধ হতে চলেছে, শিথিল হয়ে আসছে যাদের বন্ধন তারাই এ প্রার্থনা-গান করছে। এবার মুক্ত পরিশুদ্ধ তাদের আত্মা লঘুপক্ষ পক্ষীর মত এগিয়ে যাবে স্বর্গধামের পথে।

দেখলাম সেই প্রার্থনার গান গাইতে গাইতে একদল ছায়ামূর্তি আমাদের ছাড়িয়ে দ্রুতগতিতে চলে গেল। যেতে যেতে বার বার পিছন ফিরে তাকাতে লাগল আমাদের পানে।

তাদের গতি দ্রুত হলেও তাদের মনে ছিল চিন্তার ভার। তাদের শুষ্ক কোটরাগত চোখগুলি ছিল অন্ধকারে ভরা। মুখগুলি ছিল মলিন। তাদের দেহগুলি এমনই শীর্ণ ছিল যে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তাদের সে দেহের কঙ্কাল-গুলো শুধু চামড়া দিয়ে ঢাকা ছিল। তাদের তুলনায় ওভিদের সৃষ্ট চরিত্র থেসালির এক লোক এরিসিসিথনও এত রোগা ও শীর্ণকায় ছিল না। একবার এরিসিসিথন ভুলবশতঃ দেবী সিরিসের বাগানের এক ওক গাছ কেটে ফেলে। সিরিস তার জন্য তাকে অতৃপ্ত ক্ষুধাভোগের শাস্তি দেন। দিনে দিনে অসহ্য ক্ষুধায় শীর্ণকায় ও কঙ্কালসার হয়ে ওঠে এরিসিসিথন। অবশেষে সে ক্ষুধার

তাড়নায় নিজের দেহের মাংস ছিঁড়তে থাকে। সেই সব বিশীর্ণদেহ কঙ্কালসার ছায়ামূর্তিদের থেকে এক অপরিসীম ব্যথায় আমার অন্তরাত্মা কেঁদে উঠল। আমার মনে পড়ল মিরিয়ামের কথা যে মিরিয়াম একদিন ক্ষুধা সহ্য করতে না পেরে আপন সন্তানের মাংস ভক্ষণ করে।

যীশুর মৃত্যুর জন্য দায়ী বিশ্বাসঘাতক জুডাস ছিল ইহুদী। তাই রোমসম্রাট টিটাস সমগ্র ইহুদী জাতির বিরুদ্ধে ঘোষণা করেন এক সর্বাত্মক যুদ্ধ। ইহুদীদের রাজধানী জেরুজালেম নগরী অবরোধ করেন। জেরুজালেম অবরোধকালে বহু ইহুদী ক্ষুধায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সেই সময় মিরিয়াম নামে এক ইহুদী নারী ক্ষুধা সহ্য করতে না পেরে তার আপন সন্তান জোসেফাসকে হত্যা করে তার মাংস ছিঁড়ে খায়।

সেইসব শীর্ণকায় ছায়ামূর্তিদের মুখের হাড় সব বেরিয়ে গিয়েছিল। সে মুখে কোন মাংস ছিল না। যারা জীবনে সব কিছু ভুলে শুধু পান ভোগে মত্ত হয়ে থাকে, কিন্তু সেই পান ভোগ কোথা হতে আসছে, এই জগৎ ও জীবনের উৎপত্তি কোথা হতে, সেকথা একবারও জানতে চায় না সেই অবিমৃষ্যকারী অতিভোগীদের পরিণাম যে এত ভয়াবহ তা না দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না।

তাদের সেই বিশীর্ণ কঙ্কালসার দেহ আর মলিন মুখ ভাল করে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। কিন্তু তার কারণ আমি জানতে পারলাম না। এমন সময় একটি ছায়ামূর্তি তার কোটরাগত চোখের দৃষ্টি আমার উপর নিবদ্ধ করে তার কণ্ঠের মধ্যে ঢুকে যাওয়া স্বর কোনরকমে বার করে বলে ওঠে, হা ভগবান! আমি কি দেখছি আমার সামনে?

তার চোখের দৃষ্টি আমি বুঝতে পারিনি। শুধু তার কণ্ঠস্বর শুনে তার পরিবর্তিত চেহারা সত্ত্বেও তাকে চিনতে পারলাম। তার নাম ফোরেসি দোনাতি।

ফর্সো দোনাতির ভাই ফোরেসি দোনাতি ছিল দান্তের স্ত্রী জেম্মার দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় এবং দান্তের বন্ধু। দান্তের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় দান্তের সঙ্গে তাঁর মন কষাকষি ছিল কোন কারণে।

ফোরেসি দোনাতি আমাকে বলল, আমার পানে অমন করে তাকিয়ে থেকো না। আমার এই বিশীর্ণ দেহ ও বিবর্ণ মুখপানে এমন কঠোরভাবে তাকিও না। শুষ্ক কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ফ্যাকাশে বিবর্ণ মানুষের মত অবস্থা

হয়েছে আজ আমার। যাই হোক, এখন বল তোমার খবর কি? আর তোমার সঙ্গে যারা রয়েছে তারাই বা কে? চুপ করে থেকো না। কথা বল।

আমি বললাম, একদিন তুমি আমাকে সুখে দুঃখে কাঁদিয়েছিলে। কিন্তু আজ তোমার মৃত্যুর পর তোমাকে এই শাস্তিভোগ করতে দেখে আবার দুঃখে জল আসছে আমার চোখে। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বল, কেন তোমার এই অবস্থা হলো? আমাকে এখন কোন কথা বলতে বলো না। কারণ এখন আমার মন অপার বিস্ময়ে আচ্ছন্ন। আমার মন যদি অন্যত্র থাকে, আমার মধ্যে না থাকে তাহলে আমি কেমন করে কথা বলব?

সে বলল, এখানে যারাই আমার মত কষ্ট পাচ্ছে তারা সবাই জীবনে অত্যধিক লোভের অপরাধে অপরাধী। আজ নিরন্তর অনুতাপের দ্বারা আমরা এসে পরিশুদ্ধ হয়ে উঠছি।

ক্ষুধা তৃষ্ণায় আমি আগে হতেই কাতর ছিলাম। আমরা যে গাছের তলায় দাঁড়িয়েছিলাম সেই গাছের ফলের গন্ধে আর উপর থেকে পড়া গাছের পাতার উপর জলসিঞ্চনে আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা আরো বেড়ে গেল। এ পথে এর আগে একবার এসেছিলাম। এবার আসাতে আমার ক্ষুধা তৃষ্ণার যন্ত্রণা আরো বেড়ে গেল। বেদনার বদলে বলা উচিত সান্ত্বনা বা শান্তি। কারণ যে কামনা আমাকে সে গাছের তলদেশে আবার নিয়ে এসেছিল সেই কামনাই যীশু খৃস্টকে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করার সময় আনন্দ দান করেছিল। তিনি তাঁর দেহের রক্ত দান করে মানবজাতিকে মুক্তির পথ দেখান। সেই দুর্বিসহ নিপীড়ন ও যন্ত্রণার মাঝেও তিনি কারো উপর কোন অভিযোগ না করে বলে ওঠেন, "এলি, এলি, সাবাকথমানি" অর্থাৎ হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ?

আমি ফোরেসিকে এবার বললাম, আচ্ছা ফোরেসি, তোমার মৃত্যুর পর থেকে এখন পর্যন্ত বোধ হয় পাঁচ বছর কেটে গেছে। তুমি বোধ হয় ১২৯৬ খৃস্টাব্দে প্রাণত্যাগ করো। কিন্তু যদি তোমার পাপ করার ক্ষমতা কমে না যায়, যদি পবিত্র অনুতাপের বেদনা তোমার স্বর্গগামী আত্মাকে বধূর মত বরণ করে না নেয় তাহলে তুমি এত পথ উঠে এলে কি করে? আমি তো ভেবেছিলাম নরকপ্রদেশের অভ্যন্তরেই তোমাকে দীর্ঘকাল বন্দী থাকতে হবে।

ফোরেসি বলল, আমার স্ত্রী নেল্লার সযত্ন প্রচেষ্টা ও শুভেচ্ছাই এত শীঘ্র

নিয়ে এসেছে এখানে আমাকে। তার অবিরাম প্রার্থনা ও ঈশ্বরের কাছে অনুনয় বিনয়, অশ্রুজল ও দীর্ঘশ্বাসের ফলেই আমাকে নরকের কোন বৃত্তে বেশী দিন বন্দী থাকতে হয়নি; আমি এখানে এই পরিশুদ্ধির রাজ্যে এসে অনুতাপের কীটের দংশন সহ্য করতে পেরেছি। আমার যুবতী স্ত্রীর উপর ঈশ্বর যেন আরো বেশী সদয় হন আগের থেকে। মধ্য সার্দিনিয়ার অন্তর্গত যে বার্বাজীয়ায় আমি তাকে একা নিঃসঙ্গ অবস্থায় ফেলে রেখে এসেছি সে বার্বাজীয়ার দুর্নাম সুদূর প্রাচীন কাল হতে আজও অক্ষুণ্ণ আছে। খৃস্টের জন্মের তিনশত বছর পরে সেণ্ট গ্রেগরী একবার বলেছিলেন, পার্বত্যপ্রদেশ বার্বাজীয়ার লোকেরা বর্বর পশুজীবন যাপন করে। হে আমার প্রিয়তম ভাই, তুমি আর কি আমায় বলবে? আর বেশী সময় পাবে না। তবে জেনে রেখো, তোমাদের ফ্লোরেন্সের নারীরা যে বিলাসব্যসন ও অমিতব্যায়তার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল তা কোন বক্তা কোন বক্তৃতামঞ্চে বলে শেষ করতে পারবে না। তুর্কীস্থানের মুসলমান রমণীদের পরিবর্তে তোমাদের ফ্লোরেন্সীয় রমণীদেরই বোরখা পরিয়ে বন্দী করে রাখতে হয় যরে। কিন্তু এই সব কঠোর শাস্তিমূলক প্রথার প্রবর্তকদের মনে রাখা উচিত জোর করে কারো মুখ বেশীদিন বন্ধ রাখা যায় না; একটু ফাঁক পেলেই বা সুযোগ পেলেই কর্কশকণ্ঠে তাদের অভিযোগ জানাবে তারা। তবে একথাও জেনে রেখো, আমার দূরদৃষ্টি যদি ব্যর্থ না হয় তাহলে ফ্লোরেন্সীয় নারীদের এই সব অসদাচরণের জন্য একদিন তাদের অবশ্যই কাঁদতে হবে।

দান্তে যখনকার কথা বলছেন তার ষোল বছর পরে অর্থাৎ ১৩০০ খৃস্টাব্দে ফ্লোরেন্সে শ্বেত ও দুই রাজনৈতিক দলের সংঘর্ষ হয়। তার কথাও বলছেন।

ফোরেসীর কথা তখনো শেষ হয়নি। সে বলল, আচ্ছা এবার বল ত দেখি, তোমার দেহ সূর্যকরণকে কি করে বাধা দিচ্ছে? আমরা তাই তোমাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি।

আমি বললাম, যদি সেই সব অতীত দিনের কথা স্মরণ করো, যদি আমি আমার সঙ্গে তোমার তুলনামূলক আলোচনা করি তাহলে এক অব্যক্ত ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠবে তোমার অন্তরটা। গত বৃহস্পতিবার যখন আমি প্রথম যাত্রা শুরু করি এবং রাত্রিতে এক গভীর অরণ্যে পথ হারিয়ে ফেলি তখন আমার মাথার উপরে যিনি আকাশপথে এগিয়ে চলেছেন সেই সূর্যের ভগিনী চন্দ্রই সেদিন পূর্ণায়ত অবস্থায় আমাকে পথ দেখিয়েছিল। যার ফলে

আজ তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে। পুরাণে বলে দেবরাজ জিয়াসের ঔরসে ও লিটোর গর্ভে এ্যাপোলো ও ডায়েনা নামে দুটি যমজ সন্তান হয়। পুত্র এ্যাপোলোকেই বলা হয় সূর্য এবং কন্যা ডায়েনাই মর্ত্যালোকে চন্দ্র নামে অভিহিত।

এর পর সূর্যের দিকে হাত বাড়িয়ে বললাম, রাত্রির অন্ধকার হতে সূর্য যেমন ধীরে ধীরে উঠে আসেন আকাশপথে আমিও তেমনি সেই অন্ধকার মৃত্যুপুরী ও প্রেতপুরী হতে উঠে এসেছি এই পরিশুদ্ধির পাহাড়ে। এখনো আমি জীবিত বলেই আমার দেহে এখনো রক্ত মাংস আছে। আমাকে সেই অন্ধকার প্রেতপুরী হতে ধীরে ধীরে পথ দেখিয়ে কত বৃত্ত অতিক্রম করে এই পরিশুদ্ধির পাহাড়ে যিনি নিয়ে এসেছেন তিনি হচ্ছেন কবিবর ভার্জিল। তিনি তোমার ডান দিকে রয়েছেন আর তাঁর সঙ্গে যিনি রয়েছেন তিনি কিছু আগেই পরিশুদ্ধির পাহাড় হতে মুক্তি পান। পাপের সমস্ত অশুভ পরিণাম হতে মুক্ত ও পরিশুদ্ধ হয় তাঁর আত্মা। কবি ভার্জিল বলেছেন উনি আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবেন সেই সুদূর স্বর্গলোকে যেখানে আছে বিয়াত্রিস নামে সেই মহীয়সী মহিলা এবং যেখানে গেলে আমি তার দেখা পাব। আমাদের সঙ্গে যে পরিশুদ্ধ আত্মাটি রয়েছে এর মুক্তির জন্যই কিছুক্ষণ আগে এই সমগ্র চত্বরটি ভীষণভাবে কেঁপে উঠেছিল।

## চতুর্ত্রিংশতি সর্গ

### ষষ্ঠ চত্বর ঃ অতিভোগী অনুতাপীদের দল

### কাহিনীসংক্ষেপ

ফোরেসি দোনাতি তার বোন পিকার্দার কথা বলল। পিকার্দা এখন স্বর্গবাস করছে। ফোরেসি আরো কয়জন অনুতাপীর নাম করল। তাদের মধ্যে ছিল লুকার বঙ্গিয়ান্তা। বঙ্গিয়ান্তা দান্তেকে চিনতে পেরে সমসাময়িক ইতালীয় গীতিকবিদের অভিনব রীতি সম্পর্কে প্রশ্ন করল তাঁকে কথাপ্রসঙ্গে। এর পর তার ভাই কর্সো দোনাতির ভয়ঙ্কর মৃত্যু সম্পর্কে এক ভবিষ্যদ্বাণী করে তার আপন পথে চলে গেল ফোরেসি। কবিরা তখন ঘুরতে ঘুরতে আর একটি

ফলবতী বৃক্ষের তলদেশে উপনীত হলেন। ফলবতী ও পত্রাচ্ছন্ন সেই ঘনশ্যাম বৃক্ষের ছায়াটি বড় মনোরম। কিন্তু আগের মত এ বৃক্ষের শাখা হতেও আর এক কণ্ঠস্বর তাঁদের সে বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করতে নিষেধ করল। অতিভোগী পাপাত্মাদের এইটা হলো চরম শাস্তি অর্থাৎ সুন্দর ফল গাছের মধ্যে হাতের নাগালের মধ্যে পেয়েও তারা তা ভক্ষণ করতে পারল না, কারণ একাদন তারা অনেক বেশী খেয়েছিল অনেক বেশী অপচয় করেছিল তাদের জীবনে। এমন সময় সংযমের দেবদূত আবির্ভূত হলো। দান্তের ললাট হতে পাপের আর একটি চিহ্ন অপনোদন করে ষষ্ঠ চত্বরের আশীবাদ ঘোষণা করে ঐশ্বরিক মার্জনায় মেদুর ও মসৃণ এক স্বর্গাভিমুখী পথের নির্দেশ দান করল সেই দেবদূত।

আমরা কথা বলতে বলতে দ্রুত এগিয়ে চলতে লাগলাম। আমাদের দ্রুত গতি যেমন আমাদের কথাবার্তাকে ব্যাহত করতে পারল না তেমনি আমাদের কথাবার্তাও আমাদের গতিকে শ্লথ করে তুলতে পারল না। অনুকূল বাতাসে এগিয়ে চলা জাহাজের মতই এগিয়ে চলতে লাগলাম আমরা।

সেই সব বিশীর্ণদেহ আত্মাদের অনুতাপী ছায়ামূর্তিগুলি আমাকে একমাত্র জীবিত মানুষ দেখে বিস্মিত হয়ে উঠল। তাদের কোটরাগত শূন্য চোখগুলিতে ফুটে উঠল অপার বিস্ময়ের বিহ্বলতা।

আমি ফোরেসির চলার ভঙ্গিমা দেখে আপন মনে বললাম, হয়ত ও যাদের সঙ্গে চলছে তাদের কথা ভেবে তাদের প্রতি দয়াবশতঃ ওর গতিকে মন্দায়িত করে তুলেছে। ওর গতি দ্রুত হলে ওর সঙ্গীরা ওকে ধরতে পারবে না।

একবার আমি ফোরেসিকে একসময় বললাম, আচ্ছা বলতে পার তোমার বোন পিকার্দার খবর কি আর যারা আমার পানে হাঁ করে তাকিয়ে আছে তাদের মধ্যে কোন বিশিষ্ট বা বিখ্যাত ব্যক্তি আছে কিনা।

ফোরেসি তার উত্তরে বলল, আমার বোন জানি না স্বর্গে গিয়ে আগের থেকে আরো রূপবতী ও গুণবতী হয়েছে কি না।

ফোরেসি দোনাতির বোন পিকার্দার সংসারে মন ছিল না বলে সন্ন্যাসিনী হয়ে চার্চের কাজ নেয়। কিন্তু তার এক ভাই কর্সো দোনাতি তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে যার সঙ্গে তার বিয়ের কথা হয়েছিল সেই মোজেলিনোর সঙ্গে তার বিয়ে দেয়।

প্রথমে তার বোনের কথা বলার পর ফোরেসি বলল, তুমি জানতে

চেয়েছ আমি কেন এই সব বিশীর্ণদেহ লোকগুলোর নাম বলব না। তার কোন যুক্তি নেই। (হাত দেখিয়ে) ঐ লোকটা হলো বঙ্গিয়ান্তা, লুকার বঙ্গিয়ান্তা। ওর পাশে যে রয়েছে তার মুখখানা হলো এই দলের সবার মধ্যে সবচেয়ে কুটিল। ওর নাম সাইমন দ্য ব্রী; ফ্রান্সের তুর অঞ্চলে পঞ্চম মার্টিন নামে পোপের আসনে অধিষ্ঠিত হন। ১২৮১ হতে ১২৮৫ সাল পর্যন্ত তিনি পোপ হিসাবে ছিলেন। চার্চের সর্বময় কর্তৃত্বভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। ভার্নেসিয়ায় প্রস্তুত উত্তম মদ্য অতিরিক্ত পান করার জন্যই নাকি তাঁর মৃত্যু হয় বলসেনার হ্রদে।

এইভাবে ফোরেসি আরো কত লোকের নাম করল। তাদের পরিচয় দিল। কিন্তু তার কথায় কেউ কিছু মনে করল না। আমি কারো মুখে কোন ক্রুদ্ধ দৃষ্টির কোন কারণ খুঁজে পেলাম না। এর পর ফ্লোরেন্সের আলসার্দি ... কার্ডিনাল অক্তাভিয়ানোর ভাই আলবাদিন দেলা পেলার সঙ্গে দেখা হলো আমার। সে তখন ক্ষুধার তাড়নায় যেন বাতাস চিবোচ্ছিল।

আমি বনিফেসকেও দেখলাম। র‍্যাভেনার আর্কবিশপ বনিফেসের প্রচুর ভূসম্পত্তি ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ধর্মের নামে টাকা নিতেন লোকের কাছ থেকে। ফোর্লির বিখ্যাত মদ্যপায়ী লর্ড মার্শেজীকেও দেখলাম। লর্ড মার্শেজী অনবরত মদ পান করতো। শহরের লোকেরা সবাই তাকে মাতাল বলত। একদিন তার নিজস্ব সচিব একথা তাকে জানাতে মার্শেজী বলে, শহরের লোকদের বলে দিও আমি সব সময় তৃষ্ণার্ত বলেই সব সময় মদ পান করি (বেন না ইমোনা)।

এমন সময় লুকার জনৈক নারীর ছায়ামূর্তির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সে যেন 'জেন্তেকা' এই নামটা অর্ধস্ফুটভাবে উচ্চারণ করল। আমি তখন তাকে বললাম, হে অনুতাপী আত্মা, কি বলতে চাইছিলে ভাল করে বল। আমি সেকথা শুনতে চাই।

সে তখন বলল, জেন্তেকা নামে লুকার এক অবিবাহিত বালিকা তোমাকে একদিন তাদের শহরে আশ্রয় দেবে। আমার এ কথা আজ তোমার বিশ্বাস না হলেও তা একদিন দেখবে প্রমাণিত হবে তোমার জীবনে।

কিন্তু সে যাই হোক, বল আমি কি তোমার মধ্যে সেই মানুষকে দেখছি যে এমনই একটি কবিতা লিখেছিল একদিন যার প্রথম ছত্রটি ছিল, হে মহিলাগণ, প্রেমের ক্ষেত্রে তোমাদের কার কতটুকু বুদ্ধি আছে? এই ছত্রমূলক কবিতাটি

ভিটা নুভা বা 'নূতন জীবন' কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আছে।

আমি বললাম, আমি হচ্ছি এমনই একজন কবি যে স্বতস্ফূর্তে আন্তরিকতাপূর্ণ কোন প্রেমের কথা শুনলেই তার কথা লিখবে তার কাব্যে। সে প্রেমের জয়গান গাইবে মানুষের কাছে।

সে বলল, শোন ভাই, জিয়াকোমো লোতারি গিত্তোন, বোঙ্গিয়ান্তা প্রভৃতি সিসিলির কবিরা মিলে যে কাব্যাদর্শ একদিন খাড়া করেছিল তা প্রাচীন এবং মানুষের প্রেমানুভূতির প্রতি অবিচার করে। এই কাব্যাদর্শ অনুসারে নরনারীর প্রেম হচ্ছে যুক্তিজ্ঞানবিবর্জিত উদ্দাম অসংযত কল্পনার দ্বারা পরিচালিত এমনই এক ভাববস্তু যার একমাত্র উৎস হচ্ছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আনন্দলাভের কামনা। এই কাব্যাদর্শ আমরা মানতে পারিনি। তারপর শুরু হয় আধুনিক যুগ। ফ্লোরেন্সের একদল কবি এ যুগের প্রবর্তন করেন। এ যুগের কাব্যরীতি বড়ই মধুর। তুমি আমি সবাই এ রীতির সমর্থক। এই রীতির কবিদের প্রেমচেতনা অনেক উন্নত ধরনের। বোলোগনার গিদো ছিলেন এই কাব্যধারার প্রবর্তক। এই কাব্যাদর্শ অনুসারে নরনারীর প্রকৃত প্রেমানুভূতি বিশুদ্ধ এবং নৈর্ব্যক্তিক। যে প্রেমের মধ্যে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতির কোন কলুষ থাকে না। সেখানে দেব ও দয়িতের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। সেই প্রকৃত বিশুদ্ধ প্রেমানুভূতির দ্বারা যখন দুটি অন্তরাত্মা আবদ্ধ হয় তখন তাতে দেহগত কোন কামনার গন্ধ থাকে না। যে মহান ঐশ্বরিক প্রেমের দ্বারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত, নরনারীর অখণ্ড একনিষ্ঠ হৃদয় হতে উৎসারিত প্রেম হচ্ছে সেই ঐশ্বরিক আধ্যাত্মিক প্রেমেরই অনুরূপ।

দান্তে এই প্রেমেরই জয়গান গেয়েছেন তাঁর 'ভিটা নুভা' বা নূতন জীবন কাব্যগ্রন্থের মধ্যে। তিনি বলেছেন 'এ্যামার জেন্তিল কর মন উনা কসা' অর্থাৎ মানুষের হৃদয় আর প্রেম একই বস্তু।

নীলনদের ধারে শীতকালে পাখিরা যেমন প্রথম চক্রাকারে একবার সকলে মিলে সংঘবদ্ধ হয়ে পরে উড়ে যায় দল বেঁধে, তেমনি অন্যান্য আত্মারা চলে গেল আমাদের কাছ থেকে। কিন্তু কোন ক্লান্ত পথিক যেমন তার দলের লোককে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে দিয়ে নিজে বিশ্রাম করে তেমনি ফোরেসি তার দলের ছায়ামূর্তিদের চলে যেতে দিয়ে আমাদের কাছে চলে এল। এসে বলল, আবার আমাদের কখন দেখা হবে?

আমি বললাম, তা ঠিক বলতে পারব না। আমার লক্ষ্যে পৌছতে কতদিন

লাগবে, কখন ফিরব কিছুই বলতে পারব না। তবে আমার ফিরতে যত দেরিই হোক আমার লঘুপক্ষ অন্তর প্রায়ই চলে আসবে তোমার কাছে। কারণ দিনের পর দিন যতই আমি পরিশুদ্ধি পর্বতের উর্ধ্বদেশে গমন করব, হালকা হয়ে উঠবে আমার অন্তর।

ফোরেসি বলল, ঠিক বলেছ, যে আত্মা যত পাপী নরকের মধ্যেই তার অধোগমন হয়। নরক ছেড়ে কোথাও যেতে পারে না সে। আমার ভাই ফর্সো দোনাতি এই ধরনের এক পাপাত্মা। জীবদ্দশায় সে ছিল কৃষ্ণ দলের নেতা। ১৩০১ সালে শ্বেতদলভুক্ত লোকদের উপর যে প্রবল অত্যাচার এবং তাদের বিতাড়ণকার্য অনুষ্ঠিত হয় তার জন্য প্রধানতঃ দায়ী ছিল ফর্সো। পরে নিজের দলের লোকরাই ক্ষেপে যায় ফর্সোর উপর এবং একদল সৈন্য পাঠায় তাকে গ্রেপ্তার করার জন্য। ফর্সো ঘোড়ায় চেপে পালিয়ে যায় শহর ছেড়ে। কিন্তু অশ্বারোহী সেই সৈন্যদল তার পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকে। অবশেষে ধরা পড়ে যায় এবং তাদের দ্বারা নিহত হয়। তারা তার মৃতদেহটাকে টানতে টানতে নিয়ে যায়। আমি যা বললাম তার সত্যতা অল্পকাল পরেই বুঝতে পারবে। এখন এই পর্যন্ত থাক। এই পরিশুদ্ধির রাজ্যে সময়ের বড় দাম। তোমাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মন্দগতিতে চলতে গিয়ে আমার এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে।

কোন এক অশ্বারোহী সেনাদল থেকে একজন অশ্বারোহী যেমন প্রথম যুদ্ধজয়ের নেশায় মেতে সহসা দল থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে দূরে চলে যায় তেমনি ফোরেসি আমাদের ফেলে রেখে দ্রুত চলে গেল। ফোরেসি আমাদের চোখের আড়াল হয়ে যাবার পর আমি সবুজ পাতায় ভরা আর একটি গাছ দেখতে পেলাম। আমি আরো দেখলাম, একদল লোক অবুঝ শিশুর মত সেই গাছের পাতাভরা শাখাগুলির দিকে আকুল হয়ে হাত বাড়াচ্ছে। আমি তার কোন কারণ বুঝতে পারলাম না। তারা সেই গাছের ফল খাওয়ার জন্য কত আবেদন নিবেদন ও প্রার্থনা করতে লাগল কাতর স্বরে। কিন্তু যার কাছে এত আবেদন নিবেদন সেই গাছ কিন্তু সে আবেদনে সাড়া দিল না। উল্টে তার ফলন্ত শাখাগুলো আরো উপরে উঠিয়ে নিল।

অবশেষে তারা ব্যর্থকাম হয়ে চলে গেল ফল না পেয়ে। এইভাবে সেই জীবন্ত গাছটি তাদের সব সকাতর অশ্রুসজল প্রার্থনা উপহাস করে উড়িয়ে দিল। তারপর সেই গাছের উপর হতে কে একজন আমাদের লক্ষ্য করে

বলল, চলে যাও তোমরা এখান থেকে। এ ফল পেতে চেও না। এখান থেকে আরো দূরে ঐ পাহাড়ের উপর এই গাছের মত আর একটি গাছ আছে। সেই গাছটিই হলো সেই অলৌকিক গাছ সুদূর পৌরাণিক যুগে আদি মানব মাতা ঈভ শয়তানের প্রলোভনে যে গাছের ফল খেয়ে স্বর্গচ্যুত হয়। এ গাছটি হলো সেই গাছেরই বংশধর।

গাছটির কোন এক শাখার উপরে পাতার আড়ালে বসে কে যেন এ কথা বলল। সেই অদৃশ্য মানুষের কণ্ঠস্বর শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমি ভার্জিল ও স্টেসিয়াস সেই পাহাড়ের তলা দিয়ে একটি রাস্তা ধরে চলে গেলাম।

সেই কণ্ঠস্বর তখন এক দৃষ্টান্তের কথা স্মরণ করিয়ে দিল দান্তে ও অন্যান্যদের। সে কণ্ঠস্বর বলল, ভেবে দেখ একবার সেই পানোন্মত্ত সেণ্টরদের ভয়াবহ পরিণামের কথা। পুরাকালে লাপিয়ার রাজা পিরিথোয়ার সঙ্গে হিপ্পোডামিয়ার বিবাহোৎসবে সেণ্টরদের নিমন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু তারা পানভোগের আতিশয্যে এমনই উন্মত্তপ্রায় হয়ে ওঠে যে তারা সেই বিবাহবাসরেই পরিণীতা বধূ হিপ্পোডামিয়াকে ধরে টানাটানি করতে থাকে। তখন রাজা পিরিথোয়ার বন্ধু থিসিয়াস হিপ্পোডামিয়াকে সেণ্টরদের কবল থেকে উদ্ধার করেন। পরে রাজা পিরিথোয়ার সঙ্গে সেণ্টরদের যে যুদ্ধ হয় তাতে সবংশে নিহত হয় সেণ্টরেরা।

আর একটি দৃষ্টান্তের কথা বলল কণ্ঠস্বর। ওল্ড টেস্টামেণ্ট হতে গৃহীত এই দৃষ্টান্তটিতে আছে ইহুদী নেতা গিডন কর্তৃক পরিত্যক্ত সৈনিকদের কথা। একবার ইহুদী নেতা দৈবানুগৃহীত গীডন গিলদিয়া পর্বত হতে মিডিয়ানদের বিরুদ্ধে এক সমরাভিযান পরিচালিত করছিলেন এক বিশাল ইহুদী সেনাদল নিয়ে। কিন্তু সেই সৈন্যদলের ভিতর কারা সে অভিযানের যোগ্য তা নিধারণ করার জন্য এক দৈব নির্দেশ পায় গীডন। দৈব নির্দেশে নিকটবর্তী একটি নদী হতে পিপাসার্ত সৈন্যদের জলপান করাতে নিয়ে যায় গীডন। তিনি দেখেন সৈন্যরা দুভাবে জলপান করছে। একদল সাবধানে নদীর তীর থেকে হাতের অঞ্জলির মাধ্যমে জলপান করতে থাকে। আর একদল অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে কোন সতর্কতা অবলম্বন না করেই নদীতে নেমে তৃপ্তি সহকারে জলপান করে। পরে গীডন যারা অঞ্জলি ভরে সতর্কতার সঙ্গে জলপান করে একমাত্র তাদের গ্রহণ করে বাকি সৈন্যদের প্রত্যাখ্যান করে। যে সব সৈন্য তার দলে থেকে যায় তাদের সংখ্যা হলো মাত্র তিনশত। এই তিনশত সৈন্যের

সাহায্যেই মিডিয়ানদের ধ্বংস করে গীডন। এই দৃষ্টান্তের অর্থ হলো এই যে, ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্ষেত্রবিশেষে কর্তব্যের খাতিরে দমন অথবা সংযত করতে পারে না যারা তারা ভোগবাদী। তাদের দ্বারা মানবজীবনে কোন মহৎ কাজ হতে পারে না।

এই সব দৃষ্টান্তের কথাগুলি গাছের পাতার অন্তরাল হতে অদৃশ্য অবস্থায় ঘোষণা করল এক দেবদূত। সহিষ্ণুতার শিক্ষা দিতে লাগল অনুতাপী আত্মাদের।

আমরা তখন আর কোন কথা না বলে চিন্তান্বিত অবস্থায় উঠে যেতে লাগলাম সেই পাহাড়ের শিখরদেশাভিমুখে। আমি কবিবর ভার্জিল আর কবি স্টেসিয়াস এই তিনজন ছিলাম তখন একসঙ্গে।

সহসা কে যেন আমাদের লক্ষ্য করে বলল, হে তিনজন পথিক, কি ভাবতে ভাবতে যাচ্ছ ?

একথা শুনে কাউকে দেখতে না পেয়ে চমকে উঠলাম আমি। আমি চারদিক তাকিয়ে দেখলাম। কিন্তু কোথাও কোন মানুষ বা জীব দেখতে পেলাম না।

পরে আমি দেখলাম, আলোর মূর্ত পুত্তলি এক দেবদূত কথা বলছে। বলছে, এই পথে পর্বতারোহণ করো তোমরা। সৎ শান্তিকামী মানুষেরা এই পথেই যায়।

আমি কোন মানুষকে দেখতে পেলাম না। আলোকমূর্তি সেই দেবদূতের কণ্ঠস্বর শুনে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম আমরা। সহসা লতাগুল্ম ও পুষ্প সৌরভে পরিপূর্ণ এক ঝলক বসন্ত বাতাসের মত এক মধুর বাতাসের স্পর্শ অনুভব করলাম আমি। আমি বুঝতে পারলাম দেবদূতের অলৌকিক পাখার সুগন্ধি এক মধুর বাতাস স্পর্শ করছে আমাকে। আমার ললাটদেশ হতে পাপের আর একটি নাম মুছে দিল সেই দেবদূত।

অবশেষে আমি শুনতে পেলাম সমবেত প্রার্থনার সঙ্গীত। এই সঙ্গীতের বাণীর মধ্যে ছিল ষষ্ঠ চত্বরের আশীর্বাদ Beati qui ensuriant justinian অর্থাৎ যাদের কোন লালসা নেই যারা শুধু ন্যায় আর সততা তারাই ধন্য হয় ঈশ্বরের আশীর্বাদে।

## পঞ্চবিংশতি সর্গ

### সপ্তম চত্বরে আগমন : ইস্টার সপ্তাহের বৃহস্পতিবার

### কাহিনীসংক্ষেপ

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে ষষ্ঠ সিঁড়িতে উঠে দান্তে ছায়ামূর্তিদের আপাতদৃষ্ট দেহগুলি সম্পর্কে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। এক দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে স্টেসিয়াস যুক্তিধর্মী মানবাত্মাদের জীবদ্দশায় মরদেহ ও মৃত্যুর পর ধারণ করা ছায়ামূর্তির সঙ্গে সম্পর্ক কি তা বুঝিয়ে বললেন। অবশেষে এসে উঠলেন সপ্তম চত্বরে যেখানে কামনাকুটিল অনুতাপীদের আত্মা অগ্নিদগ্ধ হয়ে পরিশুদ্ধি লাভ করে।

এখন কালবিলম্ব না করে পর্বতারোহণের সময়। মধ্যরাত্রিতে বৃশ্চিক রাশির প্রাধান্য দেখা যায় মধ্য আকাশে, মধ্য দিনে সূর্য তেমনি বৃষরাশিতে অবস্থান করে। কোন জরুরী কাজের তাড়নায় মানুষ যেমন কোন অবস্থাতেই প্রতিহত না হয়ে নিরন্তর এগিয়ে যায় তার কার্যসিদ্ধির পথে আমরাও তেমনি কোথাও কালবিলম্ব না করে সিঁড়িপথ বেয়ে পাহাড়ে উঠতে লাগলাম।

পক্ষীশাবক যেমন তার বাসা ছেড়ে উড়তে গিয়ে বারবার উড়তে পারে না, তেমনি আমিও একটা প্রশ্ন করতে গিয়ে করতে পারলাম না, আটকে গেল মুখে। কিন্তু আমার পথপ্রদর্শক আমার স্বগত চিন্তার কথা বুঝতে পেরে বললেন, যা বলার আছে আর গোপন না করে বলে ফেল।

আমি তখন প্রশ্ন করলাম, যেখানে আহার্য ও পানীয় এত প্রচুর পরিমাণে রয়েছে সেখানে ছায়ামূর্তিগুলির দেহের এমন বিশীর্ণ অবস্থা কেন?

তিনি উত্তর করলেন, সুদূর পৌরাণিক যুগে মেলিগারের অন্তরাত্মা কিভাবে এক গোপন অন্তঃশায়ী আগুনে পুড়ে ছারখার হয়েছিল সে-কথাটা একবার ভেবে দেখবে কি? ক্যালিডনের রাজা ঈনেউসের মেলিগার নামে এক পুত্র ছিল। তার জন্মকালে তার মাতা এ্যালথিয়া দেখলেন, ভাগ্যদেবীরা তাঁর পুত্রের ভাগ্য নির্ণয়ের জন্য চরকায় তার জীবনের সুতো কাটছে। অতঃপর ভাগ্যদেবীরা আগুনে এক টুকরো কাঠ ফেলে দিয়ে বলল, এই কাঠটা যতদিন থাকবে ততদিন এই নবজাত সন্তানটিও বেঁচে থাকবে। এদের দুজনকে একই

পরিমাণ আয়ু আমরা দিলাম। এ্যালথিয়া তখন সেই কাঠটি আগুন হতে তুলে নিয়ে সযত্নে রেখে দিলেন অর্থাৎ তাঁর নবজাত পুত্র যাতে অক্ষয় জীবনের অধিকারী হতে পারে। মেলিগার বড় হয়ে সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামিনী নারী আটালাণ্টার প্রণয়প্রার্থী হয়। কিন্তু আটালাণ্টার শর্ত অনুসারে ক্যালিডনের একটি বন্য শূকরকে ছুটে গিয়ে বধ করতে হয়। সেই শূকরকে বধ করে তার চামড়াটি আটালাণ্টাকে উপহার দেয় মেলিগার। কিন্তু তার অন্যান্য ভাইরা তার প্রতি ঈর্ষাবশতঃ সেই চামড়াটি আটালাণ্টার কাছ থেকে নিয়ে নেয়। তখন মেলিগার প্রচণ্ড ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তার ভাইদের হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডে এ্যাগাথিয়াও রেগে যান। রেগে গিয়ে তিনি মেলিগারের জীবনের রক্ষাকবচ সেই কাঠের টুকরো জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দেন। সঙ্গে সঙ্গে মেলিগারের মধ্যে শুরু হয় এক যন্ত্রণা। তার বুকের ভিতরে যেন এক অগ্নিকুণ্ড জ্বলতে থাকে। তারপর সেই কাঠের টুকরো জ্বলতে জ্বলতে অবশেষে যখন ভস্মীভূত হয়ে যায় তখন মেলিগারের আত্মাও পালিয়ে যায় তার দেহপিঞ্জর ছেড়ে।

তারপর ভার্জিল দান্তেকে আরও বললেন, একবার ভেবে দেখ, তুমি চলছ এবং তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার দেহের ছায়াপাত হচ্ছে তোমার পথের পার্শ্ববর্তী বস্তুরাজির উপর। অথচ দেখবে সেই সব স্থিতিশীল বস্তুগুলির উপর তোমার চলন্ত দেহের সচল ছায়াটি পড়লেও বস্তুগুলি নড়ে না। তেমনি মানুষের দেহের আধারে আত্মার লীলা চললেও সেই আত্মার সঙ্গে দেহের কোন অঙ্গাঙ্গী সংযোগ হয় না। দেহের স্পর্শে আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না। মেলিগারের আত্মা যেমন তার দেহ ছেড়ে চলে গিয়েছিল তেমনি মানুষের নিত্য মুক্ত আত্মা যে কোন সময়ে তার দেহ বা তাপিত অন্তর ছেড়ে চলে যেতে পারে। তোমার জ্ঞান বা কৌতূহল যাতে আরো ভাল করে নিবৃত্ত হয় এজন্য স্টেসিয়াস আরো কিছু বলতে পারে। আশা করি, তোমার জ্ঞান-পিপাসা নিবারিত হবে।

স্টেসিয়াস তা শুনে বললেন, তোমার সামনে কোন জ্ঞানের কথা বলার মত ধৃষ্টতা আমার নেই। তবু তোমার আদেশ আমি অমান্য করতে পারি না।

এই বলে বলতে শুরু করল স্টেসিয়াস, আমার কথাগুলি তোমার মস্তিষ্কের মধ্যে লিখে রাখ ভাল করে। সে কথা তোমার জিজ্ঞাসু মনের উপর বিশেষ-ভাবে আলোকপাত করবে।

মানুষের হৃৎপিণ্ডে যে রক্ত থাকে তা একান্তভাবে বিশুদ্ধ। সে রক্ত তখন থাকে যে কোন কামনা বাসনার চঞ্চলতা হতে বিমুক্ত। হৃৎপিণ্ড সেই রক্ত শিরাতে সঞ্চারিত করে দেয় এবং পরে সে রক্ত পুরুষের প্রাণবীর্যে পরিণত হয়ে নারীর উদরমধ্যে প্রবেশ করে ভ্রূণদেহ ধারণ করে। পুরুষের প্রাণবীর্যের মধ্যে যে পুঞ্জীভূত রক্ত থাকে তা নারীর জরায়ুর মধ্যে প্রবেশ করে নারীর রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হয় এবং একটি প্রাণবন্ত মানবদেহের ভ্রূণকে গড়ে তোলার কাজে সক্রিয় হয়ে ওঠে। বনস্পতির বীজের সঙ্গে মানুষের এই ভ্রূণের পার্থক্য আছে। কারণ বৃক্ষের কোন গতি নেই, তার প্রাণ স্তব্ধ নীরব হয়ে থাকে তার মধ্যে; কিন্তু মানুষের জীবন নিয়ত গতিশীল। তবে ভ্রূণ-দেহের যে চেতনা থাকে তা বৃক্ষের মতই একান্তভাবে জৈবিক। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভ্রূণ শরীর ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে জৈব চেতনা বা জীবাত্মা সঞ্চারিত হয়। ক্রমে ভ্রূণদেহের মধ্যে যে মস্তিষ্ক গঠিত হয় তার মধ্যে যুক্তি ও নীতি-বোধের উৎপত্তি হয়। এইভাবে জৈব চেতনা ও যুক্তি, নীতি, বিবেকবুদ্ধি প্রভৃতির সমন্বয়ে এক অখণ্ড আত্মসত্তার উদ্ভব হয় মানুষের মস্তিষ্কে। এইভাবে পরম স্রষ্টা ঈশ্বর মানুষের দেহে রক্ত মাংস ও জৈবচেতনার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তি নীতি সমন্বিত এক বিবেকবুদ্ধি দান করেন। আঙুর গাছে মদ তৈরি কিভাবে হয় জান? সূর্যের আলো গাছের পাতার উপর পড়ে তার ফলের মধ্যে তার এক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রসসঞ্চার করে সেই রস মদে পরিণত করে। এইভাবে দুই বস্তুর রাসায়নিক সংমিশ্রণে এক ভিন্ন বস্তুর উদ্ভব হয়। ভাগ্যদেবী যখন মানুষের জীবনের চরকা ঘোরানো বন্ধ করে দেন তখন মৃত্যু উপস্থিত হয় আর তখন মানুষের আত্মার নিম্নতন নিকৃষ্ট অংশ যা একান্তভাবে তার জৈবচেতনার উপর নির্ভরশীল এবং যা দেহ ছাড়া নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না আত্মার সেই অংশটি দেহ ছেড়ে চলে যায় মৃত্যুকালে। জৈব-চেতনাভিত্তিক আত্মসত্তার সেই অংশের অভাবে মানুষের দেহটি নিথর নিস্পন্দ হয়ে যায়। কিন্তু তার আত্মার ঊর্ধ্বতন দিকটি অর্থাৎ যা সূক্ষ্ম যুক্তি ও নীতি-বোধের উপর নির্ভরশীল তা মৃত্যুর পরেও রয়ে যায়। বরং দেহমুক্ত সে আত্মা তীক্ষ্ণতর হয়ে ওঠে। সে আত্মার সঙ্গে থাকে স্মৃতি বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আত্মা নরকের নদী এ্যাকেরণ পার হয়ে নরকের মাঝে তার প্রাথমিক বিচারের মাধ্যমে স্থান করে নেয়।

পরিশুদ্ধির পাহাড়ে এসে মানুষের সেই বুদ্ধিগত আত্মা অনুতাপের মাধ্যমে

পাপস্খালনের জন্য বাতাসের সাহায্যে ছায়ামূর্তি ধারণ করে। সে ছায়ামূর্তির আকার এবং আয়তন জীবন্ত মানুষের দেহের অনুরূপই থাকে। বৃষ্টিসিক্ত অদৃশ্য বাতাসের উপর সূর্যের আলো পড়লে যেমন রামধনুর আকার গড়ে ওঠে আপনা থেকে, অদৃশ্য আগুন জ্বলতে থাকলে তার থেকে যেমন কতকগুলি শিখা রূপায়িত হয়ে ওঠে তেমনি মৃত মানুষের আত্মা আপন প্রয়োজনে পারিপার্শ্বিক বাতাস হতে এক রূপ পরিগ্রহ করে। এই হলো ছায়ামূর্তির রূপ পরিগ্রহ করার কারণ।

ইতিমধ্যে আমরা সিঁড়ির শেষ ধাপে উঠে গিয়েছি। ডান দিকে ঘুরে আমরা সপ্তম চত্বরের দিকে পা বাড়ালাম। সপ্তম চত্বরের প্রান্তে আগুন জ্বলছিল। সেখানে যাবার পথ খুবই সংকীর্ণ। পথের সংকীর্ণতার জন্য আমরা একজন একজন করে গেলাম। আগুন দেখে আমার বড় ভয় করছিল। পাশেই গভীর খাদ। সেদিকে তাকাতে পারছিলাম না ভয়ে।

আমার পথপ্রদর্শক বললেন, এ জায়গা বড় ভয়ঙ্কর। খুব সাবধানে তাকিয়ে এখানে পথ চলতে হবে। এক পা ভুল হয়ে গেলেই সমূহ বিপদ।

সহসা এক প্রার্থনা সঙ্গীত শুনতে পেলাম। সে গানের প্রথম ছত্র ছিল, হে ঈশ্বর, তুমি কত কৃপাময়। পরম মার্জনার পূর্ণ প্রতীক তুমি। অন্তরের নিবিড়তার সঙ্গে গীত সে গান শোনার জন্য আমি ব্যগ্র হয়ে উঠলাম।

আমি আরো দেখলাম সেই সব ছায়ামূর্তিগুলি সেই জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ছোটাছুটি করছিল। তারা মুখে প্রার্থনার গান গাইছিল মৃদুকণ্ঠে। প্রথমে গাইল তারা জগন্মাতা মেরীর জীবনকাহিনীর একটি অংশ। তারপর গাইল সতী ডায়েনার কথা। এই সতী ডায়েনা একবার তাঁর দল থেকে হেলিসকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কারণ হেলিস দেবরাজ জুপিটারের সঙ্গে দেহসংসর্গে লিপ্ত হয়ে তাঁর ঔরসজাত এক সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে।

তারপর তারা সেই সব সচ্চরিত্র দম্পতির গুণগান করতে লাগল, দাম্পত্য জীবনে যারা বিশ্বস্ত ছিল পরস্পরের প্রতি, যারা কোনদিন নীতি বা ধর্ম হতে বিচ্যুত হয়নি কোন অবস্থায়। এইভাবে গান গাইতে গাইতে তারা জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছিল। সর্বশুদ্ধ হুতাশন তাদের অন্তরাত্মাকে পুড়িয়ে ছারখার করে বিমুক্ত করে তুলছিল তাদের কামনা বাসনার যত সব পাপ থেকে। জীবনে লালসার আতিশয্যবশে যত পাপ তারা করেছিল তার থেকে আজ মুক্ত হলো তারা।

# ষষ্ঠবিংশতি সর্গ

## সপ্তম চত্বর : কামনালোলুপ অনুতাপীর দল

### কাহিনীসংক্ষেপ

সপ্তম চত্বরে উপনীত হয়ে দান্তেরা দেখলেন, স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক অপরাধে অপরাধী অনুতাপীর দল পরস্পরের বিপরীত দিকে পথ চলছে। আবার পথে যেতে যেতে পরস্পরের সঙ্গে দ্রুত আলিঙ্গনে আবদ্ধ হচ্ছে তারা। প্রতিটি দল আপন আপন পাপের শাস্তির কথা ঘোষণা করে যাচ্ছিল ক্রমাগত। তাদের মধ্য থেকে গিদো গিনিসেলি ও আর্নত ড্যানিয়েল নামে দুজন কবির সঙ্গে কথা বললেন দান্তে।

আমরা যখন এক একজন করে সেই সংকীর্ণ পথ দিয়ে সপ্তম চত্বরে প্রবেশ করছিলাম তখন আমার পথপ্রদর্শক বারবার আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বলছিলেন, দেখো, আমি যা বলছি তা যেন ভুলো না।

সূর্য তখন দক্ষিণ দিক থেকে কিরণপাত করছিল আমার স্কন্ধের উপর। সে সূর্যের কিরণ ক্রমশই উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল এবং তার প্রতপ্ত উজ্জ্বলতায় নীল আকাশটা সাদা হয়ে উঠছিল ক্রমশঃ। কিন্তু আমি যেখান দিয়ে যাচ্ছিলাম আমার পথের পাশে আমার দেহের ছায়া পড়ছিল।

আমার সেই ছায়া থেকে সপ্তম চত্বরের আত্মারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল, দেখ দেখ, ঐ লোকটার দেহ কিন্তু ছায়া দিয়ে গড়া নয়; ওর দেহ অস্বচ্ছ বলে তার মধ্য দিয়ে সূর্যের আলো যেতে পারে না। আমি যে সংকীর্ণ পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম তার পাশে আগুন জ্বলছিল। সেই আগুনের শিখা-গুলোর মধ্যে থেকে সেই সব ছায়ামূর্তিদের থেকে কয়েকজন আমার উপর কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এল আমার কাছে। সেই ছায়ামূর্তিদের সব শেষে যে ছিল সে আমাকে সম্বোধন করে বলল, হে জীবিত আত্মা, বল কেন তুমি এ পথে পদচারণা করছ? শুধু আমি নই, আমার সঙ্গীরাও এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য শীতল জলপিপাসু কোন ভারতীয় বা ইথিওপিয়াবাসীর মত আর্ত হয়ে উঠেছে। বল আমাদের, তুমি কে? বল, কি কারণে তোমার দেহাবয়ব আজও এক দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মত সূর্যের কিরণকে ব্যাহত করে ছায়াপাত

করছে, দেখে মনে হচ্ছে তুমি আজও মৃত্যুর ফাঁদে ধরা পড়নি।

সেই সব ছায়ামূর্তিদের মধ্যে একজন আমাকে একথা বলল। তার কথা মত আমি আমার পরিচয় দান করলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে এক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে গেল এবং তার ফলে আমার দৃষ্টি তার উপর নিবদ্ধ হলো। বড় রাস্তা দিয়ে আগুনে দগ্ধ হতে হতে যারা যাচ্ছিল তাদের বিপরীত দিক থেকে আর এক দল আসছিল।

সহসা দেখলাম, একদল ছায়ামূর্তির প্রত্যেকে অন্য দলের ছায়ামূর্তিদের সঙ্গে কোলাকুলি এবং চুম্বন করছে। কিন্তু তারা ক্ষণিকের জন্যও দাঁড়াচ্ছে না। আলিঙ্গন ও চুম্বনের পরমুহূর্তেই তারা চলে যাচ্ছে। চলমান একদল পিপীলিকা যেমন তাদের বিপরীত দিক থেকে আসতে থাকা আর একদল পিপীলিকাকে দেখে পরস্পরের মুখে মুখ দিয়ে পথের যাথাখ্য সম্বন্ধে জানাজানি করে, ওরাও তাই করছিল। আলিঙ্গন ও চুম্বন শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তারা চিৎকার করে পরস্পরকে অভিনন্দন জানাচ্ছিল।

ওরা ছিল সোডম নগরীর অধিবাসী। একজন চিৎকার করে বলল, সোডম, গোমোরা!

বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেণ্টে বর্ণিত সোডম ও গোমোরা ছিল দুটি প্রাচীন নগরী। এই দুটি নগরীর অধিবাসীরা অসমকামিতার জন্য (পুরুষরা পুরুষদের সঙ্গে রতিক্রিয়ায় মিলিত হওয়ার জন্য) ধ্বংস হয়। বিধ্বস্ত হয় নগরী দুটি। এটি হলো অস্বাভাবিক পাপকর্মের নিদর্শন। অসমকামিতা অর্থাৎ অসমজাতীয় জীবের মধ্যে দেহমিলনের মাধ্যমে অসংযত কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার দৃষ্টান্ত হলো স্বাভাবিক পাপকর্মের নিদর্শন। যেমন পুরাকালে ক্রীট দেশের রাজা মাইনসের স্ত্রী পাসিকা একবার একটি ষাঁড়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গাভীর ছদ্মবেশে তার সঙ্গে মিলিত হয়ে গর্ভ ধারণ করে এবং তার ফলে মাইনটার নামে কিম্ভূতাকার এক জন্তুর জন্ম হয়।

বিপরীত পথগামী সেই সব ছায়ামূর্তির দল কোথায় যাচ্ছিল কেউ তা জানে না। হয়ত তারা যাচ্ছিল স্কাইথিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে অথবা যাচ্ছিল আফ্রিকার মরু অঞ্চলে। এইভাবে চলছিল আসা যাওয়া। একদল যাচ্ছিল আর একদল আসছিল।

আমাকে যে দলের একটি ছায়ামূর্তি প্রশ্ন করেছিল সেই দলের

ছায়ামূর্তিগুলি আমার পরিচয় জানার জন্য আমার কথা শোনার জন্য এগিয়ে এল আমার কাছে।

আমার পরিচয় জানার ব্যাপারে তাদের তপ্ত ব্যগ্রতা দেখে আমি বললাম, হে পরিশুদ্ধপ্রায় আত্মার দল, আমার জীবনকাল শেষ না হতেই অর্থাৎ মৃত্যুর বহু পূর্বেই রক্তমাংসের দেহ ধারণ করেই এখানে এসেছি আমি। এই পরিশুদ্ধি পর্বতের ঊর্ধ্বলোকে স্বর্গধামে এক মহীয়সী মহিলা আমাকে অনুগ্রহ করেন। তাঁর সাক্ষাৎলাভের আশায় তাঁরই ইচ্ছাক্রমে আমি তোমাদের এই রাজ্যের মধ্য দিয়ে আমি সেই অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছি।

আমার মত তোমরাও তোমাদের বহু আকাংখিত সেই স্বর্গধামে পৌঁছতে পারতে। আকাশমণ্ডলের শেষ প্রান্তে অবস্থিত সেই স্বর্গধাম অনন্ত প্রেম আর অফুরন্ত আনন্দের অমৃতে চিরপরিপূর্ণ। তুমি কে এবং তোমার সঙ্গীরাই বা কে তা বল আমায় যাতে আমি সেকথা লিখে নিতে পারি। কোন পর্বতবাসী আদিম লোক সহসা কোন নগরে গিয়ে যেমন স্বপ্নপুরীবৎ সেই নগরীর পথ ঘাট প্রাসাদ অট্টালিকার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তেমনি সেই ছায়ামূর্তির দল তাকিয়ে রইল আমার পানে অবাক বিস্ময়ে।

তারপর তাদের বিহ্বল অভিভাবটা কেটে গেলে তারা বলল, ত্রিগুণ ঐশ্বরিক আশীর্বাদ ঝড়ে পড়ুক তোমার উপর।

আমি শুনতে পেলাম তারা আমাকে এইভাবে অভিনন্দন জানিয়ে বলল, তাহলে তোমার কাছ থেকে আমাদের দেশের খবর পাব যা মৃত্যুর পর থেকে পাইনি। আমাদের যাত্রাপথের বিপরীত দিকে যারা চলে গেল তাদের দেখে মনে হলো তারা যেন সীজারের গলদেশ বিজয়ের পর জয়যাত্রায় অংশগ্রহণ করতে চলেছে। সেই সব জয়যাত্রায় সৈনিকরা অশ্লীল গান গেয়ে যুদ্ধজয়ের কষ্টার্জিত আনন্দ প্রকাশ করত। সেই জয়যাত্রাকালে সীজারের উপর পুষ্পবৃষ্টি করছিলেন তাঁর অনুরাগিণী তিথিনিয়ার রাণী। কথিত আছে তিথিনিয়ার রাজা নিকোমেদিসের সঙ্গে নাকি জুলিয়াস সীজারের বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। তুমি একটু আগে 'সোডম' এই কথাটার উল্লেখ শুনলে। এই কথা বলে ওরা লজ্জা দিল অন্য পাপাত্মাদের। সোডমের লোকরা ছিল অস্বাভাবিক কামপ্রবৃত্তির অপরাধে অপরাধী। তাই এই কথা বলে তাদের লজ্জা দেওয়া হলো যাতে ওরা অনুতাপের আগুনে ভালভাবে দগ্ধ হয়ে পরিশুদ্ধ হতে পারে। আমাদের নিজেদের পাপ ছিল স্বাভাবিক। অর্থাৎ হার্মাফ্রোদিতের মত পশুর

মত আমাদের অসংযত কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে গিয়ে মানবিক নিয়মের বিধানকে লঙ্ঘন করলাম। পুরাকালে হার্মাফ্রোদিতাস নামে এক ব্যক্তি ছিল। তার প্রণয়িণীর নাম সালামা। সালামার এক অস্বাভাবিক প্রার্থনার খাতিরে দেবতারা তাদের দুটি দেহ এক করে দেন যাতে একজন অপরজনের সাহায্য ব্যতিরেকেই তার কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে পারে। এরপর আমরা পাসিফার নামও করেছিলাম। পাসিফা কামার্ত হয়ে গাভীর ছদ্মবেশে মিলিত হয়েছিল পশুর সঙ্গে। এইভাবে আমরা পরস্পরের উপর স্বাভাবিক অস্বাভাবিক অসংযত কামনাজনিত পাপকর্মের সলজ্জ নিন্দার বোঝা পরস্পরের উপর চাপিয়ে দিচ্ছিলাম। এইভাবে আমি আমাদের পাপকর্মের নাম বললাম। কিন্তু আমার সকল পরিচয় জানতে চাইলে আমি তা বলতে পারব না। সে সময় আমি পাব না। অবশ্য আমি আমার নিজের পরিচয় দান করে তোমাকে সন্তুষ্ট করতে পারি। আমার নাম হচ্ছে গিদো গিনিসেলি। আমার আত্মার পরিশুদ্ধির ব্যাপারে দেরি হয়নি, কারণ মৃত্যুর আগেই অনুতাপের আগুন জ্বলতে শুরু করে আমার মধ্যে। নিমীয়ার রাজা লাইকর্গসের রাজদরবারে লেমসের রাণী হিপসিপাইলকে বহু দিন পরে হঠাৎ দেখে তার যমজ পুত্রদ্বয় যে এক সকরুণ বিস্ময় অনুভব করেছিল আমিও আমার পিতার নাম তার মুখে উচ্চারিত শুনে তেমনি এক বিস্ময় অনুভব করলাম।

মূক ও বধিরের মত দীর্ঘক্ষণ আমি তার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম। আমার দৃষ্টি যেন তাকে গ্রাস করছিল। তথাপি তার দিকে জ্বলন্ত অগ্নির সেই লেলিহান শিখার ভয়ে এগিয়ে যেতে পারলাম না। আমি তার পানে তাকিয়ে শ্রোতা হিসাবে তার প্রতি আমার আনুগত্য প্রকাশ করলাম।

সে বলল, তোমাকে দেখে তোমার প্রতি আমার এমন শ্রদ্ধার ভাব জাগছে যা কোন দিন দূরীভূত হবে না। তোমার কণ্ঠনিঃসৃত যে-কথা শুনেছি তা বিস্মৃতির নদী পার হলেও আমি ভুলব না। এখন বল, কি চাও আমার কাছ থেকে। তোমার কথা ও দৃষ্টির যুক্ত আবেদন কিসের জন্য তা বল আমায়।

আমি তখন বললাম, তোমার কবিতা বর্তমানে গীতিকবিতা হিসাবে গীত হলেও তা অনবদ্য কবিকর্ম হিসাবে দীর্ঘকাল কালজয়ী গৌরবের অধিকারী হয়ে থাকবে। তোমার কাব্যের প্রতিটি অক্ষরই মূল্যবান।

কবি গিদো গিনিসেলি তার উত্তরে বলল, শোন ভাই, আমাদের দলের

মধ্যে তোমাকে আমার থেকে ভাল একজন কবিকে দেখাতে পারি যে তার মাতৃভাষাকে অধিকতর গৌরব দান করে। ছন্দোবদ্ধ প্রেমকবিতা অথবা গীতিময় রোমান্টিক গদ্য রচনায় সে সকলকে ছাড়িয়ে যায়। অথচ দেখ, লিমোদেস নামে একজন সরল গ্রাম্য কবিকে সমসাময়িক যুগের সাধারণ লোকেরা বেশী গুরুত্ব দান করে। তারা কাব্যের মধ্যে যুক্তিগত সত্যের থেকে আবেগ এবং জনপ্রিয়তাকে বড় করে দেখে। প্রাচীনকালে প্রখ্যাত কবি ও সুপণ্ডিত গিতোন চতুর্দশপদী কবিতার রীতিকে এক গৌরবময় পরিপূর্ণতা দান করেন। গিতোন তাঁর কাব্যপ্রতিভার দ্বারা প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহে যদি তুমি স্বর্গে যেতে পার তাহলে ঈশ্বরের কাছে আমার জন্য প্রার্থনা করতে পার। তাঁকে বলবে এখন আমি পরিশুদ্ধিরাজ্যে অনুতাপের মধ্য দিয়ে কালযাপন করছি। এখন পাপকর্মের কোন ক্ষমতাই নেই আমার। কোন মাছ সহসা যেমন ঘাটের কাছে দেখা দিয়ে পরমুহূর্তে গভীর জলে চলে যায় তেমনি গিদো সেই জ্বলন্ত আগুনের মাঝে তার সঙ্গীদের সঙ্গে চলে গেল।

গিদো চলে গেলে আর একজন আমার কাছে কিছু বলার জন্য এগিয়ে এল। সে আমার কাছে এসে সরলভাবে তার আঞ্চলিক পরিভাষায় বলল, আমার নাম আর্নত ড্যানিয়েল। আমি আমার গ্রাম্য মাতৃভাষায় কিছু সরল কবিতা লিখেছি। আমাকে আপনি পথ দেখিয়ে ঊর্ধ্বলোকে নিয়ে চলুন।

এই কথা বলে সে আবার জ্বলন্ত আগুনের গভীরে প্রবেশ করল।

# সপ্তবিংশতি সর্গ

## সপ্তম চত্বর। লালসাতুর অনুগামীর দল

### কাহিনীসংক্ষেপ

সূর্যাস্তের কিছু আগেই কবিরা পরিশুদ্ধিপর্বতের পশ্চিম প্রান্তে এসে উপনীত হলেন। সেই জ্বলন্ত অগ্নিপ্রাচীরের বাইরে সতীত্বের এক দেবদূতকে মার্জনার পথের মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন দান্তে। সে দেবদূত সপ্তম চত্বরের জন্য ঈশ্বরের প্রেরিত আশীর্বাদ ঘোষণা করছিল। সেই মার্জনার পথের মাঝে কোন অনুতাপী আত্মাকে যেতে হলে তাকে জ্বলন্ত অগ্নিপ্রাচীর ভেদ করতেই হবে। অগ্নিতে দগ্ধ না হলে মার্জনার পথে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। তা দেখে ভীত হয়ে পড়লেন দান্তে। কারণ তাঁকেও আগুনের মধ্য দিয়েই মার্জনার পথে প্রবেশ করতে হবে। কিন্তু ভার্জিল তাঁকে বিয়াত্রিসের নাম করে উৎসাহ দান করলেন। অবশেষে তিনি তাঁর পথপ্রদর্শকের সঙ্গে আগুনে প্রবেশ করলেন। অতঃপর তাঁরা সপ্তম চত্বরের সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠার কাজ শুরু করলে সূর্য অস্ত গেল। প্রদোষকাল শুরু হওয়ার জন্য সিঁড়িতে তাঁদের রাত্রি যাপন করতে হবে। কারণ পরিশুদ্ধি রাজ্যের নিয়মানুসারে রাত্রিকালে পাহাড়ে ওঠা নিষিদ্ধ। সিঁড়িতে এক জায়গায় বিশ্রাম করতে গিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে দান্তে স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। স্বপ্নে দেখলেন, লাবানের কন্যা লীঃ আর র‍্যাশেলের কথা স্বপ্নে দেখলেন। প্রভাতকাল উপস্থিত হলে তাঁরা একটি একটি করে খাড়াই সিঁড়ি বেয়ে উপরে সপ্তম চত্বরের শেষ ধাপে উঠে গেলেন। সেখানে গিয়ে ভার্জিল বললেন, এবার হতে তিনি আর দান্তের পথপ্রদর্শক থাকবেন না। এবার দান্তেকে নিজেই পথ চলতে হবে। এমন সময় পার্থিব স্বর্গলোককে ঘিরে থাকা কুসুমিত এক বিশাল প্রান্তর প্রসারিত দেখলেন তাঁরা তাঁদের সামনে।

জেরুজালেম ও পশ্চিম দিগন্তে যখন উদীয়মান সূর্যের রক্তলাল রশ্মি ছড়িয়ে পড়ে প্রভাতের উপর, পূর্ব দিগন্তে অর্থাৎ প্রাচ্যের গঙ্গা বিধৌত দেশগুলিতে তখন বেলা দ্বিপ্রহর। বেলা দ্বিপ্রহরের পর হতেই সূর্য যত পশ্চিম দিগন্তের পথে ঢলে পড়তে থাকে দিবাকাল ততই এগিয়ে যেতে থাকে নিশাকালের দিকে।

আমরা দেখতে পেলাম সেই জ্বলন্ত অগ্নিপ্রাচীরের ওপারে এক দেবদূত দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে দেবদূত গাইছিল সপ্তম চত্বরের আশীর্বাদের গান। সে গানের প্রথম ছত্রটি হলো 'বেটি মাণ্ডো কর্ডি' অর্থাৎ যাদের অন্তঃকরণ পবিত্র নির্মল তারাই ঈশ্বরের আশীর্বাদে ধন্য হয়। এক ঐশ্বরিক শুভেচ্ছাসমৃদ্ধ সে গানের সুর যে কোন পার্থিব গানের থেকেও মধুর।

গান শেষ হওয়ার পর সেই দেবদূত অনুতাপী স্বর্গপথযাত্রী আত্মাদের সম্বোধন করে বলল, হে পবিত্র আত্মার দল, জ্বলন্ত আগুনের দংশন সহ্য না করে অন্য কোন পথে বা কোন উপায়ে স্বর্গলোকে যাওয়া সম্ভব নয় তোমাদের পক্ষে। ঐশ্বরিক মার্জনার পথ পরিশুদ্ধির পর্বত হতে স্বর্গলোকে নিয়ে যায়। সে পথে প্রবেশ করতে হলে জ্বলন্ত আগুনের দংশন একবার অনুভব করতেই হবে। তাছাড়া এই আশীর্বাদের গান তোমাদের শুনতেই হবে।

আমরা সেই দেবদূতের পানে যতই এগিয়ে যেতে লাগলাম ততই তার কথাগুলো দূরাগত ধ্বনির মত কানে আসতে লাগল। তারপর দুহাত জড়ো করে আগুনে প্রবেশ করলাম আমি। আগুনের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে আগুনের মধ্যে কি আছে, কারা দগ্ধ হচ্ছে সেই সব দৃশ্য দেখতে লাগলাম। তখন আমার বন্ধুস্থানীয় পথপ্রদর্শক আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, বৎস, এই জ্বলন্ত আগুনের মধ্য দিয়ে যাবার সময় যদিও তোমার কিছুটা কষ্ট হবে তথাপি জেনো, এতে তোমার মৃত্যু ঘটবে না। মনে রেখো বৎস, তোমাকে একদিন গেরিয়নের পিঠে চাপিয়ে খাদ পার করে নিরাপদে নিয়ে আসি। সমস্ত বিপদ থেকে মুক্ত করি তোমায়। গেরিয়নের পিঠের উপর নরক-প্রদেশের সেই খাদের উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় খাদের মধ্যে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে দগ্ধ হতে থাকা বহু পাপাত্মাকে দেখতে পাও তুমি। আর একটা বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পার। জ্বলন্ত আগুনের ভিতর দিয়ে যাবার সময় তোমার দেহটা আগুনের কোলের মধ্যে অভিগ্রস্ত হয়ে পড়লেও তোমার মাথার একগুচ্ছ কেশও পুড়ে নষ্ট হয়ে যাবে না। যদি তোমার মনে হয় আমি তোমাকে প্রতারণা করছি তাহলে পরীক্ষা করে দেখতে পার আমার কথার সত্যতা। তোমার পোষাকের অঞ্চলভাগের একটা অংশ তোমার হাতে নিয়ে আগুনের মধ্যে দিয়ে যেতে পার।

আমি ভয়ে ভয়ে তাই করলাম। আমার পথপ্রদর্শক জোর করে বললেন, যাও, নিরাপদে চলে যাও তুমি।

আমার বিবেকবুদ্ধিতে আঘাত লাগল তখন। আমি এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে নির্বোধের মত অভিভূত হয়ে গেলাম। আমার গুরু বললেন, দেখ বৎস, তোমার আর বিয়াত্রিসের মাঝখানে একমাত্র বাধা ও ব্যবধান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই অগ্নিপ্রাচীর। পিরামুস যেমন বনমধ্যে সঙ্কেতস্থানে জামগাছের তলায় তার প্রেমিকা থিস্‌ব সিংহকর্তৃক নিহত হয়েছে ভেবে নিজেকে ছুরিকাহত করে তার রক্ত নিয়ে জামগুলোকে রাঙিয়ে দেয় তেমনি আমিও বিয়াত্রিসের নাম শুনে সহসা যেন বিগলিত হয়ে উঠলাম। আমার অন্তরের মধ্যে সহসা যেন এক প্রেমের ঝর্ণাধারা উচ্ছলিত হয়ে উঠল। পিরামুস আর তার প্রেমিকা থিস্‌বএর বনমধ্যে এক সঙ্কেতস্থানে জামগাছের তলায় একদিন রাত্রিকালে মিলিত হবার কথা ছিল। থিস্‌ব প্রথমে একা সেখানে গিয়ে দেখে পিরামুস তখনো আসেনি। সহসা একটা সিংহকে দেখে থিস্‌ব তার ওড়নাটা ফেলে দিয়ে ভয়ে পালিয়ে যায়। সিংহটা তখন তার রক্তমাখা মুখে থিস্‌বের ওড়নাটা ছিঁড়ে খুঁড়ে চলে যায় সেখান থেকে। একটু পরে পিরামুস এসে থিস্‌বের রক্তমাখা ওড়না দেখে ভাবে থিস্‌বকে সিংহতে ধরে নিয়ে গেছে। তাই ভেবে সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ছুরিকাহত করে পিরামুস। পরে আবার থিস্‌ব এসে পিরামুসকে মৃত দেখে থিস্‌বও পিরামুসের বুকের উপর পড়ে আত্মহত্যা করে। তাদের দুজনের রক্তে জাম ফলগুলো সব লাল হয়ে যায়। সেই থেকে সব জাম লাল হয়ে যায়।

তখনো আমি বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে আছি দেখে আমার গুরু ভার্জিল বললেন, 'তুমি কি এই পারেই থেকে যাবে?' এই বলে তিনি আমার মুখ পানে তাকিয়ে হাসলেন। তাঁকে দেখে মনে হলো তিনি যেন কোন এক শিশুকে আপেল ফলের লোভ দেখিয়ে কোথাও ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

তারপর তিনি নিজে আগুনের ভিতর দিয়ে হেঁটে যেতে লাগলেন। স্টেসিয়াসকে বললেন, তুমি পিছনে থেকো না। সেই জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে তাঁদের দেখাদেখি আমিও প্রবেশ করলাম। সে আগুনের অমিত তাপে আমি অস্বস্তি বোধ করছিলাম এবং এক শীতল কাচের আবরণে নিজের তপ্ত দেহটাকে ঢাকতে ইচ্ছা করছিল।

আমার গুরু বললেন, বিয়াত্রিসের এক সূক্ষ্ম আত্মিক উপস্থিতি সর্বক্ষণ আমাদের এতক্ষণ আচ্ছন্ন করেছিল। আমার মনে হয়, ঐ মার্জনার পথের ওপার হতে বিয়াত্রিস আমাকে এখনো লক্ষ্য করছে।

আমাদের সামনে পাহাড়টা খাড়া হয়ে উঠে গেছে। কিন্তু পথ নির্ণয় করতে কোন অসুবিধা হলো না আমাদের। কারণ পথের ওপার হতে এক মধুর সঙ্গীতের ধ্বনি ভেসে আসছিল। সেই সঙ্গীতের ধ্বনিই যেন পথের নির্দেশ দান করছিল আমাদের। সে সঙ্গীতের প্রথম ছত্রটি ছিল 'হে পরম পিতা, তোমার আশীর্বাদে ধন্য করো আমাদের।' তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। পশ্চিম দিগন্তে অন্ধকার নেমে আসছিল ধীরে ধীরে। কিন্তু প্রায়ান্ধকার পশ্চিম দিগন্তের ওপারে মনে হচ্ছিল চোখ ধাঁধানো এক উজ্জ্বল আলোর প্লাবন বয়ে যাচ্ছে।

আমার পথপ্রদর্শক আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, সূর্য অস্ত যাচ্ছে, শীঘ্রই রাত্রির অন্ধকার নেমে আসবে। সুতরাং পা চালিয়ে চল।

আমাদের পথটা ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে। আমরা যাচ্ছিলাম পূর্ব হতে পশ্চিমে। আমার ছায়াটা যাচ্ছিল আগে আগে। কিছুদূর উঠতেই দেখলাম আমার ছায়া আর পড়ছে না। দেখলাম সূর্য অস্ত চলে গেছে। সূর্য অস্ত যাওয়ায় সমস্ত পশ্চিম দিগন্ত ধূসর বর্ণ ধারণ করেছে। ধীরে ধীরে রাত্রি নেমে এসে আকাশে বাতাসে তার প্রভুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করছে।

আমরা তিন জনে অর্থাৎ আমি ভার্জিল আর স্টেসিয়াস এক একটি সিঁড়িকে বেছে নিলাম আমাদের বিছানা হিসাবে। কারণ এ রাজ্যের নিয়ম অনুসারে আমাদের ইচ্ছা থাকলেও আমরা এখন পর্বতে উঠতে পারব না। ওঠার কোন শক্তিই থাকবে না আমাদের। সারাদিন পাহাড়ে পর্বতে লাফিয়ে বেড়াবার পর একদল ছাগ যেমন সন্ধ্যার দিকে কোন গাছের তলায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে আর তার পাশে সারারাত মেষপালক নেকড়ের ভয়ে জেগে জেগে পাহারা দেয় তেমনি আমি সেই সিঁড়ির উপর তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে আমার দুই পথপ্রদর্শক মেষপালকের মত জেগে রইলেন অতন্দ্রভাবে।

আমাদের সিঁড়ির দুপাশে খাড়াই পাহাড় উঁচু হয়ে উঠে গেছে। দুপাশের কোন বস্তু দেখা যাচ্ছিল না। তবু আমি দূর আকাশে কিছু নক্ষত্র দেখতে পেলাম। আগের রাত্রির থেকে সে নক্ষত্র আরো বড় আর উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। সিঁড়িতে গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম আমি। যে ঘুম মানুষকে ভবিষ্যৎ দিনের কোন সোনালি স্বপ্নের গভীরে নিয়ে যায় সে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে উঠলাম আমি ধীরে ধীরে।

রাত্রি যখন শেষ হয়ে যাচ্ছিল অর্থাৎ গ্রহরাজ ভেনাস যখন পূর্বাচলের উপর

তার প্রেমের রঙীন রশ্মি বিচ্ছুরিত করছিল তখন আমি এক স্বপ্নে দেখলাম এক পরম রূপবতী যুবতী এক বিশাল প্রান্তরে একা একা পুষ্পচয়ন করে বেড়াচ্ছে।

ফুল তুলতে তুলতে গান করছিল সে। গানের সুরে সে বলছিল, কেউ যদি আমার নাম জিজ্ঞাসা করে তাহলে আমি বলব আমার নাম লীঃ। আমি নিজেকে সাজাবার জন্য আমার তুষারশুভ্র হাত দিয়ে মালা গেঁথে চলেছি। আমি নিজেকে সাজাবার জন্য মালা গেঁথে চলি, কিন্তু আমার বোন র‍্যাশেল চুপচাপ শুধু আয়নার সামনে বসে থাকে। আমি যখন বিবিধ পুষ্পভূষণে ভূষিত করি নিজেকে র‍্যাশেল তখন দূরে শূন্য দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে তাকিয়ে থাকে। কি দেখে সেই জানে। কর্মে আমার আনন্দ, কিন্তু র‍্যাশেলের আনন্দ শুধু চিন্তায়। অলস অনাবশ্যক চিন্তায়।

গৃহে প্রত্যাবর্তনরত ও ঘুমন্ত তীর্থযাত্রীদের যেমন প্রত্যুষের দুগ্ধফেননিভ আলোর স্পর্শ ধীরে ধীরে জাগিয়ে তোলে তেমনি প্রাকপ্রভাতী আলোর স্পর্শে অন্ধকার অপগত হতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল আমার।

ঘুম থেকে উঠে দেখলাম, আমার দুজন পথপ্রদর্শকই উঠে দাঁড়িয়ে আছেন। কবিবর ভার্জিল বললেন, মানুষ তার সারাজীবনের এক সুতীব্র ক্ষুধা, যে ফল বৃক্ষ হতে বৃক্ষান্তরে খুঁজে বেড়ায় তোমার সে ফলাকাঙ্খা আজ তৃপ্ত হবে চিরতরে।

তাঁর সেকথা শুনে যে আনন্দ মানুষ অমূল্য বস্তুসম্পদ লাভ করলেও পায় না, সেই অমূল্য আনন্দ লাভ করলাম আমি। সহসা আমার হৃদয় লঘু হতে লঘুতর হয়ে উঠতে লাগল প্রতিটি সিঁড়ি অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে। তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে উঠল আমার বিয়াত্রিসের দর্শনলাভের কামনা।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে শেষ ধাপে গিয়ে ভার্জিল আমার দিকে ঘুরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন, অগ্নিপরিবৃত সেই অনুতাপের রাজ্য ছেড়ে অনন্তের পথে আসতে আসতে তুমি এখন এমন এক স্থানে এসে পড়েছ যেখানে আমার আর কোন প্রয়োজন নেই। আমি আমার বুদ্ধির সাহায্যে এতদিন তোমায় পথ দেখিয়ে এনেছি। এবার হতে তুমিই হবে তোমার পথপ্রদর্শক। সংকীর্ণ সিঁড়িপথ অতিক্রম করে অনেক দূরে এসে পড়েছ তুমি। এবার হতে তুমি তোমার ইচ্ছামত পথে চলবে। মানুষের আত্মা যখন পাপের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয় তখন তার যুক্তিবোধ ও নীতিজ্ঞান বিশুদ্ধ হয়ে ঠিক পথে চালিত করে

তাকে। তখন বিশ্বপ্রেমের প্লাবন জাগে মানুষের অন্তরে। তখন আর কোন নীতিজ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। বিশ্বপ্রেমিক মানুষ মানুষকে ভালবেসে যা কিছু করে তাই ন্যায় ও নীতিসঙ্গত হয়ে ওঠে।

ঐ দেখ, তোমার মাথার উপরে সূর্য কেমন কিরণ দান করছে। তোমার সামনে সবুজ তৃণগুল্মাচ্ছাদিত যে কুসুমিত প্রান্তর দেখতে পাচ্ছ সেখানেই সমস্ত সদ্‌গুণ জন্মলাভ করে। অশ্রুসিক্ত যার সকরুণ আবেদন আমাকে একদিন তোমার সাহায্যার্থে পাঠায় আজ তার অনিন্দ্যসুন্দর চক্ষু এক পরম সুখের উজ্জ্বলতা নিয়ে এগিয়ে আসছে তোমার দিকে। তুমি তা দেখে ধন্য হবে। সেই মহীয়সী নারীই এর পর ঠিক পথে পরিচালিত করবে তোমায়। অবহেলাভরে তাকে যেন এড়িয়ে যেও না। ধর্ম ও রাষ্ট্রশক্তিসম্পন্ন কোন পোপ সম্রাটের মত আজ তুমিই হবে তোমার প্রভু।

আত্মার স্বাধীন সক্রিয় ইচ্ছাশক্তি যখন ঐশ্বরিক ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত হয় মানুষ তখন তার নিজের প্রভু নিজেই হয়ে ওঠে। তখন পার্থিব ও আধ্যাত্মিক সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় তার মধ্যে।

# অষ্টবিংশতি সর্গ

## ভূস্বর্গ : পবিত্র অরণ্যভূমি

### কাহিনীসংক্ষেপ

তাঁর দুই সঙ্গীসহ দান্তে প্রথমে এক পবিত্র অরণ্যভূমি ও পরে এক ছোট নদীর তীরে এসে উপনীত হলেন। সেই নদীর ওপারে এক নারী ফুল তুলতে তুলতে গান গাইছিল। ভূস্বর্গ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্নের উত্তর দান করল সে নারী। সে বলল, কবিরা যে আদর্শ স্বর্ণযুগের কথা কল্পনা করেছিলেন একদিন সে যুগ এই রাজ্যেই ছিল বিরাজিত। মানুষ তখন ছিল নির্দোষ এবং নিষ্পাপ। সে দিনের বহু স্মৃতিকথা আজও ছড়িয়ে আছে ও রাজ্যের সর্বত্র।

আমি এক পবিত্র অরণ্যভূমিতে প্রবেশ করলাম। উদ্‌ভ্রান্তভাবে পথের সন্ধান করতে লাগলাম আমি তার মধ্যে। সে বনের সঘন পত্রাচ্ছন্ন এক সবুজ

চন্দ্রাতপ চারদিকে বিস্তৃত হয়ে সূর্যকে অন্তরালবর্তী করে রেখেছিল আমার দৃষ্টিপথ হতে।

আমি সেই পার্বত্যপ্রদেশ ত্যাগ করে অবিরাম এগিয়ে যেতে লাগলাম। কুসুমিত সেই সমতল প্রান্তরভূমির উপর দিয়ে ক্লান্ত পদে অগ্রসর হতে লাগলাম আমি। যেন এক দিব্য সৌরভে আমোদিত হয়ে ছিল সেই প্রান্তরদেশ। আমার অবিরাম গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাতাসও বয়ে চলেছিল মৃদুমন্দ গতিতে। কিন্তু সে বাতাসের মধ্যে কোন বেগ ছিল না। সে বাতাস বইছিল পূর্ব হতে পশ্চিমে আর তার মৃদু আঘাতে গাছের পাতাগুলি নুয়ে পড়ছিল পশ্চিম দিকে। সমুদ্রতীরবর্তী চিয়াসি বন্দরের সন্নিকটস্থ পাইন বনের শাখায় শাখায় পবনদেবতা এ্যাকোলাসের নির্দেশে যেমন মুক্ত দক্ষিণপূর্ব বাতাস বয়ে যায় তেমনি মুক্ত নির্মল বাতাস বইছিল সেই অরণ্যস্থলীতে।

পথ চলতে চলতে সে অরণ্যের কত গভীরে চলে এলাম তা বলতে পারব না। সহসা পথে একটি ক্ষুদ্র নদী দেখে রুদ্ধ হলো আমার চলার গতি। সে নদীটি ডান দিক থেকে বাঁ দিক দিয়ে বয়ে চলেছিল। ছোট ছোট ঢেউ ছিল তার বুকে। তার তীরবর্তী তৃণগুলি মৃদু শিহরিত হয়ে উঠছিল বাতাসে।

সে নদীর জল এমনই স্বচ্ছনির্মল ছিল যে তার তুলনায় মর্ত্যভূমির যে কোন নির্মলতম জল মলিনতাযুক্ত। সেই জলের স্বচ্ছতায় নদীবুকের প্রতিটি বস্তুই পরিদৃশ্য হয়ে উঠছিল।

অরণ্যস্থলীর সেই সঘন সবুজ ছায়ার আস্তরণ নদীটিকেও ঢেকে রেখেছিল। সে নদীর তীরে এসে আমি থেমে গেলাম। কিন্তু আমার পদক্ষেপ স্তব্ধ হয়ে গেলেও আবার আমার চকিত চঞ্চল দৃষ্টি নদীতীরস্থ বৃক্ষরাজির পুষ্পিত শাখা-গুলির উপর স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে বেড়াতে লাগল। সহসা কোন বিস্ময়জনক বস্তু দেখলে যেমন মানুষের সব চিন্তা ভাবনা ভারসাম্য হারিয়ে বিশৃংখলাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, সেই অরণ্যস্থলীমাঝে সহসা এক নিঃসঙ্গ মহিলাকে দেখে আমারও তাই হলো। কুসুমাস্তীর্ণ পথের উপর পদচারণারত সেই মহিলা ফুল তুলতে তুলতে গান গাইছিল।

আমি সেই নারীকে সম্বোধন করে বললাম, হে অনিন্দ্যসুন্দরী, মনে হচ্ছে সূর্য স্বয়ং তোমার প্রেমে বশীভূত হয়ে তার উজ্জ্বলতম কিরণপাতের দ্বারা উদ্ভাসিত করে তুলেছে তোমার সমগ্র মুখমণ্ডলকে। মানুষের মুখ যদি

অন্তরের প্রতিচ্ছবি হয় তাহলে তোমার মুখ দেখে আমি তোমার মনের কথা বুঝতে পেরেছি। যদি তোমার কোন ক্ষতি না হয় তাহলে তুমি নদীর পার থেকে আরো এগিয়ে এস আমার দিকে যাতে তোমার গানের বাণীগুলি আমি যথাযথভাবে শুনে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।

আমি তাকে আরো বললাম, হে নারী, তোমাকে দেখে আমার প্রোজার-পাইনের কথা মনে পড়ে গেল। এন্নার প্রান্তরে একদিন প্রোজারপাইন যখন ফুল তুলছিল তখন দিস তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায় নরকের মধ্যে। সেখানে তাকে লুকিয়ে রাখে। প্রোজারপাইনের মাতা দেবী সিরিস তখন খোঁজ করতে থাকে আকুলভাবে। কিন্তু কোথাও না পেয়ে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে সমগ্র পৃথিবীকে বন্ধ্যা করে দেয় সিরিস। তখন দেবরাজ জোভের মধ্যস্থতায় প্রোজারপাইনকে উদ্ধার করে তার মার হাতে দেওয়া হয়।

কোন নৃত্যপটীয়সী নারী যেমন সাবধানে ছন্দোবদ্ধ পা ফেলে এগিয়ে চলে তেমনি সে নারী আমার দিকে এগিয়ে এল আমার অনুরোধে। আনতমুখী সেই নারীর লজ্জানম্র দৃষ্টি ছিল মাটির উপর নিবদ্ধ। আমার প্রার্থনাক্রমে সে আমার এত নিকটে এল যে আমি শুধু তার গানের বাণীগুলি শুনতে পাচ্ছিলাম না আমি সে বাণীর অর্থও হৃদয়ঙ্গম করতে পারছিলাম ভালভাবে।

সেই নদীতীরের মৃদুশিহরিত ঘাসের দেশে এসে সে আমার মুখপানে তাকাল। ভেনাসের থেকেও তার দৃষ্টি ছিল আরও উজ্জ্বল, তার চক্ষুপল্লব ছিল আরো মদিরাসক্ত।

পুরাণে কথিত আছে শিশু কামদেব কিউপিড একদিন তার মাতা ভেনাসের সঙ্গে খেলা করছিল। সহসা শিশু-কামদেব তার ফুলশর দিয়ে ভেনাসের বুকটা আঁচড়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সেই অলৌকিক ফুলশরের আঘাতে কামার্তচঞ্চল হয়ে ওঠে ভেনাস। সেই মুহূর্তে এ্যাডনিস নামে এক সুদর্শন মর্ত্যমানবকুমারের প্রেমে পতিত হয়।

মদিরেক্ষণা সেই নারী নদীর ওপার হতে হাসছিল আমার পানে তাকিয়ে। তার হাতে ছিল একটি ফুলের কুঁড়ি। বীজহীন সে ফুলের গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মায় অদূরবর্তী পার্বত্যদেশে। আমাদের দুজনের মাঝে তখন একমাত্র ব্যবধান ছিল সেই ছোট্ট নদীটি যার প্রস্থ হবে তিন হাত মাত্র। সেই নদীটি তখন আমার মনে এমন এক তীব্র ঘৃণার সঞ্চার করল যে ঘৃণা এশিয়া মাইনর ও ইউরোপের মধ্যবর্তী হেলেসপন্ট উপসাগর (বর্তমানে দার্দানালিস

প্রণালী ) দেখে পারস্য সম্রাট জারেকসেস বা লেণ্ডার অনুভব করেনি। পারস্য সম্রাট জারেকসেস ইউরোপ জয় করার মানসে প্রায় চার মাইল লম্বা হেলেস-পণ্ট উপসাগরে অসংখ্য নৌকা দিয়ে এক বিরাট সেতু নির্মাণ করেন। কিন্তু তাঁর সে নৌ-অভিযান সফল হয়নি। সেই হেলেসপণ্ট উপসাগরের একদিকে অর্থাৎ এশিয়া মাইনরের দিকে ছিল এ্যাবাইডস বন্দর আর ইউরোপের দিকে ছিল সেণ্টস বন্দর। লেণ্ডার নামে এ্যাবাইডসের এক যুবক সেণ্টসের দেবী এ্যাফ্রোদিতের পূজারিণী হিরোকে ভালবাসত। শোনা যায় প্রতি রাত্রিতে লেণ্ডার হিরোর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য সেই চার মাইল প্রস্থবিশিষ্ট হেলেসপণ্ট উপসাগর সাঁতার কেটে অতিক্রম করত। কোন এক দুর্যোগঘন রাত্রিতে সে উপসাগর পার হবার সময় জলে ডুবে যায় লেণ্ডার। সেকথা শুনে দুঃখে হিরোও জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে।

মৃদু হাস্যময়ী সে নারী আমাকে বলল, আমার মনে হচ্ছে তুমি এ দেশে নবাগত। আমার মুখে যে অদ্ভুত হাসি দেখছ তা দেখে যে কোন মানবাত্মা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ে। সংশয়ে আকুল হয়ে ওঠে তাদের চিত্ত কিন্তু 'ডিলেকটেসি' নামে যে প্রার্থনা গান আমি করব তার অর্থ সংশয়াচ্ছন্ন বুদ্ধিকে এক স্বচ্ছ আলো দান করবে। সে প্রার্থনার প্রথম কথা হলো, 'হে ঈশ্বর, তোমার সৃষ্টি ও কর্মের দ্বারা আমাকে নিয়তই আনন্দ দান করছ।' তুমি আমাকে আহ্বান করছিলে কিছু জানার জন্য। আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দান করার জন্যই এসেছি। ধীরে ধীরে আমার কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পারবে। আমি তোমার জ্ঞানগত কৌতূহলকে তৃপ্ত করার জন্যই প্রস্তুত হয়ে এসেছি।

আমি বললাম, তোমার গান শুনে যেন এই সমগ্র বনভূমি ও নদীজল মেতে উঠেছিল। কিন্তু আমি একযোগে এ স্থান সম্পর্কে যা শুনেছি তার সঙ্গে কিন্তু এখানকার বাস্তব অবস্থা মেলে না।

সে নারী তার উত্তরে বলল, আমি এর কারণ ব্যক্ত করব তোমার কাছে। যে অজ্ঞাত কারণ জটিলতার সৃষ্টি করছে তোমার মনে সে কারণ বিশ্লেষণ করে দিলেই সব সংশয়ের কুয়াশা দূর হয়ে যাবে তোমার মন থেকে।

স্টেসিয়াসের কাছ থেকে দান্তে শুনেছিলেন সপ্তম চত্বরের উপর পিটারের তোরণদ্বারের অপর পারে যে পার্বত্য অরণ্যভূমি আছে সেখানে বৃষ্টি বাতাস বলে কিছু নেই। কিন্তু সেখানে এসে নদী ও বাতাস দেখে বিস্মিত

হয়ে যান দান্তে।

ভূস্বর্গলোকের সেই নারীর নাম ম্যাটিলডা। ম্যাটিলডা বলল, পার্থিব আবহাওয়ার উর্ধ্বলোকে অবস্থিত এই ভূস্বর্গদেশে আদিকালে মানুষ বাস করত। কিন্তু পাপকর্মের দ্বারা ঈশ্বরের বিধান লঙ্ঘন করে সে এই স্বর্গলোক হারায়। সূর্যতাপে পৃথিবীর জলকণা বাষ্পীভূত হয়ে যে ঝড়ের সৃষ্টি করে সে ঝড় এখানে হয় না। স্বর্গলোকের অব্যবহিত পূর্বে অবস্থিত এই ভূস্বর্গীয় উদ্যান পরম মঙ্গলময় ঈশ্বর মানুষকে স্বর্গলোকের আংশিক আস্বাদ দান করার জন্য সৃষ্টি করেছিলেন। যদি প্রয়োজন হত অর্থাৎ অধঃপতিত মানবজাতি যদি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করত তাহলে এই পাহাড়ের পাথরগুলিকে উঠিয়ে আঘাত করা হত মানুষদের।

এই অরণ্যপ্রদেশের আবহাওয়া প্রাকৃতিক কোন নিয়মের বশীভূত নয়।

এই ভূস্বর্গলোকে যে বাতাস বয় তা পৃথিবীতে প্রবাহিত বাতাসের মত চঞ্চল ও গতিপরিবর্তনশীল নয়। এই গহন অরণ্যে যে বাতাস প্রবাহিত হয় সে বাতাস স্বর্গলোক হতে আগত এক আদিম গতিচঞ্চলতার দ্বারা সঞ্জীবিত হয়। প্রতিটি বৃক্ষকে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গেই তার থেকে এক সুগন্ধ বার হয়। আর সেই সুগন্ধ বাতাসে ভেসে যায়। এই ভূস্বর্গোদ্যান হতে বাতাস বিভিন্ন বনস্পতির যে বীজ বহন করে নিয়ে যায় সেই বীজ থেকেই অসংখ্য বনস্পতি জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীতে। তোমার পদতলে যে পবিত্র ভুমি দেখছ সৃষ্টির তৃতীয় দিনে ঈশ্বর এখানে বিভিন্নজাতীয় গাছপালার বীজ উপ্ত করে দেন এর মাটিতে। বাতাস সেই বীজই বহন করে নিয়ে যায়। যে জল এই নদীতে দেখছ তা কোন বৃষ্টির জল নয় তা হচ্ছে স্বতোৎসারিত লেথি ও ইউনো নদীর জলধারা। লেথি হচ্ছে বিস্মৃতির নদী। মানুষ মৃত্যুর পর লেথি নদী পার হলেই সে পূর্বজন্মের সব কথা ভুলে যায় আর ইউনো হচ্ছে স্মৃতির নদী। ইউনো নদীর জল পান করলে মানুষ সব শুভ ঘটনার কথা স্মরণ করতে পারে; কিন্তু অশুভ ঘটনার কথা ভুলে যাবে। একই স্রোতস্বিনীর যেন স্মৃতি বিস্মৃতি দুটি দিক। লেথির জল মানুষকে যত সব পাপের কথা সব ভুলিয়ে দেয় আর ইউনো নদীর জল মানুষকে সব শুভ ও পুণ্যের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। প্রথমে লেথির জল পান করে তবে ইউনোর জল পান করতে হবে।

যদিও আমি তোমার সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তোমার অনুসন্ধিৎসাকে

নিবৃত্ত করেছি তথাপি আর একটা কথা তোমাকে বলব। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু কথা বলা পাপ নয় নিশ্চয় এবং সে কথার মূল্য অবশ্যই তুমি দেবে। যারা এ রাজ্যে প্রবেশের আগে প্রার্থনা গান গাইছিল তারা এখানকার স্বপ্ন দেখে এই ভূস্বর্গে আসার জন্য এক কামনা অনুভব করেছিল। এই ভূস্বর্গেই সমস্ত সদ্‌গুণের উৎপত্তি হয়। এখানে বসন্ত অনন্ত; অফুরন্ত ঝর্ণার জল। এখানে সব ফল রসে ভরা।

আমি উপস্থিত কবিদের সঙ্গে চক্রাকারে ঘুরলাম। সেই স্বর্গীয় নারী ম্যাটিলডা ভার্জিলের প্রতি যে প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করেছিলেন তা তাঁরা শুনেছিলেন। আমি আমার পূর্ববর্তী সব পেগান কবিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালাম। তারপর আবার সেই মহীয়সী নারীর দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম।

## উনত্রিংশতি সর্গ

### ভূস্বর্গলোক : পবিত্রতার ঐশ্বর্য

#### কাহিনীসংক্ষেপ

সেই নদীর একদিকে দান্তে আর একদিকে ছিল স্বর্গীয়া নারী ম্যাটিলডা। দুজনেই তাঁরা নদীর উৎসমুখ ধরে উপর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। সহসা তাঁরা সেই অরণ্যস্থলীর পূর্ব দিক থেকে এগিয়ে আসা এক সংগীতধ্বনি শুনতে পেলেন। নদীর ওপারে ম্যাটিলডা যেদিকে ছিলেন সেই দিকে পবিত্র এক দিব্যজ্যোতিপুঞ্জের আবির্ভাব হলো।

কোন প্রেমবিধুরা নারীর মত কে গান করছিল। সে গানের প্রথম ছত্র ছিল 'বেটি কোরাম টেক্টা সুন্ত পিকাটা' অর্থাৎ যাদের সব পাপ স্খালন হয়ে যায় তারা ঈশ্বরের আশীর্বাদে ধন্য হয়। প্রাচীন কালের পরীরা যেমন কোন ছায়াছন্ন বনের গভীরে সূর্যালোককে এড়িয়ে চলে যেত তেমনি আমরা দুজনে নদীর দুই তীর ধরে তার উৎসের পথে এগিয়ে চললাম। আমরা দুজনেই এক তালে পা ফেলে চলছিলাম।

একশো গজ পূর্ব দিকে যেতে না যেতেই ম্যাটিলডা আমার দিকে ঘুরে বলল, শোন ভাই, শোন আমার কথা। সহসা সেই ছায়ান্ধকার অরণ্যভূমিকে

প্লাবিত করে বয়ে চলে গেল এক উজ্জ্বল আলোর তরঙ্গ। কিন্তু বিদ্যুতের মত সে আলো ক্ষণপ্রভাময়ী বা ক্ষণজীবিনী নয়। সে আলোর উৎপত্তি কোথায় এবং তার প্রকৃতি কি সে বিষয়ে প্রশ্ন জাগল আমার মনে। সে আলোর তরঙ্গাঘাতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল আকাশ বাতাস। বাতাসে এক সুমধুর গানের শব্দ ভেসে আসছিল। আমার মনে কৌতূহল প্রবল হওয়া সত্ত্বেও আমি সংযত করলাম আমার মনকে। আদিমাতা ঈভকে তার অসংযত কৌতূহলের জন্য ধিক্কার দিতে লাগলাম। সৃষ্টির সেই আদি যুগে যখন স্বর্গ ও মর্ত্যলোকের সকলেই ঈশ্বরের অনুগত ছিল তখন এক অসংযত কৌতূহলের তরল প্রবলতার বশে ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে ঈভ। তা যদি না করত তাহলে মানবজাতি এক অমিত ও অফুরন্ত আনন্দরূপ অমৃতের অধিকারী হত।

সেই ভূস্বর্গোদ্যানে চিরন্তন আনন্দের প্রথম ফলগুলির আস্বাদ সাধ মিটিয়ে উপভোগ করতে চাইছিলাম আমি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতে করতে। কোন অরণ্যের শাখাপ্রশাখার নিচে জ্বলতে থাকা দাবানলের মত আমি আমার মাথার উপরে এক উজ্জ্বল আলো দেখলাম। তার সঙ্গে শুনতে পেলাম এক মধুর সঙ্গীত।

তখন আমি কাব্যকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীদের আহ্বান করে বললাম, হে কাব্যকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরা, তোমাদের জন্যই আমি অনেক ক্ষুধা ও শৈত্য ভোগ করেছি, অনেক সতর্কতার সঙ্গে পথ চলেছি, এবার সমস্ত কষ্টভোগের পুরস্কার দান করো। বোয়েতিয়ার অন্তর্গত হেলিকনের পার্বত্যদেশে এ্যাগানিপ্পো ও হিপ্পোক্রিন নামে যে দুটি পবিত্র ঝর্ণা আছে, সেই ঝর্ণাটির পবিত্র জলধারা যেন আমার উপর বর্ষিত হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রীদেবী ইউরানিয়া যেন তাঁর সমবেত সঙ্গীতের অলৌকিক সুরমাধুর্যের দ্বারা আমাকে অচিন্ত্যনীয় ও অকল্পনীয় এক কাব্য সৃষ্টির মূলমন্ত্রের কথা বলে দেন।

আমাদের সামনে সাতটি সোনালি রঙের গাছ দেখলাম। কিন্তু এক ভ্রান্ত নিরীক্ষণের বশবর্তী হয়ে আমরা সেই সাতটি সোনালি গাছকে সাতটি পবিত্র সোনার বাতি ভাবলাম। যে যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষীকৃত বস্তুকে সঠিকভাবে চিনতে পারে সে যুক্তি বা বিচারবুদ্ধি তখন আমার ছিল না। তখন সেই ভূস্বর্গোদ্যানে সাতটি সোনালি গাছ দেখে আমার মনে হয়েছিল মধ্যযুগীয় পোপের প্রার্থনাসভায় মানবাত্মার সাতটি শ্রেষ্ঠ গুণের (বিজ্ঞতা, উপলব্ধি, সৎপরামর্শ, সৎশক্তি, সৎজ্ঞান, ধর্মাচরণ ও ঈশ্বরভীতি)

প্রতীক হিসাবে সাতটি সোনার বাতি জ্বলছে। মধ্যরাত্রির আকাশে শঙ্খধবল জ্যোৎস্নাপরিবৃত উজ্জ্বলতম পূর্ণচন্দ্রের মত এক অলৌকিক উজ্জ্বলতায় সেই সাতটি বাতির সমবেত আলোকশিখাগুলি জ্বলছিল।

আমি হতবুদ্ধি ও বিভ্রান্ত অবস্থায় তাকিয়ে রইলাম সেইদিকে। প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করতে না পেরে ভার্জিলের পানে তাকালাম। কিন্তু তার চোখমুখ দেখে মনে হলো তিনিও আমার মতই বিহ্বল ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। মনে হলো আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবেন না তিনি। আমি তখন বুঝলাম এ প্রশ্নের উত্তর একমাত্র বিয়াত্রিসই দিতে পারে।

সাতটি সদ্‌গুণের প্রতীক সাতটি উজ্জ্বল বাতির অলৌকিক আলো সম্বন্ধে আমার মনে প্রশ্ন জাগল আবার। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করলাম। আমার মনে হচ্ছিল নববধুর মত ধীর পদক্ষেপে তারা এগিয়ে আসছিল আমার দিকে।

আমার মনের কথা বুঝতে পেরে সেই স্বর্গীয় নারী আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, পার্শ্ববর্তী অন্য সব বস্তুকে উপেক্ষা করে কেন তুমি শুধু ঐ বাতি-গুলিকে এমন আগ্রহ সহকারে নিরীক্ষণ করছ?

এরপর আমি পার্থিব যে কোন শুভ্র বস্তুর থেকে উজ্জ্বল পোষাক পরিহিত একদল লোককে এগিয়ে আসতে দেখলাম আমার দিকে। আমি একবার বাঁ দিকে ঘুরতেই নদীর স্বচ্ছ জলে আমার দেহের একটি দিক প্রতিফলিত হয়ে উঠল। আমার দেহের অর্ধাংশের সেই প্রতিফলিত রূপ ভালভাবে প্রত্যক্ষ করার জন্য আমি থমকে দাঁড়ালাম। আমি দেখলাম সেই সাতটি উজ্জ্বল বাতি সাতটি শুভ্রবসন মূর্তি ধারণ করে ধীর গতিতে এগিয়ে আসতে লাগল। সূর্য ও চন্দ্রকিরণের সমস্ত উজ্জ্বলতায় গড়া যেন তাদের দিব্য দেহ। তাদের সেই দিব্য অঙ্গের অস্বাভাবিক দ্যুতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল সমস্ত আকাশমণ্ডল।

সেই উজ্জ্বল আকাশের নিচে পদ্মফুলের মুকুট মাথায় বারোটি যুগ্ম মূর্তি ভবিষ্যৎ অবতারের আবির্ভাব ঘোষণা করতে করতে এগিয়ে আসছিল। তাদের মাথার পদ্মফুলের মুকুটগুলি ছিল নিষ্কলুষ পবিত্রতা ও বিশুদ্ধ ন্যায় বিচারের প্রতীক। তারা গান গাইছিল। গানের সুরে বলছিল, ধন্য হে মানবকন্যা, সমগ্র মানবজাতির মধ্যে তুমি ধন্য। নিরন্তর কাল ধরে তুমি বেঁচে থাকবে। নদীটার ওপারে নদীকূলের ধার ঘেঁষে যে সব ফুলগাছ ও লতাগুল্ম ছিল আর সেগুলি দেখতে পেলাম না। সন্ধ্যাবেলায় আকাশে একটার পর

একটা করে যেমন তারা ফুটে ওঠে তেমনি পর পর চারটি জীবন্ত অদ্ভুতদর্শন প্রাণী এগিয়ে এল, তাদের মাথায় ছিল সবুজ ডালপালা। প্রত্যেকটি প্রাণীর ছয়টি করে পাখা ছিল আর প্রতিটি পাখায় ছিল আর্গাসের মত অসংখ্য চোখ। কথিত আছে আর্গাস নামে এক জন্তুর একশত চক্ষু ছিল এবং সে ছিল মানুষের অবধ্য। অবশেষে মার্কারি তাকে বধ করে।

হে আমার প্রিয় পাঠকবর্গ, সেই চারটি অদ্ভুত প্রাণীর আকৃতি বর্ণনার জন্য আর আমি কোন ছন্দোবদ্ধ কাব্যকলা প্রয়োগ করব না। আমার হাতে আরো অনেক বিষয়বস্তু আছে। সে কথা এজেকাইলের বিবরণ থেকেই পাবে। এজেকাইল একদিন উত্তরের প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু আর হিমশীতল মেঘের ভিতর হতে বেরিয়ে আসা এই ধরনের চারটি জীবন্ত প্রাণীকে উজ্জ্বল উত্তপ্ত মূর্তিতে আবির্ভূত দেখেছিলেন। সেকথা তিনি তাঁর বিবরণে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এবং সেখান থেকেই তোমরা তা জানতে পারবে। আমিও আজ তাই দেখলাম। তবে এজেকাইল যে চারটি জীবন্ত প্রাণী দেখেছিলেন তাদের কোন চক্ষুবিশিষ্ট পাখা ছিল না।

আমি যে চারটি জীবন্ত প্রাণী দেখলাম তাদের মাঝে ছিল গ্রাইফনবাহিত দ্বিচক্রচালিত এক বিজয় রথ। ঐ চারটি জীবন্ত প্রাণী চারজন দেবদূতের মত সমস্ত অশুভ শক্তিকে জয় করে ঈশ্বরের রাজ্যের দিকে রথটিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। রথটিকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল গ্রাইফন নামে এক অর্ধপক্ষী অর্ধপশু এক পৌরাণিক জীব। গ্রাইফনের সামনের দিকটি ছিল ঈগল পাখির মত আর পিছনের দিকটি ছিল সিংহের মত। ঈগল পাখির রং ছিল পাকা সোনার মত আর সিংহটির রং ছিল সাদা আর লালে মেশানো। অর্থাৎ গ্রাইফনের সামনের দিকটি ছিল ঐশ্বরিক। দ্বিপক্ষবিশিষ্ট স্বর্ণোজ্জ্বল পক্ষীরাজ ঈগল ঐশ্বরিক শক্তির প্রতীক। তার পিছনের দিকটি ছিল জৈবিক অর্থাৎ সাদায় লালে মেশানো। সিংহ হলো মানবিক বা জৈবিক শক্তির প্রতীক। সাদা হলো ন্যায়বিচার আর লাল হলো প্রেম ভালবাসার প্রতীক চিহ্ন। সুতরাং গ্রাইফনচালিত দ্বিচক্রযান এই কথা ঘোষণা করছে যে মানবজাতির মধ্যে একদিন আবির্ভূত হবে ঈশ্বরের এক অবতার যিনি তাঁর ন্যায়বিচার আর বিশ্বপ্রেমের দ্বারা মানবজাতিকে নিয়ে যাবেন স্বর্গরাজ্যের মাঝে।

গ্রাইফন যে রথ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সে রথ সিপিও আফ্রিকান বা আগাস্টাস সীজারের মত বীরদের রথের চেয়েও ছিল শ্রেষ্ঠ। সে রথের

তুলনায় সূর্যের রথও ছিল নিকৃষ্ট। একবার ফীটন সূর্যের রথ নিয়ে পালিয়ে যায়। দেবরাজ জোভের আদেশে তার রথ পুড়ে যায়।

গ্রাইফন যে দুই চাকার রথটি চালিয়ে নিয়ে আসছিল তার ডান দিকের চাকাটির সঙ্গে সংযুক্ত ছিল তিনটি নারীমূর্তি। তাদের মধ্যে একজনের গাত্রবর্ণ ছিল সাদা, একজনের সবুজ আর একজনের লাল। এই তিনজন নারীমূর্তি ছিল ধর্মবিশ্বাস, আশা আর উদারতা বা দানশীলতার প্রতীক। তুষারশুভ্র নারীমূর্তির শ্বেতবর্ণ হচ্ছে ধর্মবিশ্বাসের প্রতীক, পান্নার মত সবুজ রং হচ্ছে আশা আর জ্বলন্ত অঙ্গারের মত লাল রং হচ্ছে উদারতা, প্রেম ও দানশীলতার প্রতীক। ধর্মবিশ্বাসের প্রতীক শ্বেতবর্ণের নারীমূর্তিটি গান গাইছিল আর তালে তালে অন্য দুটি নারীমূর্তি আনন্দে নাচছিল।

আর একটি চাকার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল অন্য চারটি নারীমূর্তি। তারা ছিল বিজ্ঞতা, ন্যায়বিচার, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা এই চারটি মানবজীবনের প্রধান গুণের প্রতীক। তাদের মধ্যে যে বিজ্ঞতার প্রতীক যে অন্য তিনজনকে চালিত করছিল তার ছিল তিনটি চক্ষু। ত্রিনেত্র সাধারণতঃ ত্রিকালজ্ঞতার প্রতীক। তাদের পিছনে ছিল দুজন গম্ভীর প্রকৃতির বৃদ্ধ। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন সেণ্ট লিউক আর একজন ছিলেন সেণ্ট পল। সেণ্ট পলের হাতে ছিল এক তীক্ষ্ণ তরবারি যা দেখে নদীর এপারে থেকেও আমি ভীত হয়ে উঠলাম।

তাদের সকলের পিছনে ছিল চারজন বিনয়াবনত লোক। অর্থাৎ পিটার জেমস, জন ও জুডি চার্চের প্রতি যে সব নীতি উপদেশসম্বলিত ধর্মাবলম্বী প্রচার করেছিলেন তার প্রতীকমূর্তি। তাদের সঙ্গে ছিলেন পুস্তক হাতে এক প্রবীণ ব্যক্তি। তিনি হলেন সেণ্ট জন।

যে সব প্রবীণ বৃদ্ধকে এই ধর্মীয় মিছিলে দেখলাম তাদের মাথায় ছিল পদ্ম-ফুলের মুকুট। এই পদ্ম হচ্ছে বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেণ্ট বর্ণিত নৈতিক নিয়মাবলী ও ন্যায়বিচারের প্রতীক। কিন্তু অপেক্ষাকৃত কমবয়সী মূর্তিগুলির মাথায় ছিল লাল ফুল। তাদের ভ্রূযুগল যেন লাল অঙ্গারের মত জ্বলছিল। এই লাল রং হলো নিউ টেস্টামেণ্ট বর্ণিত বিশ্বপ্রেমের প্রতীক।

আমি সর্বপ্রথম যে সাতটি উজ্জ্বল বাতি দেখেছিলাম সেই বাতিগুলি তখনো তাদের সামনে জ্বলছিল। নদীর ওপারে দাঁড়িয়ে তারা যে সব কথা বলছিল সে কথার প্রত্যেকটি বজ্রগর্জনের মত ধ্বনিত হচ্ছিল আমার কানে।

# ত্রিংশতি সর্গ

## ভূস্বর্গলোক : গ্রাইফন চালিত রথ

### কাহিনীসংক্ষেপ

সেই অলৌকিক ধর্মীয় শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের অভিনন্দনবাণী ও উৎক্ষিপ্ত পুষ্পরাশির দ্বারা ভূষিত অবস্থায় রথের উপর অধিষ্ঠিত ছিলেন বিয়াত্রিস। এর অর্থ বুঝতে পারলেন না দান্তে। সহসা বিয়াত্রিসের প্রতি তাঁর সারা জীবনব্যাপী প্রেমাসক্তির তাড়নায় বিচলিত হয়ে উঠলেন তিনি। তাঁর করণীয় সম্পর্কে নির্দেশলাভের জন্য ভার্জিলের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। কিন্তু দেখলেম ভার্জিল আর তাঁর সঙ্গে নেই। মৃদু ভর্ৎসনার অনুযোগ করল বিয়াত্রিস।

আকাশের সপ্তর্ষিমণ্ডলভুক্ত যে সাতটি উজ্জ্বল নক্ষত্র ধ্রুবতারার মত সব সময় স্থির থাকে, কখনো কক্ষ পরিবর্তন করে না, একমাত্র ঘন কুয়াশার আবরণ ছাড়া ম্লান হয় না যাদের আলো, সেই সাতটি নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল সাতটি বাতি গ্রাইফনচালিত রথের সামনে আসছিল।

সেই স্বর্গীয় শোভাযাত্রার মধ্যে যে সব ভবিষ্যদ্বক্তা ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন গান গাইছিলেন। গানের মধ্যে জগন্মাতা মেরীকে আবাহন করে বলছিলেন, হে লেবাননের বধূ অবতারমাতা মেরী, করুণা করে এস আমাদের মাঝে। তাঁর সেই মুল গানটি গীত হচ্ছিল অন্য সকলের কণ্ঠে। শেষ বিচারের দিন মৃতেরা তাদের সমাধিগহ্বর হতে অভ্যুত্থান করে যেমন উল্লাসে চিৎকার করতে থাকে তেমনি তারাও উল্লাস করছিল। তাদের সকলের কণ্ঠকে ছাড়িয়ে যাচ্ছিল মূল গায়কের কণ্ঠ যার মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছিল অনন্ত জীবনের পবিত্র বাণী।

তারা একবাক্যে ঘোষণা করছিল সেই পরম দিব্য পুরুষের আবির্ভাব বার্তা। বলছিল, যিনি আসছেন তিনি ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য। চারদিকে ফুল ছড়িয়ে বলছিল, দু হাত ভরে পদ্ম দাও। 'মেলিবাস দাতা ও লিলিয়া প্লেনিস' লাতিন ভাষায় এই কথাগুলি ভার্জিল তাঁর ঈনিড কাব্যগ্রন্থে লিখেছিলেন। এই কথাগুলি এ্যাঙ্কিসেস বলেছিল।

প্রাকপ্রত্যুষের নীল আকাশের কোলে পূর্বাচল হতে কুহেলিঘেরা সূর্যের ছায়াম্লান মুখ যেমন ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে ঠিক তেমনি সেই গ্রাইফনবাহিত রথের উপর দেবদূতদের হস্তবর্ষিত শ্বেতপদ্মপুঞ্জ হতে শুভ্র উজ্জ্বল আলোর অবগুণ্ঠন হতে স্বর্গসুষমামণ্ডিত একটি নারীমুখ আত্মপ্রকাশ করল আমার দৃষ্টিপথে। সে নারী হলো বিয়াত্রিস। তার মাথায় ছিল অলিভ পাতার মুকুট। তার বহির্বাসের রং ছিল সবুজ আর লালে মেশা। যে বিয়াত্রিসকে আমি সেই কৈশোর কালের পর হতে আর দেখিনি, যাকে আমি আপন অন্তরের মতই ভালবাসতাম, আমার সেই প্রণয়প্রতিমা বিয়াত্রিসকে এভাবে এক স্বর্গীয় সুষমায় মণ্ডিত ও এক অলৌকিক শক্তিতে অধিষ্ঠিত দেখে কেমন যেন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম আমি। আমার সেই প্রণয়প্রতিমার বিস্ময়কর শক্তিসম্পন্ন দৃষ্টিশর অকস্মাৎ আমার দৃষ্টির মধ্য দিয়ে হৃদয়কে বিদ্ধ করতেই অভিভূত হয়ে পড়লাম আমি। ভীতিবিহ্বল কোন শিশু যেমন তার মার কোলে ছুটে আসে আমিও তেমনি এর অর্থ বুঝতে না পেরে বিমূঢ় বিহ্বল অবস্থায় আমার গুরু ভার্জিলের অনুসন্ধান করতে লাগলাম। অতীতের বিস্মৃত প্রেমের শক্তি নূতন করে অনুভব করছিলাম আমি। সে প্রেমের আগুন বহুদিন পূর্বেই নির্বাপিত হয়ে গিয়েছিল নিঃশেষে সে প্রেমের কিছু শীতল অঙ্গার আশ্চর্যভাবে দংশন করছিল যেন আমায়। তাই তার থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায়ের জন্য ভার্জিলের শরণাপন্ন হয়েছিলাম আমি।

কিন্তু হায়, ভার্জিল তখন ছিলেন না আমার কাছে। তিনি তার আগেই চলে গেছেন আমাকে ছেড়ে। পিতৃহীন অনাথ শিশুর মত ভার্জিলের অভাবে অসহায় বোধ করছিলাম আমি। আমার চক্ষু হতে অশ্রু ঝরে পড়ছিল অবিরত ধারায়। সেই ভূস্বর্গলোকের নন্দনকাননের পত্রপুষ্পের অমিত ঐশ্বর্য সত্ত্বেও কিসের এক অপূরণীয় ক্ষতি অনুভব করছিলাম আমি।

কিন্তু সেই দেবদূতপরিবৃত রথ হতে কে যেন আমাকে সম্বোধন করে বলল, ভার্জিলের অনুপস্থিতিতে কেঁদো না দান্তে।

কোন নৌসেনাপতি যেমন নিমজ্জমান জাহাজের নাবিকদের উৎসাহিত করে তেমনি সেই রথ হতে এক নারীকণ্ঠ আমার নাম ধরে আমাকে সম্বোধন করে সাহস সঞ্চার করল আমার মধ্যে। আমার নাম শুনে আমি সেদিকে তাকালাম। আমি দেখলাম নদীর ওপার হতে রথারূঢ়া সেই স্বর্গীয়া নারী যাকে দেখে, এক ভীতিমিশ্রিত বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম আমি সেই

নারী আমার পানে তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে।

অলিভ পাতার মুকুটের নিচে যে অবগুণ্ঠন তার মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সে অবগুণ্ঠন অপসারিত না করে এক রাজকীয় গাম্ভীর্য সহকারে আবার বলতে লাগল, আমার পানে ভাল করে তাকাও। তাকিয়ে দেখ আমি হচ্ছি বিয়াত্রিস। ভেবে দেখ কেমন করে তুমি এ পাহাড়ে উঠে এলে? তুমি কি জানতে না মানুষের আত্মা কত সুখে এখানে বাস করে?

এক অব্যক্ত লজ্জায় অবনত হয়ে উঠল আমার মুখ। নদীকূলের সেই তৃণাচ্ছন্ন ভূমির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম আমি। শিশু যেমন মাঝে মাঝে তার মাতাকে ভয়ের চোখে দেখে বিয়াত্রিসকে আমিও তেমনি ভয়ের চোখে দেখছিলাম। তার নীরস করুণা তিক্ত মদ্যের মত অমধুর মনে হচ্ছিল আমার।

বিয়াত্রিসের কথা বলা শেষ হতেই সেই দেবদূতরা আবার গান শুরু করল। 'ইন তে, ডোমিনি স্পেরাভি।' হে ঈশ্বর, একমাত্র তোমার মধ্যেই ন্যস্ত করেছি আমাদের সমস্ত বিশ্বাস।

তারা আরো গাইছিল, হে ঈশ্বর তুমি আমার পদযুগলকে একটি বিশাল ঘরে স্থাপিত করেছ। ইতালির আপেনাইন পর্বতের প্রস্ত উপত্যকায় অবস্থিত পাইন গাছগুলি যেমন শ্ল্যাভনিয়া বা রাশিয়া হতে আগত উত্তর বায়ুপ্রভাবে তুষারের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়, আবার যেমন বিষুবরেখাসংলগ্ন দেশগুলিতে যেখানে মধ্যাহ্নকালে সূর্য লম্বভাবে কিরণ দান করার জন্য কোন বস্তুর ছায়াপাত হয় না এবং তাপমাত্রার আধিক্যহেতু যেখানে কোন বস্তুতে তুষারের স্পর্শ লাগে না, আবার যেমন আগুনের স্পর্শে যে কোন মোমবাতি বিগলিত হয়ে যায়, আমিও তেমনি বাহ্য ঘটনার প্রভাবে অসহায় ও নিষ্ক্রিয় হয়ে উঠলাম, আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়যন্ত্র বিকল হয়ে উঠল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলা বা অশ্রুপাত করার কোন ক্ষমতাই ছিল না আমার।

অবশেষে সেই দেবদূতেরা আবার গান শুরু করল। স্বর্গীয় সুরমাধুর্যে সমৃদ্ধ সেই গান অনন্তলোকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। অতঃপর তারা একযোগে আমার উপর অনুকম্পাবশতঃ বিয়াত্রিসকে প্রশ্ন করল, ওকে কেন এত লজ্জা দিচ্ছ?

তাদের মুখ থেকে একবাক্যে ধ্বনিত এ প্রশ্ন শুনে হিমশীতল যে সংযম এতক্ষণ জমাট বেঁধে ছিল আমার বুকের মধ্যে এখন তা বিগলিত হয়ে অশ্রুতে

পরিণত হলো। আমার গোপন অন্তর্বেদনা বুক ফেটে সকরুণ এক দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হলো।

সেই রথের উপর যেখানে রাজকীয় মর্যাদায় ও ঐশ্বর্যে অধিষ্ঠিত ছিল বিয়াত্রিস সেখান থেকেই দেবদূতদের প্রশ্নের উত্তরে সে বলল, তোমরা আপন আপন কাজ করে চল। রাত্রির অন্ধকার অথবা অসতর্ক মুহূর্তের তন্দ্রা যেন তোমাদের কর্মব্যস্ত সময়ের এক মুহূর্তও কেড়ে নিতে না পারে। তোমাদের প্রশ্নের উত্তরে আমি এই কথাই বলতে চাই যে যে লোকটি অদূরে দাঁড়িয়ে অশ্রুপাত করছে তার বোঝা উচিত অনুতাপের অশ্রু ছাড়া কারো কোন অন্যায় বা অপরাধ স্খালন হয় না।

একমাত্র ঈশ্বরের অলৌকিক ইচ্ছাচক্রের দ্বারাই মানুষের সমগ্র জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় না। বিভিন্ন গ্রহনক্ষত্রের সম্মিলিত প্রভাবই যে কোন প্রাণীর জীবনকে জন্মের পর হতে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। তবে এই সব গ্রহনক্ষত্রের প্রভাব ছাড়াও এক উর্ধ্ব অদৃশ্যলোক থেকে ঐশ্বরিক বিধান আমাদের জীবনধারাকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। সেই ঈশ্বরের বিধানে এই ব্যক্তিটিই এমন এক কাব্যপ্রতিভার অধিকারী হয়ে এক নূতন জীবনের কথা বলতে থাকে যে প্রতিভার উপযুক্ত সদব্যবহার করতে পারলে তার থেকে আশ্চর্যজনক সুফল লাভ করতে পারত জীবনে। কিন্তু ও তার প্রতিভার ক্ষেত্রটিকে অকর্ষিত পতিত জমির মত ফেলে রাখায় কোন বিশেষ ফল লাভ করতে পারে নি।

আমি ওকে কিছুকাল ভালবেসেছিলাম। আমার যৌবনকালে ওকে ভালবেসে ওকে সুপথে চালিত করতে চেয়েছিলাম। আমার জীবনের পঁচিশ বৎসরকাল পর্যন্ত আমি ওকে আমার মনোমত পথে ওকে পরিচালিত করে-ছিলাম। কিন্তু আমি আমার জীবনের দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ পঁচিশ বছর বয়সে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে যখন মরদেহ ত্যাগ করি তখন ও আমাকে ত্যাগ করে অন্য এক নারীর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ে। আমার প্রতি ওর অন্তঃকরণ বিরূপ হয়ে পড়ে অকারণে। ও তখন এমন এক অলীক বস্তুর প্রতি ধাবিত হয় যে সব বস্তু আপাততঃ মঙ্গলজনক ও আনন্দজনক মনে হলেও যাদের পরিণাম অতীব ভয়াবহ। আমি তখন ওকে সুপথে ফিরিয়ে আনার জন্য কত প্রার্থনা করি। স্বপ্নের মাধ্যমে ওকে কত নির্দেশ দান করি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। পরিশেষে যখন দেখলাম ও অধঃপতনের গভীরে

নেমে গেছে, ওর আত্মার উদ্ধারের অন্ত কোন পথ নেই তখন ওকে নরকের মধ্যে নিয়ে গিয়ে পাপী আত্মাদের শাস্তিভোগের ভয়াবহ দৃশ্যগুলি সচক্ষে দেখিয়ে আনার ব্যবস্থা করি। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আমি নরকের দ্বার উন্মুক্ত করে দিই এবং আমার অশ্রুসজল কাতর আহ্বানের দ্বারা কবিবর ভার্জিলকে বশীভূত করি, যিনি একে পথ দেখিয়ে নরকপ্রদেশ ও পরিশুদ্ধিপর্বত অতিক্রম করে এই ভূস্বর্গলোকে নিয়ে আসেন। কিন্তু কোন মানবাত্মা যদি নরকের লেথী নদী পার হয়ে অনুতাপের কোন অশ্রুপাত না করেই ভূস্বর্গলোকের এই নিসর্গসুষমার আস্বাদ উপভোগ করে তাহলে ঈশ্বরের বিধানের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হবে।

# একত্রিংশতি সর্গ

## ভূস্বর্গলোক : বিয়াত্রিসের ভৎ´সনা

### কাহিনীসংক্ষেপ

বিয়াত্রিসের ভৎ´সনার চাপে পড়ে দান্তে তাঁর পাপের কথা সব স্বীকার করলেন। দুঃখে অভিভূত হয়ে সহসা মূর্ছিত হয়ে পড়লেন তিনি। চেতনা ফিরে পেয়ে তিনি দেখলেন স্বর্গের অন্যতমা নারী ম্যাটিলডা তাঁকে লেথী নদী পার করে নিয়ে যাচ্ছে এবং এক সময় তাঁর মাথাটা ধরে নদীর জলে ডুবিয়ে নদীজল পান করতে বলল। সহিষ্ণুতা, উদারতা, বিজ্ঞতা প্রভৃতি গুণের সেই প্রতীক মূর্তিগুলি দান্তেকে বিয়াত্রিসের কাছে নিয়ে গেল। বিয়াত্রিসের অবগুণ্ঠিত মুখে দান্তে দেখতে পেলেন গ্রাইফনের ছবি। তিনি দেখলেন, গ্রাইফনের চেহারাটা কখনো ঈগল এবং কখনো সিংহের মত হয়ে উঠছে। ধর্মবিশ্বাস, আশা প্রভৃতি ধর্মতত্ত্বগত গুণগুলির প্রতীকমূর্তিরা প্রার্থনা করতেই বিয়াত্রিস তার দৃষ্টি দান্তের উপর নিবদ্ধ করে হাসিমুখে তাকাল তাঁর দিকে।

'বল নদীর ওপার থেকে বল, আমার এই সব অভিযোগ সত্য কি না। তোমার এই গুরুতর অপরাধ নিজমুখে স্বীকার করা উচিত। সুতরাং বল, সত্য কিনা স্বীকার করো।'

এইভাবে বিয়াত্রিস তীক্ষ্ণ ভৎ´সনার সুরে চাপ দিতে লাগল আমার উপর।

তার কণ্ঠের সে তীক্ষ্ণতা সহ্য করতে পারছিলাম না আমি। হায়, ক্রমশই আমি বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে পড়ছিলাম। ক্রমশঃ বিলীন হয়ে আসছিল আমার চেতনা। অস্পষ্ট শোনাচ্ছিল বিয়াত্রিসের কথাগুলো।

বিয়াত্রিস তখনো বলে চলেছিল, 'কি ভাবছ? আমার কথার উত্তর দাও। তোমার অতীত জীবনের দুঃখজনক স্মৃতি এই লেথী নদীর বিস্মৃতির জলে সব ডুবে যায় নি।' লজ্জা এবং ভয় অবিচ্ছেদ্যভাবে সংজড়িত হয়ে এমন এক প্রবল চাপ সৃষ্টি করল আমার উপর যে আমার মুখ থেকে আপনা হতেই স্বীকারোক্তি বেরিয়ে এল। আমি বললাম, হাঁ, সব সত্য।

তীর ছোঁড়ার সময় ধনুকটিকে খুব জোরে বাঁকালে যেমন ধনুকটি ভেঙ্গে যায় এবং ছিলাটি ছিঁড়ে যায়, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তীর, বিয়াত্রিসের নৈতিক আক্রমণের চাপে আমিও তেমনি ভেঙ্গে পড়লাম। ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসছিল আমার বুক থেকে। আমি ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলাম। চোখ ফেটে জল আসছিল। অশ্রুতে অবরুদ্ধ হয়ে আসছিল আমার কণ্ঠ।

অবশেষে বিয়াত্রিস বলল, আমার প্রতি তোমার যে প্রেমাসক্তি একদিন জীবনে যা কিছু শুভ ও শ্রেয় তার দিকে পরিচালিত করত তোমায় সে প্রেমাসক্তির কিছুই কি আর অবশিষ্ট নেই?

কিসের পিছনে ছুটে চলেছিলে তুমি? কী এমন বাধা পেয়েছিলে পথে? কিসের বন্ধন বেঁধে রেখে দিয়েছিল তোমায় যাতে তুমি নূতন আশায় বুক বেঁধে উদ্যমশীল পথিকের মত এক মহান লক্ষ্যের পথে এগিয়ে যেতে পারনি? কোন সে প্রলোভন, তোমায় মোহমুগ্ধ করে বিরুদ্ধ বস্তুর দিকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তোমায়?

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আমি কথা বলতে গিয়ে বলতে পারলাম না। আমার ওষ্ঠাধর শত চেষ্টা করেও আমার কণ্ঠস্বরকে বার করতে পারল না।

আমি তখন কাঁদতে কাঁদতে বললাম, তোমার প্রেমময় ও মঙ্গলময় দৃষ্টি আমার চোখের অন্তরাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি ক্ষণভঙ্গুর বস্তু মিথ্যা অলীক আনন্দের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল আমায়।

বিয়াত্রিস বলল, তুমি যদি আমার প্রশ্নের উত্তরে চুপ করে থাকতে অথবা তোমার অপরাধের কথা অস্বীকার করতে তাহলে তোমার দুঃখের কারণ জানার জন্য আবার আমাদের চেষ্টা করতে হত। কোন অপরাধী তার

অপরাধ আদালতে স্বীকার না করলে তার বিচারের অসুবিধা হয়। সে তার অপরাধের কথা স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে সহজেই তার শাস্তির বিধান করতে পারা যায়।

তুমি স্বীকারোক্তি করা সত্ত্বেও তোমার অপরাধের লজ্জা ভোগ করতেই হবে। যাতে পরবর্তী জীবনে আর ভুল না করো তার জন্য যাদুকরী সাইরেনের মোহপ্রসারী গানের ধ্বনি তোমার কর্ণকুহরকে আর একবার বিদ্ধ করবে। আর চোখের জল ফেলো না। আমার কথা শোন। তোমার অপরাধের কথা আরও ভালভাবে জানা উচিত। তোমার বোঝা উচিত আমার রূপলাবণ্য ও প্রেম তোমাকে যে আনন্দ দান করেছিল সে আনন্দ পৃথিবীর কোন প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম বস্তু জীবনে তোমাকে দান করতে পারেনি। অথচ আমার মরদেহ মাটিতে সমাহিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে ভুলে যাও তুমি। যখন দেখলে আমার মৃত্যুতে তোমার সেই পরম আনন্দলাভের উৎসটি বন্ধ হয়ে গেল তখন কেন তুমি কতকগুলো তুচ্ছ ক্ষণজীবী বস্তুর পিছনে ছুটতে লাগলে? অথবা অভিজ্ঞতার দ্বারা যখন দেখলে তুমি যে সব বস্তুর পিছনে ছুটে যাচ্ছিলে সে সব বস্তুগুলি আসলে মায়া এবং অলীক তখন কেন আমার দেহগত অস্তিত্ব না থাকলেও আমার মৃত্যুহীন আত্মার শরণাপন্ন হলে না? অনভিজ্ঞ পক্ষীশাবকই পাখা গুটিয়ে বসে থাকে, ফাঁদ বা তীরের কথা চিন্তা করে না। কিন্তু তোমার মত অভিজ্ঞ পক্ষীর পক্ষে পাখা গুটিয়ে নীরবে নিশ্চিন্তে বসে থেকে কোন নারীর ফাঁদে পা দেওয়া অথবা কোন প্রলোভনরূপী ব্যাধের অব্যর্থ তীরের আঘাত সহ্য করা উচিত হয়নি।

শিশুরা যেমন কারো দ্বারা তিরস্কৃত হবার পর মাটির দিকে মুখ অবনত করে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে, সমস্ত অপরাধ চেতনা এক সুতীব্র লজ্জায় পরিণত হয় আমিও তেমনি অবনত মস্তকে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বিয়াত্রিস তখন আবার বলল, আমার কথা শুনে যদি তোমার এতই দুঃখ হয় তাহলে তোমার মুখ তুলে দেখ। দেখে আরো দুঃখ পাবে।

লজ্জায় মুখ তুলতে পারছিলাম না আমি। আফ্রিকা হতে আগত প্রবল দক্ষিণা বায়ুপ্রবাহ যে ভয়ঙ্কর শক্তির দ্বারা বলিষ্ঠদেহ প্রাচীন ওক গাছগুলিকে সমূলে উৎপাটিত করে তার থেকে বেশী শক্তি প্রয়োগ করতে হলো আমায় আমার মুখ তুলে একবার বিয়াত্রিসের পানে তাকাতে! আমি এবার বুঝতে পারলাম তার কথার অর্থ। সে বলতে চাইছিল এই যে আমি কচি শিশু নই,

আমার মুখে দাড়ি গজিয়েছে ; সুতরাং আমার এ দুর্বলতা সাজে না।

আমি মুখ তুলে প্রথমে দেখলাম সেই সব দেবদূতগুলিকে যারা রথারূঢ়া বিয়াত্রিসের উপর ফুল ছড়ানো বন্ধ রেখে স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

তখনো আমি ভালভাবে মুখ তুলে স্থির দৃষ্টিতে তাকাতে পারছিলাম না বিয়াত্রিসের মুখপানে। তবু একবার দেখলাম। দেখলাম, বিয়াত্রিস তখন তার রথের বাহনে সেই গ্রাইফনের দিকে তাকিয়ে আছে। একাধারে পক্ষী ও পশু, ঐশ্বরিক ও মানবিক দেহধারী গ্রাইফন সত্যিই কী এক অদ্ভুত জীব।

তার অবগুণ্ঠনের নিচে বিয়াত্রিসের মুখখানি দেখতে পেলাম। মনে হলো বিগতজীন বিয়াত্রিসের পার্থিব দেহ অপেক্ষা তার বর্তমানের সৌন্দর্য অনেক বেড়েছে। উপস্থিত সমস্ত আত্মাদের থেকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল তাকে।

এক তীক্ষ্ণ অনুশোচনার দংশন বারবার এমনভাবে অনুভব করলাম আমি যাতে বিয়াত্রিসের তুলনায় আমার অন্যান্য প্রেমাস্পদকে তুচ্ছ ও ঘৃণ্য বোধ হতে লাগল। নিজেকে নিজে ধিক্কার দিতে লাগলাম আমি। আমি মূর্ছিত হয়ে পড়লাম। তারপর আমার কি হলো তার কিছুই জানি না আমি। যে আমার এই হতচেতন অবস্থার জন্য দায়ী একমাত্র সেই জানে আমার কি হয়েছিল।

আমার জ্ঞান ফিরে এলে আমি আমার প্রথম দৃষ্ট সেই নারী ম্যাটিলডার দেখা পেলাম। ম্যাটিলডা আমাকে ধরে নদীতে নিয়ে গিয়ে আমার মাথাটা নদীর জলে ডুবিয়ে দিল যাতে আমি জল পান করতে পারি। সকলে সম্মিলিত প্রার্থনাসভায় যে গান গাওয়া হয় সেই 'এ্যাপার্দেল মী' গানটি শুনতে পেলাম আমি। সে গানের অর্থ হ'লো, হে ঈশ্বর, তুমি আমাকে সমস্ত পাপ থেকে পরিশুদ্ধ করো। তুমি আমার মনের সব মালিন্য ধুয়ে দাও। তাহলে আমি বিশুদ্ধ হব, আমি তুষারের থেকেও শুভ্র হব।

ম্যাটিলডা সেই নদীর জলে আমার দেহটাকে ভালভাবে ধুয়ে দিল। তারপর আমাকে ধরে নিয়ে গেল সেই রথের চাকার সঙ্গে সংযুক্ত চারটি মানবচরিত্রের স্বাভাবিক গুণের প্রতীক চারজন নৃত্যরতা নারীমূর্তির কাছে। তারা প্রত্যেকেই হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। তারা বলল, আমরা হচ্ছি স্বর্গের অপ্সরা, আকাশের নক্ষত্র। বিয়াত্রিস যখন মানবজগতে জন্মগ্রহণ করেনি যখন সে স্বর্গলোকে ছিল তখন আমরাই ছিলাম তার সহচরী। আমরা তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাব যে দিকে আশা, ধর্মবিশ্বাস আর বদান্যতা

নামে তিনটি ধর্মতত্ত্বগত গুণের প্রতীক মূর্তি আছে। তাদের দৃষ্টি আরো উজ্জ্বল।

এই কথা বলে গান গাইতে গাইতে তারা আমাকে নিয়ে গেল রথের বাহন গ্রাইফনের বুকের কাছে। আমি দেখলাম বিয়াত্রিস গ্রাইফনের ওধারে আমার পানে তাকিয়ে রয়েছে। সেই নারীমূর্তিরা তখন আমাকে বলল, সাবধান, অসতর্ক হয়োনা। ভালভাবে তাকাও। আমরা তোমাকে এনেছি বিয়াত্রিসের সেই সবুজাভ উজ্জ্বল চক্ষুর সম্মুখে যে চক্ষু হতে বিচ্ছুরিত প্রেমের ফুলশর বিদ্ধ করেছিল তোমায় একদিন।

আমি দেখলাম গ্রাইফনের উপর নিবদ্ধ বিয়াত্রিসের দৃষ্টি জ্বলন্ত আগুনের থেকেও উত্তপ্ত আর উজ্জ্বল। আমি যতবার গ্রাইফনকে দেখলাম তার মধ্যে পরিষ্কার দুটি রূপ অর্থাৎ পক্ষী ও পশুর রূপ দেখলাম। দুটিতে মিলিয়ে একটি দেখতে পারলাম না। ঈশ্বরের মানবাবতারের মধ্যে প্রেমের দুটি রূপ আছে একটি ঐশ্বরিক এবং একটি মানবিক। এই দুটি রূপকে দান্তে তাঁর পার্থিব চর্মচক্ষে পৃথক দেখছিলেন। এই দুটি রূপের মিলিত স্বরূপকে একমাত্র ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য বিয়াত্রিসই দেখতে পায়।

হে আমার প্রিয় পাঠকবর্গ, আপনারা কল্পনা করে দেখুন কেমন আমি একটি স্থির অচঞ্চল প্রাণীর মধ্যে দুটি পৃথক রূপের ক্রীড়াচঞ্চলতা দেখছিলাম।

আমার ভীতিবিহ্বল বিস্ময়বিমূঢ় আত্মা তখন এমন এক বস্তুর আস্বাদ লাভ করেছে যে স্বয়ংসিদ্ধ আপনাতে আপনি পূর্ণ এবং যার অভাব ক্ষুধার্ত করে তোলে সমস্ত মানবাত্মাকে। সে বস্তু হলো খৃস্টের মহিমা।

ধর্মতত্ত্বগত সেই তিনটি গুণের প্রতীক মূর্তিগুলি বিয়াত্রিসকে গাঢ় স্বরে বলল, ঘুরে দেখ বিয়াত্রিস, যে তোমাকে দেখার জন্য এত কষ্ট করে এত পথ অতিক্রম করে এসেছে তার উপর তোমার পবিত্র দৃষ্টি একবার নিক্ষেপ করো। তোমার অবগুণ্ঠন খোল। তোমার মুখ তুলে তোমার অন্তর্নিহিত দ্বিতীয় রূপসৌন্দর্যের সুষমা ও মহিমা দেখাও। আমরা ধন্য হই। তোমার প্রেমিকপ্রবর ধন্য হোক। যদিও তোমার উজ্জ্বল চোখ মুখের মাধ্যমে তোমার আত্মিক আলোর উজ্জ্বলতাই প্রতিফলিত হচ্ছে তথাপি তোমার সেই আত্মিক সৌন্দর্যের প্রকৃত পরিচয় দান করো।

হে অনন্ত আলোর অমৃতমূর্তি দিব্য লাবণ্যে বিভূষিতা ঐশ্বর্যময়ী বিয়াত্রিস,

কোন কবি ছায়াচ্ছন্ন পার্ণেসাস পর্বতের সেই অলৌকিক ঝর্ণাধারার জন্য স্নান করে কাব্যকলার অধিষ্ঠাতা দেবতা এ্যাপোলোর শত আশীর্বাদে ধন্য হলেও তোমার অলৌকিক অমৃত মূর্তি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে না যথাযথভাবে। কারণ স্বর্গীয় আলোর অনন্ত সুষমায় গড়া তোমার দিব্যমূর্তি। তুমি স্বয়ং পরমানন্দস্বরূপা অমৃতরূপিণী।

# দ্বাত্রিংশাত সর্গ

## ভূস্বর্গ : অরণ্য পথ

### কাহিনীসংক্ষেপ

বিয়াত্রিসের শোভাযাত্রা উত্তর দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। সে শোভাযাত্রার পিছনে পিছনে কবি দান্তে ও স্টেসিয়াস জ্ঞানবৃক্ষ পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন। গ্রাইফন রথের রজ্জুটিকে সেই জ্ঞানবৃক্ষে জড়িয়ে দিতেই সে বৃক্ষের পত্রশাখাগুলি ফুলে ভরে উঠল। স্বর্গীয় সঙ্গীতের অপরূপ ধ্বনিমাধুর্যে তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন দান্তে। জেগে উঠে দেখলেন সেই বৃক্ষের তলায় সাতটি অপ্সরার সঙ্গে বিয়াত্রিস বসে রয়েছে। তাদের সঙ্গে আর কেউ নেই।

বিয়াত্রিসের সেই অপার্থিব শোভাযাত্রার উপর আমার দৃষ্টি এমনভাবে নিবদ্ধ ছিল, আমার সমস্ত আগ্রহ এমন গভীরভাবে কেন্দ্রীভূত হল তার মধ্যে যে তখন আর আমার অন্য কোন বাসনা ছিল না। অন্য কোন বস্তুর প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হচ্ছিল না। আমি তখন একান্ত মনোযোগ সহকারে শুধু বিয়াত্রিসের হাসি দেখছিলাম। আমার দৃষ্টির সমস্ত নিবিড়তা, আমার আগ্রহের সমস্ত গভীরতা একান্তভাবে কেন্দ্রীভূত ছিল বিয়াত্রিসের হাসির মধ্যে।

বিয়াত্রিসের প্রতি আমার আগ্রহ আর মনোযোগের গভীরতা দেখে দেবদূতেরা এক সময় বলে উঠল, খুব বেশী আগ্রহ দেখা যাচ্ছে।

সহসা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম আমি। কিন্তু উজ্জ্বল সূর্য হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে মানুষ অন্য কোন অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বল বস্তুর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে যেমন তার চোখ ধাঁধিয়ে যায় এবং সে ভালভাবে তাকাতে পারে না, তেমনি

বিয়াত্রিসের হাস্যোজ্জ্বল মুখ হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে অন্য বস্তুর দিকে তাকাতে অস্বস্তি বোধ করছিলাম আমি।

এই জন্যই দেবদূতরা আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল আমি যেন বিয়াত্রিসের প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহ না দেখাই। কারণ তার মুখে চোখে যে স্বর্গীয় দ্যুতির উজ্জ্বলতা ছিল তা সহ্য করার শক্তি তখনও আয়ত্ত হয়নি আমার। তাছাড়া দান্তে যেন বিয়াত্রিসের চোখের মাঝেই সমস্ত স্বর্গলোককে প্রত্যক্ষ করতে গিয়ে ভুল না করেন।

তখন সূর্য মধ্যাহ্ন গগনের সমীপবর্তী হচ্ছিল। বিয়াত্রিসের সেই স্বর্গীয় শোভাযাত্রাটি ডান দিক দিয়ে উত্তর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। তাদের জ্বলন্ত বাতিগুলি মধ্যাহ্নসূর্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছিল। সমরাভিযানরত কোন এক সৈন্যবাহিনীর মত এগিয়ে চলেছিল শোভাযাত্রাটি।

সেই শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে আমি স্টেসিয়াস আর ম্যাটিলডা একযোগে বিয়াত্রিসের রথের চাকার কাছাকাছি হাঁটতে লাগলাম। আমাদের শোভা-যাত্রাটি সেই ভূস্বর্গলোকস্থ জনহীন অরণ্য পথ ধরে এগিয়ে যেতে লাগল। সে অরণ্যে কোথাও কোন জনপ্রাণী নেই। এই ভূস্বর্গোদ্যানেই একদিন আমাদের আদিমাতা ঈভ সর্পরূপী শয়তানের প্রলোভনে ধরা দিয়ে জ্ঞানবৃক্ষের নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করার পর থেকে এখানে কোন মানুষ বাস করতে পারে না।

আমাদের শোভাযাত্রার তালে তালে তাল মিলিয়ে গান গাইতে লাগল দেবদূতেরা। তিনটি তীরের সম্মিলিত গতিপথের সমপরিমাণ পথ আমরা অতিক্রম করতে না করতেই তার রথ থেকে নেমে পড়ল বিয়াত্রিস। দেব-দূতেরা তখন 'আদম' বলে চিৎকার করে পত্রপুষ্পহীন শাখাপ্রশাখাসমন্বিত এক সুউচ্চ বৃক্ষের তলদেশে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে বৃক্ষটি এত উঁচু যে সুউচ্চ বৃক্ষ-বহুল দেশ ভারতবর্ষের লোকেরাও সে বৃক্ষ দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবে। সে বৃক্ষটি যত উপরের দিকে উঠেছে ও তার শাখাপ্রশাখাগুলি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

দেবদূতেরা একসময় গ্রাইফনকে সম্বোধন করে বলল, হে গ্রাইফন, তুমি এই পাপরূপ বৃক্ষের সুমিষ্ট ফল খেওনা।

সেই জ্ঞানবৃক্ষের কাণ্ডটিকে জড়িয়ে ধরে দেবদূতেরা এই কথাগুলি বলল, তার উত্তরে গ্রাইফন বলল, পাপের বিষাক্ত ফল খাইনি বলে ন্যায়পরায়ণতার বীজ আজও অক্ষুণ্ণ আছে মানবজগতে।

এই কথা বলার পর আবার সেই রথের চাকা টানার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করল গ্রাইফন। রথটিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল জ্ঞানবৃক্ষের দিকে। বসন্ত সমাগমে গাছগুলি যেমন বিচিত্র বর্ণের ঐশ্বর্যে সজীব ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে তেমনি সেই পত্রপুষ্পহীন জ্ঞানবৃক্ষটির শাখাপ্রশাখাগুলি বেগুনি ও গোলাপী রঙে ভরে উঠল।

এক সুমধুর স্তোত্রগানে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠছিল সমগ্র বনভূমি। আমার মুখ থেকে কিন্তু কোন স্তোত্রগান ধ্বনিত হচ্ছিল না। এমন কি আমি তা শুনতেও পাচ্ছিলাম না। সে গানের ধ্বনি শুনে তন্দ্রা নেমে আসছিল আমার চোখে। জলপরী সাইবিঙ্কস্‌এর গীতিময় কাহিনী মার্কারির মুখে শুনে শতচক্ষুবিশিষ্ট প্রহরারত আর্গাস যেমন তন্দ্রাহত হয়ে পড়েছিল আমারও তেমনি অবস্থা হলো! দেবরাজ জোভের পত্নী জুনো একবার আইওর প্রতি ঈর্ষাবশতঃ তাকে গাভীতে পরিণত করে দেন। জুনো তারপর শতচক্ষুবিশিষ্ট দৈত্য আর্গাসকে পাঠিয়ে দেন আইওকে পাহারা দেবার জন্য। কিন্তু জোভ আইওর প্রতি দয়াপরবশতঃ তার সাহায্যার্থে মার্কারিকে পাঠিয়ে দেন। মার্কারি তখন জলপরী মায়াবিণী সাইরিঙ্কসএর গান গাইতে শুরু করলে তার মায়াবী সুরের স্পর্শে ঘুমিয়ে পড়ে আর্গাস। আর সেই অবসরে মার্কারি তার গলা কেটে ফেলে। আমি আমার সেই নিদ্রাভিভূত দেহের ছবি আঁকতে পারব না, মানুষ কখনো তার ঘুমন্ত অবস্থার ছবি আঁকতে পারে না।

আমি কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম তা জানি না। সহসা অনুভব করলাম এক উজ্জ্বল আলোর ছটায় আমার চোখ বিদ্ধ হতেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। কে যেন আমায় ডেকে বলল, 'উঠে পড়।' সেই কথাই আমি এখন বলব।

আপেল যেমন ফলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তেমনি যীশু হচ্ছেন ঈশ্বর প্রেরিত শ্রেষ্ঠ মানবসন্তান। সেই যীশুখৃস্টের ডাকে একদিন যেমন পিটার, জেমস, জন প্রভৃতির মৃত্যুরূপ অনন্ত নিদ্রা ভেঙ্গে যায় এবং নিদ্রাপগত চোখে তাঁরা দেখেন মোজেস ও এলিয়াস তাদের দল থেকে চলে গেছে, আমিও তেমনি এক জনের ডাকে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম বিয়াত্রিস নেই। তার সেই স্বর্গীয় শোভাযাত্রাও নেই। আমার পাশে শুধু রয়েছে ম্যাটিলডা। আমি ম্যাটিলডাকে জিজ্ঞাসা করলাম,'কোথায় গেল বিয়াত্রিস?

ম্যাটিলডা বলল, ঐ দেখ, ঐ গাছের তলায় শিকড়ের উপর বসে রয়েছে। তার সঙ্গে আর যারা ছিল তারা গ্রাইফনবাহিত রথের সঙ্গে বাঁধা আছে।

ম্যাটিলডার কথায় আমার কোন মনোযোগ ছিল না। সে কথায় আমার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমার একমাত্র লক্ষ্য ও আকাঙ্খিত বস্তু ছিল বিয়াত্রিস। আমার সমস্ত প্রাণমন কেন্দ্রীভূত ছিল শুধু তার মধ্যে।

আমার মনে হল বিয়াত্রিস যেন সেই গাছের তলায় একা বসে বসে সারা খৃস্টান জগতের ধর্মস্থানগুলিকে পাহারা দিয়ে তাদের পবিত্রতা রক্ষার চেষ্টা করছে। সেই গাছটি যেন খৃস্টানদের প্রতীক।

বিয়াত্রিস একা তখন সেই গাছ পাহারা দিচ্ছিল। তার অর্থ এই যে দান্তে যখন এই গ্রন্থ রচনা করেন তখন খৃস্টজগতের আধ্যাত্মিক প্রাণকেন্দ্র রোমের ধর্মগুরু পোপের আসন ছিল শূন্য। দুর্নীতির জন্য পোপ অষ্টম বনিফেস পদচ্যুত হন।

সেই সাতজন অপ্সরার হাতে এমন সাতটি উজ্জ্বল বাতি ছিল যা কোন উত্তর বা দক্ষিণের প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ নির্বাপিত করতে পারবে না।

বিয়াত্রিস আমাকে একসময় বলল, এখানে তোমাকে নির্বাসিত থাকতে হবে কিছুকাল। তারপর তুমি খৃস্টধর্মের আধ্যাত্মিক প্রাণকেন্দ্র রোমে যাবে। যেখানে গিয়ে তুমি হবে তার চিরস্থায়ী নাগরিক। রথের উপর তোমার দৃষ্টি নিবদ্ধ করো। তারপর ফিরে এস আমার কাছে।

বিয়াত্রিসের নির্দেশমত আমি তাই করলাম। সহসা দেখলাম, দূর মেঘ-লোক হতে একটি বিশাল ঈগলপাখি তীরবেগে নেমে খৃস্টানজগতের প্রতীক-স্বরূপ সেই গাছটির উপর বসে তার শানিত নখ দিয়ে গাছের কাণ্ডটিকে আঁচড় দিয়ে পাতাগুলিকে ছিঁড়তে লাগল। বাত্যাকম্পিত জাহাজের মত কেঁপে উঠল গাছটি।

এই ঈগলপাখিটিই হলো খৃস্টজগতের উপর আঘাতকারী অত্যাচারী রাজা সম্রাটদের প্রতীক। নীরো ডাওক্লোটিয়ান প্রভৃতি নাস্তিক অত্যাচারী রোমসম্রাটগণ ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সঙ্গে রোমেরও অনেক ক্ষতি সাধন করেন।

এর পর আমি সেই রথের ভিতর একটি খেঁকশিয়াল দেখলাম। অস্থিচর্ম-সার বুভুক্ষু একটি শেয়াল চিৎকার করছে তারস্বরে। কঙ্কালসার এই খেঁক-শেয়ালটি হলো সেই সব লৌকিক প্রবাদের প্রতীক যা চার্চ ও খৃস্টধর্মের প্রভূত ক্ষতি সাধন করেছে প্রথম যুগে।

তারপর দেখলাম সেই ঈগলটি বিয়াত্রিসপরিত্যক্ত সেই রথের উপর এসে

বসল। তার বুক থেকে পালক খসে পড়ল।

এই ঘটনাটি প্রথম খৃস্টান সম্রাট কনষ্টাণ্টাইনের উদারতার পরিচায়ক। খৃস্টানদের প্রথম সম্রাট কনষ্টাণ্টাইন তাঁর বহু ধনসম্পত্তি চার্চকে দান করে যান আর তার ফলে সেই সব ধনসম্পত্তি ধর্মযাজকদের প্রলুব্ধ করে দুর্নীতির পথে নিয়ে যায়।

ঈগলটি যখন রথ থেকে উড়ে যাচ্ছিল তখন স্বর্গলোক থেকে কে বলল, হায় পক্ষীশিশু, কেন এত সব বিপত্তি ঘটাচ্ছ?

তারপর দেখলাম, ভূস্বর্গের জমিটি একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ফেটে গেল আর তার ভিতর হতে বেরিয়ে এল বিরাটকায় এক ড্রাগন। তার সারা লেজটি কাঁটাতারে ভর্তি।

এই ড্রাগনটি ইসলাম জাতের গুরু হজরত মহম্মদের প্রতীক। কারণ খৃস্ট জগতের মতে মহম্মদ যিনি তাঁর ইসলাম ধর্ম প্রচারের দ্বারা খৃস্টধর্মাবলম্বীদের একটি অংশকে প্রলুব্ধ করে নিয়ে যান।

এর পরেও খৃস্টজগতের ক্ষতি হয় প্রথম যুগে। ধর্মযাজকদের ব্যাপক দুর্নীতিপরায়ণতার ফলে ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিতে দেখা দেয় চরম বিশৃঙ্খলা। তারপর দেখলাম এক সুসজ্জিতা বারবনিতা এসে সেই রথের উপর বসল আর সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাটকায় দৈত্য এসে তার পাশে বসে তাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করতে লাগল।

এই ঘটনাটিও খৃস্টজগতের ধর্মগুরু ও ধর্মযাজকদের দুর্নীতিপরায়ণতার আর একটি দিক। অর্থাৎ অর্থলোলুপ পোপরা অনায়াসলব্ধ বহু ধনসম্পত্তি করায়ত্ব করে নারীলোলুপ হয়ে ওঠে এবং বারবনিতাদের নিয়ে ফূর্তি করতে থাকে।

সেই বারবনিতাটি আমার পানে তাকাতেই তার উপপতি ক্রুদ্ধ একটি ড্রাগনকে তার দিকে ছেড়ে দিয়ে নিজে অদৃশ্য হয়ে গেল বনে। তখন সহসা আশ্চর্য হয়ে দেখলাম সেই বিশাল অরণ্যে শুধু আমি, সেই বারবনিতা আর সেই ড্রাগন ছাড়া আর কেউ নেই।

# ত্রিত্রিংশতি সর্গ

## ভূস্বর্গ : বিয়াত্রিস : বুধবার সকাল

### কাহিনীসংক্ষেপ

ম্যাটিলডা, সাতজন সহচরী অপ্সরা, স্টেসিয়াস ও দান্তের সঙ্গে সেই বনপথ ধরে সেখান থেকে রওনা হলো বিয়াত্রিস। কিছুদূর গিয়ে সে দান্তেকে তার পাশে ডেকে কথা বলতে লাগল তার সঙ্গে। সে বলল একটু আগে দেখা সেই স্বর্গীয় শোভাযাত্রার কথা। সেই সঙ্গে সে ভবিষ্যদ্বাণী করল, এমন একজন পুরুষের আবির্ভাব ঘটবে যিনি সারা খৃস্টজগতের উপর দীর্ঘকাল ধরে চাপিয়ে দেওয়া সমস্ত অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবেন। দান্তে এতক্ষণে বুঝতে পারলেন লেথি নদীর জল তাঁর অতীত পাপকর্মের সমস্ত স্মৃতি মুছে দিয়েছে। এবার দান্তে এসে উপনীত হলেন লেথি ও ইউনো নদীর উৎসমুখে। ইউনো হচ্ছে স্মৃতির নদী। ইউনো নদীর পবিত্র জল পান করে সহসা যেন এক নবজীবন লাভ করলেন দান্তে। এবার তিনি বুঝতে পারলেন সেই অপার্থিব ও তুরীয় স্বর্গলোকে আরোহণের উপযুক্ত শক্তি তিনি অর্জন করেছেন।

'হে ঈশ্বর, তোমার উত্তরাধিকারী হিসাবে এসেছে যত সব ভণ্ড নাস্তিকের দল।' বিয়াত্রিসের সহচরী অপ্সরারা এই বলে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে স্তোত্রগান করছিল।

যতক্ষণ স্তোত্রগান হচ্ছিল ততক্ষণ সকরুণ বিষাদগম্ভীর মুখে দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল বিয়াত্রিস। যে ক্রুসে বিদ্ধ হয়েছিলেন যীশু সেই ক্রুসদর্শনে শোকাহত মেরীর মত তাকে শোকাভিভূত দেখাচ্ছিল। কিন্তু তার কুমারী সহচরীরা বিয়াত্রিসকে কিছু বলার জন্য নত হয়ে নীরব প্রার্থনা জানাতে বিয়াত্রিস উঠে দাঁড়িয়ে মুখখানাকে উজ্জ্বল করে বলল, 'মোডিকাম, এৎ নন ভাইডবিস মী, ইটেরাম মোডিকাম এৎ ভাইডবিস মী।' লাতিন ভাষায় এই কথা তাঁর মৃত্যুর আগে একবার যীশুখৃস্ট বলেছিলেন। এ কথার অর্থ হলো কিছুকাল পরে আমাকে তোমরা আর দেখতে পাবে না। আবার কিছু পরে দেখতে পাবে। এই তাৎপর্যপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে যীশু তাঁর মৃত্যু এবং পুনরভ্যুত্থানের প্রতি ইঙ্গিত দান করেছেন। বিয়াত্রিসও একথার মাধ্যমে তৎকালীন

খৃস্টজগতে বিরাজিত বিশৃংখলার অবসান ও তার নব জীবনলাভের ইঙ্গিত দান করেছেন।

এই কথা বলার পর বিয়াত্রিস তার সাতজন কুমারী সহচরীকে আমাকে ও স্টেসিয়াসকে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়াতে বলল। তারপর দশ পা এগিয়ে যেতে না যেতেই বিয়াত্রিস তার উজ্জ্বল চোখ মেলে আমার মুখপানে তাকাল। আমাদের দুজনের চোখের দৃষ্টি এক হতে সে শান্তভাবে বলল, তাড়াতাড়ি করো। তোমাকে আমার কিছু বলার আছে। যাতে সেকথা ভাল করে শুনতে পার তার জন্য ভাল জায়গায় ঠিকমত দাঁড়াও।

আমি তার কথামত ঠিকমত দাঁড়াতে সে বলল, আচ্ছা ভাই আমাকে প্রশ্ন করার মত তোমার কি কিছু নেই? তুমি ত আমাকে কাছে পেয়েছ।

অধিকতর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যোগ্যতর কোন লোকের সামনে কথা বলতে মানুষ যেমন ভয় পায়, সেখানে তার কণ্ঠস্বর ভালভাবে স্ফূরিত হয় না, বিয়াত্রিসের সামনে কথা বলতে গিয়ে আমারও তাই হলো। ভগ্ন কণ্ঠস্বরে আমি কোন রকমে বিয়াত্রিসকে সম্বোধন করে বললাম, ম্যাডোনা, আমার প্রয়োজনের কথা তুমি সবই জান।

বিয়াত্রিস তখন বলল, আমি চাই মানবজীবনের সবচেয়ে চরম দুটি বাধা লজ্জা আর ভয় এবার হতে তুমি ঝেড়ে ফেলবে মন থেকে। সুতরাং এখন থেকে আর তুমি স্বপ্নাবিষ্ট কোন ব্যক্তির মত ভগ্নস্বরে কথা বলো না। একটু আগে ধর্ম প্রতিষ্ঠানের প্রতীক আমাদের রথটিকে যে অত্যাচারী নাস্তিকের প্রতীকমূর্তি ভয়ঙ্কর এক ড্রাগন এসে বিধ্বস্ত করে দেয় ভেঙ্গে চুড়ে সেই ড্রাগন আর এখন এখানে নেই। মনে ভেবো না, ঈশ্বর তার প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন না। ফ্লোরেন্সে এক ধরনের সংস্কার ছিল, যদি কোন গুপ্তঘাতক কোন লোককে হত্যা করে তার সমাধির উপর বসে হত্যার নয় দিনের মধ্যে রুটি ও মদ খেতে পারে তাহলে নিহত ব্যক্তির পরিবারের লোকজন তার উপর কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারবে না। এজন্য তখন কেউ কাউকে হত্যা করলেই নিহত ব্যক্তির সমাধিটিকে প্রহরাধীনে রাখা হত। কিন্তু মনে রেখো, ঈশ্বর এই ধরনের কোন সংস্কারের বশবর্তী নন। তিনি অন্যায়কারীর উপর অবশ্যই উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। তাছাড়া যে সদাশয় রোমসম্রাট কনস্টান্টাইন প্রচুর ধনসম্পদ দান করে চার্চকে সমৃদ্ধ করে তোলেন, তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী অবশ্যই একজন আসবেন যিনি চার্চের উন্নতি সাধন করবেন।

আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি শোন, আর বেশী দিন বাকি নেই। অল্প দিনের মধ্যেই এমন একজন আসবেন যিনি একই সঙ্গে প্রলোভনের মূর্ত প্রতিমা ধর্মকর্মে বিঘ্নসৃষ্টিকারিণী সেই বারবনিতা ও দুর্নীতিপরায়ণ পোপকে ধ্বংস করবেন।

আমার এই ভবিষ্যদ্বাণী হয়ত তোমার কাছে স্ফিংকস্এর ধাঁধা বা থেমিসের ভবিষ্যদ্বাণীর মত জটিল ও হেঁয়ালিপূর্ণ মনে হতে পারে। কিন্তু দেখতে পাবে অল্পকালের মধ্যেই আমার কথার সত্যতা ঘটনার দ্বারাই প্রমাণিত হবে। নাইয়াদ যেমন স্ফিংকস্এর জটিল ধাঁধার উত্তর দিতে সক্ষম হয়েছিল, তেমনি ভবিষ্যতের ঘটনাই হবে আমার নাইয়াদ। প্রাচীনকালে থীবস্ দেশে স্ফিংকস্ নামে এক নারী দানবী ছিল যে তার কাছে আগত পথিক বা কোন আগন্তুককে এক জটিল প্রশ্নের সমাধান দিতে বলত। কিন্তু সেই পথিক বা আগন্তুক তা না পারলে সে তাকে মেরে ফেলত। একবার লাফাসের পুত্র লাফাদেস স্ফিংকস্এর প্রশ্নের উত্তর দান করতে পারলে স্ফিংকস্ নিজেকে হত্যা করে। (ওভিদের গ্রন্থে গ্রীক ভাষায় লেখা লাফাদেসকে দান্তে নাইয়াদ বলে ধরে নিয়েছিলেন, কারণ তিনি গ্রীকভাষা জানতেন না। নাইয়াদএর অর্থ হলো জলপরী যাদের স্ফিংকস্এর ধাঁধার উত্তর দানের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।) থেমিসও বহু জটিল দৈববাণী করে বিভ্রান্ত করত লোকদের। স্ফিংকস্ এর মৃত্যুর পর আর একজন স্ফিংকস্ আসে থীবস্ দেশে।

আমি যে কথা তোমাকে বলছি সে কথা তুমি মর্ত্যে ফিরে গিয়ে জীবিত মানুষদের বলতে পার। যে পবিত্র জ্ঞানবৃক্ষটির ফল এক কামড়ে ভক্ষণ করে গাছটির পবিত্রতা নষ্ট করে আদম, বহুকাল পরে সারা খৃস্টজগতের প্রতীক সেই বৃক্ষটিকে ঈশ্বরেরই সৃষ্ট জীব কয়েকজন অত্যাচারী মানুষ আবার কলুষিত করে। আদম যে পাপ করেছিল সেই পাপের শাস্তিভোগের জন্য পাচ হাজার বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল তাকে। আদম নয়শো বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে আর তার মৃত্যুর পর নরকে চার হাজার একশো বছর অপেক্ষা করতে হয়। তারপর যীশুখৃস্ট এসে নিজে সব শাস্তি ভোগ করে আদমকে মুক্ত করেন। তোমার বুদ্ধি এখন সুপ্ত বলে বুঝতে পারছ না, এই পবিত্র জ্ঞানবৃক্ষের অলৌকিক অতিপ্রাকৃত ফল যাতে কেউ ভক্ষণ করতে না পারে তার জন্যই গাছটি এত উঁচু। পিসা ও ফ্লোরেন্সের মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্রবাহিত এলসা নদীর জল পান করে কোন মানুষের সমস্ত জ্ঞানবুদ্ধি যেমন হিম হয়ে জমে যায় তেমনি তোমার জ্ঞানবুদ্ধি সব স্তব্ধ হয়ে জমাট বেঁধে গেছে। মূলবেরি

গাছের তলায় তাদের সঙ্কেতকুঞ্জে ক্ষণিকের আনন্দ লাভ করতে গিয়ে পিরামুস যেমন নিজের জীবন হারিয়েছিল তেমনি তুমিও ক্ষণিকের আনন্দের জন্য পাপের অনপনেয় কলঙ্কে নিমজ্জিত হয়েছ।

তোমার নীতিজ্ঞান যদি পাপপ্রবৃত্তির দ্বারা আচ্ছন্ন না হত তাহলে তুমি অবশ্যই বুঝতে পারতে ঈশ্বর কেন আদমকে এই জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু তোমার মন ও সমস্ত জ্ঞানবুদ্ধি পাথর হয়ে গেছে, আমার কথার অর্থ ঠিকমত বুঝতে পারবে না। যদি আমার কথা বুঝতে বা অন্তরে গেঁথে নিতে না পার তাহলে সব মিলিয়ে এই ঘটনার এক চিত্রকল্প এঁকে নেবে তোমার মনে। এখান থেকে যাবার সময় তালপাতার মালা গলায় পরে যাবে যাতে সবাই বুঝতে পারবে স্বর্গলোক পরিভ্রমণ করে গেছ।

আমি তখন বললাম, বিগলিত মোমের উপর কোন বস্তুর চাপ দিলে যেমন তার উপর ছাপ পড়ে যায় তেমনি আমার মনে তোমার ছবি ও সব কথা চিরকাল অঙ্কিত হয়ে থাকবে। তবে তুমি কথাগুলি এমন এক অলৌকিক উদ্যমসহকারে বলছ যে আমার ইন্দ্রিয়চেতনা ও মন কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়ছে এবং আমি ঠিকমত তা উপলব্ধি করতে পারছি না। যতই বোঝাবার চেষ্টা করছি ততই তা আরো জটিল হয়ে উঠছে।

বিয়াত্রিস তখন উত্তর করল, তুমি একবার ভেবে দেখ, তোমার প্রাচীন মতবাদের কথা ভেবে দেখ। তুমি চেয়েছিলে ধর্মতত্ত্ব হতে দর্শনকে পৃথক করতে। তুমি বলতে মানুষ দার্শনিক তত্ত্বচিন্তা ও সত্যোপলব্ধির দ্বারা পার্থিব জীবনে ও জগতে পরিপূর্ণতা অর্জন করবে। সুতরাং আমার কথার সঙ্গে তোমার মনের কথা খাপ খেতে পারে না।

তুমি আরো ভেবে দেখ ঈশ্বরের মত ও পথ হতে তোমার মত ও পথ কত পৃথক। স্বর্গলোকের সর্বোচ্চ স্তরে যে ঈশ্বর বিরাজ করেন যে ঈশ্বর সর্বপ্রথম সকল গ্রহনক্ষত্রকে গতিদান করেন তিনি একবার মানুষকে বলেন, আমার পথ আর তোমাদের পথ এক হতে পারে না। কারণ যে স্বর্গলোকে আমি বিরাজ করি সে স্বর্গ পৃথিবী হতে অনেক দূরে। তাই আমার সকল চিন্তা তোমাদের চিন্তাভাবনা থেকে অনেক উর্ধায়িত।

আমি প্রতিবাদ করে বললাম, কিন্তু আমার ত সেকথা মনে পড়ে না। আমি ত এজন্য কোন বিবেকের দংশন অনুভব করি না।

আসলে দান্তে লেথি নদীর জল পান করে পূর্ব পাপের সমস্ত কথা বিস্মৃত

হয়ে গেছেন। তাই তিনি অতীত জীবনে কি করেছেন না করেছেন সব কর্মা-কর্মের কথা ভুলে গেছেন।

বিয়াত্রিস তখন আবার হেসে বলল, তুমি লেথি নদীর জল পান করে সব ভুলে গিয়ে থাক ত ভাল। তবে ধূম থেকে যেমন আগুনের অস্তিত্ব সম্প্রমাণিত হয় তেমনি তোমার এই বিস্মৃতি এই কথাই প্রমাণ করে যে তোমার মনের গভীরতম প্রদেশে নিশ্চয় কোন পাপপ্রবৃত্তি লুকিয়ে আছে। সেই গূঢ় প্রবৃত্তিই তোমার মনের ভারসাম্য নষ্ট করছে। এখন আমি তোমাকে এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমি এবার হতে আর কোন মুখোস পরে কথা বলব না তোমার সঙ্গে। আমার কথার মধ্যে আর কোন হেঁয়ালি বা জটিলতা থাকবে না। ফলে এবার হতে আমার সব কথাই বুঝতে পারবে তুমি।

উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতররূপে সূর্য মধ্যাহ্নগগনে উঠে যাচ্ছিল বলিষ্ঠতর পদক্ষেপে। আমরা দেখলাম সূর্য প্রায় উঠে এসেছে আমাদের মাথার উপরে।

সহসা সামনে কোন অস্বাভাবিক বস্তু দেখে পথিকরা যেমন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে তেমনি বিয়াত্রিসের সেই সাতজন সহচরী আল্পস পর্বতের মত এক বিশাল ছায়া দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সহসা আমি দেখলাম, একই উৎসমুখ হতে টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর মত দুটি স্বতন্ত্র ধারাতে প্রবাহিত হয়ে গেছে। আমি তখন বিয়াত্রিসকে উদ্দেশ্য করে বললাম, হে দিব্য আলোর মূর্ত প্রতিমা, সমগ্র মানব জাতির গৌরব, বল, কিরূপে একই উৎসমুখ হতে একটি ধারা নির্গত হতে আপনা হতে দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে বয়ে চলেছে?

আমার প্রার্থনার উত্তরে বিয়াত্রিস বলল, ম্যাটিলডাকে বল, ও সব বুঝিয়ে বলবে।

সুন্দরী ম্যাটিলডা সহজভাবে বলল, আমি ওকে সব বলেছি, কিন্তু লেথি নদীর জল পান করে ও সব ভুলে গেছে।

বিয়াত্রিস বলল, আমার মনে হয় বড় রকমের কোন একটা চিন্তা যা সাধারণতঃ বিস্মরণ সৃষ্টি করে মানুষের মনে, তা ওর মনের চোখকে অন্ধ করে দিয়েছে একেবারে।

বিয়াত্রিস এবার আমাকে লক্ষ্য করে বলল, ঐ দেখ অদূরে বয়ে চলেছে ইউনো নদী, তার জল পান করে হারানো স্মৃতি পুনরায় লাভ করো।

সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরী ম্যাটিলডা আমার হাত ধরে স্টেসিয়াসকে বলল, তুমিও এস এর সঙ্গে।

হে আমার প্রিয় পাঠকবর্গ, যদি আমি লেখার পরিসর আরো বেশী পেতাম তাহলে আরো বিস্তারিত করে লিখতাম ইউনো নদীর স্মৃতিগন্ধী জল কত মধুর। সে নদীর জল শত পান করলেও কোন ক্লান্তি লাগে না। কিন্তু কাব্য-কলার প্রচলিত রীতি অনুসারে আমাকে দ্বিতীয় খণ্ড এখানেই শেষ করতে হচ্ছে।

বসন্ত সমাগমে নবোদ্ভিন্ন পত্রপুষ্পরাজির দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে বনস্পতি যেমন তার পবিত্র শাখাপ্রশাখাগুলিকে ঊর্ধ্বলোকে প্রসারিত করে দেয়, আমিও তেমনি সেই পবিত্র ইউনো নদীর জল পান করে নবজীবন লাভ করে এসেছি। এসেছি নূতন উদ্যমে আমার আরব্ধ কর্ম সম্পন্ন করার জন্য।

— – —

# প্যারাডিসো ( স্বর্গলোক )

## প্রথম সর্গ

### ভূস্বর্গ : বুধবার বেলা দ্বিপ্রহর

#### কাহিনীসংক্ষেপ

স্মৃতিগন্ধী ইউনো নদীর জল পান করার পরেও সেই ভূস্বর্গোদ্যানের মাঝেই রয়ে গেলেন দান্তে। বিয়াত্রিসের পানে তাকিয়ে তিনি দেখলেন, সে সূর্যের দিকে তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে। তা দেখে দান্তেও উজ্জ্বল সূর্যের পানে একবার স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন। দেখলেন সূর্যের সেই সুতীব্র উজ্জ্বলতা মুহূর্তের জন্য তিনিও সহ্য করতে পারছেন। বিয়াত্রিসের পানে আবার তাকিয়ে দেখলেন দান্তে সে তখনো তাকিয়ে রয়েছে সূর্যের দিকে। সহসা সমগ্র স্বর্গলোক জুড়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত এক সুমধুর ঐক্যতান শুনতে পেলেন দান্তে। তিনি দেখলেন তাঁর চারদিকে বিরাজ করছে আলোকাবিসারী এক শান্ত অগ্নিশিখা। বিয়াত্রিস তখন দান্তেকে জানালেন তাঁরা মর্ত্যলোকের সীমা পার হয়ে এসেছেন। তিনি মহাজাগতিক মাধ্যাকর্ষণের নিয়মগুলিও ব্যাখ্যা করলেন দান্তের কাছে।

যিনি এই মহা বিশ্বজগতের সকল বস্তুকে গতিশীল করে তুলেছেন তাঁর মহিমার আলো বিশ্বের সর্বত্র সঞ্চারিত। তবে সে আলোর অমিত ঐশ্বর্য মর্ত্যলোকের থেকে এই স্বর্গলোকে বেশী দীপ্যমান।

ঐশ্বরিক আলোয় উদ্ভাসিত সেই স্বর্গলোকে আমি যখন ছিলাম তখন এমন সব অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত বস্তু ও ঘটনা প্রত্যক্ষ করি যা কোন মর্ত্যমানব কোথাও কখনো প্রত্যক্ষ করেনি অথবা করলেও তা প্রকাশ করতে পারেনি। কারণ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি যখন আমাদের পরম আকাঙ্খিত বস্তু ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভে ধন্য হয় তখন সে বুদ্ধি ও সকল চিন্তাশক্তি এমনভাবে অনুভূতিসিক্ত হয়ে ওঠে যে পরে আমরা সেই অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করতে পারি না।

তথাপি স্বর্গলোকে গিয়ে যা যা দেখেছিলাম তা আমার মনের মাঝে অতি

সযত্নে রক্ষিত আছে এবং তা আমি আমার কাব্যে চিত্রিত করতে পারব যথাযথভাবে।

কাব্যকলার অধিষ্ঠাতা দেবতা হে মহান এ্যাপোলো, তোমার অসীম কৃপা ও অনুগ্রহদানের মাধ্যমে আমাকে কাব্যসৃষ্টি করার এক বিশেষ ক্ষমতায় ভূষিত করে তোল। পার্নেসাস পর্বতে লাইসা ও সাইরা নামে যে দুটি উত্তুঙ্গ শিখরদেশ আছে তার একটিতে মিউজ আর একটিতে তুমি বিরাজ করো। মিউজের অনুগ্রহ আমি আগেই লাভ করেছি। এবার তোমার অনুগ্রহলাভে ধন্য হয়ে আমার আরব্ধকার্য সম্পন্ন করে আমার কাব্যপ্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে চাই।

হে মহান এ্যাপোলো, আমাকে প্রেরণা দান করো। এক অতুলনীয় গীতি কবিতার ঝর্ণাধারায় পরিপ্লাবিত করে দাও আমার অন্তর। গীতিরসসুধার দ্বারা তুমি একদিন ফাজিয়ার মার্সিয়াসকে এক প্রকাশ্য প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করো, আমাকে সেই গীতিরসসুধাসমৃদ্ধ কাব্যরচনার অধিকারী করে তোল।

হে ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন মহান দেবতা, আমাকে এই স্বর্গলোকের চিত্র অঙ্কনের ক্ষমতাও দান করো। এই স্বর্গলোক ছায়াসর্বস্ব হলেও এর স্মৃতি চিরতরে চিত্রিত থাকবে আমার মানসপটে। আমাকে তোমার প্রিয় বৃক্ষ লরেলের সন্নিকটে নিয়ে যাও। বিজয়গৌরবসূচক লরেলপত্র রচিত মুকুটে ভূষিত করো আমার মস্তক। বিজয়গৌরব মণ্ডিত এই লরেলপত্র সকল যুগের সকল বীরযোদ্ধা ও কবিগণের এক পরম কাম্য বস্তু। এ বস্তু রোম সেনাপতি বীরযোদ্ধা সীজার ও কত কবি কামনা করে গেছেন আকুলভাবে। এ বস্তু লাভের জন্য কত জনে কত পাপকর্মের দ্বারা নিজেদের অপরিসীম লজ্জা ও অপমানের পঙ্কে নিমজ্জিত করে গেছেন।

নদীদেবতা পেলেউসের কন্যা ডফনে লরেল গাছে পরিণত হয়। যখনি কোন মানুষ সেই বিজয়গৌরবসূচক লরেলপত্র কামনা করে তখনই তাতে গর্ব অনুভব করে নদীদেবতা পেলেউস। সামান্য একটি অগ্নিস্ফূলিঙ্গ থেকে যেমন এক বিরাট আগুন জ্বলে ওঠে তেমনি আমি যে পথে প্রথম এগিয়ে যাব সে পথ অনুসরণ করে অনেকেই সাফল্য অর্জন করতে পারবে আমার মত। তারাও আমার মত তখন পার্নেসাস পর্বতের শিখরস্থ মিউজের কৃপালাভে ধন্য হবে।

দিগন্তস্থিত বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে সূর্য আকাশ পরিক্রমণ করে। এমনি

একটি স্তরে যখন তিন জোড়া বিপ্রতীপ রেখা চারটি বৃত্তকে পরিবন্ধন করতে পারে তখনি বসন্তকালীন মহাবিষুব সংক্রান্তি ( Spring equinox ) উপস্থিত হয় অর্থাৎ সেদিন রাত্রি দিন সমান হয়।

বিয়াত্রিস যখন সেই ভূস্বর্গোদ্যানে দাঁড়িয়ে বাম দিকে ঘুরে সূর্যের পানে তাকিয়েছিল তখন ছিল মধ্যাহ্নকাল অর্থাৎ উজ্জ্বলতম সূর্য ছিল মহাবিষুব সংক্রান্তির স্তরে উন্নীত। কিন্তু সেই উজ্জ্বলতম ও শীর্ষোন্নত সূর্যের পানে বিয়াত্রিস অবলীলাক্রমে যেভাবে তাকিয়েছিল কোন ঈগলমাতা কখনো তার শাবককে নিয়ে সেভাবে তাকাতে পারেনি। কথিত আছে, ঈগলমাতা তার নবজাত শাবকদের ঠোঁটে ধরে কোন পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে গিয়ে সূর্যের পানে তাকাতে শেখায়। যে শাবক সূর্যের উজ্জ্বলতাকে স্থির দৃষ্টিতে সহ্য করতে পারে সেই শাবকই টিকে থাকে। অন্যান্য ব্যর্থ শাবকেরা পড়ে যায় তার মুখ থেকে।

বাজপাখি যেমন একবার মাটিতে নেমেই উঠে যায় তেমনি সেই উজ্জ্বল সূর্যের এক আলোকতরঙ্গ আমার উপর পতিত হয়ে প্রতিসৃত হয়ে আবার উপরে উঠে গেল। আমি সূর্যের মুখের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে রইলাম। আমার মনে হয় বিয়াত্রিস আমার চোখের উপর দৃষ্টিপাত করে আমাকে সেই অত্যুজ্জ্বল সূর্যের আলোকরশ্মির পানে তাকাবার শক্তি দান করেছিল। সেভাবে তাকাতে কোন মানুষ পারে না।

সেই স্বর্গলোকে হয়ত মানুষ অনেক কিছুই করতে পারে যেমন তার অধঃ-পতনের আগে আদম পারত। কিন্তু এই মর্ত্যলোকে মানুষ তার সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়চেতনাশক্তির দ্বারা সে সব কাজ পারে না। আমি অবশ্য সামান্য ক্ষণই বিরাট চুল্লীম ঝে গলন্ত লোহার মত সেই জ্বলন্ত সূর্যের পানে তাকিয়ে ছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল যেন দুটি সূর্য একই সঙ্গে কিরণ দান করছে। মনে হচ্ছিল আজকের দিন শেষ না হতেই আবার শুরু হবে আর এক দিন অর্থাৎ এ সূর্য অস্ত যাবে না কখনো।

বিয়াত্রিস কিন্তু তখনো সেই সৌরমণ্ডলের পানে তাকিয়েছিল তার অপলক চোখের স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। মাঝে মাঝে আমার পানে তাকিয়ে আমাকে যেন নীরবে সৌরমণ্ডলের পানে তাকাতে উৎসাহিত করছিল। এইভাবে নিকট স্বর্গলোক হতে জ্বলন্ত সূর্যের পানে তাকাবার এক অলৌকিক ক্ষমতা আমার মধ্যে নীরবে সঞ্চারিত করছিল বিয়াত্রিস। আমার মনে হচ্ছিল গ্লকাসের মত আমি এক সহসা দৈবক্ষমতা লাভ করেছি। বোতিয়ার এক মৎসজীবী

যেমন একদিন গ্রহরাজ শনির দ্বারা উপ্ত বীজ হতে জাত এক দৈব ওষধি ভক্ষণ করে জলদেবতায় রূপান্তরিত হয় আমিও তেমনি যেন মানুষ থেকে দেবতা অথবা দেবদূতে পরিণত হয়ে উঠেছি সহসা। একমাত্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া এই রূপান্তরের ঘটনা কেউ কখনো বিশ্বাস করবে না। এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা একমাত্র ঘটেছিল গ্লকাসের ক্ষেত্রে।

হে পরম প্রেমময় ঈশ্বর, আমি বুঝে উঠতে পারছি না, মানুষের দেহসৃষ্টির পর তার মধ্যে পরে যে নিত্য চৈতন্যময় যুক্তি ও নীতিজ্ঞান সমন্বিত বিশুদ্ধ আত্মা সঞ্চারিত করো, আমার সেই বিশুদ্ধ আত্মাই কি শুধু তোমার দ্বারা বিরাজিত স্বর্গলোকে এসে সালোক্য ও সামীপ্য মুক্তি লাভ করতে পেরেছে অথবা আমার দেহটিও তার সঙ্গে এসেছে? তুমি যে সৃষ্টিচক্রকে গতিশীল করে তুলেছ সেই চক্র হতে উত্থিত এক ঐকতান আমার কর্ণকুহরে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত অত্যুজ্জ্বল এক বিরাট আলোকমণ্ডল আমার সামনে প্রতিভাত হয়ে উঠল। সেই অনন্ত আলোকমণ্ডল যা কখনো বৃষ্টিপাতের দ্বারা ম্লান হয় না, তার কারণ বা উৎপত্তি সম্পর্কে আমার আগ্রহ বাড়িয়ে দিল বিশেষভাবে।

আমার মনের কথা সমস্ত অন্তরাত্মার কথা যার কাছে কিছুই অজ্ঞাত ছিল না সেই বিয়াত্রিস আমার মানসিক চঞ্চলতার কথা বুঝতে পেরে আমাকে বলল, কেন তুমি এক অলীক কল্পনার দ্বারা তোমার বুদ্ধিবৃত্তিকে অহেতুক বিব্রত করে তুলছ? তোমার যেকথাটা অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল সেকথাটা আজও কেন তুমি বুঝতে পারনি? তোমার বোঝা উচিত, তুমি এখন মর্ত্যভূমিতে নেই। অথচ তুমি তাই ভাবছ। তুমি এই লোকে এসে যে গতি লাভ করেছ সে গতি বিদ্যুতেরও নেই।

বিয়াত্রিসের হাস্যময় কথাগুলিতে আমার বিহ্বল ভাবটা কিছু কাটলেও সে বিহ্বলতা আবার বেড়ে গেল। আমি তখন বললাম, আমার পূর্বেকার সেই সংশয়ের ভাবটা অবশ্য আর নেই। কিন্তু কেমন করে আমি আলোকমণ্ডলে এসে পৌছলাম সে বিষয়ে নূতন এক সংশয়াত্মক প্রশ্ন জাগছে আমার মনে।

এক সকরুণ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে আমার দিকে ঘুরে আমার পানে এমনভাবে তাকাল বিয়াত্রিস ঠিক যেভাবে মাতা তার চঞ্চল শিশুর পানে তাকায়। তারপর সে বলল, এই বিশ্বজগতে ছোট বড় সব বস্তুই এক অমোঘ নিয়মের

অধীন। এই নিয়ম হলো ঈশ্বরের বিধান। ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবজগতের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ তারাই বুঝতে পারে তাদের জীবনের পরম এবং প্রধানতম লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে ঈশ্বর এবং প্রকৃতি জগতে ও জীবজগতে প্রচলিত যত কিছু বিধি বা নিয়ম ঈশ্বরের দ্বারাই পরিচালিত হয় এবং জীবকে ঈশ্বরের দিকে পরিচালিত করে। কিন্তু সব বস্তুর গতি একমুখী হয় না। প্রতিটি বস্তু আপন আপন প্রকৃতি ও স্বভাবধর্ম অনুসারে এক একটি স্বতন্ত্র গতিপথ রচনা করে নেয়। যেমন আগুনের গতি উধ্বর্মুখী, ভারী বস্তুর গতি নিম্নমুখী। নিম্নমুখী বস্তুরাজির মত যারা বর্বর ও যুক্তিজ্ঞানবিবর্জিত তারা অধোগতি। যাদের যুক্তিবোধ ও নীতিজ্ঞান আছে এবং যারা বিশ্বপ্রেমের দ্বারা অনুপ্রাণিত তাদের মন স্বভাবতই ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়। তারা স্বর্গলোকে গিয়ে সালোক্য ও সামীপ্য মুক্তি কামনা করে।

কিন্তু মানুষের যেহেতু স্বাধীন ইচ্ছা আছে, যেহেতু তার ইচ্ছামত কাজ করার ক্ষমতা আছে, তারা অনেক সময় স্বেচ্ছায় কুপথ বেছে নেয়। অনেক সময় দেখা যায় শিল্পী উপযুক্ত শিল্প-উপাদানের অভাবে তার উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে না। মাটি ভাল না হলে তা দিয়ে কোন শিল্পী পুতুল গড়তে পারে না। যে সব মানুষ স্বভাবতঃ অধোগতি, ঈশ্বরের বিধান তাদের মনকে উর্ধ্বে আকর্ষণ করতে পারে না। যেমন ধরো বিদ্যুতের স্থান মেঘের মাঝে হলেও বিদ্যুৎ মেঘলোক ত্যাগ করে ধূলিচুম্বনের এক মিথ্যা আশায় মর্ত্যভূমিতে নেমে আসে।

আশা করি, এবার তোমার স্বর্গলোকে আসার প্রকৃত কারণের কথা উপলব্ধি করতে পারবে এবং সে কারণ কোন সংশয়াত্মক বিস্ময় সৃষ্টি করতে পারবে না তোমার মনে। সুউচ্চ পার্বত্যদেশ ত্যাগ করে নদী যেমন সমুদ্র-প্রীতির বশে নিম্ন দিকে ছুটে চলে তুমিও তেমনি ঈশ্বরপ্রীতির বশে এই স্বর্গলোকে এসেছ ধরে নিতে পার। তোমার উধ্বর্গতি ও নদীর নিম্নগতির মধ্যে কোন বিস্ময়ের অবকাশ নেই।

বরং সমস্ত বাধা হতে মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তুমি যদি মর্ত্যভূমিতেই পড়ে থাকতে, নাস্তিকের মত তোমার গতি যদি নিয়ত অধোমুখী হত তাহলে সেটাই হত বিস্ময়ের কথা। যেমন কোন অগ্নিশিখা যদি উধ্বর্ায়িত না হয়ে স্থির ও স্তব্ধ থাকে এক জায়গায় তাহলে সেটা বিস্ময়ের কারণ হয়।

এই সব কথা বলে বিয়াত্রিস স্বর্গলোকের দিকে মুখ ঘোরাল।

# দ্বিতীয় সর্গ

## পাঠকদের প্রতি সতর্কবাণী ঃ বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব

### কাহিনীসংক্ষেপ

বিয়াত্রিস স্বর্গলোকের পানে তাকাতেই দান্তে তার পানে তাকালেন। এইভাবে তারা আকাশের অগ্নিমণ্ডল পার হয়ে স্বর্গলোকের প্রথম স্তরে প্রবেশ করল। সেই প্রথম স্তর হচ্ছে চন্দ্রলোক। দান্তে চন্দ্রলোকে উপনীত হয়েই বিয়াত্রিসকে জিজ্ঞাসা করলেন, পৃথিবী থেকে চাঁদের গায়ে যে সব দাগ দেখা যায় যে দাগগুলিকে কাঁটাগাছ বলে অভিহিত করে পৃথিবীর লোকেরা, সেগুলি বস্তুতঃ কি? দান্তের এই ধারণা মানতে পারে না বিয়াত্রিস। চাঁদের উপরিপৃষ্ঠের ঘনত্বের তারতম্য অনুসারে ঐ সব দাগ সৃষ্ট হয়নি। চন্দ্র হতে শুরু করে স্বর্গলোকের নয়টি স্তর জুড়ে সতত সঞ্চরমান দেবদূতদের শক্তির তারতম্যের জন্যই ঐ সব দাগগুলির সৃষ্টি হয়েছে। স্বর্গলোকের যে শীর্ষদেশে ঈশ্বর বিরাজ করেন চন্দ্র তার থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থিত থাকায় ঈশ্বরের মহিমাগত স্বর্ণ-সুযোগসমূহের সবচেয়ে কম অংশ পায়। ফলে তার বিভিন্ন অংশগুলি একে অন্য থেকে এত পৃথক। চন্দ্রের তুলনায় অন্যান্য গ্রহগুলি ঐশ্বরিক মহিমার আলো বেশী পরিমাণে পায়। সূর্য থেকে যে আলো চাঁদ পায় চাঁদের বিভিন্ন অংশ সে আলো একভাবে প্রতিফলিত করে তুলতে পারে না

আমার যে সব পাঠক শুধু গীতিময়তার রস উপভোগের জন্য আমার এই ভাসমান কাব্যতরীতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, এ কাব্যতরী গভীর সমুদ্রে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা কিন্তু কূলের সন্ধানে চলে যাবেন প্রাণহানির ভয়ে।

কাব্যকলার তরীটিকে নিয়ে যে মহাসমুদ্র আমি অতিক্রম করতে চলেছি সে মহাসমুদ্র আমার আগে কেউ সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করেননি।

অর্থাৎ এর আগে জিয়াকোমো দা ভেরোনা ও বনভেসিন দেল্লা রিভা স্বর্গ নিয়ে কাব্যরচনা করার প্রয়াস পান, কিন্তু দান্তের তুলনায় তাঁদের রচনা নগণ্য প্রকৃতির।

আমার সেই কাব্যতরীটিকে চালনা করছেন কাব্যকলার অধিষ্ঠাতা দেবতা

স্বয়ং এ্যাপোলো। মিনার্ভা দিচ্ছেন তাকে অনুকূল বাতাস। কাব্যকলার নয়জন অধিষ্ঠাত্রী দেবী মিউজ লক্ষ্যের পথে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন আমায়। দেবদত্ত জ্ঞানবিদ্যায় ভূষিত হয়েই আমি এই অনন্ত মহাসমুদ্র অতিক্রম করার কাজে প্রবৃত্ত হয়েছি। আমার আগে যে সব কবিরা দেবদূতদের কাছ থেকে খাদ্য নিয়ে মানুষদের দান করেছেন অর্থাৎ যাঁরা ধর্মতত্ত্ববিষয়ক কাব্য রচনা করতে গিয়ে আমারই মত মহাসমুদ্র অতিক্রম করার প্রয়াস পেয়েছেন তাঁরা আমার কাজ দেখে জেসনের সঙ্গীদের মতই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়বেন। একবার জেসন আর্গোনিটদের সঙ্গে কোলখিসের রাজার কাছ থেকে সোনার পশম আনতে গিয়েছিল। সেখানে গেলে কোলখিসের রাজা আয়েতেস জেসনকে লোহার শিং আর ব্রোঞ্জের পাওয়ালা দুটি বন্য বলদের সাহায্যে একটি জমি চাষ করতে বলেন। সোনার পশমের লোভে জেসন জমি চাষ করতে থাকলে তার দলের লোক তা দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যায়।

সকল মানুষেরই অন্তরের অন্তঃস্থলে একটি অক্ষয় বাসনা আছে। সে বাসনা হলো ঈশ্বরকে জানার বাসনা। মানুষের একমাত্র পরম আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হচ্ছেন ঈশ্বর। ঈশ্বরকে জানার আকাঙ্খা ধীরে ধীরে ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে না, সহসা তীব্রভাবে বেড়ে ওঠে মানুষের মনে। অকস্মাৎ ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠে।

বিয়াত্রিস স্বর্গের পানে এক দৃষ্টিতে যখন তাকিয়ে ছিল আমি তখন তার দিকে তাকালাম। তারপর সহসা দেখলাম আমরা তীরবেগে উর্ধ্বলোকে এক জায়গায় উঠে এসেছি। সেখানে একটি আশ্চর্যজনক দৃশ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করল আমার।

আমার মনে কোন গোপন বাসনা বা চিন্তাভাবনা উদয় হতে না হতেই বিয়াত্রিস তা জানতে পারত। আমার মনে তখন সেই দৃশ্য দেখার সঙ্গে সঙ্গে যে প্রশ্ন জেগেছিল তার কথা বুঝতে পেরে বিয়াত্রিস আমাকে বলল, যে ঈশ্বরের কৃপায় আমরা চন্দ্রলোকে পদার্পণ করেছি সেই ঈশ্বরের প্রতি এক অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতাবশতঃ মুখ তুলে তাকাও।

এক অমিত অক্ষয় সৌন্দর্যে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল বিয়াত্রিসকে। আমার মনে হলো সূর্যালোক দ্বারা উদ্ভাসিত হীরকের মত উজ্জ্বল এক ঘন অথচ মসৃণোজ্জ্বল এক মেঘরাশির দ্বারা আমরা পরিবৃত হয়ে পড়েছি সেই চন্দ্রলোকের উপরিপৃষ্ঠে।

আমি সেই স্বর্গলোকে সশরীরে এসেছি কিনা বুঝতে পারছি না। জলের

উপর সূর্যকিরণ পতিত হলেও সূর্যকিরণ ও জল যেমন দুটি স্বতন্ত্র বস্তুই থাকে তেমনি চন্দ্রলোকে পদার্পণ করার পরেও চন্দ্র আর আমি দুটি স্বতন্ত্র বস্তুই রয়ে গেলাম। কিন্তু একই স্থানের আয়তনের মধ্যে চন্দ্র আর আমি কিভাবে ছিলাম তা আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না। একমাত্র যে ঈশ্বরের মধ্যে দৈব ও মানবিক শক্তি এক হয়ে সংমিশ্রিত হয়ে আছে সেই ঈশ্বরই এর রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারবেন। সেই ঈশ্বরকে জানার জন্য আমার আগ্রহ আরো বেড়ে গেল। যে ধর্মবিশ্বাস পৃথিবীতে মানুষ বহু সাধনার দ্বারা জীবনে রূপায়িত করে চলে সে ধর্মবিশ্বাস স্বর্গলোকে সহজেই সচরাচর প্রত্যক্ষ করতে পারে সকলে। সারা জগৎ ও জীবনের যে পরম সত্যকে মানুষ লাভ করতে চায় সে সত্য সতত স্বপ্রকাশ এই স্বর্গলোকে।

আমি বিয়াত্রিসকে বললাম, হে নারী, আমি আমার সমস্ত অন্তরের নিবিড়তাসহ সেই পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি যিনি আমাকে মরণশীল মানবজগৎ থেকে এই স্বর্গলোকে উঠিয়ে এনেছেন। কিন্তু একটা কথা বল, এই চন্দ্রলোকের উপরিপৃষ্ঠে কালো কালো দাগগুলো কিসের? এ সম্বন্ধে কত কাহিনী প্রচলিত আছে যুগ যুগ ধরে।

বিয়াত্রিস কিছুটা হেসে বলল, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের দ্বারা চেষ্টা করেও মানুষ অনেক সময় অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারে না। তাই তারা মিথ্যা অনুমানের আশ্রয় নিয়ে থাকে। তবু কিন্তু আমাকে বিস্ময়াত্মক কোন প্রশ্নের তীর দিয়ে আক্রমণ করা তোমার উচিত নয়। কারণ তোমার বোঝা উচিত আজ তুমি যে ঊর্ধ্বলোকে উঠে এসেছ সেখানে কোন যুক্তির পাখা নিয়ে যেতে পারে না কোন মানুষের মন। এখন বল, তুমি এ বিষয়ে কি ভাবছ?

আমি তাকে বললাম, আমার মনে হয় চন্দ্রের উপরিপৃষ্ঠের ঘনত্বের তারতম্য অনুসারে এই সব দাগ সৃষ্ট হয়েছে।

বিয়াত্রিস বলল, সত্যি কথা বলতে কি, তোমার চিন্তা ভ্রান্ত। যদি তুমি আমার কথা শোন তাহলে যুক্তি দিয়ে তোমার মনকে খণ্ডন করব।

নক্ষত্রলোক হতে যে আলো বিচ্ছুরিত হয় সেই আলোর গুণগত তারতম্য অনুসারে চন্দ্রলোকের উপরিপৃষ্ঠে ভূপ্রকৃতিগত এই প্রভেদ। তুমি হয়ত জান বস্তুতঃ পরিমাণগত কারণেই তার গুণগত তারতম্য ঘটে। কিন্তু তোমার সে ধারণা ভ্রান্ত। আসলে প্রতিটি বস্তুর দুটি করে ধর্ম আছে—একটি সাধারণ ধর্ম

আর একটি হলো বিশেষ ধর্ম। এই সাধারণ ধর্ম হলো তার আকার, আয়তন, বর্গ প্রভৃতি যা সকল বস্তুরই আছে। কিন্তু এ ছাড়া তার এক বিশেষ ধর্ম বা গুণ আছে যা অন্য কোন বস্তুর নেই। গ্রহনক্ষত্রের আলোর প্রভাবের দ্বারাই বস্তুর এই বিশেষ ধর্ম বা গুণ নিয়ন্ত্রিত হয়। গ্রহনক্ষত্রের আলোর তারতম্যের দ্বারা বস্তুর প্রাথমিক গুণ অর্থাৎ আকার আয়তন ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত হয় না। তাছাড়া দেখবে চন্দ্রলোকের উপরিপৃষ্ঠের ঘনত্ব অনুসারে পাতলা মোটা যে সব স্তর আছে তাতে সূর্য বা নক্ষত্রের আলোর প্রতিফলন ঠিকই পড়ে। তোমার সামনে পর পর যদি তিনটি আয়না থাকে আর তোমার সামনে একটি আলো থাকে তাহলে দেখবে তোমার কাছ থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থিত ও সবচেয়ে ছোট আয়নাটিতেও আলো সমানভাবে প্রতিফলিত হয়। দেখবে তিনটি আয়নাতেই আলোটি সমানভাবে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

তপ্ত সূর্যকিরণের প্রভাবে তুষার যেমন বিগলিত হয়ে যায়, যেমন সে তার শুভ্রতা ও শীতলতা সব হারিয়ে ফেলে ধীরে ধীরে, তেমনি উর্ধ্বলোকের এই অলৌকিক আলোকমণ্ডলে উত্তীর্ণ হয়ে তুমিও তোমার স্বাভাবিক জ্ঞানবুদ্ধি সব হারিয়ে ফেলেছ। এবার আমি নক্ষত্রের কম্পমান আলোর মত জীবন্ত এক আলোক রশ্মির সন্ধান দেব তোমায়।

সূর্যালোকের যে নির্জন শীর্ষদেশে ঈশ্বর স্বয়ং বিরাজ করেন তার মধ্যে একটি অলৌকিক দৈবচক্র আছে যে চক্রের বিধানে জাগতিক ও মহাজাগতিক সকল বস্তুর মধ্যে গতি ও প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হয়। তারপর সেই শীর্ষদেশের নিম্ন স্তরে যে নক্ষত্রলোক আছে সেই নক্ষত্রলোক হতে বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মির প্রভাবেই প্রতিটি বস্তু তার বিশেষ ধর্ম ও গুণগত সত্তা লাভ করে। এই স্বর্গলোকের মাঝে যে সব বিভিন্ন স্তর দেখছ তাদের প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ক্রিয়া আছে এবং তাদের সেই সব ক্রিয়ার প্রভাবেই জাগতিক সকল বস্তু ও ব্যক্তির জীবনের গতি প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়।

আমি তোমাকে যা বললাম তা ভাল করে ভেবে দেখ এবং এইভাবে আসল সত্যকে বোঝার চেষ্টা করো। কোন ভাস্কর যেমন তার হাতুড়ী ও ছেনির ঘায়ে তার শিল্পবস্তুকে গড়ে তোলে তেমনি পরম স্রষ্টা ঈশ্বর এই মহা বিশ্বজগতের সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন। দ্যুলোক ভূলোক ও স্বর্গ মর্ত্য জুড়ে যেখানে যত আলো দেখ সে আলোর একমাত্র উৎস হচ্ছে ঈশ্বরের চৈতন্য।

তোমার আত্মা যেমন তোমার দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে শক্তি সঞ্চার করে তাকে সচল করে তোলে তেমনি বিভিন্ন গ্রহনক্ষত্রের আলোর মাধ্যমে ঈশ্বর বিভিন্ন বস্তুকে তার গুণগত প্রাণবস্তু দান করেন এবং তাকে পরিচালিত করে থাকেন। গ্রহনক্ষত্রের বিভিন্নতা, ও দেবদূতদের বিচার বুদ্ধির তারতম্য অনুসারেই বিভিন্ন বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে গুণগত প্রভেদ দেখা যায়। মনে রাখবে প্রকৃতি জগতে যে আলো দেখ তা এখান হতেই উৎসারিত হয়। মানুষের মুখে যে হাসির আলো দেখতে পাও সে আলোর উৎসও এই স্বর্গস্থ নক্ষত্রলোক। সুতরাং দেখবে বিভিন্ন আলোর তারতম্যই বস্তুর গুণগত সত্তাকে গড়ে তোলে।

# তৃতীয় সর্গ

## চন্দ্রলোক : আত্মাদের আগমন

### কাহিনীসংক্ষেপ

চন্দ্রলোকের সেই ঝাপসা রহস্যাবৃত আলোয় কয়েকটি সাদা মুখ অস্পষ্ট ভাবে দেখতে পেলেন দান্তে। সে মুখগুলি হলো সেই সব মৃত মানুষের আত্মা যারা জীবনে কোন শপথ বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলতে পারত না। দান্তে পিকার্দা দ্য দোনাতির সঙ্গে কথা বললেন। পিকার্দা বলল, সে ও তার সঙ্গের অন্যান্য আত্মারা এখন পরম স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করছে। এখন তারা সবাই তৃপ্ত। কারণ ঈশ্বরের শুভেচ্ছাই তাদের সকল সুখ শান্তির মূল। পিকার্দা তার সন্ন্যাসিনী জীবনের সব কাহিনী ব্যক্ত করল। কিভাবে সে তার সন্ন্যাসিনী জীবন ত্যাগ করে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করতে বাধ্য হয় তার কথাও বলল। সেই সঙ্গে বলল সিসিলির দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের মাতা সম্রাজ্ঞী কনস্ট্যান্সের কাহিনী। সম্রাজ্ঞী কনস্ট্যান্সও তার মত ধর্মজীবন ছেড়ে সংসার জীবনে প্রবেশ করতে বাধ্য হন। 'আভে মেরিয়া' এই প্রার্থনা গানটি গাওয়ার পর দান্তের দৃষ্টিপথ হতে অদৃশ্য হয়ে গেল পিকার্দা। মুখ ঘুরিয়ে বিয়াত্রিসের দিকে আর একবার তাকালেন দান্তে। বিয়াত্রিসের অঙ্গজ্যোতি মুহূর্তের জন্য অস্বাভাবিক রকমের বেড়ে যেতে দান্তের দৃষ্টিশক্তি বিভ্রান্ত হয়ে

পড়ল। ইচ্ছা থাকলেও বিয়াত্রিসকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারলেন না দান্তে।

বিয়াত্রিসের যে সুন্দর মুখের উজ্জলতা প্রেমানুভূতি জাগায় আমার মনে সেই উজ্জলতাই সংশয়াচ্ছন্ন বাদ প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে অবশেষে আমার সামনে প্রতিভাত করে তোলে পরম সত্যের এক অনাবৃত মুখ।

সেই পরম সত্যের কথা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারলাম আমি। আমার সে উপলব্ধির কথা অকপটে ব্যক্ত করতে চাইলাম আমি। আমার সেই অকপট স্বীকৃতির কথা জানাবার জন্য আমি মুখ তুলে তাকালাম।

কোন স্বচ্ছ ও মার্জিত কাচ অথবা নির্মল জলের উপর যেমন যে কোন বস্তুর প্রতিফলন স্পষ্ট দেখা যায় এবং তার মাঝে আবার নিজেদের মুখও প্রতিফলিত হয়ে ওঠে, তেমনি চন্দ্রলোকের নিজস্ব আলোর স্বচ্ছতায় প্র তফলিত দেখলাম কয়েকটি মুখ। তারা আমার সঙ্গে কথা বলার আগ্রহ প্রকাশ করছিল। কিন্তু তাদের দেখে আমার নার্সিসাসের মত ভুল হলো। নার্সিসাস একবার এক পুকুরের স্বচ্ছ জলে নিজের মুখ প্রতিফলিত দেখে অন্য এক লোকের মুখ ভেবে তাকে ভালবেসে ফেলে। আমি কিন্তু ভুলটা করলাম উল্টো দিক থেকে। অর্থাৎ চন্দ্রলোকের উপরিপৃষ্ঠে প্রতিফলিত কয়েকটি ছায়ামূর্তির মুখ দেখে আমি সেগুলিকে শুধু কয়েকটি মিথ্যা প্রতিফলন ভাবলাম। তারপব সে প্রতিফলনগুলি কাদের তা দেখার জন্য পিছন ফিরে তাকালাম।

কিন্তু চেষ্টা করেও আমি কিছুই দেখতে পেলাম না। তখন আমি আবার আমার পথপ্রদর্শিকা জ্ঞানদাত্রী বিয়াত্রিসের উজ্জল মুখখানির পানে তাকালাম। তার চোখে যেন বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছিল।

হাসিতে আরো উজ্জল হয়ে উঠল বিয়াত্রিসের উজ্জল মুখখানি। সে আমার পানে তাকিয়ে বলল, শিশুর কাণ্ড দেখে মানুষ যেমন হাসে তেমনি আমি যদি তোমার কাণ্ড দেখে হাসি তাহলে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না। তোমার ধারণা ও চিন্তা ভাবনা শিশুর মতই ভ্রান্ত। সে ধারণা অহেতুক ভয়ে সত্যের কঠিন জমির উপর পা রেখে দাঁড়াতে পারছে না। তার বদলে অলীক শূন্যে তা আঁকপাক করছে। তুমি যাদের মুখ প্রতিফলিত দেখছ তারা অলীক মিথ্যা নয়, তারা সত্যিকারের মানুষের মুখ। তারা তাদের জীবদ্দশায় কোন শপথ করে বা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা রাখতে পারত না, অনাদরে তা প্রায়ই ভঙ্গ করত। তাদের সঙ্গে কথা বলতে পার। তাদের কথা শুনতেও পার। যে

সত্য জীবনে তারা পদদলিত করে যেন আজ তারা সেই সত্যের আলোর উপর পা গুলিকে আবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

বিয়াত্রিসের কথা শুনে আমি তাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য এগিয়ে গেলাম। যে ছায়ামূর্তিটি আমার দিকে ঝুঁকে আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য বেশী আগ্রহ প্রকাশ করছিল আমি তার সঙ্গে প্রথমে কথা বলতে চাইলাম। তাকে সম্বোধন করে বললাম, অনন্ত আলোয় সমৃদ্ধ হে চিরসুখী আত্মা, তুমি এমন এক উর্ধ্বলোকে উঠে এসেছ যে লোক মরণশীল মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির অতীত। যদি তুমি তোমার নাম বল আর তোমার জীবনের সম্যক পরিচয় দান করো তাহলে বড়ই বাধিত হব আমি। সেই সঙ্গে এই চন্দ্রলোকে যে সব আত্মা বা ছায়ামূর্তিরা বাস করে তাদের অবস্থার কথাও বল।

চোখটা ঘুরিয়ে আমার কথার উত্তরে সেই ছায়ামূর্তিটি বলল, এ এক অদ্ভুত প্রেমের রাজ্য। স্বর্গলোকের প্রথম স্তর এই চন্দ্রলোকের সর্বত্র জুড়ে চলেছে এক অফুরন্ত অমর প্রেমের রাজত্ব। সে প্রেম হলো ঈশ্বরপ্রেমেরই সমতুল। ঈশ্বর চান তিনি যেমন মানুষের আকুল প্রার্থনায় সাড়া দেন, তিনি যেমন সকল জীবকে নির্বিচারে ভালবাসেন তেমনি আমরাও এখানে সকলে সকলকে ভালবাসি।

পৃথিবীতে আমার নাম ছিল পিকার্দা। আমি জীবনে যত সুন্দরী ছিলাম এখন আমার দেহসৌন্দর্য তার থেকে অনেক বেড়ে গেছে। তুমি হয়ত এখন তা দেখতে পাচ্ছ। তুমি যদি তোমার স্মৃতির পাতা খুঁজে দেখ তাহলে আমার নামটা তোমার মনে পড়তেও পারে। আমি আমার মৃত্যুর পর অন্যান্য আত্মাদের সঙ্গে এই চন্দ্রলোকে এসে উপস্থিত হই। এই চন্দ্র হচ্ছে এমনই এক উপগ্রহ যা পৃথিবীকে কেন্দ্র করে খুব শ্লথ গতিতে ঘোরে।

এই চন্দ্রলোকে দেবদূতেরা যে পরম আনন্দে বাস করে, সেই পরম আনন্দ দেখেই আমাদের মনে প্রবল হয়ে ওঠে ঈশ্বরপ্রীতি। ঈশ্বর যাতে সবচেয়ে প্রীত হন এখন আমরা সকলে তাই চাই।

কিন্তু আমরা এখন এ লোকের নিম্নতন স্তরে অবস্থান করছি, কারণ জীবনে আমরা অনেক প্রদত্ত শপথ ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে অপরাধ করেছিলাম। সেই পাপের শাস্তির জন্যই আজ আমাদের এই অবস্থা।

আমি তখন পিকার্দাকে বললাম, আমার স্মৃতিপটে তোমার জীবিত অবস্থার যে ছবি ভেসে উঠছে সে ছবির সঙ্গে তোমার আজকের এ ছবি মিলছে

না। তুমি আশ্চর্যভাবে বদলে গেছ। এক দৈব মহিমায় মণ্ডিত হয়ে উঠেছে তোমার দেহাবয়ব। তোমার পরিচয় জেনে তোমার সব কথা আরো স্পষ্ট করে মনে পড়ছে। কিন্তু একটা কথা তোমায় বলতে হবে। আমায় বলতে হবে কেন তোমরা এই স্তর ছেড়ে উপরে উঠতে চাইছ না। তোমরা স্বর্গলোকের এই স্তরে যে পরম সুখের আস্বাদ পেয়েছ, শুধু সেই সুখের মধ্যেই কেন তোমরা সীমাবদ্ধ থাকতে চাইছ? কেন তোমরা উর্ধ্বতন স্তরগুলি একে একে অতিক্রম করে ঈশ্বরের সামীপ্য লাভ করতে চাইছ না? কেন তোমরা গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি ও অধিকতর ঈশ্বরের ভালবাসা লাভ করতে চাইছ না?

পিকার্দা একটু হাসল আমার কথা শুনে। তার চোখে মুখে এমন এক আনন্দের ঢেউ খেলে গেল যা দেখে মনে হলো প্রথম প্রেমের আগুনে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে তাঁর সমস্ত অন্তরাত্মা।

পিকার্দা আমাকে বলল, ভাই, আমাদের অকৃত্রিম ঈশ্বরপ্রীতিই আমাদের এমন সন্তুষ্টচিত্ত করে তুলেছে। ঈশ্বরের ইচ্ছাই এখন আমাদের ইচ্ছা। যেহেতু আমরা এখানে এখন ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুসারে অবস্থান করছি, আমরা যদি আজ আরো উর্ধ্বতন স্তরে ওঠার জন্য ব্যগ্রভাবে কামনা করতাম তাহলে ঈশ্বরের ইচ্ছা বা অভিপ্রায়ের পরিপন্থী হয়ে উঠত আমাদের সে কামনা। কারণ স্বয়ং ঈশ্বরই আমাদের জন্য স্বর্গলোকের এই স্তর নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

এই চন্দ্রলোকে যত আত্মা বা ছায়ামূর্তি দেখছ কারো মধ্যে কোন অসন্তোষ বা বিক্ষোভ নেই। এখানে প্রতিটি আত্মাই এক অকৃত্রিম ঈশ্বরপ্রীতির দ্বারা সতত স্পন্দিত। আমাদের এই ঈশ্বরপ্রীতির নিবিড়তার মধ্যেই আমাদের প্রেমের গতি প্রকৃতি বুঝতে পারবে, আমার প্রধানতম কর্তব্য হলো ঐশ্বরিক ইচ্ছার ব্যাস বা পরিসীমার মধ্যে মনকে সীমাবদ্ধ রেখে তার সঙ্গে সর্বতোভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে চলা। সুতরাং ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের অন্তরের সমস্ত কামনা বাসনা এক আশ্চর্য সংগতি রেখে তাল মিলিয়ে চলছে। ঈশ্বরের ইচ্ছাই আমাদের সকল সুখ শান্তির মূল উৎস।

ঈশ্বর হতেই সকল বস্তুর সৃষ্টি হয় এবং ঈশ্বররূপ মহাসমুদ্রেই সকল বস্তু আপন আপন কর্মশেষে চিরদিনের মত মিলিত হয়। ঈশ্বরই হচ্ছেন সকল জীবের শেষ ও অপরিহার্য পরিণতি।

এইভাবে সেই চন্দ্রলোকে সর্বত্র এক স্বর্গীয় সুষমাকে পরিব্যাপ্ত দেখলাম। তবে সেই সুষমার আলো সকল অঞ্চলে সমান পরিমাণে পতিত হয় না। যাই

হোক, মানুষ যেমন সাধারণতঃ কোন ভাল খাদ্যবস্তুর আস্বাদ উপভোগ করে আরো ভালর কামনা করে তেমনি পিকার্দার কাছে কিছু কথা শোনার পর আরো কিছু শুনতে চাইলাম। আমি তাকে ঘটনার সূত্রগুলিকে পুনরায় খুলে যেতে অনুরোধ করলাম। সে কার কাছে শপথ ভঙ্গ করে জীবনে সেকথা ব্যক্ত করতে বললাম।

পিকার্দা বলল, উন্নত গুণরাজি ও পরিপূর্ণ প্রেমে ভূষিত এক স্বর্গগত মহিলা আছেন। তাঁর নাম সেণ্ট ক্লেয়ার। তোমাদের মর্ত্যলোকে অসংখ্য কুমারী আজও সেণ্ট ক্লেয়ারের আদর্শের অনুসরণে পবিত্র কৌমার্যব্রত পালন করে চলে। ঈশ্বরই তাদের স্বামী। ঈশ্বরকে স্বামী ভেবে সারাজীবন তাঁর প্রতি এক অক্ষয় অবিচ্ছেদ্য ভালবাসার শপথে আবদ্ধ হয়ে থাকে।

আমিও একদিন সেই সেণ্ট ক্লেয়ারের আদর্শেই পবিত্র কৌমার্যব্রত পালন করে চলে থাকি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের বিধিনিষেধ ও নিয়মকানুন মেনে চলি। কিন্তু আমার ভাই কর্সো দোনাতির মত সুযোগসন্ধানী ও উচ্চাভিলাষী লোকেরা আমাকে সেই কৌমার্যের পবিত্র জগৎ হতে টেনে নিয়ে আসে নির্মমভাবে। এইভাবে এক অসৎ উপায়ে তার উচ্চাভিলাষ পূরণের অভিপ্রায়েই সে রোজেলিনোর সঙ্গে জোর করে আমার বিবাহ দেয়। সেকথা দেশের অনেকেই জানে।

আমার ডান দিকে রয়েছে আর এক নারীমূর্তি। তিনিও একদিন ছিলেন মঠবাসিনী কুমারী। তাঁকেও একদিন তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ষষ্ঠ হেনরির সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়। বিবাহের সময় তাঁর বয়স ছিল বত্রিস এবং বিবাহের নয় বৎসর পর তাঁর এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাঁর নাম কনস্ট্যান্স। তাঁকে জোর করে সংসারজীবনে প্রবেশ করতে বাধ্য করলেও তিনি সারাজীবন অমূল্য সতীত্বের ভূষণে ভূষিত হয়ে এক পবিত্র নারীজীবন যাপন করেন। তাঁর পুত্র দ্বিতীয় ফ্রেডারিকই শেষ সৎ সম্রাট। ফ্রেডারিক বার্বরোসার পুত্র ষষ্ঠ হেনরির সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়, এবং তাঁর পুত্র সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক মানুষ হিসাবে সৎ ছিলেন।

এই কথা বলে 'আভা মেরিয়া' এই প্রাচীন গানটি গাইতে লাগল পিকার্দা। তারপর যেমন কোন মাছ দেখা দিয়েই গভীর জলে ঢুকে যায় তেমনি সে অদৃশ্য হয়ে গেল সহসা। আমি যতক্ষণ সম্ভব তার পথপানে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু তাকে আর দেখতে পেলাম না।

তখন আমি বিয়াত্রিসের দিকে আবার ঘুরে দাঁড়ালাম। কিন্তু তার মুখপানে তাকাতেই তার চোখের অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা আমার চোখ সহ্য করতে পারল না। তার অনিন্দ্যসুন্দর অঙ্গের দিব্য জ্যোতি দেখে আমি এমনই অভিভূত হয়ে পড়লাম যে তাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না।

# চতুর্থ সর্গ

## চন্দ্রলোক : দান্তের দুটি সংশয়াত্মক প্রশ্ন

### কাহিনীসংক্ষেপ

পিকার্দার কথায় দুটি প্রশ্ন জাগল দান্তের মনে। পিকার্দা আর কনস্ট্যান্সকে যদি তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কৌমার্যব্রত ত্যাগ ও শপথ ভঙ্গ করতে বাধ্য করা হয় তাহলে কেন তারা তাদের প্রাপ্য ঐশ্বরিক আশীর্বাদ হতে বঞ্চিত হবে? দান্তের দ্বিতীয় প্রশ্নটি হলো, পিকার্দাদের জন্য যদি এই চন্দ্রলোক নির্দিষ্ট হয় কেন তবে প্লেটো বলেছেন মৃত্যুর পর মৃত মানুষের আত্মারা নক্ষত্রলোকে চলে যায়? তার উত্তরে বিয়াত্রিস ব্যাখ্যা করে বলল, যে সব মানবাত্মা সকল পাপ হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত একমাত্র তারাই ঈশ্বরের সমীপে স্বর্গলোকের শীর্ষদেশে বাস করে এবং স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত এক অক্ষয় জীবন যাপন করে। তারা সংখ্যায় অনেক হলেও একই জীবনের আস্বাদ ভোগ করে চলে সকলে। চন্দ্রলোকে আজ যারা আছে সেই সব আত্মারাও পাপমুক্ত না হলে এখানে আসতে পারত না। তবে তারা এখনো উপযুক্ত আধ্যাত্মিক সমুন্নতি লাভ করতে পারেনি বলেই এই স্তরে এখনো রয়েছে। এর পর বিয়াত্রিস বুঝিয়ে বলল, মানুষ জীবনে যে সব কাজ করে তারা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর। মানুষ কিছু কাজ স্বেচ্ছায় করে আর কিছু কাজ বাধ্য হয়ে করে। তবে মানুষ অনেক সময় বৃহত্তর বা কঠোর-তর কোন শক্তির চাপে পড়ে সে চাপ যদি কোনভাবে মেনে নেয়, তাহলে তার ন্যূনতম সম্মতিও সেই অন্যায়মূলক শক্তির সঙ্গে আপোষের পরিচায়ক হিসাবে পরিগণিত হবে। বিয়াত্রিসের এই ব্যাখ্যায় ঈশ্বরের ন্যায়বিচার সম্পর্কে দান্তের মনে যে প্রশ্ন ছিল তা দূরীভূত হয়ে গেল।

এর পর আর একটি প্রশ্ন জাগল দান্তের মনে। মানুষ যদি শেষ পর্যন্ত কোন শপথ রক্ষা করে চলতে না পারে তাহলে সৎ কর্মের দ্বারা কি সেই শপথভঙ্গের অপরাধ স্খালন করা চলে? দান্তের এ প্রশ্নের উত্তর বিয়াত্রিস পঞ্চম স্বর্গে দান করে।

সমান উপাদেয় খাদ্যে পরিপূর্ণ দুটি পাত্রের মাঝখানে যেমন কোন ক্ষুধার্ত মানুষ নিষ্ক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে দ্বিধাবিভক্ত চিত্তে, যেমন কোন শিকারী কুকুর লোভনীয় মাংসসম্ভারে সমৃদ্ধ দুটি হরিণীর মাঝখানে বিমূঢ় হয়ে ভাবতে থাকে; যেমন দুটি মেষশাবক দুধারে দুটি নেকড়ের মাঝে হতবুদ্ধি হয়ে মুহূর্ত গণনা করে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় তেমনি দুটি সংশয়াত্মক প্রশ্নের আঘাতে বিহ্বল ও হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি।

কিন্তু মুখে আমি কোন কথা না বললেও আমার সে প্রশ্নের ব্যাকুলতা স্পষ্ট ফুটে উঠল আমার চোখে। ন্যায়বিচারের মূর্ত প্রতীক বিচারপতি ড্যানিয়েল যেমন একদিন বেবিলনের রাজা নেবুচাদনীজারের স্বপ্ন ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন তিনি বেবিলনের সমস্ত সাধু ব্যক্তিদের প্রতি ভয়ঙ্কর ক্রোধবশতঃ তাদের মৃত্যুদণ্ড দান করতে চান। তেমনি আমার মুখ দেখে আমার মনের অব্যক্ত প্রশ্নের কথা বুঝতে পেরে বিয়াত্রিস বলল, আমি ভালভাবেই বুঝতে পারছি দুটি প্রশ্নের আঘাতের দ্বারা তোমার অন্তর ক্ষত বিক্ষত হলেও তুমি তা প্রকাশ করতে পারছ না। তোমার প্রশ্ন হলো এই যে, যদি ন্যায়বিচার বলে কোন জিনিস থাকে তাহলে অন্য কোন লোকে জোর করে আমাকে কোন অন্যায় কাজ করতে বাধ্য করলে কেন আমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে তার জন্য? তোমার আর একটি প্রশ্ন হলো এই যে এই সব মৃত মানবাত্মাগুলি প্লেটোর মতানুসারে কেন নক্ষত্রলোকে যাচ্ছে না? এই দুটি প্রশ্নই সমানভাবে চাপ সৃষ্টি করছে তোমার মনের উপর। আমি সরাসরি, এ প্রশ্ন দুটির উত্তর দান করব।

জেনে রাখবে, সেরাফিন দলভুক্ত কোন মৌন সাধক বা সর্বশ্রেষ্ঠ ভবিষ্যদ্বক্তা মোজেস বা সেণ্ট জন, এমন কি জগন্মাতা মেরী সকলকেই প্রথমে স্বর্গলোকের এই স্তরে একবার আসতে হয়। এই স্বর্গলোকের সকল স্তরগুলিতে একই ঐশ্বরিক বিধান প্রচলিত আছে। ঐশ্বরিক আশীর্বাদ ও স্বর্গীয় মাহমার দিব্য আলো সমানভাবে ঝরে পড়ে। কিন্তু বিচিত্র মানবাত্মা আপন আপন আধ্যাত্মিক সমুন্নতি অনুসারেই সে আলোর আস্বাদ গ্রহণ করতে পারে।

এখানে যে সব আত্মা তুমি দেখেছ কিছু আগে তারাও সেই একই অনন্ত অমৃতময় জীবনের অধিকারী। একই স্বর্গীয় সুষমায় অভিস্নাত তারা। তারা চিরকাল এই লোকেই থাকবে না, তারাও একদিন শীর্ষদেশে ঈশ্বরসমীপে যেতে পারবে।

আশা করি তুমি আমার কথা বুঝতে পারবে এবার। সাধারণতঃ তোমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানবুদ্ধির আলোকেই সব কিছু জানতে অভ্যস্ত। যত সব শাস্ত্র ঈশ্বরের হাত পা প্রভৃতি বহিরঙ্গ বিচারেই ব্যস্ত সব সময়। সুতরাং শাস্ত্র কথার সাহায্যে কখনো ঈশ্বরের বা স্বর্গলোকের প্রকৃত মহিমা বোঝা যায় না।

ধর্মশাস্ত্রের মত চার্চ প্রভৃতি ধর্ম প্রতিষ্ঠান অথবা মাইকেল, গ্যাব্রিয়েল আর্কেঞ্জাল, রাফায়েল প্রভৃতি সাধু সন্ত ও দেবদূতেরাও ঈশ্বরের বা স্বর্গলোকের প্রকৃত স্বরূপ ও মহিমার কথা ব্যক্ত করতে পারে না। যে রাফায়েল লোবিয়াসের পিতা লোবিতের অন্ধত্ব দূর করে তাকে দৃষ্টিদান করেন তিনিও না। যে দার্শনিক প্লেটো তিমেউসের সংলাপের মাধ্যমে আত্মা সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন তিনিও তোমার দেখা আত্মার এই প্রকৃত অবস্থার কথা ধরতে পারেননি। প্লেটো বলেছেন, মানুষের নির্বিশেষ নিরাকার আত্মা নক্ষত্রলোকে বিরাজ করে। সেই নক্ষত্রলোক হতে মর্ত্যে নেমে এসে এক একটি আত্মা এক একটি দেহ ধারণ করে এবং মৃত্যুর পর আবার সেই নক্ষত্রলোকেই ফিরে যায়।

কিন্তু প্লেটো যখন বলেন মানুষের সারাজীবন মঙ্গল, বুধ প্রভৃতি গ্রহ নক্ষত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় তখন তাঁর কথা সম্পূর্ণ মানতে পারা যায় না। কারণ মানুষের পার্থিব দেহ নিয়ত আপন আপন কক্ষপথে আবর্তিত গ্রহ নক্ষত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও মানুষের মন ও তার ইচ্ছা স্বাধীন এবং মানুষ বেশীর ভাগ কাজ তার স্বাধীন ইচ্ছার বশেই করে চলে।

তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের সাহায্য সম্পর্কে। মানুষ মাঝে মাঝে ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই ঐশ্বরিক ন্যায়বিচারের মধ্যে অন্যায় দেখে; নাস্তিকতাগত কোন অপরাধ তার এ ভুলের জন্য দায়ী নয়।

যাই হোক, যেহেতু তোমার বুদ্ধির পরিসর খুব একটা স্বল্প নয়, তুমি আমার কথার অর্থ উপলব্ধি করতে পারবে। আমি তাই যথার্থ সত্য উদ্ঘাটিত করে তোমার মনের সংশয় দূর করব। তোমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, কোন মানুষ বলপূর্বক অন্য কোন মানুষকে কোন অন্যায় করতে যদি বাধ্য করে

তাহলে সে কেন শাস্তি ভোগ করবে? তাহলে এই সব শপথভঙ্গকারীরাই বা কেন ঈশ্বর সমীপে যেতে পারছে না?

তার উত্তরে আমি শুধু বলব, কোন মানুষ যদি কোন কাজ করতে একান্ত ভাবে ইচ্ছা না করে তাহলে কোন শক্তিই তাকে সে কাজ করাতে পারে না। আগুন যদি জ্বলতে চায় তাহলে শত ঝড় ঝঞ্ঝাও তাকে নেবাতে পারে না। কিন্তু যদি আমরা কোন শক্তির চাপে পড়ে তাকে বাধ্য হয়ে কিঞ্চিৎ সমর্থন করি তাহলে প্রকারান্তরে সে সমর্থন সে শক্তির সঙ্গে সন্ধির সমতুল হয়ে ওঠে এবং সেইটাই হয়ে ওঠে পাপের কারণ। যে সব শপথভঙ্গকারী আত্মাদের একটু আগে এখানে দেখলে তারা পাপমুক্ত হবার জন্য কোন চেষ্টা করেনি। ঘটনার চাপ তারা যতই পাক তাদের উপযুক্ত ইচ্ছাশক্তি ছিল না সে চাপকে কাটিয়ে ওঠার জন্য।

মানুষের ইচ্ছাশক্তি যদি দুর্নীতিমুক্ত হয় তাহলে কোন চাপের কাছেই তা নতি স্বীকার করে না কখনো। রোমের এক চার্চের অধ্যক্ষ সেণ্ট লরেন্স চার্চের সমস্ত ধনসম্পদ এক গুপ্ত স্থানে লুকিয়ে রাখেন। এর জন্য লরেন্সকে একটি লোহার সঙ্গে গেথে দেওয়া হয় এবং কোথায় সে গুপ্তধন আছে তা বলতে বলা হয়। কিন্তু ভয়ঙ্কর দেহযন্ত্রণা সত্ত্বেও তিনি তা বলেননি। একবার কায়াস মুসিয়াসকে আগুনে দগ্ধ করার আদেশ দেন পর্সেনা। কিন্তু মুসিয়াস তাতে ভীত না হয়ে ডান হাতটা পর্সেনার সামনে আগুনে ঢুকিয়ে দেয়। মুসিয়াসের তেজস্বিতা দৃঢ়তা আর সহ্যশক্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় পর্সেনা এবং তাঁর প্রদত্ত দণ্ডাদেশ মকুব করে দেন। লরেন্স বা মুসিয়াসের মত লোককে কোন শক্তিই তাদের বিচ্যুত করতে পারে না তাদের পথ ও মত থেকে। তবে তাদের মত ইচ্ছাশক্তি সত্যই বিরল।

আমার কথাগুলি যদি ভাল করে ভেবে দেখ তাহলে তোমার মনের সব সংশয় দূরীভূত হবে। আমার মনে হয় তোমাকে ঠিক বোঝাতে পেরেছি। জেনে রেখো, আমাদের মত যারা ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য, যারা পরম সত্যের মূর্ত প্রতীক ঈশ্বরের কাছাকাছি থাকে তারা কখনো অমান্য কথা বলে না।

এবার পিকার্দার কথাটা ধরো। পিকার্দা তোমাকে বলেছিল, কনস্ট্যান্স বাধ্য হয়ে সংসারজীবনে প্রবেশ করলেও তার ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির কোন অভাব ঘটেনি। শোন ভাই, মানুষ যদি কোন বিপদ হতে মুক্তি পাবার জন্য অথবা বৃহত্তর কোন বিবাদ বা দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য পাপকর্ম করে তাহলেও

সেখানে তার ইচ্ছাশক্তি কাজ করে এবং সেখানে সে তার নৈতিক দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। পিতা এ্যালিমিয়ন তার মাতাকে হত্যা করেছিল। পিতার আদেশ অমান্য করলে পাছে তার অধর্মাচরণ করা হয় এই ভয়ে মাতা ইউরিফায়েলকে হত্যা করে এ্যাম্ফিয়ারাসপুত্র এ্যালিমিয়ন। একবার ভবিষ্যদ্বক্তা এ্যাম্ফিয়ারাস গণনা করে দেখলেন থীবসদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করলে তাঁর মৃত্যু ঘটবে। তাই ভয়ে লুকিয়ে থাকেন তিনি। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ইউরিফায়েল তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে ধরিয়ে দেন। তাই মৃত্যুকালে এ্যাম্ফিয়ারাস তাঁর পুত্রকে তার মার উপর পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে বলে যান। সেই আদেশ অনুসারেই মাতাকে হত্যা করেন এ্যালিমিয়ন।

সুতরাং দেখবে এই সব ক্ষেত্রে এই সব কাজ যারা করেছিল তারা তাদের অপরাধ অস্বীকার করতে পারে না। পরমেশ্বর কখনো কোন পাপকর্ম সমর্থন করেন না। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে যেখানে মানুষ কোন বৃহত্তর দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য পাপ করে সেখানে ঈশ্বর আংশিকভাবে সে কর্ম সমর্থন করেন।

পিকার্দাও পরমেশ্বরের পরম ইচ্ছার কথা বলেছে। আমিও তাই বলছি। সুতরাং এ বিষয়ে আমরা দুজনেই একমত। সেই পরমেশ্বরের পরম ইচ্ছা হতেই সকল সত্য উৎসারিত হয়। পরমেশ্বরই হচ্ছেন মানুষের সমস্ত কর্মাকর্মের চূড়ান্ত বিচারকর্তা। এ বিষয়ে আমরা দুজনেই একমত।

আমি তখন বিয়াত্রিসকে বললাম, হে ঈশ্বরবল্লভা, হে প্রেমময়ী স্বর্গীয়া নারী, তোমার অমৃত বাণী শ্রবণ করতে করতে আরো শোনার পিপাসা জাগছে আমার অন্তরে। তোমার পবিত্র অঙ্গচ্ছটায় অভিস্নাত হচ্ছি আমি। কিন্তু তোমাকে দেবার আমার আর কিছু নেই। আমার প্রেমের ভাণ্ডার অতীব সীমিত। আমার এই সীমিত প্রেমের দ্বারা তোমার অপার্থিব স্বর্গীয় প্রেমের প্রতিদান দেওয়াও সম্ভব নয়।

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সব কিছুই জানেন। যে সত্যের আলো ছাড়া আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি তৃপ্ত হয় না, আমি জেনেছি ঈশ্বরই হচ্ছেন সেই সব সত্যের আলোর পরম প্রতিমা। সমস্ত সত্যের আলো পূর্ণ বিকশিত তাঁর মধ্যে।

মানুষের বুদ্ধি হচ্ছে গুহাবাসী পশুর মত। সেই বুদ্ধি যখন সত্যের পিছনে ছুটতে ছুটতে সত্যকে লাভ করে তখন তা ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম করতে পারে। কিন্তু তা হয় না। সত্যের পাদপীঠে উপনীত হতেই মানুষের জ্ঞানের অনু-

সন্ধিৎসা বেড়ে যায়। সত্যের পাদপীঠ হতে মানুষের অমর অনন্ত জ্ঞানপিপাসা নূতন করে উৎসারিত হয়। নূতন করে সংশয় জাগে তার মনে। আর এই সংশয় তার মনকে ক্রমশঃ উন্নীত করে নিয়ে যায় জ্ঞানের ঊর্ধ্বতম স্তরে। সেই সংশয়ের খাতিরেই হে নারী, তোমাকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে আর একটি সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

আমি একটা কথা জানতে চাই। আচ্ছা, কোন মানবাত্মা কি তোমাকে কোন কিছু দান করে তার শপথ ভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারে অথবা তার প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব নয়?

বিয়াত্রিস আমার মুখপানে এমনভাবে তাকাল, এমনভাবে তার চোখগুলো এক অতীন্দ্রিয় প্রেমের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল যে এক অপার বিস্ময়ের অতলে আমার সমস্ত মনপ্রাণ ডুবে গেল। আমার দৃষ্টি অবনত হয়ে গেল আপনা থেকে। আমার সমস্ত শক্তি অবশ হয়ে গেল।

## পঞ্চম সর্গ

### চন্দ্রলোক : শপথ সম্পর্কে বিয়াত্রিসের আলোচনা

#### কাহিনীসংক্ষেপ

পরম সত্যের প্রতি দান্তের মনের ক্রমোন্নতি দেখে খুশি হ[illegible]লো বিয়াত্রিস। পরে শপথের দুটি প্রধান শর্তের কথা বুঝিয়ে বলল দান্তেকে। সে শর্তের একটি হলো এই যে, মানুষ যখন যে শপথ করে সেই শপথের গুণগত প্রকৃতির কথাটি বিচার করে দেখতে হবে। দ্বিতীয় শর্তটি হলো এই যে, যে কোন শপথের সময় মানুষ তার ইচ্ছার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ঈশ্বরকে দান করে। কেউ যদি ধর্মজীবন যাপন করার শপথ গ্রহণ করে জীবনে তাহলে সে ঈশ্বরের প্রতি এক কর্তব্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে উঠে সে শপথের মাধ্যমে। ফলে সে কর্তব্য তাকে পালন করতেই হবে। তবে মানুষ যদি কখনো কোন বৃহত্তর কর্তব্যের খাতিরে অন্য একটি শপথের জন্য তার প্রথম শপথ ভঙ্গ করে তাহলে ঈশ্বর খুব বেশী রুষ্ট হন না। কারণ যে কোন শপথের সঙ্গে যে একটা ত্যাগের কথা জড়িয়ে থাকে বৃহত্তর কোন শপথ পাথরের ক্ষেত্রে সে ত্যাগ আরো বড় হতে

বাধ্য। সুতরাং মানুষ যেন কখনো হালকাভাবে কোন শপথ করে না বসে। বিশেষ করে ধর্ম্মগত ব্যাপারে শপথ করার সময় মানুষের বিশেষভাবে সতর্ক হওয়া উচিত।

এর পর বিয়াত্রিস ও দান্তে তীরবেগে স্বর্গলোকের দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশ করলেন। এই স্তর হলো বুধ গ্রহের স্তর। অসংখ্য আলোকপরিবৃত আত্মা এগিয়ে আসতে লাগল তাঁদের দিকে। তাদের মধ্যে একজন কথা বলতে চাইল দান্তের সঙ্গে। বিয়াত্রিসের আদেশক্রমে দান্তে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন, সেই সব প্রশ্নের উত্তর এর পরবর্তী সর্গে দান করল আত্মাটি।

অনন্ত প্রেমের অনির্বাণ অগ্নিশিখায় সতত উত্তপ্ত আমার আত্মা যে দিব্য জ্যোতি বিকীর্ণ করছিল তাতে মুগ্ধ হয়ে যাও তুমি। আর সেই পবিত্র মোহের বশেই আমার কাছে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করো তুমি। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। আরো এক পরিপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি হতে এই তাপ এই আলোর উৎপত্তি। মানুষের বিশুদ্ধ বোধশক্তি ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে যখন পরম মঙ্গলের পথে পরিচালিত হয় তখনি মানুষের অন্তর্দৃষ্টি পরিপূর্ণতা লাভ করে আর তার ফলে এক মহাজাগতিক ও স্বর্গীয় প্রেমের অনির্বাণ অগ্নিশিখায় উত্তপ্ত ও আলোকিত হয়ে ওঠে তার সমস্ত অন্তরাত্মা।

আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে আলোর ছোঁয়া লাগা তোমার চোখেও জেগেছে এক স্বর্গীয় প্রেমের দ্যুতি। সে দ্যুতির মাঝে দেখছি অফুরন্ত বিশ্বপ্রেম ও ঈশ্বরপ্রেমের আশ্চর্য প্রতিভাস। যে কোন ছোটখাটো পার্থিব প্রেমের মধ্যেও থাকে ঈশ্বর প্রীতির অংশ। পৃথিবীতে যখনি কোন মানুষের কোন বস্তুর প্রতি আসক্তি জন্মায় তখনি বুঝতে হবে সেই বস্তুর মধ্যে আছে পরম মঙ্গলময়ের অংশ। এর পর তুমি জানতে পারবে অন্য কোন উপায়ে শপথভঙ্গের সম্ভাব্য শাস্তি থেকে আত্মাকে রক্ষা করা যায় কিনা। অর্থাৎ ভক্তি ও সেবাকার্যের দ্বারা ঈশ্বরকে তুষ্ট করা যায় কিনা।

এইভাবে বিয়াত্রিস আমার বর্তমান গ্রন্থখণ্ডটির ভূমিকা রচনা করল। সে কিন্তু সেখানেই থেমে রইল না। আরো অনেক কথা বলে চলল সে।

বিয়াত্রিস বলল, ঈশ্বর যখন মানুষ সৃষ্টি করেন তখন তাকে সবচেয়ে বড় যে দানে ভূষিত করেন, যে গুণ ঈশ্বরের নিজস্ব গুণের সমতুল্য তা হলো মানুষের উদার স্বাধীনতা। মানবজীবনে বুদ্ধির যে সব উপাদান আছে তার মধ্যে ইচ্ছার স্বাধীনতা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। একমাত্র মানুষ আর দেবদূতেরা এই স্বাধীনতা

লাভ করে। শ্রেষ্ঠ দেবদূত লুসিফার আর আদমের পতনের পরেও ঈশ্বর মানুষ ও দেবদূতের এই স্বাধীনতা দান করে থাকেন।

মানুষ যখন ঈশ্বরের কাছে কোন শপথ করে তখন ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান তার সেই স্বাধীনতাকে অংশতদান করে ঈশ্বরকে। এর থেকে বুঝতে পারবে ঈশ্বরের কাছে মানুষ যে শপথ করে থাকে তার গুরুত্ব কতখানি।

যদি কোন মানুষ ঈশ্বরের প্রতি শপথ ভঙ্গ করে তাহলে তার ক্ষতি কিভাবে পূরণ হবে? কারণ শপথের সময় মানুষ ঈশ্বরের যে দান ঈশ্বরকেই দান করে সে দান কি আর ফিরিয়ে নেওয়া যায়? সৎ কর্ম ও আত্মদানের দ্বারা এই ক্ষতি পূরণ করা যায় না যেমন চৌর্যবৃত্তির দ্বারা লব্ধ অর্থে কখনো ভাল কাজ করা যায় না।

আশা করি, আমি যা বললাম তার মাঝে তোমার প্রশ্নের উত্তর পাবে। কিন্তু আমার কথার এই সত্যতা চার্চগুলি শপথ ভঙ্গের ক্ষেত্রে মেনে চলে না। তবে আমি যা বললাম তা ভাল করে একবার ভেবে দেখ। বিষয়টা খুবই কঠিন। সুতরাং শান্ত হয়ে বসে খোলা মন নিয়ে ভেবে দেখা দরকার। তুমি যদি এসব কথা মনে রাখতে না পার তাহলে আপাততঃ বুঝতে পারলেও তাতে কোন ফল হবে না।

মনে রাখবে, যে কোন শপথের ব্যাপারে দুটো জিনিস ভেবে দেখতে হবে। ঈশ্বরের কাছে কোন শপথ করার সময় দুটো চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। প্রথমতঃ আমরা যে শপথ ঈশ্বরের কাছে করব তা কোন অবস্থাতে ভঙ্গ করলে চলবে না। দ্বিতীয়তঃ মনে রাখবে শপথের সঙ্গে সঙ্গে কোন কিছু একটা দেবার প্রতিশ্রুতিও থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মানুষ যা কিছু দেবার শপথ করে তা তাকে দিতেই হবে, তার কোন গত্যন্তর নেই। সে শপথ সততার সঙ্গে পালন করে যেতেই হবে। মানুষ কোন শপথের মাধ্যমে যা দিতে চায় তার কোন বিকল্প চলে না। তা তাকে অবশ্যই দিতে হবে। কোন জিনিস দেবার শপথ করে পরে সে জিনিস না দিয়ে অন্য কিছু দিলে শপথভঙ্গেরই অপরাধ হয়। এই শপথভঙ্গের অপরাধ হতে একমাত্র চার্চই রূপোর কাঠি ও সোনার কাঠির মাধ্যমে মুক্তি দিতে পারে। রূপোর কাঠির অর্থ হলো প্রথমে চার্চের অধ্যক্ষ বিচার করে দেখে, যে ব্যক্তি শপথ ভঙ্গ করেছে তার সে যোগ্যতা আছে কি না আর সোনার কাঠির অর্থ হলো, চার্চের অধ্যক্ষের শপথ ভঙ্গের অপরাধ স্খালনের যোগ্যতা আছে কি না তার বিচার করে দেখা।

কিন্তু চার্চ যাই বলুক, বিয়াত্রিসের মতে কোন মানুষই সততার সঙ্গে শপথ রক্ষা বা পালনের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না অথবা সে দায়িত্বের বোঝার পরিবর্তন করতে পারে না।

তবে শপথ পালনের এই দায়িত্বের বোঝা বিনিময় বা পরিবর্তন কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে হতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রথম বোঝার পরিবর্তে যে বোঝা পরে চাপিয়ে নেওয়া হয় তার ওজন ও পরিমাণ অবশ্যই বেশী হতে হবে। তাহলে কিছুটা ক্ষতি অন্ততঃ পূরণ হতে হবে। কারণ যে জিনিস আমরা কাউকে দান করে আবার যদি ফিরিয়ে নিই আর যদি সেই দানের পরিমাণ খুব বেশী হয় তাহলে তার থেকে কম পরিমাণের বস্তুর দ্বারা সে দানের ক্ষতিপূরণ হয় না।

সুতরাং কোন মানুষ যেন কথনো হালকাভাবে ঈশ্বরের কাছে কোন শপথ করে না বসে। অথবা জেপিথার মত বোকার মতও কোন কাজে শপথ না করে। অপরিণামদর্শী জেপিথা একবার অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করে ঈশ্বরের কাছে শপথ করে বসে যে গৃহে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রথম তাকে অভ্যর্থনা জানাতে আসবে তাকেই সে ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করে বলি দেবে। জেপিথা চেয়েছিল আম্মনের সন্তানরা যেন আসে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, জেপিথার নিজের কন্যাই তাকে সর্বপ্রথম অভ্যর্থনা জানাতে আসে। গ্রীকবীর এ্যাগামেননও একবার এমনি এক ভুল শপথ করেন দেবী ডায়েনার কাছে। ট্রয়যুদ্ধে যাবার সময় জাহাজ দেশের উপকূল ছাড়ার আগেই অনুকূল বাতাসের অভাবে জাহাজের গতি রুদ্ধ হয়ে যায়। তখন এ্যাগামেনন দেবী ডায়েনার উদ্দেশ্যে তাঁর আপন কন্যা ইফিজেনিয়াকে বলি দেন। নির্বোধের মত এই ধরনের শপথ করা উচিত নয়। টাটকা ফুলের মত সরল সুন্দর ছোট মেয়ে ইফিজেনিয়া বাঁচতে চেয়েছিল। তাই সে তাকে বলি দেওয়ার কথা শুনে কাঁদতে থাকে মৃত্যুভয়ে। সেই সকরুণ কাহিনী আজও আখ্যান কাব্যে ও গানে বেঁচে আছে এবং সেই অভিশপ্ত প্রথাকে ধিক্কার জানাচ্ছে। হে খৃস্টধর্মাবলম্বীর দল, তোমরা সাবধানে চলো। তোমরা যেন কথনো পাখির হালকা পালকের মত বাতাসের তালে তালে ভেসে যেও না। ভেবো না, যে কোন বাতাস তোমাদের গতিকে আনুকূল্য দান করবে। ভেবো না, যে কোন জল তোমাদের সব পাপ ধৌত করে বিশুদ্ধ করে তুলবে। মনে রাখবে তোমাদের টেস্টামেন্ট নামে দুটি ধর্মগ্রন্থ আছে। তার উপর তোমাদের ধর্ম-

পথে পরিচালিত করার জন্য চার্চের অধ্যক্ষ বা ধর্মগুরুরা আছেন। তোমাদের মোক্ষলাভের জন্য এই সব ব্যবস্থাই যথেষ্ট।

তবে সেণ্ট এ্যানথনির ধর্ম্মযাজকদের মত কোন লোকের লোভনীয় কথায় ভুলে যেও না। শোন, সেণ্ট এ্যানথনির ধর্মযাজক শপথভঙ্গকারীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাদের পাপ স্খালন করে দিত। তোমরা যেন এই ধরনের কোন কথা শুনে নির্বোধ ভেড়ার মত এগিয়ে যেও না। তাহলে তোমাদের মাঝে যে সব ইহুদী আছে তারা উপহাস করবে। যে সব দুরন্ত মেষশাবক তাদের মাতৃদুগ্ধের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে এখানে সেখানে লাফালাফি করে বেড়ায় সেই সব মেষশাবককে যেন অনুসরণ করো না।

শপথ এবং শপথভঙ্গ সম্পর্কে এই সব কথা বলার পর বিয়াত্রিস চন্দ্রলোকের উর্ধ্বতন স্তরের গ্রহ বুধের দিকে মুখ তুলে তাকাল। দীর্ঘক্ষণ কথা বলার পর এবার নিঃশব্দ হয়ে বসে রইল সে। তার নীরবতা ও গাম্ভীর্য দেখে আমার মনে অনেক প্রশ্ন জাগলেও মুখে কোন কথা সরল না।

একটি ধনুর ছিলা হতে তীর ছুঁড়লে সে তীরটির লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করতে ও সেই ছিলাটির কম্পন থামতে যত সময় লাগে সে সময়ের আগেই আমরা চন্দ্রলোক ত্যাগ করে স্বর্গের পরবর্তী স্তর বুধগ্রহে গিয়ে উপনীত হলাম। এ বিষয়ে কোনরূপ কালবিলম্ব করলাম না আমরা।

বুধলোকে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে বিয়াত্রিসের মুখখানা এমন উজ্জ্বল হয়ে উঠল যে তার সে উজ্জ্বলতার ছোঁয়া লেগে সমস্ত বুধগ্রহলোকই উজ্জ্বল হয়ে উঠল অস্বাভাবিকভাবে। বিয়াত্রিসের আনন্দোজ্জ্বল মুখের প্রভাবে যদি অপরিবর্তনীয় গ্রহনক্ষত্রের অবস্থার পরিবর্তন হয়, তাহলে আমাদের মত পরিবর্তনশীল রক্তমাংসের মানুষ কখনো ঠিক থাকতে পারে না। তারও ভাবান্তর হতে বাধ্য।

কোন পুকুরের স্বচ্ছ জলে কোন এক টুকরো খাদ্য বস্তু ফেললেই যেমন তা গ্রাস করার জন্য এক ঝাঁক মাছ এসে ভিড় করে তার চারপাশে তেমনি আমরা বুধলোকে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার ছায়ামূর্তি এসে সমবেত হলো আমাদের চারদিকে। তারা প্রত্যেকেই বলতে লাগল, আর একজন এল আমাদের মাঝে যে আমাদের মতই ঈশ্বরকে ভালবাসে।

কিন্তু আমাদের প্রতি অগ্রসরমান ছায়ামূর্তিগুলির প্রত্যেকেই এমন এক অলৌকিক জ্যোতির দ্বারা উদ্‌ভাসিত ছিল যে তা দেখে মনে হচ্ছিল তারা

প্রত্যেকেই যেন স্বয়ং ঈশ্বর। অন্তহীন এক অপার্থিব আনন্দের উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হওয়ায় অত্যধিক উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল তাদের।

হে আমার প্রিয় পাঠকবর্গ, এখন যদি আমি অকস্মাৎ এ কাহিনী বন্ধ করে দিই, ছিন্ন করে দিই ঘটনার্স জাল তাহলে অতৃপ্ত কৌতূহলজনিত এক প্রবল অস্বস্তিতে কত কষ্ট পাবেন আপনারা। তাহলে আপনারা বিস্ময়-বিমূঢ় অবস্থায় ভাববেন এর পর কি হলো। আপনাদের সেই অতৃপ্ত কৌতূহলের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝে দেখবেন সেই নবাগত অতিভাস্বর ছায়ামূর্তিগুলি দেখে তাদের প্রকৃত অবস্থা ও সমগ্র পরিচয় জানার জন্য কত ব্যগ্র আমি হয়ে উঠেছিলাম।

সেই সব ছায়ামূর্তিদের মাঝ থেকে জাস্টিনিয়ান আমাকে সম্বোধন করে বলল, হে ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য আত্মা, তুমি জীবিত অবস্থাতেই স্বর্গলোকে এসে সাধু সন্তদের দেখতে পাচ্ছ সচক্ষে। তুমি সত্যই ভাগ্যবান। ঈশ্বরের যে অনন্ত আলোয় আকাশমণ্ডলের প্রতিটি গ্রহনক্ষত্র পরিপ্লাবিত, সেই আলোর দ্বারাই আমরাও উদ্‌ভাসিত। আমাদের এই আলোর কিছু অংশ যদি পেতে চাও, তাহলে তোমার কামনা বাসনাকে ঊর্ধ্বায়িত করে আমাদের অপার্থিব কামনা বাসনার স্তরে নিয়ে আসতে হবে। এক অশ্রুত ঐক্যতান শোনার জন্য তোমার কর্ণকুহরকেও অভ্যস্ত করে তুলতে হবে।

জাস্টিনিয়ানের এই কথা শুনে বিয়াত্রিস আমাকে বলল, কোনরূপ ভয় না করে তুমি ওকে যে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পার। তুমি ওদের ঈশ্বরের মতই বিশ্বাস করতে পার।

আমি তখন জাস্টিনিয়ানকে বললাম, আমি দেখছি তুমি এক স্বতন্ত্র আলোয় আলোকিত। তোমার চোখে মুখে অফুরন্ত হাসির উজ্জ্বলতা। কিন্তু আমি জানি না তুমি কে এবং কেনই বা তোমার সমুন্নত আত্মা এখানে এসেছে। এই বুধগ্রহ স্বর্গের এত নিকটবর্তী যে পৃথিবী থেকে একে দেখাই যায় না।

এইভাবে আমি আমাকে প্রথম যে সম্ভাষণ জানিয়েছিল তাকে এই কথাগুলি বললাম। কিন্তু আমার সেকথার কোন উত্তর না দিয়েই সেই উজ্জ্বল ছায়ামূর্তিটি ঘন মেঘের অন্তরালে চলে যাওয়া সূর্যের মত অদৃশ্য হয়ে গেল সহসা।

এর পরবর্তী ঘটনা আমি বলব পরবর্তী সর্গে।

## ষষ্ঠ সর্গ

### মার্কারি বা বুধগ্রহ ঃ জাস্টিনিয়ানের আত্মকাহিনী

#### কাহিনীসংক্ষেপ

দান্তের প্রশ্নের উত্তরে সেই আত্মাটি বলল, তার নাম জাস্টিনিয়ান। তিনি একদিন ছিলেন রোমের সম্রাট এবং আইনপ্রণেতা। যীশু খৃস্টের ঐশ্বরিক ও মানবিক যে দুটি রূপ আছে তার মধ্যে জাস্টিনিয়ান প্রথমে খৃস্টের ঐশ্বরিক রূপেই বিশ্বাস করতেন। পরে ধর্মযাজক এ্যাগানেতাসের দ্বারা খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হন। এর পর তিনি তাঁর সেনাপতি বেলাসারিয়াসের হাতে সামরিক কাজের ভার দিয়ে রোমের আইন প্রণয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সেকালে ইতালি ছিল গুয়েলফ ও গিবেলাইন এই দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলে বিভক্ত। জাস্টিনিয়ান এই দুটি দলকে সমানভাবে ভৎ‍ʼসনা করেন। এর পর তিনি জেরুজালেমের পতন ও চার্লেমেনের নেতৃত্বে চার্চের উন্নতি প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ করে রোম সাম্রাজ্যের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা বললেন।

বুধগ্রহে এসেই যে সব আত্মাদের দেখেন দান্তে তাদের সম্বন্ধে জাস্টিনিয়ান বললেন, তারা প্রথম জীবনে অনেক সৎ কর্ম করলেও তাদের মন সতত উচ্চাভিলাষ ও যশের আকাঙ্খায় কলুষিত ছিল। সেই সব অভিলাষ ও আকাঙ্খার প্রতি ঈর্ষান্বিত পশ্চাদ্ধাবন হতে মুক্ত হয়ে তারা স্বর্গলোকে এসে ঈশ্বরের আশীর্বাদলাভে ধন্য হয়ে উল্লাস প্রকাশ করছে। প্রোভেন্সের রাজা রেমণ্ড বিরেঙ্গারের মন্ত্রী রোমিও সেই সব আত্মাদের অন্যতম।

রোমসম্রাট কনস্টাণ্টাইন যখন সাম্রাজ্যের রাজধানী রোম থেকে বাইজাস্টইনে স্থানান্তরিত করেন তখন তিনি রোম সাম্রাজ্যের প্রতীকচিহ্ন ঈগল ত্যাগ করেন। এই প্রতীকচিহ্নটি লাতিয়ামকন্যা লাভিসিয়ার স্বামী ঈনিস ট্রয় থেকে প্রথমে রোমে আনেন। এইভাবে কনস্টাণ্টাইন রাজধানী স্থানান্তরিত করে রোমের প্রভুত্ব খর্ব করেন এবং সেটা ধর্মবিরুদ্ধ কাজ। কারণ রোম হবে ধর্ম ও রাষ্ট্রজগতের পীঠস্থান এটা ছিল ঈশ্বরের ইচ্ছা।

ত্রোয়াস পর্বতের কাঁছে বহুকাল আগে প্রথমে ঈনিস রোম সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। তার আড়াই শত বছর পর সেই সাম্রাজ্যের শাসনভার অবশেষে

আমার উপর পতিত হয়। জীবিতকালে আমি ছিলাম সম্রাট সীজার ; কিন্তু এখন আমি জাস্টিনিয়ান। অর্থাৎ মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তার সকল ক্ষমতা ও প্রভুত্বের অবসান ঘটে। মৃত্যুর পর তার দেহহীন পার্থিব প্রভুত্বহীন শুধু তার ব্যক্তিসত্বা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সম্রাট হয়ে আমি সর্বপ্রথম আমার পূর্ববর্তী রোম সম্রাটদের নীতি উপদেশ ও প্রণীত আইনগুলি সংগ্রহ করে ধর্মভিত্তিক আইন প্রণয়নে মনোনিবেশ করি। পোপ এ্যাগাপেতাস আমাকে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করার আগে আমি খৃস্টকে শুধু ঈশ্বরের অবতার ভাবতাম। কিন্তু তাঁর মধ্যে দৈবশক্তি থাকলেও তিনি যে মানুষ ছিলেন তা আমি মানতাম। তাঁর মানবিক দিকটি অস্বীকার করতাম আমি। কিন্তু ধার্মিক এ্যাগাপেতাস তাঁর বাগ্মিতার দ্বারা আমার সে ভুল ভেঙ্গে দিয়ে আমার ধর্মজ্ঞানকে পূর্ণতা দান করেন।

এখন বুঝতে পারছি, এ্যাগাপেতাসের কথা কতদূর সত্য। যীশু খৃস্টের মধ্যে একই সঙ্গে ঐশ্বরিক ও মানবিক সত্তাকে মূর্ত দেখতে পেলেই মানুষের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মজ্ঞান অখণ্ডতা ও পূর্ণতা লাভ করে। তা না হলে সে ধর্মবিশ্বাস খণ্ডিত রয়ে যায়।

তখন থেকে চার্চের নির্দেশে আমি ধর্মপথে এগিয়ে চলতে থাকি। ঈশ্বরের মহিমায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমি বহু ধর্মমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করি।

আমার সেনাপতি বেলিসারিয়াসের হাতে আমার সাম্রাজ্যের যাবতীয় সামরিক কার্য্যভার অর্পণ করি। বেলিসারিয়াস আফ্রিকার অনেক দেশ জয় করে। সে গথদের দমন করে। গথদের রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপরেই র‍্যাভেনাতে আমি আমার রাজধানী স্থাপন করি।

তোমার প্রশ্নের উত্তর এখানেই শেষ হলো। তবে আমি তোমাকে আরো কিছু বলতে চাই। তুমি জান গুয়েলফ্ গিবেলাইনদের দ্বন্দ্ব কত অন্যায়। গুয়েলফ্ দল আমার সাম্রাজ্যের প্রতীক চিহ্নের বিরোধিতা করতে থাকে আর গিবেলাইনরা সেই প্রতীকচিহ্ন আপন দলগত স্বার্থে ব্যবহার করতে থাকে।

একবার মহান রোম সাম্রাজ্যের মর্যাদার কথাটা ভেবে দেখ। এই সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য একদিন ট্রয়বাসী প্যালাস শার্লেমেন হাতে প্রাণ দান করেন। সেই সুদূর ঈনিসের কাল হতে শার্লেমেন পর্যন্ত সুদীর্ঘ কাল ধরে খ্রীস্টধর্মকে ভিত্তি করে অন্যান্য রাজশক্তিকে দমন করে এক

অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে। আমার রাজত্বকালে জনগণের এই ধারণা ছিল যে পৃথিবীতে শেষ ধ্বংসের দিন নেমে না আসা পর্যন্ত রোম সাম্রাজ্য অপরাজেয় রয়ে যাবে। তিন শত বৎসরের উর্ধ্বকাল রোমের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকে। সেরিনের ধর্ষণ ও সতী লুক্রীর আত্মহত্যা—এই দুটি মর্মান্তিক ঘটনার মধ্যে তিনশত বৎসরকাল যাবৎ সাতজন সম্রাট রাজত্ব করেন। এই সব সম্রাটেরা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অনেক রাজ্যকে রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁরা দুর্ধর্ষ গলদের রাজা ব্রেনাসকে হত্যা করেন এবং এপিরাসের রাজা পাইরাসকে কৌশলে দমন করেন। এরকুয়াতাস, কুইন্টিয়াস, ডেসিয়াই, কেবিয়াই প্রভৃতি বীরপুরুষেরা বহু যুদ্ধ জয় করেন। তাদের যশের কথা সব মনে আছে আমার। হ্যানিবলের নেতৃত্বে কার্থেজরা আল্পস পর্বত অতিক্রম করে যখন রোম আক্রমণ করে তখন রোম তাদের পরাজিত করে তাদের অভিযান ব্যর্থ করে দেয়। সতের বছরের বালক সিপিও আফ্রিকান টিসিনাসকে পরাজিত করে তার বন্দী পিতাকে উদ্ধার করে। তোমার জন্মভূমি ফ্লোরেন্সকে আচ্ছন্ন করে যে ফিজোল পাহাড় আছে সেই ফিজোল পাহাড় পম্পের নেতৃত্বে আক্রমণ করে রোমানরা জয় করে।

তারপর সারা বিশ্বে এক অক্ষয় শান্তি স্থাপনের জন্য যীশু খৃস্ট যখন জন্ম গ্রহণ করেন তার কিছুকাল পর সীজার রোম সাম্রাজ্যের ভার গ্রহণ করেন। জুলিয়াস সীজার রোম সাম্রাজ্যের প্রতীক চিহ্ন ঈগল গ্রহণ করে রোমের সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত হন।

তারপর সীজার বহু রাজ্য জয় করেন। প্রথমে তিনি ভর রাইন ও রোন নদী পরিবেষ্টিত গলদেশ জয় করেন। ইসের, সায়োন সেন প্রভৃতি যে সব নদীগুলি রোন নদীতে পতিত হয়েছে সেই সব নদীগুলি সাক্ষী আছে সে জয়ের। তারপর র‍্যাভেনা আর রিমিনির মাঝখানে রুবিকর্ণ নদী পার হয়ে পম্পের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন।

এর পর স্পেন জয় করেন সীজার এবং খৃস্টপূর্ব ৪৮ অব্দে ডাইরাশিয়ামে পম্পেকে অবরোধ করেন। পরে ফার্সেনাতে পম্পেকে পরাজিত করেন। পম্পে মিশরে পালিয়ে যান। কিন্তু টলেমি তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে হত্যা করেন। অন্যায়ভাবে নিহত পম্পের দুঃখে কাঁদতে থাকে নীল নদের জল।

সীজার তখন সঙ্গে সঙ্গে হেলেসপণ্ট উপসাগর অতিক্রম করে টলেমির

কাছ থেকে মিশরদেশ কেড়ে দিয়ে ক্লিওপেট্রাকে দান করেন। কার্সেলিয়ার যুদ্ধের পরে নুমিদিয়ার রাজা জুবা তাঁর শত্রুদের আশ্রয় দান করার জন্য জুবাকে দমন করেন।

পম্পের পুত্র তখন স্পেনে তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করতে থাকায় তাকে দমন করার জন্য স্পেনে ছুটে যান সীজার।

সীজারের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র অক্টেভিয়াস সীজার ফিলিপিয়ার প্রান্তরে ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াসকে পরাজিত করেন এবং পরে মিশরের মডেনাতে মার্ক এ্যান্টনিকে পরাজিত করেন। এ্যান্টনির শোকে তখন ক্লিওপেট্রা ভয়ঙ্কর সর্পদংশনে আত্মহত্যা করেন।

এ্যান্টনির নেতৃত্বাধীন মিশরের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভেনাসের মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। যুদ্ধের সময় ভেনাসের যে মন্দিরের দরজা খোলা থাকে সে মন্দিরের দরজা শান্তির চিহ্ন হিসাবে বন্ধ হয়ে যায়।

তৃতীয় সীজার বা টাইবারিয়াস সীজারের আমলেই যীশু খৃস্ট ক্রুসবিদ্ধ হন। টাইবারিয়াসের সীজারের আমলেই রোম সাম্রাজ্যের গৌরব সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হয়। আমাদের আদিপিতা আদম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে সমগ্র মানবজাতির প্রতি যে অন্যায় করেন বহু কাল পরে যীশু সেই অপরাধ স্খালনের জন্যই প্রাণবলি দেন। সুতরাং যে সার্বভৌম রাজশক্তি এই দণ্ডাদেশ দান করেন তিনি এক দিক দিয়ে সমগ্র মানবজাতিকে ত্রাণ করেন। যীশু ক্রুসবিদ্ধ না হলে মানবজাতির চৈতন্যোদয় হত না। আদি পিতার পাপ থেকে মুক্তি লাভ করত না মানুষ।

যে কোন অপরাধের বিচারকালে যেমন বাদী ও বিবাদীর মধ্যে বাগ বিতর্ক হয় যীশুর মৃত্যু সম্পর্কেও দুই পক্ষে তুমুল বাদ প্রতিবাদ শুরু হয়। ইহুদীরা বলতে পারত যীশুর ক্রুসবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাটি বিধিনির্দিষ্ট। সমগ্র মানবজাতির পতনের জন্য এই ধরনের এক মহান প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন ছিল। কোন আসামীর এইভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনে যুক্তি উত্থাপন করার রীতিকে রোমক আইনে লাতিন ভাষায় 'একসেপশিও' বা ব্যতিক্রম বলে। এর উত্তরে বাদী পক্ষের জবাব দানের রীতিকে বলা হয় 'রেপ্লিকেশিও' বা জবাব। যেমন ইহুদীদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সেই যুক্তির উত্তরে খৃস্টধর্মাবলম্বীরা বলতে পারত একজন নিরীহ মানুষকে হত্যা করে ইহুদীরা যে পাপ করে সে পাপ কিন্তু তাতে খালন হবে না।

রোম সাম্রাজ্যের উজ্জ্বল ঐতিহ্যের শেষ নিদর্শন হলো শার্লেমেনের কৃতিত্ব। লম্বার্ডিয়ান্ত দেসিজারিয়াস চার্চের বিরুদ্ধে অন্যায় আক্রমণ চালালে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করেন শার্লেমেন এবং চার্চের ধর্মীয় প্রভুত্বকে অক্ষুন্ন রাখেন।

কিন্তু বর্তমানে রোমের সেই গৌরবের দিন আর নেই। এখন সারা দেশ এক ভয়ঙ্কর অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত। গুয়েলফ্ ও গিবেলাইন এই দুটি রাজনৈতিক দল যে দ্বন্দ্বে মেতে উঠেছে তার শেষ কোথায় কে জানে। এদের মধ্যে কার দোষ বেশী তাও বোঝা যায় না।

যে গিবেলাইন দল রোম সাম্রাজ্যের বিজয়গর্বের প্রতীক-চিহ্ন ঈগলটি দলগত স্বার্থে ব্যবহার করছে, যারা ন্যায়বিচারকে খণ্ড খণ্ড করে দেশের জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে তারা যেন কোন অনুসরণকারী বা সমর্থক না পায়। নেপলস্এর রাজা আঞ্জুর কাউণ্ট দ্বিতীয় চার্লস যেন গুয়েল্ফ দলের কোন শত্রুতা না করেন।

অনেক সময় পিতারা যা করে যায় তার জন্য তার পুত্রদের কষ্ট পেতে হয়। ফ্রোনাস-এর রাজা দ্বিতীয় চার্লস যা করেছিলেন তার জন্য তার পুত্র চার্লস মার্তেলকে কষ্ট পেতে হয়।

স্বর্গলোকের এই স্তরে যে সব আত্মাকে দেখছ জীবনে তারা অনেক ভাল ও ধর্মের কাজ করেছে। কিন্তু তারা তাদের সেই সব কাজের জন্য প্রচুর যশ আর সম্মান কামনা করত। ঈশ্বরপ্রীতি জাগেনি তখন তাদের মধ্যে। জেনে রেখো, আমাদের আপন আপন গুণগত যোগ্যতা অনুসারে যা যা করি তার উপযুক্ত শাস্তি বা পুরস্কার আমরা ঠিক পাই। আমাদের সকল কাজের সমপরিমাণ ফল ঈশ্বর আমাদের সব সময় দান করেন।

স্বর্গলোকে আসার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের জীবন্ত ন্যায়বিচারের প্রভাবে এখানে আমাদের সকলের মধ্যে এক সহজ স্বাভাবিক সম্প্রীতি বিরাজ করে। কোন আত্মার মধ্যে কখনো কোন ঈর্ষা বা লোভ লালসা জাগে না। মর্ত্যভূমিতে অনেক সময় যেমন বিভিন্ন কণ্ঠস্বর মিলে এক সমবেত ঐকতানের সৃষ্টি করে তেমনি এখানে আমাদের বিভিন্ন আত্মার অবস্থাগত পার্থক্য সব দূরীভূত হয়ে সকলকে এক ভাবগত ঐক্যের বন্ধনে বেঁধে রাখে।

এখানে আর একজনকে দেখ। সে হচ্ছে রোমিও। আপন কৃতিত্বের উজ্জ্বল জ্যোতিতে ভাস্বর হয়ে আছে তার আত্মা। প্রোভেন্সের কাউণ্ট রেমণ্ড বীরেঙ্গারের একনিষ্ঠ, প্রভুভক্ত ও সদাশয় অমাত্যরূপে জীবনে অনেক ভাল

কাজ করে রোমিও। কিন্তু জীবনে তার কোন যোগ্য প্রতিদান সে পায় নি। প্রোভেন্সের মধ্যে এমন অনেক লোক ছিল যারা রোমিওর সৎকর্মগুলিকে পছন্দ করত না এবং রোমিওর সুনামের জন্য তার ঈর্ষা করত। রেমণ্ড বীরেঙ্গারের চার কন্যা ছিল। তারা প্রত্যেকেই এক একজন রাজরাণী ছিল। তাদের মধ্যে একজন রোমিওর নামে নানা মিথ্যা অপবাদ দেয় এবং তার পিতা কাউণ্ট রেমণ্ডের কাছে রোমিওর নিন্দা করে। শুধু রেমণ্ডের কন্যা না, আরো অনেকেই রোমিওর নামে নানা অপবাদ দেয় এবং কাউণ্টের কানভারী করে তার বিরুদ্ধে ক্রমাগত উত্তেজিত করতে থাকে কাউণ্টকে। তখন একদিন কাউণ্ট রোমিওকে ডেকে পদচ্যুত করেন। এক কাপড়ে নিঃস্ব ও নিরাশ্রয় অবস্থায় বেড়িয়ে যেতে হয় রোমিওকে। বৃদ্ধ বয়সে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য ভিক্ষা করতে হয় পথে পথে। আজ অবশ্য রোমিও তার সারা জীবনের সমস্ত সৎকর্মের যোগ্য পুরস্কার পাচ্ছে এই স্বর্গে। রোমিওর মত যারা যশ বা সুনামের আশায় অথবা কোন আত্মস্বার্থের খাতিরে কোন ভাল কাজ করে তারা এইভাবে জীবনে নিন্দিত ও বিড়ম্বিত হয়। তবে তাদের সৎকর্ম কখনই বৃথা যায় না ; তার যোগ্য পুরস্কার একদিন স্বর্গে তারা পায়।

## সপ্তম সর্গ

### জাস্টিনিয়ানের অন্তর্ধান : দান্তের সন্ত্রাস

#### কাহিনীসংক্ষেপ

'হোসান্না' এই প্রার্থনার স্তোত্রটি গাইতে গাইতে বুধলোকের অন্যান্য আত্মাদের সঙ্গে এক মুহূর্তে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল জাস্টিনিয়ান। পাপের ন্যায়সঙ্গত প্রতিকার সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন জাগল দান্তের মনে। কিন্তু ভয়ে তা জিজ্ঞাসা করতে পারলেন না। দান্তের মনের কথা বুঝতে পেরে বিয়াত্রিস নিজেই সে প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য এগিয়ে এল। দান্তে প্রশ্ন করলেন, মানবজাতির আদি পিতামাতার পাপের জন্য যদি যীশুকে ক্রুসবিদ্ধ করা হয় তাহলে আবার যীশুকে নির্মমভাবে হত্যা করার জন্য জেরুজালেম ধ্বংস করা হলো কেন। তার উত্তরে বিয়াত্রিস বলল, যীশু ছিলেন ঈশ্বরের অবতার—তার অর্থ এই যে তাঁর মানবিক রূপ ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়। ঐশ্বরিক রূপ ও মানবিক রূপ যুক্ত হয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে তাঁর মধ্যে। যীশুর মানবিক রূপটিই

ক্রুসবিদ্ধ হয়ে সমগ্র মানবজাতির আদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে। কিন্তু যীশুর মানবিক রূপের এই নির্যাতনে তাঁর ঐশ্বরিক সত্তাটি ব্যথিত হয়। তাই জেরুজালেম বিধ্বস্ত হয়। এর পর দান্তের মনে প্রশ্ন জাগল, ঈশ্বরের মনস্তাপ দূর করার জন্য এই ভয়ঙ্কর উপায় অবলম্বন করা হলো কেন। বিয়াত্রিস তখন উত্তর করল, অন্য কোন উপায় যথাযথ হত না। যীশুর মৃত্যুতে যে ক্ষতি হয় তা কোন মানুষ পূরণ করতে পারত না। মানুষকে তার ভুল বুঝিয়ে দিয়ে তাকে সঠিক পথের ও প্রকৃত জীবনসত্যের সন্ধান দান করতে একমাত্র ঈশ্বরই পারতেন।

অতঃপর, বিয়াত্রিস মৃত্যুর পর পুনরভ্যুত্থানের রহস্যের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করল। সে বলল, জাগতিক বা মহাজাগতিক সমস্ত বস্তুকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে—মুখ্য ও গৌণ। স্বর্গলোক, দেবদূত ও মানুষের প্রাণ ও প্রকৃতির মুখ্য বস্তুগুলি ঈশ্বর নিজের হাতে সৃষ্টি করেন। কিন্তু বাকি পার্থিব বস্তুগুলি গৌণ এবং ঈশ্বর পরোক্ষভাবে অন্যের মাধ্যমে সৃষ্টি করেন। ঈশ্বরের দ্বারা পরোক্ষভাবে সৃষ্ট এই গৌণ বস্তুগুলিই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

হে পবিত্র ঈশ্বর, তোমার অমিত দিব্যজ্যোতির দ্বারা এই স্বর্গলোকের প্রতিটি অঞ্চলকে উদ্‌ভাসিত করো, ধন্য করো।

এই প্রার্থনাগানের প্রথম শব্দটি ছিল 'হোসান্না'। এই গান গাইতে গাইতে ক্রমবিলীয়মান এক উজ্জ্বল অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত বাতাসে অদৃশ্য হয়ে গেল জাস্টিনিয়ান। দুটি পৃথক জ্যোতি বিরাজ করছিল জাস্টিনিয়ানের অঙ্গে। একটি হচ্ছে ঈশ্বরের দিব্যজ্যোতি আর একটি তার নিজস্ব আত্মার জ্যোতি।

জাস্টিনিয়ানের সঙ্গে সঙ্গে অন্য আত্মারাও চলে গেল তার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে প্রার্থনা গান গাইতে গাইতে। ক্রমে তারা আমার দৃষ্টিপথ হতে দূরত্বহেতু অদৃশ্য হয়ে গেল।

তখন আমার অন্তর আমাকে যেন চুপি চুপি বলল, ঐ মহীয়সী নারীকে প্রশ্ন করে জান। তাঁর মধুর শীতল বাণী তোমার মনে যে গভীর সংশয় মাথা তুলে উঠছে তাকে শান্ত করবে।

কিন্তু তখনো এক অলস অহেতুক ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল আমার মন। তন্দ্রাহত ব্যক্তির মত আমার মাথা অবনত হয়ে ছিল তখনো। আমি মুখ তুলে আমার সেই অবনত মাথা তুলে প্রশ্ন করতে পারছিলাম না বিয়াত্রিসের কাছে। কিন্তু এভাবে বেশীক্ষণ থাকতে হলো না আমায়।

এমন এক শান্তমধুর হাসি হেসে আমার মুখপানে তাকাল বিয়াত্রিস যে সে হাসি ফাঁসির মঞ্চ হতে কোন শহীদ দেখে আসন্ন মৃত্যুর ঘনায়মান কালো ছায়ার মধ্যেও এক পরম শান্তি লাভ করবে। বিয়াত্রিস বলল, আমার অভ্রান্ত অন্তর্দৃষ্টি তোমার মনের সংশয়াকীর্ণ অবস্থার কথা বুঝতে পেরেছে। তোমার প্রশ্ন হলো এই যে, সমগ্র মানবজাতির পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য যীশু যদি প্রাণত্যাগ করেন তাহলে তাঁর হত্যার জন্য জেরুজালেম ধ্বংস করা হলো কেন। আমি তোমার মনের সব সংশয় দূর করব।

যীশু প্রাণত্যাগ করেছিলেন, কারণ আমাদের আদিপিতা অযোনিসম্ভূত প্রথম মানব পরমপিতা ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করে যে পাপ করেছিলেন, সে পাপ সমগ্র মানবজাতির এবং তার স্খালন হওয়া প্রয়োজন। পাপের ভারে বহু যুগ ধরে ভারাক্রান্ত ছিল মানবজাতি। যে পাপের জন্য মানুষ স্বর্গ থেকে বিচ্যুত হয়, ঈশ্বরের সান্নিধ্য বা সামীপ্য হতে বঞ্চিত হয়, সে পাপ হতে তাদের মুক্ত করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন যীশু অথবা ঈশ্বরই যীশুর মধ্য দিয়ে সে প্রয়োজন পূরণ করেন। যীশু তাঁর অনন্ত মানবপ্রেমের সাহায্যে ঈশ্বরের সঙ্গে সশরীরে যুক্ত হন। এবার আশা করি আমার কথাটি বুঝতে পারবে। বুঝতে পারবে, সৃষ্টি ও স্রষ্টার সঙ্গে প্রকৃত সম্পর্কটি কি।

তাঁরই সৃষ্টি মানবজাতির মুক্তির জন্য ঈশ্বর নিজেকে স্বর্গ থেকে নির্বাসিত মানবদেহ ধারণ করেন। মানুষ পরম সত্যের পথ হতে বিচ্যুত হয়ে পরম স্রষ্টাকে ভুলে যাচ্ছিল বলে ঈশ্বর আবার যে দেহ ধারণ করেছিলেন যীশুর মধ্যে, যে মানবজীবন গ্রহণ করেছিলেন সে দেহ সে জীবন ত্যাগ করে চলে যান স্বর্গে। এইজন্যই যীশু মানবজাতিকে এক মহান শিক্ষা দেবার মানসে ক্রুসবিদ্ধ হন এবং অধঃপতিত মানবজাতির মুক্তির জন্য এই প্রায়শ্চিত্তের বিধান ন্যায়সঙ্গত। যীশুর মহাজীবনের যে দিকটি ছিল অনিত্য পার্থিব প্রকৃতির অধীন সেই দিকটিকে ধ্বংস করে তাঁর নিত্যমুক্ত ঐশ্বরিক সত্তাটি ফিরে যায় স্বর্গধামে। যীশুর এই মৃত্যুতে একই সঙ্গে ঈশ্বর ও অধঃপতিত মানবজাতির প্রতীক ইহুদীরা সন্তুষ্ট হয়। একই সঙ্গে স্বর্গলোক দুহাত বাড়িয়ে যীশুর দিব্য মহান আত্মাকে বরণ করে নেয় এবং পৃথিবী বিদীর্ণ হয়ে তাঁর মরদেহ ধারণ করে। মানবজাতির প্রতি অনন্ত বিশ্বপ্রেমের তাড়নায় যীশু এইভাবে প্রায়শ্চিত্ত করলেও ইহুদীদের ন্যায়বিচার কলুষিত হয় এ কাজে। তাই ধ্বংস নেমে আসে তাদের উপর। সুতরাং বুঝতে পারছ সব দিক দিয়েই ঈশ্বরের ন্যায়-

বিচার আছে অক্ষুণ্ণ। ঈশ্বরের বিধানে মানুষের দ্বারা কৃত যে কোন পাপের প্রতিশোধ এবং প্রায়শ্চিত্ত ন্যায়সঙ্গতভাবেই গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারছি, তোমার মনে আর একটি সংশয়াকীর্ণ চিন্তা জটিল হয়ে উঠেছে এবং সে চিন্তা তার সমাধান খুঁজছে।

আমি বললাম, তুমি যা বলবে আমি তা বুঝতে পেরেছি। মানবজাতির মুক্তির জন্য তাঁর অবলম্বিত বিধান সত্যই বড় কঠিন, বোধাতীতভাবে দুর্গম।

বিয়াত্রিস আবার আমাকে বলল, ভাই, যে বিধান মানুষ বুঝেও বোঝে না। সেই গুহ্য বিধান মানুষের চর্মচক্ষুর দৃষ্টিপথে পতিত হয় না কখনো সে বিধানের মহিমা একমাত্র তারাই উপলব্ধি করতে পারে যাদের মানবপ্রেম ও ঈশ্বরপ্রেম এক হয়ে এক সুমহান পরিণতি লাভ করেছে। আমি তোমাকে সেই বিধানের কথাই বলব। বলব ঈশ্বর কেন এই প্রায়শ্চিত্তের ভয়াবহ বিধান দান করলেন। ঈশ্বরের বিধানের কথা তাঁর মহিমার কথা বা সৃষ্টিতত্ত্বের কথা মানুষ সবই জানতে পারে। কারণ ঈশ্বর যখন মানুষ সৃষ্টি করেন তখন কোন ঈর্ষা ছিল না তাঁর মনে। তাঁর সৃষ্ট সব মানুষকে তিনি সন্তানজ্ঞানে ভালবাসেন। সুতরাং তিনি মানুষের বোধাতীত কোন সত্যকে আপন মনে অকারণে গোপন রেখে দেননি। মানুষ তার অটল ভক্তি ও ঈশ্বরপ্রীতির মাধ্যমেই ঈশ্বরের সব তত্ত্ব জানতে পারে।

ঈশ্বর প্রত্যক্ষভাবে নিজের হাতে যা কিছু সৃষ্টি করেন সে সব বস্তু নিত্যমুক্ত ও নিত্যশুদ্ধ। তারা কোন গৌণ বস্তু বা পার্থিব কার্যকারণের অধীন হয় না।

ঈশ্বর একমাত্র যারা তাঁর মত গুণসম্পন্ন তাদের বেশী ভালবাসেন। কারণ যে দিব্য ও নিত্যপূতঃ আলোর দ্বারা তাঁর পরমাত্মা সতত উদ্‌ভাসিত, ঐশ্বরিক গুণসম্পন্ন মানবাত্মারাই সেই অলৌকিক আলোর দ্বারাই হয় প্রতিভাসিত। একমাত্র পাপপ্রবৃত্তি ও পাপকর্মের দ্বারা ঈশ্বরের দিব্য আলোর দ্যোতনাগুণ আচ্ছন্ন হয়ে যায়। মলিন হয়ে যায় সে আলোর উজ্জ্বলতা। অবৈধ আনন্দের লালসায় মানুষ পাপকর্মের দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে উপযুক্ত শাস্তিভোগ ও প্রায়শ্চিত্তকরণ ছাড়া সে বিচ্ছেদের অবসান ঘটানো সম্ভব নয়। এই পাপের জন্যই আদি পিতামাতা আদম ও ঈভ স্বর্গোদ্যানসুখ হতে বঞ্চিত হয় চিরতরে।

মানুষ যে পাপ করে ঈশ্বর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, দুটি উপায়ে তার স্খলন

হতে পারে। ঈশ্বর করুণাবশতঃ সরাসরি সে পাপ স্খালন করতে পারেন অথবা মানুষ তার জীবনের যথাসর্বস্ব ঈশ্বরকে দান করে তার পাপের ঋণ পরিশোধ করতে পারে। যতদূর সম্ভব মনোযোগ সহকারে আমার এই সব আধ্যাত্মিক কথাগুলি উপলব্ধি করার চেষ্টা করো।

মানুষ ঈশ্বরের আদেশ যদি লঙ্ঘন না করত, তাহলে তার সীমাবদ্ধ শক্তি দিয়ে সে কখনই ঈশ্বরকে যথাযথভাবে সন্তুষ্ট করতে পারত না। তাই ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করে সে ঈশ্বরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে নঞর্থকভাবে। সুতরাং মানুষ তার পাপের ঋণ শোধ করে ঈশ্বরের করুণা লাভ করে। ঈশ্বর মানুষকে যথার্থ জীবনপথের ও জীবনসত্যের সন্ধান দেন। মানুষ একমাত্র তার অন্তঃকরণের সততা ও পবিত্রতার দ্বারাই পরম মঙ্গলময় ঈশ্বরের করুণা লাভ করতে পারে। ঈশ্বরের করুণা ছাড়া মানুষের পরিত্রাণের কোন উপায় নেই। ঈশ্বরের পুত্র যদি রক্ত মাংসের মানবদেহ ধারণ না করতেন ঈশ্বরের ন্যায়বিচার এইভাবে মর্ত্যে নেমে আসত না, প্রতিষ্ঠিত হতে পারত না।

তোমার বুদ্ধিগত কৌতূহল সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত করার জন্য আর একটা কথা তোমায় বলব। তোমরা হয়ত বলে থাক মাটি জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি প্রধান প্রধান পার্থিব উপাদানগুলিকে প্রায়ই পরিবর্তিত হতে দেখি। এই সব বস্তুগুলি নিয়ত পচনশীল, পরিবর্তনশীল ও মরণশীল। ধ্বংসের হাত থেকে তাদের কোন শক্তিই রক্ষা করতে পারে না। কিন্তু তোমার চারিদিকে পরিব্যাপ্ত এই বিরাট স্বর্গলোক জুড়ে যে সব দেবদূতেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা ঈশ্বরের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্ট। তাই তারা অজর, অমর ও অক্ষয়। তারা নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্তিস্বভাব। এই সব দেবদূত ছাড়া আর যে সব বস্তু ঈশ্বরের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্ট হয় সেগুলি হলো মানুষ, জীবজগৎ ও উদ্ভিদ জগতের প্রাণ এবং গ্রহনক্ষত্রের গতি। তোমার প্রাণ ও অন্তরাত্মা ঈশ্বরের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্ট বলেই তা আবার ঈশ্বরের কাছে ফিরে যেতে চায়। ঈশ্বরকে লাভ করতে চায় তাঁর পরম আকাঙ্খিত বস্তুরূপে।

এইভাবে পুনরভ্যুত্থানের রহস্যও উদ্ঘাটন করতে পার তুমি। দেহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মানবাত্মার মৃত্যু ঘটে না। সমস্ত পাপ হতে মুক্ত হয়ে স্বর্গলোকে গিয়ে ঈশ্বরের দর্শনলাভের পর আবার মর্ত্যে এসে দেহ ধারণ করে সে আত্মা।

# অষ্টম সর্গ

## শুক্রগ্রহের পথে উৎক্রমণ ঃ চক্রাকার আত্মার দল

### কাহিনীসংক্ষেপ

দান্তে ও বিয়াত্রিস দুজনে বুধগ্রহ হতে অতি দ্রুত শুক্রগ্রহে উঠে গেলেন। দান্তে লক্ষ্য করলেন, বিয়াত্রিস তাঁর সঙ্গে স্বর্গলোকস্থ একটি গ্রহস্তর হতে ঊর্ধ্বতন অন্য একটি গ্রহস্তরে যতই উঠে যাচ্ছিল ততই বেড়ে যাচ্ছিল তার অঙ্গসৌন্দর্যের উজ্জ্বলতা। শুক্রগ্রহে তাঁরা এমন সব আত্মার দেখা পেলেন যারা প্রেমানুভূতির আতিশয্যবশতঃ প্রায় উন্মাদের মত আচরণ করত, প্রেমের ব্যাপারে যারা কোন বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় দিতে পারেনি। এখন তারা সমস্ত আতিশয্য ও চপলতা চঞ্চলতা হতে মুক্ত এক মানসিক শান্তি ও শৃংখলা লাভ করেছে। এখন তারা স্বর্গলাভের আনন্দে মধুর স্বরে প্রার্থনা গান করছে। তাদের সে গানের সুরমাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে গেলেন দান্তে এবং সে গান বার বার শুনতে ইচ্ছা হচ্ছিল তাঁর। সহসা দান্তের অন্তরঙ্গ বন্ধু চার্লস মার্তেলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। পার্থিব বস্তুর গুণাবলীর বৈচিত্র্য সম্পর্কে দান্তের সঙ্গে কথা-বার্তা বলতে লাগলেন।

লোকে বলে সুন্দরী ভেনাস সাইপ্রাস দ্বীপে প্রথমে সমুদ্র থেকে ওঠেন। সেই সুন্দরী সাইপ্রীয় দেবী ভেনাস স্বর্গের তৃতীয় স্তর শুক্রগ্রহ জুড়ে ঘুরে বেড়ান। এই দেবী ভেনাসই নাস্তিক হীদেনদের মন প্রেমের আতিশয্যে উন্মাদ করে তোলে।

প্রাচীনকালের লোকেরা এই প্রেমোন্মাদ রোগে বেশী ভুগত এবং ভেনাসকে ভক্তিও করত। কারণ ভেনাসের খামখেয়ালের ফলে তাঁর ফুলশরের আঘাতে অনেকে জর্জরিত হয়ে পড়ত। তাই লোকে ভয়ে ভক্তি করত। ভেনাসের পুত্র কিউপিড ও তার মা ডায়েনাও ভেনাসকে খাতির করত। একবার ভেনাস তার পুত্র কিউপিডকে ঈনিসের পুত্র এসকারিয়াসের ছদ্মবেশে দিদোর কাছে পাঠান। দিদো কিউপিডকে আলিঙ্গন করে। সেই আলিঙ্গনের ফলে দিদো এমন এক আঘাত লাভ করে যাতে ঈনিসের প্রেমে পড়তে বাধ্য হয়। পরে সেই ব্যর্থ প্রেমের জ্বালাই তার মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠে।

ভেনাস হচ্ছে একাধারে প্রভাতের তারা ও সন্ধ্যাতারা। প্রভাতের তারার নাম লুসিফার আর সন্ধ্যাতারার নাম হেসপারাস। কিন্তু সকাল বেলায় সূর্য না উঠলে ভেনাসকে দেখা যায় না আর সন্ধ্যাবেলায় সূর্য অস্ত গেলে তবে ভেনাসকে দেখা যায় পৃথিবী থেকে।

এতক্ষণ আমি বুঝতে পারিনি আমরা কথা বলতে বলতে শুক্রগ্রহে উঠে এসেছি। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করে দেখলাম বিয়াত্রিসের দেহসৌন্দর্য আগের থেকে বেড়ে গেছে আরও।

তারপর দেখলাম, একটি অগ্নিশিখা হতে যেমন অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ নির্গত হতে দেখা যায়, কোন সমবেত কণ্ঠে গীত গানে যেমন দেখা যায় একটি কণ্ঠের মূল গানকে অসংখ্য কণ্ঠ অনুসরণ করছে, মেঘ হতে অসংখ্য বিদ্যুতের চকিত আলোকরেখা বেরিয়ে আসে তেমনি কক্ষচ্যুত অসংখ্য উল্কার মত একজন আত্মা আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। তারা প্রথমে ঘূর্ণিবায়ুর মত ঘুরতে ঘুরতে যাত্রা শুরু করে তীব্র বেগে উল্কার মত আসতে লাগল আমাদের কাছে।

তারা সকলেই 'হোসান্না' এই প্রার্থনা গানটি গাইছিল সমবেত কণ্ঠে। সে গানের ধ্বনি এমনই মধুর যে আমি আমার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তা ভুলতে পারব না। সে গান আমার বার বার শুনতে ইচ্ছা হচ্ছিল এবং সে গানের অভাবে আমি এক নিবিড় ব্যথা অনুভব করছিলাম অন্তরে।

সেই সব অগ্রসরমান আত্মাদের মধ্য হতে একজন আমার কাছে এসে বলল, তোমাকে আমাদের মাঝে পেয়ে আমরা খুব আনন্দিত হয়েছি। বল কি চাও। তোমার আশা পূরণের জন্য আমরা সতত প্রস্তুত। আমরা এই স্বর্গের তৃতীয় স্তরে কয়েকজন দেবদূতের নেতৃত্বে চক্রাকারে ঘুরতে থাকি। আমরা এখানে সেই ঈশ্বরের গুণগান করি যিনি এই স্বর্গলোকের স্তরগুলি পরিচালনা করেন। এক অপরিসীম ঐশ্বরিক প্রেমে পরিপূর্ণ আমাদের অন্তর। সেই প্রেমের প্রভাবে সকলকেই ভালবাসি আমরা। সকলেরই তৃপ্তিবিধানের চেষ্টা করি।

তার কথা শুনে আমি একবার আমার প্রণয়িনী বিয়াত্রিসের মুখপানে তাকালাম। আমি যেন তার কাছে জানতে চাইছিলাম আমি সেই আত্মাটির সঙ্গে কথা বলব কি না।

বিয়াত্রিস তখন নীরবে তার সম্মতি জানাল। আমি তখন সেই উজ্জ্বল

আত্মাটির পানে তাকিয়ে মমতার সঙ্গে তাকে বললাম, বল তুমি কে।

আমার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের আতিশয্যে উজ্জলতর হয়ে উঠল তার উজ্জল মুখখানা। মুখে এক আশ্চর্য আনন্দের উজ্জলতা নিয়ে সে বলল, পৃথিবীতে আমার পরমায়ু ছিল খুবই স্বল্প। আমি যদি আরো কিছুদিন বাঁচতাম তাহলে অনেক অঘটন আমার দেশে ঘটতে দিতাম না। আজ আমি এই স্বর্গলোকে সুখেই আছি। পরম সুখের এক অপ্রাকৃত জ্যোতি আমাকে ঘিরে আছে চারদিকে, তোমার থেকে পৃথক করে রেখেছে। রেশমের গুটির মত সে আলো আপনা থেকে জাল বিস্তার করে চলেছে।

তুমি আমাকে আমার জীবনে ভালবাসতে। কারণ আমিও তোমায় ভালবাসতাম। সোর্গ নদী যেখানে রোন নদীতে পতিত হয়েছে তার পাঁচ মাইল আগে রোন নদীর বাম তীরে যে প্রোভেন্স রাজ্য আছে রেমণ্ড বীরেঙ্গারের দৌহিত্র হিসাবে আমি তার উত্তরাধিকারী ছিলাম। এস্তো ও ভার্দে নদী যেখানে সমুদ্রে পতিত হয়েছে দক্ষিণ ইতালির সেই আসেনিয়া অঞ্চলও ছিল আমাদের অধিকারে। এটি ছিল নেপলস্ ও আলুনিয়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ড্যানিয়ুব নদীবিধৌত হাঙ্গেরীর রাজা ল্যাডিসনেয়াস অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হিসাবে সে রাজ্যের রাজমুকুট আমি লাভ করি ১২৯০ সালে। তখন আমার বয়স ছিল মাত্র উনিশ। কিন্তু অন্য এক আত্মীয়ের বিরোধিতায় হাঙ্গেরীতে রাজত্ব করা হয়ে ওঠেনি আমার।

পেকিনাস ও পেলোরাসের মাঝখানে সিসিলির সন্নিকটে যে ক্যাটেনিয়া উপসাগর আছে সেখানে ইউরাস নামে এক প্রবল দক্ষিণ-পূর্ব বায়ুপ্রবাহ প্রবাহিত হয়। এই অঞ্চলটি প্রায়ই ভূমিকম্পের দ্বারা কম্পিত হয় কারণ এ অঞ্চলের নিকটে আছে এটনা আগ্নেয়গিরি। পুরাণে কথিত আছে টাইফাস নামে শতমস্তকবিশিষ্ট এক ভয়ঙ্কর দানব নরলোক ও দেবলোক অধিকার করতে চায় গায়ের জোরে। দেবতাদের যুদ্ধে আহ্বান করায় দেবরাজ জোভ তাকে বজ্রাঘাতে নিহত করে এটনা পর্বতের তলায় তাকে সমাহিত করেন। কিন্তু সমাধির মাঝে সমাহিত থেকেও মৃত টাইফাস মাঝে মাঝে দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চেষ্টা করে। তার সেই সমস্ত সংগ্রামপ্রচেষ্টার ফলেই নাকি এটনা পর্বত কেঁপে ওঠে প্রবলভাবে আর তা এক ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুদ্গারে ফেটে পড়ে। কিন্তু আমার মনে হয় বাতাস ও সমুদ্রতরঙ্গের সংঘর্ষে এক ধরনের সালফার

সৃষ্ট হয় এবং তাতে মাঝে মাঝে আগুন জ্বলে ওঠে আর তার ফলেই ভূকম্পন শুরু হয়।

আমি বেঁচে থাকলে কালক্রমে তিনাক্রিয়া বা সিসিলিরও রাজা হতাম। হ্যাপসবার্গের সম্রাট রুডলফের কন্যা ক্লীমেন্সকে আমি বিবাহ করি। আমারই বংশধরেরা পরবর্তী কালে গুয়েলফ ও গিবেলাইন দলের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে ইতালির বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক অবস্থাকে শান্ত করে। ১৮৮২ সালের ৩০শে মার্চ তারিখে সন্ধ্যাবেলায় সিসিলির সান্ধ্যবিদ্রোহ সংঘটিত না হলে আমার বংশধরেরা সিসিলির রাজসিংহাসন লাভ করত। এই বিদ্রোহকে প্যালার্মোর বিদ্রোহও বলা হয়। ফলে সিসিলির রাজসিংহাসনও চলে যায় এ্যারাগনদের হাতে। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রবার্ট যদি যথাসময়ে নেপলস্ ও সিসিলির রাজা হতে পারত তাহলে সে আরাগনের ক্যাটালন সৈন্যদলকে বিতাড়িত করতে পারত। তাদের সঙ্গে আপোষ করতে হত না।

কিন্তু রাজ্যলাভের পর আমার ভাই অর্থলোভী রবার্টস্এর লোভ লালসা আরো বেড়ে যায়। রবার্টস্এর উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও লোভী ছিল। তাদের উচ্চাভিলাষ শুধু অর্থলালসাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। অথচ আমাদের পিতা ছিলেন নির্লোভ আর উদার প্রকৃতির।

আমি তখন বললাম, হে প্রিয় রাজকুমার, তুমি স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টির আলোকে পার্থিব সুখের উৎস ও পরিণামের কথা বর্ণনা করলে। তোমার কথা শুনে সত্যই আনন্দিত হয়েছে আমার অন্তরাত্মা। তবে তোমার কথায় একটা বিস্ময় আমি অনুভব করছি। আমি বুঝতে পারছি না, কেমন করে ভাল বীজ হতে নিকৃষ্ট ফল উৎপন্ন হয়। বুঝতে পারছি না, কেমন করে সদাশয় ও উদারপ্রকৃতির পিতার সন্তান এমন স্বার্থপর লোভী ও সংকীর্ণমনা হতে পারে।

চার্লস মার্তেল তখন আমাকে বলল, তুমি যদি একটা সত্য কথা উপলব্ধি করতে পার তাহলে দেখবে এ বিষয়ে সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। সে সত্য হলো এই যে. মানুষের অন্তর্নিহিত যা স্বাভাবিক গুণাবলী জন্মসূত্রে পিতামাতার কাছ থেকে প্রাপ্ত হয় না, সে গুণ সব ঈশ্বরের দান। তবে সেগুলি ঈশ্বরের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় না; কতকগুলি গৌণ শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

কিন্তু এই স্বর্গলোকের সমস্ত গ্রহনক্ষত্রের গতি ঈশ্বরের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে

নিয়ন্ত্রিত হয়। তুমি যে স্বর্গলোকের স্তরগুলি একে একে উৎক্রমণ করছ সেখানে সর্বত্রই দেখবে এক অবিচ্ছিন্ন শৃংখলা ও শান্তি বিরাজ করছে। ঈশ্বর তাঁর স্বয়ংসিদ্ধ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ চৈতন্যের দ্বারা এই স্বর্গলোকের প্রতিটি আত্মার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করেন। ঈশ্বরের বিধানেই প্রতিটি স্বতন্ত্র আত্মা এক একটি অবশ্যম্ভাবী পরিণতির পথে এগিয়ে চলেছে। ঈশ্বরের বিধান না থাকলে সবত্রই দেখা দিত চরম বিশৃংখলা। অপূর্ব ও অসার্থক বোধ হত ঈশ্বরের সর্বশুদ্ধ চৈতন্য। প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্য গ্রহনক্ষত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং গ্রহনক্ষত্রের গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয় ঈশ্বরের দ্বারা। আচ্ছা ব্যাপারটা কি তোমাকে আরো পরিস্কার করে বলতে হবে ?

আমি উত্তর করলাম, না। আমি বুঝতে পেরেছি, সামাজিক কারণে সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে প্রতিটি মানুষকে তার আপন আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলতে হয়।

মার্তেল তখন বলল, আচ্ছা, মানুষ কি নাগরিক বা সামাজিক জীবন যাপন না করলে তার খারাপ হবে ?

আমি বললাম, হাঁ। একথা কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

মার্তেল বলল, পণ্ডিতপ্রবর গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টোটলও বলেছেন, প্রতিটি মানুষের যোগ্যতা ও কর্মশক্তি অন্যজনের থেকে স্বতন্ত্র। মানুষে মানুষে ব্যক্তিগত পার্থক্য হতেই ব্যক্তিগত ও গুণগত যোগ্যতার তারতম্য ঘটে।

এই তারতম্য অনুসারে কেউ হয় আইনপ্রণেতা, কেউ হয় সেনাপতি, কেউ হয় ধর্মযাজক আবার কেউ বা হয় যন্ত্রবিৎ বা কারিগর। প্রকৃতি কোন মানুষের পিতামাতার গুণাগুণ বিচার না করেই তার মধ্যে বিশেষ বিশেষ গুণের সঞ্চার করে থাকে। কারো পিতার গুণ যে তার পুত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হবেই এমন কোন কথা নেই। একই পিতামাতার যমজ সন্তান জ্যাকব ও এমাউর মধ্যে গুণগত পার্থক্য ছিল প্রচুর। সামান্য নীচ কুলে জন্মগ্রহণ করে ফোরার্টিনাস রোমুলাস যে বিরাট সামরিক কৃতিত্ব অর্জন করেন তাতে বিস্মিত হয়ে যায় সাধারণ মানুষ।

ঈশ্বর যদি স্বাভাবিক নিয়ম লঙ্ঘন করে মানুষের মধ্যে বিশেষ গুণ সঞ্চারিত না করতেন তাহলে দুষ্টপ্রকৃতির মানুষের সন্তান দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ হত।

এইভাবে আমি তোমাকে অবশেষে এক সিদ্ধান্তের মালা দিয়ে ভূষিত করে তুলব।

প্রতিটি মানুষের চরিত্রে ঈশ্বরের দ্বারা যে গুণগত বীজ উপ্ত হয় উপযুক্ত পরিবেশ বা আবহাওয়ার অভাবে তা অনেক ক্ষেত্রে সুপরিণতি লাভ করতে পারে না। মানুষ অনেক সময় তার ঈশ্বরপ্রদত্ত স্বাভাবিক গুণের কথা বিচার না করে ভুলপথে পরিচালিত করে নিজেকে ও অপরকে। অনেক সময় সামরিক কৌশলসম্পন্ন কোন জন্মসৈনিককে সামরিক বিদ্যা না শিখিয়ে তাকে চার্চে ধর্মযাজকের পদ দান করা হয়। আবার কোন ধর্মভাবাপন্ন ব্যক্তিকে রাজমুকুটে ভূষিত করা হয়। এইভাবে ব্যক্তিমানুষের বিশেষ গুণ বা প্রবণতা লঙ্ঘিত ও ভুলপথে চালিত হয়।

# নবম সর্গ

## শুক্রগ্রহ : অশুভ ঘটনাসম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর সার্থকতা

### কাহিনীসংক্ষেপ

শুক্রগ্রহে অবস্থানরত অবস্থাতেই দান্তে কবি সর্দেলোর স্ত্রী কানিজ্জার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করলেন। কানিজ্জা ছিল কবি সর্দেলোর স্ত্রী ও পদুয়ার ভয়াবহ ধ্বংসকার্যের নায়ক অত্যাচারী এজ্জেলিনো রোমানোর বোন। এর পর দান্তে মার্সাইএর কবি ফুলকেনের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। ফুলকেন শুধু কবি ছিলেন না, প্রেমিক হিসাবেও খ্যাতি অর্জন করেন। এই দুটি আত্মাই বিভিন্ন পার্থিব বিষয়ে আলোচনা করল দান্তের সঙ্গে। ত্রেভিসান অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনে অদূর ভবিষ্যতে যে বিপর্যয় নেমে আসবে সে বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করত কানিজ্জা। ফুলকেন বলল চার্চের অর্থলোভের কথা। চার্চের লোকেরা ধর্মনীতিকে লঙ্ঘন করে যেভাবে অর্থের পিছনে ছুটে চলেছে তা সত্যই নিন্দাজনক। বর্তমানে ঈশ্বর তাদের যে স্বর্গসুখ দান করেছেন তাতে এই দুজন আত্মাই সন্তুষ্ট এবং তার জন্য এক স্বতস্ফূর্ত আনন্দ প্রকাশ করল। তারা তাদের প্রথম জীবনে প্রেমের ক্ষেত্রে যে ভুল করেছে সে ভুল তারা আজ এখানে এসে বুঝতে পেরেছে। বুঝতে পেরেছে, যে প্রেমের ভুল

ব্যাখ্যা করে তার মহিমা বুঝতে না পেরে প্রেমের জন্য মানবচিত্ত দুর্বলতায় বিগলিত হয় সেই প্রেমই এক মহাশক্তিরূপে সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অনুশাসিত করে চলে।

হে সুন্দরী ক্লীমেন্স, তোমার স্বামী চার্লস মার্তেল আমাকে তোমাদের পারিবারিক ষড়যন্ত্রের কথা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব বলেছেন। আমি জানি কিভাবে তাঁর ভাই রবার্টস্ তাঁর পুত্রের সিংহাসনলাভের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে এবং অবশেষে মন্তিকাতিনির যুদ্ধে দুজনেই নিহত হন। তবে ভেবো না, সকল পাপেরই শাস্তি আছে। সুতরাং তোমার দুঃখেরও একদিন অবসান ঘটবে। ঐ দেখ চার্লস মার্তেলের আত্মা একে একে স্তরগুলি অতিক্রম করে স্বর্গের পথে এগিয়ে চলেছে। হে ভ্রান্ত ও প্রতারিত আত্মার দল, একদিন জীবনে তোমরা অসাধু ও অসৎ চিন্তার বশবর্তী হয়ে মঙ্গল ও সত্যের পথ হতে দূরে সরে গিয়েছিলে।

আর একটি উজ্জ্বল আত্মা আমার দিকে এগিয়ে এল। সে আরও উজ্জ্বল হয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল।

বিয়াত্রিস আগে হতেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ছিল আমার উপর। সে তার দৃষ্টির দ্বারা আমায় বুঝিয়ে দিল আমি আমার কোন আশা পূরণের জন্য সম্মতিলাভে বঞ্চিত হব না।

আমি তখন সেই আত্মাটিকে বললাম, আমার অনুরোধ, আমার আশা পূরণ করো। আমার মুখের দর্পণে আমার মনের কথা সবই বুঝতে পারছ।

আমার কথা শুনে সেই অপরিচিত উজ্জ্বল আত্মাটি আনন্দের সঙ্গে বলল, দক্ষিণে রিয়ালটো দ্বীপ আর উত্তরে আল্পস্ পর্বতমালার মাঝখানে ইতালির যে অঞ্চল অবস্থিত, যেখান থেকে ব্রেন্তা ও পিয়াভ নদীর উৎপত্তি হয়েছে সেইখানে বাসানো নামে এক ছোট পাহাড়ের উপর এক প্রাসাদ আছে। সে প্রাসাদের নাম বোরমনো। সেই প্রাসাদ থেকে একদিন এক ভয়ঙ্কর অত্যাচারের মশাল বেরিয়ে ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চালিয়ে যায় সারা পতুয়া জুড়ে। সেই অত্যাচারী রাজার সহোদরা আমি। আমার নাম কানিজ্জা। একদিন এই গ্রহ যার নাম ভেনাস সেই ভেনাসের চক্রান্তে প্রেমের আগুন জ্বলতে থাকে আমার বুকে আর তার ফলে বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে পড়ি আমি। আমাকে নরকে আসতে হয়। তবে এই স্বর্গলোকে এসে কোন লোকসান হয়নি আমার।

আমার সঙ্গে যে আত্মাটি রয়েছে সেও এক রত্ন। ও হচ্ছে কবি ফুলকেন যার যশ পাঁচশত বছরেও ক্ষয় হয়ে যাবে না, যার উপস্থিতি আমাদের এই গ্রহ-লোকটিকে গৌরবান্বিত করে তুলেছে।

আমার ভাই এজ্জেলিনো পাহাড়ের উপর যে ধ্বংসকার্য্য সাধন করে তার সাক্ষী আছে এ্যাডিজ ও ত্যাগলিয়ামেন্টো নদী।

একই পিতামাতার যমজ সন্তান যে সমান হয় না এজ্জেলিনো ও কানিজ্জা তার প্রমাণ। এজ্জেলিনো ছিল অত্যাচারী নরঘাতক; অথচ কানিজ্জার জীবনে একমাত্র আকাঙ্খিত বস্তু ছিল প্রেম। এক পরিপূর্ণ আশায় প্রেমের খাতিরেই সে দুজন প্রেমিককে গ্রহণ করে এবং চারবার বিবাহ করে। কানিজ্জা আশী বছর বয়সে মারা যায়।

সিলি আর কাগনানো নদী যেখানে ব্রেডিসো নদীতে পড়েছে সেই অঞ্চলে অবস্থিত ফেলত্রোর বিশপ একটা গুরুতর অন্যায় করে পরে আক্ষেপ করতে থাকে। তেরজন নির্বাসিত গিবেলাইনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের ধরিয়ে দেয় এবং পরে দুঃখ করতে থাকে।

কিন্তু এখানে সকলের সব দুঃখের অবসান ঘটে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের ফলে এবং দেবদূতদের ব্যবস্থাপনায়। এই কথা বলে চুপ করল কানিজ্জা। তাকে দেখে মনে হলো তার চিন্তা অন্য কোন বিষয়ে চলে গেছে। কানিজ্জা আবার অন্যান্য আত্মাদের সঙ্গে চক্রাকারে ঘুরতে লাগল।

কানিজ্জা তার পার্শ্ববর্তী যে আত্মাটির গৌরবগান করছিল একটু আগে সে আমার কাছে সূর্যালোক প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় এগিয়ে এল। অন্ধকার যেমন কোন ছায়াকে কালো করে তোলে, মানুষের বিষাদকে আরো প্রগাঢ় করে তোলে, আনন্দ তেমনি আরও উজ্জ্বল করে তোলে মানুষের চোখ মুখকে।

আমি সেই আত্মাকে বললাম, ঈশ্বর সব কিছুই দেখতে পান। ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য হে আত্মা, ঈশ্বরের অনুগ্রহে তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি এমনই স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে যে আমার অন্তরের গোপন কথাও অবিদিত নেই তোমার কাছে। তোমার যে গানের সুরমাধুর্যের দ্বারা এই স্বর্গলোককে রোমাঞ্চিত করে তুলে-ছিলে অসীম পুলকে, সে গানের বাণীটি কি বল। ছয়টি পক্ষবিশিষ্ট যে সব দেবদূত প্রার্থনা করছিল তারা কে? কেন সে প্রার্থনার গান আমার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় না? তুমি যেমন আমার মনের কথা সব বুঝতে পার আমি তেমনি কেন তোমার মনের কথা জানতে পারি না?

ইউরোপ আর আফ্রিকা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মাঝখানে আছে ভূমধ্য-সাগর। যে আটলান্টিক মহাসাগর সারা পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে, জিব্রাল্টার প্রণালীতে সেই আটলান্টিক মহাসাগরে মিলিত হয়েছে ভূমধ্য সাগর। আফ্রিকার যে উপকূলভাগে এব্রো ও মাগরা নদীর মাঝখানে একই দ্রাঘিমারেখার উপর অবস্থিত মার্সাই ও বুগিয়া বন্দর, আমার জন্ম হয় সেই উপকূলভাগে। খৃস্টপূর্ব ৪৯ অব্দে জুলিয়াস বহু লোকক্ষয় করে মার্সাইএর গৃহযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে মার্সাই অধিকার করেন। অসংখ্য মানুষের তাজা রক্তে উত্তপ্ত ও লাল হয়ে ওঠে বন্দরের জল।

আমার নাম ছিল ফুলকেত। আমার বংশও এই নামেই পরিচিত। টায়ার-রাজ বেলাসের কন্যা দিদো ও ফাইলিস ব্যর্থ প্রেমের যে অন্তর্বেদনায় দগ্ধ হয়েছিল, আমার প্রেমাহত চিত্তের বেদনাও তার থেকে কিছু কম নয়। দিদো প্রথমে তার খুল্লতাত সিকেউসকে বিবাহ করে। কিন্তু তার আপন ভাই পিগম্যালিয়ন অর্থের লোভে সিকেউসকে হত্যা করলে মনের দুঃখে আফ্রিকায় অবস্থিত টায়ারে চলে যায় দিদো। প্রতিজ্ঞা করল জীবনে আর কাউকে ভালবাসবে না এবং তার মৃত স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। কিন্তু পরে সে আবার ভ্রাম্যমান ঈনিসকে ভালবেসে ফেলে। এইভাবে সে ঈনিসের স্ত্রী প্রিয়ামকন্যা ক্রেসা ও সিকেউসের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে।

থ্রেস দেশে রোডোপ নামে এক পাহাড় আছে। সেই পার্বত্য অঞ্চলের মেয়ে ফাইলিস ডেমোফুনকে ভালবাসে। কিন্তু অবিশ্বস্ত ডেমোফন তাকে ছেড়ে চলে যায়। শক্তির দেবতা হার্কিউলেসও এই প্রেমের খাতিরেই রাজা ইউরিতাসকে হত্যা করে তার কন্যা আইওলকে নিয়ে পালিয়ে যায় এবং তাঁর অন্তরে চিরকাল বন্দী করে রাখেন।

কিন্তু জীবনে ব্যর্থ প্রেমের যে সব জ্বালা যন্ত্রণায় ভুগতাম এখানে সে সব আর অনুভব করি না। এখানে সে সব কথা আর মনে পড়ে না। এখানে স্বর্গলোকের স্তরে এসে আমরা ভাবি শুধু ঈশ্বরের সৃষ্টিতত্ত্বরহস্যের কথা। মহাজাগতিক ঐশ্বরিক প্রেমের অন্তহীন পটভূমিকায় নরনারীর পার্থিব প্রেম কত ক্ষুদ্র কত তুচ্ছ মনে হয় সে কথা ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই।

আমার মনে হয়, এই স্বর্গস্তরে এসে তোমার মনে য কৌতূহল জেগেছে তা এখনো তৃপ্ত হয়নি। সে কৌতূহল নিঃশেষে নিবৃত্ত করার জন্য আরো কিছু বলব তোমায়।

স্বচ্ছ নির্মল জলের উপর পড়া সূর্যের আলোকচ্ছটা যেমন আরো উজ্জল দেখায় তেমনি উজ্জল যে আত্মাটি আমার কাছে অদূরে রয়েছে তুমি অবশ্যই তার কথা জানতে চাইবে। জেনে রাখবে, ওখানে পরম শান্তিতে বিরাজ করছে রাহাবের আত্মা। রাহাব প্রথমে ছিল ইহুদী এবং জেরিকো নগরীর বারবনিতা। জোশুয়া জেরিকো জয়ের সময় দুজন গুপ্তচর নগরীর সামরিক সংবাদ সংগ্রহের জন্য জেরিকোতে পাঠান। সেই গুপ্তচর দুজনকে রাহাব আশ্রয় দান করে জোশুয়ার জয়লাভে সহায়তা করে। তাছাড়া রাহাব পরে সালমতকে বিবাহ করে যে বংশধারার সৃষ্টি করে সেই বংশেই যীশু জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্যই রাহাব ইহুদী বারবনিতা হয়েও আজ অফুরন্ত স্বর্গসুখ ভোগ করছে। এক সমবেত প্রার্থনাগানের দ্বারা অভিনন্দিত করা উচিত।

পৃথিবীর ছায়া স্বর্গলোকস্থ এই শুক্রগ্রহেও প্রসারিত। কিন্তু এর পর আর সে ছায়া উঠতে পারে না। যীশু একবার নরকপ্রদেশ জয় করে সেখান থেকে কয়েকটি অভিজাত ব্যক্তির আত্মাকে মুক্ত করে নিয়ে যান। প্রায় সম পরিমাণ গৌরবে গৌরবমণ্ডিত ছিল জোশুয়ার বিজয় গৌরব। জোশুয়ার বিজয়গৌরবে রোম গৌরবমণ্ডিত হয়। খৃস্টধর্মের জয়যাত্রা শুরু হয় দিকে দিকে।

কিন্তু খৃস্টধর্ম জগতের গুরু পোপ অষ্টম বনিফেস তাঁর পদমর্যাদা সুরক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে পোপ হিসাবে তাঁর ধর্মগত কর্তব্যে ক্রমাগত অবহেলা করেন। অবিশ্বাসী নাস্তিকদের কবল থেকে কয়েকটি খৃস্টধর্মাবলম্বী দেশকে মুক্ত করার চেষ্টা করেননি। এমন কি ধর্মযুদ্ধ চলাকালে প্যালেস্টাইনে অবস্থিত খৃস্টধর্মাবলম্বীদের শেষ ঘাঁটি এ্যাক্রেও ১২৯৮ সালে সারাসীনদের দ্বারা অধিকৃত হয় এবং তা পুনরুদ্ধারের কোন চেষ্টা করা হয়নি।

ব্যাপক অধর্মাচরণের জন্য ফ্লোরেন্স নগরীও কুখ্যাতি লাভ করে। ঈশ্বরের পবিত্র নৈতিক বিধান লঙ্ঘন করে। যে রাখালের কাজ হচ্ছে মেষপাল রক্ষা করা, সে রাখাল মেষপাল ভক্ষণ করলে যা হয় তেমনি হয়েছিল রোমে আর ফ্লোরেন্স নগরীতে। ধর্মের রক্ষক যাজকরাই ধর্মকে গ্রাস করতে থাকে। ধর্মগুরু পোপরা অর্থলাভের জন্য ইচ্ছামত বিধান দান করত। খৃস্টধর্মজগতের পীঠস্থান রোম দুর্নীতিপরায়ণ পোপদের জন্য এমনই কলুষিত হয়ে পড়ে যে সাধারণ মানুষ সঙ্ঘবদ্ধভাবে তার প্রতিবাদ করে। তবে খৃস্টধর্মের মূল নীতি ও সত্য হতে বিচ্যুত পোপ ও ধর্মযাজকদের মনে একদিন অনুশোচনা অবশ্যই জাগবে। তারা নিজেদের ভুল নিজেরা একদিন বুঝতে পারবেই। এই

ব্যাপক ব্যভিচার ও দুর্নীতিপরায়ণতার করাল কলুষিত ছায়া হতে ধর্মের সতত স্বচ্ছ আলো একদিন মুক্ত হবেই।

# দশম সর্গ

## বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়মশৃংখলা : সূর্যের গতিপথ

### কাহিনীসংক্ষেপ

যে শুক্রগ্রহ পর্যন্ত পৃথিবীর ছায়া প্রসারিত সেই শুক্রগ্রহ ত্যাগ করে সৌর-লোকের দিকে উঠে যেতে লাগলেন দান্তে ও বিয়াত্রিস। সৌরলোকের অত্যুজ্জ্বল পটভূমিকায় জ্ঞানী ও বিদ্বান ব্যক্তিদের আত্মাগুলি প্রতিভাত হয়ে উঠল উজ্জ্বলভাবে। দান্তে ও বিয়াত্রিসের চারদিকে তিনবার ঘুরে সেই সব আত্মা বারোটি আলোকস্তম্ভের এক চক্র সৃষ্টি করল। তারপর তারা এমন মধুর স্বরে গান করতে লাগল যে গানের সুর-কল্পনা মর্ত্যালোকে সম্ভব নয়। সেই সব আত্মাদের মধ্য হতে টমাস এ্যাকুইনাস নামে একজন আত্মপরিচয় দান করল। পরে সে অন্য সকলের নামও বলল।

যে ঈশ্বর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল কিছুই সৃষ্টি করেন অথচ নিজে কারো দ্বারা কখনো সৃষ্ট হননি স্বয়ম্ভু সেই ঈশ্বর অনন্ত প্রেমের দৃষ্টিতে জাগতিক ও মহাজাগতিক সকল বস্তুকেই অবলোকন করে থাকেন। ঈশ্বরের অতিমানস যে বিশ্বচৈতন্য এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র সতত ক্রিয়াশীল থেকে শৃংখলার বিধান করে চলেছে তার কথা ভাবতে গেলে যে কোন চিন্তাশীল মানুষই ঈশ্বরের কথা না ভেবে পারবে না।

হে আমার প্রিয় পাঠকবর্গ, দুটি গতি বা বিশেষ চক্রাবর্তনের কথা ভেবে দেখুন। একটি গতি হলো পৃথিবীকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গ্রহের আহ্নিক আবর্তন যার ফলে দিন রাত্রির সৃষ্টি হয় আর একটি হলো বিভিন্ন গ্রহকে ঘিরে সূর্যের বার্ষিক আবর্তন যার ফলে ঋতুপরিবর্তন ও গ্রহণ হয়। একটি আবর্তন অন্য আবর্তনটির বিপরীত।

পরম স্রষ্টার বিশ্বসৃষ্টির অপরূপ নির্মাণকৌশল দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। দেখা যাবে পরম স্রষ্টা ঈশ্বর তাঁর বিশ্বসৃষ্টিকে এমনই ভালবাসেন

যে তিনি তার প্রতি নিরন্তর লক্ষ্য রাখেন, একবারও দৃষ্টি অপসারিত করে নেন না। সূর্যের গতিপথের অদূরে আছে একটি চক্রাকার বৃত্তপথ। সে পথে গ্রহরা আবর্তন করে। বিভিন্ন গ্রহেরা আপন আপন কক্ষপথে আবর্তন করে পৃথিবীর অনেক প্রয়োজন চরিতার্থ করে। যদি তাদের পথ এমন পাশাপাশি না হত তাহলে অনেক অঘটন ঘটত সৌরমণ্ডলে। তার ফলে অনেক বিশৃংখলা দেখা দিত মর্ত্যলোকে।

হে আমার প্রিয় পাঠকবর্গ, আপনারা এই স্বর্গলোকে আসার আগেই আপনাদের স্বর্গসুখের যে পূর্বাস্বাদ দান করলাম তার সাহায্যেই আপনারা এ লোক সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু কল্পনা করে নিতে পারবেন। এখন আমায় যে বিষয়বস্তুকে ছন্দোবদ্ধ কাব্যরূপ দিতে হবে তার দিকে সক্রিয় মনোযোগ দিই আমি।

বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ামকদের মধ্যে যে সর্বপ্রধান, যার আলোর মাপকাঠিতে মানব জগতের সকল কর্মের পরিমাপ হয় সেই সূর্য এখন উত্তরায়ণের পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। অর্থাৎ বর্ষাকাল শীতঋতু হয়ে গ্রীষ্ম ঋতুর দিকে এগিয়ে চলেছে, এবং সূর্য প্রতিদিনই একটু করে আগে উদিত হচ্ছে।

আমি এবার সেই সূর্যালোকে প্রবেশ করেছি।

অথচ কেমন করে আমি শুক্রগ্রহ হতে এত অল্প আয়াস ও অল্প সময়ে সূর্যলোক অর্থাৎ স্বর্গলোকের চতুর্থ স্তরে উঠে এলাম তা ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। পরে বুঝলাম, তা শুধু বিয়াত্রিসের উপস্থিতি ও সাহচর্যের ফলেই সম্ভব হয়েছে।

আমি সেখানে গিয়ে দেখলাম, সূর্যের দেহ এত উজ্জ্বল যে তার মধ্যে কোন রং নেই। আপন আপন শিল্প প্রতিভার দ্বারা আপনারা এই উজ্জ্বল সূর্যের এক কাল্পনিক ছবি অঙ্কন করতে পারেন। কিন্তু তা উচিত হবে না। কারণ তার দ্বারা সূর্যের উজ্জ্বলতাকে কোনমতেই বোঝানো যাবে না। মানুষের সীমাবদ্ধ কল্পনা যদি সেখানে না পৌঁছয় তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। মানুষের চোখ সূর্যের থেকে উজ্জ্বল কোন বস্তু কখনো দেখেনি।

স্বর্গলোকের চতুর্থ স্তরটি এইভাবে স্বয়ং সূর্যের উজ্জ্বলতার দ্বারা সতত আলোকিত। এই সূর্যের আলোর উৎস হচ্ছেন স্বয়ং ঈশ্বর। ঈশ্বরের অফুরন্ত আলোর দ্বারা সতত অভিস্নাত সূর্য আবার বিশ্বজগৎকে আলোক বিতরণ করে।

বিয়াত্রিস আমাকে এবার বলল, সূর্যকে ধন্যবাদ দাও। তার গুণগান করো, কারণ এই সূর্যই অনুগ্রহ করে তোমাকে এ লোকে এত সহজে টেনে এনেছে। তুমি ক্রমশই ঈশ্বরের সমীপবর্তী হচ্ছ।

বিয়াত্রিসের কথা শুনে আমার সমগ্র অন্তরাত্মা ও ইচ্ছাশক্তি যুক্ত হয়ে ঈশ্বরের কাছে যাবার জন্য এমন ব্যাকুল হয়ে উঠল যে এর আগে আর কোন মানুষ ঈশ্বরের জন্য এতখানি ব্যগ্র বা ব্যাকুল হয়নি। ঠিক সেই মুহূর্তে আমার আয়ত উদার চিত্তমাঝে ঈশ্বরের প্রতি এমন ভালবাসা জাগল যে আমি প্রায় বিয়াত্রিসের কথা সব বিস্মৃত হয়ে গেলাম।

কিন্তু আমার এই বিস্মৃতিতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হলো না বিয়াত্রিস। তার ভালবাসার কথা ভুলে গিয়ে ঈশ্বরকে বেশী ভালবাসায় সে কোনরূপ বিস্মিত বা বিতৃষ্ণ না হয়ে শুধু মৃদু হাসল। তার হাস্যময় চোখ মুখের সেই উজ্জ্বলতা অনেক কথা আমায় মনে করিয়ে দিল। আমি যেন এক জায়গায় স্থির হয়ে কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে রইলাম আর আমার সামনে দিয়ে একের পর এক অতীতের বহু উজ্জ্বল চিত্র চলে গেল। আরো অনেক আত্মার উজ্জ্বল আলো আমাদের চারদিকে ঘিরে দাঁড়াল। লাতোনার কন্যা ডায়েনা অর্থাৎ চন্দ্রকে যে শুভ্র-ধবল আলো ঘিরে রাখে আমার মনে হলো ঠিক সেই আলোর মালা ঘিরে আছে আমাদের। সেখানে এমন অনেক উজ্জ্বল রত্নাবলী দেখলাম যা এই মর্ত্যলোকের ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। যারা সেই রত্নের কথা শুনতে চায় তাদের সেখানে পাখা মেলে উড়ে যেতে হবে অথবা মূকেরা যেদিন কথা বলবে সেদিনের জন্য অপেক্ষায় থাকতে হবে।

সেই সব আত্মাদের আলোকমূর্তিগুলি আমাদের চক্রাকারে ঘিরে গান গাইছিল আর মাঝে মাঝে নৃত্যরত নর্তকীদের মত গান থামিয়ে দিচ্ছিল। সেই সব আলোকমূর্তিগুলির মধ্য থেকে একজন বলে উঠল, যে পরম প্রেমময় ঈশ্বরের অনন্ত প্রসারিত মহিমা প্রেম সঞ্চার করেছে তোমার মধ্যে, যাঁর অপার করুণা তোমাকে এই স্বর্গলোকে নিয়ে এসেছে, যেখান থেকে কেউ আর মর্তে ফিরে যেতে পারে না।

তুমি জিজ্ঞাসা করেছ যে বারোটি আলোকমূর্তি চক্রাকারে মালার ফুলের মত তোমাকে ও মহীয়সী নারী বিয়াত্রিসকে ঘিরে আছে, তারা কে আর তাদের এই উল্লসিত গানেরই বা কারণ কি।

আমি হচ্ছি এই দলেরই একজন এবং আমার নাম টমাস এ্যাকুইনাস।

দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আমি অনেক গবেষণা করি 'সাম্মা থিওলজিয়া' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করি। যৌবনে আমি ডোমিনিকান সঙ্ঘে যোগদান করি। আমি আমার গ্রন্থে ঈশ্বরের স্বরূপ, নীতিবিজ্ঞান এবং খৃস্টের জীবন ও বাণী আলোচনা করি। আমার পাশে ডান দিকে যিনি রয়েছেন তিনি হলেন আমার শিক্ষক এবং তাঁর নাম হলো কোলোনের আলবার্ট ম্যাগনাস। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সোয়ারিয়ায় তাঁর জন্ম হয়। তিনি পদুয়া, প্যারিস ও বোলোগনায় বিদ্যাশিক্ষা লাভের পর যখন কোলোনে অধ্যাপনা শুরু করেন তখন আমি তাঁর অধীনে শিক্ষা শুরু করি।

তুমি কি অন্য সকলের পরিচয়ও জানতে চাও? তাহলে শোন, এখানে চক্রাকারে যারা তোমাদের ঘিরে আছে তাদের প্রত্যেকের কথা বলছি। এর পর আর একজনের কথা বলছি। ইনি হলেন গ্রেশিয়ান, একাদশ শতকের শেষ ভাগে সম্ভবতঃ তুস্কানিতে জন্মগ্রহণ করেন। ইান আইন বিষয়ে গবেষণা করেন এবং ধর্মীয় আইনের বৈজ্ঞানিক যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করে ধর্মীয় আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যে সেতুবন্ধনের চেষ্টা করেন। এর পরের আত্মাটি পিটার লম্বার্ডের। ইনি ঈশ্বরের অবতারতত্ত্ব তাঁর রচিত গ্রন্থ 'সেণ্টেন্সিয়ারাম লিব্রি কোয়ার্টার' এ আলোচনা করেন। তিনি তাঁর গ্রন্থের প্রারম্ভে বিনয়ের সঙ্গে বলেন, কোন দরিদ্র বিধবা নারী যেমন তার যথাসর্বস্ব ধর্মপ্রেরণার বশবর্তী হয়ে চার্চকে দান করে তেমনি আমিও আমার সমস্ত জ্ঞানভাণ্ডার বিনম্রাবনত চিত্তে সব দান করেছি। পঞ্চম আলোকমূর্তিটি হলো রাজা সলোমনের। সলোমনের জীবন সম্বন্ধে মর্ত্যলোকে অনেকেই অনেক কিছু জানতে চায়। কেউ কেউ বলে পৌত্তলিকতার অপরাধে তিনি অভিশপ্ত হন। আবার অনেকে বলেন তাঁর গভীর জ্ঞান ও বিচারক্ষমতার জন্য ঈশ্বর তাঁকে মার্জনা করেন। বাইবেলের কথা যদি মিথ্যা না হয় তাহলে বলতে হবে সলোমনের মধ্যে রাজকীয় বিচারক্ষমতার সঙ্গে সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি ও পাণ্ডিত্যের সংমিশ্রণ ঘটেছিল। পরের আত্মাটি হলো ডাইওনিসিয়াস এরোপেগাইট। ইনি ছিলেন এথেন্সের লোক। তথাপি সেণ্ট পলের দ্বারা খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হন এবং ধর্মীয় অনুশাসনগুলি যথাযথভাবে মেনে চলেন। সপ্তম আলোকমূর্তিটি হলো পলাস ওরোসিয়াসের। ওরোসিয়াস 'হিস্টোরি এ্যাডভার্সাম পেগানস' গ্রন্থে প্রচুর যুক্তি ও তথ্যসহকারে দেখিয়েছেন খৃস্টধর্ম অবলম্বনের পর জগতের উন্নতিই হয়েছে, পেগানদের কথামত অবনতি ঘটেনি। তাঁর এই মতবাদ হচ্ছে

অগাস্টাইন অনেক কিছু জানতে পারেন। এবার যদি অষ্টম আত্মাটির কথা জানতে চাও তাহলে বলব বোতিয়াসের কথা। ইনি ছিলেন পঞ্চম শতকের রোমের এক প্রসিদ্ধ দার্শনিক। ইনি একমাত্র সদ্‌গুণ ছাড়া মানব জীবনের সকল কিছুরই নশ্বরতা প্রতিপন্ন করেন। (দান্তে নিজে বিয়াত্রিসের মৃত্যুর পর বোতিয়াসের দর্শন হতে সান্ত্বনা লাভ করেন।) বোতিয়াস নির্বাসনদণ্ড ও প্রচুর দুঃখ বিড়ম্বনাভোগের পর শহীদরূপে মৃত্যুবরণ করেন এবং গিয়েনড্রোতে তাঁর মরদেহ সমাহিত হয়। এর পর বলছি সেভিলের সেণ্ট ইসিডোরের কথা। ইসিডোর ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের এক বিশ্বকোষ রচনা করেন। গ্রন্থটির নাম 'ওরিজিনেস।' দশম আলোকমূর্তিটি হলো বীডের। বীড ইংলণ্ডের ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলির ইতিহাস রচনা করেন। গ্রেগরী, সেণ্ট আগাস্টাইন প্রভৃতি ধর্মতত্ত্বজ্ঞ লেখকদের মত বীডের রচনাও উন্নত ধরনের। ইতালির ধর্মযাজকগণ পরবর্তীকালে এই সব ধর্মতত্ত্ব অনুসারে চলতেন না বলেই দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে পড়েন। ঈশ্বর চিন্তার পরিবর্তে তাঁরা আপন আপন স্বার্থচিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েন। একাদশ মূর্তিটি হলো সেণ্ট ভিক্টর রিচার্ডের। রিচার্ড ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের লোক। ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে ইনি ছিলেন অতীন্দ্রিয়বাদী এবং ধ্যানের সময় সাধক যে সব আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ করে সেগুলি শৃংখলাবদ্ধভাবে সাজিয়ে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন। দ্বাদশ মূর্তিটি হলো সিজিয়েরের অমর আত্মা। সিজিয়েরও ছিলেন একজন দার্শনিক। তিনি প্যারিসে রু দ্য ফুয়েরের স্ট্র স্ট্রীট এলাকায় দর্শন, তর্কশাস্ত্র ও কলাবিদ্যা সম্পর্কে অনেক বক্তৃতা করেন।

যে দ্বাদশটি আত্মার কথা বললাম, তাদের মধ্যে একজন ধর্মতত্ত্বের কথা খোলাখুলিভাবে বলেছেন। অন্য একজন রূপকের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। আর একদল বিরুদ্ধ মতগুলিকে যুক্তিসহকারে খণ্ডন করে খৃস্টধর্মের মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বলতে বলতে বেলা দ্বিপ্রহর হলো। চার্চে এখন দ্বিপ্রহরকালীন প্রার্থনার সময় হয়েছে। ঈশ্বরের বধূ যেন তার পরম স্বামীর কাছে তাঁর অনন্ত প্রেমামৃত নিবেদন করছে।

কোন বড় ঘড়ির কাঁটাগুলি যেমন টিক টিক শব্দ করতে করতে এগিয়ে চলে, একটি কক্ষপথে আবর্তন করে তেমনি আমাদের চারদিকে সেই সব উজ্জ্বল আত্মার আলোকমূর্তিগুলি গান গাইতে গাইতে আমাদের চক্রাকারে প্রদক্ষিণ

করতে লাগল। সমস্ত কালজ্ঞানের অতীত তাদের সেই অপ্রাকৃত গানের সুরের মধ্যে ছিল অনন্ত মাধুর্য আর অফুরন্ত আনন্দ।

## একাদশ সর্গ

### সৌরলোক : পার্থিব পরিতৃপ্তি ধিক্কৃত

#### কাহিনীসংক্ষেপ

দান্তে তখনো সেই সৌরলোকেই অবস্থান করতে লাগলেন। তিনি তখনো টমাস এ্যাকুইনাসের কথা শুনতে লাগলেন। আগের সর্গে যে সব কথা বলেন এ্যাকুইনাস সেই সব কথার কতকগুলি ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। সেই সঙ্গে সেণ্ট ফ্রান্সিসএর আশ্চর্য প্রেমকাহিনীর কথাও বললেন।

হায়, মরণশীল মানুষের যত সব বন্ধ্যা উচ্চাভিলাষ! মানুষ কত ভ্রান্ত যুক্তির পাখায় ভর করে তোমার শূন্য আকাশে পাড়ি দিয়ে কতই না হাস্যাস্পদ করে তোলে নিজেদের। কেউ চায় ব্যবসা বাণিজ্য, কেউ চায় যশমান, কেউ চায় কাম প্রবৃত্তির চরিতার্থতা, আবার কেউ চায় শুধু অলস চিন্তা।

কিন্তু মর্তভূমিতে এই মুহূর্তে যে যাই চাক, আমি এখন বিয়াত্রিসের পাশে এক স্বর্গীয় অবকাশে গৌরবোজ্জ্বল স্বর্গসুখ উপভোগ করছি।

এর আগে আমাদের সঙ্গে যে কথা বলেছিল সেই আত্মাটিই আবার এগিয়ে এল আমার কাছে। তার মুখটা আরো উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। সে বলল, যেহেতু আমি ঈশ্বরের দিব্য জ্যোতির দ্বারা বিভূষিত, আমি তোমার মনের গোপন প্রশ্নের কথা সব বুঝতে পারি। আমার কোন কোন কথায় হয়ত হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছ। আমি সেকথা এবার সরল ভাষায় বুঝিয়ে বলব যাতে তুমি ভাল করে সব বুঝতে পার। আমার দুটো কথা হয়ত তুমি বুঝতে পারবে না। একটি হলো ডোমিনিকান সঙ্ঘের পরিচালনার কথা। সঙ্ঘকর্তৃক নীতিশিক্ষা দানের ফলে অনেকের আত্মিক উন্নতি হয়। আর একটি কথা হলো, রাজা সলোমনের মত পাণ্ডিত্য ও বিচারবুদ্ধির পরিচয় আর কেউ দিতে পারেনি।

ঈশ্বরের যে বিধান সারা বিশ্বে প্রসারিত সে বিধান এমনই রহস্যময় যে সাধারণ মানুষ তা বুঝতে পারে না।

যে ধর্মের জন্ম যীশু তাঁর দিব্য দেহের রক্ত দান করেন সেই ধর্মের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য দুজন যোগ্য সেণ্টকে নিযুক্ত করা হয়। তাদের একজন হলেন সেণ্ট ফ্রান্সিস আর একজন হলেন সেণ্ট ডোমিনিক। তাঁরা ছিলেন সেরাফিক দলভুক্ত। উন্নত ধরনের প্রেমসাধনাই ছিল তাঁদের কাছে ধর্মসাধনা ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের একমাত্র আদর্শ। তাঁদের মধ্যে সেণ্ট ডোমিনিকের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের প্রগাঢ়তা ছিল বেশী। তাঁর জ্ঞান ছিল শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের প্রতীক দেবদূত চেরাবিমের মত।

আপেলাইন পর্বত হতে উত্থিত তপিনো নদীর ধারে অসিসি নামে এক উর্বর অঞ্চল আছে। গুব্বিওর কাছে যে এক বড় পাহাড় থেকে টাইবার নদী উত্থিত হয় সেই পাহাড়ের কাছে সেণ্ট উবাল্ড এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এই পাহাড়ের নাম সুবাসিও। এই সুবাসিও পাহাড় পেরুজিয়াকে গ্রীষ্মের সূর্যতাপ ও শীতের শীতল বায়ুপ্রবাহের কবল থেকে রক্ষা করে। এই পেরুজিয়ার কাছে ওয়াল্‌ডো ও নোয়েরা নামে দুটি শহর আছে। সুবাসিও পাহাড়ের পশ্চিম দিকের ঢালুতে উর্বরা শস্যশালিনী এ্যাসিসি অঞ্চল অবস্থিত। এখানে পূর্ব দিকে সূর্য যত উজ্জ্বলভাবে ওঠে তত উজ্জ্বলভাবে সূর্য প্রাচ্যে গঙ্গাবিধৌত অঞ্চলের কোথাও ওঠে না।

এই এ্যাসিসির প্রাচীন কালে নাম ছিল এসিসি। এই এ্যাসিসি নগরীতেই সেণ্ট ফ্রান্সিস তাঁর প্রথম যৌবনে সংসার ত্যাগ করেন। সেণ্ট ফ্রান্সিস তাঁদের বাড়িতে তাঁর পিতা আর কয়েকজন বিশপের কাছে প্রতিজ্ঞা করেন, তিনি তাঁর পিতার কোন ধনসম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে নেবেন না। সেই সঙ্গে তিনি আরো প্রতিজ্ঞা করেন সারাজীবন দারিদ্র্য ও নিঃস্বতার মধ্য দিয়ে যাপন করবেন। সেই দিন হতে ফ্রান্সিস সীমাহীন দারিদ্র্যকেই বধূ ও জীবনসঙ্গিনী হিসাবে বরণ করে নেন।

এই দারিদ্র্যের বধূর প্রথম স্বামী ছিলেন যীশু খৃস্ট। যীশুকে যখন ক্রুসবিদ্ধ করা হয় তখন তাঁর দেহগাত্র ছিল সম্পূর্ণ নগ্ন। তখন দারিদ্র্যের বধূই তাঁকে আলিঙ্গন করে নিবিড়ভাবে। তার পর বারোশত বছর কেটে যায় এবং যীশুর অবর্তমানে দারিদ্র্যের বধূ নিঃসঙ্গ বৈধব্য জীবন যাপন করতে থাকে। সেণ্ট ফ্রান্সিসের আগে আর কেউ দারিদ্র্যের বধূকে তার বিধবা অবস্থায় ভালবাসেনি।

যে সীজারের ভয়ে একদিন সারা জগৎ কেঁপে উঠত সেই সীজার একবার

এ্যামাইক্লাস নামে এক মৎসজীবীকে দারিদ্র্যের বধুর সঙ্গে দেখেন। এ্যামাইক্লাস গরীব মৎসজীবী হয়েও ছিল স্বাধীন ও সরলমনা। এই এ্যামাইক্লাস নৌকায় করে সেদিন সীজারকে আড্রিয়াতিক উপসাগর পার করে দেয়।

দারিদ্র্যের বধূ অত্যন্ত বিশ্বস্ত। সে কথনো বিশ্বাসঘাতকতা করে না কারো সঙ্গে। যীশুখৃস্ট যখন ক্রুশবিদ্ধ হন তখন তাঁর মাতা মেরী সেই উঁচু ক্রুসকাঠে উঠতে পারেন নি। তখন এই দারিদ্র্যের বধূই যীশুকে আলিঙ্গন করে।

সেণ্ট ফ্রান্সিস দারিদ্র্যের বধুকে জীবনসঙ্গিনী হিসাবে গ্রহণ করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত একভাবে যাপন করেন। এক অক্ষয় প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন তাঁরা দুজনে।

শ্রদ্ধেয় বানার্ড ছিলেন একজন ধনী ব্যবসায়ী। প্রথমে তিনি অবিশ্বাস করতেন সেণ্ট ফ্রান্সিসকে ? পরে তাঁর নিষ্ঠা ও আড়ম্বরহীন জীবনযাত্রা দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে বার্ণার্ড তাঁর সমস্ত ধনসম্পত্তি বিক্রি করে সেই অর্থ দরিদ্র্য সেবায় দান করেন এবং নিজে দীনভাবে জীবন যাপন করতে থাকেন।

সেণ্ট সিলভেস্টারও সেণ্ট ফ্রান্সিসের শিষ্য ছিলেন। সিলভেস্টার প্রথমে সেণ্ট ফ্রান্সিসের চার্চ মেরামতের জন্য কিছু পাথর বিক্রি করেন চড়া দামে। পরে অনুশোচনা জাগে তাঁর মনে এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তার পর থেকে তাঁর গুরু ফ্রান্সিসের মতই দরিদ্র জীবন যাপন করতে থাকেন।

সেই থেকে নিঃস্ব সিলভেস্টারকে অনেক লোক উপহাস করলেও কোনদিন কোন দুঃখ বা আক্ষেপ করেননি তিনি। এক রাজকীয় গাম্ভীর্য ও সুমহান আত্মমর্যাদা সহকারে সমস্ত উপহাস ও বিদ্রূপ সহ্য করেন। তিনি সেণ্ট ফ্রান্সিস সঙ্ঘকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সিলভেস্টার পোপ ইনোসেণ্টকে জানান এবং তাঁর মাধ্যমে সেণ্ট ফ্রান্সিসের সঙ্ঘকে প্রতিষ্ঠা দান করেন। ফলে ফ্রান্সিসের আদর্শের অনুসরণকারী ক্রমশই বেড়ে যায়। সেণ্ট ফ্রান্সিসকে 'আর্কিম্যানড্রাইট' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। পোপ ইনোসেণ্টের মত পোপ অষ্টম বনিফেসও স্বীকৃতি দান করেন সেণ্ট ফ্রান্সিসের প্রতিষ্ঠানকে।

পঞ্চমবার যে ধর্মযুদ্ধ শুরু হয় তাতে খৃস্টান পক্ষে যোগদান করেন সেণ্ট ফ্রান্সিস। একদিন ফ্রান্সিস শত্রুপক্ষ মুসলমানদের শিবিরে গিয়ে সুলতান কামিতের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে ধর্মান্তরিত করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সুলতান খৃস্টধর্ম অবলম্বন না করলেও ফ্রান্সিসকে সসম্মানে ইতালিতে পৌছে দেন।

১২২৪ খৃস্টাব্দে টাইবার ও মার্লো নদীর মাঝখানে মাউন্ট আলবানিয়া পাহাড়ে চল্লিশ দিন ধরে উপবাস ও প্রার্থনা করেন সেন্ট ফ্রান্সিস। তিনি প্রার্থনা করেন, ক্রুশবিদ্ধ হওয়াকালে যীশু যে সব অভিজ্ঞতা লাভ করেন সেই সব অভিজ্ঞতার কিছু যেন তিনি লাভ করতে পারেন। পরে দেখা যায় সেন্ট ফ্রান্সিসের হাতে পায়ে ও পাজরে ক্ষত চিহ্ন ফুটে উঠেছে এবং সেই চিহ্ন দুই বৎসরকাল ছিল।

সেন্ট ফ্রান্সিস তাঁর দারিদ্র্য ও নিঃস্বতার আদর্শকে এতদূর ভালবাসতেন যে তিনি মৃত্যুর আগে তাঁর শিষ্যদের বলে যান তাঁর মৃতদেহ যেন নগ্নভাবে সমাহিত করা হয় মাটিতে। তাঁর সেই নগ্ন দেহের উপর যেন শুধু ভস্ম ছড়ানো হয়। এইভাবে তাঁর দারিদ্র্যবধূর প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন ফ্রান্সিস জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

সেন্ট ফ্রান্সিসের সহকর্মী সেন্ট ডোমিনিকও ছিলেন যোগ্য ধর্মযাজক। তিনি যথাসাধ্য প্রতিটি চার্চে ধর্মগত আদর্শ বজায় রেখে চলার চেষ্টা করেন। কিন্তু পরে ডোমিনিকের শিষ্যগণ অর্থলোভী হয়ে ওঠে। তবে সে শিষ্যের সংখ্যা কম।

আমি তোমাকে যা যা বললাম তা যদি দ্ব্যর্থবোধক না হয়, আমার সেকথা যদি মনোযোগ দিয়ে সব শুনে থাক তাহলে তোমার ইচ্ছা বা কৌতূহল অন্ততঃ অর্ধেক তৃপ্ত হবে।

এইভাবে সেন্ট টমাস এ্যাকুইনাস দান্তের একটি কঠিন প্রশ্নের সমাধান করলেন।

# দ্বাদশ সর্গ

## সৌরলোক : আলোকমূর্তিদের দ্বারা গঠিত দ্বিতীয় চক্র

### কাহিনীসংক্ষেপ

সেণ্ট টমাস এ্যাকুইনাসের কথা শেষ হতেই সেই বারোটি আলোকমূর্তির দ্বারা গঠিত চক্রটি আবার ঘুরতে লাগল। পরে দেখা গেল সেই চক্রটি আর একটি অনুরূপ চক্রের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে পড়ল। দ্বিতীয় চক্রটির ভিতর থেকে সেণ্ট বোনাভেঞ্চার নামে ফ্রান্সিসএর দলভুক্ত এক আত্মা এগিয়ে এসে সেণ্ট ডোমিনিকের প্রশংসা করতে লাগল, ঠিক আগের স্বর্গে যেমন সেণ্ট টমাস ডোমিনিকান দলের লোক হয়েও সেণ্ট ফ্রান্সিসের গুণগান করেন। সেণ্ট বোনাভেঞ্চার নিজের ও অন্যান্য আলোকমূর্তিদের পরিচয় দিল।

সেণ্ট টমাসের মুখ থেকে শেষ কথাটি নির্গত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই আলোকচক্রটি পুনরায় ঘুরতে শুরু করল। আগেকার মতই পূর্ণ বেগে ঘুরতে ঘুরতে গান গাইতে লাগল। কিন্তু একবার কক্ষপথে না ঘুরতেই আর একটি অনুরূপ চক্র এসে বেষ্টন করে ফেলল সেই চক্রটিকে। সেই চক্রস্থিত আলোক-মূর্তিগুলিও ঘুরতে ঘুরতে গ্যান গাইতে লাগল।

তাদের গানের সুর এমনই মধুর ছিল যে কাব্যকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী মিউজ ও সাইরেনের কণ্ঠস্বরও এত মধুর ছিল না।

জুনো যখন তাঁর সহচরী আইরিসকে সুদূর মেঘলোকে ছেড়ে দেয় তখন আইরিস এক মনোরম রামধনুর সৃষ্টি করে। সেই রামধনুর মধ্যে যে সাতটি রং থাকে তার মধ্যে বাইরের চক্রের রংগুলি অন্তর্বর্তী রংগুলির থেকে উজ্জল হয়ে ওঠে। তেমনি প্রথম চক্রটিকে ঘিরে থাকা দ্বিতীয় চক্রটিকে বেশী উজ্জল দেখাচ্ছিল।

মহাপ্লাবনের সময় ধর্মপ্রাণ নোয়ার সঙ্গে ঈশ্বরের এক চুক্তি হয়। নোয়ার প্রার্থনা ছিল ঈশ্বর যেন এমন সর্বধ্বংসী মহাপ্লাবন পৃথিবীতে কখনো না পাঠান। ঈশ্বর তাতে সম্মত হয়ে তাঁর চুক্তির প্রতীকস্বরূপ এই রামধনু দেখান নোয়াকে।

কোন উৎসবের শেষ দিকে নৃত্যরত শিল্পীরা যেমন একবাক্যে এক সুরে

গান গাইতে থাকে তেমনি সেই আলোকমূর্তিরা সমস্বরে জোরে এবার গান গেয়ে উঠল। তার পর তাদের মধ্য হতে একটি কণ্ঠস্বর সোচ্চার হয়ে উঠল সহসা। সে কণ্ঠস্বর বলতে লাগল, এবার আমি এমন এক ধর্মনেতার গুণগান করব যিনি আমাদের ধর্মনেতা সম্পর্কে যে গুণগান এতক্ষণ শুনলে তার মূল উৎস। আমি তাঁদের সকলকেই এক করে দেখছি এই কারণে যে তাঁরা সমান্তরাল ভাবে ধর্মের ক্ষেত্রে এক অঘোষিত শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়ে নিয়ে গেলেও তাঁদের দুজনের গৌরব সমানভাবে উজ্জ্বল হয়ে আছে আজও।

তাঁদের এই মিলিত গৌরবের উজ্জ্বল আলোকরেখা অনুসরণ করে খৃস্টের আদর্শে পাপী তাপী অসংখ্য মানুষ মুক্তি লাভ করে। এই দুজন ধর্মনেতা হলেন সেণ্ট ফ্রান্সিস ও সেণ্ট ডোমিনিক। খৃস্ট যেন এই দুজন ধর্মনেতার উপর তাঁর দরিদ্রবধূ লেডী পভার্টির সমস্ত দায়িত্বভার অর্পণ করেন।

যে পশ্চিমাবায়ু বসন্তের বার্তা বয়ে আনে ইউরোপে সেই পশ্চিমাবায়ু প্রবাহিত স্পেনের পশ্চিম উপকূলে বিস্কে উপসাগরের তীরে কালাহোরা নগরে জন্ম হয় সেণ্ট ডোমিনিকের! সেই কালাহোরা নগরীতে এক আশ্চর্য রাজ-প্রাসাদ ছিল যার উপরে ও নিচে দুটি সিংহ ছিল। এই সিংহ দুটি ছিল জয় পরাজয়ের প্রতীক। প্রাসাদের উপরে অবস্থিত সিংহটি হচ্ছে জয় বা অপরকে দমন করার প্রতীক আর নিম্নে অবস্থিত সিংহটি হচ্ছে পরাজয় ও অপরের দ্বারা দমিত হবার প্রতীক চিহ্ন।

এই কালাহোরা নগরীতে জন্ম হয় সেই নির্ভীক বীর সাধু রুষের যিনি তাঁর বন্ধুদের প্রতি ছিলেন সতত সদয় এবং শত্রুদের প্রতি ছিলেন ভীতিপ্রদ। এই সাধুপুরুষ এমনই জন্মসিদ্ধ ছিলেন যে তাঁর মাতা তাঁকে গর্ভে ধারণ করার সময় এক স্বপ্ন দেখেন; তিনি এক কুকুর প্রসব করবেন আর সেই কুকুরের মুখে থাকবে একটি জ্বলন্ত মশাল। তাই ডোমিনিক সঙ্ঘের লোকদের ঈশ্বরের সারমেয় বা কুকুর বলা হয়। ঈশ্বর এইভাবে ভ্রূণদেহের মধ্যে মস্তিষ্ক গঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে সরাসরি নিজের হাতে আত্মা সঞ্চার করেন।

ডোমিনিকের যখন নামকরণ হয় তখন তাঁর ধর্মমাতা এক আশ্চর্য স্বপ্নে দেখেন, ডোমিনিকের ভ্রূযুগলের উপরে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র কিরণ দান করছে এবং সেই নক্ষত্রের দ্বারা সমগ্র জগৎ আলোকিত হচ্ছে। তারপর ডোমিনিকের দেহমনের গতিপ্রকৃতি দেখে তাঁর নামকরণ করা হয়। লাতিন ভাষায় ডোমিনিক অর্থাৎ প্রভু। তাঁর নাম ছিল ডোমিনিক। আজ তাঁরই জীবন, কর্ম ও বাণী

এখন আমি ব্যক্ত করব। খৃস্ট যেন এই সাধুপুরুষকে জগতের কল্যাণ সাধনের জন্য তাঁর ধর্মোদ্যানে আহ্বান করেন।

খৃস্টের প্রেরিত দূত হিসাবে নিজেকে সব সময় ভাবতেন ডোমিনিক। খৃস্টের প্রথম উপদেশাবলী তিনি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে মেনে চলতেন। সে বাণী হলো দারিদ্র্য, সততা আর ধর্মানুগত্য। মনে প্রাণে ধর্মজীবন যাপন করতে হলে মানুষকে তার যথাসর্বস্ব দরিদ্র জনসাধারণকে বিতরণ করে নিজেকে নিঃস্ব হয়ে সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতে হবে। তাকে সৎ হতে হবে আর ধর্মীয় নির্দেশগুলি মেনে চলতে হবে।

অনেক সময় দেখা যেত ডোমিনিক কোন এক নির্জন জায়গায় মাটির উপর চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতেন নীরবে। তাঁর এই অবস্থা দেখে তাঁর ধাত্রী আশ্চর্য হয়ে যেত। তিনি যেন তখন সেই অবস্থায় নীরবে বলতে চাইতেন। আমি এই কাজের জন্যই এসেছি।

নামের সঙ্গে অর্থের এমন মিল আর দেখা যায় না। ডোমিনিকের পিতার নাম ছিল ফেলিক্স আর মাতার নাম ছিল জোয়ান্না। ফেলিক্সের অর্থ হলো পরম সুখে সুখী আর জোয়ান্না বা হিব্রু ভাষায় 'জিওভানা' অর্থ হলো হিব্রুদের দেবতা জেহোভার মহিমায় মণ্ডিত।

ডোমিনিক জ্ঞানবিদ্যালাভের খাতিরেই নিঃস্বার্থভাবে পড়াশুনো শুরু করেন। আস্টিয়ার ধর্মযাজকেরা ও থ্যাডেউসের মত চিকিৎসকেরা শুধু অর্থ ও উচ্চাভিলাষের খাতিরেই জ্ঞানবিদ্যার চর্চা করতেন।

ধর্মতত্ত্বে গভীর জ্ঞান অর্জন করে ধর্মসাধনায় আত্মনিয়োগ করেন ডোমিনিক। ধর্মের ক্ষেত্র হতে যত সব আগাছা বা অবাঞ্ছিত বস্তুগুলিকে উপযুক্ত যুক্তি তর্কের দ্বারা উৎপাটিত করে অধ্যাত্মসাধনার আঙুর গাছটিকে সযত্নে লালিত করেন। তাকে সজীবভাবে বর্ধিত করে তোলেন। ধর্ম জগতের গুরু পোপের পদটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু রোমের পোপ অষ্টম বনিফেস অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ।

সেণ্ট ডোমিনিক কিন্তু ধর্মযাজকদের বা পোপদের দারিদ্র্যের উপর জোর দেননি। তিনি বলেননি যার যা আয় তার অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ দরিদ্রদের সেবায় দান করতে হবে। তিনি শুধু বলেছেন পোপদের বা ধর্মযাজকদের একমাত্র কাজ হবে ভ্রান্ত জগৎকে ধর্মপথে ন্যায়পথে পরিচালিত করা।

নাস্তিকদের উচ্ছেদের জন্যও অনেক চেষ্টা করেন সেণ্ট ডোমিনিক। তাঁর আমলে প্রোভেন্সে আলবিগেনিয়ার নেতৃত্বে নাস্তিক অবিশ্বাসীর দল মাথা তুলে উঠলে ডোমিনিক কঠোর হস্তে তা দমন করেন। কথিত আছে ডোমিনিকই নাকি 'ইনকুইজিশান' বা বিধর্মীদের উপর নির্যাতনের প্রথা প্রবর্তন করেন। ডোমিনিকের অত্যাচারে অনেকে নাকি দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। অনেকে আবার এসব কথা অস্বীকার করেন।

ধর্মরক্ষার জন্য সেণ্ট ডোমিনিক যা করেন তাঁর সহকর্মী সেণ্ট ফ্রান্সিস তা করেননি। সেণ্ট ফ্রান্সিস সে দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। তাঁর কথা আমার আগে টমাস বলেছেন তোমাদের। কিন্তু ফ্রান্সিসের জীবিত কালে ও তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পর্যন্ত তাঁর শিষ্যেরা তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে চললেও আজ তাঁর দলের আদর্শচ্যুত ঘটেছে। যে আদর্শের ভিত্তিভূমির উপর একদিন ত [illegible] দাঁড়ায় আজ তাদের অনেকেই সে ভূমির উপর দাঁড়িয়ে নেই। তারা বিচ্যুত হয়ে পড়েছে তাদের অবলম্বিত ধর্মাদর্শ থেকে। কিন্তু এমন একদিন শীঘ্রই আসবে যেদিন এই সেণ্ট ফ্রান্সিস দলের ব্যাপক আদর্শ-চ্যুতির জন্য তাদের আক্ষেপ করতে হবে।

আক্রিয়া নামে একটি গ্রামের ম্যাথিউ নামে এক ব্যক্তি প্রথম সেণ্ট ফ্রান্সিস দলের দ্বারা প্রবর্তিত বিধিনিষেধগুলি শিথিল করেন। আবার পেডিমণ্ট শহরের আর একজন এর বিরোধিতা করে। তখন পোপ ক্লীমেণ্ট এই দুটি মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেন।

আমার নাম বোনাভেঞ্চার। কোন পাহাড়ের উপর অবস্থিত ব্যাগনো-রেগিও গ্রামে আমার জন্ম হয়। আমি মাত্র বাইশ বছর বয়সে সেণ্ট ফ্রান্সিস দলে যোগদান করি এবং নিষ্ঠার সঙ্গে সে দলের ধর্মাদর্শ মেনে চলি।

এবার আমি দ্বিতীয় চক্রস্থিত আলোকমূর্তিদের নাম একে একে বলছি। প্রথমে বলছি অষ্টেন বা ফ্রা এ্যাগনস্টিনোর কথা। উনি ছিলেন ফ্র্যান্সিস দলভুক্ত এক যাজক। তাঁর পাশে আছেন ইলিউমিনাতো। ইনি ফ্রান্সিস দলের লোক, পরে নেতা হন। এর পর আছেন সেণ্ট ভিক্টর, পিটার ম্যাঙ্গিয়েডর, পিটার স্পেন, আছে ভবিষ্যদ্বক্তা নাথাম। ক্রাইসোস্টম, আনসেম, দোনাতাস। ওদিকে দাঁড়িয়ে আছেন ধর্মতাত্বিক রাবানাস, কানাব্রিয়ার মঠাধ্যক্ষ ও জোতিষী জোয়াচিম।

এইভাবে আমি ডোমিনিকদের গুণগান সম্পূর্ণ করলাম। টমাস এ্যাকুইনাস

সেন্ট ফ্রান্সিসের গুণগান করতে গিয়ে যে বাগ্মিতা ও আবেগময় সৌজন্য প্রকাশ করেন তাতে আমি সত্যিই মুগ্ধ হয়ে যাই।

# ত্রয়োদশ সর্গ

## সৌরলোক : যুগ্ম চক্রের গান

### কাহিনীসংক্ষেপ

দুটি চক্র একযোগে অর্থাৎ মোট চব্বিশটি আলোকমূর্তি দান্তে ও বিয়াত্রিসকে ঘিরে গান করতে লাগল। তারা ঈশ্বরের মধ্যে তিনটি সত্তার ও খৃস্টের মধ্যে দুটি সত্তার গুণগান করতে লাগল। তারা সকলে গান থামালে সেন্ট টমাস তাঁর কথায় দান্তের মনে যে দ্বিতীয় প্রশ্নের উদয় হয় তার উত্তর দান করেন। পরিশেষে তিনি বুদ্ধিগত বা নীতিগত যে কোন বিষয়ে হঠকারিতার সঙ্গে কোন কিছু বিচার করার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেন।

আমি তখন কি দেখেছিলাম সে বিষয়ে যে ধারণা করতে পারবে একমাত্র সেই কল্পনা করতে পারে· আমি কি বলেছিলাম। আমি তখন দেখেছিলাম নৈশ আকাশে পনেরটি নক্ষত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় উজ্জ্বল কিরণ দান করছে। সেই নক্ষত্রগুলির কয়েকটিকে মাইনসকন্যা এরিয়াডনের মালার মত দেখাচ্ছিল। এরিয়াডন তার বিবাহের সময় বেকাসের সঙ্গে যে মালা বিনিময় করে সে মালা তার মৃত্যুকালে কয়েকটি উজ্জ্বল নক্ষত্রে পরিণত হয়।

এ্যাপোলোর আর একটি নাম হলো পীয়ান। প্রথম ও দ্বিতীয় চক্রস্থিত আত্মারা যে গান গাইছিল সে গান কোথাও শোনা যায় না। ডেলসের পুরোহিতরা বা বেক্কানানরা যে গান গায় সে গান স্বর্গের এই গান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সেই সব আত্মাদের উজ্জ্বলতা আকাশের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল নক্ষত্রকেও হার মানিয়ে দেয়। তাদের গানের ছন্দ তাল অন্য যে কোন পার্থিব গান হতে সব দিক থেকে শ্রেষ্ঠ।

যে টমাস এ্যাকুইনাস আমাদের একটু আগে সেন্ট ফ্রান্সিসের কথা ও

কাহিনী বলেছিলেন তিনি আবার কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি আমাকে বললেন, আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর এর আগেই দান করেছি। এর পর আমি তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দান করব।

আমি তোমাকে বলেছিলাম, ঈশ্বর রাজা সলোমনের মস্তিষ্কে যে জ্ঞানবুদ্ধি দান করেছিলেন তা অন্য কোন মানুষের মধ্যে কোথাও দেখা যায় না। তাতে তোমার মনে সংশয় জেগেছিল; মানবজাতির আদি পিতা আদম বা যীশু খৃস্টের জ্ঞানবুদ্ধি সলোমনের জ্ঞানবুদ্ধির থেকে শ্রেষ্ঠ নয় কেন? আমি যা বলেছি তা ভাল করে ভেবে দেখ, আমার কথার সঙ্গে তোমার বিশ্বাস মেলে কি না।

সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে আমার সর্বপ্রধান কথা হলো এই যে জাগতিক বা মহা-জাগতিক যে কোন পার্থিব অপার্থিব বা নশ্বর অবিনশ্বর কোন ঈশ্বরের বিশুদ্ধ ভাব বা বাণী হতে উদ্ভূত। ঈশ্বর প্রেমের বশবর্তী হয়েই সব কিছু সৃষ্টি করে থাকেন। পিতা হতে যেমন পুত্র সৃষ্ট হয় তেমনি পরম পিতা ঈশ্বর হতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তু ও জীবের জন্ম হয়। আলো হতে যেমন আলোর সৃষ্ট হয় তেমনি দিব্য জ্যোতিসম্পন্ন ঈশ্বর হতেই এই সব আলোকমূর্তিগুলির উৎপত্তি হয়।

নয়টি প্রধান ধর্মাদেশ ঈশ্বরের দ্বারা প্রদত্ত হয় এবং এই উপদেশাবলী যারা যথাযথভাবে মেনে চলে তারাই শ্রেষ্ঠ মানুষ। ঈশ্বরের দিব্য জ্ঞানের আলো ক্রমশ পরিস্রুত হতে হতে যত নিম্ন দিকে অবতীর্ণ হয় ততই তার দ্যুতি কমে যায়। ঈশ্বর নিজের হাতে যা কিছু সৃষ্টি করেন তার মধ্যে ঈশ্বরের গুণগুলি যথাসম্ভব অবিকৃত অবস্থায় সঞ্চারিত হয়। যে সব বস্তু ঈশ্বর পরোক্ষভাবে সৃষ্টি করেন, সেই সব বস্তু অপেক্ষাকৃত ইতর ও নিকৃষ্ট এবং তাদের মধ্যে ঈশ্বরের সব গুণ সঞ্চারিত হয় না এবং যাও বা সঞ্চারিত হয় তা কিছুটা বিকৃত হয়ে যায়। পৃথিবীতে যে সব মানুষ দুর্নীতিপরায়ণ তারা ঈশ্বরের মুখ্য গুণের অধিকারী হতে পারেনি। পৃথিবীর সব বস্তু যদি সরাসরি ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট হত প্রত্যক্ষভাবে তাহলে সেই সব বস্তুগুলি শুদ্ধিসুন্দর হয়ে উঠত। ঈশ্বর প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্ট করেন একমাত্র মানব জাতির পিতা আদমকে।

তবে এখানে, তোমার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে ঈশ্বর যদি প্রকৃতিকে সরাসরি সৃষ্টি করে থাকেন তাহলে সেই প্রকৃতির সব বস্তু সুন্দর হয় না কেন?

ঈশ্বর এক অনন্ত প্রেমের পূর্ণ অবতাররূপে যীশুকে সৃষ্টি করেন এবং তিনি কুমারী মাতা মেরীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন বলে তাঁর মধ্যে মানবিক সত্তা ও ঐশ্বরিক সত্তার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। পরম পিতা ঈশ্বরের সকল সদ্‌গুণ পরিণত আত্মপ্রকাশ লাভ করে যীশুর মধ্যে। যীশুর মধ্যে সম্যকভাবে বিকশিত ঈশ্বরের এই গুণগুলি আর কোন মানুষের মধ্যে এমন পূর্ণমাত্রায় আত্মপ্রকাশ করেনি আর কখনো করবেও না।

এর পর যদি আর আমি কোন কথা না বলি, যদি এইখানেই থেমে যাই তাহলে তোমার মনে প্রশ্ন জাগবে আমি আর একজন যে পরম জ্ঞানীর কথা বলেছি সে কে এবং কি করেই বা তার মধ্যে সে জ্ঞান সম্ভব হলো। শোন আমি বলছি তাঁর কথা।

তিনি হলেন রাজা সলোমন। কোন এক রাত্রে সলোমনের স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে সলোমনকে বর প্রার্থনা করতে বলেন ঈশ্বর। সলোমন তখন ঈশ্বরের কাছে চায় শ্রেষ্ঠ জ্ঞান আর উপলব্ধিসিদ্ধ এক অন্তর। সলোমন বলে, 'হে ঈশ্বর, আমাকে শুধু সেই জ্ঞান দাও যার আলোকে আমি ন্যায় অন্যায় বিচার করে দেখতে পারব, যার মাধ্যমে আমি তোমার সৃষ্ট মানুষদের ভালমন্দ বিচার করতে পারব।' ঈশ্বর তখন খুশি হয়ে বললেন, যেহেতু তুমি আমার কাছে দীর্ঘ জীবন, ধনসম্পদ বা শত্রুনিধনের কোন বর চাওনি, চেয়েছ শুধু শ্রেষ্ঠ জ্ঞান আর বিচারবুদ্ধি আমি তোমাকে তাই দিলাম। আমি তোমাকে দিলাম উপলব্ধিসিদ্ধ এক অন্তর আর অসাধারণ এক বিচারবুদ্ধি যা আর কোন মানুষের মধ্যে কখনো পাওয়া যাবে না। তোমার তুলনীয় মানুষ আর পৃথিবীতে আসবে না। ( পোস্ট তে সারেকতার সিৎ )

সলোমন শুধু চেয়েছিল নৈতিকজ্ঞান। জ্ঞান বিজ্ঞানের আরো যে সব বিষয় রয়েছে তা জানতে চায়নি সে। যেমন ধর, আকাশের সৌরমণ্ডলের গ্রহনক্ষত্রগুলি একা ঈশ্বর চালনা করেন না আরো অনেকে আছে তা জানতে চায়নি সলোমন। জানতে চায়নি দুটি আশ্রয়বাক্য ভ্রান্ত হলে তার থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত লাভ করা যায় কি না। সে জানতে চায়নি জ্যামিতিক সত্য পৃথিবীর সর্বত্র সমানভাবে প্রযোজ্য হবে কি না এবং প্রথম গতি বলে কোন কিছু আছে কি না অর্থাৎ জগতে যে গতি আমরা দেখছি সে গতি প্রথম সঞ্চারিত হয় কোন বস্তুর মধ্যে।

এ সব দার্শনিক গাণিতিক বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিষয়কে বাদ দিয়ে

সলোমন শুধু চেয়েছে রাজকীয় বিচারবুদ্ধি এবং শ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞান এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে তা সে পূর্ণমাত্রায় পেয়েছে এবং সে জ্ঞানে অতুলনীয় এক পূর্ণতা লাভ করেছে সে।

এবার ভেবে দেখতে হবে কোন রাজার বিচার বুদ্ধি আর নীতিজ্ঞানের সঙ্গে সাধারণ মানুষের নীতিজ্ঞান ও বিচার বুদ্ধির পার্থক্য আছে কি না। কোন রাজার পক্ষে যে বিচারবুদ্ধি বা নীতিজ্ঞানের পরিচয় দেওয়া সম্ভব সে বুদ্ধি বা জ্ঞানের সাধারণ মানুষের পক্ষে পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। একমাত্র ঈশ্বর-পুত্র যীশুর পক্ষেই তা সম্ভব হয়েছিল।

এর পর বলব সাধারণ মানুষের কথা। মানুষ সাধারণতঃ হঠকারী। যারা কোন কিছু বিচার না করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চায় তাদের জ্ঞানবুদ্ধি কখনই পরিণতি লাভ করতে পারে না। মাছ ধরার কলাকৌশল না জেনে কেউ যদি মাছ ধরতে যায় তাহলে সে যেমন মাছ পায় না তেমনি কেউ যদি জ্ঞানগত যোগ্যতা অর্জন না করে সত্যের মাছ ধরতে যায় তাহলে সে ব্যর্থ হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যেতে পারে গ্রীক দার্শনিক পার্থেনাইডস্ ও তাঁর শিষ্যদের কথা। পার্থেনাইডস জ্যামিতিক নিয়ম না মেনেই বৃত্তকে বর্গ বলে চালাতে চেয়েছিলেন এবং গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টোটল্ তার নিন্দা করেন। দার্শনিক মেলিসাস ছিলেন পার্থেনাইডস্‌এর শিষ্য। ধর্মতাত্ত্বিক সিলেবিয়াস ও এরিয়াস শাস্ত্র-বাক্যকে ভুল প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পান।

সিলবিয়াস ঈশ্বর, খৃস্ট ও হলি গোস্ট বা স্বর্গীয় প্রেত—এই ত্রয়ীতত্ত্ব অস্বীকার করে বলেন ঈশ্বর ও তাঁর পুত্র খৃস্ট এক এবং অভিন্ন। এরিয়াস কিন্তু বলেন অন্য কথা। তিনি বলেন ঈশ্বর ও খৃস্ট পৃথক সত্তা। এরিয়াসের এই মতবাদের ফলে খৃস্টধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে দুই দলের উদ্ভব হয়।

বাঁকা তরোয়ালের দ্বারা যেমন যুদ্ধ জয় করা যায় না তেমনি বিকৃত সত্য বা শাস্ত্রবাক্য দ্বারাও জীবনে বড় কাজ করা যায় না। বসন্তের আগে কেউ যেমন গোলাপ পেতে পারে না, শীতে যেমন গোলাপ তুলতে গেলে শুধু তার কাঁটাই পেতে হয়, ফসল পাকার আগে কোন চাষী যদি লাভের অঙ্ক কষে তাহলে পরে যেমন তাকে আক্ষেপ করতে হয় তেমনি জ্ঞানবুদ্ধি পরিণতি লাভ না করলে সত্য খুঁজতে যাওয়া উচিত নয়। যদি কেউ যায় তাহলে একটি মহা-সমুদ্র অতিক্রম করে এসে অবশেষে বন্দরের কাছে ডুবে যাওয়া একটি ভগ্ন নিমজ্জিত জাহাজের মতই তাকে ব্যর্থ ও হতাশ হতে হয়।

জ্যাক জিলের মত সাধারণ লোকেরা যেন এক মিথ্যা আত্মম্ভরিতার বশবর্তী হয়ে মনে না করে তারা যে সব মানুষকে ভাল মন্দ হিসাবে বিচার করছে আসলে তারা তাই। পরে তাহলে তাদের আক্ষেপ করতে হবে। কারণ মানুষকে বিচার করার উপযুক্ত নীতিজ্ঞান অর্জন না করে বিচার করতে যাওয়া ঠিক নয়।

# চতুর্দশ সর্গ

## পুনরভ্যুত্থান সম্পর্কে বিয়াত্রিসের প্রশ্ন : সলোমনের উত্তর

### কাহিনীসংক্ষেপ

শেষ বিচারের পর যে দিব্য জ্যোতির এক একটি অংশ তাদের পরিবৃত করে রাখবে তার তারতম্য কিভাবে নির্ণীত হবে সে বিষয়ে দান্তের পক্ষ থেকে বিয়াত্রিস প্রশ্ন করল সেই সব চক্রস্থিত আলোকমূর্তিগুলিকে। এর উত্তরে সলোমনের আত্মা ঈশ্বরের মহিমা, রূপকল্প, প্রেম ও জ্যোতি—এই চারটি গুণের পার্থক্য বিশ্লেষণ করল।

এমন সময় তৃতীয় একটি অনুরূপ চক্র আবির্ভূত হলো। কিন্তু দান্তে তা দেখার আগেই তিনি দেখলেন শুক্রগ্রহ হতে সহসা মঙ্গলগ্রহে উঠে এসেছেন। মঙ্গলগ্রহে এসে তিনি দেখলেন শুভ্র উজ্জ্বল কয়েকটি আলোকমূর্তি একটি ক্রসের আকার ধারণ করেছে। দান্তে তার মধ্যে খৃস্টের ছায়ামূর্তি দেখতে পেলেন। তখন সেই আলোকমূর্তিগুলি স্তোত্রগান করতে লাগল সুমধুর স্বরে। এর আগে স্বর্গের অন্য স্তরগুলিতে যে সব স্তোত্রগান শুনেছেন তার থেকে এ গান আরো অনেক মধুর।

জল পরিপূর্ণ কোন পাত্রকে বাইরে বা ভিতর থেকে নাড়া দিলে তার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি তরঙ্গবৃত্ত রচিত হয় এবং সেই তরঙ্গগুলি কেন্দ্র হতে যাত্রা শুরু করে পাত্রগাত্রে প্রতিহত হয়ে আবার কেন্দ্রেই ফিরে আসে। এই চিত্রকল্পটি আমার মনে পড়ল বিয়াত্রিসের কথা শুনে। টমাস এ্যাকুইনাসের কথা শেষ হতেই পাত্রগাত্রে প্রতিহত তরঙ্গগুলির কেন্দ্রাভিমুখে প্রত্যাবর্তনের মতই কথা শুরু করল বিয়াত্রিস।

বিয়াত্রিস সেই সব আত্মাদের লক্ষ্য করে আমাকে দেখিয়ে বলল, এই লোকটি একটি সত্য জানতে চায়। কিন্তু সে কথা সে ব্যক্ত করতে পারছে না। ওকে তোমরা বলো, আজ যে জ্যোতি তোমাদের পরিবৃত করে রয়েছে, শেষ বিচারের পরও কি সে জ্যোতি তোমাদের দেহকে পরিবৃত করে রাখবে? তোমরা যখন শেষ বিচারের পর আবার নরদেহ ধারণ করবে তখন এই দিব্য জ্যোতির উজ্জ্বলতা সহ্য করতে পারবে ত?

বিয়াত্রিসের কথা শুনে যীশুর জন্মকালে বেথলেহেমের আনন্দোৎসবমত্ত শিশুদের মত আনন্দে মত্ত হয়ে উঠল আলোকমূর্তিগুলি। তারা সুমধুর স্বরে বিগলিত আবেগের সঙ্গে স্তোত্রগান গাইতে লাগল। তারা হয়ত খেয়াল করেনি তাদের এই আনন্দপ্রদায়িনী অলৌকিক গীতিরসসুধার মূল উৎস সেই ঈশ্বর যার পরম সত্তার মাঝে এসে মিলিত হয়েছে পরম পুরুষ যীশুর মানবিক ও দৈব দুটি সত্তা। সেই স্তোত্রগানের দ্বারা তারা সেই ঈশ্বরকে প্রীত করতে চাইছিল। তাদের সেই সুমধুর সমস্ত স্তোত্রগান যেন ফিরে যেতে চাইছিল তাদের উৎস-দেশে।

প্রথম চক্রটির মাঝখান থেকে সবচেয়ে উজ্জ্বল দিব্য জ্যোতিসম্পন্ন এক আলোকমূর্তি এগিয়ে এসে দেবদূতসুলভ কণ্ঠস্বরে বলল, এই স্বর্গের ভোজসভা যতদিন চলবে ততদিন অম্লান থাকবে আমাদের এই জ্যোতির উজ্জ্বলতা, তত দিন অক্ষুণ্ণ থাকবে আমাদের ঈশ্বরপ্রেম। এই অকৃত্রিম অনন্ত ঈশ্বরপ্রেমই আমাদের এই জ্যোতিগুলিকে দান করে এখন অপ্রাকৃত উজ্জ্বলতা।

শেষ বিচারের পর যখন আমরা নূতন দেহ ধারণ করব তখন আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে আমাদের জ্যোতি। আমাদের প্রাণশক্তি যাবে বেড়ে। আরো স্বচ্ছ হয়ে উঠবে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি আর বিচারবুদ্ধি। অন্তর্দৃষ্টি যত স্বচ্ছ হবে ততই আমাদের ঈশ্বরপ্রীতি বেড়ে যাবে আর ততই আমাদের দেহের মধ্যে প্রাণশক্তির উত্তাপ বাড়তে থাকবে উত্তরোত্তর। কয়লা যেমন আগুনে পুড়েও আকারে বা আয়তনে তাই থাকে, শুধু তার রংটা বদলে যায়, তেমনি এই আলোর দ্বারা আমাদের দেহগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে শুধু, তাদের আকারগত কোন পরিবর্তন হবে না। যে আলো এখন শুধু আমাদের ছায়ামূর্তিগুলিকে পরিবৃত করে আছে সে আলো তখন আমাদের দেহগুলিকে পরিবৃত করে থাকার ফলে আরো প্রসারিত হয়ে উঠবে। আমাদের দেহের ইন্দ্রিয়যন্ত্রগুলি তখন আরো বলিষ্ঠ হয়ে উঠবে। এই দিব্য জ্যোতির প্রভাবে কোন দুর্বলতার

দ্বারা আচ্ছন্ন হবে না আমাদের চেতনা। তার ফলে আমরা কোন পাপ করব না। কোন অন্যায় করব না আমরা।

একথা বলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার এমন মধুর স্বরে স্তোত্রগান করতে লাগল যে তা শুনে আমার খুবই ভাল লাগল। আমার মনে হতে লাগল তারা এই মুহূর্তে দেহ ধারণ করুক। সেই সব আত্মাগুলি তাদের সকল আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে একযোগে সেই স্তোত্রগান করতে লাগিল।

তখন সেই দুটি চক্রের বাইরে আর একটি আলোকচক্র দেখা দিল। তৃতীয় চক্রটি প্রথম দুটি চক্রকে ঘিরে ফেলল ঠিক যেমন প্রত্যুষে পূব দিগন্তে একটির পর একটি করে আলোর রেখা ফুটে ওঠে, ঠিক যেমন সন্ধ্যাকাশে একের পর এক করে নক্ষত্র ফুটে ওঠে। কয়েকটি আলোকমূর্তির দ্বারা গঠিত সেই চক্রটি কোথা হতে এগিয়ে এসে চক্রাকারে আবার চক্রদুটিকে বেষ্টন করে ফেলল। সেই চক্রস্থিত আলোকমূর্তিগুলি এত উজ্জ্বল ছিল যে আমি আমার চোখ দিয়ে ভাল করে তাকিয়ে তাদের দেখতে পারছিলাম না।

কিন্তু বিয়াত্রিস আমার মত কিছুমাত্র বিহ্বল না হয়ে হাসতে লাগল আমার দিকে তাকিয়ে। বিয়াত্রিসের দেহের উজ্জ্বলতা এত বেশী বেড়ে গেছে মনে হলো যে আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না এবং আমার স্মৃতিতে জেগেও নেই সে কথা।

বিয়াত্রিসের মুখের সেই অনৈসর্গিক উজ্জ্বলতা আমাকে এমন এক আত্মশক্তি দান করল যাতে আমি মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলাম আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। আমি দেখলাম আমরা আগের গ্রহস্তর থেকে ঊর্ধ্বতন আর এক স্তরে উন্নীত হয়েছি সহসা। এ হচ্ছে মঙ্গলগ্রহ। আমার পাশে রয়েছে বিয়াত্রিস। এই নূতন গ্রহলোকের নক্ষত্রমণ্ডলের উজ্জ্বল হাসি যেন সাদর অভ্যর্থনা জানাল আমাদের।

আমি তখন উৎফুল্ল হয়ে অখণ্ড অন্তরে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝতে পারলাম আমার প্রার্থনা ও উত্তপ্ত শ্রদ্ধার্ঘ্য গ্রহণ করেছেন ঈশ্বর।

সহসা দুই দলে বিভক্ত একদল লাল উজ্জ্বল আলোকমূর্তি আবির্ভূত হলো আমার সামনে। সেই আলোকমূর্তিগুলি হলো সেই সব সাধু পুরুষদের আত্মা যারা ধর্মরক্ষার জন্য প্রাণবলি দিয়েছেন। আমি তখন চিৎকার করে বললাম, হে ঈশ্বর, এ তোমার কী অদ্ভুত সৃষ্টি!

সহসা দুটি আলোকমূর্তির দল এমন আড়াআড়িভাবে দাঁড়াল যে তা দেখে মনে হলো যেন একটি জ্বলন্ত আলোর ক্রস। রাত্রির মুক্ত আকাশে দুটি দুধের মত সাদা ছায়াপথ আড়াআড়িভাবে থাকলে যেমন দেখায়, দুটি বিদ্যুতের চকিত রেখা আড়াআড়িভাবে খেলে গিয়ে এক ক্রস সৃষ্টি করে তেমনি আমি দেখলাম এক আলোর ক্রস। সেই ক্রসের মধ্যে আলোগুলো সচলভাবে যাওয়া আসা করছিল; এক জায়গায় স্থির হয়ে ছিল না।

সহসা আমার কানে এল এক প্রার্থনার গান। যে সব আলোকমূর্তিগুলি দুটি রেখার মত দাঁড়িয়ে একটি আলোর ক্রস গড়ে তুলেছিল তারা খৃস্টকে প্রার্থনার মধ্যে আবাহন করছিল। বলছিল, জাগো মৃত্যু ও নরককে জয় করে আমাদের অমৃত দাও।

সে গান শুনে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল যেন ক্রুসবিদ্ধ খৃস্টের মূর্তি। আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। বিবশ হয়ে আসছিল আমার চেতনা। আমি আমার চেতনা ও বুদ্ধির নিবিড়তা দিয়ে সে গান শুনতে পারছিলাম না। সেই অলৌকিক দৃশ্য দেখতে পারছিলাম না।

আমার মনে হলো. এইভাবে আমাদের মত যে সব মানবাত্মারা ধীরে, ধীরে স্বর্গলোকের স্তরগুলিকে একে একে অতিক্রম করে যতই উপরে যায় ততই এই সব অলৌকিক শব্দদৃশ্য দেখাশোনার ক্ষমতা পায়। আরো মনে হলো এ দৃশ্য এর আগের নিম্নতন স্তরগুলিকে কোথাও দেখিনি। এ গান এর আগে কখনো শুনিনি।

আমার আরো মনে হলো স্বর্গলোকের ঊর্ধ্বতন স্তরগুলিতে বিয়াত্রিসের দেহসৌন্দর্যের স্বর্গীয় দ্যুতি আর আমাদের এই অপার্থিব আনন্দ কিছুমাত্র কমবে না। বরং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। তা আরো সূক্ষ্মতর ও পবিত্রতর হয়ে উঠবে।

## পঞ্চদশ সর্গ

### সৌরলোক : সেই আলোর ক্রসের তলদেশে একটি আত্মার গমন

### কাহিনীসংক্ষেপ

মঙ্গলগ্রহের সেই সব ধর্মযোদ্ধাদের আত্মারা তাদের প্রার্থনার গান থামাল। তাদের মধ্যে একটি আত্মা দান্তের সঙ্গে কথা বলার জন্য সেই ক্রসের তলদেশের দিকে এগিয়ে এল কক্ষচ্যুত উল্কার মত। সেই আত্মাটি নিজের পরিচয় দিয়ে বলল সে দান্তের ঊর্ধ্বতন পুরুষদের একজন। এরপর সে দ্বাদশ শতকের ফ্লোরেন্সের অধিবাসীরা যে সব সরল গুণাবলীতে ভূষিত ছিল তার কথা বলল।

মানুষের পরোপকার প্রবৃত্তি হতে যেমন দানশীলতার উদ্ভব হয়, লোভ লালসা থেকে যেমন হিংসার উদ্ভব হয় তেমনি আমার প্রতি করুণাবশতঃ অর্থাৎ আমি যাতে কথা বলতে পারি তার জন্য সেই সব আত্মারা তাদের প্রার্থনার গান থামিয়ে দিল। মনে হচ্ছিল আত্মারূপ তার দিয়ে নির্মিত সেই আলোক-মূর্তিদের দ্বারা গঠিত এক অপরূপ বীণাযন্ত্রটি ঈশ্বর নিজের হাতে বাজিয়ে গান গাইছিলেন। সে গান শুনে আমারও হৃদয়ে জাগছিল ঈশ্বরের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তিভাব আর প্রার্থনার আকুতি।

সে গান সহসা আমার জন্যই থেমে গেল। সে গান শুনলে মনে আর বিষয় বাসনা থাকে না, তুচ্ছ কোন পার্থিব বস্তুর প্রতি আসক্ত হয়ে মন সেদিকে ধাবিত হয় না। সমস্ত মনপ্রাণ ভরে থাকে শুধু এক অপরিসীম অফুরন্ত ঈশ্বরপ্রীতিতে।

শান্ত নির্মল সন্ধ্যার আকাশটাকে সহসা এক অত্যুজ্জ্বল ছটায় আলোকিত করে যেমন কোন নক্ষত্র কক্ষচ্যুত হয়ে স্থান পরিবর্তন করে তেমনি যে সব সেণ্টদের পুণ্যাত্মাগুলি একটি আলোর ক্রশ গড়ে তুলেছিল সুসংবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে, তাদের মধ্য থেকে একটি আত্মা বেরিয়ে এল আমার দিকে। মধ্যযুগে বাতির আলোর উপর ব্যবহৃত এ্যালাবাস্টারের আবরণ (এক ধরণের মসৃণ মর্মর প্রস্তর) থেকে যেমন আলোর ছটা বেরিয়ে আসত তেমনি সেই আত্মাটি বেরিয়ে এল।

স্বর্গলোকে একদিন যেমন এ্যাঙ্কিসেসের আত্মা সহসা তার পুত্র ঈনিসকে

দেখে বিস্মিত হয়ে পড়ে তেমনি আমিও বিস্মিত হয়ে পড়লাম সেই আলোক-মূর্তিধারী আত্মাটিকে দেখে।

প্রার্থনার ভঙ্গিতে সেই আত্মাটি বলল, আমারই দেহের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হে আমার রক্ত, তুমি ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ করুণার দান। তোমার মত আমিও কি পাব না ঈশ্বরের অপার করুণা?

আমি তার একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বিয়াত্রিসের মুখপানে তাকালাম। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েছিলাম আমি। কোন কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

অবশেষে সেই আলোকমূর্তিটি উজ্জ্বলরূপে এগিয়ে এসে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে কি বলল আমায়। কিন্তু তার কথার অর্থ এতই গভীর যে আমি তার কিছুমাত্র বুঝতে পারলাম না। সে কিন্তু ইচ্ছা করে আমার কাছে তার কথার অর্থটা গোপন রাখতে চাইছিল না। তার সেকথা কোন মানবাত্মার পক্ষে বোধগম্য করে তোলা নিষিদ্ধ ছিল তার পক্ষে। কিন্তু আমার ভালবাসার ফুলশরের আঘাতে সে নরম হলো। সে তার সব কথাকে আমার বোধায়ত্ত করে তোলার চেষ্টা করল।

তার কথা আমি যতদূর বুঝতে পেরেছিলাম তাতে মনে হলো সে বলছে, হে ঈশ্বর, তোমার নিজের ও যীশুর দুটি সত্তা পূর্ণ ও মূর্ত হয়ে উঠেছে তোমার মধ্যে। আমাদের সকলের প্রাণবীজ তোমার দ্বারাই উদ্ভূত। যে গ্রন্থ পাঠ করলে ভবিষ্যতের সব কিছু জানা যায় সেই গ্রন্থ পাঠ করে আমার কৌতূহল বেড়ে গেছে। সে গ্রন্থ মানুষের যত সুখ দুঃখের আলোছায়ায় পূর্ণ।

প্রথমেই বলে রাখি বৎস, তুমি আমাদের বংশেরই সন্তান। যে মহীয়সী নারী তোমাকে এই স্বর্গলোকে তুলে এনেছে তাকে ধন্যবাদ জানাই। তুমি যা মনে ভাবছ আমি সব বুঝতে পারছি। মনে রাখবে সকলের সব চিন্তার মূল উৎস হলো ঈশ্বর। সেখান থেকেই উৎসারিত হয়ে সে চিন্তার আলো ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন মানুষের মনে। গণিতজ্ঞরা যেমন মনে করেন এক থেকেই সব সংখ্যার উদ্ভব তেমনি আমরাও মনে করি জাগতিক মহাজাগতিক সকল বস্তুই ঈশ্বরের বিশ্বচৈতন্যের মধ্যে অবস্থান করে। যেহেতু আমার মত স্বর্গের সব আত্মাই যে কোন লোকের মুখ দেখে মনের কথা বা ভূত ভবিষ্যতের কথা সব বলে দিতে পারে, সেই হেতু আমি কে সে কথা আমাকে প্রশ্ন করো না। স্বর্গে আমাদের সকলের কাছেই এমন এক আশ্চর্য মায়াদর্পণ আছে যাতে

মানুষের কারো কোন চিন্তা মনের মধ্যে উদয় হতে না হতেই সে চিন্তা প্রতিফলিত হয়ে ওঠে সে দর্পণে। কিন্তু এই লোকের নিয়ম অনুসারে তোমার কামনা বা কৌতূহল তৃপ্ত করার আগে তুমি প্রথমে বল কি জানতে চাও। তারপর আমি তার উত্তর দেব।

আমি তখন বিয়াত্রিসের পানে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নির্দেশ চাইলাম। বিয়াত্রিস জানাতে ইশারায় সেকথা আমাকে সম্মতি দিলে আমি বললাম, ঈশ্বরের মধ্যে যে সব গুণ আছে তার কোন সীমা পরিসীমা নেই আর তা এক পরিপূর্ণ সঙ্গতির মধ্যে বিরাজ করে। যে সব সাধক বা ভাগ্যবান ব্যক্তি ঈশ্বরকে যথার্থ স্বরূপে দেখতে পায় তাদের মধ্যেও প্রেম এবং প্রজ্ঞা এই গুণ দুটি সঙ্গতিপূর্ণ অবস্থায় বিরাজ করে।

কিন্তু মরণশীল যে সব মানুষের মন অবিদ্যায় ভরা তাদের চরিত্রের মধ্যে প্রেম ও প্রজ্ঞার মধ্যে, কামনা ও বুদ্ধির মধ্যে কোন সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য নেই। তারা সাধারণতঃ ভালবেসে যাকে কামনা করে সেই ভালবাসার সত্যকে সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধির নিবিড়তা দিয়ে শেষ পর্যন্ত আকড়ে ধরে থাকতে পারে না। আমিও যেহেতু মরণশীল এক মানুষ আমার মধ্যেও এ ত্রুটি এ অপূর্ণতা থাকা স্বাভাবিক। সুতরাং আমি শুধু আপনার মত প্রেম ও প্রজ্ঞাসিদ্ধ আত্মাদের শুভেচ্ছায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

যথাযোগ্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলছি, হে উজ্জ্বল রত্নস্বরূপ ঐশ্বরিক আশীর্বাদধন্য আত্মা, তোমার পরিচয় দান করে আমার আনন্দবিধান করো।

সে আত্মা তখন উত্তর করল, হে আমার বংশধর, আমি যেন তোমারই জন্য প্রতীক্ষায় ছিলাম। আমি তোমারই উত্তরপুরুষ। তোমার নামের উপাধি এমন একজনের কাছ থেকে উৎসারিত যে একশত বছর ধরে পরিশুদ্ধি পর্বতের সানুদেশটিকেই প্রদক্ষিণ করছে সে হচ্ছে আমার পুত্র এবং তোমার প্রপিতামহ। তুমি যদি তার জন্য প্রার্থনা করো ঈশ্বরের কাছে তাহলে অবসান ঘটবে তার এই ক্লান্তিকর শ্রমের। তোমাদের নামের সে উপাধি হলো এ্যালিঘিরি। আমার নাম হলো কাচ্চিগুইদা। আমার আমলে তখন ফ্লোরেন্স এই আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধ শুরু হয়নি। তখন নগর-প্রাচীরের সীমানাটা প্রসারিত করে আর একটি প্রাচীর দেওয়া হয়। তখন অবিচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজ করত ফ্লোরেন্স নগরীতে। কোন উজ্জ্বল শৃংখল হাতে নিয়ে পরাধীনতার বিনিময়ে কোন ঐশ্বর্য ভোগ করেনি।

তখন ফ্লোরেন্স নগরীতে পণপ্রথার কোন কঠোরতা ছিল না। কোন পরিবারে কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করলে পিতার মনে ভয়ের সঞ্চার হত না। পথের ধারে কোন ঘরবাড়ি শূন্য থাকত না; সব সময় লোকজনে ভর্তি ছিল। তখন এসিরিয়ার শেষ রাজা সার্দানাপ্যালাস এসে বিলাসব্যসন আর অত্যাচারের স্রোত বইয়ে দেয়নি। তখন বোলোগনার পরিব্রাজক ইউসিলেতনি ফ্লোরেন্স পরিভ্রমণ করতে এসে মন্তিমার্লো পাহাড় থেকে ফ্লোরেন্স নগরীর অসংখ্য আকাশচুম্বী সৌধমালা দেখে বিস্মিত হয়ে যান। তিনি স্বীকার করেন ঐশ্বর্যের দিক থেকে রোমকেও ছাড়িয়ে গেছে ফ্লোরেন্স। কিন্তু আমি বলে রাখছি, পতনের দিক থেকেও রোমকে একদিন ছাড়িয়ে যাবে ফ্লোরেন্স।

অথচ আমি নিজেকে দেখেছি নার্লি এবং ডেক্কিওর মত নাইট উপাধিপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তিরা অতি সাধারণ একটা কোট গায়ে দিয়ে বসে থাকতেন। আর তাঁদের স্ত্রীরাও ঘরে কাটা সুতোয় তৈরি কাপড় জামা পড়ে সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। তখনকার দিনে ফ্লোরেন্স নগরীর কোন লোক ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য ফ্রান্সে গেলে তার স্ত্রী তার সঙ্গে যেতে পেত না। কারণ এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা ছিল এবং তা কেউ ভঙ্গ করলে তার নির্বাসন অথবা নির্জন বাসের দণ্ড ভোগ করতে হত। তাই তখন বেশীর ভাগ নারীই গৃহিণীরূপে ঘর সংসারের কাজকর্ম ও সন্তানপালনে ব্যস্ত থাকতেন। অবসর সময়ে সন্তানদের রূপকথা শোনাতেন।

সেকালে এ্যারিগো দেলা তোসার কন্যা চ্যাংঘেলা বিলাসব্যসন ও ব্যভিচারের জন্য কুখ্যাতি অর্জন করে। সে ছিল অত্যন্ত অহঙ্কারী এবং বিলাসপ্রিয়। তাই তার অশোভন জীবনযাত্রা বিস্ময়মিশ্রিত এক ঘৃণার উদ্রেক করত ফ্লোরেন্স নগরীর আপামর সকল নরনারীর মনে, বর্তমান কালে যেমন কর্ণেসিয়াকে সকলেই ঘৃণা করে। আবার তখন ল্যাপো সল্টারেনো নামে এক আইনজীবী প্রায়ই উৎকোচ গ্রহণ করত। তার ব্যাপক দুর্নীতিপরায়ণতার জন্য লোকে তাকে ঘৃণা করত, এখন যেমন সিনসিনেতাসকে লোকে ঘৃণা করে। দ্বাদশ শতাব্দীর ফ্লোরেন্সে ব্যভিচারিণী ও উচ্ছৃংখল প্রকৃতির নারী এবং দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি ছিল না বললেই চলে। এই ধরনের সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার মাঝে প্রেম ভালবাসায় পরিপূর্ণ প্রতিটি গৃহে শান্তিপ্রিয় সৎ নগরবাসীরা বাস করত। এমন সময় একদিন আমার মাতা প্রসব বেদনায় কাতর হয়ে জগন্মাতা মেরীর আবাহন করেন এবং মেরী তাঁকে এক পুত্রসন্তান দান

করেন। আমিই সেই সন্তান কাচ্চিগুইদা। মরোন্টো ও এলিসিও নামে আমার দুই ভাই ছিল। আমি পো নদীর তীরবর্তী এক উপত্যকা প্রদেশের এ্যালিঘিরি নামে এক নারীকে বিবাহ করি। তার নাম অনুসারেই তোমাদের বংশের উপাধি গৃহীত হয়।

বড় হয়ে আমি সম্রাট কনরাদের অধীনে এক কাজ নিয়ে চলে যাই। আমার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি আমাকে নাইট উপাধি দান করেন। আমি একবার ধর্মযুদ্ধে নাস্তিক সারাসীনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করি এবং সেই যুদ্ধেই আমি প্রাণত্যাগ করি। যে জগৎ অহঙ্কারে ভরা, মিথ্যা, অস্থায়ী, জড় আর লাভের লালসায় কুটিল সে জগৎ ত্যাগ করে আমি এই চিরশান্তির রাজ্যে পরম সুখে বাস করছি।

# ষোড়শ সর্গ

## মঙ্গলগ্রহ : পূর্বপুরুষবর্ণিত বংশগৌরবে দান্তের গর্ববোধ

### কাহিনীসংক্ষেপ

আপন বংশমর্যাদা ও পূর্বপুরুষদের গৌরবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশতঃ কাচ্চিগুইদাকে তুমি বা আপনি না বলে 'আপনারা' বলে বহুবচনে সম্বোধন করলেন দান্তে। তা দেখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল বিয়াত্রিসের মুখে। দান্তের আগ্রহ ও অনুরোধে কাচ্চিগুইদা দ্বাদশ শতাব্দীর ফ্লোরেন্সের নানা কথা ও কাহিনী শোনাতে লাগলেন তাঁকে। তিনি তাঁর নিজের জন্মকথার সঙ্গে সঙ্গে বললেন সেকালের ফ্লোরেন্সের বহু অভিজাত পরিবারের কথা। সেই সব পরিবার সেকালে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করলেও বর্তমানে নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে গেছে তাদের সব খ্যাতি ও গৌরব। বর্তমানে ফ্লোরেন্স নগরীর শোচনীয় পরিবর্তন দেখে দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলেন কাচ্চিগুইদা। তিনি বললেন, আজ এমন বহু নবাগতের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে যারা তাদের অমিত অসংখ্য লোভ লালসা আর ব্যাপক দুর্নীতিপরায়ণতার দ্বারা সমগ্র নগরটাকে কলুষিত করে তুলেছে। পরিশেষে কাচ্চিগুইদা দুঃখ করে বললেন এ্যামিদেই ও বুন্দেলমন্তি

নামে দুই ব্যক্তির ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে এক বিরাট গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছে আজ সারা দেশে।

হে আমার শ্রদ্ধেয় ও বরেণ্য পূর্বপুরুষগণ, আমাদের বংশের ও সারা রাজ্যের গৌরব মুকুট, তোমরা আমার বক্ষস্থলকে স্ফীত করে তুলেছ এক বিরল গর্ববোধে। যে স্বর্গলোকে আমাদের মন সদা সর্বদা ঈশ্বরপ্রীতিতে পরিপূর্ণ হয়ে আছে, কোন তুচ্ছ কামনার বাসনার দ্বারা আমাদের অখণ্ড অন্তরের সেই অফুরন্ত ঈশ্বরপ্রীতি খণ্ডিত হয় না কখনো, সেই স্বর্গলোকে বসেও আমাদের বংশমর্যাদায় গর্ববোধ করছি আমি। পরতে পরতে কোন উজ্জ্বল মূল্যবান পোষাক যেমন ছোট হয়ে যায় তেমনি তোমরা একদিন তোমাদের উজ্জ্বল যত সব কৃতিত্বের দ্বারা যে গৌরব দান করছিল সারা দেশকে, সে গৌরবকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেনি তোমাদের অপদার্থ বংশধরগণ। কারণ তারা কোন বড় কাজ করতে পারেনি অথবা জীবনের কোন ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়ে তাদের বংশগত গৌরবের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেনি।

আমার কথা শুনে বিয়াত্রিস হাসল। মৃদু হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। স্যার ল্যান্সলটের প্রতি রাণী গুইনেভিয়ারের অবৈধ প্রেমাসক্তি দেখে একদিন লেডী মেলহত কেশে সতর্ক করে দিয়েছিল রাণীকে তেমনি এক নীরব হাসি হেসে আমাকে কি যেন বলল বিয়াত্রিস।

আমি কাচ্চিগুইদাকে বললাম, হে আমার শ্রদ্ধেয় পিতৃপুরুষ তুমি আমার বক্ষে বংশগৌরবগত এমন এক গর্ববোধ জাগিয়ে তুলেছ যাতে নিজেকে আরো বড় বলে ভাবতে ইচ্ছা করছে। এক বিরল আত্মপ্রসাদের উচ্ছ্বসিত প্লাবনে প্লাবিত হয়ে উঠেছে আমার সমগ্র অন্তরাত্মা। আমাকে তোমার জন্মকথা আরো বিস্তৃত করে বল। বল, তোমার যখন বাল্যাবস্থা ছিল তখন দেশের অবস্থা কেমন ছিল। বল, তখন ফ্লোরেন্সের ধর্মীয় অবস্থা কেমন ছিল। সেন্ট জন ও যে সব যোগ্য লোক ধর্মের ক্ষেত্রটি পরিচালনা করতেন তাঁদের কথাও বল।

বাতাসের স্পর্শে কোন জ্বলন্ত অঙ্গার যেমন উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে সহসা তেমনি আমার উৎসাহব্যঞ্জক কথায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল কাচ্চিগুইদার চোখ দুটো। তিনি ল্যাতিন ভাষায় শান্তভাবে আমার কথার উত্তরে বলতে লাগলেন মেরীর নাম উচ্চারণ করে আমার মাতা যেদিন আমাকে প্রসব করেন সেদিন

থেকে পাঁচশত আশী বছর কেটে গেছে অর্থাৎ আমার জন্ম হয় এক হাজার একানব্বই খৃস্টাব্দে।

যেখানে ফ্লোরেন্সের বাৎসরিক অশ্বদৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হত এবং যেখানে নগরের বিখ্যাত এলিসি পরিবারের বাড়ি অবস্থিত ছিল আমার জন্ম হয় সেইখানে। আমার আগে আমার পূর্বপুরুষেরা কোথা হতে ঠিক কখন ওখানে আসেন তা আমি বলতে পারব না।

দ্বাদশ শতাব্দীতে ফ্লোরেন্সে যোদ্ধার সংখ্যা ছিল সেখানকার বর্তমান জনসংখ্যার পাঁচ ভাগের এক ভাগ। কিন্তু তখনকার যোদ্ধাদের গুণগত মান ছিল এখনকার যোদ্ধাদের থেকে অনেক উঁচু। ক্যাম্পি জিরানতো প্রভৃতি গ্রাম থেকে যে সব অধিবাসীরা আজ ফ্লোরেন্সে এসে বসবাস করছে তারা ফ্লোরেন্সের অতীতের সামরিক ঐতিহ্যকে নষ্ট করে দিয়েছে। তাছাড়া গ্যালার্দো ও ত্রেপিয়ানো এই নগর দুটি ফ্লোরেন্সের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যদি প্রতিবেশী হত তাহলে খুব ভাল হত। আর ভাল হত যদি আগুগ্লিও ও সিগনার মত দুজন আইনজীবী শ্বেত গুয়েল্ফ দল হতে বিতাড়িত হয়ে কৃষ্ণ দলে যোগদান না করত, যদি চার্চ বা ধর্মসম্প্রদায় রোম সম্রাটদের ধর্মনিরপেক্ষ নীতির বিরোধীতা না করে সে নীতি সমর্থন করত। আর যদি সিমিকন্তি থেকে আগত সেই বদমাস লোকটা তার স্বদেশে ফিরে যেত তাহলেও খুব ভাল হত। তাহলে হয়ত প্রাটো ও পিস্তোয়ার মাঝখানে এক পাহাড়ের উপর বিখ্যাত লম্বার্ড পরিবারের মস্তিমার্লো নামে যে এক সুরম্য প্রাসাদ ছিল, পিস্তোয়ার আক্রমণের ভয়ে সে প্রাসাদ ফ্লোরেন্সকে বিক্রি করতে হত না।

কোন নগরে যখন বাইরে থেকে নবাগতরা এসে বসবাস করতে থাকে তখন সেই নগরের বিশেষ নাগরিক সভ্যতায় মধ্যে ফাটল ধরে। কোন মানুষ যদি বিভিন্ন ধরনের মাংস খেয়ে ক্রমাগত তার উদরপূর্তি করে চলে তাহলে তার স্বাস্থ্যহানি ঘটে। কোন নগরে জনসংখ্যা বেশী হলেই তার গুণগত শক্তি বাড়বে এমন কোন কথা নেই। মেষের থেকে বৃষের ওজন ও আয়তন বেশী বলেই সে বেশী শৌর্যবাম্বিত নয়। ভেবে দেখ তুস্কানির প্রান্তে লুসি শহর কিভাবে রোমানদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়। আর্বিস্লেভিয়ার মত শহরও আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত। তারপর দেখ আফ্রিকার নিকটস্থ কিউসি আর আড্রিয়াতিক সাগরের তীরে অবস্থিত সিন্গাগ্লিয়া নগরী কিভাবে ধ্বংস হয়ে গেল গুয়েল্ফ ও গিবেলাইনদের সর্বনাশা গৃহযুদ্ধে। শুধু বড় বড় নগর নয়, কত সম্ভ্রান্ত ঐশ্বর্য

ও গৌরবশালী পরিবারেও ঘটল উত্থান আর পতন। সমুদ্রে যেমন জোয়ার ভাটা হয়, জোয়ারের সময় উচ্ছ্বসিত সমুদ্রতরঙ্গ উপকূলভাগ প্লাবিত করে; আবার ভাটায় সে তরঙ্গমালা অপসারণ করে আপনা হতে, তেমনি মানুষের সকল কৃতিত্ব একদিন গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করলেও তা আবার নেমে যায় অধঃপতনের গভীর গহ্বরে। তবে কোন কোন পার্থিব বস্তু বা কৃতিত্ব অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হয় এই যা পার্থক্য। ধ্বংস একদিন সকল পার্থিব বস্তুর হবেই। সুতরাং আমি যদি ফ্লোরেন্স নগরীর সেই সব প্রাচীন গৌরবময় পরিবারগুলির উল্লেখ করি তাহলে তাতে কিছুমাত্র বিস্মিত হবার নেই। আমি নিজে দেখেছি উবি, ক্যাটোলিনি, ফিলিপ্পি, গ্রেসি, ওরমান্নি, এ্যালবেরিক প্রভৃতি পরিবারগুলি কিভাবে তাদের অতীতের বংশগৌরব সব একে একে হারিয়ে ফেলছে। আমি জানি লাব্রা, লা সেনেল্লা, সোন্দাবিয়েরি, বস্তিখি, আ্যাদাবি প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলি কত গৌরবময় ছিল। কিন্তু বর্তমানে হিংসা, দ্বেষ. বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি পাপের ভারে সমস্ত সম্ভ্রান্ত পরিবার তাদের সব গৌরবময় ঐতিহ্য হারাতে বসেছে।

সেণ্ট পিটার ে:রনের কাছে গার্শি পরিবারের প্রাসাদোপম একটি বাড়ি আছে। বেলিনসিওন বার্তির কন্যা গুয়াদ্রাদারের সঙ্গে কাউণ্ট গিদো গুয়েরার বিবাহের ফলে বার্তিদানানি পরিবারের কাছ থেকে সেই বাড়িটি যৌতুকস্বরূপ পায় কাউণ্ট গিদোরা। পরে গিদোর এক বংশধর কষ্টি গিদি এই বাড়িটি গার্শিদের কাছে বিক্রি করে। এইভাবে বেলিনসিওনদের অব:-ষ্ট সুনাম নষ্ট হয়ে যায়।

দেল্লা প্রেসা শাসক হিসাবে অযোগ্য ছিল না। সে ছিল গিবেলাইন দলভুক্ত। কিন্তু ১২৫৮ সালে তাকে সপরিবারে নির্বাসিত হতে হয় ফ্লোরেন্স থেকে।

তাছাড়া পিগনি, গল্লি, সচ্চেত্তি, গিনোশি, ফেপারস্তি, বারুচ্চি, কালফুচি, আবিগুচি প্রভৃতি পরিবারগুলির কেউ ছিল গুয়েল্‌ফ, কেউ ছিল গিবেলাইন। এই সব পরিবারগুলি দলগত দ্বন্দ্বের আবর্তে আবর্তিত হয়। এদের মধ্যে সিজ্জি ও গ্যারিগুচি পরিবার দুটি গিবেলাইনদের জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে ফ্লোরেন্স ছেড়ে চলে যায়।

উবার্তির গিবেলাইন পরিবার একদিন ছিল দারুণ ক্ষমতাগর্বে গর্বিত। তারা আমাদের মত অনেক গুয়েল্‌ফদের তাড়িয়ে দেয় ফ্লোরেন্স থেকে। কিন্তু

ভাগ্যের চাকা ঘুরে যেতে তাদেরও বিতাড়িত হতে হয় একদিন। আসলে গুয়েল্‌ফ গিবেলাইন দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয় লাম্বার্তি পরিবার থেকে। এই লাম্বার্তি পরিবারের মধ্যে মস্কা নামে একজন লোক ছিল। বুন্দেলমন্তি নামে একজন লোক লাম্বার্তি পরিবারের একজন নারীকে রসিকতা করে কি বলে। সে নারী ছিল মস্কার নিকট আত্মীয়া। লস্কা তখন আমিদেই নামে একজন লোককে নিযুক্ত করে বুন্দেলমন্তিকে হত্যা করার জন্য। এই ঘটনা থেকেই ফ্লোরেন্সে যুগযুগান্তব্যাপী গুয়েল্‌ফ-গিবেলাইন দ্বন্দ্ব শুরু হয়।

আমি দুটি গুয়েল্‌ফ পরিবারের নাম জানি যারা বিশপের পদ শূন্য রেখে দিয়ে তার প্রাপ্ত টাকা ভোগ করে যাচ্ছে। আমি আরো জানি, নির্লজ্জ আদিমারি পরিবার তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এবং এদের মধ্যে একজন এত নীচ যে দান্তের নির্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে তার যত সম্পত্তি আত্মসাৎ করে নেয়। আদিমারি পরিবারের আর একজন দান্তেকে হত্যা করার চেষ্টা করে। এই পরিবারের একজন হুবার্টি দোনাতি রাভিনানি বংশের বেলিনসিওনের কন্যাকে বিবাহ করে। কিন্তু তার স্ত্রীর বোন তাদেরি বংশের আর একজনকে বিবাহ করলে ঈর্ষান্বিত হয়ে বাধা দেয়। হুবার্টি দোনাতি এমনই নীচ ছিল।

ক্যাপোনসারে পরিবারের লোকেরা ফ্লোরেন্সের গিবেলাইন দলের প্রাচীন সদস্য। তারা আসে ফিজোল থেকে। তারা যেমন একবার গুয়েল্‌ফদের বিতাড়িত করে, পরে তাদেরও বিতাড়িত হতে হয় শহর থেকে। বিয়াত্রিসের মাতা এই ক্যাপোনসাকো পরিবারেরই মেয়ে ছিলেন। গিজা ও ইনফাঙ্গাতো পরিবার দুটিও ছিল গিবেলাইন দলভুক্ত এবং ব্যবসাগত দুর্নীতির জন্য তাদের পতন ঘটে।

তোমরা হয়ত এখন লা পেরা পরিবারের নামই জান না। কিন্তু এই পরিবার একদিন ফ্লোরেন্সে এতদূর প্রভাবশালী ছিল যে তাদের নাম অনুসারে ফ্লোরেন্স নগরীর চারটি তোরণদ্বারের একটির নামকরণ হয়।

আমি আরো কয়েকটি পরিবারের কথা বলব যারা ভিনাসির দ্বারা 'প্রধান সামন্ত' উপাধিতে ভূষিত হয়। তাঁদের উপাধির নাম দেন মার্কুই। কিন্তু এত বড় উপাধি লাভ করেও তারা ফ্লোরেন্সের সাধারণ মানুষের দলে যোগদান করে সামন্তদের ক্ষমতা খর্ব করে।

গুয়ালতেরোত্তি ও ইম্পরতুনি এই দুটি গুয়েল্‌ফ পরিবার ফ্লোরেন্সের

মধ্যস্থলে বর্গো অঞ্চলে সুখে শান্তিতে বসবাস করছিল। কিন্তু বুন্দেলমন্তিরা তাদের মন্তিকুয়োনোর প্রাসাদ বিধ্বস্ত হলে তারা ফ্লোরেন্সের বর্গো অঞ্চলে গুয়ানতেরোত্তিদের প্রতিবেশী হিসাবে বাস করতে আসে। এই বুন্দেলমন্তিই হলো সব অশান্তি আর বিপর্যয়ের মূলে। এই বুন্দেলমন্তিই অসংখ্য মানুষের মুখের হাসি চিরতরে মুছে দিয়ে জল নিয়ে আসে তাদের চোখে। বিধ্বস্ত প্রাসাদ ছেড়ে বুন্দেলমন্তি যখন এমা নদীর খাড়ি পেরিয়ে নৌকায় করে ফ্লোরেন্স আসত তখন যদি ডুবে মারা যেত তাহলে আজ যারা কাঁদছে তাহলে তারা হাসত। এই বুন্দেলমন্তি প্রথমে আমাদেরই পরিবারের এক মেয়েকে বিবাহ করার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু পরে দোনাতি পরিবারের এক নারীর অনুরোধে দোনাতি পরিবারের এক মেয়েকে বিবাহ করে। আমিদেই পরিবারের এক মেয়েকে এইভাবে অপমান করার জন্য আমিদেই বুন্দেলমন্তিকে হত্যা করে এবং এই ঘটনা থেকেই গুয়েলফ-গিবেলাইন দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয়।

ফ্লোরেন্স নগরীর উভয় প্রান্তে পন্টি ভেশিও অঞ্চলে যুদ্ধের দেবতা মার্সের এক প্রতিমূর্তি আছে। এই প্রতিমূর্তির কাছেই একদিন হত্যা করা হয় বুন্দেলমন্তিকে। এই গৃহযুদ্ধ এড়াবার জন্য ফ্লোরেন্সের উচিত ছিল রণদেবতার কাছে আর একটি প্রাণকে বলি দেওয়া।

সেই থেকে দুই দলের মধ্যে যে অন্তহীন গৃহযুদ্ধ চলে আসছে তার আর শেষ নেই। এক দল কোন যুদ্ধে জয়লাভ করলেই বিজিতদের নিন্দা করে করে তাদের সব মান সম্মান ধূলোয় লুটিয়ে দেয় আর দলের প্রতীকচিহ্নগুলো পাল্টে দেয়।

# সপ্তদশ সর্গ

## মঙ্গলগ্রহ : দান্তে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে ব্যাখ্যা চাইলেন

### কাহিনীসংক্ষেপ

সেই মঙ্গলগ্রহে দাঁড়িয়ে তাঁর পূর্বপুরুষ কাচ্চিগুইদার কাছ থেকে আর একটা জিনিস চাইলেন দান্তে। তিনি বললেন, এর আগে নরকপ্রদেশে ও পরিশুদ্ধি পর্বতে তাঁর যে সব অশুভ ভবিষ্যদ্বাণী শুনেছেন তার অর্থ কি। কোনরূপ গোপন না করে কাচ্চিগুইদা স্পষ্ট ভাষায় সত্য কথা বললেন। বললেন, তিনি ফ্লোরেন্স থেকে বিতাড়িত হবেন ভবিষ্যতে। তাঁর যথাসর্বস্ব ত্যাগ করে দিয়ে তাঁকে দুঃসহ দারিদ্র্য ভোগ করতে হবে। তিনি তাঁর এই নির্বাসন কালে প্রথমে স্কেভিজার্সের রাজদরবারে আশ্রয় পাবেন। কানগ্রাদ যখন ভেরোনার অধিপতি হবেন তখন তাঁকে আবার ফিরে যেতে হবে স্কেভিজার্সের দরবারে। তাঁকে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন। তাঁর উপর আশা রাখতে পারেন। এবার কাচ্চিগুইদা দান্তেকে বললেন, তুমি নরক, পরিশুদ্ধি ও স্বর্গলোকে যা যা দেখেছ ও শুনেছ তা সব খুলে বল।

এ্যাপোলোর পুত্র ফীটন একবার শোনেন তিনি যথার্থ এ্যাপোলোর পুত্র নন; তিনি অপরের ঔরসজাত। একথা শুনে ফীটন তাঁর মাতার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করে জানতে চান, তাঁর প্রকৃত পিতা কে। ফীটনের মাতা ক্লাইমেন ফীটনকে বলেন সূর্যদেবতা এ্যাপোলোই তাঁর পিতা। তিনি সূর্যসন্তান এবং তার কাছে নিজে গিয়ে একথা জানতে পারেন। ফীটন তখন নিজে এ্যাপোলোর কাছে গিয়ে জানতে চান তিনি যথার্থই তাঁর পিতা কিনা। ফীটন বলেন, 'হে সূর্যদেবতা, তুমি যদি আমার যথার্থই পিতা হও তাহলে আমার সামনে সূর্যের রথাশ্বগুলিকে চালনা করে দেখিয়ে দাও।' এ্যাপোলো তাই করে ফীটনের জন্মজিজ্ঞাসা দূর করেছিলেন।

ফীটনের মত আমারও মনে প্রবল হয়ে উঠেছিল এক জিজ্ঞাসা। নরক, পরিশুদ্ধি ও স্বর্গরাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আমি আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে সব অশুভ কথা শুনেছি, যে সব ইংগিত আমি পেয়েছি তাতে আমি সত্য সত্যই শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম আমি আমার ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে। আমার ভবিষ্যতে কি আছে তা জানতে ইচ্ছা করছিল কাচ্চিগুইদার কাছে।

আমার মনের কথা বুঝতে পেরে বিয়াত্রিস আমাকে বলল, বলে ফেল কি জানতে চাও। তোমার ইচ্ছাকে অবদমিত করার কোন প্রয়োজন নেই। তোমার কথা শুনে আমাদের জ্ঞান কিছুমাত্র বাড়বে না। তাতে তোমারই জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত হবে শুধু।

আমি তখন আমার সেই পূর্বপুরুষকে সম্বোধন করে বললাম, হে আমার স্বদেশবাসী পূর্বপুরুষ, তুমি এখন ঈশ্বরপ্রদত্ত এক দিব্য অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা এমনভাবে ভূষিত, এমন এক দিব্য জ্ঞানের আলোতে তোমার অন্তরাত্মা স্বতোদ্ভাসিত যে তুমি সব কিছুর মধ্যেই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করছ এবং ঈশ্বরের অনন্ত ঐক্যবিধাতৃ সত্তানমধ্যে সমস্ত দেশকাল ও বস্তুর বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার এক সমন্বিত রূপকে প্রত্যক্ষ করে ধন্য হচ্ছ।

যখন আমি কবিবর ভার্জিলের সঙ্গে নরকপ্রদেশের বিভিন্ন স্তর পরিভ্রমণ করছিলাম এবং নরক যন্ত্রণাভোগরত পাপাত্মাদের সঙ্গে কথোপকথন করছিলাম অথবা যখন ধাপে ধাপে পরিশুদ্ধির পাহাড়ে উঠে যাচ্ছিলাম তখন আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক মৃত আত্মার কাছ থেকে অশুভ কথা শুনতে পাই। আমি কিন্তু ভাগ্যের সম্ভাব্য আঘাতে অনমনীয় থাকতে চাই।

আমার তাই জানতে ইচ্ছা করছে আমার ভাগ্যে কি এমন অশুভ ঘটতে পারে। যদি কিছু ঘটে তা জানলে যাতে আমি সতর্ক হতে পারি আগে। আগে হতে জানতে পারলে নিয়তির অব্যর্থ শরাঘাত হতে বাঁচাতে পারব নিজেকে।

যে আলোকমূর্তিটি আমার সঙ্গে প্রথম কথা বলেছিল আমি তাকেই সম্বোধন করে এই কথাগুলি বললাম! বিয়াত্রিসের নির্দেশ মত অকপটে ব্যক্ত করলাম আমার ইচ্ছার কথা।

কোনরূপ গোপন না করে আমার পূর্বপুরুষ সঙ্গে সঙ্গে বর্ণমালার মত পরিস্কার ভাষায় বললেন, যে সব পার্থিব বস্তু ঈশ্বরের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্ট হয় না, যেগুলি কোন না কোন গৌণ বাস্তব অবস্থার দ্বারা সৃষ্ট হয়, সেই সব বস্তু স্বর্গলোকে উঠতে পারে না। কারণ স্বর্গলোক সব পার্থিবতার উর্ধ্বে। কিন্তু সেই সব পার্থিব বস্তু আধ্যাত্মিক সুষমামণ্ডিত স্বর্গলোকে উঠে গিয়ে ঈশ্বর সমীপে যেতে না পারলেও সর্বদ্রষ্টা ঈশ্বরের অলৌকিক দৃষ্টির দর্পণে তাদের সব প্রতিচ্ছবিই ভেসে ওঠে। ঈশ্বর আগে হতেই সকল বস্তু বা ব্যক্তির ভবিষ্যৎ জানতে পারেন। এবং তাদের গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ

ও সর্বশক্তিমান। তবু কিন্তু তিনি মানুষের ইচ্ছাশক্তির উপর হস্তক্ষেপ করেন না। মানুষের আত্মা বা প্রাণ ঈশ্বরের হাতে প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্ট হয়, কিন্তু তার ইচ্ছাশক্তি স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র। তার স্বাধীন ইচ্ছার বশবর্তী হয়েই মানুষ সব কাজ করে বলে তার সমস্ত কর্মাকর্মের জন্য শাস্তি অথবা পুরস্কার ভোগ করতে হয়। অনেকের মতে ঈশ্বর প্রত্যক্ষভাবে যে সব গ্রহনক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন সেই সব গ্রহনক্ষত্রের দ্বারাই মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। কিন্তু মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিও সেই গ্রহনক্ষত্রের প্রভাবাধীন কি না তা ঠিক কেউ বলতে পারেননি। যাই হোক, ঈশ্বর মানুষের ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সব দেখতে পান দূর থেকে, কিন্তু তিনি তাদের গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করেন না, যেমন কোন লোক দূর থেকে কোন চলমান জাহাজ দেখে সে জাহাজের গতি নিয়ন্ত্রণ করে না।

তোমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের একখানি সমগ্র ছবি ভেসে উঠছে আমার চোখের সামনে। তার বিমাতা ফীড্রার মিথ্যা অভিযোগের জন্য যেমন হিপ্পোলিটাসকে একদিন এথেন্স ছেড়ে চলে যেতে হয় তেমনি তোমাকেও একদিন ফ্লোরেন্স থেকে নির্বাসিত হতে হবে। যে রোমে প্রতিটি ধর্মপ্রতিষ্ঠানে ঈশ্বরের নামে ধর্মীয় বস্তু কেনাবেচা চলে সেই রোমে মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে তোমাকে নির্বাসিত করার চক্রান্ত চলছে।

এ সব ক্ষেত্রে যেমন সবাইকে মিথ্যা অপবাদ আর অভিযোগের বোঝা বহন করতে হয় তেমনি তোমাকেও করতে হবে। তারপর যখন দিন আসবে আসল সত্য উদ্‌ঘাটিত হবে। তোমার জীবনে যা কিছু প্রিয় বস্তু তা সব ত্যাগ করে যেতে হবে তোমায় নির্বাসনকালে। জীবনে প্রথম তুমি বুঝতে পারবে বিদেশে নিঃস্ব অবস্থায় অন্নসংস্থান করা কত কঠিন। বুঝবে কত বন্ধুর ও জটিল হতে পারে মানুষের জীবনের পথ।

তোমার সঙ্গে আরো যারা নির্বাসিত হবে সেই সব শ্বেত গুয়েল্‌ফ দলভুক্ত লোকেরা তোমার দুঃখ বাড়িয়ে দেবে আরো। তারা তিন তিনবার সমরাভিযানের মাধ্যমে ফ্লোরেন্স জয়ের চেষ্টা করবে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হবে। তুমি প্রথমে তাদের সঙ্গে এই অভিযানে যোগদান করবে। কিন্তু পরে তাদের ভুল বুঝতে পেরে তাদের দল ত্যাগ করবে।

তুমি তোমার নির্বাসনকালে প্রথম আশ্রয় পাবে উদারহৃদয় মহান লম্বার্ড

বার্থোলোমিওর রাজদরবারে। তিনি তাঁর বাহুতে যে প্রতীকচিহ্ন ধারণ করেন তা হলো একটি ঈগল পাখি মাথায় মই। তিনি তোমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করবেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে তোমার পরামর্শ চাইবেন।

বার্থোলোমিওর সঙ্গে সঙ্গে তার ভাই কানগ্রাঁদ দেল্লাকেও দেখবে। দেখবে তখন তার বয়স মাত্র বারো। পরে তার বড় ভাইএর মৃত্যুতে সে ভেরোনার অধিপতি হবে। তরুণ বয়সে প্রথম দিকে বেশী কিছু কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি গ্রাঁদ। কিন্তু ফরাসী পোপ পঞ্চম ক্লীমেণ্টের সঙ্গে সম্রাট সপ্তম হেনরির যখন বিবাদ চলছিল এবং পোপ যখন সম্রাটের উপর থেকে তাঁর সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন তখন কানগ্রাঁদ সম্রাটকে সমর্থন করেন। সপ্তম হেনরি যখন রোমের পথে এগিয়ে যান তখন তাঁর সহায়তায় লম্বার্ডির গুয়েলফ দলের লোকদের দমন করেন। তখন দেখবে গ্রাঁদ অনেক ধনীকে গরীব আর অনেক গরীবকে ধনী করে তাদের অবস্থার রূপান্তর ঘটাবে। কিন্তু এসব কথা তাকে যেন বলো না আগে থেকে। সব মনের মধ্যে রেখে দেবে। দ্বিতীয়-বার নির্বাসিত হয়ে তুমি তার কাছ থেকে অনেক সাহায্য পাবে।

পরিশেষে কাচ্চিগুইদা দান্তেকে আরো বললেন, বৎস, কয়েকটি ঋতুর পরেই যে চক্রান্ত তোমার বিরুদ্ধে করা হবে তার আভাস আমি দিলাম। তুমি তোমার প্রতিবেশীদের সন্দেহের চোখে দেখবে। কিন্তু তাদের বিশ্বাসঘাতকতা তোমার জীবনহানি ঘটাতে পারবে না। তাদের সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে তুমি দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকবে।

এই কথা বলে চুপ করে গেলেন কাচ্চিগুইদা। মনে হলো তাঁর সব কথা বলা শেষ হয়ে গেছে। তাঁর নীরবতা দেখে আমার তাই মনে হলো। কিন্তু এ বিষয়ে আমার করণীয় কি, আমি কোন পথে যাব তা জানতে না পেরে বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণ পর আমি আবার তাকে বললাম, হে আমার পিতৃপুরুষ, আমার অশুভ ভবিষ্যতের কথা সবই শুনলাম। যে দুঃখের বোঝা আমার বুকে ভারী হয়ে বসবে অদূর ভবিষ্যতে তার কথা জানলাম। তবে অমোঘ নিয়তির বিধানে আমি যখন আমার প্রিয় জন্মভূমি হতে নির্বাসিত হব তখন আমি যথাসাধ্য বিজ্ঞতা ও সহিষ্ণুতা সহকারে চলব। তখন আমার কাব্যসাধনাই আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে ; আমার দুঃখের দিনে একমাত্র অবলম্বন হবে। আমি এই মহীয়সী নারীর অনুগ্রহে নরকপ্রদেশের সমস্ত দিক, পরিশুদ্ধিপর্বত

ও স্বর্গলোকের সমস্ত আলোকোজ্জ্বল স্তর একে একে অতিক্রম করে যে অভিজ্ঞতা লাভ করলাম সে অভিজ্ঞতার কথা আমি যখন আমার কাব্যে লিখব তখন তা পড়ে এক নূতন আস্বাদ লাভ করবে জগতের লোক। অবশ্য পরবর্তী কালে হয়ত প্রাচীনতার জন্য এ কাব্যের আবেদন কিছুটা ম্লান হবে।

আমার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে যে হাসি ফুটে উঠল কাচ্চিগুইদার মুখে সে হাসি দেখে সোনার আয়নায় প্রতিফলিত সূর্যের আলোর মত আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল আমার মুখ। আমি তাঁকে বললাম, কুকর্ম ও পাপ প্রবৃত্তির দ্বারা যাদের বিবেক কালো হয়ে গেছে তারা তোমার কথা শুনলে উপকৃত হত। আরো যদি কিছু বলার থাকে ত বলতে পার। যদি কিছু প্রতিকারের থাকে ত তার চেষ্টা করে দেখতে পারি। মানুষের অঙ্গে ঠিক যেখানে চুলকানি হয় সেইখানেই সে চুলকায়। তোমার এই সব কথা আপাততঃ তিক্ত মনে হতে পারে, কিন্তু পরে তা পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যপ্রদ হয়ে দাঁড়াবে। সুউচ্চ পর্বতশিখরে প্রতিহত তীক্ষ্ণ বাতাসের মতই তোমার কথাগুলি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে আমার মনে। তোমার সুনাম এতে আরো বেড়ে যাবে। তোমার এই মহানুভবতার জন্যই তুমি তোমার মৃত্যুর পর নরক, পরিশুদ্ধি ও স্বর্গরাজ্যে সর্বত্র একমাত্র যশস্বী আত্মাদের কাছেই বাস করছ। কারণ তোমার জ্ঞানগর্ভ কথা সে বুঝতে পারবে না বা তার থেকে লাভবান হতে পারবে না।

# অষ্টাদশ সর্গ

## দান্তেকে বিয়াত্রিসের সান্ত্বনা দান : ধর্মযোদ্ধাদের প্রতি দান্তের দৃষ্টিপাত

### কাহিনীসংক্ষেপ

কাচ্চিগুইদার ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বিহ্বল হয়ে ভাবছিলেন দান্তে এক মনে। সহসা বিয়াত্রিসের কথায় ও তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তার দিকে ফিরে তাকালেন। বিয়াত্রিস তাঁকে সেই সব সাধু ধর্মযোদ্ধাদের আত্মার পানে দৃষ্টিপাত করতে বলল। কাচ্চিগুইদা তখন সেই সব উজ্জ্বল আত্মাদের মধ্যে আটজনকে ডেকে দান্তের সামনে তাদের আলোক বিকীর্ণ করতে বলল। এবং নিজে তাদের মাঝে মিশে প্রার্থনাগানে যোগ দিল। বিয়াত্রিসের সঙ্গে আবার উঠতে শুরু করলেন দান্তে। তাঁরা ক্রমে উঠে এলেন বৃহস্পতি গ্রহের উপরে। এই গ্রহে এসে দান্তে দেখলেন ন্যায়পরায়ণদের আত্মা। এর আগের স্তরে মঙ্গলগ্রহে যেমন উজ্জ্বল আলোকমূর্তিধারী ধর্মযোদ্ধাদের আত্মারা এক ক্রসের আকার ধারণ করেছিল এই গ্রহে তেমনি ন্যায়পরায়ণদের আত্মারা পরস্পরে সুসংবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে কতকগুলি শব্দের আকার ধারণ করেছে। সেই লাতিন শব্দগুলি হলো Diligite institian qui indicatis terram ( ডিলিজিত ইনস্তিতিয়ান কি ইণ্ডিক্যাতিস তেরাম ) অর্থাৎ 'যারা জগৎকে বিচার করতে চাও তারা আগে ন্যায়বিচারকে ভালবাস'। তারপর সেই সব আত্মারা সেই সব শব্দের শেষ অক্ষরটিকে এক রাজকীয় ঈগলের প্রতীকচিহ্নে পরিণত করল।

আমার ভবিষ্যৎ জীবনের দর্পণস্বরূপ কাচ্চিগুইদা যখন শুদ্ধ হয়ে আপন চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইলেন আর আমি যখন বিহ্বল অবস্থায় তাঁর তিক্তমধুর কথাগুলিকে আমার স্মৃতির মধ্যে রোমন্থন করছিলাম বিয়াত্রিস তখন আমাকে বলল, তোমার চিন্তার পরিবর্তন করো যা ভাবছ তা আর ভেবো না। মনে রেখো, যে ঈশ্বর সব পাপের বোঝা থেকে মুক্ত করেন মানুষকে আমি সেই ঈশ্বরের সামীপ্য লাভে ধন্য হয়েছি।

বিয়াত্রিসের কথায় আমি তার মুখপানে তাকালাম। যে স্বর্গীয় প্রেমের

বিশুদ্ধ জ্যোতি তার চোখে আমি তখন দেখেছিলাম তা আমি ভাষায় ব্যক্ত করতে পারব না। শুধু যে ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না তা নয়, আমার স্মৃতিও অবিকৃতভাবে সে ছবি তুলে ধরতে পারছে না মনের পটে।

মোট কথা, আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে বিয়াত্রিসের মুখপানে তাকাবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ভাবনা চিন্তা হতে নিমেষে মুক্ত হয়ে গেল আমার মন। কারণ যে পরম স্বর্গীয় সুখের আলোয় সতত উদ্‌ভাসিত ছিল বিয়াত্রিসের সারা অঙ্গ, সে আলো তার চোখের তারায় প্রতিফলিত হয়ে তার ও আমার দৃষ্টির মাধ্যমে আমার হৃদয়ে গিয়ে আমাকে এক পরম তৃপ্তি দান করল।

বিয়াত্রিসের মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল। তার হাসি আমাকে বিহ্বল করে দিল আরও। বিহ্বল হয়ে উঠল যেন আমার সমস্ত কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি। বিয়াত্রিস আমাকে তখন বলল, অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখ, শুধু আমার চোখের মধ্যেই গোটা স্বর্গটা সীমাবদ্ধ নেই।

গভীরভাবে চিন্তামগ্ন কোন মানুষের মুখ দেখে যেমন তার অন্তরের সব অনুভূতি স্পষ্ট বোঝা যায় তেমনি আমি কাচ্চিগুইদার মুখপানে দৃষ্টিপাত করে বুঝতে পারলাম তিনি আরো কিছু আমায় বলতে চান।

কাচ্চিগুইদা বলতে লাগলেন, সূর্যালোকের এটি ষষ্ঠ স্তর। সমগ্র স্বর্গ হচ্ছে একটি আশ্চর্য বৃক্ষ যা তার শিখরদেশের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়, যা তার শিকড়ের মাধ্যমে মাটি থেকে রস আহরণ করে না। এ বৃক্ষের পাতা কখনো ঝরে যায় না এবং এ বৃক্ষ সকল ঋতুতেই ফলদান করে। এখানে যে সব আত্মা আছে তারা তাদের নানারূপ গৌরবময় কৃতিত্বের দ্বারা মর্ত্যলোককে একদিন সমৃদ্ধ করে আজ এই স্বর্গলোকে এসে অবস্থান করছে। তাদের জীবন যে কোন কবির কাব্যের পক্ষে এক উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু।

উজ্জ্বল আলোকমূর্তিদের দ্বারা নির্মিত যে ক্রস দেখেছ তার মধ্যে যে সব আত্মা আছে আমি তাদের ডাকলেই মেঘ থেকে বিচ্ছুরিত বিদ্যুতের মত বেরিয়ে আসবে।

কাচ্চিগুইদা একে একে আটটি আত্মার নাম ধরে ডাকলেন। প্রথমে তিনি ডাকলেন যোশুয়ার নাম ধরে। এঁরা সবাই একদিন ধর্মের জন্য ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধে প্রাণবলি দেয়। যোশুয়া ছিলেন মোজেসের উত্তরাধিকারী; তিনি কানান দেশ জয় করেন। তাঁর নাম ধরে ডাকতেই তাঁর আত্মাটি সেই আলোর ক্রস হতে খসে পড়ে বিদ্যুতের মত আমার কাছে এগিয়ে এল। যোশুয়ার পর ম্যাট্টুর

মত ঘুরতে ঘুরতে এল ম্যাকাবীর আত্মা। এমিরিয়ার রাজা যখন ইহুদীদের ধ্বংস করার জন্য জেরুজালেম আক্রমণ করে ম্যাকাবী তখন তাকে বাধা দিয়ে প্রতিনিবৃত্ত করেন ও পরে বিধ্বস্ত জেরুজালেমের মন্দির পুনর্গঠন করেন। পরে তিনি এলিসায় সিরিয়ার সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। এরপর এল রোলাণ্ড শার্লেমেনের আত্মা ঠিক বাজপাখির মত।

এর পর এল উইলিয়ম, রেনল্ড, ডিউক গডফ্রে ও রবার্ট গিসবার্ড—এই কয়জনের আত্মা যারা একদিন ধর্মযুদ্ধের শেষে খৃস্টান জগতের জয়লাভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী দেশে বিজয়োৎসব পালন করেন। শেষোক্ত চারজন ছিলেন ফরাসী।

এরপর কাচ্চিগুইদা নিজে সেই আলোকমূর্তিদের মাঝে গিয়ে প্রার্থনাগানে যোগদান করলেন। আমি তখন ডানদিকে বিয়াত্রিসের দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম। আমি জানতে চাইলাম এরপর আমার করণীয় কি। আমি কি করব তা যেন কথা ও ইশারার মাধ্যমে সে জানিয়ে দেয়।

আমি দেখলাম বিয়াত্রিসের চোখে মুখে তখনও সেই পরম সুখ ও আনন্দের ছাপ উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। স্বর্গের এক একটি স্তর অতিক্রম করে যতই সে আমাকে নিয়ে উপরে উঠছে ততই যেন তাকে বেশী সুন্দর ও বেশী মনোরম দেখাচ্ছে। ততই যেন বেড়ে যাচ্ছে তার আনন্দের উচ্ছলতা। মর্তলোকে নরনারীর সকল সৌন্দর্যের ক্ষয় আছে। সকল সুখ ও আনন্দের শেষ আছে সীমা আছে। কিন্তু স্বর্গলোকে মানবাত্মা যে স্বর্গীয় সুখ লাভ করে তার কোন সীমা বা শেষ নেই; বরং তা দিনে দিনে বেড়ে চলে, আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

যখন কোন মানুষ দেখে দিনে দিনে সে তার জীবনের পরম আকাঙ্খিত বস্তু লাভের পথে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন সে যেমন মনের মধ্যে এক অনাস্বাদিতপূর্ব শান্তি বা তৃপ্তি লাভ করে এবং ধর্মবিশ্বাসের প্রতি আরো বেশী করে আসক্ত হয়, আমিও তেমনি বিয়াত্রিসের উজ্জ্বলতর সুখ ও সৌন্দর্য দেখে আরো বেশী ভক্ত হয়ে উঠলাম ঈশ্বরের। আমার ধর্মবিশ্বাস বেড়ে গেল।

সহসা এক পরিবর্তন ঘটে গেল মুহূর্ত মধ্যে। আমি দেখলাম, আমরা এক মুহূর্তে উর্ধ্বতন এক গ্রহলোকে চলে এসেছি। আমরা রক্তবর্ণ মঙ্গলগ্রহ থেকে এসে পড়েছি অমলধবল, শুচিশুভ্র, নাতিশীতোষ্ণ বৃহস্পতি গ্রহে। স্বর্গলোকের

পথে ষষ্ঠ স্তর। সমস্ত স্বর্গলোক এই রকম দশটি স্তরে বিভক্ত এবং স্বর্গরূপ সেই আশ্চর্য বৃক্ষের এক একটি শাখা হলো এক একটি স্তর। এই স্বর্গস্তরে বাস করে যত সব ন্যায়বানদের আত্মা। যে শান্তি ও ন্যায়বিচারের জন্য ধর্মযোদ্ধারা ন্যায়যুদ্ধে প্রাণবলি দিয়েছে একদিন সে শান্তি ও ন্যায়বিচার পূর্ণ পরিমাণে এখানে বিরাজ করছে অনন্তকাল ধরে। শুচিশুভ্র বৃহস্পতি গ্রহলোক থেকে যে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল তার প্রভাবে আমি বেশী করে আনন্দ অনুভব করছিলাম অন্তরে। আমার অন্তরটা হালকা হয়ে উঠেছিল আগের থেকে।

কোন নদীতীরে তৃপ্তিসহকারে আহার রত একদল পাখি যেমন সারিবদ্ধভাবে উড়ে যায় তেমনি এই নূতন গ্রহলোকের ন্যায়পরায়ণ আত্মারা পরস্পরে সুসংবদ্ধ হয়ে নিজেদের এক একটি অক্ষরে পরিণত করে তাইদিয়ে কয়েকটি শব্দ গঠন করল। তারা গান গাইছিল তখন। তারা প্রথমে ডি, তারপর আই, তারপর এন, প্রভৃতি অক্ষরগুলি গঠন করছিল। তারা তাদের অঙ্গজ্যোতি দিয়ে পাঁচটি শব্দ দিয়ে যে একটি বাক্য রচনা করল তা হলো রাজা সলোমনের জ্ঞানের বইএর প্রথম বাক্য। একে একে তারা পাঁচটি শব্দ দিয়ে গোটা বাক্যটি গঠন করল।

হে দেবী পেগাশিয়ন, তুমি কাব্যকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তুমি একদিন এক পক্ষীরাজ ঘোড়ারূপে হেলিকণ পর্বতের উপর তোমার পায়ের ক্ষুর দিয়ে হিপ্পোক্রীন নামে এক প্রস্রবণের সৃষ্টি করেছিলে। কবিদের সমস্ত প্রতিভা আর গৌরবের তুমিই উৎসস্থল। তোমার আলো যেন আমাকে এই দুরূহ কাজে পথ দেখায়। আমি যেন এই সব চরিত্রগুলিকে আমার কাব্যে তোমার প্রদত্ত শক্তিবলে ফুটিয়ে তুলতে পারি যথাযথভাবে।

আলোকমূর্তি দিয়ে গড়া যে বাক্যটি আমি দেখলাম তাতে মোট পাঁচটি শব্দ ছিল এবং স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ মিলিয়ে মোট পঁয়ত্রিশটি অক্ষর ছিল। প্রতিটি শব্দ ছিল বড় বড় অক্ষরে গড়া। সব শব্দগুলি গড়া হয়ে গেলে শেষ অক্ষর এম রচনা করার পর তারা সেইখানেই থেমে রইল আর সেই সব আলোকমূর্তিদের উজ্জ্বলতায় হলুদবরণ হয়ে উঠল অমলধবল বৃহস্পতি গ্রহের ভূপ্রকৃতি।

কোন জলন্ত কাষ্ঠখণ্ডে আঘাত হানলে যেমন অসংখ্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় তেমনি অসংখ্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সেই সব আলোকমূর্তিগুলির মাথায় এসে জড়ো হলো। হয়ত সূর্যের দ্বারা বিচ্ছুরিত সেই উজ্জ্বল অগ্নিকণাগুলি অবশেষে

শান্ত হলে আমি দেখলাম সেই এম অক্ষরের মাথাটিকে ঈগলের ঘাড়ের মত দেখাচ্ছে। আবার সে অক্ষরের নিচের দিকটিতে তারা পদ্মফুলের আকার দান করল।

হে আমার প্রিয় গ্রহলোক, তোমার উপরিস্থিত এই সব উজ্জ্বল আত্মার আলোকমূর্তিগুলি আমাকে নানাভাবে শুধু একটা কথাই বোঝাল যে পৃথিবীতে যে ন্যায় বিচার আমরা প্রত্যক্ষ করি তা এই গ্রহরাজ বৃহস্পতির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত বা অনুশাসিত হয়।

হে ন্যায়াধিরাজ বৃহস্পতি, ঈশ্বরের যে চৈতন্য তোমার সকল গতি ও শক্তির উৎস আমি সেই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি তিনি যেন লক্ষ্য করেন যারা ধর্মগুরু ও ধর্মযাজক তারা কিভাবে মর্ত্যলোকের অধিকর্তা রাজা ও সম্রাটদের ন্যায়বিচারে বাধা দান করে তোমার মহিমাকে কালিমার দ্বারা আচ্ছন্ন করে তুলছে। যীশুখ্রীস্ট যেমন একদিন রাগান্বিত হয়ে জেরুজালেমের মন্দির হতে ঋণদানকারী সুদখোর পুরোহিতদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন তেমনি তুমিও যেন যে সব যাজক চার্চের ভিতর থেকে ধর্মীয় বস্তুগুলি বিক্রি করে তাদের তাড়িয়ে দিও। মনে রেখো, ধর্মগুরু পোপ আজ তাঁর অর্থলোভের দ্বারা জগতের বহু লোকের মনকে দূষিত করে ফেলছে। আমি তাদের সকলের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করছি।

হায়, আজকাল পোপ বা ধর্মগুরুরা ইচ্ছামত বহিষ্কাররূপ অস্ত্র যত্র তত্র ব্যবহার করেন। কাউকে পরম পিতা ঈশ্বরের প্রেম ও করুণা বিতরণ করেন আবার কাউকে বা অকারণে বঞ্চিত করেন তার থেকে। কারো বিরুদ্ধে বহিষ্কারের দণ্ডাদেশ দান করার পর অর্থের লোভে সে দণ্ডাদেশ বাতিল করে দেন।

দেখে শুনে মনে হয় আমিও সেণ্ট জন দি ব্যাপটিষ্টের মত মরুভূমিতে গিয়ে নির্জনবাস চাইব। কিন্তু সেই জনের মন ঘোরাবার জন্য নর্তকী সালোসিকে নাচতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাঁর কাছে। এইভাবে ধর্মযাজকরা বিঘ্ন ঘটান সেণ্ট জনের সাধনায় আর তার ফলে প্রাণবলি দিতে হয় তাঁকে।

কিন্তু আমাদের আজকের পোপরা সব সময় ধনসম্পদ সঞ্চয়ের জন্য এত বেশী ব্যস্ত থাকেন যে তাঁরা এই সব সেণ্টদের খোঁজ খবর কিছুই রাখেন না।

# উনবিংশতি সর্গ

## বৃহস্পতি গ্রহ : আলোর ঈগল কথা বলল

### কাহিনীসংক্ষেপ

যে সব ন্যায়পরায়ণ শাসক ও রাজাদের আত্মারা আপন আপন আলো দিয়ে একটি ঈগল মূর্তি গড়ে তুলেছিল তারা এবার একবাক্যে কথা বলতে শুরু করল। দান্তের এবার আশা হলো তাঁর মনের মধ্যে এতদিনের পুঞ্জীভূত প্রশ্নটির উত্তর পাবেন তিনি তাদের কথায়। দান্তের মনে একটি প্রশ্ন ছিল যে সব ন্যায়পরায়ণ নাস্তিকরা খৃস্টের নাম পর্যন্ত জীবনে কখনো শোনেনি তাদের কেন স্বর্গ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এ প্রশ্নের উত্তরে সেই সব আত্মারা বলল, ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের তাৎপর্য এমনই গভীর যে তা মানুষ তার সীমাবদ্ধ জ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা কোনমতেই উপলব্ধি করতে পারে না। ঈশ্বরের কোন বিচার ঠিক কি না তা প্রশ্ন করার কোন অধিকারই মানুষের নেই। সে শুধু বড় জোর প্রশ্ন করতে পারে সে বিচার ঈশ্বরের ইচ্ছামত হয়েছে কিনা। তা যদি হয়ে থাকে তাহলে সে বিচার অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত হবে। কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছাই ন্যায়বিচারের আদর্শের মাপকাঠি। মর্ত্যলোকে যে ন্যায়বিচারের পরিচয় দেয় মানুষ তা ঈশ্বরের ন্যায়বিচারেরই প্রতিফলনমাত্র। অবশেষে আলোকমূর্তি দিয়ে গড়া সেই ঈগলটি বর্তমান ইউরোপের অন্যায়কারী শাসকদের নিন্দা করল তীব্র ভাষায়।

আলো দিয়ে গড়া সেই আশ্চর্য ঈগল মূর্তিটি পাখা নেড়ে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল। সূর্যদেহ হতে বিচ্ছুরিত কিরণকণাগুলি আরো উজ্জ্বল দেখাল তাতে।

যে কথা আমি আজ লিখব সেকথা এর আগে কখনো কালি দিয়ে লেখা হয়নি। সেকথা কেউ কাউকে বলেওনি। কোন মানুষের মন কল্পনাও করতে পারেনি। একবার সেণ্ট পল এই ধরনের এক কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন তাঁকে যারা ভালবাসে তাদের ভোগের জন্য ঈশ্বর যে সব জিনিস সৃষ্টি করেছেন তা আজ পর্যন্ত কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি অথবা কারো কল্পনাতেও তা প্রবেশ করেনি।

আমি দেখলাম ঈগলটি কথা বলতে শুরু করেছে। ঈগল মানে সেই আলোকমূর্তিগুলি একবাক্যে এক কথা বলছিল। এমনই তাদের একতা। তারা বলল, আমাদের সারা জীবনের ন্যায়পরায়ণতা ও ধর্মাচরণের ফলে আমাদের এই স্বর্গলাভ ঘটেছে। আমাদের আপন আপন কর্মের তারতম্য অনুসারেই অনুরূপ পরিমাণ স্বর্গসুখ উপভোগ করছি। এখানে কোন উচ্চাভিলাষ বা কোন গৌরববাসনা কখনো বাসা বাঁধতে পারে না। ঈশ্বরের পরম মহিমায় মানুষের সমস্ত পার্থিব কামনা বাসনা অবদমিত হয় চিরতরে।

আমি তখন তাদের উদ্দেশ্যে সরাসরি বললাম, হে অমর অনন্ত আনন্দের অক্ষয় ফুলদল, তোমরা তোমাদের সমবেত সৌরভের মাধুর্যে আমার মনকে আমোদিত করে তুলেছ। মর্ত্যালোকে এতকাল যাবৎ যে জ্ঞানক্ষুধা কোন আহার্য খুঁজে পায়নি সে ক্ষুধা তোমরা পরিতৃপ্ত করো। আমি এটা ভাল ভাবেই জানি যে এই স্বর্গলোকে ঈশ্বরের ন্যায়বিচার যদি কোথাও প্রকাশিত বা পরিদৃশ্য হয় ত সে তোমাদের কাছেই হবে। এ বিষয়ে প্রকৃত সত্য লাভের জন্য কত চেষ্টা করেছি আমি। কিন্তু তা না পেয়ে আমার অন্তর বুভুক্ষিত রয়ে গেছে আজও। যে সত্যটি আমি জানতে চাইছি তা হলো এই যে, পৃথিবীতে এমন অনেক লোক আছে যারা তাদের সারা জীবনের মধ্যে খৃস্টের নাম শোনেনি কখনো বা খৃস্টধর্মে দীক্ষা নেবার সুযোগ পায়নি কখনো। আমি জানতে চাই মৃত্যুর পর তাদের আত্মা কি অভিশপ্ত ও স্বর্গলোক হতে বিতাড়িত হবে ?

আমার প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে সেই আলোর ঈগলটি পাখা বার করে আনন্দসহকারে ঈশ্বরের স্তোত্রগান করল। তারপর বলল, যিনি বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন তিনি বিশ্বের সকল বস্তুকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যাতে প্রতিটি বস্তু মানুষের চোখে পৃথক বলে মনে হয়, যাতে বিভিন্ন বস্তুর আপন আপন পার্থক্যের অন্তরালে কোন নিগূঢ় ঐক্য তারা সহজে খুঁজে না পায়। তাছাড়া বিশ্বজগৎ ও বিশ্বজীবন এমনভাবে সৃষ্ট হয়েছে যাতে তার শক্তি ঈশ্বরের অনন্ত শক্তিকে কোনদিন ছাড়িয়ে যেতে না পারে।

ঈশ্বরের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান সৃষ্টি হলো দেবদূত লুসিফার আর মানবজাতির আদি পিতামাতা আদম ও ঈভ। কিন্তু তারা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই তাদের আকাঙ্খিত বস্তুকে জোর করে পেতে গিয়েছিল বলে তাদের পতন ঘটেছিল। এর দ্বারা বুঝতে হবে সৃষ্ট বস্তু যত মহৎ ও সুন্দর হোক না কেন তা কখনো

স্রষ্টার শক্তি ও মহিমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। বুঝতে হবে, মানুষ তার ছোট্ট সীমাবদ্ধ জ্ঞানের আধারে ঈশ্বরের বিরাট বিশ্বচৈতন্যের শক্তি ও মহিমার কখনই পরিমাপ করতে বা তাকে উপলব্ধি করতে পারবে না ঠিকমত। সমুদ্র দেখতে গিয়ে তার অনন্তত্বের মধ্যে যেমন মানুষের দৃষ্টিশক্তি বিহ্বল হয়ে যায় হারিয়ে যায় তেমনি ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের মহিমা মানুষের জ্ঞানের সমস্ত সীমা ও অন্তর্দৃষ্টির সমস্ত গভীরতাকে স্বচ্ছন্দে অতিক্রম করে এক বোধাতীত রহস্যময়তায় লীন হয়ে যায়।

সমুদ্র দেখতে গিয়ে দেখবে তার কূল বা বেলাভূমির কাছে তার তলদেশ সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু মধ্য সমুদ্রের কোন তল খুঁজে পাওয়া যায় না। মনে হয় সমুদ্র অতলান্তিক। অথচ সব সমুদ্রেরই তল আছে; কিন্তু তা দেখা বা পরিমাপ করার ক্ষমতা মানুষের নেই।

একমাত্র ঈশ্বরের করুণা ছাড়া আমরা কিছুই জানতে পারি না। ঈশ্বরের দিব্য জ্ঞানের আলোর কিছু অংশ আমাদের মনে প্রতিফলিত না হলে আমরা কিছুই জানতে পারি না। যে ন্যায়বিচারের চূড়ান্ত সত্যকে জানতে চাইছ তুমি সে সত্য এই গ্রহলোকেই সার্থকভাবে রূপায়িত। তুমি বলছ এখানে এমন এক আত্মা আছে যে সিন্ধুবিধৌত ভারতবর্ষের লোকের মত। ভারতবর্ষ জগতের মধ্যে এমনই এক দেশ যেখানে এখনো পর্যন্ত কোন লোক খৃস্টের নাম শোনেনি, যে দেশের লোকেরা লিখতে পড়তে জানে না। যাই হোক, এই নাস্তিক লোকটি কিন্তু সৎ জীবন যাপন করে, তার কথা ও আচরণ ত্রুটিমুক্ত ছিল। কিন্তু সে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত না হয়েই নাস্তিকরূপে প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু তার এই নাস্তিকতার জন্য তার শেষ কোথায় এবং কেনই বা অভিশপ্ত হবে তার আত্মা?

এই বলে সেই আত্মারা থামল। আমি তখন বললাম, তোমাদের সীমাবদ্ধ দৃষ্টির দ্বারা এখান থেকে হাজার মাইল দূরবর্তী মর্ত্যমানবদের বিচার করছ কোন অধিকারে? তোমাদের যে সব ধর্মশাস্ত্র আছে সে ধর্মশাস্ত্র যদি সেখানকার মানুষদের ধর্মবিশ্বাস ও ঈশ্বরের ন্যায়বিচার সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে না পারে তাহলে ত আমাদের সন্দেহ হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

হে সীমাবদ্ধ মর্ত্যমানবের মন, জেনে রেখো, তোমার ক্ষুদ্র জ্ঞানগত শক্তি নিয়ে ঈশ্বরের ন্যায়বিচার সম্পর্কে প্রশ্ন করা উচিত নয়। মনে রেখো, পরম মঙ্গলময় ঈশ্বর যা কিছু করেন তাই ন্যায়সঙ্গত। তাঁর পরম ইচ্ছা কখনই

ন্যায়বিচার হতে বিমুক্ত হতে পারে না। আমরা জীবনে যে সব ন্যায়বিচারের পরিচয় দিই তা সেই ঐশ্বরিক ন্যায়বিচারেরই প্রতিফলিত অংশমাত্র।

এই বলে সারস পাখি যেমন তার আহার শেষ করে আনন্দের সঙ্গে তার বাসাটাকে একবার চক্রাকারে পাখা মেলে ঘোরে তেমনি সেই আলোর ঈগল-মূর্তিটি আবার একবার সানন্দে প্রার্থনা গান করে বলল, আমার এই গানের কথা তুমি তোমার পার্থিব জ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা বুঝতে পাববে না। ঈশ্বরের ন্যায বিচারেব মহিমারও নাগাল পাবে না তোমার সে জ্ঞান।

ঈগলমূর্তিটি প্রার্থনা গান থামিয়ে পুনরায় শান্ত হয়ে তার মধ্যস্থিত আত্মার আবার বলতে লাগল, খৃস্টের আবির্ভাবের আগে বা পরে যে খৃস্টেব মহিমা বিশ্বাস স্থাপন কবতে পাবেনি সে কখনই স্বর্গলোকের এই স্তবে উঠে আসতে পারেনি বা পারে না। আবার জানবে, খৃস্টেব নাম মুখে বাববার উচ্চারণ কবলেই তাঁর মহিমা বোঝা যায় না অথবা তাঁর করুণা লাভ করা যায় না। কাজের মধ্য দিয়ে তাঁব ধর্মবাণী ও আদর্শকে রূপায়িত করে তুলতে হবে। খৃস্টধর্মে দীক্ষিত এমন অনেক লোক আছে যাবা মৃত্যুর পর ঈশ্বরের বিচারে নরকের এমন জায়গায় স্থান পায় যা তথাকথিত নাস্তিকদের থেকে অনেক নিকৃষ্ট ও দূরবর্তী। তাদের মধ্যে হয়ত দেখবে অনেক খৃস্টান ধর্মযাজকও আছে যারা নরকের গভীরতর অন্ধকারে ভেড়া ছাগলের মত তৃণ চিবোচ্ছে।

অন্য ধর্মে বিশ্বাসী পারস্যের লোকেরা তোমাদের রাজাদের পাপ পুণ্যের খাতা খুলে তা দেখে কি বলবে? তাদের নির্লজ্জ কুকর্মের যে সব কথা তাতে লেখা আছে তা দেখে কি ভাববে তারা? অথচ এই সব রাজারা ছিলেন খৃস্টধর্মে দীক্ষিত। সেই সব রাজাদের মধ্যে হ্যাপস্‌বার্গের রুডলফের পুত্র অস্ট্রিয়ার আলবার্টও আছে। এই আলবার্ট চতুর্থ ওয়েলসেসনাসের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা দেখে ঈর্ষান্বিত হযে বোহেমিয়া প্রাগ প্রভৃতি রাজ্যগুলি বিধ্বস্ত করে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা চালিযে যান।

তারা যখন আরো দেখবে ফ্রান্সের চতুর্থ ফিলিপ যুদ্ধেব ব্যযভার মেটাবার জন্য নিকৃষ্ট মানের মুদ্রার প্রচলন করে ফ্রান্সেব অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে তোলেন, তখন কি বলবে?

তারা যখন দেখবে স্পেন ও বোহেমিয়া ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের রাজারা চার বার পরস্পরকে আক্রমণ করে বিপর্যস্ত করে তুলছে নিজেদের, যখন তারা দেখবে খৃস্টধর্মাবলম্বী হযেও কী ধরনের লোভ ও অহঙ্কারের মত্ততার পরিচয়

দিয়েছেন এই সব রাজারা, তখন তারা কি ভাববে ?

তারপর ধরো নেপলস্‌এর রাজা প্রথম চার্লসএর কথা যাঁর একমাত্র গুণ ছিল উদারতা ; কিন্তু দোষ ছিল এক হাজার। ঈনিসের পিতা এ্যাঙ্কিসেস যেখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন সেই সিসিলির রাজা ফ্রেডারিকের পাপকর্মের সংখ্যা এত বেশী যে গণনা করা যায় না বা তার কথা সব লেখা যায় না। লিখতে হলে তা সংক্ষিপ্ত করে লিখতে হবে।

দুটি রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে ফ্রেডারিক ও তার খুল্লতাত বেলিয়ারিকের রাজা জেমস আর তার ভাই আরাগনের রাজা জেমসএর মধ্যে যে বিবাদ ও দ্বন্দ্ব বাধে তাও কত নির্লজ্জ ও দুঃখজনক। পোর্তুগাল নরওয়ে ও রেসিয়ার রাজারা ভেনিসের মুদ্রার নকল করে যে মুদ্রার প্রচলন করে তাও কতই লজ্জার কথা !

হে স্বাধীন হাঙ্গেরী ও নাভারের রাজ্যদ্বয়, তোমরা যতদিন পারবে স্বাধীন থেকো, তোমরা যেন ঐ সব পাপিষ্ঠ রাজাদের সংস্পর্শে এসে নিজেদের কলুষিত করে তুলো না। সাইপ্রাসের অন্তবর্তী নিকোসিয়া ও ফেমাগেস্তা নামে দুটি নগর সাক্ষ্য দিয়ে বলবে নাভারে যদি একবার ফরাসী শাসকের অধীনে আসে তাহলে কী ধরনের অত্যাচার তাকে ভোগ করতে হবে। কিভাবে পশুর মত তাকে দুঃসহ কষ্ট ভোগ করে যেতে হবে।

## বিংশতি সর্গ

### বৃহস্পতি গ্রহ : ঈগলমূর্ত্তির গান

### কাহিনীসংক্ষেপ

আলোর সেই আশ্চর্য ঈগলমূর্তিটি নীরব হয়ে যেতেই সেই আলোকমূর্তিরা আবার এক সমবেত স্তোত্রগানে ফেটে পড়ল। তারপর আবার সেই ঈগলের একক কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ঈগলমূর্তিটি দান্তেকে বলল, যে ছয়টি আলোক-মূর্ত্তির দ্বারা তার চোখের তারা দুটি গঠিত হয়েছে তারা হলো ডেভিড, ট্রাজান, হেজেকিয়া, কনস্টান্টাইন, সিসিলির দ্বিতীয় উইলিয়ম আর রাইপীউসের আত্মা। ট্রাজান আর রাইপীউসের নাম শুনে বিস্মিত হয়ে পড়লেন দান্তে।

কারণ এরা দুজনেই ছিলেন পেগান বা নাস্তিক এবং খৃস্টের জন্মের বহু আগেই তাঁদের জন্ম হয়। অথচ ঈগলমূর্তিটি বলল, এরা দুজনেই ধর্মের জন্য প্রাণবলি দেন। অর্থাৎ খৃস্টের নাম কেউ না জেনেও যদি ন্যায়পরায়ণ হয় ঈশ্বর তাকে মুক্তি দান করেন।

আমাদের গোলার্ধ হতে সূর্য অস্ত গেলে এবং সূর্যের আলো নিঃশেষে ডুবে গেলে অন্ধকার আকাশে যেমন অসংখ্য নক্ষত্রের আলো ফুটে ওঠে তেমনি সেই ঈগলমূর্তিটি কথা বলা শেষ করে চুপ করলে আবার সেই আলোকমূর্তিরা কথা বলা শুরু করল। সঙ্গীতরত অবস্থায় তাদের উজ্জ্বলতা যেন বেড়ে যাচ্ছিল আরো।

হে আমার প্রিয় আত্মাগণ, তোমাদের অন্তরের বাণী স্বর্গীয় চিন্তা আর ঈশ্বরপ্রেমে পরিপূর্ণ আছে বলেই সে বাণী থেকে এমন অপূর্ব সুরধারা নির্গত হচ্ছে। সে সুর মর্ত্যমানবের কণ্ঠে কখনও সম্ভব নয়। তোমাদের গান শুনে মনে হচ্ছে যেন কোন দেবদূতের অন্তর হতে এই অলৌকিক অপার্থিব সুরধারা ঝরে পড়ছে।

স্বর্গলোকের এই ষষ্ঠ স্তরটি যে সব উজ্জ্বল আত্মারূপ অমূল্য রত্নের দ্বারা ভূষিত, দেবদূতোপম সেই সব আত্মারা সুমধুর স্বরে প্রার্থনা গান করতে করতে যখন থেমে গেল তখন আমি উপলসঙ্কুল পার্বত্যপথে প্রবাহিত ঝর্ণার কলতানের মত এক শব্দ শুনতে পেলাম। কোন অমূর্ত অশ্রুত সুর যেমন কোন বাঁশী অথবা কোন বাদ্যযন্ত্রের শূন্য গহ্বরের বাতাসের উপর চাপ সৃষ্টি করলে ধ্বনিত ও মূর্ত হয়ে ওঠে ঠিক তেমনি সেই আলোর ঈগলমূর্তিটির কণ্ঠে সহসা কতকগুলি সুরময় শব্দ ধ্বনিত হয়ে উঠল।

ঈগলটি বলল, মর্ত্যের ঈগলশিশুরা যেমন তাদের মাতার দ্বারা বাধ্য হয়ে সূর্যের পানে চোখ মেলে তাকিয়ে ধীরে ধীরে সূর্যের উজ্জ্বলতাকে দৃষ্টি দিয়ে সহ্য করার শক্তি অর্জন করে তেমনি তুমিও আমার পানে তাকাও। মনে রেখো, যেমন এক স্বর্গীয় অগ্নির তাপ দিয়ে আমার এ দেহ গঠিত তেমনি ছয়টি মহান মানবাত্মার আলোর উপাদানে গড়ে উঠেছে আমার এ চোখের দৃষ্টিশক্তি। সেই সব আত্মাদের মাঝখানে আছে ডেভিড যে ডেভিড একদিন গথ থেকে জেরুজালেম পর্যন্ত গান গেয়ে গেয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে সম্প্রসারিত করে তোলেন। সেই ডেভিড আজ এই স্বর্গলোকে এসে সে গানের সেই কৃচ্ছ্রসাধনের পুরস্কার লাভ করছেন।

আমার অধরোষ্ঠের কাছে রয়েছে রোম সম্রাট ট্রাজানের আত্মা। একদিন ট্রাজান যখন যুদ্ধে যাচ্ছিল ঘোড়ায় চড়ে তখন এক বিধবা নারী তার পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য অনুরোধ করে ট্রাজানকে। ট্রাজান অবশেষে তাতে স্বীকৃত হন। জ্ঞানমতে খৃস্টের অমৃত জীবনে বিশ্বাস স্থাপন করেননি অথবা তাঁর ধর্মোপদেশ জীবনে মেনে চলেনি ট্রাজান আর প্রতিফল-স্বরূপ তাঁকে নরকপ্রদেশের মধ্যে নাস্তিকদের জন্য নির্দিষ্ট লিম্বোতে তাকে অবস্থান করতে হয় দীর্ঘকাল।

আর একজন যিনি আমার ভ্রূযুগলের উপর বসে রয়েছেন সেটি হলো জুডার রাজার আত্মা। তাঁর নাম হেজেকিয়া। হেজেকিয়ার আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে গেলে তিনি ঈশ্বরের কাছে দীর্ঘজীবন কামনা করেন আকুলভাবে। ঈশ্বর তাঁর কাতর আবেদনে সাড়া দিয়ে পনের বছর আয়ু বাড়িয়ে দেন হেজেকিয়ার। কিন্তু অত্যধিক অহঙ্কারের জন্য ঈশ্বরের দান হতে বঞ্চিত হন। পরে হেজেকিয়া নিজের ভুল বুঝতে পারলেও তার আয়ুষ্কাল আর বাড়াননি ঈশ্বর, তবে ঠিক হয়, ঈশ্বরের কোন রোষ বা অভিশাপ তাকে ভোগ করতে হবে না। আজ স্বর্গে এসে হেজেকিয়া তাঁর কর্মের সমস্ত প্রতিফল পাচ্ছেন। হেজেকিয়া আজ বুঝতে পারছেন বিধির বিধান অমোঘ; তা কখনই পরিবর্তিত হয় না। যদিও সৎ উদ্দেশ্যমূলক কোন প্রার্থনায় ভবিষ্যতে কিছু সুফল ফলে। এরপর দেখ কনস্টাণ্টাইনকে। আইনপ্রণয়নের ব্যাপারে কনস্টাণ্টাইন যা সব করে গেছেন তার ফল ভাল হয়নি। কিন্তু তাই বলে তাঁর উদ্দেশ্য খারাপ ছিল না। এই স্বর্গলোকে কনস্টাণ্টাইন এসে আজ বুঝতে পারছেন তিনি যে সব কাজ জীবনে করে এসেছেন তার ফল ভাল মন্দ যাই হোক সে ফল তাঁকে স্পর্শ করতে পারছে না। আমার চোখের উপর এরপর দেখ ন্যায়পরায়ণ সদাশয় দ্বিতীয় উইলিয়মকে। নেপলস্ ও আপুলিনের নরম্যান রাজা দ্বিতীয় উইলিয়মের মৃত্যুতে প্রজারা শোকে কাঁদতে থাকে তাঁকে হারিয়ে। আজ তাদের বর্তমান রাজা চার্লস ও ফ্রেডারিকের অত্যাচারে নির্মমভাবে উৎপীড়িত হচ্ছে তারা। আজ এখানে এসে উইলিয়ম বুঝতে পারছেন কোন ন্যায়পরায়ণ রাজাকে স্বর্গ কিভাবে সাদরে বরণ করে নেয়। এরপর দেখ আমার চোখের পঞ্চম আলোকমূর্তি ট্রয়বীর রাইপীউসকে। ট্রয়যুদ্ধে নিহত রাইপীউস ছিল সমস্ত ট্রয়বাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ন্যায়পরায়ণ। ডেভিডের কথা তোমাকে আগেই বলেছি।

কোন আকাশচারি পাখি যেমন প্রথমে প্রাণভরে গান গেয়ে সহসা এক নীরব প্রশান্তিতে স্তব্ধ হয়ে ধীরে ধীরে পাখা মেলে দেয় আকাশে তেমনি সেই আলোর ঈগলটিও তার সব কথা বলা শেষ করে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। এইভাবে সেই আশ্চর্য ঈগলটি ন্যায়বিচার সম্পর্কে ঈশ্বরের পরম ইচ্ছার কথাটি ব্যক্ত করল। আমাকে বুঝিয়ে দিল, একমাত্র যারা ন্যায়বিচারকে ভালবাসে এবং জীবনে সেই ন্যায়কে প্রতি পদে মেনে চলে তারাই ঈশ্বরের কাছ থেকেও ন্যায়বিচার লাভ করে এবং স্বর্গলোকে এসে পুরস্কৃত হয়।

কোন কাচ অস্বচ্ছ হলে মানুষ যেমন তার মধ্য দিয়ে যে কোন বস্তুকে মলিন ও অস্বচ্ছ দেখে আমিও তেমনি আমার বিমূঢ় ও অস্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে সব কিছুই অস্বচ্ছ ও বিস্ময়জনক দেখছিলাম। তাই রাইপীউসের নাম শুনেই চমকে উঠলাম আমি অপার বিস্ময়ে। কারণ আমি বুঝলাম না খৃস্টের জন্মের বহু আগে মৃত রাইপীউস কিকরে স্বর্গে এসে স্থান পেল। বিস্ময়ের চাপে কথাগুলো আপনা থেকে যেন বেরিয়ে এল মুখ থেকে, কার কথা শুনছি?

তখন ঈগলটি তার উত্তরে বলল, আমি দেখছি আমি যা তোমাকে বলেছি তার কিছুটা বিশ্বাস করেছ অর্থাৎ রাইপীউসের আত্মা যে এখানে আছে সেকথা বিশ্বাস করেছ; কিন্তু কেমন করে সে এখানে এল এবং মোক্ষলাভ করল ঈশ্বরের কাছে তার কারণস্বরূপ যা বলেছি তা বুঝতে পারনি। কোন মানুষের শুধু নামটা জানলেই যেমন তার স্বরূপ জানা যায় না তেমনি তুমি আমার আসল কথাটা বুঝতে পারনি। জেনে রেখ, গভীর ঈশ্বরপ্রীতি, আশা আর ন্যায়পরায়ণতাই তাদের ঈশ্বরের ইচ্ছাকে জয় করে এই স্বর্গলোকে এসে মোক্ষলাভ করতে সক্ষম করে তুলেছে। এইভাবে প্রেমের দ্বারা বশীভূত হন ঈশ্বর। অথচ তিনি অজেয়।

আমার চোখের উপর অবস্থানকারী আত্মাদের মধ্যে প্রথম আর পঞ্চম অর্থাৎ ট্রাজান আর রাইপীউস সম্বন্ধেই তোমার যত সংশয়। কারণ ওরা দুজনে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত না হয়েও স্বর্গলোকে এসে দেবদূতের স্থান লাভ করেছে। তার কারণ এই যে তাঁরা দুজনেই খৃস্টের আবির্ভাবের বহু আগেই তাঁর আবির্ভাবের আশা করতেন এবং তাঁর ঐশ্বরিক মহিমায় বিশ্বাস করতেন। সুতরাং তাঁদের পবিত্র আশা আর ঈশ্বর প্রীতিই তাঁদের মোক্ষলাভের কারণ। তাই তাঁরা নরক থেকে স্বর্গলোকে উঠে আসতে পেরেছেন। সেণ্ট গ্রেগরীর মত তাঁরাও খৃস্টকে মানব জগতের পরিত্রাতা হিসাবে ভক্তি করতেন। তাঁরা

সারাজীবন ন্যায় বিচারকে ভালবেসে এসেছেন গভীরভাবে এবং যে হিংসা দ্বেষের দ্বারা সমগ্র মানব জগৎ পরিপূর্ণ সেই হিংসা দ্বেষকে প্রেমের দ্বারা ন্যায়-পরায়ণতার দ্বারা অনুশাসিত করার চেষ্টা করে এসেছেন। তাই তাঁরা পেগান বা তথাকথিত নাস্তিক হয়েও তাঁরা ঈশ্বরের সেই করুণা লাভ করেছেন যে করুণা নিগূঢ় এবং সতত অন্তঃসলিলা এবং যার পবিত্র প্রবাহ কোনদিন উদ্‌ঘাটিত হয়না কোন লোকচক্ষুর সমক্ষে।

এই সব তথাকথিত নাস্তিক যে সব আত্মা তাঁদের জীবদ্দশায় খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হবার সুযোগ পাননি স্বর্গে আসার পর তাঁদের দীক্ষিত করা হয়। এর আগে বিয়াত্রিসের রথের চাকায় যে তিনটি দৈব নারীমূর্তি দেখেছিলে তারা ছিল শ্বেতবসনা ধর্মবিশ্বাস, সবুজ আশা আর রক্তবর্ণ ভালবাসার প্রতীক। সবুজ তারাই তাঁদের খৃস্টধর্মে প্রথম দীক্ষিত করে।

জেনে রেখো, যে সব সাধুপুরুষ ঈশ্বর দর্শন লাভ করেন তাঁরাও মানুষের সুখ দুঃখের কারণ, গতিস্থিতির স্বরূপ প্রভৃতি বহু কিছুর মূল কারণ তাঁদের সামান্য জ্ঞানবুদ্ধি বা সীমাবদ্ধ অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা বুঝতে পারেন না।

হে মরণশীল মানুষ, তোমার পার্থিব বিচারবুদ্ধিকে স্তব্ধ রেখে দাও এখন, আমরা এখানে এই স্বর্গলোকে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ করেও তাঁর প্রেম ও করুণার সব রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারিনি। এখানে আমাদের জ্ঞানগত দক্ষতা ও বুদ্ধির অহঙ্কার না থাকাতে বরং ভালই হয়েছে, কারণ তার ফলে আমরা ঈশ্বরের পরম ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের সব ইচ্ছাকে মিলিয়ে দিয়ে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে পেরেছি নিঃশেষে ও অকুণ্ঠভাবে। ঈশ্বরের পরম ইচ্ছার সঙ্গে মানবাত্মার ব্যক্তিগত ইচ্ছার পূর্ণ সংগতিই পরম সুখের একমাত্র উৎস। এখানকার আত্মারা সেই পরম সুখের সন্ধান লাভ করেছে।

এইভাবে দিব্যজ্ঞানে ভূষিত সেই আলোর ঈগলটি কত মধুর ধর্মবাণীর রসায়ন দ্বারা আমার অস্বচ্ছ ছায়াচ্ছন্ন অন্তর্দৃষ্টিকে স্বচ্ছনির্মল করে তুলল।

ঈগলটি যখন কথা বলছিল, এইভাবে ধর্মবাণী শোনাচ্ছিল আমাকে তখন কোন ঝংকৃত বীণার কম্পিত তারের মত বিস্ময়াহত চোখের কম্পিত পলকের মত ট্রাজান ও রাইপীউসের আত্মার আলো দুটি কাঁপছিল সেই ঈগলের চোখের পাতায়॥

## একবিংশতি সর্গ

### শনিগ্রহলোক : বিয়াত্রিসের পরিবর্ধিত সৌন্দর্য

#### কাহিনীসংক্ষেপ

অতঃপর বৃহস্পতি থেকে শনিগ্রহে উঠে এলেন দান্তে ও বিয়াত্রিস। স্বর্গলোকের এই নূতন স্তরে এসে তাঁরা দেখলেন, অসংখ্য চিন্তাশীল জ্ঞানী ব্যক্তিদের আলোকমূর্তি স্বর্গশিখরাভিমুখে উত্থিত একটি সোনার মইএর আংটার উপর ঝুলছে। দান্তে মুখ তুলে উর্ধ্বে তাকিয়ে দেখলেন, সেই মইএর মাথাটি চোখে দেখা যাচ্ছে না। এমন সময় একটি আলোকমূর্তি দান্তের দিকে এগিয়ে এসে দান্তের এক প্রশ্নের উত্তরে বলল, মানবাত্মার পূর্ব-নির্দিষ্ট পরিণতি (প্রিডেস্টিনেশান) বা প্রাকলক্ষ্যের রহস্য অপরিমেয়ভাবে গভীর। আত্মপরিচয় দান করে সেই আত্মাটি বলল তার নাম পিটার ডামিয়ান। বর্তমানে প্রতিটি ধর্মপ্রতিষ্ঠানে ধর্মযাজকদের যে ব্যাপক ও শোচনীয় অধঃপতন দেখা যায় সে বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করল ডামিয়ান। বিশেষ করে ফন্টি আভেলানা গীর্জার যাজক বিলাসী ও ব্যভিচারী হয়ে উঠেছে অস্বাভাবিকভাবে। অন্যান্য আত্মারা তখন তার চারদিকে সমবেত হয়ে এমনভাবে চিৎকার করে উঠল যাতে সহসা বিহ্বল ও অভিভূত হয়ে পড়ল দান্তের সমস্ত ইন্দ্রিয় চেতনা।

আবার আমি আমার চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম আমার একান্ত প্রণয়াস্পদ বিয়াত্রিসের উপর। আমার মনোযোগের সমস্ত নিবিড়তা, আমার চিন্তা ভাবনার সমস্ত একাগ্রতা তারই উপর ছিল কেন্দ্রীভূত।

দেখলাম বিয়াত্রিসের মুখে কোন হাসি নেই। আমার মনের কথা জানতে পেরে বিয়াত্রিস বলল, আমি যদি আমার হাসির পূর্ণ উজ্জ্বলতা বিকীর্ণ করি তাহলে তোমার অবস্থা হবে থীবস্‌এর রাজকন্যা সেমিলির মত। তার মত তুমিও তাহলে পরিণত হবে একতাল ভস্মস্তূপে। থীবস্‌এর রাজকন্যা সেমিলি দেবরাজ জুপিটারের প্রেমে পড়ে। তাতে জুপিটারপত্নী জুনো ঈর্ষাকাতর হয়ে সেমিলির মৃত্যুর এক উপায় উদ্ভাবন করে। জুনোর প্ররোচনায় সেমিলি জুপিটারকে পূর্ণ দীপ্যমান অবস্থায় তার কাছে আসতে বলে। কিন্তু তাঁর

স্বর্গীয় দ্যুতির পূর্ণ উজ্জ্বলতা নিয়ে জুপিটার সেমিলির সামনে আবির্ভূত হলে তা সহ্য করতে পারল না সেমিলি। সে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আপন প্রেমের যূপকাষ্ঠেই এইভাবে প্রাণবলি দেয় সেমিলি।

বিয়াত্রিস আরো বলল, তুমি জান স্বর্গের এক একটি স্তর অতিক্রম করে যতই উর্ধ্বলোকে উঠে আসছি ততই বেড়ে যাচ্ছে আমার রূপলাবণ্যের জ্যোতি। সে জ্যোতির উজ্জ্বলতাকে নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা আমার নেই। বজ্রাগ্নি যেমন কোন কোন গাছের পাতা ও ফুলকে, পুড়িয়ে কঙ্কালসার করে তোলে গাছটিকে তেমনি আমার অঙ্গের সেই পূর্ণজ্যোতির উজ্জ্বলতা পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে যে কোন পার্থিব মানুষকে।

আমরা বর্তমানে এসেছি সপ্তম গ্রহলোক শনির রাজ্যে। শনি এখন সিংহরাশিতে অবস্থান করছে। এখন তোমার মনটাকে তোমার চোখের তারার মধ্যে করো কেন্দ্রীভূত যাতে তোমার চোখের দৃষ্টিতেই সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়ে উঠতে পারে তোমার মনের সব কথা।

স্বর্গীয় সুষমায় মণ্ডিত বিয়াত্রিসের মুখপানে তাকাতেই কত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল আমার মুখচোখ তা যদি কেউ জানত তাহলে সে সহজেই বুঝতে পারত বিয়াত্রিসের কথামত কাজ করে তার আদেশ মেনে চলে কী এক মধুর তৃপ্তির আনন্দ আমি উত্তরোত্তর লাভ করেছিলাম। সে আনন্দ আমার ক্রমাগতই বেড়ে যাচ্ছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম বিয়াত্রিসকে কোন কিছু প্রশ্ন করে জানার থেকে তার প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য প্রকাশের মধ্যেই আছে বেশী আনন্দ। বুঝলাম, ধর্মের ক্ষেত্রে কর্ম হতে ধ্যানধারণা ও চিন্তা বড় বলেই অন্য সব গ্রহ থেকে শনি আরো উর্ধ্বে বিরাজিত। আবার চিন্তা বা ধ্যান থেকে নির্দ্বিধ ও নিঃশেষিত আত্মসমর্পণ আরো বড। ঈশ্বরের উপর এই আত্মসমর্পণ পরম সুখের উৎস।

সেই শনিগ্রহের উজ্জ্বল স্বচ্ছতায় আমি দেখলাম একটি স্বর্ণনির্মিত বিরাট মই আমার দৃষ্টির সীমাকে ছাড়িয়ে বহু উর্ধ্বে উঠে গেছে। আমি আরো দেখলাম, সেই সোনার মইএর আংটা দিয়ে অসংখ্য উজ্জ্বল আলোকমূর্তি উপর থেকে নেমে আসছিল। দেখে মনে হচ্ছিল যেন সহসা কোন নৈশ আকাশ হতে অসংখ্য নক্ষত্র একের পর এক করে নেমে আসছে মর্ত্যভূমিতে। সকাল-বেলায় সূর্য ওঠার পর যেমন শিশিরবিন্দুগুলি সূর্যের তাপে একে একে বিলীন হয়ে যায়, এবং তাদের মধ্যে কতকগুলি কোন বস্তুকে অবলম্বন করে তখনো

ঝুলতে থাকে তেমনি সেই মইএর উপর কতকগুলি আলোকমূর্তি নেমে আসছিল, আবার কতকগুলি আলোকমূর্তি ঝুলছিল সেই মইএর উপর।

তাদের মধ্য হতে একটি আলোকমূর্তি আমার কাছে এগিয়ে এল। সেই আলোকমূর্তিটির উজ্জ্বলতায় অভিভূত হয়ে গেলাম আমি। তার পরিচয় জানার কৌতূহল প্রবল হয়ে উঠল আমার মধ্যে। আমি তাকে সঙ্গে সঙ্গে বললাম, আমার প্রতি তোমার প্রেমের অভিজ্ঞান স্পষ্টতঃ ফুটে রয়েছে তোমার মুখে, কিন্তু যে মহীয়সী নারী আমাকে এই স্বর্গরাজ্যে পথ দেখিয়ে চালনা করছেন আমার গতি, যাঁর আদেশমত আমি কথা বলি বা চুপ করে থাকি তাঁর অনুমতি ব্যতীত আমি কোন প্রশ্ন করতে পারব না তোমাকে।

বিয়াত্রিস দেখল আমরা স্বর্গলোকের অনেক উর্ধ্বে এবং ঈশ্বরের অনেক কাছে চলে এসেছি। এই ভেবেই সে আমাকে কথা বলার অনুমতি দিয়ে বলল, তোমার ইচ্ছা পূরণ করতে পার।

তখন আমি বলতে শুরু করলাম, হে ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য আত্মা, তোমাকে প্রশ্ন করার মত কোন যোগ্যতাই আমার নেই। তথাপি যে মহীয়সী নারী, আমাকে তোমার সঙ্গে কথা বলার আদেশ করেছেন, তাঁর আদেশ মতই আমি শুধু একটা প্রশ্ন করছি তোমায়। যে দিব্য জীবনের পরম আনন্দে সতত পরিপূর্ণ তোমার অন্তরাত্মা, তা লাভ করেও কেন কিসের আশায় আমার এত সন্নিকটে আবির্ভূত হয়েছ? আমার আর একটা প্রশ্নের উত্তর দাও, স্বর্গের অন্যান্য স্তরের মত এই গ্রহলোকে স্বর্গীয় ঐক্যতানে মধুর কোন সঙ্গীত শোনা যাচ্ছে না কেন?

সেই আলোকমূর্তিটি তখন উত্তর করল, তুমি একজন মরণশীল মানুষ, তোমার পার্থিব চক্ষুকর্ণ স্বর্গের উর্ধ্বতন স্তরের শব্দ দৃশ্যের পক্ষে উপযুক্ত নয়। তাই বিয়াত্রিস যেমন তোমার সামনে হাসে না, কারণ সে হাসির উজ্জ্বলতা তোমার চক্ষু সহ্য করতে পারবে না, তেমনি আমরাও গান করি না। তোমার কর্ণকুহর তা সহ্য করতে পারবে না।

তথাপি আমি তোমার আত্মাকে আনন্দ দান করার জন্যই এই সোনার মই দিয়ে দ্রুত অবতরণ করেছি। আমি তাড়াতাড়ি তোমার কাছে প্রথম এসেছি বলেই তোমার প্রতি আমার ভালবাসা বেশী একথা মনে করার কোন কারণ নেই। আমাদের এখানে যত আলোকমূর্তি বা আত্মা আছে সকলেরই ভালবাসার পরিমাণ সমান। আমাদের মূর্তি হতে বিচ্ছুরিত জ্যোতির

উজ্জলতাও সমান। পরিমাণগত বা গুণগত কোন তারতম্য বা প্রভেদ নেই আমাদের মধ্যে। যিনি সমগ্র মানবজগৎকে চালনা করেন সেই পরম পিতা ঈশ্বরের নির্দেশমতই আমি তোমার কাছে নেমে এসেছি।

আমি তখন তাকে বললাম, হে পবিত্র আলোকমূর্তি, আমি জানি, এই স্বর্গলোকে প্রেম কখনো আরোপিত হয় না কোন দেবদূত বা আত্মার উপর। এখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সকলেই সতত প্রেমভক্তির পরিচয় দিয়ে থাকে তাদের প্রতিটি কথায় ও কর্মে। সেই প্রেমভক্তিই এখানে সকল কিছুকে সঠিক পথে চালনা করে। তবে একটা জিনিস আমি বুঝতে পারছি না, এত অসংখ্য আলোকমূর্তির মধ্যে একা তুমি কেন এ কাজ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছ।

আমার কথা শেষ হতে না হতেই এক নিবিড়তম আনন্দে সেই আলোকমূর্তির উজ্জল আত্মাটি ঘূর্ণিবায়ুর মত আবর্তিত হতে লাগল। ঈশ্বরপ্রীতির সেই উজ্জল প্রতীকমূর্তিটি আমার কথার উত্তরে বলল, ঈশ্বরের করুণার দিব্য আলো আমার উপর প্রত্যক্ষভাবে পতিত হয়ে আমার অন্তরাত্মাকে উদ্দীপিত করে আধ্যাত্মিক উন্নতির এমন এক সমুচ্চ স্তরে উন্নীত করে যেখান থেকে আমি আমার সমস্ত শক্তির মূল উৎসটিকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। ঈশ্বরচৈতন্যস্বরূপ সেই উৎসদেশ হতে আমার সকল শক্তি, সকল প্রেম, সকল প্রজ্ঞা ও সকল আনন্দের বিভূতি অমিত ধারায় সতত উৎসারিত হয়।

কিন্তু তুমি যে প্রশ্ন আমাকে করেছ তা ঐশ্বরিক লীলার এমন এক রহস্যের অন্ধকার গর্ভে নিহিত যা কোন দেবদূতের পক্ষেও উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব নয়। এমন কি যে কুমারী মেরীর আত্মা সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ ও ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্যা সাক্ষাৎ প্রজ্ঞা পারঙ্গমা, সেই মেরীও তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন না।

তুমি শুধু এই কথাটুকু জেনে মর্ত্যলোকে ফিরে যাও যে, মর্ত্যের মানুষ কখনই স্বর্গলোকের কোন কথা, ঈশ্বরের বিভিন্ন বিভূতির তত্ত্বকথা বুঝতে পারবে না। তারা যেন জগৎ ও জীবনের পার্থিব বস্তুরাজির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে তাদের জ্ঞানচর্চাকে। তারা যেন কখনো স্বর্গীয় জ্ঞানভাণ্ডারের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে না আসে। জেনে রেখো, মানুষের যে মন মর্ত্যলোকে অবিদ্যার অন্ধকারে নিয়ত ধূমায়িত হয় মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে উন্নীত হয়ে সেই প্রধূমিত মন প্রজ্জলিত হয়ে ওঠে এক স্বর্গীয় জ্ঞানের দীপ্তিতে। তাছাড়া যে সব রহস্যময় ঈশ্বরতত্ত্ব স্বর্গলোকে বসবাসকারী আত্মা বা দেবদূতেরা উপলব্ধি করতে পারে না তা কখনো কোন মর্ত্যমানবের পক্ষে বুঝতে পারা

সম্ভব নয়। সে রহস্যের উদ্‌ঘাটন একমাত্র ঈশ্বর নিজেই পারেন।

সেই আলোকমূর্তিটি তার কথা শেষ করতে না করতেই আমি তাকে বিনয়ের সঙ্গে অন্য একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা তোমার ব্যক্তিগত পরিচয় কি? বল, তুমি কে।

তার উত্তরে সে বলল, ইতালিতে আদ্রিয়াতিক ও তাইরেনিয়ান উপসাগরের মাঝখানে যে বিশাল আপেনাইন পর্বতমালা আছে তাতে অনেকগুলি সুউচ্চ শৃঙ্গ আছে। সেই সব শৃঙ্গের একটি হলো ক্যাট্রিয়া যা তোমাদের ফ্লোরেন্স নগরী থেকে বেশী দূরে নয়। আম্বিয়ার নিকটবর্তী সেই ক্যাট্রিয়া পর্বতশৃঙ্গের উত্তর-পূর্ব দিকের ঢালুতে ফন্টি আভেলানা নামে এক তপোবন বা ধর্মনিবাস আছে।

সেই তপোবন আশ্রমে আমি শীত গ্রীষ্ম উপেক্ষা করে অলিভ তেলে সিদ্ধ সামান্য খাদ্য খেয়ে শুধু ঈশ্বরের ধ্যান আর চিন্তা করে এক নির্জন নিঃসঙ্গ অধ্যাত্মজীবন যাপন করতাম। আমাদের দেশে একদিন অনেক পুণ্যাত্মা ব্যক্তির জন্ম হয় এবং তাঁদের আত্মা স্বর্গলোককে সমৃদ্ধ করেছিল। কিন্তু পরে সুসন্তান জন্মদানের ব্যাপারে বন্ধ্যা হয়ে যায় আমাদের দেশমাতৃকা।

আমাদের স্বর্গের মহীয়সী নারী বিয়াত্রিসের যেখানে নিবাস ছিল সেই আদ্রিয়াতিক অঞ্চলে আমাকে সকলে পিটার ডামিয়ান বা পাপাত্মা পিটার বলে অভিহিত করত। ১০৫৭ খৃস্টাব্দে আমি কার্ডিনাল পদে নিযুক্ত হই আর ১০৭২ সালে আমার মৃত্যু হয়।

কিন্তু বর্তমানে ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিতে যে আড়ম্বর ও বিলাসব্যসনের প্রচলন ঘটেছে তা ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই আমি। প্রাচীনকালে সেন্ট পিটার, সেন্ট পল প্রমুখ ধর্মপ্রবক্তারা কত সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে ধর্মের বাণী প্রচার করে বেড়াতেন। কিন্তু বর্তমান কালে ধর্মযাজকেরা চার্চের মধ্যে বিলাসিতাপূর্ণ জীবন যাপন করেন এবং তাঁরা ঘোড়া ছাড়া কোথাও যান না এবং তাঁদের ঘোড়া ধরার জন্য লোক দরকার হয়।

ডামিয়ানের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই সোনার মই বেয়ে আরো অনেক আত্মা উপর থেকে নেমে এল। ঘূর্ণিবায়ুর মত ঘুরতে লাগল সেই আলোকমূর্তিগুলি। তারপর তারা জোরে এমনভাবে চিৎকার করে উঠল যাতে আমি ভয়ে অভিভূত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম।

# দ্বাবিংশতি সর্গ

## শনিগ্রহ : বিয়াত্রিস কর্তৃক দান্তেকে সান্ত্বনা দান

### কাহিনীসংক্ষেপ

দান্তে তখন ভয়ে তাঁর একমাত্র পথপ্রদর্শিকা বিয়াত্রিসের মুখপানে তাকালেন। বিয়াত্রিস তখন তাঁকে সেই গ্রহলোকের চারদিকে তাকিয়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আত্মাদের দেখতে বললেন। সেই সব আত্মাদের থেকে একজন এগিয়ে এসে তার পরিচয় দিল। তার নাম সেণ্ট বেনেডিক্ট। বেনেডিক্ট ক্যাসিনোতে এক মঠ গড়ে তোলে। সেও পিটার ডামিয়ানের বর্তমান কালের ধর্মযাজকদের মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতিপরায়ণতার অভিযোগ করল। অবশেষে বেনেডিক্ট বলল, ধর্মের ক্ষেত্র হতে এই সব পাপ আর দুর্নীতির অবশ্যই একদিন অবসান ঘটবে এবং এক নূতন যুগ ও জীবনের সূচনা হবে। অতঃপর স্থির নক্ষত্রবিরাজিত এক স্বর্গীয় আলোকমণ্ডলে উঠে এলেন দান্তেরা। এবার তিনি নিচের দিকে তাকিয়ে একে একে অতিক্রান্ত সাতটি গ্রহস্তর ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে চিনতে পারলেন এবং তাদের তুলনায় মানবজাতি অধ্যুষিত পৃথিবী কত ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর তা ভেবে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। সেই অবস্থায় তিনি আবার বিয়াত্রিসের সুন্দর মুখপানে অভয় প্রত্যাশায় তাকালেন।

ভীতিবিহ্বল কোন শিশু যেমন আত্মরক্ষার জন্য তার মাতার অঞ্চলের মধ্যে আশ্রয় খোঁজে আমিও তেমনি ভীত ত্রস্ত অবস্থায় আমার অভিভাবিকা বিয়াত্রিসের কাছে আশ্বাসের আশায় তাকালাম।

আমার অবস্থা বুঝতে পেরে কোন মাতা যেমন তার শিশুকে সান্ত্বনা দান করে বিয়াত্রিসও তেমনি আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলল, তুমি জান, তুমি এখন স্বর্গলোকে অবস্থান করছ। এই স্বর্গলোকে সব কিছুই পবিত্র এবং সব কিছুই স্বর্গীয়। মর্ত্যমানবের সকল সৎ কর্মের প্রেরণা এই স্বর্গলোক হতেই উৎসারিত হয়। ভেবে দেখ, এই স্বর্গলোকে আসার পর এখানকার স্বর্গীয় সঙ্গীতের মাধুর্যে তোমার কত রূপান্তর ঘটেছে। আমি যদি হাসতাম আর আর আমার হাসির দ্যুতির উজ্জ্বলতা যদি সহ্য করতে পারতে তাহলে আরো

অনেক কিছু শিখতে পারতে। জেনে রেখো, কোন ধর্মনিবাসে নির্জন চিন্তার মধ্য দিয়ে দিন কাটালেই কারো মন বিষয়াসক্তিহীন ও ন্যায়পরায়ণ হবে এমন কোন কথা নেই। প্রকৃত অধ্যাত্মচিন্তার ঊর্ধ্বলোকে কোন মানুষের মন উন্নীত হলেই সে ন্যায়পরায়ণ হয়ে উঠতে পারে।

দুর্নীতিপরায়ণ যে সব ধর্মযাজকেরা একদিন প্রচুর পাপ করেছিল ধর্ম-জীবনের মুখোস পরে' সেই পাপ বা দুর্নীতির জন্য আজ তাদের অনুতপ্ত আত্মারা শাস্তি প্রার্থনা করছে ঈশ্বরের কাছে। সে শাস্তির চেহারা তুমি তোমার মৃত্যুর আগেই দেখতে পাবে। যারা ঈশ্বরের কাছ থেকে ন্যায়বিচার চায় নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের উপর যথাসময়েই নেমে আসে ঐশ্বরিক ন্যায়বিচারের খড়্গ।

এখন তোমার চারদিকে তাকিয়ে দেখ। দেখবে কত উজ্জ্বল আলোক-মূর্তিগুলি আলোক বিকীর্ণ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অবশ্য যদি আমার কথা শোন এবং আমার ইচ্ছার সঙ্গে তোমার ইচ্ছাকে মেলাতে পার।

বিয়াত্রিসের কথামত আমি আমার চারদিকে তাকালাম। দেখলাম প্রায় একশোটি উজ্জ্বল আত্মা আপন আপন স্থানে অবস্থান করে কিরণ দান করছে।

সহসা আমার মনে হলো আমি এখন সেণ্ট বেনেডিক্টের দলভুক্ত সদস্য যাকে কথা বলার জন্য অনুরোধ না করলে নিজে থেকে কোন কথা বলবে না।

এমন সময় সেই একশতের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল আলোকমূর্তিটি আমার দিকে এগিয়ে এল আমার অব্যক্তনীরব কামনাকে পরিতৃপ্ত করার জন্য।

তারপর তার গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম আমি। সে বলল, আমাদের মত তোমার অন্তরেও যদি জ্বলত ঈশ্বরপ্রেমের আগুন তাহলে তুমিও আমাদের মত মানুষের অন্তর্নিহিত অব্যক্ত চিন্তার কথাগুলি ভাবতে পারতে। যাই হোক, তুমি একটু বিলম্ব করো, আমি কিছু প্রশ্ন করার আগেই তুমি যা জানতে চাইছ তা আমি ব্যক্ত করব।

ক্যাসিনো নামে একটি পাহাড় আছে। সেই পাহাড়ের শিখরদেশে এক দল পেগান বাস করত। তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করত না। সেখানে আমি এ্যাপোলোর মন্দিরের কাছে এক মঠ গড়ে তুলে সেই নাস্তিক পার্বত্য জাতির মধ্যে ধর্মগত পরম সত্যের কথা প্রচার করি। এক ঐশ্বরিক প্রেরণার দ্বারা আমি এমনই অনুপ্রাণিত হই যে আমি সেই নাস্তিক পেগানদের দ্বারা

অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে মিথ্যা ধর্মসাধনা ও অসদাচরণের পথ হতে সরিয়ে এনে সঠিক পথে চালনা করি। আমার নাম ছিল বেনেডিক্ট। আম্বিয়ার কোন সম্রান্ত পরিবারে আমার জন্ম হয় ৪৮০ খৃস্টাব্দে। আমাকে রোমের এক বিদ্যালয়ে পাঠানো হয় বাল্যশিক্ষার জন্য। কিন্তু বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলার একান্ত অভাব দেখে আমি বিদ্যালয় ছেড়ে পালিয়ে আসি। আর আমি ফিরিনি। আমি তখন বাড়ি ফিরে না গিয়ে আক্রজ্জি নামে এক পাহাড়ের গুহার মধ্যে তপস্যা করতে থাকি। তখন নিকটবর্তী মঠবাসীরা আমাকে তাদের মঠাধ্যক্ষ নির্বাচিত করে নিয়ে যায়। কিন্তু আমার প্রবর্তিত কঠোর নিয়মকানুন তারা মেনে চলতে পারত না বলে আমি সেখান থেকে ক্যাসিনো পাহাড়ে চলে গিয়ে এক নূতন মঠ স্থাপন করি এবং ৫৪৩ খৃস্টাব্দে আমার মৃত্যু হয়।

এখানে রোমুয়ানদাস ও ম্যাকারিয়াস রয়েছে আমার কাছে। রোমুয়ানদাস-এর জন্ম হয় ৯৬০ খৃস্টাব্দে। আমিই প্রথম পাশ্চাত্যে খৃস্টীয় মঠ বা ধর্ম-প্রতিষ্ঠানগুলিতে কঠোর সংযমসাধন ও বিধিনিষেধের প্রবর্তন করি। কিন্তু রোমুয়ানদাস আমার সেই বিধিনিষেধের কঠোরতা হ্রাস করে তার পরিবর্তন সাধন করে। আমার প্রবর্তিত কালো পোষাকের পরিবর্তে সে সাদা পোষাকের প্রচলন করে।

সেণ্ট ম্যাকারিয়াসের বাড়ি ছিল আলেকজেন্দ্রিয়া। সেণ্ট বেনেডিক্ট যেমন পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে মঠ বা ধর্মনিবাস স্থাপন ও সন্ন্যাসজীবনের আদর্শ প্রবর্তন করেন সেণ্ট ম্যাকারিয়াস তেমনি সে আদর্শ প্রবর্তন করেন প্রাচ্যের দেশগুলিতে। এখানে আর যে সব আমার ভ্রাতৃপ্রতিম আত্মারা অবস্থান করছে তারা সকলেই পাপের কলুষ থেকে মুক্ত। কর্মহীন ধ্যান আর নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরচিন্তাই ছিল তাদের জীবনের একমাত্র ব্রত।

আমি তখন বললাম, তোমার কথার সত্যতা যেন ঐ সব আলোকমূর্তির মাঝে জ্বলছে। সেকথা এক পবিত্র ভাবে পূর্ণ করে তুলেছে আমার অন্তর। কিন্তু আমার প্রার্থনা, আমার আর একটা কথার উত্তর দিতে হবে। তোমাদের যথার্থ স্বরূপটি কি আমি প্রত্যক্ষ করতে পারব? তোমাদের অনাবৃত মুখ এবং প্রকৃত স্বরূপ কখন কোথায় দেখতে পাব আমি?

তার উত্তরে সেই আলোকমূর্তিটি বলল, তোমার সে বাসনা পূর্ণ হবে স্বর্গলোকের শেষ স্তরে অর্থাৎ যেখানে ঈশ্বর বিরাজ করেন। সেখানে দেখতে

পাবে আমাদের সকলের প্রকৃত স্বরূপ। স্বর্গারোহণের ঊর্ধ্বতম ও সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্তরে মানবাত্মাদের সব কামনা বাসনা পূর্ণতা লাভ করে। মানুষের সব আত্মা স্বর্গের এই স্তরে এসেই লাভ করে এক অখণ্ড পরিণতি। মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করার আগে সব আত্মাই ওখানে থাকে এবং মৃত্যুর পর আবার তারা ওখানেই ফিরে যায়।

কিন্তু দেখবে, আমি যে ঈশ্বরবিরাজিত সর্বোচ্চ স্বর্গস্তরের কথা বললাম তার কোন আকার বা আয়তনগত অবস্থিতি নেই। তার কোন গতিচঞ্চলতা নেই। স্থান ও কালবহির্ভূত সেই অনন্তলোক চিরস্থির স্তব্ধতায় লীন। এক দিন ধর্মপ্রাণ জ্যাকব স্বপ্ন দেখেছিল মনে মনে, মর্তলোক হতে স্বর্গ পর্যন্ত যদি এক মই বা সিঁড়ি থাকত তাহলে সৎ ও নীতিবান লোকেরা সহজেই সোজা স্বর্গে আসতে পারত। সেই মই আজ তুমি দেখতে পাচ্ছ তোমার সামনে। সেই সোনার মই দিয়ে দেবদূত ও পুণ্যময় আত্মারা এই শনিগ্রহ হতে স্বর্গলোকের শেষ স্তরে ক্রমাগত ওঠানামা করছে। স্বর্গের সেই স্তরের কোন কিছু মর্ত্যমানব দেখতে পায়না বলেই তুমি এই সোনার মইটির মাথার দিক অর্থাৎ শেষাংশটি দেখতে পাচ্ছ না। এই মই যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে সেইখানে ঈশ্বর নিয়ত বিরাজ করছেন।

বর্তমানে কিন্তু জ্যাকবের সেই স্বর্গমর্ত্যসেতুবন্ধনকারী কোন অলৌকিক মইএর স্বপ্ন দেখে না। বর্তমানকালের ধর্মযাজকরা সবাই পার্থিব ভোগসুখে ও বিষয়বাসনায় এমনই মত্ত যে তারা স্বর্গে যাবার কোন বাসনাই করে না। চেষ্টা করে না কোন পুণ্য সঞ্চয়ের। একদিন ক্যাসিনো পাহাড়ের গায়ে যে গুহার ভিতর আমার নির্জন আশ্রম ছিল এখন সেখানে দেখবে বড় বড় অট্টালিকা গড়ে উঠেছে। এখন ধর্মযাজকদের মঠ ও গীর্জাগুলি বিলাসব্যসনে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। মনে রেখো, সুদে টাকা ঋণ দান পাপ হলেও ধর্মের মুখোস পরে চার্চের ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করা আরো অনেক বেশী পাপ এবং যারা এই কাজ করে সেই সব দুর্নীতিপরায়ণ ধর্মযাজক ও পুরোহিতদের ঈশ্বর সুদখোরদের থেকে বেশী ঘৃণা করেন।

ধর্মযাজকদের মনে রাখা উচিত, ঈশ্বরের নামে যে ধনসম্পত্তি চার্চকে দান করা হয় তা কোন ধর্মযাজকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় এবং সেভাবে তা ভোগ করা চরম অন্যায়, দুর্নীতি এবং এক অমার্জনীয় পাপ। আসলে দেখ, মানুষ কত সহজেই দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে ওঠে। অনেক বলিষ্ঠ ওক গাছকে ভাল মাটিতে

বসালেও প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য নষ্ট হয়ে যায় বড় হবার আগেই তেমনি অনেক ভাল লোকও খারাপ পরিবেশ ও কুসংর্গ প্রভাবে দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে ওঠে। সেণ্ট পিটার, আমি বা সেণ্ট ফ্রান্সিস বাড়ি বা ধনসম্পত্তির জন্য টাকা পয়সার কোন লোভই করিনি। আমরা সবাই শুধু ব্রত উপবাস ও প্রার্থনার দ্বারা অর্জিত এক আধ্যাত্মিক সম্পদই সঞ্চয় করে এসেছি সারা জীবন ধরে। আজ যদি তুমি আমাদের জীবনযাত্রা এবং আদর্শের কথা ভাব আর তার সঙ্গে আজকের ধর্মযাজকদের জীবনযাত্রা ও আদর্শের তুলনা করো তাহলে দেখবে এক অন্ধ লোভ আর লালসায় কৃষ্ণকুটিল হয়ে উঠেছে আমাদের সেই শুচিশুভ্র আদর্শ। তারপর থেকে জর্ডন নদীতে অনেক জলের ঢেউ বয়ে গেছে। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে চলতে থাকা ব্যাপক দুর্নীতির আজও অবসান ঘটেনি।

এই কথা বলে চুপ করল বেনেডিক্ট। তার বিধি নির্দিষ্ট কাজ শেষ হয়ে যেতেই অন্যান্য চিন্তাশীল আত্মাদের মধ্যে মিশে গিয়ে মই দিয়ে আবার উপরে উঠে গেল।

বেনেডিক্ট ও সেই সব চিন্তাশীল আত্মা চলে গেলে বিয়াত্রিস আমার পানে তাকিয়ে ইশারা করে সেই সোনার মইএর দিকে আমাকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে বলল। আমি এবার বুঝলাম সেই মই দিয়ে আমাকে উপরে উঠতে বলছে বিয়াত্রিস। আমরা তখন সেই মই দিয়ে যত দ্রুত স্বর্গলোকের উধ্বর্তন স্তরের দিকে উঠে যেতে লাগলাম তত দ্রুত পৃথিবীতে কোথাও কোন বস্তু উঠতে পারে না।

হে আমার প্রিয় পাঠকবর্গ, আপনাদের মধ্যে কেউ যদি কোন জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে কোন অঙ্গুলি একবার কোনক্রমে প্রবেশ করিয়ে দেন তাহলে যন্ত্রণায় সঙ্গে সঙ্গে সেই অঙ্গুলি বার করে নেবেন সেই অগ্নিকুণ্ড হতে। কিন্তু আপনারা আমরা যত দ্রুত স্বর্গলোকের অষ্টম স্তরে উঠে গিয়াছিলাম তত দ্রুত অঙ্গুলিটিকে অগ্নিকুণ্ড হতে বার করে আনতে পারবেন না।

হে উজ্জ্বল গৌরবময় নক্ষত্রলোক জেমিনি, আমার জন্মকালে তুমিই আমার উপর দৃষ্টির কিরণপাত করে আমার জীবন ও চরিত্রকে কতকগুলি বিরল গুণে ভূষিত করে তোল। আজ বিধিনির্দিষ্ট হয়ে দৈব অনুগ্রহে আমি সাক্ষাৎ তোমার মাঝে এসে পড়েছি। যাতে আমি আমার শেষ গন্তব্যস্থলে গিয়ে ঈশ্বরের সামীপ্য লাভ করতে পারি তার জন্য উপযুক্ত শক্তি দান করো।

বিয়াত্রিস তখন আমাকে বলল, উর্ধ্বে দৃষ্টি উৎক্ষিপ্ত করে পরম মঙ্গলময়

ঈশ্বরকে দেখার আগে আরো তীক্ষ্ণ ও স্বচ্ছ করে তুলতে হবে তোমার দৃষ্টি-শক্তিকে। ঈশ্বরের সমীপে উপনীত হবার আগে তুমি একবার নিম্নে পৃথিবীর পানে তাকাও। দেখবে কত বিরাট এক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমার নিচে রয়েছে। তাতে তোমার আনন্দ যাবে বেড়ে। সুদূর মর্ত্যভূমি হতে এই স্বর্গলোকে আসতে পারার এক পরম আনন্দ অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে এক বিরল বিজয়গর্ব অনুভব করবে তুমি।

বিয়াত্রিসের নির্দেশমত আমি নিচের দিকে তাকালাম। দেখলাম, আমি এর আগে পর পর যে সাতটি গ্রহলোক অতিক্রম করে এই জেমিনিতে উপনীত হয়েছি সেই সব গ্রহের নিচে আছে এই পৃথিবী। এই পৃথিবীকে স্বর্গলোকের সেই সুউচ্চ অষ্টম স্তর থেকে অবলোকন করে তাকে বড় তুচ্ছ মনে হয়েছিল আমার। এই পৃথিবীর তুচ্ছতায় এক উপহাসের হাসি ফুটে উঠেছিল আমার মুখে। স্বর্গাভিলাষী যে সব মানুষ এই পৃথিবীকে তুচ্ছজ্ঞান করে আমি তাদের শ্রদ্ধা করি এবং তাদের মতকে বিশেষ গুরুত্ব দান করি। আমি সেই নক্ষত্র-লোক হতে লাতোনাকন্যা চাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম পৃথিবী থেকে চাঁদের গায়ে যে সব কলঙ্করেখা দেখা যায় সে সব কলঙ্কের রেখা দেখা যাচ্ছে না। হে হাইপীরিয়ণ, আমি তোমার সন্তান সূর্যকে দেখলাম। এ্যাটলাসকন্যা হে মায়া, তোমার সন্তান বুধকে দেখলাম। হে ডায়েনা, তোমার সন্তান শুক্রকে দেখলাম। এমনি করে একে একে সাতটি গ্রহলোককে উপর থেকে নূতন করে প্রত্যক্ষ করলাম। তারপর নাতিশীতোষ্ণ বৃহস্পতিকে দেখলাম। এই বৃহস্পতিই একমাত্র গ্রহ যা অতিশয় ঠাণ্ডা বা গরম কোনটাই নয়। বৃহস্পতির পুত্র মার্স বা মঙ্গল বড় উগ্র এবং গরম, আবার বৃহস্পতির পিতা শনি বড় শীতল। বৃহস্পতি তাই তার পুত্র মঙ্গলের উত্তপ্ত উগ্রতা আর পিতা শনির শৈত্যাধিক্যের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সমতা রক্ষা করে চলেছে।

এইভাবে সাতটি গ্রহলোক একে একে আবার দেখার পর এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিরাটত্বের কথাটা নূতন করে ভাবতে লাগলাম। সেই গ্রহগুলি কত জোরে ঘুরছে তা দেখেও বিস্মিত হয়ে গেলাম। আমি দেখলাম, নদী পর্বত সমন্বিত কত মানুষ অধ্যুষিত আমাদের এই বিরাট পৃথিবীটিও আঘূর্ণিত এক চক্রে আবর্তিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

তারপর অবশেষে বিয়াত্রিসের চোখে চোখ রেখে তার মুখপানে তাকালাম। স্বর্গলোকে বিয়াত্রিসের সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার পর থেকে ভয়ে তার চোখে

চোখ রেখে তাকাতে পারছিলাম না। এই প্রথম তাকালাম তার স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত অলৌকিক মুখপানে।

## ত্রয়োবিংশ সর্গ

### জেমিনি : অষ্টম স্বর্গলোক : চার্চের প্রাধান্য

### কাহিনীসংক্ষেপ

বিয়াত্রিস যেমন উর্ধ্বে আকাশমণ্ডলে মুখ তুলে তাকাল অমনি দান্তের আগ্রহ ও প্রত্যাশা অনেকখানি বেড়ে গেল সহসা। নূতন এক উর্ধ্বতন স্তরে এসে স্বর্গের উজ্জ্বলতর রূপটি দেখার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখলেন সার্থক ধর্ম-সাধকদের আত্মা। সেই সব আত্মাদের মাঝে সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল যীশু খৃস্টকে। বিয়াত্রিস হাসল। দান্তে প্রথমে সে হাসি দেখে অভিভূত ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেও পরে তিনি সহ্য করতে পারলেন সে হাসির উজ্জ্বলতা। তাঁর অন্ত-র্দৃষ্টির গভীরতা ও পরাবিদ্যাজনিত দিব্য জ্ঞানের বিভূতি বেড়ে যেতে তার দ্বারা তিনি কুমারী মাতা মেরী, বিয়াত্রিস ও ধর্মসাধকদের আত্মার শুভ্র উজ্জ্বল তীব্র আলোকমূর্তিগুলি হতে বিচ্ছুরিত উজ্জ্বলতারাশি সহ্য করতে সক্ষম হয়ে উঠেছিলেন।

কোন পক্ষীমাতা যেমন অন্ধকারে সারারাত্রি ধরে তার শান্ত বাসার উপর পাখা মেলে মনের সুখে বিশ্রাম লাভ করতে করতে মাঝে মাঝে প্রভাতকালের প্রত্যাশা করে এবং পূর্বাচলে প্রভাতী আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তার সজাগ দৃষ্টি মেলে দেয়, বিয়াত্রিসও তেমনি মধ্যগগনপানে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল কিসের প্রত্যাশায়।

তাকে কামনাবিধুর চিত্তে সেইভাবে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি নিজেও কেমন যেন কামনাচঞ্চল হয়ে উঠলাম। আমার কেবলি মনে হচ্ছিল আমি এই স্বর্গলোকে এসে অযাচিতভাবে অনেক অপার্থিব বস্তু লাভ করলেও আমাকে আরো অনেক কিছু পেতে হবে।

সহসা উজ্জ্বলতম এক আলোকরশ্মির চকিত উদ্ভাসে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সেই স্বর্গলোকের সকল দিক।

বিয়াত্রিস আমাকে বলল, ঐ দেখ খৃস্টের সার্থক শিষ্য ও অনুচরদের দল বিজয়গৌরবে কেমন ইতঃস্তত পদচারণা করছে এই লোকে। এর আগে যে সব গ্রহলোক পরিভ্রমণ করেছ তাতে দেখেছ সেখানকার আত্মারা পাপ-স্খালনজনিত যে স্বর্গসুখ উপভোগ করে তার তারতম্য আছে। কিন্তু স্বর্গের এই অষ্টম স্তরের আত্মারা যে স্বর্গসুখ ভোগ করে তা সকলের ক্ষেত্রে সমান ও সমপরিমাণ; তার মধ্যে কোন ভেদ বা তারতম্য নেই। মনে হয় তাদের মোক্ষলাভের পুঞ্জীভূত সমস্ত ফল তারা এখানে লাভ করছে।

বিয়াত্রিসের মুখপানে তাকিয়ে আমার মনে হলো এক অতীন্দ্রিয় প্রেমের দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছে তার মুখমণ্ডল। যে অমিত আনন্দের জ্যোতি-প্রবাহ তার দুচোখে খেলে গিয়েছিল তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। শান্ত আকাশে অসংখ্য নক্ষত্রের দীপ্তিকে ছাড়িয়ে চাঁদের কিরণ যেমন সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখায় তেমনি অন্যান্য ধর্মাত্মাগুলির মাঝে সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল বিয়াত্রিসের দিব্য অঙ্গের বিভূতি।

আমি তাকে আবেগের সঙ্গে বললাম, হে বিয়াত্রিস, আমার প্রাণপ্রতিম পথপ্রদর্শিকা, আমার অন্তরঙ্গ বান্ধবী!

বিয়াত্রিস তখন বলল, এই স্বর্গলোকে কোন মানবাত্মা আসার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে জাগে এই ধরনের শুচিশুভ্র চিত্তের এক অপ্রতিরোধ্য আবেগ। সে আবেগকে কোনমতেই পরিহার করতে পারে না তারা। এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে এমন এক জ্ঞানগত শক্তি ও সক্ষমতা লাভ করে তারা যার মাধ্যমে তারা স্বর্গমর্ত্যের সমস্ত ভেদ বিলুপ্ত করে নিয়ে এক সহজ সেতুবন্ধনে যুক্ত করে দুটিকে। স্বর্গলোকের এই অষ্টম স্তরের নক্ষত্রেরা ঊর্ধ্বলোক হতে যে আলো পায় সেই আলো তারা বিভিন্ন গ্রহে প্রাণের উপাদানরূপে ছড়িয়ে দেয়। খৃস্ট হচ্ছেন ঈশ্বরের সেই জ্ঞানগত শক্তির প্রতীক। কোন মেঘমালা হতে বিচ্ছুরিত বিদ্যুতাগ্নি যেমন ঊর্ধ্বলোকে না গিয়ে অধোগমন করে তেমনি স্বর্গীয় আনন্দের ভারে ভারাক্রান্ত আমার অন্তরাত্মা তখন মাঝে মাঝে আশ্চর্যজনক ভাবে ঊর্ধ্বগতি ছেড়ে নিম্নমুখী হয়ে উঠছিল। আমি এখন ঠিক তা স্মরণ করতে পারছি না।

বিয়াত্রিস বলল, এবার তোমার মুখ তুলে আমার পানে তাকিয়ে দেখ। দেখ আমি কে। এখন স্বর্গলোকে এসে যে সব অভিজ্ঞতা তুমি লাভ করেছ তার ফলে তুমি আমার মুখের হাসির উজ্জ্বলতা এবার সহ্য করতে পারবে।

কোন এক নিষ্ফল স্বপ্ন দেখার পর কোন ব্যক্তি যেমন বিহ্বল হয়ে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর আকস্মিক অন্তর্ধান সম্বন্ধে ভাবতে থাকে, আমিও তেমনি অতৃপ্ত চিত্তে স্বপ্নদৃষ্ট খৃস্টের মূর্তির অন্তর্ধানের কথা ভাবতে ভাবতে বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

এমন সময় বিয়াত্রিসের কথা কানে এল আমার। আমার প্রতি অকৃত্রিম মমতাবশতঃ যে সুযোগ আমায় দান করল বিয়াত্রিস তার কথা আমি জীবনে কোনদিন ভুলতে পারব না।

এবার আমি তার মুখপানে তাকালাম। ধীরে ধীরে চোখ মেলে তার স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত হাসির দীপ্তি দেখলাম। সে হাসির বর্ণনা দান করার সাধ্য আমার নেই। পৃথিবীতে অনেক কবি অনেক সুললিত গীতিকবিতা ও সুমধুর স্তোত্রগান রচনা করতে পারেন। কিন্তু আমার মনে হলো, বিশ্বের কোন কবিই বিয়াত্রিসের সে হাসির স্বর্গীয় দীপ্তির সামান্যতম অংশকেও যথাযথভাবে কাব্যরূপ দান করতে পারবেন না। আমি বেশ বুঝলাম আমার ও পার্থিব সব কবিরই অন্তর্দৃষ্টি ও কর্মক্ষমতা একান্তভাবে সীমাবদ্ধ। তাই আমরা মর্ত্যভূমির কবিরা স্বর্গলোকের সব রহস্য কখনই উদ্‌ঘাটন করতে পারব না। শব্দকলাকুশলী কোন কবিই অনির্বচনীয় কোন স্বর্গরসসুধাকে শব্দরূপ দান করতে পারবেন না। সুতরাং আমার এই অপটু অশক্ত স্কন্ধে আমি যদি স্বর্গলোকের সেই রহস্যময় তথ্যটিকে ব্যক্ত করার মত গুরুভার বহন করতে না পারি তাহলে সেটা কি দোষাবহ হবে? মধ্য সমুদ্রে যেমন কোন ছোট নৌকা ঢেউ ভেঙ্গে এগিয়ে যেতে পারে না তেমনি আমিও আমার সীমাবদ্ধ শক্তি নিয়ে অনির্বচনীয় স্বর্গলোকের সব কথা ব্যক্ত করতে পারব না। আর যাও বা পারব তা হয়ত যথাযথ হবে না।

বিয়াত্রিস তখন আমার সেই বিহ্বল বিমূঢ় ভাবটা কাটাবার জন্য বলল, কেন তুমি শুধু আমার মুখপানে এমন বিমুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছ? খৃস্টের অনন্ত মহিমার আলোকপাতে সততপুষ্পিত সততউজ্জ্বল হয়ে আছে যে স্বর্গোদ্যান সেই অপার্থিব অলৌকিক উদ্যানের মনোরম উপাদানগুলিকে দেখ। চেয়ে দেখ, সেখানে অহোরহঃ ঈশ্বরের আশীষধন্যা মেরীর ইচ্ছায় কত মধুগন্ধী গোলাপ ফুটছে, ফুটছে কত অমৃতনিস্যন্দী পদ্ম আর তাদের অক্ষয় সৌরভ ন্যায়ের পথ দেখাচ্ছে অসংখ্য মানবাত্মাদের।

এই ধরনের এক কথা বিয়াত্রিস আমায় আর একবার বলেছিল এর আগে।

বলেছিল, স্বর্গ শুধু তার মুখের মাঝেই সীমাবদ্ধ নেই। সেকথার মূল অর্থ এই যে সৌন্দর্য যত পরিপূর্ণই হোক, ঈশ্বরের সব সত্য শুধু সৌন্দর্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না।

বিয়াত্রিসের সে কথা শুনে আমি চারদিকে চোখ মেলে তাকালাম। মেঘাবৃত আকাশ হতে মাঝে মাঝে যেমন কয়েকটি অদম্য সূর্যালোকরশ্মি ঝরে পড়ে কোন ছায়াচ্ছন্ন পুষ্পোদ্যানকে আলোকিত করে তোলে সহসা, তেমনি কোন এক অদৃশ্য উর্ধ্বলোক হতে অসংখ্য প্রোজ্জ্বল আলোকরশ্মি ঝরে পড়ছিল আমার সামনে। কিন্তু আমি তার উৎসদেশ চোখে দেখতে পেলাম না।

আমি তখন বললাম, হে অদৃশ্য শক্তি, আমার দৃষ্টির সীমাকে এক সহজ অবহেলায় অতিক্রম করে কেন তুমি নিজেকে এক অতিবর্তী উর্ধ্বলোকে আবৃত করে রেখেছ? কেন তুমি এই সব আলোকরশ্মিগুলির উৎসদেশকে পরিদৃশ্য করে তুলছ না আমার কাছে?

বিয়াত্রিস যে মধুনিস্যন্দী গোলাপের কথা বলল, রহস্যময় যে গোলাপ অমৃতমূর্তি কুমারী মেরীর প্রতীক, সকাল-সন্ধ্যায় যাঁর নাম করে প্রার্থনা গান করা হয় আমি সেই গোলাপরূপিনী মেরীর নাম শোনামাত্র আমার দু চোখের দর্পণে ফুটে উঠল তাঁর দিব্য মূর্তির ছবি।

সহসা দেখলাম, মেরীর সেই মূর্তিকে ঘিরে কয়েকজন দেবদূত এক আশ্চর্য আলোকবৃত্ত রচনা করল। সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিত হয়ে উঠল সমবেত কণ্ঠের এক প্রার্থনা সঙ্গীত। মানব জগতে চিত্তহরণকারী যে সব সুমধুর সঙ্গীত শুনতে পাওয়া যায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই প্রার্থনা সঙ্গীতের তুলনায় তা বজ্রগর্জনের মতই কর্কশকঠিন শোনাবে। বিশ্বমাতা সেই সব দেবদূতদের মধ্য থেকে একজন বলল, হে বিশ্বমাতা স্বর্গীয়া নারী, আমি বিশ্বপ্রেমপন্থী দেবদূতদের অন্যতম আর্কেঞ্জাল গ্যাব্রিয়েল। তোমার আবির্ভাবে পরম আনন্দের এক ভাবসমুন্নতি ঘূর্ণিবাতাসের মত আবর্ত সৃষ্টি করে আমার অন্তরাত্মাকে আবর্তিত ও উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করছে। হে নারী, তুমি এমনই এক দৈব সন্তানকে গর্ভে ধারণ ও প্রসব করেছ যিনি সমগ্র মানবজাতির আশা ভরসার মূর্ত প্রতীক। তুমি বর্তমানে স্বর্গলোকের এই অষ্টম স্তরে ক্ষণকালের জন্য আবির্ভূত হলেও দেবদূত পরিবৃত অবস্থায় এমনি করে চলে যাব দশম স্তরে।

স্বর্গলোকের দশম স্তরই সর্বোচ্চ স্তর। সেই সর্বোচ্চ স্তরে সতত বিরাজ

করে ঈশ্বর তাঁর দিব্যগন্ধী নিঃশ্বাসের অন্যান্য সব গ্রহগুলিকে গতিদান করেন এবং তাদের আপন আপন কক্ষপথে নিয়ত পরিচালিত করেন। তিনি নিজে সতত স্থিতবদ্ধ স্থাণুবৎ অচল অটল; অথচ তিনি সমস্ত গ্রহনক্ষত্রকে গতি ও জাগতিক বা মহাজাগতিক সকল প্রাণীকে প্রাণ দান করেন। নিখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ও স্বর্গমর্ত্যপাতালব্যাপী সমস্ত গতি, প্রাণচঞ্চলতা ও কর্মতৎপরতার তিনিই একমাত্র উৎস। সেই পরমেশ্বর পৃথিবী হতে কত দূরে বিরাজ করেন; অথচ আজ আমাদের এখান হতে কত নিকটে! আলোর মুকুটপরিহিত মেরী যখন স্বর্গের দশম স্তরের দিকে ধীর ঊর্ধ্বগতিতে ধাবিত হলেন তখন মাতৃঅঞ্চলসর্বস্ব অবোধ শিশুর মত দেবদূতেরাও তাঁর অনুধাবন করতে লাগল। তারা প্রার্থনা গান গাইতে গাইতে মেরীকে অনুসরণ করল। সে সঙ্গীতের সুরধারা আজও অনুরণিত হচ্ছে আমার শ্রোত্রমূলে।

যে সব দেবদুতেরা মেরীর অনুসরণ করল তাঁরা যতদিন মর্তলোকে ছিলেন ততদিন তাঁদের পবিত্র জীবন এমন এক উর্বর ক্ষেত্ররূপে কাজ করেছে যেখানে প্রভূত পরিমাণে ফলে ধর্মের ফসল। এই স্বর্গলোকে সংরক্ষিত ধর্মের রত্নভাণ্ডারে তাঁদের অবদান অতুলনীয়।

মর্তলোকে বেবিলনে হয় জীবনের সূত্রপাত। যে সব সাধু আত্মারা একদিন মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা কিন্তু ভুলে যাননি তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ও গন্তব্যস্থল স্বর্গলোক। স্বর্গলোক ও ঈশ্বরসান্নিধ্যপিয়াসী সেই সব সাধকেরা সারা জীবন সমস্ত ধনসম্পত্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে কত দুঃখ কষ্ট বরণ করেছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। সেই সব সাধুপুরুষদের একজন হচ্ছে সেণ্ট পিটার। আজ সেই সেণ্ট পিটার তাঁর সেই পুণ্যবলে জগন্মাতা মেরীর দক্ষিণ হস্তে শোভা পাচ্ছেন। যেন মনে হচ্ছে স্বর্গীয় সুষমা ও অমৃত ভাণ্ডারের চাবিকাঠিটি আজ তাঁর হাতে।

# চতুর্বিংশতি সর্গ

## অষ্টম স্বর্গলোক : সেণ্ট পিটারের আবির্ভাব

### কাহিনীসংক্ষেপ

মেরী ও তাঁর অনুসরণকারী দেবদূতেরা চলে যাওয়ার পর যে সব সাধু-পুরুষদের আলোকমূর্তিগুলি অবশিষ্ট রয়ে গেল, দান্তেকে তাঁদের অনুভুক্ত স্বর্গীয় আনন্দের অংশ দান করার জন্য অনুরোধ করল বিয়াত্রিস। বিয়াত্রিসের সে অনুরোধের উত্তরে সেণ্ট পিটার এগিয়ে এসে খৃস্টধর্মে দান্তের বিশ্বাস কত গভীর তা পরীক্ষা করতে লাগলেন।

বিয়াত্রিস সেই সব অবশিষ্ট আত্মাদের সম্বোধন করে বলল, ঐশ্বরিক আশীর্বাদধন্য আত্মাগণ, হিংসাদ্বেষহীন শান্তির প্রতীকস্বরূপ মেষরূপী খৃস্টের সঙ্গে যে স্বর্গীয় ভোজসভায় যোগদান করো, ঈশ্বরের অনুমতিক্রমে আমার সঙ্গের যে ব্যক্তিটি এই স্বর্গলোকে প্রবেশ করেছে তাকেও তোমাদের খাদ্যবস্তু অথবা ভুক্তাবশিষ্টের কিছু অংশ দাও। তোমাদের সকল আহার্য সকল সৌন্দর্য ও সকল আনন্দের যিনি একমাত্র উৎসস্থল সেই শাশ্বত নিত্য পরমেশ্বরের প্রতি ওর অকৃত্রিম অনন্ত প্রেমের কথা স্মরণ করে তোমার আনন্দরূপ অমৃতের কিছু অংশ দাও।

বিয়াত্রিসের একথা শুনে সেই সব পরম সুখী আত্মারা উজ্জ্বল কিরণ দানরত অবস্থায় আমাকে কেন্দ্র করে চক্রাকারে ঘুরতে লাগল। দেখে মনে হলো, তারা কে কত দ্রুত ঘুরছে তা যেন আমাকে বিচার করে দেখতে বলছে।

আমি তাদের ভালভাবে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। এমন সময় আমার চোখে পড়ল, তাদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল আত্মাটি এগিয়ে আসছে আমার দিকে।

প্রথমে এগিয়ে এল আমাদের দিকে। তারপর আমাদের নিকটবর্তী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিয়াত্রিসকে তিনবার প্রদক্ষিণ করল। ঘুরতে ঘুরতে সে আত্মা সুমধুর স্তোত্রগান গাইতে লাগল যা আমি নূতন করে স্মরণ করে তা বর্ণনা করতে পারব না। তাছাড়া শুধু গান নয়, এই সব আলোকমূর্তিগুলি এমনই সূক্ষ্ম যে তা ভাষায় ঠিকমত প্রকাশ করতেও পারব না।

বিয়াত্রিসকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে সেই আত্মাটি বলল, হে আমার ধর্মভগ্নি, আমিই ভক্তিভরে তোমার প্রার্থনা গান করছি। আমার প্রতি তোমার মমতা ও ভালবাসাই আমাকে আমার স্বর্গস্থিত পরিমণ্ডল হতে এ লোকে আনয়ন করেছে।

এই কথা শেষ করে আত্মাটি চুপ করতেই বিয়াত্রিস উত্তর করল, হে শাশ্বত আলোকমূর্তি সেণ্ট পিটার, ঈশ্বর একদিন তোমারই উপরে দিয়েছিলেন মর্ত্যলোকে খৃস্টের ধর্মবাণী প্রচারের গুরুভার। তোমারই হাতে ছিল ধর্মের রত্নভাণ্ডারের চাবিকাঠি। তুমি এই ব্যক্তিটিকে হালকা অথবা গভীরভাবে পরীক্ষা করে দেখ, যে অটল ধর্মবিশ্বাসের মাধ্যমে তুমি একদিন মর্ত্যলোকে জলের উপর দিযে হেঁটে গিয়েছিলে, যে ধর্মবিশ্বাসের খাতিরে জল তোমাকে নিমজ্জিত করেনি সেই ধর্মবিশ্বাস তার আছে কি না। তোমার দৃষ্টি সতত ঈশ্বরকেন্দ্রিক হওযার জন্য যে ধর্মবিশ্বাস, আশা আর উদারতা সহজে লাভ করেছ তুমি, তুমি ওকে পরীক্ষা করে দেখ তা ও লাভ করতে পেরেছে কি না। যেহেতু এই স্বর্গলোকস্থিত প্রতিটি আত্মাই এক অফুরন্ত ধর্মবিশ্বাসে সমৃদ্ধ সেই ধর্মবিশ্বাস ওর আছে কি না, দেখ। দেখ সে ধর্মবিশ্বাসকে ও গৌরবান্বিত করতে পারবে কিনা।

শিক্ষকের প্রশ্ন শেষ না হওয়া পর্যন্ত যেমন কোন শিক্ষার্থী বা পরীক্ষার্থী কোন কথা বলে না, শুধু প্রস্তুত হতে থাকে মনে মনে, আমিও তেমনি সম্ভাব্য প্রশ্নের প্রত্যাশায় শুব্ধ হয়ে প্রস্তুত হয়ে উঠলাম মনে মনে।

বিয়াত্রিসের কথা শেষ হতে সেণ্ট পিটার প্রশ্ন করলেন আমায়। বললেন, যেহেতু তুমি একজন খৃস্টধর্মাবলম্বী, তুমি বল, ধর্মবিশ্বাস কাকে বলে?

পিটার প্রথমে আমাকে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করতে আমি বিয়াত্রিসের মুখপানে তাকালাম। সে আমাকে ইশারায় বলল, কারো কোন সাহায্যের প্রয়োজন নেই, আমার মধ্যেই যে জ্ঞান ও বাগ্মিতাশক্তি আছে তার দ্বারাই আমি সক্ষম হব এ প্রশ্নের উত্তর দিতে।

আমি তখন বললাম, ঈশ্বরের অনুগ্রহে কাব্যপ্রতিভাজনিত যে চিন্তাশক্তি ও প্রকাশক্ষমতা আমি লাভ করেছি তার সাহায্যেই আমি উত্তর দান করছি তোমার প্রশ্নের। ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে তোমার প্রিয়তম ভাই সেণ্ট পল যা বলেছিলেন আমিও তাই বলতে চাই। যে বস্তু মানুষ কখনো চোখে দেখেনি, অথচ তার আশা করে, সেই অদৃষ্টপূর্ব আশান্বিত বস্তুর

সারসত্যই হলো ধর্মবিশ্বাস।

তখন পিটার আমাকে আবার প্রশ্ন করল, আচ্ছা বলত, পল কেন বলেছিলেন ধর্মবিশ্বাস হচ্ছে প্রত্যাশিত বস্তুর সারসত্য আর অদৃষ্টপূর্ব বস্তুর সাক্ষীস্বরূপ।

আমি উত্তর করলাম, স্বর্গলোকস্থ যে সব রহস্যময় তত্ত্ব ও তথ্য আমি এখানে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছি তা কখনো কোন মরণশীল মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তা জানা সম্ভব নয় বলেই বিশ্বাস করতে হয় মানুষকে, যে অধ্যাত্মসত্য মানুষ কখনো চোখে দেখেনি, যা একমাত্র স্বর্গলোকেই সম্ভব, মানুষ ধর্মবলে বলীয়ান হয়েই তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং তা লাভ করার আশা রাখে। এই কারণেই ধর্মবিশ্বাসকে সকল অদৃষ্টপূর্ব ও প্রত্যাশিত বস্তুর সারসত্য ও সাক্ষীস্বরূপ হিসাবে অভিহিত করেছেন সেণ্ট পল।

আমার কথা শুনে সেণ্ট পিটারের সেই উজ্জ্বল আলোকমূর্তিটি বলল, তোমার মত সবাই যদি পৃথিবীতে ধর্মের নীতি ও মতাদর্শগুলি ঠিকমত বুঝতে পারত তাহলে কোন নাস্তিকদের গোঁড়ামির কোন অবকাশ থাকত না।

সে মূর্তিটি আরো বলল, ধর্মবিশ্বাসরূপ মুদ্রাটির যথার্থ মূল্য তুমি ধরতে পেরেছ, কিন্তু এখন আমার প্রশ্ন হলো সে মুদ্রা তোমার জীবনের থলেতে আছে ত?

আমি উত্তর করলাম, শুধু আছে নয়, আমার সে মুদ্রাটি যেমন খাঁটী তেমনি উজ্জ্বল।

তখন সেণ্ট পিটারের গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, যে মূল্যবান ধাতুটির উপর মানুষের সমস্ত গুণ প্রতিষ্ঠিত সে ধাতু তুমি কোথা হতে কেমন করে পেলে? ধর্মবিশ্বাসরূপ ধাতুটি সবচেয়ে মূল্যবান এবং সমস্ত গুণ ও পুণ্যের মূল ভিত্তি, কারণ যা কিছু ধর্মবিশ্বাসসম্মত নয় তাই পাপ।

আমি উত্তর করলাম, ধর্মশাস্ত্রপাঠ। ওল্ড টেস্টামেণ্ট ও নিউ টেস্টামেণ্টে লিখিত যে সব বাণী আছে তা পড়েই এ বিশ্বাস লাভ করেছি আমি। এই সব শাস্ত্রবাক্যের তুলনায় বিরুদ্ধ মতবাদগুলি টেকে না।

পিটার তখন আবার বলল, কিন্তু কেমন করে তুমি জানতে পারলে এই সব শাস্ত্রবাক্যগুলি ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষের দ্বারা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় লিখিত?

আমি উত্তরে বললাম, বাইবেল এই কথাই প্রমাণ করে যে তা কোন মানুষের

দ্বারা লিখিত হয়নি। এইটাই বড় রকমের এক বিস্ময়। এ এক চরম ইন্দ্রজাল।

সেণ্ট পিটার আবার প্রশ্ন তুলল। বলল, এই সব বিস্ময়কর ইন্দ্রজাল যে সত্যিই ঘটেছিল তার প্রমাণ কি? এই ইন্দ্রজাল যদি প্রমাণ করে এই সব ধর্মশাস্ত্রগুলি অপৌরুষেয়, তাহলে এই শাস্ত্রবাক্য কখনো সেই সব ইন্দ্রজালগুলিকে সম্প্রসারিত করবে না।

তাছাড়া দেখ, জগতে যে খৃস্টধর্মের এত প্রসার ঘটেছে তা নিঃসন্দেহে এক ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার।

তারপর আমি তাকে আরো বললাম, একদিন তুমি উপবাস ও কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে যে বীজ বপন করে এসেছিলে আজ সেখানে যত সব আগাছা ও কাঁটা গাছ গজিয়ে উঠেছে। তোমাদের সেই সরল অনাড়ম্বর নির্লোভ ধর্মসাধনের আদর্শ আজ আর কেউ অনুসরণ করে না।

আমার উত্তর দান শেষ হওয়া মাত্র সমবেত কণ্ঠের প্রার্থনা গানে মুখরিত হয়ে উঠল সমগ্র স্বর্গলোক। আমার ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে তাদের সব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারার জন্য সব আত্মারা যেন আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল এই প্রার্থনাগানের মধ্যে। এইভাবে প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে ধর্মচর্চার এক উর্ধ্ব স্তরে উঠে গিয়েছিলাম আমরা।

অবশেষে সেণ্ট পিটার আবার বললেন, তোমার উত্তরে আমি সন্তুষ্ট এবং স্বর্গলোকে প্রবেশানুমতি তোমাকে দান করছি। এখন বল, তোমার ধর্মবিশ্বাসের উপাদান কি অর্থাৎ কোন কোন বলিষ্ঠ যুক্তির ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে তোমার ধর্মবিশ্বাস।

আমি বললাম, জন্মের আগে তুমি কবরের মধ্য হতে যেমন তোমার বলিষ্ঠতর ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছিলে, আমার ধর্মবিশ্বাসও তেমনি বলিষ্ঠ। তুমি বরং আমাকে এবার প্রশ্ন করতে পার আমার এই ধর্মবিশ্বাসের উৎস কি অর্থাৎ কার কাছ থেকে এ ধর্মবিশ্বাস আমি লাভ করেছি।

তার উত্তরে আমি এই কথাই বলতে চাই যে, আমার ধর্মবিশ্বাসের বলে আমি জেনেছি ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি নিজে চিরস্থির ও অচঞ্চল, অথচ তিনি সব কিছুকে গতি দান করেন। ধর্মের মূলতত্ত্বগুলি আমি একদিকে পদার্থবিদ্যা, অধিবিদ্যা প্রভৃতি শাস্ত্র এবং অন্যদিকে মোজেস প্রভৃতি ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষদের দ্বারা প্রচারিত বাণী থেকে শিখেছি।

আমি আরও শিখেছি, যীশুর মধ্যে ঐশ্বরিক ও মানবিক যে দুটি সত্তা আছে তা নিয়ে ঈশ্বরের মধ্যে মোট তিনটি সত্তা বিরাজ করে।

এই সব তথ্য ও তত্ত্বগত উপাদানগুলিই অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ আমার ধর্মবিশ্বাসকে এত উজ্জ্বল করে তুলেছে আর আমার সেই চিরপ্রোজ্জ্বল ধর্মবিশ্বাস রাত্রির অন্ধকার আকাশে জ্বলতে থাকা একক ধ্রুব নক্ষত্রের মত আলোকিত করে তুলছে আমার অন্তরাকাশকে।

ভৃত্যের মুখে কোন সুসংবাদ শুনে কোন প্রভু যেমন তাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করে সাদরে তেমনি সেই সব সাধুপুরুষদের আলোকমূর্তিগুলি আমার ধর্মবিশ্বাসের গভীরতায় সন্তুষ্ট হয়ে আমার আত্মাকে আশীর্বাদ করতে লাগল প্রার্থনা গান গেয়ে। গান গাইতে গাইতে তিনবার প্রদক্ষিণ করল আমাকে। আমি নীরব হয়ে রইলাম। অন্তরে এক অপার আনন্দ অনুভব ও উপভোগ করছিলাম নীরবে।

# পঞ্চবিংশতি সর্গ

## স্বর্গের অষ্টম স্তর : সেণ্ট জেমস্এর আবির্ভাব

### কাহিনীসংক্ষেপ

এবার সেণ্ট পিটারের আত্মার সঙ্গে সেণ্ট জেমস্এর আত্মাও যোগদান করল। বিয়াত্রিসের অনুরোধে সেও দান্তেকে ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগল। বিয়াত্রিস নিজেও ঘোষণা করল, দান্তের অন্তরে ধর্মবিশ্বাস পূর্ণমাত্রায় আছে এবং সেই ধর্মবিশ্বাসের জোরেই স্বর্গলোকে এসে এই সব সাধুপুরুষদের আনন্দোজ্জ্বল আত্মার সান্নিধ্যলাভ করতে পেরেছে। এবার দান্তে আশার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে যিনি তাঁর ভবিষ্যৎজীবনে কি কি আশা করেন তা বললেন। সেণ্ট জেমস্এর আত্মা তাঁর কাছে এগিয়ে আসতেই তার অঙ্গজ্যোতির অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যতায় দান্তের চোখ ধাঁধিয়ে গেল।

স্বর্গ ও মর্তের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পীদের সমন্বয়ে যদি এমন কোন অভূতপূর্ব সঙ্গীতরসসুধা সৃষ্টি হত তাহলে হয়ত সেই সব নিষ্ঠুর ফ্লোরেন্সবাসীদের অন্তরকে স্পর্শ করতে পারত যারা আমাকে আমার স্বদেশ হতে বিনা দোষে আমাকে

নির্বাসিত করেছে। সে গান শুনে হয়ত তাদের কঠোর হৃদয় কোমল হত। আমি কোন দোষ করিনি। আমি আমার দেশে শান্ত নিরীহ মেষশাবকের মত বাস করতাম। আমি শুধু সেই সব অসৎচিত্ত দুর্জনদের শত্রু ছিলাম যারা হিংস্র নেকড়ের মত তাদের লোভ আর প্রতিহিংসার শিকার খুঁজে বেড়াত সর্বত্র।

তবে আমি আমার পবিত্র ধর্মবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই আশা রাখি যে আমি একদিন যশস্বী কবিরূপে বিজয়গৌরবে ফিরে যাব আমার দেশে। আমার ধর্মবিশ্বাস যে কত গভীর কত বলিষ্ঠ তার পরিচয় সেণ্ট পিটারের আত্মা আগেই দিয়েছে।

আমি দেখলাম আর একটি আলোকমূর্তি এগিয়ে আসছে আমার দিকে। তা দেখে বিয়াত্রিস আমাকে বলল, ঐ দেখ, খৃস্টানজগতের আর একজন বীর সৈনিক আসছে। উনি হচ্ছেন সেণ্ট জেমস্। সেণ্ট জেমের ভাইএর ঔরসে জেবেদীর গর্ভে ওর জন্ম হয়। উনি ছিলেন একনিষ্ঠ ধর্মপ্রচারক এবং উনি সারা স্পেনদেশে খৃস্টধর্ম প্রচার করে বেড়ান। ওঁর মৃত্যুর পর ওঁর মৃতদেহ গ্যালিসিয়াতে স্থানান্তরিত ও সমাহিত করা হয়। তাঁর সমাধিটি পরে এক পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয় এবং সারা খৃস্টান জগৎ হতে অসংখ্য নরনারী দর্শন করতে যায়।

কোন এক নিভৃত কুঞ্জে একটি কপোতের সঙ্গে আর একটি কপোত এসে মিলিত হলে দুজনে ঘুরে ঘুরে যেমন মনের সুখে ভালবাসার এক নিবিড় আশ্বাসে কূজন করতে থাকে, তেমনি সেণ্ট পিটার ও সেণ্ট জেমস্এর আত্মা দুটি মিলিত হয়ে পরস্পরের মধ্যে অভিবাদন ও শুভেচ্ছা বিনিময় করতে লাগল। তারপর আমার সামনে এসে সেই দুটি রজতশুভ্র আত্মা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যুক্ত দুটি জ্যোতিঃপুঞ্জের উজ্জ্বলতা দেখে আমি আমার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেললাম সাময়িকভাবে।

বিয়াত্রিস তাদের সম্বোধন করে বলল, হে মহান জীবন, তোমরা অর্থাৎ সেণ্ট পিটার, সেণ্ট জেমস্ ও সেণ্ট জন—এই তিনজন মর্ত্যলোকে ছিলে খৃস্টের সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত সহযোগী। তোমরা ছিলে ধর্মবিশ্বাস, আশা আর উদারতা—এই তিনটি প্রধান গুণের প্রতীক।

তখন সেণ্ট জেমস্এর আত্মাটি আমাকে আশ্বাস দান করে বলল, হে মর্ত্যমানব, মুখ তোল, আশ্বস্ত হও। জেনে রেখো, মর্ত্যলোকে যা কিছু জন্ম-

গ্রহণ করে এই স্বর্গলোকে এসেই তা চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। স্বর্গে না এলে কোন মানবাত্মাই পূর্ণ পরিণতি রূপ লাভ করতে পারে না।

তার কথায় আশ্বস্ত হয়ে আমি সেই আত্মার মস্তকোপরি বিরাজিত জ্যোতিঃপুঞ্জের পানে তাকালাম। সঙ্গে সঙ্গে সে আমায় বলল, যেহেতু পরমেশ্বরের এই ইচ্ছা যে তুমি স্বর্গলোকে প্রবেশ করে তাঁর প্রধান প্রধান দেবদূত ও অনুগৃহীত সাধু আত্মাদের দর্শন করো, সেই হেতু এক ধর্মীয় আশায় আশান্বিত হতে পার জীবনে। এই আশা থেকেই মানব জগতে জন্ম নেয় প্রেম। এবার তুমি বল, সেই আশা কি এবং তুমি তোমার ভবিষ্যৎ জীবনে কি কি আশা করো। বল, এই আশার বর্ণাঢ্য আলোকমালার দ্বারা তোমার অন্তর কতখানি রঞ্জিত।

এই বলে চুপ করল সেণ্ট জেমস্। আমার পথপ্রদর্শিকা বিয়াত্রিস তখন আমার উত্তর দানের আগেই এক ভূমিকা রচনা করে দিল। যে বিয়াত্রিস আমার প্রতি অকৃত্রিম মমতাবশতঃ আমাকে মর্ত্য হতে এই সুদূর স্বর্গলোকে উন্নীত করে এনেছে সেই বিয়াত্রিস আমার বক্তব্যের ভূমিকাস্বরূপ বলল, অকুণ্ঠ অবিচল ঈশ্বরবিশ্বাসই সমস্ত আশার উৎস। সেই ঈশ্বরবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে ও আশা করে সমস্ত বিক্ষোভ ও গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটবে এবং ইতালিতে শান্তি ও সুদিন আসবে। ও ওর নির্বাসন শেষে আবার ফিরে যাবে ওর স্বদেশে। এই ঈশ্বরবিশ্বাসে বলীয়ান হয়েই তোমরা ঈশ্বরের চৈতন্যমাঝে সকল সত্যের আলোকে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছ। এই ঈশ্বরবিশ্বাসের বলেই কোন মানবাত্মা মর্ত্যজীবনের প্রতীক মিশরদেশ হতে ভূস্বর্গলোকের প্রতীক ধর্মবিশ্বাস-সমৃদ্ধ জেরুজালেমে যেতে পারে। তোমরা ওকে দুটি বিষয়ে প্রশ্ন করবে। এই প্রশ্নের উত্তরলাভে তোমাদের জ্ঞানের গরিমা কিছুমাত্র বৃদ্ধি পাবে না, এতে ওরই শিক্ষা হবে। মর্ত্যজীবনে ও কিসের আশা করে সে বিষয়ে ওকে প্রশ্ন করো। আশা করি ঈশ্বরের কৃপায় ও তার সঠিক উত্তর দেবে।

শিক্ষকের সামনে কোন ছাত্র যেমন তাঁর প্রশ্নের উত্তর দান করে, আমিও তেমনি উত্তর করলাম, মানুষের সৎকর্ম ও সদ্গুণের ভিত্তিতে ঈশ্বর তাকে যে সুখ দান করেন, আশা হলো সেই সুখের নিশ্চয়তা প্রতীতি। এ সত্য আমি বহু জ্ঞানী ব্যক্তির কাছ থেকে জানতে পেরেছি। কিন্তু সমস্ত নক্ষত্রের আলোর একমাত্র উৎস যেমন ঈশ্বর তেমনি ঈশ্বরচৈতন্যই হচ্ছে সকলের সব জ্ঞান ও প্রত্যয়ের উৎস। সুতরাং ঈশ্বরের প্রশস্তি ও স্তোত্রগানই হলো

সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত। সে স্তোত্র হলো 'স্পীবেন্ত ইন তে' অর্থাৎ হে ঈশ্বর, যারাই তোমার নাম জানে তারাই বিশ্বাস স্থাপন করে তোমার উপর। হে মহান ধর্মপ্রবক্তা সেণ্ট জেমস্, আমি তোমার বহু চিঠিপত্রে লিখিত বাণী হতেও ঈশ্বর প্রতিশ্রুত পরম সুখের প্রত্যাশা ও প্রত্যয় সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছি। আকাশপ্রসূত স্বচ্ছনির্মল শিশিরকণার মত মেঘনিঃসৃত বৃষ্টিধারার মত সে প্রত্যাশা ও প্রত্যয়ের অবারিত ধারা কতবার ঝরে পড়েছে আমার অন্তরে। নিঃশেষে নিষিক্ত ও বিধৌত করেছে আমার সেই অন্তরদেশকে।

আমি যখন এই সব কথা বলছিলাম তখন চকিত বিদ্যুদ্দামস্ফুরণের মত এক আকস্মিক কম্পন দেখা দিল সেণ্ট জেমস্‌এর আলোকমূর্তির মাঝে। সেই কম্পনের মাঝেই আলোকমূর্তি বলতে লাগল, আমার মধ্যে যে আলো দেখছ সে আলো হচ্ছে প্রেমের আলো। আশা হতে সঞ্জাত সে প্রেম আজও আমার পূর্ণ। এ্যাগ্রিপ্পার হাতে নিহত হয়ে শহীদরূপে স্বর্গলোকে আসার পর আজও আমি সেই প্রেমের দ্বারা সঞ্জীবিত হয়েই কথা বলছি তোমার সঙ্গে। এই প্রেমের খাতিরেই আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি এবং তাঁর সকল সৃষ্টিকে ভালবাসি। আমি এবার তোমার কাছ থেকে জানতে চাই তুমি কিসের আশা করো তোমার ভবিষ্যৎ জীবনে।

আমি তাকে বললাম, প্রাচীন ও আধুনিক যত সব শাস্ত্র থেকে এই ধর্মীয় আশার উপাদান আমি লাভ করেছি। আমি জেনেছি ঈশ্বর কোন কোন মানুষকে তাঁর সখারূপে অবশ্যই বেছে নেবেন। ইসাইয়া বলেছেন, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও সখ্যতা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ দুটি পোষাকে সজ্জিত হয়। এই দুটি পোষাকের মধ্যে একটি দেহের ও অন্যটি আত্মার। মৃত্যুর পর মানুষের দেহের যে পুনরভ্যুত্থান হয় তা হলো তার দেহের নূতন পোষাক। আর পরিশুদ্ধির রাজ্যে সমস্ত পাপস্খালনের পর স্বর্গলোকে গিয়ে মানুষ যে মোক্ষ লাভ করে তা হলো তার আত্মার পোষাক। এই মোক্ষরূপ পোষাকে মানুষের আত্মা সজ্জিত হয় স্বর্গলোকে। তোমার ভাই সেণ্ট জনও একথা তাঁর ধর্মগ্রন্থে স্বীকার করে গেছেন। এইভাবে আশা করি আমার মৃত্যুর পর আমিও লাভ করব আমার দেহের পুনরভ্যুত্থান আর আত্মার অবিচ্ছিন্ন অমরত্ব।

আমার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার ঊর্ধ্ব লোকে সেই প্রার্থনা গানটি ( অর্থাৎ হে ঈশ্বর, যারা তোমার নাম জানে তারাই তোমাকে বিশ্বাস

করে ) আবার শুনতে পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম আর একটি স্ফটিকস্বচ্ছ আলোকপুঞ্জ এসে যোগদান করল সেণ্ট জেমস্‌এর সঙ্গে। সে আলোকমূর্তি হলো সেণ্ট জনএর। সে আলোর পুঞ্জে এর বেশী আলো ছিল যার দ্বারা গোটা একটি মাস অবিচ্ছিন্ন দিনের আলোয় আলোকিত হতে পারে। সূর্যসন্নিভ সেই আলোকমূর্তিটি সেণ্ট জেমস্‌এর আত্মার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে এক বৃত্ত রচনা করে এক অপ্রাকৃত প্রেমানন্দে নাচতে লাগল।

কোন নববধূ যেমন তাকে কেন্দ্র করে চলতে থাকা নৃত্যগীতাদিসমন্বিত উৎসব দেখতে থাকে নীরবে, বিয়াত্রিসও তেমনি নীরবে দেখতে লাগল দিব্যানন্দমত্ত সেই সব আলোকমূর্তিদের নাচ। অবশেষে একসময় আমাকে বলল, এই আলোকমূর্তিটি হলো সেণ্ট জনের যিনি যীশু যখন ক্রুসবিদ্ধ হন তখন তাঁর বুকের উপর পড়েন এবং যীশু তাঁর উপর তাঁর মাতা মেরীর ভার অর্পণ করে যান।

বিয়াত্রিস যখন একথা বলছিল তখন তার মুখচোখের দীপ্তি ম্লান হয়নি কিছুমাত্র। কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি তার অন্তরের অফুরন্ত আনন্দ। আমি শুনেছিলাম সেণ্ট জনের নাকি মৃত্যু হয়নি ; তিনি নাকি সশরীরে স্বর্গলোকে ঈশ্বর সমীপে আনীত হন। সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে আমি সেণ্ট জনের আলোকমূর্তির মধ্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তার মধ্যে তার দেহটি আছে কিনা তা দেখার চেষ্টা করতে লাগলাম।

অবুঝ অসংযত কৌতূহলে আক্রান্ত হয়ে যেমন কোন মানুষ সূর্যগ্রহণকালে সূর্যগ্রাসী রাহুর কৃষ্ণমূর্তির উপর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রহস্য ভেদ করার প্রয়াস পায় আমিও সেণ্ট জনের আলোকমূর্তি ভেদ করে তার অন্তর্নিহিত দেহাবয়বটিকে দেখার প্রয়াস পেলাম।

সেণ্ট জনের আত্মা তখন আমাকে বলল, ভুল করছ তুমি। আমি সশরীরে স্বর্গে আসিনি। আমার সত্যই মৃত্যু ঘটেছিল এবং আমার দেহ অন্যান্য মৃত ব্যক্তির মত সমাহিত হয়। একমাত্র যীশু আর তাঁর মাতা মেরী ছাড়া আর কারো সশরীরে স্বর্গে আসার সৌভাগ্য হয়নি। এই সত্যটি এখান থেকে জেনে গিয়ে মর্ত্যে প্রচার করবে।

তার কণ্ঠস্বর থেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সেই দিব্যোন্মাদসুলভ নৃত্যও থেমে গেল। কিন্তু আমি বিয়াত্রিসের পানে তাকিয়ে হঠাৎ বুঝলাম আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। বিয়াত্রিসের এত কাছে থেকেও তার কিছুই দেখতে পেলাম না আমি।

# ষষ্ঠবিংশতি সর্গ

## সেণ্ট জন কর্তৃক পুনরায় আশ্বাস দান : দান্তেকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা

### কাহিনীসংক্ষেপ

তাঁর আকস্মিক অন্ধত্বের জন্য হতবুদ্ধি ও হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন দান্তে। তিনি বুঝতে পারলেন না কেন তিনি সহসা তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেললেন। সেণ্ট জন তখন তাঁকে পুনরায় এক আশ্বাস দান করে বললেন, বিয়াত্রিসের মহিমার আলোকে তিনি তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। এমন সময় সেণ্ট জন দান্তেকে প্রেম সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করলেন। দান্তে উত্তর করলেন, ঈশ্বরই হচ্ছেন তাঁর সকল প্রেমের আদি এবং অন্ত। আর একটি প্রশ্নের উত্তরে দান্তে বললেন, ঈশ্বর যে পরম মঙ্গলময় এবং সমস্ত প্রেমের চূড়ান্ত লক্ষ্য এ জ্ঞান তিনি কোথা হতে পেয়েছেন। আরও এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি এমন কতকগুলি আশীর্বাদের নাম করলেন যার মাধ্যমে ঈশ্বর মানুষকে মঙ্গল দান করে থাকেন। দান্তে তাঁর শেষ সিদ্ধান্তবাক্য ব্যক্ত করতেই সমবেত সাধু আত্মারা একযোগে প্রার্থনা গান করতে শুরু করলেন আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন দান্তে।

সেণ্ট পিটার, সেণ্ট জেমস্ ও সেণ্ট জনএর আত্মার সঙ্গে আদি পিতা আদমের আত্মা এসে যোগদান করল। দান্তের এক অব্যক্ত প্রশ্নের উত্তরে আদম বললেন কতদিন তিনি স্বর্গোদ্যানে ছিলেন, কিভাবে তাঁর পতন ঘটল, কতদিন তিনি মর্ত্যধামে ছিলেন এবং কি ভাষাতেই বা তিনি কথা বলতেন।

অকস্মাৎ দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ভয় পেয়ে গেলাম আমি। বিমূঢ় অবস্থায় ভাবতে লাগলাম। এমন সময় যে আলোকমূর্তির তীব্রতম উজ্জ্বলতা বিকল করে দিয়েছিল আমার দর্শনেন্দ্রিয়কে সেই আলোকমূর্তির কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। সে আমায় বলল, আমার আলোকমূর্তি অকারণে ভেদ করতে গিয়ে তোমার দৃষ্টিশক্তি নিঃশেষে ক্ষয় করে ফেললে নিজেকে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাও কথা বল। এখন বল, তুমি জীবনে সবচেয়ে কোন বস্তুকে ভালবাস। কোনরূপ ভয় করো না। তোমার দৃষ্টিশক্তি একেবারে নিঃশেষিত হয়নি, শুধু আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে সাময়িকভাবে।

যিনি তোমাকে এই স্বর্গলোকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছেন ধর্মপ্রাণা সেই বিয়াত্রিসই ফিরিয়ে দেবে তোমার দৃষ্টিশক্তি। আগানিয়াস যেমন একদিন সেণ্ট পলের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন তেমনি তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেবে বিয়াত্রিস।

আমি উত্তর করলাম, এখনি বা এর পরে তাকেই আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে হবে। কারণ আমার এই দৃষ্টিপথ দিয়েই একদিন তার রূপলাবণ্যময়-নারী সত্তা আমার অন্তরে প্রবেশ করে কামনার যে আগুন জ্বালায় সে আগুন আজও নিবে যায়নি সম্পূর্ণরূপে। অবশ্য এই স্বর্গলোকে এসে জেনেছি একমাত্র ঈশ্বরই হচ্ছে সমস্ত প্রেমের আদি এবং অন্ত। তিনি সকল অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের একমাত্র বিষয়বস্তু। তাঁরই অমোঘ নির্দেশে মানুষের সকল প্রেমের গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।

অকস্মাৎ অন্ধত্বলাভে ভীতিবিহ্বল আমার অন্তর হতে যে আশ্বাসসিক্ত কণ্ঠস্বর সব ভয় অপসারিত করে দেয় সে কণ্ঠস্বর আবার সোচ্চার হয়ে উঠল। বলল, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রণয়লিপ্সা ত্যাগ করে একমাত্র ঈশ্বরকে সমস্ত প্রেমের আদি ও অন্ত হিসাবে দেখার নীতি কোথা হতে শিখলে? তা বিশ্লেষণ করে বল।

আমি উত্তর করলাম, কিছু আপ্তবাক্য ও কিছু দার্শনিক তত্ত্বকথার মাধ্যমেই আমি এ নীতি শিক্ষা করেছি। আমি শিখেছি প্রেমচেতনার সঙ্গে মঙ্গলচেতনাকে এক করে দেখতে। যেখানে প্রেম সেখানেই মঙ্গল। ঈশ্বর পরম মঙ্গলময় বলেই তিনি পরম প্রেমময়। আবার তিনি প্রেমময় বলেই মঙ্গলময় অর্থাৎ তাঁর সৃষ্ট সকল বস্তুকে ভালবাসেন বলেই তিনি তাদের মঙ্গল কামনা করেন এবং তার বিধান করেন। তাই স্বর্গে মর্ত্যে যেখানে যত মঙ্গল দেখা যায় সব মঙ্গলের উৎস হচ্ছে ঈশ্বর। তেমনি সকলের সব প্রেমের উৎসও হচ্ছেন প্রেমময় ঈশ্বর।

গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টোটল তাই বলেছিলেন ঈশ্বর নিজে স্থিতিশীল হয়েও সব বস্তুকে গতিশীল করে তোলেন। তাছাড়া ঈশ্বর নিজে একবার মোজেসকে বলেন, "Ego ostendon omne bonum tibi." অর্থাৎ আমি আমার অন্তর্নিহিত মঙ্গল সঞ্চারিত করব তোমার মধ্যে।

এইভাবে পরম প্রেমময় ও পরম মঙ্গলময় ঈশ্বর মানুষের মধ্যে তাঁর অন্তর্নিহিত প্রেম ও মঙ্গলচেতনা অংশতঃ সঞ্চারিত করেন। তোমার দ্বারা লিখিত ঈশ্বরতত্ত্বেও তুমি ঈশ্বরের রহস্যময় প্রকৃতি এইভাবেই বিশ্লেষণ করো।

সাধারণ যুক্তিবোধ ও শাস্ত্রবাক্যের মাধ্যমে ঈশ্বরপ্রীতি জাগে তোমার

মধ্যে এবং সেই প্রীতি ক্রমে বর্ধিত রূপ লাভ করে। কিন্তু জীবনে এমন কি কোন গৌণ প্রেমবন্ধন নেই যা ছিন্ন করে তুমি ঈশ্বরপ্রেমের পথে ধাবিত হচ্ছ ?

খৃস্টধর্ম প্রচারের প্রতীক ঈগলস্বরূপ সেন্ট জন কি বলতে চাইছেন আমি তার অর্থ বুঝতে পারলাম। আমি তাঁকে বললাম, যে কোন মানুষের প্রতি বা বস্তুর প্রতি আমার ভালবাসা আমাকে টেনে নিয়ে যায় ঈশ্বরের দিকে। যখনই যে কোন প্রেমবোধ আমার হৃদয়ে স্পন্দিত হয় তখনই সে প্রেমবোধের মাঝে দেখতে পাই ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি। ঈশ্বরের বিশ্বগত সত্তার সঙ্গে আমার ক্ষুদ্র ব্যক্তিসত্তা এক হয়ে যায়। আমাদের মৃত্যুহীন মহাজীবনের জন্য যিনি একদিন মৃত্যুবরণ করেছিলেন ঈশ্বরপ্রেরিত সেই দেবমানবের মহান মৃত্যুর মাঝেই আমি খুঁজে পাই আমার জীবনের ধর্মবিশ্বাস ও আশার সমস্ত প্রাণবস্তু। ধর্মগত সত্যের এই নিবিড় উপলব্ধিই আমাকে মিথ্যা ও যত সব তুচ্ছ প্রেমাসক্তির সমুদ্র হতে আমার আত্মাকে উদ্ধার করে তাকে সঠিক পথে চালনা করে। যে বিরাট বিশ্বরূপ উদ্যানের একমাত্র মালী হচ্ছেন স্বয়ং ঈশ্বর আমি সেই উদ্যানের সর্বত্র পরিভ্রমণ করে তার সৌন্দর্য উপভোগ করতে চাই।

আমার কথা শেষ হতেই এক অপূর্ব সঙ্গীতের ছন্দোবদ্ধ সুরধারায় পরিপ্লাবিত হয়ে উঠল সমগ্র স্বর্গলোক। বিয়াত্রিস নিজে আমার কথা শুনে সন্তুষ্ট চিত্তে 'সাধু সাধু' বলে চিৎকার করে উঠল।

কোন নিদ্রিত ব্যক্তি সহসা নিদ্রা হতে জেগে অত্যুজ্জ্বল আলোকচ্ছটা দেখলে যেমন তার সব ইন্দ্রিয়ানুভূতি অভিভূত হয়ে যায়, দৃশ্যবস্তুকে যেমন সত্য প্রতীয়মান হয় না তার কাছে আমিও তেমনি সহসা বিয়াত্রিসের মধ্যে চকিত অস্বাভাবিক এক আলোকোচ্ছ্বাস দেখে তা বিশ্বাস করতে পারলাম না। নিজের চোখকে যেন নিজেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল বিয়াত্রিসের সে অঙ্গদ্যুতি হাজার মাইল দূর থেকেও দেখা যাবে।

আমি তখন বিয়াত্রিসের কাছে জানতে চাইলাম সে আলোকোচ্ছ্বাসের অর্থ কি। আগে যেখানে ছিল তিনটি এখন সেখানে চারটি আলোকমূর্তি কোথা হতে এল তা জানতে চাইলাম আমি।

বিয়াত্রিস উত্তর করল, এই নূতন আলোকমূর্তিটি হলো আমাদের আদি পিতা আদমের যাঁর থেকে সমস্ত মানবের উৎপত্তি হয়।

আমি তখন আদমের উদ্দেশ্যে বললাম, হে আমাদের আদি পিতা প্রথম

পূর্বপুরুষ, মানবজীবনরূপ বৃক্ষে ঈশ্বরের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্ট একমাত্র পরিণত ফল, আমার সঙ্গে দয়া করে কথা বল। আমি যা বলতে চাই আমার মনের সেই অব্যক্ত কথা আমার মুখ দেখে বুঝে নাও। আমার সঙ্গে কথা বল।

কোন বস্তু বা থলের মধ্যে কোন জীব ভরা থাকলে বস্তুটি নড়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবটি নড়ে ওঠে এবং তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কম্পন বা সঞ্চালনগুলি যেমন স্পষ্ট দেখা যায় তেমনি সেই আলোকপুঞ্জের অবগুণ্ঠনমাঝে নিহিত আদমের আত্মার কম্পন আমি প্রত্যক্ষ করলাম।

আমাদের আদি পিতা আদম তখন বলতে শুরু করলেন, যদিও তুমি তোমার ইচ্ছার কথা আমাকে কিছুই বলনি তথাপি আমি তোমার মনের সব অব্যক্ত কথাই ধরতে পেরেছি অভ্রান্তভাবে। আমার দৃষ্টির দর্পণে সমস্ত বস্তু ও মানুষের সকল নিগূঢ় চিন্তাভাবনার সঠিক প্রতিচ্ছবি সব সময় ফুটে ওঠে।

তোমার প্রথম প্রশ্ন হলো, ঈশ্বর আমাকে কতদিন আগে যে ভূস্বর্গে তুমি এসেছ সেই ভূস্বর্গে প্রথম নিয়ে আসেন। তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো আমি কতদিন স্বর্গোদ্যানের আনন্দ উপভোগ করেছিলাম অর্থাৎ আমার স্বর্গে আসার কতদিন পরে ঈশ্বরের মধ্যে ক্রোধ সঞ্জাত হয়।

তবে জেনে রেখো, সেই নিষিদ্ধ ফলের আস্বাদ গ্রহণ করার জন্য আমার পতন ঘটেনি, ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করার অপরাধেই নির্বাসিত হই আমরা। সেই পাপে নরকপ্রদেশের যে লিম্বো অঞ্চলে বিয়াত্রিস তোমার জন্য ভার্জিলকে পাঠায় সেই লিম্বোতে আমি চার হাজার তিনশত দুই বছর অবস্থান করি এই স্বর্গলোকে পুনরায় আসার আগে। নয়শত তিরিশ বছর বয়সে আমার মৃত্যু ঘটে। আমি যে হিব্রু ভাষায় কথা বলতাম তা প্রথম নিমরদের নেতৃত্বে বেবিলনের লোকেরাই তার প্রবর্তন করে।

মানুষ তার ভাষা দিয়ে যুক্তির জাল বুনে যা কিছু সৃষ্টি করে তা বেশী কাল স্থায়ী হয় না। প্রকৃতি মানুষকে ভাব প্রকাশের ভাষা দান করেছেন তার মুখে। কি কে কোন ভাষায় কথা বলবে তা তার ইচ্ছা ও পরিবেশের উপর নির্ভর করে। আমি হিব্রু ভাষায় প্রথম শব্দ উচ্চারণ করি তা হলো জেহোভা। সংক্ষেপে বলতাম জা:। ইহুদীরা বলত জেহোভাই আমাদের পরম ঈশ্বর, পরম মঙ্গলময়। পরে আমরা ঈশ্বরকে ইলয় বা সংক্ষেপে এল বলতাম। যাই হোক, মরণশীল মানুষের কোন কথা চিরকাল থাকে না।

গাছের পাতার মত ঝরে যায়। আমি সেই ভূস্বর্গোত্থানে সর্বোচ্চ এক পাহাড়ের চূড়ার নির্জনে ছয় প্রহর অতিবাহিত করি।

## সপ্তবিংশতি সর্গ

### জেমিনি ঃ সেণ্ট পিটার কর্তৃক পোপ বনিফেসকে ধিক্কারদান

### কাহিনীসংক্ষেপ

দান্তের আধ্যাত্মিক সমুন্নতি দেখে সেই সব সাধুপুরুষদের আত্মারা আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল। দান্তে নিজেও সে উৎসবে যোগদান করলেন। আবার কথা বলতে শুরু করলেন সেণ্ট জন। কথা বলতে বলতে সহসা আগুনের মত রাগে লাল হয়ে উঠলেন সেণ্ট জন এবং বর্তমান পোপ বনিফেসের নিন্দা করতে লাগলেন তীব্র ভাষায়। অতঃপর সেই সব সাধুপুরুষেরা আবার উঠে গেলেন যথাস্থানে। দান্তেও তখন বিয়াত্রিসের সঙ্গে উঠে গেলেন স্বর্গের সর্বোচ্চ স্তরে সমস্ত গতির মূল উৎসদেশে এবং তারপর ঈশ্বরের সমীপে।

সমগ্র স্বর্গলোক ফেটে পড়ল এক প্রার্থনার গানে। সমস্ত আত্মারা একবাক্যে বলতে লাগল, পরম পিতা ঈশ্বর, তাঁর পুত্র আর মেরীর গৌরব বৃদ্ধি হোক। সেই গানের মাধুর্যে মত্ত হয়ে উঠল আমার মন। আমার সমস্ত অনুভূতি।

বিয়াত্রিসের কথামত আমি তাদের সকল প্রশ্নেরই সন্তোষজনক উত্তর দিয়েছিলাম। কথা ছিল সঠিক উত্তর দিতে পারলে সাধুপুরুষদের আত্মারা আমাকে প্রথমে মূল স্বর্গলোকে ও পরে ঈশ্বরসমীপে যাবার অনুমতি দেবে। এবার তারা আমার উত্তরে খুশি হয়ে প্রার্থনা শুরু করল সুমধুর কণ্ঠে।

আমার মনে হলো শুধু সমগ্র স্বর্গলোক নয়, সমগ্র বিশ্বসৃষ্টিই হাসছে। চারদিকে শুধু আলো আর গান। অফুরন্ত আলো আর মধু ঝরে পড়ছে সে সৃষ্টির সর্বত্র। আমি আমার চক্ষুকর্ণের নিবিড়তা দিয়ে সে শব্দদৃশ্য উপভোগ করতে লাগলাম।

আমার আনন্দের সে গভীরতম আবেগ আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। তা সম্ভব নয় কোন মর্ত্যমানবের পক্ষে। অভাবহীন এক অক্ষয়

সম্পদ, অনন্ত অবিচ্ছিন্ন শান্তি আর প্রেমে সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ জীবনের যে আস্বাদ আমি তখন পেয়েছিলাম তা কখনই প্রকাশ করতে পারব না।

আমি ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম সেন্ট পিটার, সেন্ট জেমস, সেন্ট জন ও আদমের আলোকমূর্তিগুলি আগের মতই জ্বলতে লাগল। কিছুমাত্র কমল না তাদের উজ্জ্বলতা। তাদের মধ্য থেকে সেন্ট পিটারকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। পিটারের আলোকমূর্তিটা রক্তবর্ণ দেখলাম। দেখে মনে হলো যেন শ্বেতবর্ণের বিশাল জুপিটার বা বৃহস্পতিগ্রহ মঙ্গলগ্রহের রূপ ধারণ করে সহসা রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে।

তারপর সহসা কার যেন অমোঘ ইচ্ছায় সব গান সব সুর স্তব্ধ হয়ে গেল নিমেষে। তখন সেন্ট পিটারের আলোমূর্তিটি গম্ভীর স্বরে বলল, আমি যদি আমার গাত্রবর্ণ পরিবর্তন করি তাহলে এই স্বর্গমণ্ডলের চারদিকে তাকিয়ে দেখবে, সর্বত্রই ঘটবে রংএর পরিবর্তন। আমি এই পবিত্র স্বর্গলোকে সমস্ত সাধুপুরুষদের সামনে সেই শয়তান পোপ অষ্টম বনিফেসকে ধিক্কৃত করছি যে আমাকে একদিন পদচ্যুত করে আমার রক্তে রঞ্জিত করে আমার সমাধিভূমি। সেই পোপের আসন আজ শূন্য।

আমার মনে হলো পিটারের এই কথায় বনিফেসের জঘন্য শয়তানির স্মরণে লজ্জারুণ হয়ে উঠেছে সমগ্র স্বর্গলোক। গ্রহণের সময় সূর্য রাহুগ্রস্ত হওয়ায় সারা বিশ্ব যেমন ছায়াম্লান হয়ে ওঠে তেমনি ম্লান হয়ে উঠল স্বর্গের সব আলো। সকাল সন্ধ্যায় উদীয়মান সূর্যের রঙীন রশ্মিগুলি যেমন মেঘের প্রান্তভাগগুলিকে রাঙিয়ে দেয় তেমনি কে যেন রাঙিয়ে দিল সব কিছুকে। স্নানরত অবস্থায় সহসা একটিওনকে দেখে সতী ডায়েনা যেমন লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল আজ বিয়াত্রিসও তেমনি পিটারের কথা শুনে লজ্জারুণ হয়ে উঠল।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর আবার কথা বলতে শুরু করলেন সেন্ট পিটার। আমার মৃত্যুর পর লাইনাস ও তারপর ক্লীটাস পোপপদে অধিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তারাও নিহত হয় শয়তানদের হীন চক্রান্তে। পরে আবান, ক্যালিক্সটাস, পিয়াস ও সিক্সটাসকেও দুঃখে চোখের জল ফেলতে ফেলতে মৃত্যুবরণ করতে হয় সেই রক্তক্ষয়ী চক্রান্তের শিকার হয়ে। আমাদের উচ্ছেদ করে যারা খৃস্টজগতের ধর্মগুরুর পদ অধিকার করতে চাইছিল, সে পদে তারা অভিষিক্ত হোক এটা আমরা কেউ চাইনি। আমরা এটাও চাইনি সারা খৃস্টানজগৎ পোপপন্থী আর

পোপবিরোধী এই দুই দলে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধে যেতে উঠুক। সুবিধাবাদী পোপ বনিফেস. ইতালির গুয়েলফ গিবেলাইনদের গৃহযুদ্ধকে আপন স্বার্থে কাজে লাগায়। আমরা ভাবতেই পারিনি পোপের পদ নিয়ে এমন দ্বন্দ্ব বাধবে। আমার ক্রোধ ও লজ্জার সবচেয়ে বড় কারণ হলো এই যে, আমার মৃত্যুর পর পোপের সীলমোহরে আমার মাথার ছাপ রেখে তাই দিয়ে উৎকোচ গ্রহণ, বহিষ্কার প্রত্যাহার প্রভৃতি বহু দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। আমাদের পরে যারা পোপ হয় তাদের মধ্যে গ্যাসকনির ক্লীমেণ্ট আর ক্যাহোরের জন দুজনেই ছিল অর্থলোভী এবং দুর্নীতিপরায়ণ।

এইভাবে রাখালের ছদ্মবেশে নেকড়েরা শান্ত নিরীহ মেষশাবকদের বধ করার জন্য ঘুরে বেড়ায়। হে ঈশ্বর, তোমার রাজ্যে কেন এই অকারণ নরহত্যা অনুষ্ঠিত হয়? কিন্তু যে ঈশ্বর একদিন আফ্রিকায় সিসিওর হাতে রোমসম্রাট হ্যানিবলের পরাজয় ঘটিয়ে রোমসাম্রাজ্যের পতনকে সম্ভব করে তোলেন এবং অত্যাচারীদের উপর শাস্তিবিধান করেন, সেই ঈশ্বরই আবার ধর্মের ক্ষেত্রে এই সব অন্যায়ের অবশ্যই প্রতিকার করবেন। আমি এটা ভালভাবেই জানি।

হে আমার পুত্রপ্রতিম, তুমি আবার মর্ত্যে ফিরে যে সব কথা আমি অকপটে ব্যক্ত করলাম তোমার কাছে সে সব কথা প্রকাশ করো।

অতঃপর আমি দেখলাম যে সব আত্মার আলোকমূর্তিরা স্বর্গলোকের অষ্টম স্তরে নেমে এসেছিল শুভ্র উজ্জ্বল একরাশ মেঘখণ্ডের মত তারা সবাই আবার উঠে গেল উর্ধ্বতন স্তরে। আমি অনেকক্ষণ তাদের উৎক্রমণ দেখতে লাগলাম। অবশেষে সেখান থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেই বিয়াত্রিস আমাকে বলল, এবার তুমি নিজের দিকে ফিরে তাকাও। দেখ তুমি কোথায় এসেছ এবং চারদিকে কি আছে।

বিয়াত্রিসের কথামত আমি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে তাকালাম। পশ্চিম প্রান্তে দেখলাম, গ্রীকবীর ইউলিসেস যেখানে মানুষের জন্য নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে দূর অজানা সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিলেন সেই জিব্রাণ্টার প্রণালী পর্যন্ত দেখতে পেলাম। আবার পূর্ব প্রান্তে দেখলাম ফোনিসিয়ার সেই উপকূল যেখান দিয়ে একদিন জুপিটার এক ষাঁড়ের রূপ ধারণ করে ইউরোপাকে ক্রীট দেশে নিয়ে যান।

আমি আরো কিছুক্ষণ হয়ত সেদিকে তাকিয়ে থাকতাম। সূর্য তখন

পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়েছিল। তাই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম আমি। আমি কিন্তু এতক্ষণ বিয়াত্রিসের উপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে তারই কথামত মর্ত্য-ভূমির শেষ দুটি প্রান্তে সে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেও মনে মনে আমি সর্বক্ষণ যুক্ত ছিলাম বিয়াত্রিসের সঙ্গে। তাকে আমি এক মুহূর্তের জন্যও ভুলিনি। মানুষের মন যদি কোন বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি আসক্ত হয় তাহলে প্রকৃতিগত বা শিল্পগত কোন উপাদানের মোহপ্রসারী আবেদনই সে মনকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে না।

আমি যখন মর্ত্যভূমি থেকে আমার দৃষ্টি সরিয়ে এনে বিয়াত্রিসের সুন্দর মুখের উপর নিবদ্ধ করলাম তখন তার রূপলাবণ্য তেমনি অতুলনীয় দেখাচ্ছিল আগের মত। আমি তার মুখের সৌন্দর্যে এমনই মুগ্ধ হয়ে গেলাম যে, বর্তমানে আমি 'জেমিনি বা লেডা' নামে যে গ্রহস্তরে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সেই গ্রহস্তরের কথাও ভুলে গেলাম। ক্যাস্টর ও পলিউক্সের মাতা এই লেডার রূপে মুগ্ধ হয়ে একদিন হংসরূপ ধারণ করে জুপিটার লেডার কাছে প্রেম নিবেদন করেন।

এই স্বর্গলোক এত সুউচ্চ এত সুন্দর যে তার সব কথা আমি মুখে প্রকাশ করতে পারব না। স্বর্গলোকের এ স্তরের সব কিছু যত সুন্দরই হোক না কেন আমার প্রণয়াস্পদ বিয়াত্রিসকে সবচেয়ে সুন্দর দেখাচ্ছিল।

আমার মনের সেই অব্যক্ত কথা জানতে পেরে বিয়াত্রিস হাসল আমার মুখপানে তাকিয়ে। তার সে হাসির মধ্যে এমন এক পরম স্বর্গীয় আনন্দের সুষমা মিশ্রিত ছিল যে তা দেখে আমার মনে হলো বিয়াত্রিসের সে হাসি স্বয়ং ঈশ্বরের আনন্দেরই এক উজ্জ্বল প্রতিভাস।

বিয়াত্রিস আমাকে বলল, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এমনই প্রকৃতি যে এর অন্তর্গত গ্রহ নক্ষত্র সব কিছুই গতিশীল, সব কিছুই নিয়ত ঘূর্ণ্যমান। কিন্তু যাকে কেন্দ্র করে ঘোরে, যা তাদের সমস্ত গতিশীলতার একমাত্র উৎস তা কিন্তু একান্তভাবে স্থিতিশীল, চিরস্থির। ল্যাতিন ভাষায় তাকে বলে 'প্রাইমাম মোবাইল'। সমস্ত গতির প্রেরণা, স্থাণুবৎ অচল অনাদি অনন্ত সেই গতি-সত্তাকে কেন্দ্র করে সবচেয়ে কাছে থেকে স্বর্গের যে স্তর আবর্তন করছে তা হলো এর উপরে অবস্থিত এম্পীরীয়ণ। অনাদি অনন্ত সেই গতিসত্তার কোন বাস্তব ও পরিদৃশ্যমান রূপ নেই; তা আছে একমাত্র ঈশ্বরের মনে। পরম মঙ্গলময় ঈশ্বরের নিত্যশুদ্ধ চৈতন্যলোকে যে মহাজাগতিক অনন্ত প্রেম বিরাজ করে সেই প্রেমই এক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুকে গতিশীল ও সব প্রাণীকে

প্রাণবন্ত করে তোলে। তাহলে দেখবে একমাত্র প্রাইমাম মোবাইল ছাড়া বিশ্বকে কেন্দ্র করে সব কিছু ঘুরছে।

অথচ দেখ, যে সুন্দর পৃথিবীকে কেন্দ্র করে এতগুলি স্বর্গলোক আবর্তিত হচ্ছে, পরম মঙ্গলময় ঈশ্বরের নিত্যশুদ্ধ চৈতন্যলোক হতে উৎসারিত যে প্রেম এই বিশ্বকে অনন্ত সৃষ্টির এক প্রাণবন্ত রঙ্গমঞ্চে পরিণত করেছে সে বিশ্বকে মানুষ তার কদর্য লালসার দ্বারা কত পঙ্কিল করে তুলেছে। সে বিশ্বে বাস করার মানুষের কোন যোগ্যতা নেই।

তবে মানুষের ইচ্ছার সুরভিত কুসুমিকাগুলি বড় সুন্দর। কিন্তু কুঁড়িগুলি হতে যে ফল উৎপন্ন হয় সে ফল তাদের অসংযত লালসার রসে ভয়াবহভাবে সিক্ত। তাদের অনৈতিক অযৌক্তিক কামনার অসংখ্য কীট দ্বারা সে ফল একান্তভাবে দুষ্ট।

একমাত্র শিশুদের মধ্যে পাবে প্রকৃত নির্দোষিতা আর সরলতা। কিন্তু সে শিশু পরিণত বয়স্ক হলেই তাঁর মধ্যে প্রবেশ করে যত সব কুচিন্তা আর পাপ। সব মানুষের জীবনের প্রভাতকাল বা শৈশব নির্মল এবং শুচিশুভ্র। কিন্তু দিবালোকের উপর নেমে আসা সন্ধ্যার অন্ধকারের মত মানুষের জীবনের শেষকালে দেখা যায় সে জীবন অসংখ্য পাপ প্রবৃত্তির কলুষে ছায়ান্ধকার হয়ে উঠেছে।

রাজা যেমন রাজ্য চালায় তেমনি সারা বিশ্বকে চালাবার মত কোন রাজা বা সম্রাট নেই। ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট গ্রহণক্ষত্রের দ্বারা মানুষকে পরোক্ষভাবে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করলেও তিনি প্রত্যক্ষভাবে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার উপর হস্তক্ষেপ করেন না।

আজ পৃথিবীতে অর্থলোভ ও দুর্নীতিপরায়ণজনিত যে সব দুঃখকষ্ট দেখছ শৈত্যনিবিড় সে দুঃখের অবসানে চির আনন্দের বসন্ত নেমে আসার আগে আরো অনেক ঝড় বয়ে যাবে পৃথিবীতে। আরো অনেক দুঃখবেদনার ঘূর্ণি-বাত্যায় জর্জরিত হতে হবে সারা বিশ্বকে।

তারপর সকল মানুষের সব ইচ্ছার কুসুমিকা পরিণত হয়ে উঠবে এক একটি সুন্দর ও নিষ্কলুষ ফলে।

# অষ্টবিংশতি সর্গ

## মূল গতিচক্র : আলোকবিন্দুরূপী ঈশ্বর

### কাহিনীসংক্ষেপ

বিয়াত্রিসের চোখপানে তাকিয়ে তার মধ্যে এক আশ্চর্য আলো প্রতিফলিত দেখলেন দান্তে। তিনি পিছন ফিরে দেখতে পেলেন একটি ক্ষুদ্র অথচ অত্যুজ্জ্বল আলোকবিন্দুরূপে ঈশ্বর নয়টি গ্রহের চক্রদ্বারা পরিবৃত হয়ে বিরাজ করছেন। স্বর্গের সঙ্গে এই নয়টি গ্রহচক্রের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিয়াত্রিস তাদের নয়টি দেবদূতের প্রতীক হিসাবে অভিহিত করল।

স্বর্গলোকে আমার অবস্থানকালে যে বিয়াত্রিস আমার মনকে আচ্ছন্ন করেছিল সমস্তক্ষণ ধরে সেই বিয়াত্রিস এইভাবে মর্ত্যলোকে মানুষের অসভ্য হীন জীবনযাত্রার কথা সব বলল। আমরা যেমন কোন দর্পণে কোন বস্তুর প্রতিফলন দেখার পর চাক্ষুস তা দেখে সেই প্রতিফলনের সত্যতা নূতন করে বুঝতে পারি তেমনি বিয়াত্রিসের চোখের মধ্যে যে সত্যের প্রতিবিম্ব দেখেছিলাম বাইরে চোখ মেলে তাকিয়েও তাই দেখলাম।

আমি দেখলাম একটি উজ্জ্বল আলোকবিন্দু পৃথিবী হতে দেখা একটি ছোট্ট তারার মত আকাশে জ্বলছে। কিন্তু সেই আলোকবিন্দুটি ছোট হলেও তার উজ্জ্বলতা এত বেশী যে তার কাছে যে কোন নক্ষত্রকে চন্দ্র বলে মনে হবে। চারদিকের কুয়াশা ভেদ করে সে আলোর ছটা দূর দূরান্তে প্রসারিত হচ্ছিল।

আমি আরও দেখলাম সেই উজ্জ্বলতম আলোকবিন্দুকে কেন্দ্র করে একটি একটি করে নয়টি স্বর্গ চক্রাকারে ঘুরছে।

কেন্দ্রগত সেই শুভ্র সমুজ্জ্বল আলোকবিন্দুটি দেখে আমি বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে উঠলাম। সে বিহ্বলতার ভাব স্পষ্ট ফুটে উঠল আমার চোখে মুখে। আমার প্রতিটি বিবশ অঙ্গ প্রত্যঙ্গে। তা দেখে বিয়াত্রিস এক সময় বলল, ঐ যে কেন্দ্রগত আলোকবিন্দু দেখছ ওরই তৎপরতায় ওকে কেন্দ্র করে সমস্ত গ্রহনক্ষত্র, স্বর্গলোক ও বিশ্বজগৎ আবর্তিত হচ্ছে অহোরহঃ। অন্তর্নিহিত এক জ্বলন্ত প্রেমের তাড়নাতেই ঐ আলোকবিন্দুটি আপন মনে আপন কক্ষপথে আবর্তিত হচ্ছে এবং অন্য সমস্ত গ্রহনক্ষত্রকে গতি দান করছে।

আমি বললাম, নিত্যশুদ্ধ যে ঈশ্বরচৈতন্য আলো আর প্রেমে মূর্ত হয়ে উঠেছে নিয়ত গতিশীল সারা স্বর্গলোক জুড়ে, তার মাঝেই যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গতিপ্রকৃতির সব রহস্য সীমায়িত থাকত তাহলে আমার বলার কিছু ছিল না। কিন্তু আমরা দেখি বিশ্বজগৎ সংসার ঈশ্বর হতে বহু দূরে অবস্থিত বলেই হয়ত তার জ্বলন্ত প্রেম আর গতিশীলতার খুব কম অংশই পায়। আমার মনে তাই প্রশ্ন জাগে, এই স্বর্গলোকের মত বিশ্বের সব কিছুই কেন সুন্দর হয়ে ওঠে না। আমার মনে হয়, ঈশ্বরচৈতন্যের প্রত্যক্ষ ছোঁয়া পায় না বলেই তা হয় না।

শান্তভাবে আমার প্রশ্নের উত্তরে বিয়াত্রিস বলল, নিয়ত ঘূর্ণ্যমান এই যে স্বর্গলোকগুলি দেখছ এরা সকলেই এক বিশেষ নিয়মানুবর্তিতার বশবর্তী হয়ে শৃংখলাবদ্ধভাবে এক ছন্দে ঘুরছে। এরা সকলেই ঈশ্বরের বিভূতির অংশ পায় সমানভাবে। প্রতিটি স্বর্গলোক দেবদূতদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন সেরাফিম নামে প্রেমের দেবদূতেরা ঈশ্বরের নির্দেশে প্রাইমাম মোবাইল বা কেন্দ্রগত সেই আলোকবিন্দুটিকে চালিত করে তেমনি চেরাবিম নামে বুদ্ধির দেবদূতেরা অন্যান্য নয়টি গ্রহ বা স্বর্গলোককে চালিত করে। এই জন্যই এই সমস্ত স্বর্গলোকের মধ্যে এক অবিচ্ছিন্ন শৃংখলা ও সংগতি বিরাজ করে।

বোতিয়াস নামে উত্তর-পূর্ব বায়ুপ্রবাহ যেমন ইতালির মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হতে সব মেঘবাষ্প অপসারিত করে নির্মল করে তোলে সে আকাশকে তেমনি বিয়াত্রিসের প্রজ্ঞাপ্রসূত এই উত্তর দান আমার মন হতে সমস্ত সংশয়ের কুয়াশা দূরীভূত করে নির্মল করে তুলল আমার মানসভূমিটিকে।

বিয়াত্রিসের কথা শেষ হতেই অসংখ্য উজ্জ্বল অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ উপর হতে ঝরে পড়ে যেন অভ্যর্থনা জানাতে লাগল তার কথাগুলিকে।

অবশেষে কেন্দ্রগত মূল গতির মূর্ত প্রতীক সেই আলোকবিন্দুর উদ্দেশ্যে 'হোসান্না' এই প্রার্থনা গানটি গাইতে লাগল দেবদূতেরা।

আমার মনের মধ্যে বিহ্বলতা দেখা দিলে বিয়াত্রিস আবার আমাকে বলল, একমাত্র ঈশ্বর যেখানে অবস্থান করেন সেই এম্পীরিয়ণ ছাড়া নয়টি গ্রহ বা স্বর্গলোককে যে সব দেবদূতেরা চালায় তারা হলো সেরাফিম, চেরাবিম, থ্রোনস্ ডোমিনিয়নস্ ভার্চুজ, পাওয়ার, প্রিনিপ্যালিটিজ, আর্কেঞ্জেলস ও এ্যাঞ্জেলস্। এই সব দেবদূতেরা তিনটি তিনটি করে তিন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে আপন আপন কাজ করে চলেছে অর্থাৎ ঈশ্বরের ন্যায়বিচার সকল স্তরে

সঞ্চারিত করে দিচ্ছে। প্রাচীনকালে এথেন্সে ডাইওনিসিয়াস নামে এক ধর্মযাজক ছিলেন। তিনি এই সব তথ্য মরণশীল মানুষ হয়েও মর্ত্য হতে উদ্‌ঘাটন করেন। অবশ্য সেণ্ট পল স্বর্গলোকে এসে এই সব রহস্যময় তথ্য স্বচক্ষে দেখে তা ডাইওনিসিয়াসকে স্বপ্নের মাধ্যমে পরিবেশন করেন।

এই স্বর্গলোকে অবস্থানকারী দেবদূতেরা যে পরম স্বর্গীয় সুখের অধিকারী তার কারণ সম্পর্কে দুটি মতামত প্রচলিত আছে ধর্মতাত্ত্বিকদের মধ্যে একদল বলেন ঈশ্বরপ্রেম আগে তারপর ঈশ্বরের জ্ঞান। ঈশ্বরকে ভালবাসলেই তাঁর সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞানলাভ করা যাবে। কিন্তু টমাস এ্যাকুইনাস বলেন আগে ঈশ্বরের গতিপ্রকৃতি ও তাঁর ন্যায়বিচার সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞানলাভ করতে হবে। এই জ্ঞানগত সত্যলাভই কোন মানুষের ঈশ্বরপ্রেমকে প্রগাঢ়তা দান করবে। তার থেকে সে পরম স্বর্গীয় সুখের অধিকারী হয়ে উঠবে। যখন মানুষ বুঝবে নিঃশেষ ঈশ্বরচৈতন্য হতেই সমস্ত প্রেম, সমস্ত মঙ্গল, সমস্ত ন্যায়বিচার ও গতি উৎসারিত হচ্ছে তখন মানুষ্ ঈশ্বরকে পরম গতি হিসাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে। তাদের ঈশ্বরবিশ্বাস ও ঈশ্বরভক্তি কোনদিন টলবে না আর তার ফলে তারা আশাবাদী ও পরম সুখের অধিকারী হবে।

## উনত্রিংশতি সর্গ

### মূল গতিচক্র ঃ বিশ্বসৃষ্টি

মুহূর্তের জন্য আয়তনহীন ও অবিভাজ্য অনুপ্রমাণ ঈশ্বরের পানে তাকিয়ে রইল বিয়াত্রিস। দান্তের মনের ইচ্ছার কথা বুঝতে পেরে সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য তাঁর কাছে বিশ্লেষণ করল সে। লুসিফারের পতনের পর হতে ঈশ্বর ও বিশ্বজগতের সঙ্গে দেবদূতেরা কি ধরনের সম্পর্কে আবদ্ধ আছে সে বিষয়েও বলল বিয়াত্রিস। স্বর্গলোক সম্বন্ধে এখন দান্তে অনেক কথা নিজেই বুঝতে সক্ষম হলেও বিয়াত্রিস তাঁকে দেবদূতের আসল প্রকৃতি বুঝিয়ে বলল। সঙ্গে সঙ্গে বলল, বর্তমানে বিশ্বের ধর্মযাজকেরা প্রচারকালে শাস্ত্রবাক্যের পরিবর্তে নিজেদের বানানো গল্পের উপরেই বেশী নির্ভর করে। পরিশেষে দেবদূতদের কথায় আবার ফিরে এল বিয়াত্রিস। দান্তেকে একবার ভেবে

দেখতে বলল, দেবদুতেরা সংখ্যায় কত অসংখ্য এবং তাদের আপন আপন প্রকৃতিও কত ভিন্ন। অথচ ঈশ্বর হলেন এক এবং অবিভাজ্য।

যখন লাতোনার পুত্র এ্যাপোলো ও তার কন্যা ডায়েনা অর্থাৎ সূর্য আর চন্দ্র আকাশের দুটি দিগন্তে এক সরলরেখায় অবস্থান করে এবং পৃথিবী মাঝখানে থাকায় পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ শুরু হয় এবং তারপর যখন সূর্য উত্তর গোলার্ধে উঠতে থাকে ও চন্দ্র দক্ষিণ গোলার্ধে নামতে থাকে তখন সেই অসম্ভব মুহূর্তে সময়ের কোন পরিমাণ সম্ভব হয়, তেমনি বিয়াত্রিস যখন নীরবে ঈশ্বরের অবিভাজ্য আয়তনহীন অনুপ্রমাণ আলোকমূর্তির পানে তাকিয়ে ছিল তখন কালগণনা সম্ভব হয়নি আমার পক্ষে। কতক্ষণ সে তাকিয়েছিল সেইভাবে তা বলতে পারব না আমি।

অবশেষে বিয়াত্রিস আমাকে বলল, আমি বুঝতে পেরেছি, তোমাকে কিছু বলতে হবে না। তুমি কি জানতে চাও আমি বুঝেছি ও বলছি। ঈশ্বর যে সৃষ্টি করেন তাতে তাঁর কোন স্বার্থ ছিল না। তার দ্বারা তাঁর নিজের কোন মঙ্গল বৃদ্ধি হয়নি। তাঁর পূর্ণ বিভূতি থেকে যে জ্যোতি বিচ্ছুরিত করেন তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সঞ্চারিত করে সে জ্যোতি পরে প্রতিসৃত আলোর মত তাঁর কাছেই ফিরে গিয়ে আত্মসচেতন হয়ে তোলে তাঁকে। এই ছাড়া আর কোন সুবিধা হয় না তাতে। সেই আলোর মাধ্যমে তিনি যেন বলতে চান, এই দেখ, আমি আমার অনন্ত স্বরূপে বিরাজমান রয়েছি।

ঈশ্বর আলো সৃষ্টি করার আগে কাল বলে কোন জিনিস ছিল না। ঈশ্বর প্রথমে তাঁর প্রেমসত্তার তাড়নায় দেবদূতদের সৃষ্টি করেন। তারপর সৃষ্টি করেন স্বর্গলোক। ঈশ্বর তিনটি বস্তু যুগপৎ সৃষ্টি করেন। তিনি প্রথমে সৃষ্টি করেন মন বা চৈতন্য। পরে বিভিন্ন জাগতিক ও মহাজাগতিক উপাদান এবং তার পরে বিভিন্ন স্বর্গস্তর যেগুলিকে বলা হয় ভূস্বর্গ। কারণ আসল এবং একমাত্র স্বর্গ হলো এম্পীরিয়ণ যার মধ্যে ঈশ্বর বিরাজ করেন। ঈশ্বরের প্রথম সৃষ্টি মন বা চৈতন্য, রূপ পায় দেবদূতদের মধ্যে। দ্বিতীয় সৃষ্টি প্রধান প্রধান উপাদানগুলি রূপ পায় গ্রহ নক্ষত্র ও আলো, জল, বাতাস প্রভৃতি প্রকৃতির উপাদানের মধ্যে এবং তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় সৃষ্টির মিশ্র উপাদানে গড়ে ওঠে স্বর্গলোক। চৈতন্য বা ক্রিয়া থেকে আসে শক্তি আর সেই শক্তি রূপায়িত হয় বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যে।

এইভাবে সৃষ্ট হয় কাল এবং স্থানের। দেবদূতদের মানসচৈতন্য সৃষ্ট হওয়ার

পর থেকে শুরু হয় কালগণনা আর ঈশ্বর বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান অর্থাৎ জল, মাটি, আলো হাওয়া সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে দেশ বা স্থানের উদ্ভব হয়।

সেণ্ট জিরোম বলেছিলেন, আগে দেবদূতেরা সৃষ্ট হয়, পরে প্রাকৃতিক উপাদান। লাতিন ভাষায় ওল্ড টেস্টামেণ্ট অনুবাদ করে তিনি এই কথা বলেন। কিন্তু টমাস অ্যাকুইনাস এই মত খণ্ডন করে বলেন দেবদূতদের কাজ হলো বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদানে গড়া ভূস্বর্গলোকগুলিকে ঠিকমত চালনা করা। কিন্তু প্রাকৃতিক উপাদান তথা ভূস্বর্গ সৃষ্ট হবার আগেই যদি দেবদূতদের সৃষ্টি হয় তাহলে তারা সেই অন্তর্বর্তীকালে হাত গুটিয়ে শূন্যে বসেছিল এবং তা কখনো হতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বর একই সঙ্গে সব কিছু সৃষ্টি করেন।

তাহলে এইভাবে আমি তোমায় তিনটি প্রধান প্রশ্নের উত্তর দিলাম। কোথায় কেমন করে এবং কখন দেবদূতদের সৃষ্টি হয় এই তিন প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছি এম্পীরিয়ণে ঈশ্বর দেবদূতদের পরম পরিপূর্ণ প্রেম ও মঙ্গলের প্রতীকরূপে কাল ও স্থান সৃষ্টির সময় সৃষ্টি করেন।

এক থেকে কুড়ি পর্যন্ত গণনা করতে যত সময় লাগে তার থেকে কম সময়ের মধ্যে বিদ্রোহী দেবদূত লুসিফারের পতন ঘটে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভূলোক জুড়ে প্রবল কম্পন শুরু হয়। অন্যান্য দেবদূতেরা কিন্তু স্বর্গলোকে অবস্থান করেই আপন আপন নির্ধারিত কাজ করে গিয়ে স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করে যায়। মনে রাখবে বিনা দ্বিধায় ঈশ্বরের মহিমাকে স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যেই প্রকৃত আনন্দ লাভ করা যায়।

এবার আমার মনে হয় এই স্বর্গলোকের যাবতীয় তথ্য ও তত্ত্ব তুমি নিজের চেষ্টাতেই বুঝতে পারবে। তবে তুমি মর্ত্যে ফিরে গেলে সেখানে এমন তার্কিক আছে যারা অনেক সময় দেবদূতদের প্রকৃতি নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক করতে পারে তোমার সঙ্গে। এবিষয়ে সমস্ত সংশয় হতে তোমার জ্ঞান যাতে মুক্ত হয়, তোমাকে প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে পারে তার জন্য আমি তোমাকে আরো কিছু বলব।

এই দেবদূতেরা সৃষ্ট হবার পর ঈশ্বরের মুখের মাঝে তাকিয়ে যে পরম সুখের সন্ধান পায় তার আস্বাদ ত্যাগ করে সে মুখ থেকে তাদের দৃষ্টি আর কখনো সরিয়ে নেয়নি। অন্য কোন শব্দ দৃশ্য চিন্তা ভাবনা তাদের অখণ্ড ঈশ্বরপ্রীতি ও ঈশ্বরভক্তির মাঝে কোন ফাটল ধরাতে পারেনি।

মর্ত্যভূমিতে অনেক মানুষ জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে। কেউ ঈশ্বরে বিশ্বাস

রাখে আর কেউ বা আত্মপ্রতারণা করে। মর্ত্যমানব বেশী দিন এক পথে চলতে পারে না, বা এক মত পোষণ করতে পারে না। কিন্তু যে মানুষ পৃথিবীতে থেকে শাস্ত্রবাক্য মেনে চলতে পারে এবং তার ধর্মবিশ্বাস ও ঈশ্বরপীতি অক্ষুণ্ণ রেখে চলতে পারে সকল অবস্থাতে সেই মানুষই প্রকৃত সুখ লাভ করতে পারে। সাধারণতঃ পৃথিবীতে দেখা যায়, অনেক ধর্মযাজক ও ধর্মপ্রচারক শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করে নিজেদের কামনাপ্রসূত অনেক কথা ধর্মের বাণী বলে চালিয়ে দেয়। যেমন ধরো, অনেকে বলে যীশু যখন ক্রুসবিদ্ধ হন তখন দুপুরেই ঘন অন্ধকার নেমে এসেছিল সারা পৃথিবী জুড়ে। অর্থাৎ চন্দ্র যেন তার গতি পরিবর্তন করে পৃথিবী আর সূর্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ায় অকাল অন্ধকার নিয়ে এসেছিল পৃথিবীতে। পূবে পৃথিবীতে জেরুজালেমকে উত্তর গোলার্ধের কেন্দ্রস্থল এবং স্পেন ও ভারতকে পূর্ব প্রান্ত বলে মনে করা হত। কিন্তু একথা প্রচার করা হয় যে যীশু ক্রুসবিদ্ধ হওয়ায় সমস্ত গোলার্ধ এবং সব দিক দিগন্ত জুড়ে এক অন্ধকার বিরাজ করতে থাকে। এই সব কথা সত্যের অপলাপ। এই অসত্য কথার মধ্য দিয়ে ধর্মগত কোন সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। সাধারণে তা বুঝতেও পারে না এবং বিশ্বাসযোগ্য বলে ধরে নিতেও পারে না। চারণক্ষেত্র হতে খালি পেটে ফিরে যাওয়া ক্ষুধার্ত মেষপালের মত এই ধর্মপ্রচারকদের কাছ থেকে সাধারণ মানুষ কোন ধর্মগত সত্য লাভ না করেই হতাশ হয়ে ফিরে যায়। যীশু খৃস্ট তাঁর ধর্মপ্রচারকদের একথা বলেননি যে তারা যেন যত সব স্বকপোলকল্পিত মিথ্যা কাহিনী রটনা করে জনগণকে বিভ্রান্ত করে। তিনি তাদের ধর্মের প্রকৃত নীতি ও সত্যকে প্রচার করতে বলেছিলেন তাদের। ফ্লোরেন্স শহরের মধ্যে যেমন লাসি ও বিন্দি নামে বকাটে ছেলে মেয়েদের অভাব নেই তেমনি বর্তমানকালে পৃথিবীতে এই ধরণের দায়িত্বজ্ঞানহীন ধর্মপ্রচারকের অভাব নেই। তারা ধর্মপ্রচারের কাজকে হাসিঠাট্টার কাজ বলে মনে করে। তারা সাধারণ মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তাদের সামনে গর্ব প্রকাশ করে।

অথচ যীশু আসলে চেয়েছিলেন ধর্মপ্রচারকদের ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস হবে তাদের ঢাল আর ধর্মবাণীসমৃদ্ধ তাদের বলিষ্ঠ আত্মাই হবে তাদের তরবারি। এই নিয়েই তারা প্রতিকূল অবস্থা জয় করে ধর্মপ্রচার করে যাবে। কিন্তু আজকের প্রচারকেরা ধর্ম বা শাস্ত্রের বাণী ত্যাগ করে নিজেদের বাণী প্রচার করে যায়।

কিন্তু তাদের মনে রাখা উচিত শয়তানরা পাখি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ধর্মকে নাশ করার জন্য। তাছাড়া সাধারণ মানুষের মত কোন কিছু বিশ্বাস করতে চায় না। মিশরদেশে প্রাচীনকালে সেণ্ট এ্যানথনি নামে এক মঠাধ্যক্ষ সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি মঠের মধ্যে মার্জনা বিক্রির টাকা দিয়ে শূকর কিনে তাই পুষতেন।

দেবদূতদের পতনের ব্যাপারে আমি অনেক কথা বলেছি। আমাদের সময় কম। সুতরাং আমার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করতে হবে।

ড্যানিয়েলের বিচারগ্রন্থে দেখতে পাবে দেবদূতের সংখ্যা কত অগণ্য। পৃথিবীতে যত মানুষ যত মত ততই আছে দেবদূত। দেবদূতেরা সংখ্যায় অসংখ্য হলেও তারা এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের চৈতন্য হতেই আলোক পায়। সে আলো হলো অপরিসীম প্রেম, করুণা ও মঙ্গলের আলো। কিন্তু সব দেবদূত যেমন একভাবে ঈশ্বরকে দেখে না তেমনি সকলে সমান পরিমাণ আলো লাভ করে না। কারণ বিভিন্ন দেবদূতের মনের গঠনপ্রকৃতি বিভিন্ন হওয়ার জন্য তাদের মনোযোগ ও ঈশ্বরপ্রীতির মধ্যে তারতম্য আছে।

যে সব দেবদূত ঈশ্বরকে নিবিড়ভাবে দেখে তাদের অঙ্গজ্যোতি বেশী উজ্জ্বল দেখায়।

# ত্রিংশতি সর্গ

## ভূস্বর্গস্তরগুলির আকস্মিক বিলুপ্তি : বিয়াত্রিস রূপান্তরিত :

## এম্পীরিয়ণ

### কাহিনীসংক্ষেপ

দান্তে হঠাৎ দেখতে পেলেন দেবদূত পরিচালিত সেই সব স্বর্গলোকগুলি একে একে অদৃশ্য হয়ে গেল। তিনি বিয়াত্রিসের পানে তাকিয়ে দেখলেন তার অবয়ব এমন আশ্চর্যভাবে রূপান্তরিত হয়ে গেছে তা তিনি কোনমতে ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন না। বিয়াত্রিস বলল, তারা স্বর্গের সর্বোচ্চ স্তর এম্পীরিয়ণে এসে পড়েছে এবং এবার দান্তে দেবদূতদের রক্তমাংসের অবয়বে

দেখতে পাবেন। এখন আর তাদের শুধু আলোকমূর্তি দেখতে হবে না। প্রথমে চকিত এক আলোকোচ্ছ্বাস দান্তের চোখ দুটোকে প্রায় অন্ধ করে দিল। কিন্তু পরক্ষণেই দান্তের সে চোখের দৃষ্টি এত জোরাল ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল যে কোন কিছুই ম্লান করতে পারল না সে দৃষ্টির জ্যোতিকে। দান্তে প্রথম এক আলোর নদী দেখতে পেলেন। সে নদীতে স্নান করে তাঁর চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল আরও। দান্তে একবার দেখলেন তুষারশুভ্র গোলাপের পাপড়ি দিয়ে গড়া সিংহাসনের উপর সাধুপুরুষেরা উপবিষ্ট রয়েছেন। বিয়াত্রিস তার মাঝে আঙুল দেখিয়ে সপ্তম হেনরির শূন্য সিংহাসনটি দেখিয়ে দিল দান্তেকে। সেই সঙ্গে পঞ্চম ক্লিমেণ্টের ভাগ্যে কি আছে সে বিষয়েও ভবিষ্যদ্বাণী করল বিয়াত্রিস।

আমরা স্বর্গের সর্বোচ্চ স্তর এম্পীরিয়ণে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন পৃথিবীর সূর্য হয়ত মধ্যাহ্ন গগনে উঠে গেছে এবং তার ছায়া ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হতে শুরু করেছে। এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটা পরিবর্তন আমি লক্ষ্য করলাম। পৃথিবীতে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যেমন আকাশের তারাগুলি একে একে অপগত ও অদৃশ্য হয়ে যায়, তেমনি স্বর্গের এই সর্বোচ্চ স্তরে এসে দেখলাম অন্যান্য নয়টি স্বর্গলোক একে একে অদৃশ্য হয়ে গেল কোথায় আমি তার কিছুই বুঝতে পারলাম না।

এর অর্থ কিছু বুঝতে না পেরে আমি যথারীতি বিয়াত্রিসের পানে তাকালাম। এর আগে দেখেছি স্বর্গলোকের এক একটি স্তর অতিক্রম করে যতই উর্ধ্বতন কোন স্তরে উঠেছি ততই বেড়ে গেছে তার রূপলাবণ্য। উজ্জলতর হয়েছে তার অঙ্গজ্যোতি। তবু তা আপাতদুর্বোধ্য হলেও আমি বুঝতে পেরেছি। অনির্বচনীয় মনে হলেও তা আমি মোটের উপর প্রকাশ করেছি। কিন্তু এবার এই এম্পীরিয়ণে উঠে আসার পর বিয়াত্রিসের যে দেহসৌন্দর্য দেখলাম তা আমার জ্ঞানবুদ্ধির সীমার অতীত। তা কোনরূপে প্রকাশ করার সাধ্য আমার নেই। বিয়োগান্তক অথবা কোন মিলনান্তক কাব্যনাট্য লিখতে গিয়ে অবশেষে ব্যর্থ হয়ে অনেক কবি যেমন পরাজয় স্বীকার করে আমি তেমনি বিয়াত্রিসের রূপবর্ণনা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে পরাজয় মানছি। আমার ব্যর্থতাকে স্বীকার করছি। চোখ ধাঁধানো সূর্যের তীব্র আলোর মত বিয়াত্রিসের মুখের হাসি আমার চোখের সব জ্যোতি যেন ম্লান করে দিল মুহূর্তে।

আমার মর্ত্যজীবনে বিয়াত্রিসকে প্রথম দেখার পর হতে এই স্বর্গলোকে তাকে দেখার আগে পর্যন্ত রূপসৌন্দর্যের যথাযথ বর্ণনা আমি সার্থকভাবে করতে পারব। তার যত কিছু গুণের পরিচয় পেয়েছি তারও প্রশংসাগান করতে পারব। কিন্তু বিয়াত্রিসের যে অপরূপ রূপলাবণ্যের স্বর্গীয় সুষমা এই মুহূর্তে আমি দেখলাম তার কিছুই আমি বর্ণনা করতে পারব না। আমার মত কবির পক্ষে তা সম্ভব হবে না। তার জন্য চাই আমার থেকে অধিকতর শক্তিমান কোন কবি।

বিয়াত্রিস এতক্ষণে আমাকে বলল, আমরা এখন সমস্ত ভূস্বর্গলোক পার হয়ে স্বর্গের সর্বোচ্চ স্তরে উঠে এসেছি। এ স্বর্গলোক শুধু এক পবিত্র আলোয় পরিপূর্ণ। সে আলো প্রেমময় চৈতন্যের আলো। সে আলো মঙ্গলময় বিশুদ্ধ চৈতন্যের আলো। এই স্বর্গলোকে আছে দেবদূতেরা আর সাধুপুরুষদের পুণ্যাত্মা।

বিদ্যুতের চকিত আলোর মত জ্বলন্ত ও প্রাণবন্ত এক আলোর আগ্নেয় তরঙ্গ খেলে গেল আমার চোখের সামনে। আমি বুঝলাম এই স্বর্গলোক জুড়ে যে প্রেমের আলোর প্লাবন বয়ে চলেছে সে আলোয় অভিস্নাত না হলে আমার চোখের দৃষ্টি ঈশ্বর দর্শন করতে পারবে না।

এমন সময় আমি এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখলাম। আমি দেখলাম একটি আলোর নদী ঢেউ তুলে বয়ে চলেছে আর তার দুই তীরে চলেছে নবীন বসন্তের এক অন্তহীন সমারোহ। সেই নদী থেকে কতকগুলি উজ্জ্বল জীবন্ত অগ্নিস্ফূলিঙ্গ পাখির মত পাখা মেলে সোনারবরণ সুগন্ধি ফুলগুলোর সৌরভ উপভোগ করতে লাগল।

সেই সব অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলি ফুলের সুগন্ধ ও বসন্তের সমারোহ প্রাণভরে উপভোগ করার জন্য নদীজলে ডুবে যাচ্ছিল। বিয়াত্রিস বলল, এইগুলি যা দেখছ তা হচ্ছে তোমার ভবিষ্যতের দ্রষ্টব্য। অদূর ভবিষ্যতে তুমি যা যা দেখবে এগুলি তারই প্রতীক। এই আলোর নদী হচ্ছে ঈশ্বরের স্বতঃপ্রবহমান মহিমার প্রতীক। অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলি হলো দেবদূত আর ঐ সব হলুদ রঙের ফুলগুলি হলো সাধু পুরুষদের আত্মা।

যার চোখের আলো আমার একমাত্র সান্ত্বনার বস্তু, সেই বিয়াত্রিস আরও বলল, তোমাকে এই নদীর জল পান করতে হবে। তোমার ভবিষ্যৎ দর্শনীয় বস্তুগুলির এক আভাসিত ভূমিকা দান করছে এই সব দৃশ্যগুলি। কিন্তু এই

দৃশ্যবস্তুগুলি অপূর্ণ ছায়া তা মনে ভেবো না। আসলে ঈশ্বরের মহিমা এত সরাসরি প্রত্যক্ষ করার মত আধ্যাত্মিক ক্ষমতা তুমি অর্জন করতে পারনি। তুমি এখন ইন্দ্রিয়াতীত কোন বস্তু দেখতে পারবে না।

ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠে শিশু যেমন তার মায়ের স্তন্যপান করার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে আমিও তেমনি ব্যগ্রতা নিয়ে বিয়াত্রিসের কথামত সেই নদীর জল পান করলাম। আমার আগ্রহের আতিশয্য আর নিষ্ঠার অনন্যসাধারণ নিবিড়তা আমাকে দান করল এক অলৌকিক আধ্যাত্মিক ক্ষমতা।

সেই নদীজল পান করার সঙ্গে সঙ্গেই স্বচ্ছ হয়ে উঠল আমার দৃষ্টি। কোন ছদ্মবেশী মানুষ সহসা তার ছদ্মবেশ ত্যাগ করলে যেমন তার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে আমিও তেমনি আমার সম্মুখবর্তী দৃশ্যাবলীর আকস্মিক রূপান্তর দেখে সচেতন হয়ে উঠলাম আমার স্বরূপ সম্বন্ধে।

সহসা দেখলাম, সেই নদী আর জল ফুল ও নদীতীরের মত দৃশ্য কোন মন্ত্রবলে যেন রূপান্তরিত হয়ে গেছে। সমগ্র স্থান পরিণত হয়ে গেছে ঈশ্বরের দরবারে।

হে ঐশ্বরিক বিভূতি, তুমি আমাকে শক্তি দাও যাতে আমি ঈশ্বরের মহিমায় মণ্ডিত এই স্থানটির সমস্ত মাহাত্ম্য যথাযথভাবে বর্ণনা করতে পারি। আমি জানি ঈশ্বরের মহিমার আলো তাঁর সৃষ্ট মানুষকে দান করে তাঁকে প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা। সেই মূল গতিচক্রের ঊর্ধ্বদেশে বিরাজমান ঐশ্বরিক মহিমার যে স্থির আলো প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত হচ্ছে তার মধ্যেই আছে স্থায়ী শান্তি। সেই আলোর পানে প্রত্যক্ষভাবে তাকিয়ে অসীম অধ্যাত্মশক্তি লাভ করছে দেবদূত আর যত সব সেন্ট বা সাধুপুরুষদের আত্মারা।

ঐশ্বরিক মহিমার স্থিরোজ্জ্বল আলোকরাশি এমন এক বিশাল বৃত্ত রচনা করেছে সমস্ত স্বর্গলোকে যার মধ্যে সূর্যও হারিয়ে যেতে পারে। যার কাছে সূর্যের আলোও ম্লান হয়ে যাবে। কোন পর্বতের সানুদেশস্থ কোন হ্রদ বা জলাশয়ের স্থির জলে যেমন সেই পর্বতের বিশাল ছায়া পড়ে তেমনি সেই ঐশ্বরিক মহিমার আলোর স্বচ্ছতায় ঈশ্বরের রূপ আমি প্রত্যক্ষ করলাম।

কোনরূপ ভীত না হয়ে আমি আমার পূর্ণ চেতনায় নিবিড় ঈশ্বরের মহিমা প্রত্যক্ষ করে এক পরম আনন্দ লাভ করলাম। আমি বুঝলাম ঈশ্বরের এই রাজ্যে কোন প্রাকৃতিক উপাদান নেই। চারদিকে শুধু আলো আর আলো।

সেই আলোর বৃত্তটি এক সুরভিত শ্বেতগোলাপ রচনা করেছে যার পবিত্র সুবাসে আমোদিত হয়ে উঠল আমার মন।

আমার কথা বলার ইচ্ছা বুঝতে পেরে বিয়াত্রিস বলল, এবার দেখ ঈশ্বরের রাজ্য আর রাজসিংহাসন। সমস্ত স্থান কাল ও জাগতিক গৌণ কারণের পীড়ন হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে এক দিব্যদৃষ্টির আলোকে দেখ ঈশ্বরের রাজ্যের স্বয়ংসম্পূর্ণ এক মহিমা। তোমার মৃত্যুর পূর্বেই তুমি স্বচক্ষে দেখে গেলে এ রাজ্যের অপার্থিব ঐশ্বর্য।

রাজা সপ্তম হেনরি একদিন আসবেন। পোপ পঞ্চম ক্লীমেণ্ট আর তোমাদের গুয়েলফ দল রাজা হেনরির সুশাসনে বাধা সৃষ্টি করেছিল। লোভ আর লালসাই কি এই হীন বাধাদানের কারণ? পোপ পঞ্চম ক্লীমেণ্ট একবার হেনরিকে আশ্বাস দেন হেনরি ইতালি এলে তিনি তাঁকে সমর্থন করবেন এবং সেখানে তিনি তাঁকে রাজারূপে অভিষিক্ত করবেন। কিন্তু হেনরি ইতালিতে আসার পর ক্লীমেণ্ট তাঁর সমর্থন প্রত্যাহার করেন।

ক্লীমেণ্টের আগে পোপ ছিলেন অষ্টম বনিফেস। বনিফেসও ছিলেন সমান স্বার্থপর ও অর্থলোভী। পোপ নিকোলাস একদিন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ক্লীমেণ্ট আসার সঙ্গে সঙ্গে অষ্টম বনিফেসের পতন ঘটবে। সে ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়।

## একত্রিংশ সর্গ

### এম্পীরিয়ণ : স্বর্গবাসী দেবদূত ও সাধুপুরুষেরা

### কাহিনীসংক্ষেপ

দান্তে তাঁর সামনে দেখলেন সাধুপুরুষদের মুক্ত আত্মার পাপড়ি সমন্বিত তুষারশুভ্র আলোর এক গোলাপ শোভা পাচ্ছে বিস্তৃত ক্ষেত্র জুড়ে। কয়েক ঝাঁক মধুমক্ষিকার মত কয়েকজন দেবদূত সে গোলাপের উপর উড়ে উড়ে অনন্ত শান্তি আর প্রেমের মন্ত্র ধ্বনিত করে তুলছিল মৃদু গুঞ্জরণে। মর্ত্যলোকের তুলনায় অনন্ত শান্তি ও সৌন্দর্যে মণ্ডিত এই স্বর্গীয় শোভা দেখে এক অপার বিস্ময়ে অভিভূত ও স্তব্ধ হয়ে গেলেন দান্তে। এই স্বর্গীয় শোভা সম্পর্কে কিছু

শোনার প্রত্যাশা করে বিয়াত্রিসের পানে চাইতেই দান্তে দেখলেন তার জায়গায় অন্য এক আত্মা রয়েছে, বিয়াত্রিস কোথায় চলে গেছে। এই আত্মা হলো সেণ্ট বার্ণার্ডের। ঈশ্বর সমীপে যাবার ও তাঁকে প্রত্যক্ষ করার উপযুক্ত বোধি ও অধ্যাত্মশক্তি দান্তেকে দান করেছে বিয়াত্রিস। তার কাজ শেষ করে সে চলে গেছে। সেণ্ট বার্ণার্ড এবার দান্তেকে ঈশ্বরসমীপে নিয়ে যাবেন। তবে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়নি বিয়াত্রিস। দান্তে উপর দিকে তাকিয়ে দেখলেন, ঊর্ধ্বলোকে এক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রয়েছে সে। সেণ্ট বার্ণার্ড দান্তেকে বললেন, আরও উপরে তাকিয়ে দেখ। দান্তে দেখলেন সেই আলোর বৃত্তের শেষ প্রান্তে অসংখ্য দেবদূতের দ্বারা পরিবৃত হয়ে কুমারী মেরী বিরাজ করছেন।

আমার সামনে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলাম শুভ্র সমুজ্জ্বল আলোর বিশাল শ্বেত গোলাপ ফুটে রয়েছে। তার মধ্যে যে ফুটন্ত পাপড়িগুলি রয়েছে সে পাপড়িগুলি সাধুপুরুষদের আত্মা। আমি আরও দেখলাম সেই গোলাপের পাপড়িগুলির উপরে পক্ষবিশিষ্ট বহু দেবদূত মধুপিপাসু অলিদলের মত পাখা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে আর মৃদু গুঞ্জরনে পরম স্রষ্টা ঈশ্বরের গুণগান করছে। কখনো সেই সব পাপড়ির উপর বসে, কখনো বা তার উপর উড়ে বেরিয়ে তারা যে অফুরন্ত প্রেম ও শান্তি লাভ করেছে তারই মহিমার কথা প্রচার করছিল।

সেই শ্বেতগোলাপের ঊর্ধ্বে ঈশ্বরের যে পূর্ণ জ্যোতি বিরাজ করছিল তার ছটা কিছুমাত্র ম্লান হয়নি দেবদূতদের উপস্থিতিতে। দেবদূতেরা কোন ছায়াপাত করেনি। অবশ্য ঈশ্বরের পূর্ণ জ্যোতির গতিপথে জাগতিক বা মহাজাগতিক কোন বস্তুই বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। তেমনি যে নবীন ও প্রাচীন সাধু পুরুষদের আত্মা ঐক্য ও প্রেমের মন্ত্রে সঞ্জীবিত হয়ে এখানে অবিচ্ছিন্ন শান্তি উপভোগ করছে তাদের সেই স্বর্গীয় শান্তি ও কোন কিছুর দ্বারা ক্ষুণ্ণ হয় না কখনো।

হে সিদ্ধপুরুষগণ, তোমাদের সম্মিলিত আত্মারা যেন একটি উজ্জ্বল ধ্রুব-তারার মত আমাদের বাত্যাতাড়িত জীবনতরীকে পথ দেখায়। যে আকাশে হেলিস বা ডায়েনার অন্যতম সহচরী আর পুত্রসন্তান নক্ষত্ররূপে আজও জ্বলতে থাকে সে আকাশে তোমাদের সম্মিলিত দীপ্তি দান করবে এক পবিত্র উজ্জ্বলতা। রোমের যে ল্যাতেরান প্রাসাদ সম্রাট নীরোর আমল থেকে পোপ-দের দান করা হয় তার ঐশ্বর্য আমি স্বচক্ষে দেখেছি। কিন্তু এই স্বর্গলোকের শোভা ও ঐশ্বর্যের সঙ্গে মর্ত্যের কোন ঐশ্বর্যের তুলনা হয় না। মর্ত্যের কোন

ঐশ্বর্য দেখে কখনো আমি এমনভাবে অভিভূত হইনি। এমন ভাষাহারা স্তব্ধতায় কখনো নীরব হয়ে যাইনি।

তীর্থযাত্রীরা তীর্থক্ষেত্রে এসে দেবতার বেদীমূলে দেবতাকে প্রত্যক্ষ করে যেমন নূতন আশায় সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে, আমিও তেমনি সেই আলোকবৃত্তের মধ্যে কতকগুলি জীবন্ত আলোকমূর্তি দেখে নূতন আশায় আশান্বিত হয়ে উঠলাম। আমার মনে হলো সেই সব আলোকমূর্তিগুলি ঈশ্বরের হাসির আলো থেকে তাদের অঙ্গজ্যোতি লাভ করছে।

এই নূতন স্বর্গলোকের গঠনপ্রকৃতি সম্বন্ধে আমার কৌতূহল বেড়ে গেল। আমি বিয়াত্রিসের মুখপানে তাকালাম উত্তরের আশায়। কিন্তু বিয়াত্রিসকে আমি দেখতে পেলাম না। তার জায়গায় দেখলাম, ক্লেয়ার ভক্তের মঠাধ্যক্ষ সেণ্ট বার্ণার্ড শান্ত সৌম্য মূর্তিতে এক উজ্জ্বল মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। শান্ত ও পিতৃসুলভ এক মমতা ও করুণায় ঘন সেই মূর্তিটিকে আমি বললাম, বিয়াত্রিস কোথায়?

সে মূর্তি উত্তর করল, তোমার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বিয়াত্রিসই আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে তোমার কাছে। ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করে দেখ তৃতীয় বৃত্তে একটি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আছে বিয়াত্রিস।

সঙ্গে সঙ্গে আমি উপরে তাকিয়ে দেখলাম, বহু ঊর্ধ্বে একটি সিংহাসনে বসে আলোক বিকীর্ণ করছে বিয়াত্রিস। বজ্রাধিপতি দেবরাজের রাজ্যে বিয়াত্রিস বসে থাকলেও আমি তার মূর্তি স্পষ্ট দে ত পেলাম। আমি তাকে সম্বোধন করে বললাম, তুমিই আমার আশা ভরসার একমাত্র উৎস। তুমিই আমাকে নরকপ্রদেশ হতে এই স্বর্গলোকে পথ দেখিয়ে এনেছ। এখানে আমি যা কিছু দেখেছি, ঈশ্বরের যে বিচিত্র মহিমা আমি প্রত্যক্ষ করেছি তা তোমারই কৃপা, করুণা ও মমতায় সম্ভব হয়েছে। আমার যে আত্মা একদিন ছিল কামনার ক্রীতদাসমাত্র আজ সে আত্মাকে তুমিই মুক্তির পথ দেখিয়েছ। আমাকে আর একটু করুণা ভিক্ষা দাও যাতে তোমার এই রূপ ও মহিমাকে আমি অমর করে রেখে দিতে পারি।

কিন্তু আমার এই প্রার্থনায় কোন সাড়া দিল না বিয়াত্রিস। মনে হলো, বিয়াত্রিস যেন আরও উর্ধ্বে চলে গেল। বজ্রের উৎসদেশ হতে সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত যে দূরত্ব আমার ও বিয়াত্রিসের মাঝেও ততখানি দূরত্ব বিরাজ করতে লাগল।

তখন সেণ্ট বার্ণার্ড আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তোমার আত্মার যাত্রা এবার শেষ হবে। বিয়াত্রিসের করুণা আর তোমার প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে তোমার কাছে।

অবগুণ্ঠিতা সেণ্ট ভেরোনিকার বস্ত্রের উপর যীশু খৃস্টের অবিকৃত মূর্তির ছাপ দেখে যেমন তীর্থযাত্রীর দল বিস্মিত ও ভীত হয়ে পড়ে, তেমনি সেণ্ট বার্ণার্ডের মূর্তির পানে তাকিয়ে শ্রদ্ধা বিমিশ্রিত এক বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম আমি কারণ সেণ্ট বার্ণার্ড এমনই এক সিদ্ধপুরুষ যিনি ধ্যান ও যোগ-সাধনার মাধ্যমে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেন।

আমাকে সম্বোধন করে সেণ্ট বার্ণার্ড আবার বললেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য হে মর্ত্যমানব, এই আলোকবৃত্তের শেষ প্রান্তসীমায় দৃষ্টিপাত করে দেখ, দেখবে সেখানে রয়েছে মেরীর সিংহাসনারূঢ়া মূর্তি যাকে এই স্বর্গলোকের সকলেই অর্থাৎ প্রতিটি দেবদূত ও সাধুপুরুষ গভীরভাবে ভক্তি করে।

সেণ্ট বার্ণার্ডের কথামত আমি উপরে তাকালাম। প্রভাতরশ্মির দ্বারা সমুজ্জ্বল পূর্বদিগন্তের রূপ যেমন ম্লান পশ্চিম দিগন্ত হতে অনেক বেশী, পার্বত্য উপত্যকাপ্রদেশের থেকে পর্বতশৃঙ্গের শোভা যেমন অনেক বেশী তেমনি আমি দেখলাম আমরা যে লোকে দাঁড়িয়ে রয়েছি তার সব কিছুকে ম্লান করে দিয়ে মেরী সে লোকে অধিষ্ঠিত রয়েছেন সে লোকের উজ্জ্বলতা অপরূপভাবে শোভা পাচ্ছে। সে উজ্জ্বলতা অতুলনীয়। যে সূর্যের রথরশ্মি ধারণ করে ফীটন সে রথ চালাতে না পেরে মর্ত্যে পড়ে যায় আর সেই রথে আগুন ধরে যায় সেই সূর্যের থেকে মেরীর অঙ্গবিচ্ছুরিত জ্যোতি আরও অনেক বেশী উজ্জ্বল। আমি আরো দেখলাম মেরীর চারপাশে প্রায় সহস্র দেবদূত আপন আপন উজ্জ্বল রূপ নিয়ে সুমধুর স্বরে গান গেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের আনন্দরসঘন সুরমাধুর্য ঝরে পড়ছিল সমগ্র স্বর্গলোক জুড়ে।

আমার যদি উপযুক্ত ভাষার সম্পদ থাকত তাহলে আমি যে অতুলনীয় স্বর্গীয় শোভার ঐশ্বর্য প্রত্যক্ষ করেছিলাম তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করতাম। কিন্তু দেবদূতদের দিব্য আনন্দের কণামাত্রও বর্ণনা করার সাধ্য বা সাহস আমার নেই।

মেরীর পানে আমাকে সেইভাবে ভক্তি ও শ্রদ্ধাবনতচিত্তে তাকিয়ে থাকতে দেখে সেণ্ট বার্ণার্ডও সেইদিকে ভক্তিভরে তাকালেন

# দ্বিত্রিংশতি সর্গ

## স্বর্গীয় গোলাপ : সেণ্ট বার্ণার্ড কর্তৃক সাধুপুরুষদের পরিচয় দান

### কাহিনীসংক্ষেপ

সেণ্ট বার্ণার্ড দান্তের দৃষ্টিকে ঠিকপথে চালনা করে দেখালেন সেই স্বর্গীয় আলোর শ্বেত গোলাপের পাপড়িগুলির মাঝে কোন কোন সাধুপুরুষদের আত্মা অধিষ্ঠিত আছে। সমস্ত আত্মার চূড়ান্ত মুক্তি নির্ভর করছে খৃস্টের উপর এবং বিভিন্ন আত্মা বিভিন্ন পরিমাণ স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করছে। আত্মাভেদে এই স্বর্গীয় সুখের তারতম্য আবার প্রশ্ন জাগিয়ে তুলল দান্তের মনে। সেণ্ট বার্ণার্ড বললেন, এটাই হলো বিধির বিধানের রহস্য। সেণ্ট বার্ণার্ড এবার দান্তেকে কুমারী মেরীর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বললেন। তারপর তিনি একে একে সব সাধুপুরুষদের নাম বললেন এবং লুসিয়ার নাম বলে শেষ করলেন। অবশেষে দুজনেই একযোগে যখন উপরে মুখ তুলে তাকালেন তখন প্রার্থনা শুরু করলেন সেণ্ট বার্ণার্ড।

সেই ধ্যান ও যোগসিদ্ধ পুরুষ সেণ্ট বার্ণার্ড আমার পথপ্রদর্শকরূপে নিযুক্ত হয়ে সানন্দে বললেন, যিনি সাধুপুরুষদের আত্মাকে সব পাপ হতে মুক্ত করে স্বর্গলাভের অধিকারী করে তোলেন তিনি হচ্ছেন এই মেরী। এই মেরীর পদ-তলে যে সুন্দরী মহিলা রয়েছেন তিনি হচ্ছেন আমাদের আদিমাতা ঈভ যিনি সেই শয়তান সাপের বশীভূত হয়ে স্বর্গ হতে নিজেদের ডেকে নিয়ে আসেন।

মেরীর সিংহাসনের চারপাশে যারা বসে রয়েছে তারা হলো র‍্যাশেল, সারা, রেবেকা, জুডিথ আর ডেভিডের প্রপিতামহী রুথ। র‍্যাশেলের আর একটি সিংহাসনে বসে রয়েছে বিয়াত্রিস। বিয়াত্রিস যখন একদিন এইভাবে বসেছিল র‍্যাশেলের পাশে তখন মেরী লুসিয়াকে তার কাছে পাঠিয়ে তোমার দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁর। বিয়াত্রিস তখন কবিবর ভার্জিলকে তোমার উদ্ধারের জন্য পাঠান এবং তিনিই তোমাকে পথ দেখিয়ে নরক ও পরিশুদ্ধির রাজ্য পার করে স্বর্গের প্রথম স্তরে নিয়ে যান। সেখান থেকে বিয়াত্রিস তোমাকে পথ দেখিয়ে স্বর্গলোকের সব স্তরগুলি একে একে পার করে এই সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে এসে আমার উপর তোমার ভার দিয়ে চলে যায় নিজের আসনে।

র‍্যাশেল থেকে ঈভ পর্যন্ত ইহুদী মহিলারা খৃস্টের জন্মের আগেই খৃস্টের আবির্ভাবে বিশ্বাস করতেন। র‍্যাশেল ছিলেন জ্যাকবের দ্বিতীয় স্ত্রী এবং জোশেফ ও বেনজামিনের মাতা। সারা ছিলেন আব্রাহামের স্ত্রী ও আইজাকের মাতা। রেবেকা ছিলেন আইজাকের স্ত্রী আর জ্যাকব ও এসাউর মাতা। জুডিথ ছিলেন সেরারিসের কন্যা। এসিরীয়রা বেথুনিয়া নগর অবরোধ করলে জুডিথ ঘুমন্ত হলোফাসকে হত্যা করে বেথুনিয়া রক্ষা করেন। রুথ ছিলেন ডেভিডের প্রপিতামহী। ডেভিডই 'মীসেয়ার মিই' নামে অনুশোচনামূলক প্রার্থনাগানটি রচনা করেন। ডেভিড নিজে একবার একটি পাপকাজে লিপ্ত হয়ে পড়েন। তিনি ইউরিয়ার স্ত্রী বাথসেবার সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে আবদ্ধ হন। কালক্রমে ডেভিডের ঔরসে এক অবৈধ সন্তান গর্ভে ধারণ করেন বাথসেবা। ডেভিড তখন বাথসেবাকে বিবাহ করার জন্য ইউরিয়াকে যুদ্ধে হত্যা করার চক্রান্ত করেন। বাথসেবা ডেভিডকে বিবাহ করেন এবং সলোমন নামে এক পুত্র-সন্তান প্রসব করেন। এই সাতজন পুণ্যবতী ইহুদী মহিলার মাঝে ঈভকেও ধরা হয় কারণ ঈভ হচ্ছেন আদিমাতা। তাঁর থেকেই মানবজাতির উৎপত্তি হয়। এজন্য একদিক দিয়ে তিনি যীশু খৃস্টেরও পূর্বপুরুষ।

এর পর দেখ এই শ্বেতগোলাপের আর একটি দিক যেদিকের পাপড়িগুলি বেশ সজীব এবং আরো সতেজ। এই পাপড়িগুলি সেই সব সাধুপুরুষদের আত্মার প্রতীক যারা খৃস্টের জন্মের আগে তাঁর উপর অটল বিশ্বাস রেখে ধর্মসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। তাহলে দেখছ এই আগের বৃত্তের মধ্যে আছে ওল্ড টেস্টামেণ্ট ও নিউ টেস্টামেণ্ট বর্ণিত ধর্মবিশ্বাসে সিদ্ধ সাধক সাধিকাদের আত্মা। তারা আপন আপন আসনে অধিষ্ঠিত আছে। খৃস্টের জন্মের আগে একদল সাধক বিশ্বাস করতেন 'এম্যানুয়েল ক্রাইস্ট' অর্থাৎ ঈশ্বর আমাদের মধ্যেই আছেন। এই মানবজাতির মধ্যেই ঈশ্বর একদিন আবির্ভূত হবেন।

ইহুদী মহিলাদের আসনের বিপরীত দিকে যে সব আসন আছে তাতে অধিষ্ঠিত আছেন সেণ্ট উপাধিধারী সিদ্ধ সাধুপুরুষেরা। এদের মধ্যে প্রথমে আছেন মহান সেণ্ট জন। সেণ্ট জন তাঁর ধর্মবিশ্বাসের জন্য যীশু ক্রুসবিদ্ধ হবার ছ বছর আগে প্রাণবলি দেন। নরকপ্রদেশের লিম্বো অঞ্চলে তাঁকে দু'বছর অপেক্ষা করতে হয়। তারপর খৃস্ট এসে তাঁর আত্মাকে মুক্ত করেন। এর পর আছেন সেণ্ট ফ্রান্সিস, সেণ্ট বেনেডিক্ট ও সেণ্ট অগাস্টাইন। এইভাবে সাতজন ইহুদী মহিলার বিপরীত দিকে সাতটি আসনে অধিষ্ঠিত আছেন

সাতজন সাধুপুরুষ। এঁদের মধ্যে একটি আসন এখনো শূন্য পড়ে আছে তা হলো সপ্তম হেনরির।

এ ছাড়া আছে কিছু শিশুদের আত্মা। যে সব শিশু প্রাপ্তবয়স্ক হবার আগে অর্থাৎ যুক্তিবোধ বা ন্যায় অন্যায় বিচারক্ষমতা লাভ করার আগে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তারাও এখানে আছে। তবে জেনে রেখো, এখানে কোন আত্মা সব সময় আপন গুণানুসারে আসন পায় না। কে কোন আসনে অধিষ্ঠিত হবে তা নির্ভর করে খৃস্টের করুণার উপর।

আমি জানি তোমার মন আরো এক সংশয়ের দ্বারা পীড়িত হচ্ছে। সেই সংশয়কে কেন্দ্র করে তোমার মনের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে যত সব জটিল চিন্তার জাল। আমি সে জাল থেকে সে সংশয়ের পীড়ন থেকে মুক্ত করব তোমায়।

জেনে রেখো, এই ঈশ্বরের রাজ্যে কোন কিছু দৈবাৎ ঘটে না। এখানে বিভিন্ন দেবদূত ও আত্মা আপন আপন গুণগত তারতম্য অনুসারে আপন আপন স্বর্গসুখের আস্বাদ লাভ করলেও ঈশ্বরের পরম ইচ্ছাই হলো সব কিছুর চূড়ান্ত মাপকাঠি। কোন আত্মা শুধু গুণের জোরে এখানে কিছু পায় না। ঈশ্বরের অমোঘ অপরিবর্তনীয় ইচ্ছাই হলো তাঁর ন্যায়বিচার। আমাদের এ রাজ্যের যিনি রাজা তিনি শুধু আমাদের কাছ থেকে ও সকলের কাছ থেকে চান শুধু ভালবাসা আর ভক্তি। কোন প্রশ্ন চান না।

তুমি শুধু বুঝে রাখবে, ঈশ্বরের মহিমার দান কার উপর কিভাবে বর্ষিত হয়। মানুষের ভাগ্য বিধিনির্দিষ্ট বা পূর্বনির্দিষ্ট কি না কেউ বলতে পারে না। সব কিছু নির্ভর করে ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর। ধর্মশাস্ত্রে রেবেকার দুই যমজ সন্তানের কথা পড়েছ? তাদের নাম হলো জ্যাকব ও এসাউ। তারা একই মায়ের দুই সন্তান হলেও ঈশ্বর বললেন তাঁর ইচ্ছানুসারে অগ্রজ অনুজের দাসত্ব করবে। কারণ আমি জ্যাকবকে বেশী ভালবাসি।

প্রাচীনকালে পিতামাতার ধর্মবিশ্বাসের বলে তাদের শিশুদের স্বর্গলাভ হত। নির্দোষ শিশু অবস্থায় মারা গেলে তার কোন পাপ না থাকায় নরক ভোগ করতে হত না। তার উপর ধর্মবিশ্বাস থাকলে তার সহজেই স্বর্গলাভ হত। সেটা মানবজাতির আদি যুগের কথা পরে শিশুদের মুক্তির জন্য ছুন্নত করা হত। পরে খৃস্টধর্ম প্রবর্তিত হলে নবজাত সন্তানদের প্রথাগতভাবে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করা হত। তা না করা হলে তাদের নরকবাস করতে হত।

এখন যে মুখমণ্ডলের সঙ্গে খৃস্টের মুখের সাদৃশ্য আছে সেই মেরীর মুখপানে

তাকিয়ে দেখ। তাঁর মুখমণ্ডলের উজ্জ্বলতাই তোমাকে এমন এক শক্তি দান করবে যার দ্বারা তুমি খৃস্টের মুখ দেখতে পাবে।

আমি তাকিয়ে দেখলাম। সে মুখের উপর এমন এক আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও পবিত্রতা বিরাজ করছিল যা দেখতে দেখতে আমি সব কিছু বিস্মৃত হয়ে গেলাম। আমি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারছিলাম না। আমি এর আগে পৃথিবীতে এমন করে কোন বস্তু দেখেছি বলে মনে হয় না।

যে দেবদূত মেরীর পায়ের কাছে বসেছিল সে মেরীর নামে প্রার্থনা গান করতে লাগল। বলল, 'হে মহিমাময়ী মেরী!'

সেই প্রার্থনাগানের উত্তরে আর একটি প্রার্থনাগানে বলা হলো, হে পরম-পিতা, কেন তুমি শেষ বিদায়ের পর আমাদের আবার মর্ত্যে পাঠিয়ে তোমার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত করো? অনন্তকাল ধরে এই রীতিই তোমার চলে আসছে।

গ্যাব্রিয়েল নামে সেই দেবদূত আমার উদ্দেশ্যে বলল, এমন জ্বলন্ত প্রেম ও ভক্তিসহকারে কোন সে দেবদূত তাকিয়ে আছে মেরীর মুখপানে? তাকে পবিত্র হুতাশনের মতই উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

আমি দেখলাম মেরীর করুণায় গ্যাব্রিয়েলের মুখমণ্ডল প্রভাতসূর্যের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই গ্যাব্রিয়েলই একদিন মেরীর কাছে খৃস্টধর্মের জয় ঘোষণা করেন।

মেরীর কাছে দুদিকে যে দুজন রয়েছেন তাদের একজন হলেন আমাদের আদিপিতা আদম আর একজন হলেন সেণ্ট পিটার যিনি এই চার্চপ্রথার প্রবর্তন করেন।

তারপর আর যাঁরা মেরীর কাছাকাছি রয়েছেন তাঁরা হলেন সেণ্ট জন আর মোজেস। সেণ্ট জনই একদিন চার্চের ক্রমাবনতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। খৃস্টের তিরোধানের আগে। যীশুখৃস্ট ক্রুসবিদ্ধ হওয়ার পর বিভিন্ন-ভাবে খৃস্টধর্মের উপর যে বিপর্যয় নেমে আসে তাতে সেণ্ট জনের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়। মোজেস নিজে ঈশ্বরপ্রেরিত ও ঈশ্বরের অনুগৃহীত ব্যক্তি হলেও তাঁর সহচরগণ ছিল অস্থিরমস্তিষ্ক ও বিদ্রোহী।

সেণ্ট পিটারের বিপরীত দিকে যিনি রয়েছেন তিনি হলেন আন্না কুমারী মেরীর মাতা। তিনি সব সময় প্রার্থনা গান গাইতে গাইতে তাঁর কন্যার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। আর আমাদের বিপরীত দিকে যে মহিলা

বসে রয়েছেন তিনি হলেন লুসিয়া, বিয়াত্রিস যাকে ভার্জিলের কাছে পাঠিয়ে তোমাকে মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করে।

কিন্তু যেহেতু আমাদের সময় খুবই স্বল্প, হিসাবী দর্জির মত আমরা আমাদের কাপড়ের পরিমাণ অনুসারে জামা করব, অর্থাৎ সময় বুঝে কাজ করব। এখন আমরা এ প্রসঙ্গের এখানেই শেষ করব। এখন তুমি উর্ধ্বলোকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পরম প্রেমময় ঈশ্বরের সন্ধান করবে। কিন্তু তোমার নিম্নমুখী দৃষ্টি যাতে উর্ধ্বমুখী হতে পারে তার জন্য আগে প্রার্থনা করতে হবে। আগে কুমারী মাতা মেরীর কাছে প্রার্থনা করে তাঁর করুণা ভিক্ষা করতে হবে। কারণ জগন্মাতা মেরীর করুণা ছাড়া কোন আত্মা ঈশ্বরের সমীপবর্তী হতে পারে না।

অতএব সেই মেরীর করুণার জন্য আমার অন্তরের সঙ্গে তোমার অন্তরকে যুক্ত করে একযোগে প্রার্থনা করো। ভক্তির নিবিড় বন্ধন হতে তোমার অন্তর যেন কিছুমাত্র স্খলিত না হয়।

# ত্রিত্রিংশতি সর্গ

## স্বর্গীয় গোলাপ : সেণ্ট বার্ণার্ডের প্রার্থনা

### কাহিনীসংক্ষেপ

দান্তে যাতে ঈশ্বর সমীপে গিয়ে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন তার জন্য কুমারী মাতা মেরীর কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন সেণ্ট বার্ণার্ড। তাঁর প্রার্থনা গ্রহণ করে মেরী উর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করে এক ইশারা করতেই দান্তেও উর্ধ্বে তাকালেন তাঁর মত। অবশেষে দান্তের সেই উর্ধ্বমুখী দৃষ্টি সব কুয়াশা ভেদ করে জাগতিক ও মহাজাগতিক সকল আলোর উৎস এক পরম জ্যোতির সন্ধান পেলেন। সেই পরম জ্যোতির মধ্যে দান্তে দেখলেন সমস্ত দেশ কাল ও বিচিত্র বিশ্বসৃষ্টির সমন্বিত রূপ। সেই জ্যোতির মধ্যে খৃস্টকে ঈশ্বররূপে প্রত্যক্ষ করে ধন্য হলেন দান্তে। তারপর তিনি যা দেখলেন তা আর ভাষায় প্রকাশ করতে পারলেন না; শুধু ঈশ্বরের প্রতি তাঁর অখণ্ড অন্তরের সমস্ত প্রেমভক্তি ও ইচ্ছাশক্তি নিঃশেষে সমর্পণ করার পবিত্র স্মৃতি জেগে রইল তাঁর

মনে। এ ছাড়া আর কিছু মনে নেই তাঁর। আর কিছু প্রকাশ করতে পারবেন না তিনি।

হে কুমারী মাতা মেরী, তোমার যে পুত্র সমগ্র বিশ্বজগতের ছোট বড় সব কিছুর পরম স্রষ্টা তুমি তাঁরই সৃষ্টি। তুমি তাঁরই কন্যা, তোমার মাধ্যমেই পরম ঈশ্বর ও পরম স্রষ্টা নিজেকে মানুষরূপে সৃষ্টি করে মানবজাতিকে এক অতুলনীয় মহিমায় মণ্ডিত করে তোলেন। চিরপ্রস্ফুটিত এই স্বর্গীয় গোলাপের মধ্যে যে প্রেমের আলো রয়েছে তুমি তাকে আরো উজ্জ্বল করে দিয়েছ। মর্ত্যলোকে অসংখ্য মরণশীল মানুষের কাছে তুমি এক জীবন্ত আশার মূর্ত প্রতীকস্বরূপ। তোমার প্রতিমূর্তি আশা সঞ্চার করে থাকে অসংখ্য মর্ত্যমানবের নৈরাশ্য-নিপীড়িত মনে।

হে জগন্মাতা, কী অতুলনীয় তোমার মহিমা! যারা তোমার কাছে নতজানু হয়ে প্রার্থনা না করে ঈশ্বরের প্রার্থনা করে তারা কখনই চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক সমুন্নতি লাভ করতে পারে না।

তুমি এমনই করুণাময়ী যে যারা তোমার প্রার্থনা করে শুধু তারাই যে তোমার করুণা লাভ করে তা নয়, তোমার প্রার্থনা করার আগেই অনেক ভক্ত তোমার করুণা লাভ করে থাকে। সারা বিশ্বজগতে যেখানে যত দয়া উদারতা দেখা যায় তা তোমার মধ্যে পূর্ণরূপে বিরাজমান।

আমার পার্শ্ববর্তী এই ব্যক্তিটি নরকের গভীরতর প্রদেশ হতে একে একে সব স্তর অতিক্রম করে এই স্বর্গলোকে এসে সাধুপুরুষদের মহান আত্মগত সাহচর্য লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। হে দেবী, তোমার নিকট ওর প্রার্থনা তুমি ওকে এমন এক আধ্যাত্মিক শক্তি দান করো যার সাহায্যে ও আরো ঊর্ধ্বলোকে উন্নীত হয়ে সেই পরম জ্যোতিকে প্রত্যক্ষ করতে পারে।

আমি আমার নিজের জন্য যে প্রার্থনা কোনদিন করিনি সেই প্রার্থনা করছি এই ব্যক্তিটির জন্য। প্রার্থনা করছি যাতে এই প্রার্থনার জন্য উপযুক্ত অধ্যাত্মশক্তি ও যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। যে সব সংশয় ও নিষ্ঠাহীনতা মরণশীল মানুষদের সকল প্রার্থনার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে তোমার প্রসাদে সেই সব অন্তরায় যেন অপসারিত হয় নিঃশেষে।

হে স্বর্গলোকের রাণী, তোমার কাছে আমার আরো প্রার্থনা, তুমি যেন ওর আত্মার পবিত্রতাকে চিরদিন রক্ষা করো, মানবিক যত প্রবৃত্তিনিচয়ের বশবর্তী হয়ে ওর আত্মা যেন কখনো কলুষিত না হয়।

আমি শুধু একা নই, তোমার নিকট এই বরদানের জন্য বিয়াত্রিস ও সব সাধুপুরুষেরাও সমবেতভাবে প্রার্থনা জানাচ্ছে তোমার কাছে।

জগন্মাতা মেরীর যে চক্ষুদুটিকে স্বয়ং ঈশ্বর শ্রদ্ধা করেন সেই মেরী প্রার্থনারত সেণ্ট বার্ণার্ডের দিকে করুণাভরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, 'কেউ প্রার্থনা করলেই আনন্দ বর্ধিত হয়। অতঃপর তিনি তাঁর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে উধ্বলোকস্থ সেই পরম জ্যোতির উপর উৎক্ষিপ্ত করলেন। কোন জীবন্ত মানুষ কখনো সেই জ্যোতির দিকে তেমন স্থিরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারে না।

আমি আমার অন্তরে অনুভব করলাম আমার সব কামনা বাসনা যেন নিঃশেষিত হয়ে আসছে একে একে। শীতল হয়ে গেছে যেন কামনার সব উত্তাপ।

এক নীরব হাসি ও ইশারার মাধ্যমে সেণ্ট বার্ণার্ড আমাকে কি করতে হবে তার নির্দেশ দান করলেন। তাঁর সেই নির্দেশমত আমি উর্ধ্বে মুখ তুলে তাকালাম। আমি দেখলাম আমার দৃষ্টি আগের থেকে আরো অনেক বেশী স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। সেই স্বচ্ছতর দৃষ্টি নিয়ে আমি সকল সত্যের উৎসস্বরূপ সেই পরম জ্যোতি ভেদ করে তার মাঝে কি আছে তা দেখার চেষ্টা করলাম। দেখতে দেখতে আমার দৃষ্টি এমন এক সুউচ্চ স্তরে উঠে গেল যেখানকার কথা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। স্বপ্ন দর্শনের পর স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর অস্বচ্ছ ও অস্পষ্ট রূপ যেমন মানুষ কোনরকমে স্মরণ করে আমিও তেমনি সেই পরম জ্যোতির গর্ভে যা যা দেখেছিলাম তার এক অস্পষ্ট অংশমাত্র ব্যক্ত করতে পারব। কিন্তু আমি যাই দেখি তা এক পরম অমৃত দ্বারা পরিপূর্ণ করে তোলে আমার মনকে। এমন এক পরম আনন্দ দান করে আমায় যা কখনো ভুলতে পারব না আমি।

কিন্তু আমার আশঙ্কা হয়, বরফের উপর সূর্যের আলোকরেখা যেমন শীঘ্র বিগলিত ও বিলীন হয়ে যায়, গাছের পাতার উপর সিবিলীয়ার সিবিলের লেখা সব দৈববাণী যেমন বাতাসে উড়ে যায় তেমনি হয়ত সেই পরম জ্যোতির গর্ভে আমার দেখা যত সব অলৌকিক বস্তুর স্মৃতি বিলীন হয়ে যাবে আমার মন থেকে।

মরণশীল মানুষের চিন্তা ও কল্পনার অগম্য ও অতীত হে পরম জ্যোতি, তুমি যদি তোমার দিব্য আলোর কিছুমাত্র অংশ আমায় দান করো তাহলে আমি তোমার অন্তর্লোকস্থ যে রূপ দর্শন করেছিলাম, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশ-

খরদের জন্য তার কণামাত্রও প্রকাশ করে যেতে পারব। আমার স্মৃতির সাহায্যে আমি যদি তোমার সেই গৌরবময় আলোকরশ্মির অন্তর্ভেদী উজ্জ্বলতার কথা কিছুমাত্র প্রকাশ করতে পারি তাহলে তার থেকে মর্ত্যমানব তোমার শক্তির তাৎপর্য কিছু উপলব্ধি করতে পারবে। সে আলোর উজ্জ্বলতা এতই তীব্র যে আমি তা বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারিনি আর তার ফলে আমি ফিরিয়ে নিয়েছিলাম আমার দৃষ্টি।

হে অনন্ত মহিমাময় পরম জ্যোতি, আমাকে আর একবার সুযোগ দাও, তোমার অন্তহীন উজ্জ্বলতার দ্বারা আমার সমগ্র দৃষ্টিশক্তিকে গ্রাস করো।

তোমার সেই আলোকগর্ভের মধ্যে আমি দেখেছিলাম কিভাবে এক অনন্ত প্রেম জাগতিক সকল বস্তুকে এক অখণ্ড বন্ধনে গ্রথিত করেছে। আমি দেখেছিলাম বিশ্বের সকল বৈচিত্র্য সকল অনৈক্য সেই অখণ্ডতার মাঝে মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। দেখেছি আমার আপন আত্মার মাঝে সকল ভূতাবস্থিত বিশ্বের আত্মাকে।

কিন্তু সে শুধু এক মুহূর্তের জন্য। এই সব কিছুর স্মৃতি বেশীক্ষণ ধরে রাখতে পারিনি আমি। আজ হতে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে বিশ্বের প্রথম জাহাজ আর্গো কোলচিন যাবার পথে সমুদ্রের উপর ছায়াপাত করার ফলে তা দেখে সমুদ্রদেবতা নেপচুন চিন্তান্বিত হয়ে তার অতল গর্ভে ডুবিয়ে দেয়। সেই জাহাজ আমার সেই ক্ষণকালীন স্মৃতিও তেমনি বিস্মৃতির আরো অতল গর্ভে সব ডুবে যায়। মুহূর্তের জন্য আমি সেই সব দেখে সমুদ্রদেবতা নেপচুনের মতই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম পরম বিস্ময়ে।

সেই পরম জ্যোতি যে একবার দেখেছে তার মনের সমগ্র কাঠামোটাকে এমনভাবে পরিবর্তিত করে দেয় যে আর সে অন্য কোন বস্তুর প্রতি নিবিড়ভাবে কোন মনোযোগ দিতে পারে না। কারণ মানুষ জীবনে সাধারণতঃ যা কিছু চায় তার সব আকাঙ্খিত বস্তুকে সে সেই পরম জ্যোতির মধ্যেই দেখতে পায়।

কোন দুগ্ধপোষ্য শিশু যেমন তার অর্ধস্ফুট কথার দ্বারা কোন ভাব ব্যক্ত করতে পারে না আমিও তেমনি আমার সেই অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করতে পারব না। সে আলো আমার প্রকৃতিকে আশ্চর্যভাবে বদলে দিয়েছিল। আর সেই পরিবর্ত্তনের ফলেই হয়ত অমোঘ অপরিবর্তনীয় সেই পরম সত্তাকে আমি দর্শন করতে পেরেছিলাম।

সেই পরম জ্যোতির স্বচ্ছ অন্তর্দেশে আমি দেখলাম পরম পিতা ঈশ্বর আর তাঁর পুত্র যীশুর যুগ্ম দুটি রূপ এক আধারে অবিচ্ছেদ্যরূপে বিরাজ করছে আর সেই যুগ্ম রূপ হতে বিচ্ছুরিত এক আলোকশিখা নির্গত হচ্ছে।

হে অনন্ত পরম জ্যোতি, তুমি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, আপন প্রেমের মহিমায় সতত পরিপূর্ণ। তোমারই সন্তান খৃস্টের মানবিক রূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত আপন রূপেরই মত প্রত্যক্ষ করলাম। জ্যামিতিতত্ত্ববিশারদেরা যেমন শত চেষ্টাতেও কোন বৃত্তের সমপরিমাণ কোন বর্গক্ষেত্র অঙ্কিত করতে পারেন না অর্থাৎ কোন বর্গক্ষেত্রের মত কোন বৃত্তকে যথাযথভাবে মাপতে পারেন না তেমনি আমিও শত চেষ্টাতেও আমার সেই অভিজ্ঞতাকে যথাযথভাবে আমার মানসপটে অঙ্কিত করে রেখে দিতে পারলাম না। তবে এক অপূর্ব বোধির চকিত উদ্ভাসে আমি সহসা উপলব্ধি করতে পারলাম ঈশ্বরের দুটি রূপ মানবিক ও ঐশ্বরিক একাধারে একীভূত হয়ে আছে তাঁর মধ্যে।

আমার সেই অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথা আমি সব ব্যক্ত করতে না পারলেও একটা কথা আমার মনে আছে। একমাত্র প্রেমের বশবর্তী হয়ে যে ঈশ্বর বিরাট সৌরমণ্ডলের সমস্ত গ্রহনক্ষত্রকে নিয়ন্ত্রিত করেন তাঁর মহিমা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার কামনা বাসনার যত সব বেগবান নদী অনন্ত প্রেমের এক মহাসমুদ্রে গিয়ে আত্মলোপ করল সহসা। আমার সমস্ত আত্মরতি সহসা পরিণত হয়ে উঠল এক অকৃত্রিম ঈশ্বরপ্রীতিতে। ঈশ্বরচৈতন্যের মহাজাগতিক পরিধির বাইরে আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছা বলতে আর কিছু রইল না।



# দান্তের কবিতা

## ভিটা নুভা ( নূতন জীবন )

**A ciascun alma presa e gentil core**

আমি জানি প্রতিটি মানুষের জীবনেই
অন্তত: একবার প্রেম আসে প্রভুত্বের
বিরাট দর্পিত দাবি নিয়ে।
সে প্রেম আমার জীবনেও একদিন এসেছিল।
যখন আমার অন্তরের শান্ত আকাশের
স্বচ্ছ নির্মল অবকাশে কিরণ দিচ্ছিল
অসংখ্য উজ্জ্বল নক্ষত্র, তখন সহসা
আমার সামনে ভয়াবহ মূর্তিতে এল প্রেম।
পরে দেখলাম তার আপাতকঠোর ভয়াবহতার
অন্তরালে আছে সতত সুখী একটা নরম আত্মা।
সে এসে আমার একটা হাত ধরে
আমার প্রেয়সীকে একটা কালো পোষাক পরিয়ে
ঘুম পাড়িয়ে দিল তার বলিষ্ঠ বাহুর উপর শুইয়ে।
তারপর সে তাকে জাগাল আর আমার
প্রেয়সী তখন তার কথামত এক ভীতিবিহ্বল আনুগত্যে
গ্রাস করে ফেলল আমার জ্বলন্ত অন্তরটাকে।
তারপর আমি দেখলাম সেই প্রভুত্বপিয়াসী
বলদর্পিত প্রেম কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল।

**O voi che per la via d'amor passate**

তোমরা যারা প্রেমের পথে আনাগোনা শুরু করেছ,
একবার সে পথে নেমে খুঁজে দেখতে পার,
আমার দুঃখের বোঝার মত ভারী কোন পাথর
সে পথে আছে কি না। দয়া করে শোন আমার কথা,

তারপর বিচার করে দেখ আমার অন্তর
সীমাহীন বেদনার লীলাভূমি কি না।
অথচ প্রেম একদিন তার আপন মহত্বগুণে
আমাকে দিয়েছিল অফুরন্ত ঐশ্বর্য আর এক পরম আনন্দের অমৃত।
লোকে আমার সম্বন্ধে আজও বলে, 'ঈশ্বরের কি অসীম করুণা,
ওই লোকটার অন্তঃকরণটাকে কত হালকা করে গড়েছেন,
ও কত সুখী, জীবনে কোন দুঃখ বা ব্যথা বলতে নেই।'
কিন্তু আজ আমি প্রেমের সকল সম্পদ সকল ঐশ্বর্য
হারিয়ে আমি হয়ে পড়েছি একেবারে নিঃস্ব।
এত নিঃস্ব এত সর্বস্বান্ত যে বাইরে সে নিঃস্বতার কথা
লজ্জায় বলতে পারি না কাউকে।
তাই অন্তরে যখন দুঃখের মেঘ নেমে আসে
অশ্রু ঝরে অবিরল, বাইরে তখন মুখের উপর
ফুটিয়ে তুলি কৃত্রিম আনন্দের হাসি আর আলো।

Donne ch' avete intelletto d' more
হে প্রেমাভিজ্ঞা মহিলাগণ, আমার কথা শোন।
আমি যে আমার প্রেয়সীর গুণগান প্রচারের জন্যই
তার কথা তোমাদের বলছি তা নয়, সেকথা বলে
মনটাকে হালকা করার জন্যই বলছি।
যখন আমি তার গুণাবলীর কথা ভাবি
তখন তাকে ভাল না বেসে পারি না।
ভালবাসার মধুনিষ্যন্দী সমুদ্রে আমার সমস্ত প্রাণমন
তলিয়ে যায়, হারিয়ে যায় নিঃশেষে। তোমরা যারা
প্রেম কি বস্তু জান তারা ছাড়া আর কাউকে
বলতে পারি না সেকথা।
দিব্য জ্ঞানের মাধ্যমে আমার প্রেয়সীর সেই সব
গুণাবলীর কথা জানতে পেরে কোন এক দেবদূত
ঈশ্বরকে বলেছিল, সর্বগুণভূষিতা এমন কোন মর্ত্যমানবী
সচরাচর দেখাই যায় না, ওকে স্বর্গে নিয়ে এসো।

স্বর্গবাসী সাধুপুরুষদের আত্মারাও
সেই এক বায়না ধরল ঈশ্বরের কাছে।
তখন ঈশ্বর তাদের বললেন, 'শান্ত হও বৎস।
ওকে স্বর্গে নিয়ে এলে একজন মর্ত্যমানব দুঃখ পাবে।
নরকে গিয়েও সে আমাদের গাল দেবে।'
আমার প্রেয়সীর যে গুণাবলীর জন্য স্বর্গের দেবতারা পর্যন্ত
তাকে পেতে চায় সে গুণাবলীর কথা
জানা উচিত তোমাদের। তোমাদের মধ্যে যে
সবচেয়ে গুণবতী সে যদি আমার প্রেয়সীর সঙ্গে
মুক্ত রাজপথ দিয়ে পদব্রজে কোথাও যায়
তাহলে দেখবে তাকে দেখে দুরন্ত প্রেমের বরফে
জমে যাবে যত সব পথচারীদের আত্মা, আচ্ছন্ন হয়ে যাবে
তাদের অন্য সব চিন্তা ভাবনা, কিছুক্ষণের জন্য
দাঁড়িয়ে আমার প্রেয়সীকে দেখার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত
বরণ করতে চাইবে তারা। আবার যদি কেউ
তার শান্ত-সদয় দৃষ্টির মধ্যে এক বিন্দু
প্রেমের চিহ্ন খুঁজে পায় তাহলে তাকে
ঈশ্বরের পরম দান হিসাবে মাথায় তুলে নেবে।
তার সঙ্গে একবার কথা বলতে পারলে তার সারাজীবন
ধন্য হয়ে গেল ভাববে। কৃতার্থবোধ করবে।
এখন প্রেম নিজেই আমার প্রেয়সী সম্বন্ধে বলতে থাকে,
কোন মরণশীল মর্ত্যমানবী কি করে এত সুন্দর
ও এত পবিত্র হতে পারে? তারপর সে ভাবল,
নিশ্চয় ঈশ্বর তার মাধ্যমে অভিনব কিছু একটা
সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। মুক্তার মত উজ্জ্বল তার গাত্রবর্ণ,
তার মত সুন্দর প্রকৃতির কোন বস্তুই হতে পারে না।
তার আঘূর্ণিত চোখের দৃষ্টি হতে
যে প্রেমের জ্যোতি বিকীর্ণ হয় তা যে কোন
মানুষকে প্রেমাহত করে তোলে; তার দৃষ্টির মধ্য দিয়ে
সোজা অন্তরে গিয়ে প্রবেশ করে। তার মুখমণ্ডলে

প্রেমের এমন উজ্জ্বল সূর্যসন্নিভ দীপ্তি
ছড়িয়ে আছে যাতে কেউ তার মুখপানে তাকাতেই পারে না।
হে আমার গান, তোমাকে প্রেমের কন্যারূপে
প্রতিপালিত করেছি কত যত্নে, কতবার কত নারীর কাছে
পাঠিয়েছি তোমায়। এবার আমি তোমায় পাঠাব
আমার সেই সুন্দরী প্রিয়তমার কাছে যার কাছে
স্বয়ং প্রেমকেই উপস্থিত দেখবে। আমার কথা
যথাসম্ভব বুঝিয়ে বলো যেন প্রেমকে।

Tanto gentile e tanto onesta pare

আমার প্রেয়সী এত শান্ত এত নম্র ও এত ভদ্র যে
যখন সে অন্য সব লোকদের অভ্যর্থনা জানায় তখন
তাদের জিহ্বা কথা বলতে গিয়ে কম্পিত হয়, তাদের দৃষ্টি
তার মুখপানে তাকাতে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে যাবে মাঝপথে।
এক নীরব নম্রতায় সকলের প্রশস্তিকে আত্মসাৎ করে
সে যখন শান্তভাবে চলে যায় তখন মনে হয়
এক অদৃষ্টপূর্ব ইন্দ্রজাল প্রদর্শনের জন্য সে সুদূর
স্বর্গ হতে নেমে এসেছে মর্ত্যলোকে।
কেউ যখন তার মুখপানে তাকায় তখন তার
দু চোখের তারায় ফুটে ওঠে এমন এক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য
যা দেখে প্রতিটি অন্তর পায় অমৃতের আস্বাদ।
তার মুখনিঃসৃত প্রতিটি কথার মধ্যে ঝরে পড়ে
প্রেমপূর্ণ এমন এক সত্তার সুবাস যাতে
প্রতিটি আত্মাই প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে,
হাহাকার করে ওঠে তাকে কাছে পাবার জন্য।

Det peregrini che pensoi andate

হে বিষাদবিধুর তীর্থযাত্রীর দল, নিশ্চয় এ জীবনে
এমন একটা কিছু পাওনি যার অভাব বিষণ্ণ চিন্তার
কুটিল ভারে ক্লিষ্ট করে তুলেছে তোমাদের।

এই বিষণ্ন নগরীর মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছ তোমরা,
অথচ জান না এর দুঃখ ও বিষাদের কারণ কি।
হয়ত বিষণ্ন নগরীর কালো ছায়াই
এক অনির্দেশ্য বেদনায় বিধুর করে তুলেছে তোমাদের।
সে দুঃখ সে বিষাদের কারণ যদি জানতে চাও
তাহলে দাঁড়াও, আমি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলব সেকথা।
জেনে রেখো, এ নগরী হারিয়েছে তার এমন এক পুণ্যবতী নারীকে,
যার গুণের কথা তোমাদের চোখে নিয়ে আসবে জল।

oltre la spera che pin largu gira
এই মর্ত্যসীমার বহু ঊর্ধ্বে যে এক আলোকচক্র
আবর্তিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত, আমার অন্তরের ব্যথাহত
সকরুণ একটি দীর্ঘশ্বাস সে চক্রকে প্রদক্ষিণ করছে
বারবার, প্রেম তাকে ঊর্ধ্বে আকর্ষণ করে বারবার নিয়ে যাচ্ছে সেখানে।
সেখানে গিয়ে সে দেখল সেই আলোকচক্রের মাঝে
অপরিসীম সম্ভ্রমে স্তব্ধগম্ভীর এক নারী।
তার অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতায় বিস্ময়াহত হয়ে উঠল
আমার দূরাগত পথক্লান্ত আত্মা।
আমার আত্মা সেখান থেকে এসে যখন আমাকে সেকথা বলল
তখন আমি প্রথমে বুঝতে পারলাম না সেকথা
পরে বুঝলাম সেই স্বর্গীয়া নারী হলো বিয়াত্রিস।

Guido i vorrei che tu e Lapo ell vo
শোন গিদো, আমি চাই, তুমি আমি আর ল্যাপো
সহসা তন্দ্রাহত হয়ে কোন একটি জাহাজে চেপে বসি
আর সেই জাহাজটি চির-অনুকূল বাতাসে
ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াক অন্তহীন সমুদ্রের বুকে।
শুধু আমি নই, এটা তোমরাও একদিন চেয়েছিলে।
কোন ঝড় যেন আমাদের প্রতিহত না করে

আমাদের জাহাজের গতিকে, কোন আঘাত যেন
আমাদের তিনজনের মিলিত ইচ্ছার মধ্যে ফাটল না ধরায়।
দিনে দিনে দৃঢ়তর হয়ে ওঠে যেন আমাদের ঐক্যানুভূতি।
তারপর যে যাদুকর আমাদের ঘুম পাড়িয়ে সেই
মায়াবী অর্ণবপোতে তুলে দেবে সেই যাদুকর যেন
তিনটি যুবতী নারীকে আমাদের কাছে এনে দেয়
কোন যাদুবলে। আমরা তখন নিজেদের মধ্যে দিনরাত
কেবলি বলব প্রেমের কথা। আমরা তখন
সকলেই হয়ে উঠব সুখী, বনকুঞ্জনিহিত কূজনতৃপ্ত
কপোতকপোতীর মত আশ্চর্যভাবে সুখী।

Per una Ghilandetta

শুধু একটি মালার জন্য প্রতিটি ফুলকে দেখে আমার দুঃখ হয়।
একদিন সুন্দর সুন্দর ফুলে গাঁথা একটি মালা দেখেছিলাম
আমার প্রেয়সীর কণ্ঠে, আর দেখেছিলাম
প্রেমের এক দেবদূত সাদা ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে
সে মালার উপর আর গান গেয়ে বলছে আপন মনে,
আমাকে যে দেখবে সে-ই ঈশ্বরের প্রশংসা গান করবে।
আমার প্রিয়তমা যেখানে আছে সেখানে যদি
যেতে পারি একবার তাহলে তাকে বলব, আমার বহু দীর্ঘশ্বাস
ঝরে পড়েছে তার জন্য বলব আর যেন
কোন নারীকে কেউ কখনো প্রেমের মুকুটে ভূষিত না করে।
অবশেষে দেখলাম আমার সেই কথাগুলি এক একটি
গানের সুবাসিত ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে।

I'mi son pargoletta bell e nova

আমি এক নবীন সুন্দরী যুবতী, আমি যেখান থেকে এসেছি
সেখানকার সৌন্দর্যের কথা জানাতে চাই
আমার দেহের মাধ্যমে। আমি এসেছি সুদূর স্বর্গলোক থেকে নেমে,
আবার স্বর্গেই ফিরে যেতে চাই। যাবার আগে

আমার দেহের এই উজ্জ্বলতা দিয়ে কিছু লোককে আনন্দ দিয়ে যেতে
চাই শুধু। যদি কেউ আমাকে দেখেও আমার প্রেমে
না পড়ে তাহলে বুঝতে হবে প্রেম সম্বন্ধে কোন
উপলব্ধি নেই তার। কারণ আমাকে সৃষ্টি করার সময়
প্রেমের সবটুকু মাধুর্য বিধাতাপুরুষের কাছ থেকে
চেয়ে নিয়ে তা সঞ্চারিত করে আমার মধ্যে।
প্রতিটি নক্ষত্রের আলো ঝরে পড়ে আমার চোখের তারায়।
আমার রূপলাবণ্য এক অভিনব বস্তু সারা জগতের কাছে
কারণ এ লাবণ্য স্বর্গ হতে প্রাপ্ত এবং এ লাবণ্যের
ধর্ম ও মহিমা একমাত্র সেই বুঝবে যে অপরকে
পারে নিজের মত করে ভালবাসতে। যে দেবদূত
একবার আমাদের কাছে এসেছিল তার চোখে
এই কথাগুলি যেন লেখা ছিল। কিন্তু তার সে চোখের মাঝে
আমি এমন একজনকে দেখেছিলাম যে আমাকে দিয়েছিল
এক মারাত্মক আঘাত। আমি সেই থেকে কাঁদছি;
শুধু কাঁদছি এবং আজও শান্ত করতে পারিনি নিজেকে।

Io son venuto pun to de la rota
আমি দিগন্তের এমন এক প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছি
যেখানে সূর্য বিদায় নিয়েছে সবেমাত্র এবং
প্রেমের নক্ষত্রেরাও বহু দূরে আছে সেখান থেকে।
ফলে সে দিগন্তের মাথায় নেমে আসে শিশিরের অশ্রু
আর কুয়াশার অবগুণ্ঠন; তুষার জমে ওঠে পথে পথে।
তবু আমি ভুলতে পারি না প্রেমের কথা। সে কথা
শক্ত ভারী পাথরের মত আমার বুক চেপে বসে আছে আজও।
ভ্রাম্যমান বাতাস সুদূর ইথিওপিয়ার উষ্ণমণ্ডল হতে
উত্তপ্ত হয়ে এসে সমুদ্র পার হবার সময় প্রচুর কুয়াশা এনেছে
সঙ্গে, এনেছে তুষার হিমশীতল বৃষ্টি আর তীক্ষ্ণ হাওয়া।
সেই তীব্রশীতল হাওয়ার কামড় সহ্য করতে না পেরে
প্রেম তার জাল গুটিয়ে ঊর্ধ্বে চলে যাচ্ছে, সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে

আমাকে। আমার প্রিয়তমা সুন্দরী হলেও বড় নিষ্ঠুরা।
যে সব পাখিরা একদিন ইউরোপ থেকে উত্তাপের ভয়ে
পালিয়েছিল তারা সাতটি শীতল নক্ষত্রের হিমে জমে যাওয়ার
হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছে না আজও। আর যারা বসন্ত আসা পর্যন্ত
রয়ে যাবে তারা গান গাওয়া ছেড়ে দিয়েছে।

ভালবাসাবাসির ব্যাপারে যে সব জীবজন্তুগুলি
স্বভাবতঃ তৎপর, শীতের তীব্রতার জন্য
ভালবাসার অনুভূতিগুলি যেন জমাট বেঁধে গিয়েছিল
তাদের মধ্যে; অথচ আমার অন্তরে তখন জেগেছিল
এক বৃহত্তর প্রেমের যত সব চিন্তা আর অনুভূতি।
ঋতু পরিবর্তন বা কোন প্রাকৃতিক ঘটনা আমার
সে চিন্তা বা অনুভূতির কারণ নয়; এ সবের একমাত্র উৎস
হলো এক নারী যে কিছুকাল আগে বিদায় নিয়েছে পৃথিবী থেকে।
ঘাস আর গাছের পাতারা প্রায় সব মরে গেছে।
লরেল, ফার, পাইন প্রভৃতি কয়েকটি গাছ ছাড়া
আর কোন গাছের কোন সবুজ শাখা আর দেখা যায় না।
তুষারের তীক্ষ্ণ আঘাত সহ্য করতে না পেরে
ছোট ছোট ফুলগুলি সব মরে গেছে। অথচ দেখ, প্রেম
আমার মনের ভিতর থেকে এখনো তুলে ফেলতে পারেনি
সেই পুরনো নিষ্ঠুর কাঁটাটা। তাই আমি ঠিক করেছি
আমি যতদিন বাঁচব অথবা যদি কখনো আমার
মৃত্যু নাও হয় তাহলে ও চিরকাল সে কাঁটার দংশন
আমি সহ্য করে যাব। নদীবক্ষে পুঞ্জ পুঞ্জ কুয়াশা
জমেছে, দেখে মনে হচ্ছে পৃথিবী যেন তার অবদমিত
বেদনার বাষ্পরাশিকে ধোঁয়ার আকারে ছড়িয়ে
দিতে চাইছে উর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলে। যতদিন এইভাবে চলবে
শীতের নিষ্ঠুর পীড়ন ও পথে যাওয়া হবে না আমার।
বরফে বরফে সাদা এনামেলের মত হয়ে উঠেছে
পৃথিবীর বুকটা। জলগুলো সব মরে গেছে আর তাদের
সাদা ফ্যাকাশে মৃতদেহগুলো হয়ে উঠেছে স্বচ্ছ কাচের

আয়নার মত। আমি কিন্তু এই সব তুষারের আঘাত,
শীতের দংশন, মৃত্যুর হিম সব সহ্য করে চলেছি
নীরবে। সব দুঃখ মধুর মনে হচ্ছে আমার।
আর মনে হচ্ছে দুঃখ যদি এত মধুর হয় তাহলে
মৃত্যু নিশ্চয় পৃথিবীর সব মাধুর্যকে যাবে ছাড়িয়ে।
এত কিছু সত্ত্বেও আমার হৃদয়ে যদি জেগে থাকে
মৃত্যুঞ্জয়ী সেই প্রেম তাহলে হে আমার গান,
বলে দাও যখন শীতের পর বসন্ত আসবে, যখন
অসংখ্য বৃষ্টিধারার মত প্রেম ঝরে পড়বে আকাশে বাতাসে,
তখন আমি কি করব ? একটা বালিকার অন্তর
যদি মর্মর প্রস্তরের মত শক্ত হয়ে জমে যায় তাহলে
আমি গোটা মানুষটাই হয়ে উঠব পাথর।

Ai poco giorno e al grala ceronio donbra
আমি এখন দিনের শেষ প্রান্তে এসে পড়েছি।
এখন পৃথিবীর কোলে কোলে দীর্ঘায়িত হয়ে উঠেছে
বেলাশেষের ছায়া ; সবুজ থেকে সাদা হয়ে উঠেছে
পাহাড়গুলোর রং। কিন্তু আমার কামনার রং বদলায়নি।
কারণ সে কামনার শিকড়গুলো প্রোথিত আছে এমন এক
পাথরের মধ্যে যে পাথর কোন এক নিষ্ঠুরা নারীর মত
কথা বলতে ও শুনতে পারে। তেমনি সেই
স্বর্গজাত মহিলাটি ছায়াবগুণ্ঠিতা তুষারের মত
স্তব্ধগম্ভীর হয়ে থাকে সব কথাতে।
পাথরের উপর থেকে সব তুষার সরিয়ে সূর্য যেমন
সে পাথরকে আবার সবুজ করে তোলে তেমনি তাকে নড়াতে
হলেও সূর্যের মত কোন তেজস্বী বস্তুর দরকার।
সে মহিলা যখন সবুজ আর হলুদ ফুলে গাঁথা এক
বিশাল মালা পরে গলায় তখন তার ছায়ায় প্রেম এসে দাঁড়ায়।
এই প্রেমই আবার দুই পাহাড়ের প্রস্তরস্তূপের মধ্যে
বন্দী করে রাখে আমাকে। অবশ্য সে মহিলার

সৌন্দর্যের দাম অনেক। মূল্যবান পাথরের থেকেও অনেক বেশী।
যে আঘাত সে কারো প্রাণে দেয় সে আঘাত
সারে না কোন ওষধিতে। আমি তার কাছ থেকে পালিয়ে
পাহাড়ে প্রান্তরে অনেক ছুটে বেড়িয়েছি, কিন্তু তার
আগ্নেয় আলোর প্রতপ্ত পশ্চাদ্ধাবন হতে আমাকে রক্ষা
করার জন্য পাহাড় একটু ছায়া দান করেনি আমায়,
কোন মাটি আশ্রয় দান করেনি। আমি তাকে সবুজ পোশাকে
আবৃত দেখতে ভালবাসি। তার সে পোষাক দেখে
পাথরগুলোও প্রেমে পড়ে যাবে তার। আমি তাই
চেয়েছিলাম চারদিকে পাহাড়ঘেরা তৃণাচ্ছন্ন
এক প্রান্তরে এসে আমার সামনে দাঁড়াবে সে। কিন্তু কোন নদী
হয়ত সামনে যেতে যেতে হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে পাহাড়ে
যেতে পারে, তবু সে আমার ইচ্ছামত আমার কাছে আসবে না।
তাই আমি এক বন্ধ্যা ধুসর পাথরের উপর শুয়ে ঘাস খেয়ে
কাটিয়ে দিলাম আমার সারা জীবনটা। মাঝে মাঝে
শুধু মুখ তুলে দেখলাম তার সেই সবুজ পোষাকের ছায়াটা
কোথায় পড়ছে। দেখি যতবার পাহাড়গুলো কালো ছায়া
ফেলে পাশের প্রান্তরে ততবার সে চলে যায়
সবুজের গভীরে তার সৌন্দর্যের ধাতুটিকে লুকিয়ে রাখার জন্য।
যেমন অনেক সময় অনেকে মূল্যবান কোন ধাতুকে
লুকিয়ে রাখে সবুজ ঘাসের ভিতরে।

Cosi nel mio parlar voglio esser aspro

সেই নিষ্ঠুরা মহিলাটি প্রতিটি আচরণের ক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তে
এমনভাবে পাথরের মত শক্ত হয়ে ওঠে যে আমি যতবার
তাকে লক্ষ্য করে শক্ত কথার ঢেলা ছুঁড়ি অথবা
তীক্ষ্ণ তীর ছুঁড়ি ততবার তা তার পাথুরে গায়ে
প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। আমি তখন সব দিক দিয়ে
ব্যর্থ হয়ে পালাতে যাই; কিন্তু পারিনা। সে তখন
অপ্রতিহভাবে আমার অসহায় আত্মাটিকে তিলে তিলে

হত্যা করতে থাকে। প্রতিরক্ষার কোন উপায় খুঁজে পাই না।
এমন কোন ঢাল নেই যা সে ছিন্নভিন্ন করে দেয় না
অনায়াসে। আমি আমার মনটিকে কোন কিছু দিয়েই
ঢেকে রাখতে পারি না। আমার কোন বিপর্যয়কে গ্রাহ্য
করে না সে। আমার দুরবস্থাকে আমি কোন ছন্দোবদ্ধ
রূপ দিতে পারি না। হে নিষ্ঠুর ছলনার ফাঁদ,
কেন তুমি আমার অন্তরটাকে এমনভাবে গ্রাস করছ?
আমি একথা কাউকে বলতেও পারছি না। কারণ আমি
প্রতিনিয়ত তার কথা ভেবে ভয়ে এমনভাবে কাঁপতে থাকি
যে, কেউ আমাকে দেখলেই আমার সে অবস্থা বুঝতে পেরে
যাবে, প্রেমের দংশনাঘাতে ক্ষতবিক্ষত ও কম্পিত আমার দেহ
দেখে তারা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে ফেটে পড়বে।
আর তখন যে প্রেম একদিন দিদোকে হত্যা করেছিল সেই
নির্লজ্জ নিষ্ঠুর প্রেম আমার ভূমিচুম্বিত শায়িত দেহটির
উপর দাঁড়িয়ে মুক্ত তরবারি হাতে জয় ঘোষণা করবে নিজের।
সে প্রেম প্রতি মুহূর্তেই আঘাত করছে আমায়। আর
আমার অন্তরাত্মায় রক্ত ঝরছে অবিরাম। যে নিষ্ঠুরা নারী
আমাকে এই প্রেমাহত অবস্থার জন্য দায়ী, প্রেম
তাকে কি কোনদিন আঘাত করবে না এইভাবে? তাহলে এইভাবে
দিবালোকে রাত্রির মত অকালে কালো মৃত্যু নেমে আসবে না
আমার আত্মার উপরে। আমার মত এইভাবে প্রেমাহত
হয়ে সে যদি যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে থাকে
তাহলে আমি তাকে সঙ্গে সঙ্গে সাহায্য করব আর
তখন আমার করুণাঘন মমতামধুর মূর্তি দেখে বিমুগ্ধ
হয়ে যাবে সে।
তার যে তরঙ্গায়িত সুন্দর চুল আমাকে আকর্ষণ
ও আঘাত করেছে, আমি সেই বিশাল চুলের অরণ্যের
গভীরে চলে গিয়ে বন্য ভালুকের মত সারা দিনরাত্রি খেলা
করব। প্রেম আমায় যত আঘাত দিয়েছে তত আঘাত
আমি তাকে ফিরিয়ে দেব। তারপর তার চোখের পানে

এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকব আমি। তার চোখ হতে একদিন
যখন অসংখ্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে এসে দগ্ধ করতে যাবে
আমার অন্তরকে তখন সে চোখের উপর এক শীতল প্রেমের প্রলেপ
দিয়ে শান্ত করে তুলব তাকে চিরতরে।
প্রেমের মানসকন্যা হে আমার গান, যে নারী আমাকে
এইভাবে আঘাত করেছে, যে আমায় ক্ষুধার খাদ্য হতে
বঞ্চিত করে রেখেছে সেই নিষ্ঠুরা নারীর কাছে
চলে যাও তুমি। এক বিষাক্ত তীরের দ্বারা তার অন্তর
ভেদ করো, তার সমস্ত অন্যায় আর ঔদাসিন্যের চরম শাস্তি দাও।

**Tre donne intorno al cor mi son venute**

একদিন তিনটি নারী আমার অন্তরের ঘরের বাইরে
এসে বসে পড়ল। আমার অন্তরের কুটরিটিতে তখন একমাত্র
প্রেম ছাড়া আর কেউ ছিল না। সে নারীরা এমনই অনিন্দ্যসুন্দরী
আর সম্ভ্রমসংবদ্ধ ছিল যে প্রেমের মত শক্তিমান পুরুষও
ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কথা বলতে কুণ্ঠাবোধ করতে লাগল।
একদিন তারা ছিল হাসি খুশিতে উজ্জল, অথচ আজ এক
নিদারুণ ক্লান্তিতে মুহ্যমান দেখাচ্ছে তাদের। আবার তাদের মুখ
দেখে মনে হচ্ছে তারা নিশ্চিন্ত, তারা যেন এসেছে
তাদের বন্ধুর বাড়িতে। এসেছে অন্তরঙ্গতার এক নিবিড় আশ্বাসের
আশায়।
তাদের মধ্যে একজন হাতের উপর অশ্রুসজল মুখ রেখে নানারকমের
সকরুণ কথা বলে কিসের জন্য দুঃখ প্রকাশ করছিল। অশ্রুধারায়
প্লাবিত হয়ে উঠেছিল তার গণ্ডদ্বয়। তার হাত দুটি ছিল নগ্ন।
আর একজন কিন্তু কোন কথা বলেনি, তার ক্রন্দনরত মুখখানি ঢেকে
রেখেছিল হাতের মধ্যে। তার কোন কোমরবন্ধনী ছিল না আর
তার পা দুটি
ছিল নগ্ন। আমার অন্তরের ঘর হতে বাইরে এসে প্রেম
তার ছিন্নমলিন বেশ দেখে কিছু ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ
আর কিছু সহানুভূতির সঙ্গে তার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করল।

সেই নারীটি তখন উত্তর করল, আমি হচ্ছি সবচেয়ে দুঃখিনী,
তোমার মার ভগিনী। দেখতে পাচ্ছ আমি কত দরিদ্র, কত নিঃস্ব।
তার কথা শুনে আমার প্রভুর প্রেম বড় দুঃখ ও লজ্জা পেল
এবং তাকে জিজ্ঞাসা করল তাব সঙ্গে অন্য যে দুজন নারী আছে
তারা কে।

সেই দুঃখিনী নারীটি তার উত্তরে বলল, আমার পাশে
যে সুন্দরী বালিকাটি রয়েছে সে আমারই দুহিতা। আমি
ওকে নীল নদের ঢেউএর মাঝে প্রসব করেছিলাম।
আর একজন যে আমাদেব সঙ্গে রয়েছে সে আমার এই
কন্যার কন্যা। সেই দুঃখিনী নারীর দীর্ঘশ্বাসে ব্যথা পেল
আমার প্রভুর প্রেম। অশ্রুপূর্ণ চোখে সান্ত্বনা দিতে লাগল
সেই সব পরিত্যক্ত দুঃখিনী নারীদের। সে বলল, ওঠ,
তোমাদের মাথা তোল, দুঃখ করো না। সহিষ্ণুতা আর
উদারতা নামে দুটি প্রধান অস্ত্র তোমাদের দিলাম। এখন যদি
দুঃখ পাও তাতে খেদ করো না। সুদিন একদিন আসবেই।
যদি কেউ তোমাদের দুঃখ দিয়ে থাকে তাহলে দেখবে আবার
একজন নিশ্চয় আসবে যেদিন সে তোমার দুঃখের সব মালিন্য
মুছে দিয়ে উজ্জ্বল করে তুলবে তোমাদের জীবনকে।
আমি যখন তোমাদের মত পরিত্যক্ত সংসারহীনা দুঃখিনীদের
দেখি তখন বড় কষ্ট পাই প্রাণে। তখন মনে হয় পৃথিবীতে
ন্যায়বিচার বলে কিছু নেই। মনে হয় স্বৈরিণী নিয়তি পৃথিবীব
সব সুখের শ্বেত পুষ্পকে দুঃখে রক্তবর্ণ করে তুলেছে।
সেই সব ফুলের কোন সৌন্দর্য দেখতে না পেলে এক নিষ্ফল ক্রোধে
আগুন হয়ে উঠি আমি। কিন্তু কি করব সেই স্বৈরিণী নিয়তিই
আমার হাড় মাংস সব চিবিয়ে খেয়েছে। আমার জীবনের
সূর্যকে ডুবিয়ে দিয়েছে অকালে। তার জায়গায় এনেছে
একজন দুর্বলমনা চাঁদকে। আর তাদের ফ্যাকাশে একরাশ
অপদার্থ আলোকে।

হে আমার গান, দেখো, কেউ যেন ঐ সুন্দরী
নারীদের গায়ে হাত না দেয়। তাদের দেহের যে অংশগুলি আপনা হতে

বস্ত্রাভাবে অনাবৃত হয়ে আছে সেই অংশগুলি শুধু
দেখেই সন্তুষ্ট থাকে তারা। মিষ্ট পুষ্ট আপেল যেমন
সব লোকেই চায় তেমনি সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী নারীদের
সকলে কামনা করবেই। কিন্তু কাউকে ওদের দেবে না।
কিন্তু যদি কোন গুণবান মানুষের প্রেমশীল অন্তর
একান্তভাবে ওদের কাউকে চায় তাহলে তার হাতে তাকে
দান করতে পার। অন্যথায় নয়।
শুভ্র পালকবিশিষ্ট পক্ষিস্বরূপিণী হে আমার গান, হিংস্র
কালো শিকারী কুকুরগুলোকে নিয়ে মানুষের অন্তর
শিকার করে বেড়িও। কারণ আমাকে কেউ ওরা
বুঝতে পারল না। বুঝতে পারল না আমি কি ধরনের
মানুষ। ওরা জানে না, যারা বিজ্ঞ লোক তারা
কখনো ক্ষমাকে ত্যাগ করে না, কারণ বিজ্ঞেরা
জানে, যে কোন যুদ্ধে ক্ষমা হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর জয়।

**সমাপ্ত**